# বাংলা শব্দ বর্ণ বানান

## শব্দ-কথা দ্বিতীয় আশ্বাস

হোসাইন রিদওয়ান আলী খান

# বাংলা শব্দ বর্ণ বানান

## শব্দ-কথা দ্বিতীয় আশ্বাস

www.pathagar.com

www.pathagar.com

# বাংলা শব্দ বর্ণ বানান

## শব্দ-কথা দ্বিতীয় আশ্বাস

হোসাইন রিদওয়ান আলী খান

বর্ণায়ন

www.pathagar.com

স্বত্ব
লেখক

প্রকাশকাল
জানুয়ারি ২০১৮

প্রকাশক
কে এম লিয়াকত
বর্ণায়ন
৬৯ প্যারীদাস রোড
ঢাকা ১১০০

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

বর্ণবিন্যাস
মাসুদ

মুদ্রণ
মৌমিতা প্রিন্টার্স
২৫ প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০

**মূল্য : ৪২০.০০ টাকা মাত্র**

ISBN 984-70092-0011-3

ঘরে বসে বই কিনতে ভিজিট করুন
hhttp://rokomari.com/bornayan
বা boi24.com, 01763665577 ও www.porua.com.bd

---

BANGLA SHABDO BARNO BANAN
Shabdo-katha Thwiteeya Ashwash
by Hosain Ridwan Ali Khan. Published by K M Liaquat, Bornayan
69 Pyaridas Road, Banglabazar, Dhaka 1100
Cover Design : Dhruba Esh
**Price Tk. 420.00 Only**

www.pathagar.com

উৎসর্গ

এ দেশের সাধারণ মানুষের মঙ্গলের জন্য বাংলা ভাষায় শিক্ষা-দীক্ষার প্রসারের পক্ষে যিনি ব্যাকুলভাবে বারংবার বলেছেন লিখেছেন ও যথাসাধ্য কাজ করে গিয়েছেন, তৎসম ব্যাকরণের বিধি-নিষেধ অতিক্রম করে এবং গ্রামাঞ্চলে কথিত শব্দের ভাণ্ডার থেকে বাছাই করে বাংলা লেখ্য ভাষায় নতুন শব্দ গ্রহণের পরামর্শ যিনি দিতেন, যাঁর কাছে আমি ঋণী ও যাঁর কাছে আমরা ঋণী হলে আমরা লাভবান হব সেই, প্রয়াত, মোহাম্মদ দরবেশ আলী খান -এর
স্মৃতির উদ্দেশে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

# সূচি


বর্তমান সংস্করণ প্রসঙ্গে ৯
[প্রথম সংস্করণের] প্রারম্ভিকী ১০
ফেব্রুয়ারি ২০০৭ -এ প্রকাশিত সংস্করণ উপলক্ষে ১২
অবতরণিকা ১৮
ভূমিকার বদলে ৪৪
বানানের শুদ্ধি-অশুদ্ধি ও সংস্কার ৪৫
বানান বিধি এবং ব্যাধি ৪৬
(বর্গীয়) জ ও (অন্তঃস্থ) য ৭৬
চলতি'র নামে বিকৃত সাহেবিপনা ৭৮
অকারণ এবং প্রয়োজনীয় ও-কার ৮০
হয়েছিল/হয়েছিলো ৮০
নিও/নিয়ো ৮০
হত/হতো, হল/হলো ৮০
'মাঝ' ও 'মাঝে' -এর ব্যবহার : বাঙ্লা ভাষায় এক পচন রোগ ৮৪
চন্দ্রবিন্দু ৮৪
বানান অভিধান-এ 'ধুত্তুমি', 'মুখখুমি', 'কোটনামি', 'চেল্লাচিল্লি'! ৮৫
অকল্পনীয় রকমের ভুলে গুলে ও মিথ্যায় ভরা অভিধান ৮৫
শ এবং স -এর ব্যবহার ৯১
যুক্তবর্ণ ৯২
রেফ ৯৩
হস্-চিহ্নের ব্যবহার ৯৪
হাইফেন [শব্দ-সংশ্লেষ চিহ্ন] এবং লুপ্তি চিহ্ন ৯৫
প্রয়োজনীয় ই ৯৬
ঔ-কার ৯৭
ঙা, ংগ ৯৭
স্থান-নাম ৯৭
বিবিধ ৯৮
প্রয়োগ-অভিধান-এ অনৃতভাষ ৯৮
ব্যাকরণ ও ভাষা রীতি প্রণয়নে সতর্কতা কাম্য ১১৫
তৎসম বর্ণ সমস্যা ১১৮
প্রথমেই ক্ষ প্রসঙ্গ ১১৯
য-এর সপক্ষে ১২০
ষত্ব-বিধানের প্রসার এবং স-এর সংকোচন ১২১
কয়েকটি শব্দের বানানে স-এর স্থানে শ ১২৩
য-এর ব্যবহার প্রসঙ্গে ১২৬
ঋ এবং ঋ-কার ১২৭
হ্রস্বস্বর, দীর্ঘস্বর ১২৯
ণত্ব বিধান : নিয়মের জন্য নিয়ম? ১৩৪
অনুস্বার (ং) এবং খণ্ড-ত (ৎ) ১৩৫
হাইফেন ও ড্যাশ, বিসর্গ ও কোলন ১৪০
লিপ্যন্তরে সংগত যুক্তবর্ণ, সংগত বানান ১৪০
বর্ণ/চিহ্নের সংখ্যা কমানো সম্ভব ১৪৪
বর্ণ/চিহ্নের সংখ্যা ও দশা ১৪৪
মাতৃভাষায় শিক্ষা ও জ্ঞান-অর্জন ১৪৬
ইংরেজিতে বর্ণ সংস্কার ১৪৭
রু-কার ও রূ-কার ১৪৮
দুটি নীতি ১৪৮
র এবং হ -এর ব্যাপারে অভিনব পন্থা ১৪৯
আমাদের কি ষ বাদ দিতে হবে? ১৫০
য়? ১৫১
অ্যা ধ্বনির জন্য আলাদা বর্ণ এবং -কার চিহ্নপ্রসঙ্গে! ১৫২
ই-কার-এর স্থান ১৫৩
স্বরবর্ণের সাথে (অন্তঃস্থ) ব ফলা ১৫৪
মোটের উপর কি কি বাদ যাচ্ছে ১৫৪
বর্ণ সংস্কার : দুটি প্রসঙ্গ (পুনরালোচনা) ১৫৫
শব্দের প্রয়োগ : বাংলা বুঝি অশুদ্ধ ভাষা? ১৫৮
পাঁচজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ১৫৮
ইতিমধ্যে এবং ইতিপূর্বে নাকি অশুদ্ধ, তাঁরা বললেন! ১৫৮
তাঁদের লেখায় শুদ্ধ্যশুদ্ধি ১৬৬
মুহ্যমান ১৬৯
আভ্যন্তরীণ/অভ্যন্তরীণ, সার্বজনীন/সর্বজনীন ১৬৯
সুস্বাস্থ্য ১৭০
কেবলমাত্র ১৭০
অশ্রুজল ১৭১
ফলশ্রুতি ১৭২
উদ্বেলিত, মুখরিত ১৭২
বাহ্যিক ১৭৩
শ্রেষ্ঠতর, শ্রেষ্ঠতম ১৭৩
বাগেশ্বরী ১৭৪
বিশেষণ→বিশেষ্য ১৭৪
জন্মবার্ষিকী : স্ত্রীলিঙ্গের ছদ্মবেশে সংস্কৃত নয়, বাংলা প্রত্যয় ১৭৫
-ভাষা-ভাষী? ১৮০
সমসাময়িক, ... ১৮০
মৌনতা ১৮২
চলমান ১৮৩


www.pathagar.com

তৎকালীন সময় ১৮৩
ছত্রছায়া ১৮৪
পদক্ষেপ নেওয়া ১৮৪
সক্ষম, সলজ্জিত ১৮৫
বাংলা কি অশুদ্ধ ভাষা? ১৮৬
তাঁরা যা সংগতভাবে বলতে পারতেন
নিরলস নিবুৎসুক ইত্যাদি ১৯০
সার্থ/সার্থক, নিরর্থক/অনর্থক ১৯০
প্রবহমান ১৯০
নিঃসন্দেহে, নিঃসংকোচে ১৯১
অসহায় ১৯১
আপত্তিকর ১৯১
নির্দলীয় ১৯১
খাঁটি গরুর দুধ ১৯২
এখানেই শেষ নয় ১৯২
সমাসবদ্ধ করার ক্ষেত্রে
সতর্ক হওয়া প্রয়োজন ১৯৩
অন্যায় সমাসবদ্ধতা : জটিল ও সূক্ষ্ম এক প্রাচীন রোগ ১৯৩
'কবিতা করে তুলেছিল', 'তিনি বহুসংখ্যক গুণী' ১৯৪
'international famous' ১৯৫
তাঁরা ছাগল (!), তিনি বানরজাতীয় (!)... ১৯৬
আরও শব্দ-বর্ণ-বানানের কথা ১৯৬
দারিদ্র না দারিদ্র্য? দৈর্ঘ না দৈর্ঘ্য? ১৯৬
আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ১৯৭
ফলশ্রুতি প্রসঙ্গ আবার ১৯৮
-গুলো/-গুলি ২০১
দেয়া নেয়া, দেওয়া নেওয়া ২০১
গিয়েছে/গেছে ২০১
করবার/করার ২০২
করে না, করেনি ২০২
বুঝানো শুনানো,
নাকি বোঝানো শোনানো? ২০২
কোন, কোনো, কোনও ২০৩
মত, মতো; হয়ত / হয়তো ২০৪
কর, করো, কোরো, করিও, করান, করানো, করালো, করাতো ২০৪
-তর, -তরো ২০৫
লক্ষ/লক্ষ্য করা, উদ্দেশে/উদ্দেশ্যে ২০৫
কি, কী ২০৬
কিভাবে, এমনকি, কি কি, একি ২০৬
বইয়ের, না বইএর (বা বই-এর)? ২০৬
হ্রস্ব-স্বরের প্রাধান্য অযৌক্তিক ২০৭
নং, তাং! ডাঃ! এ, এস, এম, শফিউল্লাহ্ ২০৭
অনুচিত শব্দসংক্ষেপ ২০৭
অপপ্রয়োগ : -জনিত, -সহ এবং অন্যান্য ২০৯
'এর', 'কে' ইত্যাদি আলাদা লিখতে পারা ২১০
ণত্ব ও ষত্ব বিধান, সন্ধি ২১১
কার্তিক বার্তা ইত্যাদি ২১১
উপসর্গ কয়টি ও কি কি ২১২
ণত্ব বিধান ২১২
ণত্ব-বিধান: পদের অন্তে স্থিত ন [ন্] ২১৪
ণত্ব-বিধান: প্রাজ্ঞাণ, নাকি প্রাজ্ঞান? ২১৪
ষত্ববিধান ২১৬
শত্ব বিধান ২২৩
সন্ধি ২২৩
স্বরসন্ধি ২২৬
স্বর-ব্যঞ্জন সন্ধি ২৩২
ব্যঞ্জন-স্বর সন্ধি ২৩২
ব্যঞ্জন-স্বর ব্যঞ্জন-ব্যঞ্জন সন্ধি ২৩৩
[ব্যঞ্জন-স্বর] ২৩৪
[ব্যঞ্জন-ব্যঞ্জন] ২৩৪
বিসর্গ সন্ধি ২৪১
ণত্ব-ষত্ব-বিধানে এবং সন্ধির নিয়মে সংস্কার ২৪৫
ণত্ব-বিধানের সংস্কার ২৪৮
ষত্ব-বিধানের সংস্কার ২৪৯
পরিভাষা, বাংলায় নতুন শব্দ ২৫০
নতুন শব্দ গ্রহণের প্রশ্নে নবাবি ২৫০
গ্রাম্য/কথ্য ও 'কাব্যিক' শব্দ ২৫১
কাজে লাগানোর মতো আরও গ্রাম্য/কথ্য শব্দ ২৫৪
কিছু পরিভাষা ২৬৩
আমাদের মন-সের-ছটাক-তোলা, আমাদের বর্ষপঞ্জি ২৬৬
উপসংহার ২৬৮
সূত্রনির্দেশ ২৭১
অন্যান্য সহায়ক গ্রন্থ ২৭৩
সংযোজন ২৭৪


www.pathagar.com

# বর্তমান সংস্করণ প্রসঙ্গে

একটি অবতরণিকা ও একটি সংযোজনী সহ এবং মূল গ্রন্থে অনেক পরিবর্তন পরিবর্ধন সহ এই সংস্করণটি প্রকাশিত হচ্ছে।

তাতেও অনেক বিতর্কিত প্রসঙ্গের উপর আলোচনা করা সম্ভব হয়নি। সেসবকিছুর আলোচনা সম্পূর্ণ করতে আলদা পুস্তক প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি।

শুধু বাংলা ভাষার শব্দ/বর্ণ/বানানে নয়, বাক্য গঠনেও সমস্যা হচ্ছে। দাড়ি কমা সেমিকোলন কোলন হাইফেন ড্যাশ ইত্যাদির প্রয়োগে এবং conjunction-এর ব্যবহারের ক্ষেত্রে নানারকম নকশা পরিলক্ষিত হচ্ছে আজকাল, যাতে করে যা বলতে চাওয়া হয় তা বলা হয় না, অর্থাৎ দ্ব্যর্থহীন বাক্য লেখা হয় না। এমন ভাষা দিয়ে কোনও সিরিয়াস লেখা সম্ভব নয়। ক্ষণস্থায়ী ফ্যাশনের মতো এসব লুপ্ত হলেই মঙ্গল।

যারা coral reef -এর বাংলা করে 'ঝিনুকের স্তর', vampire-এর বাংলা করে 'রক্তচোষা বাদুর', elk-এর বাংলা করে 'চমরিগাই', Lock Ness -কে *সাগরের* 'জলজ প্রাণী' বলে ঠাওরায়, তারা সগৌরবে লিখে চলে পত্রপত্রিকায়। বাংলা ভাষার যারা দুর্গতি ঘটায় তারাও তেমনি লিখে চলে। এসব দুর্ভাগ্যজনক।

এই নতুন সংস্করণটি প্রকাশ করতে সম্মত হয়েছেন 'বর্ণায়ন'-এর জনাব কে এম লিয়াকত। সেজন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বইটির প্রকাশনা সুসম্পন্ন করে তোলার আন্তরিক প্রচেষ্টার জন্য জনাব মাসুদ-এর প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা।

হোসাইন রিদওয়ান আলী খান

ঢাকা

০৪ নভেম্বর ২০১৭



www.pathagar.com

[প্রথম সংস্করণের]

# প্রারম্ভিকী

আমাদের দেশটা বর্তমানে বিপুল জনসংখ্যার এক দরিদ্র দেশ। এবং বিপুল-অধিকাংশ মানুষ এখানে নিরক্ষর, শিক্ষিত হওয়া তো দূরের কথা। এই দেশের, এই মানুষগুলির, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন অনেকখানি নির্ভর করে শিক্ষার উপর। শিক্ষার সুবিধার জন্য তার মাধ্যম হওয়া দরকার মাতৃভাষা বাংলা, এবং বাংলা ভাষাকে আরও সহজ করে তোলার সহজ সূত্র পাওয়া গেলে তা প্রয়োগ করা দরকার, যদিও একথা সত্য যে বর্তমান অবস্থায় বাংলা ভাষা বিশ্বের অনেক ভাষার চেয়ে অপেক্ষাকৃত সহজ। বাংলা ভাষায় লেখার, ছাপার ও শেখার প্রচেষ্টা/খরচ/কষ্ট যদি অনেক কমে যায় তাহলে অবশ্যই দেশের মানুষ লাভবান হবে। দেশের মানুষের এই লাভের লক্ষ্যে এই পুস্তকটি রচনার প্রয়াস।

লেখাটি অল্পদিনে রচিত হয়নি। গত প্রায় পাঁচ বছর ধরে এটি অল্প অল্প করে গড়ে তোলা হয়েছে। তবে লেখার ও আনুষঙ্গিক পড়াশুনার কষ্টের চেয়ে বেশি কষ্ট করতে হয়েছে এই লেখা কম্প্যুটারে কম্পোয্ করে তুলতে। বাংলায় কম্পোয্ করা যদি অন্তত ইংরেজির মতো সহজ হত তাহলে লেখক নিজের হাতে কম্পোয্ করায় উৎসাহী হতে পারতেন। ভবিষ্যতের প্রজন্মগুলির জন্য এ কাজটি সহজ হয়ে উঠুক সে জন্য এই লেখায় কতগুলি প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। যেমন, বাংলার চরিত্র সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ন রেখে কিভাবে কমপক্ষে ২৫-টি একক অযুক্ত বর্ণ/চিহ্ন বাদ দেওয়া যায় তা দেখানো হয়েছে। এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে ভবিষ্যতে বাংলায় বিদ্যার্জন, লেখা, ছাপানো, অফিসের কাজকর্ম এই সব অনেক সহজ হয়ে যাবে। এ ধরনের প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার জন্য কত কাল বসে থাকতে হবে সে অবশ্য ভিন্ন প্রশ্ন।

... বইটির বিষয়ে প্রকৌশলী মো. আব্দুল মজিদ মূল্যবান অভিমত দিয়ে কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। বিশেষত, বইটিকে সহজবোধ্য ও অপেক্ষাকৃত সুখপাঠ্য করার লক্ষ্যে একে ছোট ছোট অনুচ্ছেদে ভাগ করে ফেলার পরামর্শ তাঁরই। মিসেস ইয়াসমিন সুলতানা'র সহৃদয় বিবেচনা এবং পরামর্শ বইটির শ্রীবৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে। বাংলা একাডেমীর কর্মকর্তা জনাব মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ্'র কাছেও পেয়েছি মূল্যবান পরামর্শ। এই বই যখন এতটা বড় হয়ে ওঠেনি তখন এর বিভিন্ন অংশ প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়, বিশেষত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক জনাব আবুল কাসেম ফজলুল হক, বিশিষ্ট লেখক জনাব আহমদ ছফা, এবং দুজন লেখক-সাংবাদিক জনাব সিরাজুল ইসলাম কাদির ও জনাব মনজুরুল আজিম পলাশ -এর সৌজন্যে। অকুণ্ঠ সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন ঢাকা



www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর বেগম আকতার কামাল। তাঁদের সবাইকে, এবং অন্য যাঁরা বইটির প্রকাশ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন তাঁদের সবাইকেও, অশেষ ধন্যবাদ।

বইটি উৎসর্গীকৃত প্রয়াত মোহম্মদ দরবেশ আলী খানের স্মৃতির উদ্দেশে। [*এ বই মোহম্মদ দরবেশ আলী খান স্মৃতি পরিষদের দ্বিতীয় উদ্যোগ। প্রথম উদ্যোগ ছিল তাঁরই কবিতার বই 'কে তুমি মেলিলে চোখ' প্রকাশ*]। তিনি চেয়েছিলেন এদেশের সকল স্তরের শিক্ষার প্রয়োজনে বাংলা বই সহজলভ্য হোক, সব ধরনের অফিসের কাজে বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হোক। তাঁর মতো এমন করে এটা আর ক'জন চেয়েছেন তা আমার জানা নেই। তিনি সকল স্তরে বাংলা ভাষার প্রচলন ও বাংলাতে প্রয়োজনীয় বই-পুস্তক (মূল বা অনূদিত) প্রণয়নের পক্ষে প্রবন্ধ লিখেছেন, নিজে ইংরেজি থেকে বাংলায় বই অনুবাদ করেছেন, বাংলা বিশ্বকোষের জন্য এণ্ট্রি লিখেছেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ক দুইটি বড় বই লিখেছেন, প্রধানত এই উদ্দেশ্যে যে এ দেশের মানুষ বাংলা ভাষায় পড়াশুনা করে জ্ঞান অর্জন করতে পারুক। দেশের মানুষের, বিশেষত ভাগ্যহীন, সুবিধাভোগীদের চাপে পিষ্ট মানুষদের, সার্বিক মঙ্গলের জন্য বাংলা ভাষার চর্চার প্রসার ও উন্নতি যাঁরা চেয়েছেন তাঁদের প্রতীক তিনি। এই জন্যই তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে বইটি উৎসর্গীকৃত হল।

লেখক
০১/০৮/১৪০৪ (১৫-১১-১৯৯৭ খৃ.)



www.pathagar.com

# ফেব্রুয়ারি ২০০৭ -এ প্রকাশিত সংস্করণ উপলক্ষে

"অসংস্কৃত শব্দে কেবল 'ন' হইবে; যথা – কান, সোনা, বামুন, কোরান, করোনার, কার্নিশ।
কিন্তু যুক্তাক্ষর 'ণ্ট, ণ্ঠ, ণ্ড, ণ্ঢ' চলিবে; যথা – 'ঘুণ্টি, লণ্ঠন, ঠাণ্ডা'।"
– কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান-সংস্কার সমিতি

*বাংলা শব্দ বর্ণ বানান* প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৯৮ -এর ফেব্রুয়ারিতে। ঐ সময়ের পর থেকে বর্তমান পর্যন্ত বাংলাদেশের অনেক নদী শুকিয়েছে বা শীর্ণ হয়েছে, অনেক গ্যাস পুড়েছে যার এক বিশাল অংশ মানুষের কোনও কাজে লাগেনি; পৃথিবীব্যাপী বাতাসে অনেক বিষাক্ত গ্যাস ও দুর্গন্ধ যুক্ত হয়েছে, পৃথিবীব্যাপী তাপ বেড়ে চলেছে, অনেক প্রাচীন বরফ গলেছে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়েছে, অনেক অপ্রত্যাশিত ঝড় বন্যা অগ্নিকাণ্ড ও ভূমিধ্বস ঘটেছে, অনেক বনভূমি লুপ্ত ও খর্বিত হয়েছে, অনেক প্রজাতির জীবন বিলুপ্ত হয়েছে এবং আরও অনেক বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছে। এসবের ফলে মানবজাতি মহাবিপদের আরও নিকটবর্তী হয়েছে, বাঙালি জাতি তা হয়েছে আরও অনেক বেশি।

উপরে উক্ত কারণে নয় তবে অন্য বহুবিধ কারণে বাংলা-ভাষার জন্য বিপদ বেড়েছে। সে-পরিপ্রেক্ষিতে লেখকের এই বর্তমান প্রয়াস – *বাংলা শব্দ বর্ণ বানান* দ্বিতীয় সংস্করণ।

*বাংলা শব্দ বর্ণ বানান* প্রথম সংস্করণ -এর কিছু সমালোচনা লক্ষ্য করা গিয়েছে। সে পরিপ্রেক্ষিতে কিছু বক্তব্য এখানে তুলে ধরছি।

শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী প্রমুখের বইটিকে আক্রমণই আমার *বাংলা শব্দ বর্ণ বানান* (প্রথম সংস্করণ) -এর 'মূল বিষয়' নয় বরং বইটির উপর আলোচনা করতে গিয়ে যেসব বক্তব্য যুক্তি তথ্য নজির ইত্যাদি তুলে ধরা হয়েছে সেগুলিই মূল বিষয়। এবং ঐ কথিত আক্রমণ সেই বইএর মোট আশি পৃষ্ঠার মধ্যে মাত্র কুড়ি পৃষ্ঠা জুড়ে। এবং শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী প্রমুখ কর্তৃক সম্পাদিত বইটির অন্যান্য ভুলত্রুটি নিয়ে আরও বিপুল পরিমাণ আলোচনার অবকাশ আছে। নতুন সংস্করণে তাই কিছুটা করা হয়েছে।

সমালোচক বলেছেন যে Indies Shoes -কে কেউ আমার পরামর্শ মতো 'ইন্ডীয্ শূয্' লিখতে যাবে এমন নাকি মনে হয় না কারণ 'ইন্ডিজ সুজ' নাকি প্রচলিত, গ্রাহ্য।

'ইন্ডিজ সুজ' প্রচলিত বলেই তো অত কিছু লিখতে যাওয়া। এদেশে seat-কে 'ছিট' লেখা, piece-কে 'পিচ' লেখা প্রচলিত (অতএব 'গ্রাহ্য'?)। রুচিহীন লোকে শোলা-কে সোলা, shoe-কে সু, shooting-কে সুটিং, wash-কে ওয়াস, shop-কে



www.pathagar.com

সপ, fresh-কে ফ্রেস, shed-কে সেড, shave-কে সেভ, piece-কে পিচ ইত্যাদি লেখেন ও অনুমোদন করেন; আবার রবীন্দ্র-অনুমোদনকে অসম্মান করতে অনেক শব্দকে অন্যায়ভাবে 'অশুদ্ধ', এমনকি 'অপপ্রয়োগ' বলেন। এসবের বিরোধিতা প্রয়োজন মনে করেই তো অত কিছু লিখতে যাওয়া।

z-এর ধ্বনির জন্য 'য'-এর ব্যবহারে জটিলতা কোথায় আমি বুঝতে অক্ষম। বরং J-এর উচ্চারণ থেকে আলাদা করার সুযোগ থাকাটা সুবিধাজনক, সুতরাং সরলতা-বিধায়ক। z-এর ধ্বনির জন্য 'য'-এর ব্যবহারের নীতি অতীতে গৃহীত হয়েছিল। গৃহীত হওয়ার পরে যে তা বর্জিত হয়েছে, সেটা দুর্ভাগ্যজনক। তাঁরা নাকি জটিলতা চান না, চান 'সরলতা', চান 'গতিশীলতা', তাই Indies Shoes -কে Indij Suj -এর মতোই লিখতে চান। 'তাঁরা ছিলেন ছাগল ও মেষপালক' কথাটা খুব 'সরল', 'গতিশীল', কিন্তু মানে দাঁড়ায় 'তাঁরা ছিলেন ছাগল, তাঁরা ছিলেন মেষপালক' অর্থাৎ 'ছাগল-রা মেষপালক ছিলেন'। তাঁরা এতটাই 'সরলতা' ও 'গতিশীলতা' চান? যুক্তি ও সংগতি একদম নয়? যথার্থতার প্রয়োজনে হাইফেন-এর ব্যবহার করলে, অযথা সমাসবদ্ধতা পরিহার করলে, এক-আধটা বর্ণ বা শব্দ বেশি লিখলে "জটিলতা বৃদ্ধি পাবে"? refereeing, copying/copyist, lobbying -কে বাংলায় রেফারিং, কপিং/কপিষ্ট, লবিং লেখা সোজা-সরল, কিন্তু ওরকম লেখা অযৌক্তিক; লিখতে হবে রেফারীইং, কপিইং/কপিইস্ট, লবিইং [নইলে কি seeing-কে সিং being-কে বিং লিখতে বলা হবে?]। yeast-কে লিখতে হবে য়ীস্ট। কিন্তু ইষ্ট লেখা হয়ে থাকে। আমি এই সরলতা, এই গতি, চাইনি। আমি যুক্তি ও সংগতি ও সৌন্দর্যের কথাও বলেছি।

অনেক পণ্ডিতম্মন্য সংস্কৃত ফলাতে বাংলায় প্রচলিত অনেক শব্দকে 'প্রতিষ্ঠিত (বা প্রচলিত) অশুদ্ধ' তালিকায় ফেলে উৎফুল্ল বোধ করেন এবং এমনভাবে সেই তালিকা বাড়ানোর প্রতিযোগিতায় নামেন, যেন এর জন্য গোল্ড মেডেল অপেক্ষা করছে। সংস্কৃত-ভাষায় 'অশুদ্ধ' হলে বাংলা-ভাষায় অশুদ্ধ হতে হবে? বাংলার শব্দকে 'অশুদ্ধ' বলার জন্য বা তার বানান পরিবর্তন করার জন্য ব্যুৎপত্তি বিবর্তন সংস্কৃত-ব্যাকরণ ইত্যাদি ঘাঁটতে হবে? এই সংস্করণে আমরা এরূপ সুস্পষ্ট অবস্থান নিচ্ছি যে যেসব বাংলা অভিধানে [বা বাংলা বানান বা প্রয়োগ অভিধানে] এ ঘৃণ্য কাজটি করা হয় সেসব অভিধানকেই [বা বানান বা তথাকথিত প্রয়োগ অভিধান — যাই-ই হোক] অসিদ্ধ বা অশুদ্ধ বলে ছুঁড়ে ফেলতে হবে। অনেকে নিজেদেরকে তালেবর মনে করে বাংলাভাষা নিয়ে এমন খেলা খেলছে যাতে ভাষাটার বিকল হওয়ার উপক্রম হচ্ছে। তারা শুদ্ধকে অশুদ্ধ আবার অশুদ্ধকে শুদ্ধ বলছেন।

যাঁরা আজকাল বানানবিধি বানান-অভিধান প্রয়োগ-অভিধান ইত্যাদি প্রণয়ন করছেন তাঁরাই বাংলা বানানের পক্ষে তো বটেই, বাংলা-ভাষার পক্ষে সবচেয়ে মস্ত সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। তাঁরা তাঁদের অতি-সামান্য সংস্কৃত-জ্ঞানকে বা ব্যুৎপত্তি-জ্ঞানকে জাহির করতে কিছু কিছু বাংলা শব্দকে এবং/অথবা তার বানানকে অশুদ্ধ বলে চিহ্নিত করছেন। যে মনীষীদের তুলনায় তাঁরা মূষিকমাত্র তাঁরা কিন্তু ঐ-কাজটি করতে চাননি। সংস্কৃতের হিশাবে কী শুদ্ধ বা অশুদ্ধ তাই মানলে ঈশ্বরচন্দ্র



www.pathagar.com

বিদ্যাসাগর মাইকেল মধুসূদন দত্ত যে গদ্য লিখেছেন* তা লেখা সম্ভব হত না। লৌকিক উপাদান ভাষায় গ্রহণ না করলে ব্যাকরণের নিয়ম মাঝে মাঝে না ভাংলে কালিদাস অতটা উৎকৃষ্ট সাহিত্যিক হতেন না। তার আগে পাণিনি লৌকিক উপাদানে না সাজালে পাণিনীয় সংস্কৃত কম উৎকৃষ্ট হত। অথচ সংস্কৃত ভাষায় তাঁদের বিপুল জ্ঞান ছিল। বিদ্যাসাগরের মতো সংস্কৃতজ্ঞ উভচর শব্দটি বাংলায় চালু করেছেন, যদিও সংস্কৃতে সিদ্ধ হচ্ছে উভয়চর; তিনি খোদ সংস্কৃতের ব্যাকরণে নতুন সূত্র যোগ করে ঊর্ধ্বতন অধস্তন এই শব্দদুটি সিদ্ধ করেছেন, শব্দদুটি বাংলায় খুব কাজে লাগছে; কিন্তু এ তথ্যটা জানার পর হীন-মনোবৃত্তির পণ্ডিতম্মন্যরা উল্লিখিত তিনটি শব্দকে 'অশুদ্ধ' বলতে ঝাঁপিয়ে পড়বেন নিশ্চয়ই। অক্ষয়কুমারের কাছে বাংলা ভাষা বিপুলভাবে ঋণী, তিনি চালু করেছেন সৃজন শব্দটি।

বাংলাভাষায় অনেক তৎসম শব্দ আছে। তারা তৎসম শুধু বানানের বেলায়, বাঙালির উচ্চারণে সেগুলি তৎসম নয়। আরও সাংঘাতিক ব্যাপার হচ্ছে, তাদের অর্থ বা প্রয়োগ অনেক অনেক ক্ষেত্রেই তৎসম নয়। আর প্রাকৃত ভাষায়? বানানেও তৎসম খুব কম ছিল, প্রাচীন সংস্কৃত ব্যাকরণকার যাকে বলেছেন অপভ্রষ্ট শব্দ, বিপুলাংশে তাই ছিল। তাহলে প্রাকৃত কি অশুদ্ধ ভাষা ছিল? 'অশুদ্ধ-বাজ'দের হিশাবে তো তাই দাঁড়ায়। যেসব বাংলা শব্দ সাধারণত তদ্ভব বলে অভিহিত, তারা বলতে গেলে সবই প্রাকৃত-রূপ থেকে বর্তমান বাংলা রূপ পেয়েছে, তাই ভাষাচার্য সুনীতিকুমারের ভাষায় সেগুলি "প্রাকৃত-জ" শব্দ। এই প্রাকৃত না হলে বাংলা ভাষা হত না। ধরুন 'অশুদ্ধ-বাজ'রা গোটা ত্রিশেক বাংলা শব্দকে 'অশুদ্ধ'-তালিকায় পুরে দিল কিন্তু ভাল-ভাবে খতিয়ে দেখা যাবে তাঁদের কায়দায় বাংলা শব্দকে 'অশুদ্ধ' ধরলে হাজার হাজার শব্দই অশুদ্ধ'র তালিকায় চলে যাবে এবং চূড়ান্ত বিচারে গোটা বাংলা-ভাষাই অশুদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে।

এই কথাটা প্রমাণ করতে এখন আমি যা করতে যাচ্ছি তার ফল আমার যা লক্ষ্য তার উল্টা হলে ভয়ানক দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হবে। আমি বহুকাল থেকে বিশ্বাস করে এসেছি বাংলা শেখার জন্য সংস্কৃত শেখার দরকার হওয়া উচিত নয়, বাংলায় প্রচলিত শব্দের শুদ্ধতা ও তার বানানের শুদ্ধতা নির্ধারণের জন্য ব্যুৎপত্তির অনুসন্ধান করা বা সংস্কৃত-কে মাপকাঠি বানানো উচিত নয়। ভাষাবিদরা ব্যুৎপত্তির সন্ধান করবেন বটে, কিন্তু তা বাংলায় প্রচলিত শব্দের, তার বানানের, 'শুদ্ধতা' স্থির করার জন্য নয়, প্রচলিত শব্দ/বানানকে বাতিল করার জন্য নয়। পরিস্থিতির কারণে আমাকে সংস্কৃত ব্যাকরণে শব্দশাস্ত্রে জরিপ চালাতে হয়েছে আমার উপরের বক্তব্যের যথাযথতা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, কিন্তু এর ফল উল্টা হতে পারে — বাংলায় প্রচলিত অজস্র শব্দ বানানে বা অর্থে সংস্কৃত ব্যাকরণের দ্বারা সমর্থিত নয় এটা জানতে পেরে মূঢ়মতি পণ্ডিতম্মন্য দায়িত্বজ্ঞানহীন স্বেচ্ছাচারীরা সেইসব বিরাট সংখ্যক শব্দকে অশুদ্ধ বলে ঘোষণা করতে পারেন, সেগুলি বর্জন করতে যদি না-ও বলেন, এবং তারা সেগুলি বর্জন করতে না বললেও বিপুল সংখ্যক মানুষের মধ্যে ধারণা চালু হয়ে

* সাহিত্য-সৃষ্টির অতিরিক্ত হিশাবে মাইকেল আধুনিক বাংলা গদ্যের প্রতিষ্ঠা করেছেন, আধুনিক বাংলা কাব্যের বেলায়ও তাই, সে-বিবেচনায় মহাকাব্যের (epic-এর) রচয়িতা হিশাবে তার কৃতিত্ব নিতান্তই গৌণ।



www.pathagar.com

যাবে যে ওগুলি 'অশুদ্ধ' এবং 'বর্জনীয়'। প্রসঙ্গত বলে রাখি – মানুষ যে শোলা-কে সোলা, shop-কে সপ, sheet-কে সিট shape-কে সেপ, showcase-কে সোকেস, fish-কে ফিস short-কে সর্ট shed-কে সেড shoe-কে 'সু' লেখে তার জন্য মূলত পিএইচডি/অধ্যাপক-প্রভৃতি-উপাধিধারী ক্ষমতাধর তথাকথিত পণ্ডিতরাই দায়ি। তবে আমি আরেকটা কাজ করব – এও দেখাবো যে খোদ সংস্কৃতে অনেক অনেক শব্দের গঠন নিয়মবহির্ভূত, নিয়মে আছে অনেক অসংগতি, আছে অজস্র রকমের আগম-লোপ-এর ব্যবস্থা যার অনেক কিছুকে গোঁজামিল না বলে কোনও উপায় থাকে না। প্রাকৃতের শব্দগুলি সংস্কৃত শব্দাবলী থেকে 'অপভ্রষ্ট' (আগম-লোপ-বিপর্যয় সহ) যেসব ধ্বনিগত পরিবর্তনের কারণে, অজস্র সংস্কৃত শব্দের গঠনের বিশ্লেষণে দেখা যায় তেমনই উলট-পালট। আবার এটাও পরিষ্কার করব যে 'অশুদ্ধ'-বাজরা যা বলছেন তার মধ্যে আছে অনেক গুল গুবলেট ঘোলাটে, অনেক কিছু ভুল ভুয়া এবং বানোয়াট ইত্যাদি।

বাংলা-ভাষার এবং যেকোনও জ্ঞানের চর্চায় প্রয়োজন চাতুর্য শঠতা স্বেচ্ছাচার ভান-শীলতা কপটতা ভণ্ডামি প্রতারণা মিথ্যাচার গুলবাজি অসততা ইত্যাদি নয় বরং সুবুদ্ধি সুরুচি সুযুক্তি সুবিবেচনা সততা সতর্ক-সত্যানুসন্ধান ইত্যাদি। এসব উক্তি করার যুক্তিসংগত কারণ যে আছে তা বইটি পড়লে সহজেই বুঝতে পারবেন। বইটি দাঁড় করাতে আমাকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছে অল্প সময়ের মধ্যে অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে। বাংলা ভাষা শিখতে ও ব্যবহার করতে সংস্কৃত ব্যাকরণ/শব্দশাস্ত্র প্রচুর অধ্যয়ন করতে হবে এমনটা উচিত নয় কিন্তু বাংলা ভাষা ও তার শব্দ বর্ণ বানান -এর পক্ষ নিতে আমাকে তাই করতে হয়েছে এবং তার ফল এ বই-এ তুলে ধরতে হয়েছে।

এই সংস্করণে বইটির মূল-শিরোনামের সাথে 'শব্দ-কথা দ্বিতীয় আশ্বাস' উপশিরোনাম যোগ করা হল শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় -এর সম্মানে। তাঁর লেখা *শব্দ-কথা প্রথম আশ্বাস* আমি আগের সংস্করণেও প্রচুর ব্যবহার করেছি, এ সংস্করণে আরও বেশি করেছি। কিন্তু কে এই ক্ষিতীশচন্দ্র? পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি এবং আনন্দ প্রকাশন থেকে প্রকাশিত কোনও বই-এ এই ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় -এর উল্লেখ পর্যন্ত পাওয়া যায় না [কেন, তা পাঠক ভেবে দেখতে পারেন]। এ প্রসঙ্গে সাধুবাদ জানাই *সংস্কৃত ব্যাকরণ ও ভাষা প্রসঙ্গ* বই-এর লেখক করুণাসিন্ধু দাস -কে এবং তার প্রকাশক কলকাতা'র 'সদেশ'-কে। *শব্দ-কথা প্রথম আশ্বাস* ১৪০ পৃষ্ঠার বই, প্রকাশকাল সংবৎ ২০০৪ -এর ১লা ভাদ্র, দাম ২ টাকা। বইটির শেষ কভারে দেখা যায় ক্ষিতীশচন্দ্রের অন্য দুইটি বই-এর বিজ্ঞাপন। তার একটি 'উষার আলো'। তাতে দেশে বিদেশে প্রচলিত 'হাস্যরসাত্মক কৌতূহলোদ্দীপক অথচ শিক্ষাপ্রদ শতাধিক ছোট গল্প সন্নিবিষ্ট' ছিল, তার দাম ছিল বারো আনা।

অন্য বইটির নাম Technical Terms and Technique of Sanskrit Grammar। করুণাসিন্ধু দাস -এর বই-এ ঐ নামটির উল্লেখ দেখেই নিশ্চিত হওয়া গেল যে এই ক্ষিতীশচন্দ্র মহোদয়-ই *শব্দ-কথা প্রথম আশ্বাস* -এর লেখক। করুণাসিন্ধু লিখেছেন – "সংস্কৃত ব্যাকরণের আধুনিক তাত্ত্বিক আলোচনার ক্ষেত্র



www.pathagar.com

হিসেবে ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত মঞ্জুষা পত্রিকার ভূমিকা প্রবাদের বিষয় হয়ে উঠেছে। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান ও প্রাচীন সংস্কৃত ব্যাকরণের অসামান্য পণ্ডিত ক্ষিতীশচন্দ্র-এর বহু প্রবন্ধ এতে প্রকাশিত হয়েছে...।" – *(পৃ. ১৭৫)* তিনি আরও লিখেছেন – "কলকাতার সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলিও এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখ দাবি করে। বিশেষত ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা কয়েকটি প্রবন্ধের কথা প্রথমেই বলা চলে।..." *(পৃ. ১৭৪)*

করুণাসিন্ধু'র বই-এ আরও দেখা যাবে যে ক্ষিতীশচন্দ্র ইংরেজিতে/বাংলায় অনুবাদ ও বিবৃতি সমেত পতঞ্জলি'র *মহাভাষ্য*-এর পস্পশা আহ্নিক -এর সম্পাদনা করেছিলেন, তাঁর সম্পাদিত *চান্দ্রব্যাকরণ* পুনা-তে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৩ সালে। তিনি সংস্কৃত-ভাষাতে সংস্কৃত ভাষা সম্পর্কিত পুস্তক প্রবন্ধ লিখেছেন। অত্যল্প সংস্কৃত ভাষা ও ব্যাকরণ জেনে যাঁরা বাংলা শব্দকে 'অশুদ্ধ' ঘোষণা করে সংস্কৃতজ্ঞের ভেক ধরেন ক্ষিতীশচন্দ্র তাঁর চেয়ে অনেক অনেক আলাদা। এই হেন প্রবাদপুরুষ ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় -এর *শব্দ-কথা* বইটির শুরুটা এরকম –

"বাঙ্গালা ভাষায় পাঠক ও লেখকের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অভিনব বিচিত্র শব্দের সংখ্যাও প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ফলে ভাষাতত্ত্বের দিক্ দিয়া এই সকল শব্দের আলোচনার অবসর উপস্থিত হইয়াছে। কোন শব্দ অপাণিনীয় হইলেই যে উহা বিষবৎ পরিত্যাজ্য (দোহাই কম্পোজিটর, পরিত্যজ্য করিও না!) ইহা এক্ষণে কেহই বলিতে সাহস করিবেন না, আবার পাণিনির প্রতিকূলতাচরণই যে পরম পুরুষার্থ তাহাও কেহই স্বীকার করিতে সম্মত হইবেন না। একদিকে যেমন সৃজন-শব্দকে ভাষার রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করা সম্ভব হইবে না অপর দিকে তেমনই আপত্যিকে পৌরাধিকার প্রদান করা সম্ভব হইবে না।" *(পৃ. ১)*

পক্ষান্তরে যাঁরা পণ্ডিত বলে বাজারে চালু তাঁরা আসোলে একান্তই কর্তাব্যক্তি, সরকারি খরচায় যা মনে-চায় তাই ছেপে জারি করছেন বিধি হিশাবে, প্রতিষ্ঠিত বাংলা শব্দকে অকাতরে অশুদ্ধ ঘোষণা করছেন সংস্কৃতের বরাত দিয়ে, আবার সংস্কৃত ব্যাকরণে কোনও ক্রমেই সিদ্ধ নয় এমন অজস্র শব্দকে 'যথার্থ অবিকৃত' সংস্কৃত বলে চেলে দিচ্ছেন, রবীন্দ্রনাথ যেসব 'শব্দ'কে অপশব্দ বলেছেন তার চেয়ে হাজার গুণ জঘন্য শব্দের দুর্গন্ধ আবর্জনায় কিছু উৎকট সংস্কৃত শব্দ spray করে কস্তুরী বলে পসরা সাজাচ্ছেন শিষ্ট বাংলা শব্দাবলীকে ঝেঁটিয়ে ফেলে।

তাঁরা যথার্থ পণ্ডিত নন, তাঁদের স্বচ্ছ-দৃষ্টি-ও নেই। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যথার্থ পণ্ডিত মান পাওয়ার যোগ্য শুধু অনেক খবর রাখেন বলেই নয় বরং তাঁদের স্বচ্ছ-দৃষ্টির জন্য। ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অনেক অনেক জানতেন, এবং তাঁর দৃষ্টি স্বচ্ছ ছিল। তিনি লিখেছেন – "...বাঙ্গালায় মনান্তর চলিয়া গিয়াছে। সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে অবশ্য মনঃ অন্তর মনোহন্তর হওয়া উচিত। বাঙ্গালায় কিন্তু ইহা বড় বিশ্রী শুনায়।" আরও লিখেছেন – "...ব্যাকরণের মতে হওয়া উচিত বয়উচিত। কিন্তু... বয়স্-শব্দটীকে অকারান্ত করিয়া বয়সোচিত করা খুব দোষের বলিয়া মনে হয় না।" তিনি "ইতঃপূর্ব ইতোমধ্য"-কে পাণ্ডিত্যগন্ধী উৎকট বলে বাংলার পক্ষে বর্জনীয় বলে মত দিয়েছেন, 'ইতিপূর্ব ইতিমধ্য'র প্রচলন সমর্থন করেছেন।



www.pathagar.com

অণিমা নীলিমা সবিতা প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃতে পুংলিঙ্গের শব্দ হলেও বাংলা-মুলুকে এসব শব্দ মেয়েদের নাম রূপে দেখা দিচ্ছে। ক্ষিতীশচন্দ্র এ প্রসঙ্গে লিখেছেন এসব নামকে "আকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ ধরা যাইতে পারে।"

আমার এ বই-এর একটি অংশে প্রতিশব্দ বিষয়ে আলোচনা থাকছে। আগের সংস্করণেও ছিল। প্রতিশব্দ সম্বন্ধে এখনই বলা প্রয়োজন যে এ বই-এর সামগ্রিক আলোচনায় কিছু নতুন পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করা হবে। যেমন: 'পারিভাষিক শব্দ' বোঝাতে শুধু 'পারিভাষিক' লেখা হবে। ['পারিভাষিক' শব্দটি বিশেষ্য হিশাবে ব্যবহৃত হবে], ... সংস্কৃতে লুপ্ত-অ-কার-চিহ্ন আছে, যা অনেকটা হ-এর মতো দেখতে। সেটা বোঝাতে ইটালিক হ ব্যবহার করা হবে।

*বাংলা শব্দ বর্ণ বানান* প্রথম সংস্করণের একটা বড় অংশের কম্পোয্-এর কাজ করেছিলেন জনাব মঞ্জুরুল হক। তিনি প্রায় ২০ বছর আগে একটি সরকারি অফিসে আমার সহকর্মী ছিলেন, পরে সাভারে অবস্থিত বিপিএটিসি-তে কর্মরত ছিলেন এবং সম্প্রতি অকালমৃত্যু তাঁকে পৃথিবী থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। সশ্রদ্ধ চিত্তে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি সেই মহৎ হৃদয়ের মানুষটিকে।

বইটিকে দাঁড় করিয়ে পাঠকের সামনে হাজির করা পর্যন্ত আমাকে অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে। তাতে প্রমাণ হয় যে, এমন একটা বই প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ও যথেষ্ট যোগ্যতা আমার নেই। আমি সংস্কৃতজ্ঞ নই, কঠিন গবেষণার পরিশ্রমে অভ্যস্ত নই। তদুপরি আমাকে সময়ের সাথে পাল্লা দিতে হয়েছে, অনেক প্রতিকূলতার সাথে যুদ্ধ করতে হয়েছে; আমার স্বাস্থ্য বাদ সেধেছে, বিশেষত চোখ-দুটি একদম বেঁকে বসেছে, সম্ভবত এ বই আমাকে বহুকাল স্মরণ করাবে চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মো. ইসরাফিল -এর কথা।

বইটিকে বর্তমান অবস্থায় নিয়ে আসার ব্যাপারে আমাকে উৎসাহ দিয়ে যাঁরা কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন চারজন সরকারি কর্মকর্তা : বাংলাভাষা বাস্তবায়ন কোষ -এর প্রধান মিসেস মমতাজ বেগম, বিসিএস (প্রশাসন) একাডেমি'র পরিচালক মিসেস সালিমা জাহান, জনাব এ কে এম সাইফুল ইসলাম চৌধুরী, বিপিএটিসি'র ঊর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা জনাব শফিকুল হক। তবে এ বই যদি কোনও পাঠকের কৃতজ্ঞতা আকর্ষণ করে তবে তাঁর সে কৃতজ্ঞতা পাওয়ার অধিকারী প্রথমত ও প্রধানত আমার মা বেগম হোসনে আরা খান। বর্তমান সংস্করণে যা কিছু নতুন সংযোজিত হয়েছে তার কিছু কিছু অংশ ছাপা হয়েছিল দৈনিক মুক্তকণ্ঠ পত্রিকায় কবি জনাব আবু হাসান শাহরিয়ার কর্তৃক সম্পাদিত 'খোলা জানালা' পাতায় এবং দৈনিক *ভোরের কাগজ* পত্রিকায় ঔপন্যাসিক জনাব মইনুল আহসান সাবের কর্তৃক সম্পাদিত পাতায়।



www.pathagar.com

# অবতরণিকা

সুকুমার রায় -এর একটি কবিতায় আছে– পাউরুটিতে পেরেক ঠোকে কেন রানীর দাদা? রানীর দাদা হচ্ছেন রাজার শ্যালক। রাজার শ্যালক সুকুমারের গন্ধ বিচার নামক কবিতায়ও উপস্থিত– "রাজার শালা চন্দ্রকেতু তারেই ধরে শেষটা / বলল রাজা, তুমিই না হয় করো না ভাই চেষ্টা / চন্দ্র বলে, "মারতে চাও তো ডাকাও নাকো জল্লাদ / গন্ধ শুঁকে মরতে হবে এ আবার কি আহ্লাদ?""

সংস্কৃত ভাষায় রাজার শ্যালককে কী বলে?– রাষ্ট্রীয়? অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্য যে সংস্কৃতে রাষ্ট্রীয় মানে রাজার শ্যালক। সংস্কৃত ভাষায় মহুয়া বৃক্ষের নাম বানপ্রস্থ এবং ঝিনুকের নাম দুর্নামা, দুর্নাম্নী!

'হংস' মানে কী? হাঁস' বটে। কিন্তু সংস্কৃতে সূর্যের একটি প্রতিশব্দ 'হংস'। সংস্কৃতে সূর্যের আরেকটি প্রতিশব্দ তরণি। 'সারস' বললে আমরা একরকম পাখির কথাই শুধু ভাবি কিন্তু সংস্কৃতে পদ্মের একটি প্রতিশব্দ 'সারস'। সরসীতে জন্মে তাই সারস; একই কারণে সরসীজ। 'অম্লান' আমলকী বৃক্ষের নাম। ডিমের অর্থাৎ ডিম্বের নাম 'পেশী', 'ডিম্ব' অর্থ সেখানে 'শাবক'। সংস্কৃতের হিশাবে 'অশ্বডিম্ব' মানে 'অশ্বশাবক'। বিস্ময়কর হলেও সত্য। সূর্যের নাম 'হংস', বেগুনের নাম সিংহী, এবং কণ্টকারির নাম 'ব্যাঘ্রী'; পুণ্যের নাম বৃষ, কমলালেবুর নাম ঐরাবত। মজার ব্যাপার মনে হতে পারে।

সংস্কৃতে 'প্রসন্ন মানে নির্মল জল; ঋণাদি নিয়ে মামলা/ফ্যাসাদের নাম 'ব্যবহার'; চতুর্দশী পূর্ণিমার নাম 'অনুমতি'; এবং দ্রুত উচ্চারিত বাক্যের নাম 'নিরন্ত'। বরই ফলের একটি নাম 'ফেনিল'। দরজার উপরিস্থিত কাঠের নাম 'নাসা'। সুপারির নাম 'উদ্বেগ', শুকানো মাংসের নাম 'উত্তপ্ত'।

ফরাসি পরিব্রাজক বার্নিয়ার পূর্ববঙ্গ অঞ্চলে এসে এখানকার সবুজের বিপুল সমারোহ, অজস্র নদীনালা খাল বিল জলাশয়, এখানকার মাটির অসামান্য উর্বরতা, এবং ফসলের ও মাছের বিপুল বৈচিত্র ও প্রাচুর্য দেখে বিপুলভাবে বিস্মিত হয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন মিশরের চেয়ে এ অঞ্চল ছিল অনেক বেশি উর্বর। এবং এখানে যে বিপুল পরিমাণ কার্পাস তূলা উৎপন্ন হত তা মিশরের তূলার চেয়ে উৎকৃষ্ট ছিল। সেই তূলা থেকে উৎপন্ন মসলিন কাপড় সারা পৃথিবীতে অতুলনীয় ছিল। [মজার ব্যাপার হচ্ছে– মসলিন শব্দটি হয়েছে ইরাকের মসুল শহরের নাম অনুসারে]। তিনি এদেশের যে অবস্থার বর্ণনা করেছিলেন তার কোনও কিছুই অক্ষুণ্ন নেই; যদি কেউ মনে করে যে অক্ষুণ্ন আছে তাহলে সে বোকার স্বর্গে বাস করছে। বরং প্রতিমুহূর্তে অবনতির দিকে যাচ্ছে সবকিছু।

এই বার্নিয়ার এদেশে অবস্থানকালে এক আশ্চর্য জিনিশ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। [ঐতিহাসিকগণ জানেন তিনি কোনও কিছু বানিয়ে বা বাড়িয়ে বলার মতো মানুষ ছিলেন না।]



www.pathagar.com

তিনি দেখেছিলেন চন্দ্রালোকে রংধনু [হ্যাঁ– rainbow]। রাতে চন্দ্রালোকে rainbow তিনি দেখেছিলেন এবং তাতে নিশ্চয়ই অত্যন্ত পুলকিত হয়েছিলেন। আমিও একটা আশ্চর্য জিনিশ প্রত্যক্ষ করেছিলাম বহু বছর আগে। আমি গিয়েছিলাম ঢাকার মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের ভবনে এসএসসি বা এইচএসসি -এর সার্টিফিকেট তুলতে। সবকিছু আমার খুব ভাল মনে নেই। সেখানে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছিল এবং বারান্দায় বিচরণ করতে হয়েছিল, এবং যেটা অত্যন্ত স্পষ্ট মনে আছে তা হল– আমি মধ্যদিনে মধ্যাকাশে 'রংধনু' দেখেছিলাম; 'রংধনু' বলা ভুল হবে কারণ সেটা সম্পূর্ণ বৃত্ত ছিল। সূর্য মধ্যাকাশে ছিল এবং তাকে ঘিরে রঙের বৃত্তটা। কিন্তু রংবৃত্ত বা rain-circle বলে কোনও term মানুষ তৈরি করেনি কারণ এমনটা আর কেউ কোনও দিন হয়তো দেখেনি যা আমি সেদিন দেখেছি। বেশ খানিকটা সময় ধরে সেটা আকাশে ছিল এবং আমি সমানে লক্ষ্য করে যাচ্ছিলাম। আমার আশেপাশে অন্য অনেকে ছিল কিন্তু তাদের ঐ অকেজো জিনিশটা নজরেই আসেনি। বার্নিয়ার সত্য কথা বলেছিলেন, আমিও সত্য বলছি। প্রমাণ দেওয়া সম্ভব নয়, কত সহস্র কোটি বছরে একবার rain-circle হতে পারে আমি বলতে পারব না। তবে এটা দেখাতে পারব যে সংস্কৃতে 'ঘটি' বানান 'ঘটী', কালি (লেখার কালি) বানান কালী', চুল-এর বানান 'চূল।'

আমি আরও একটা আশ্চর্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেছিলাম যার প্রমাণ দেওয়া অসম্ভব। কিন্তু আমি সত্য বলব। গত শতাব্দীর ষাটের দশকে পিরোজপুর শহরের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া বলেশ্বর অত্যন্ত বলশালী ছিল; এখন মৃতপ্রায় [বার্নিয়ারের সময় কেমন ছিল বলতে পারব না]। সে সময় একদিন বিকালে দেখেছিলাম সেই নদীর ঢেউ-এর অকল্পনীয় রূপ। নদীর ঢেউ এলোমেলোই হয়, কিন্তু তখন একেকটা ঢেউ এপার থেকে ওপার পর্যন্ত প্রায় সরলরেখায় একটু তেরছাভাবে প্রলম্বিত ছিল এবং ওভাবেই সুশৃঙ্খলভাবে একের পর এক এগিয়ে চলছিল। আমি একা বসেছিলাম নদীর পাড়ে। বেশ খানিকটা সময় ধরেই ব্যাপারটা একমনে লক্ষ্য করে যাচ্ছিলাম এবং বেশ অন্ধকার হয়ে আসলে আমি যখন স্থানটা ছেড়ে বাসার দিকে পা বাড়িয়েছিলাম তখনও ওভাবেই ঢেউ বয়ে যাচ্ছিল।

ঐ নদীটার জীবনে আর কোনও সময় এমন হয়েছিল কি না বলা অসম্ভব। আমি যা বললাম তা প্রমাণ করাও অসম্ভব। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার শব্দাবলী সম্বন্ধে উপরে যা বলেছি তার জন্য অমরকোষ দেখতে পারেন। এতক্ষণ যা কিছু বলা হল তার উদ্দেশ্য এই বোঝানো যে বাংলা ভাষা থেকে সংস্কৃত ভাষা আলাদা। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার কর্তৃক প্রকাশিত সটীকানুবাদ অমরকোষ বা অমরার্থ চন্দ্রিকা সম্পাদনা করেছেন অধ্যাপক শ্রীমদ্‌গুরুনাথ বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য। ভূমিকায় তিনি লিখেছেন– "সংস্কৃত ভাষায় বহুতর অভিধান গ্রন্থ সঙ্কলিত আছে, তন্মধ্যে অমরকল্প অমরসিংহ প্রণীত অমরকোষই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বত্র প্রচলিত।" তিনি আরও লিখেছেন– "ইহার রচিত অনেকগুলি পুস্তক ছিল, ঐ সকল পুস্তক শঙ্করাচার্য্যের হস্তগত হওয়ায় তিনি একমাত্র অমরকোষখানি রাখিয়া অপরগুলি অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন। তাই তিনি তদীয় বৌদ্ধ গ্রন্থ সকল ভস্মীভূত করেন।"

অমরকোষ যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে আপনি লেখা দেখতে পারেন– সম্পূর্ণহয়ং গ্রন্থঃ। এবং ঠিক তার একটু উপরে লেখা দেখতে পারেন– "ইতি গদসিংহবিরচিতা নানার্থধ্বনিমঞ্জরী সমাপ্তা।" নানার্থধ্বনি-মঞ্জুরী'র আগে যেখানে সারস্বতাভিধানম্ শেষ হয়েছে তার নিচে লেখা হয়েছে– "ইতি সারস্বতাভিধানং সমাপ্তম।"। এইভাবে আরও আছে– "ইতি



www.pathagar.com

নক্ষত্র কোষঃ সমাপ্তঃ", "ইতি রাশিকোষঃ সমাপ্তঃ", "ইতি নবগ্রন্থকোষঃ সমাপ্তঃ", "ইতি সঙ্খ্যাকোষঃ সমাপ্তঃ", "ইতি ... দ্বিরূপকোষঃ সমাপ্তঃ", ইত্যাদি। এর থেকে কি আপনার মনে হয় যে ইতি মানে "সমাপ্তি"? পাঠক, আমি ধরে নিচ্ছি আপনি জামিল চৌধুরী'র চেয়ে কম বুদ্ধিমান নন। জামিল চৌধুরীর প্রণীত বাংলা একাডেমী [পরে একাডেমি] বাংলা বানান কোষ সরকারি খরচায় ছাপা হয়ে চলেছে। সেই বানান অভিধানে জামিল চৌধুরী 'ইতি' অর্থ 'সমাপ্তি' নির্দেশ করেছেন এবং 'ইতিমধ্যে' ও 'ইতিপূর্বে' অশুদ্ধ বলেছেন। ইতি দিয়ে আরও অনেক শব্দ আছে– যেমন, ইতিবাচক, নেতিবাচক [ন+ ইতি = নেতি], ইত্যাদি [ইতি + আদি], ইত্যবসরে, ইত্যবকাশে ইত্যনুসারে [ইতি + অবসরে, + অবকাশে, + অনুসারে] ইত্যাকার [ইতি + আকার]। এসব শব্দও তিনি তাঁর অভিধানে গ্রহণ করেছেন কিন্তু অশুদ্ধ বলে চিহ্নিত করেননি। এসব শব্দে ইতি মানে কি 'সমাপ্তি'? তা হলে শব্দগুলির অর্থ কী দাড়ায়, পাঠক আপনিই নির্ণয় করুন। ইতি-পূর্বক আরও অনেক শব্দ হতে পারে যেমন– ইত্যর্থ, ইত্যত্র, ইত্যন্ত, ইত্যপি, ইত্যন্বয়। এর কোনও-টিতে ইতি মানে 'সমাপ্তি' নয়। সবখানেই তার মানে এই, এইমাত্র। 'ইতিহাস'-এর 'ইতি'-ও কিন্তু একই। ইতিহাস-এর মূল অর্থ 'এমনটিই ঘটেছিল'। 'ইতিবৃত্ত' 'ইতিকথা' ইত্যাদিতেও একই 'ইতি'; কোথাও অর্থ 'সমাপ্তি' নয়।

"বাংলা একাডেমীর প্রমিত বাংলা বানানের নিয়মে ক খ গ ঘ পরে থাকলে পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে ং এবং বিকল্পে ঙ লেখার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও বিশেষ কয়েকটি আরবি শব্দের ... উচ্চারণ নির্দেশ করবার জন্য য এবং বিকল্পে জ লিখবার কথা হয়েছে। বাংলায় এমন কিছু শব্দ আছে যে-সব শব্দে চন্দ্রবিন্দু দিয়ে অথবা চন্দ্রবিন্দু ছাড়া লেখা যায় এবং এর ফলে অর্থ গ্রহণে কোনো বিভ্রাট ঘটে না। এ তিনটি ক্ষেত্র ছাড়া যতদূর সম্ভব এই অভিধানে বিকল্প বানান বর্জন করা হয়েছে।" – একথা বলা স্বত্ত্বেও প্রথমোক্ত দুটি ক্ষেত্রে যথাক্রমে 'ঙ লেখার' এবং 'য' লিখবার' বিকল্প তিনি রাখেননি [অভিধানটির মূল অংশে]। চন্দ্রবিন্দুর ক্ষেত্রটিতে তার অঙ্গীকার কিছুটা মাত্র পালন করেছেন, কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে যেখানে বিকল্প বানান 'যতদূর সম্ভব' বর্জন করা'র কথা বলেছেন সেই সব ক্ষেত্রে যত বেশি সম্ভব বিকল্প গ্রহণ করেছেন। আমি গ্রন্থটির প্রায়-সবকিছুই পরীক্ষা করেছি, বিশেষত মূল অভিধানের প্রত্যেকটি এণ্ট্রি পড়েছি এবং প্রয়োজনবোধে নোট করেছি। যেমন : অভিধানটিতে মোহন্ত, মহন্ত মহান্ত এবং মোহান্ত আছে একই অর্থে। আছে কতবেল কদবেল এবং কয়েতবেল [শুধু কদবেল থাকা উচিত ছিল]। আছে দুনালা দু-নলা দোনলা এবং দোনালা একই অর্থে [শুধু দোনলা থাকা উচিত ছিল] এমনকি নয়নসুখ-এর 'বিকল্প' নয়নসুক বানাতে ছাড়েননি। অমায়িক এবং নির্মায়িক, অনবদ্য এবং নিরবদ্য, অমোচনীয় এবং নির্মোচনীয়, ফিরত এবং ফেরত আছে অভিধানটিতে। আমাকে এখানে থামতে হবে। অভিধানটির মধ্যে অজস্র বিকল্প রাখা হয়েছে শুধু তাই নয়, এর মধ্যে আছে অনেক ডাহা ভুল, ডাহা মিথ্যা, অজস্র রকমের অসংগতি, আবার পণ্ডিতি দেখানোর জন্য এমন সংস্কৃত শব্দ ঠাসা হয়েছে যা মোটেই বাংলা নয়; এবং পশ্চিমবঙ্গীয় কেতা অনুযায়ী অশিষ্ট অপভাষিক 'শব্দ'ও ঠাসা হয়েছে অজস্র। কারণ পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি'র কর্তাদের পিঠ চাপড়ানিটাও যে দরকারি। গোটা গ্রন্থটার উপর বিশদ আলোচনা সময়সাপেক্ষ, আপাতত সেটা মুলতবি রাখব এটুকু বলে যে অভিধানটিতে আছে 'যৌনব্যাধী' 'মহিন্দ্র' এবং 'তাড়িদালোক' যা কিভাবে শুদ্ধ তার বিচার পাঠকই করুন। আরও এটুকু বলতে চাই যে বাংলায় নিন্দুক আছে নিন্দক নেই। শেষোক্তটি সংস্কৃতেই আছে, বাংলায় অশুদ্ধ। এবং বাংলায় জাগ্রত আছে জাগ্রৎ



www.pathagar.com

নেই; শেষোক্তটি সংস্কৃতেই আছে, বাংলায় অশুদ্ধ। সংস্কৃতে তো অনেক কিছুই আছে, যা বাংলায় নেই। জাগ্রৎ নিন্দক এমন দুই-চারটা সংস্কৃত শব্দের জিগির তুলে শস্তায় বিনা আয়াসে সংস্কৃতের পণ্ডিত সাজা যায় বঙ্গামুলুকে। আর একটা কথাঃ মোহ্যমান অশুদ্ধ, বাংলাতে, এবং সংস্কৃতেও। মুহ্যমান চলবে। আপাতত আমরা অন্য আলোচনায় যাবো।

মুহ্যমান/মোহ্যমান প্রসঙ্গে এরপর যে আরেকজন বানান-শুদ্ধিওয়ালার কথা সহজেই এসে পড়ে সে হচ্ছে ড. মাহবুবুল হক। তিনি বহুকাল ধরে বানান-শুদ্ধি'র কারবার চালিয়ে আসছেন। তাঁর কেতাবের 'প্রসঙ্গ কথা'য় তিনি জানাচ্ছেন তাঁর 'আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি'র কথা। সেই 'আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি' থেকে তিনি অনেক বাংলা শব্দকে 'অশুদ্ধ প্রচলিত' বলে চিহ্নিত করেছেন। সর্বাগ্রে উল্লেখ করব সেই 'মুহ্যমান'। তিনিও ঠিক ধরে ফেলেছেন যে 'মুহ্যমান' অশুদ্ধ এবং 'মোহ্যমান' শুদ্ধ! তাঁর বই-এর পাণ্ডুলিপি যারা দেখে দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য হচ্ছে ড. হায়াৎ মামুদ, যিনি বানানের 'গাইড-বুক' -এর কারবার বহুদিন ধরে খুব ভাল চালিয়ে যাচ্ছেন। ড. মাহবুবুল হককে গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন এবং ভূমিকা লিখে [প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যেও] তাঁর বই-এর গৌরব বৃদ্ধি করেছেন ড. আনিসুজ্জামান। এজন্যই কি জেনেবুঝেও মুহ্যমান-কে অশুদ্ধ এবং মোহ্যমান-কে শুদ্ধ বলতে হয়? এজন্যই কি ইতিমধ্যে ইতিপূর্বে'-কে অশুদ্ধ আর 'ইতোমধ্যে ইতঃপূর্বে'-কে শুদ্ধ বলতে হয়? [এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে 'প্রসঙ্গ কথা'য় ড. মাহবুবুল হক 'ইতোপূর্বে' [ইতঃপূর্বে নয়] লিখেছেন।] এবং এজন্যই কি বলতে হয় যে "সুস্বাস্থ্য শব্দটিতে/সু-/উপসর্গের দ্বিত্ব প্রয়োগ দেখা যায়"? যা হোক, তিনি বলতে চাচ্ছেন 'সুস্বাস্থ্য'য় 'সু' দুইবার প্রযুক্ত হয়েছে। বাজে কথা। ড. সাহেব সুস্বাস্থ্য'য় 'সু'-এর দ্বিত্ব দেখাতে পারলে আমি তাঁকে এক লক্ষ টাকা দেব, না পারলে তিনি যেন তাঁর কেতাব বাজার থেকে তুলে নেন এতকাল বিভ্রান্তি প্রচার করার জন্য প্রকাশ্যে ক্ষমা চেয়ে। 'দ্বিত্ব প্রয়োগ'টা কিভাবে হল সেটা তিনি দেখালেন না কেন? আমি খুব ভাল করে জানি 'সুস্বাস্থ্য'য় কোনও দ্বিত্ব নেই। পরিষ্কার করেই বলিঃ 'স্বাস্থ্য' শব্দটি সুস্থ থেকে হয়নি। স্বাস্থ্য'র মূলে 'স্বস্থ'। 'স্ব' অর্থ 'নিজ'। তার সাথে 'স্থ'। দারস্থ, মুখস্থ প্রভৃতিতে যে 'স্থ' ঠিক সেটাই। এখন সংস্কৃতের কায়দায় স্বস্থ + য = স্বাস্থ্য হয়। 'স্বাস্থ্য'য়, অতএব, কোনও 'সু' নেই। সুতরাং 'সুস্বাস্থ্য'য় একটাই 'সু'। একেবারে প্রাথমিক যোগ অঙ্কের চেয়ে সরল হিশাব।

সুস্থ'র সাথে য যোগ করলে 'স্বাস্থ্য' হয় এমন 'সুখবর' কারা অতীতে দিয়েছিল সেটা বের করুন, তাহলে রহস্য উদ্ঘাটিত হবে। সুস্থ + য = সৌস্থ্য হতে পারে কিন্তু ব-ফলা যুক্ত স্বাস্থ্য হবে কিকরে? ড. সাহেবরা মানুষকে বোকা বানাচ্ছেন, বা বানাতে চান। পাঠক আশা করি বুঝতে পারছেন তাঁদের কোনও কথায় বিশ্বাস নেই।

আরেক ড. গাইড বুক প্রণেতা ড. হায়াৎ মামুদ। তিনিও, of course, 'মুহ্যমান ইতিপূর্বে ইতিমধ্যে'-কে অশুদ্ধ বলেছেন। এবং of course, তাঁর গাইড-বুক-এর ভূমিকায় 'অধ্যাপক ড. মাহবুবুল হক' বিরাজিত আছেন। আরও কতিপয় ড. উদ্ঘাটিত হবে, যদি একটু মাথা ঘামান। ড. মাহবুবুল হক -এর বই-এর বিক্রি বৃদ্ধি করার জন্য [sorry, 'গৌরব' বৃদ্ধির জন্য] তার ভূমিকা কে লিখে দিয়েছেন? সেই সূত্র ধরে একটু পিছনে গেলে মিলবে ড. আহমদ শরীফ, ড. জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী এবং মোহাম্মদ আব্দুল কাইয়ুম। এঁরা পাঁচজন মিলে যে ছোট্ট বইটি দাঁড় করিয়েছিলেন, বাংলা একাডেমিও বোধ করি তা নিয়ে লজ্জিত [পুনর্মুদ্রণ নেই]। কিন্তু তাদের proxy হিশাবে আছেন অনেকে—তিনজনের কথা বলা হয়ে গিয়েছে।



www.pathagar.com

এঁদের বিপরীতে কেউ কেউ কিছু কিছু সঠিক কথাও বলেছেন। যেমন, দিলীপ দেবনাথ। তাঁর বই-এ আছে "সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মের কারাগার ভেঙে বেশ কিছু শব্দ বেরিয়ে এসেছে।...এসব শব্দ দীর্ঘ দিন ধরে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হচ্ছে।" এরপর যে তালিকা দিয়েছেন তার মধ্যে 'ইতিপূর্বে ইতিমধ্যে চক্ষুরোগ তরুছায়া ধূপছায়া, সমসাময়িক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক রয়েছে। তারপর তিনি বলছেন :

"অধুনা কেউ কেউ বাংলা ভাষায় বহুদিন ধরে ব্যবহৃত এসব শব্দকে সংস্কৃতায়ন করতে আগ্রহী। তাঁরা যদি অর্ধাঙ্গিনী, গোপিনী, চাতকিনী, শ্বেতাঙ্গিনী, সিংহিনী, হেমাঙ্গিনী সেবিকা, অভাগিনী, ননদিনী ইত্যাদি শব্দ মেনে নিতে পারেন তবে উপরের শব্দগুলোকে ছাড়পত্র দিতে বাধা কোথায়? আমরা বলতে চাই শব্দগুলো যখন বাংলায় চলছে তখন তা থাকুক। এতে বাংলা ভাষাই বরং লাভবান হবে।

"কেউ কেউ ইদানীং মুহ্যমান শব্দের বদলে মোহ্যমান লেখার সুপারিশ করছেন। এরও কারণ বোঝা দায়। সংসদ অভিধানে মুহ্যমানকে সংস্কৃত মোহ্যমানের অশুদ্ধ কিন্তু চলিত রূপ বলা হলেও হরিচরণের বঙ্গীয় শব্দকোষে মোহ্যমান শব্দটি স্বীকৃতি পায়নি। কারণ সংস্কৃতে মোহ্যমান গঠন সম্ভব নয়। তবে উপনিষদে মুহ্যমান শব্দের প্রয়োগ আছে। উদাহরণ– শোচতি মুহ্যমানঃ – মুণ্ডক। সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মে অভ্যন্তরীণ বা আভ্যন্তরীণ কোনটাই তৈরি করা যায় না। যা করা যায়, তা হচ্ছে আভ্যন্তর। বাংলায় বহুদিন ধরে আভ্যন্তরীণ শব্দটিই চলছিল। একে আবার এখন অভ্যন্তরীণ লেখার হুজুগ চলছে। এর কারণও অজ্ঞাত। অভিধানে বলে একত্রিত শব্দটি অশুদ্ধ। অথচ ব্যাকরণবিদ জ্যোতিভূষণ চাকী দেখিয়েছেন যে, একত্র শব্দের সঙ্গে ত প্রত্যয় যোগ করে একত্রিত শব্দটি গঠন করা যায় এবং এটি শুদ্ধ শব্দ।

"সংস্কৃতে পরিবহণ বা পরিবহন শব্দ তৈরি করা যায় না; যা করা যায় তা হচ্ছে পরিবহ। পরিবহন বাংলায় তৈরি শব্দ। শব্দটিতে দন্ত্য ন বা মূধন্য-ণ লেখার যেখানে স্পষ্ট সূত্র নেই সেখানে কেউ কেউ দন্ত্য-ন-এর বদলে মূর্ধন্য-ণ লেখার সুপারিশ কেন করছেন তাও অজ্ঞাত। এসব ক্ষেত্রে আমরা চালু শব্দগুলো বহাল রাখার পক্ষপাতী।"

এ কথাগুলি দিলীপ দেবনাথ ঠিকই বলেছেন। তার মানে এই নয় যে তাঁর বই-এ সবকিছু তিনি ঠিক বলেছেন বা তাকে অনুসরণ করা সুপারিশযোগ্য। তার বই-এর সামগ্রিক আলোচনার অবকাশ নেই। তবু কিছু কিছু আলোচনা করব। বই-এর পৃ. ৭১ -এ তিনি বলতে চেয়েছেন সম্প্রতির আগে অতি ব্যবহার করা যুক্তিহীন। বাজে কথা। তিনি বলেছেন 'অতি সম্প্রতি'র ব্যবহার 'সম্ভবত এসেছে ইংরেজি very recently'র অনুকরণে। তিনি কি বলবেন very recently যুক্তিহীন? ধরা যাক mammoth বিলুপ্ত হয়েছে ১০ হাজার বছর আগে আর ডাইনোসরেরা বিলুপ্ত হয়েছে ৬৫ কোটি বছর আগে। তাহলে ডাইনোসরদের তুলনায় comparatively recently বিলুপ্ত হয়েছে mammoth। আসোলে comparatively very recently-ই বলা যায় কারণ ৬৫ কোটির তুলনায় ১০ হাজার খুব খুব ছোট। সম্প্রতি বলতে কি নিমেষমাত্র আগে বুঝায়?* সম্প্রতি তিমি'র সংখ্যা বেড়েছে বলতে এই বোঝায় না যে আধা

* সম্প্রতি' শব্দের মানে সংস্কৃতে কী সেটা বাংলায় টানবেন না। সংস্কৃতে 'এবং' 'সুতরাং' এবং 'প্রভৃতি' মানে বাংলায় যা তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।



www.pathagar.com

মিনিট আগে সেটা হয়েছে। সম্প্রতি মেরু অঞ্চলে বরফের গলনের হার বেড়েছে বললে তার মানে এই হয় না তিন সেকেণ্ড আগে সেটা হয়েছে। ইংরেজি ভাষা অনেক কিছু পেয়েছে অন্য ভাষা থেকে আক্ষরিক অনুবাদের মাধ্যমে। বাংলাভাষা অনেক কিছু পেয়েছে অন্য [ইংরেজি সহ] ভাষা থেকে আক্ষরিক অনুবাদের মাধ্যমে। পশ্চিমবঙ্গের এক কর্তা তাঁর কেতাবে লিখেছিলেন গোলটেবিল বৈঠক নাকি round table conference-এর ভাল বাংলা হয়নি। আমি প্রশ্ন রেখেছিলাম 'লম্বা সোফায় শয়ান' হলে কি ভাল হত?

তবে দিলীপ দেবনাথ আরও কিছু সঠিক কথা বলেছেন। যেমন বলেছেন "মৌন শব্দটি বিশেষ্য হলেও বিশেষণ হিসাবে এর ব্যবহার দীর্ঘদিন ধরে চলছে। অশুদ্ধ হলেও বিশেষণ হিসাবে শব্দটির ব্যবহার এখন প্রতিষ্ঠিত।"

"অশুদ্ধ হলেও" লেখাটা ঠিক হয়নি কারণ বাংলায় অশুদ্ধ নয়, অশুদ্ধ একটি মৃত ভাষায়, যাকে আমরা সংমৃত ভাষা বলে অভিহিত করতে পারি। তবু উপরে কথিত ড.-গণের তুলনায় দিলীপ দেবনাথ অনেক ভাল কোনও সন্দেহ নেই। ড. মাহবুবুল হক মৌন'র বিশেষণ হিশাবে ব্যবহার নিষেধ করেছেন। অশ্রুজল, চলমান, বাহ্যিক, সিঞ্চন সংস্কৃতিবান পাশবিক সমসাময়িক একত্রিত সকৃতজ্ঞ সকাতরে আধুনিকা ইতিপূর্বে ইতিমধ্যে কেবলমাত্র অতলস্পর্শী নির্ভরতা ইত্যাদি শব্দকে তিনি অকাতরে অশুদ্ধ বলেছেন। আসোলে বাংলায় অতলস্পর্শ নেই। বাংলায় যেমন মর্মস্পর্শী চলে তেমনি অতলস্পর্শী চলে এবং চলবে। আধুনিকা অর্থে আধুনিকী বাংলায় নেই, বাংলায় ঐ অর্থে আধুনিকী অশুদ্ধ। অশ্রুজল রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন। 'তাজমহলের মর্মরে গাঁথা কবির অশ্রুজল' এই গীতিবাক্য অন্য কারও লেখা, রবীন্দ্রনাথের নয়। অশ্রুজল শুদ্ধ। সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুযায়ী। অশ্রুরূপ জল হচ্ছে অশ্রুজল। সমাস যাঁরা ভাল জানেন তাঁরা বলতে পারবেন কোন সমাস হল। রবীন্দ্রনাথ শিশিরসলিল লিখেছেন। অশ্রুজল অশুদ্ধ হলে শিশিরসলিলও অশুদ্ধ হয়। গোটা রবীন্দ্রনাথ অশুদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে।

কুপ্রভাবহেতু অনেক বিভ্রান্তি সত্ত্বেও দিলীপ দেবনাথ আরও একটি প্রসঙ্গে সঠিক কথা বলেছেন। সরাসরি উদ্ধৃতি দিচ্ছি–

"সংস্কৃত ভাষায় 'শ্রেষ্ঠ' শব্দ বহু আগেই 'সবচেয়ে ভাল অর্থ' ['সবচেয়ে ভাল' অর্থ] হারিয়েছে। একইভাবে 'কনিষ্ঠ' শব্দও তার আসল অর্থ হারিয়েছে।... যেমন– কনিষ্ঠতর/কনিষ্ঠতম; বলিষ্ঠতর/বলিষ্ঠতম...। বাংলায় এ ধরনের শব্দ বহুকাল ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে...।" কিন্তু ড. মাহবুবুল হক -এর বাংলা পছন্দ নয়। তিনি বাংলা কোন কোন শব্দ বা রীতিকে অশুদ্ধ বলবেন তার তালিকা মাথায় নিয়েই বই লিখতে বসেন এবং বই-এর কাটতি তাতে ভালই হয় কারণ লোকে মনে করে– আহা! কত বড় সংস্কৃতজ্ঞ, কত বড় পণ্ডিত। কিন্তু বলতেই হবে ড. মাহবুবুল হক এমনকি দিলীপ দেবনাথ -এর কনিষ্ঠ আঙ্গুলের সমান যোগ্যও নন। 'কনিষ্ঠতর/কনিষ্ঠতম, বলিষ্ঠতর/বলিষ্ঠতম, শ্রেষ্ঠতম/শ্রেষ্ঠতম ইত্যাদি সম্বন্ধে 'এরকম প্রয়োগ অশুদ্ধ ও অনুচিত' লেখার মতো নষ্টামি করতে তিনি ভুল করেননি [তাঁর কেতাবের পৃ–১৫৫]। "ব্যাকরণসম্মত না হলেও বহু প্রচলিত ও স্বীকৃত" কিছু কিছু শব্দকে আবার তিনি [ড. মা. হক] অনুমোদনও করেন যেমন– আধুনিকা, রূপসী, সেবিকা, শিক্ষয়িত্রী। আশা করি কারণটা পাঠকের বুঝতে বাকি নেই। সেই পাঁচজনার পয়দা করা পচা বইটায় নিশ্চয়ই দেখবেন এই শব্দ কয়টিকে অস্বীকার করা হয়নি– হয়তো তাঁরা জানতেনেই না যে এগুলি সংস্কৃত ভাষায়



www.pathagar.com

সিদ্ধ নয়। কিন্তু, বোধগম্য কারণেই [পাঠক এখন কারণটা বুঝতে পারবেন নিশ্চয়ই] তিনি জন্মবার্ষিকী, শতাব্দী বিবরণী সংশোধনী ইত্যাদির বদলে জন্মবার্ষিক, শতাব্দ, বিবরণ সংশোধন লেখার ফরমাশ দিয়েছেন কারণ জন্মবার্ষিকী, শতাব্দী বিবরণী সংশোধনী নাকি স্ত্রীলিঙ্গ। এ ধরনের কথা যারা বলে তারা blockhead। স্ত্রীলিঙ্গ তো সেই মৃত ভাষায়, যাকে আমরা সংমৃত ভাষা বলে অভিহিত করছি। বাংলায় শব্দগুলিকে বিবাহযোগ্যা কন্যা হিশাবে গ্রহণ করা হয়নি। বার্ষিক বিশেষণ, তাই বার্ষিক গতি। কিন্তু বার্ষিকী বিশেষ্য। জন্মবার্ষিকী বিশেষ্য, প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী বিশেষ্য। শতাব্দ মানে স্রেফ একশ'টি বছর, যে কোনও একশ'টি বছর হচ্ছে শতাব্দ। কিন্তু thirteenth century হচ্ছে ত্রয়োদশ শতাব্দী, সেটা ১২০১ সালের শুরু থেকে ১৩০০ সালের শেষ পর্যন্ত।

'সংশোধন করা' ক্রিয়া, আর সংশোধনী স্রেফ বিশেষ্য যার আগে বিশেষণ হিশাবে এয়োদশ হতে পারে, —যেমন ত্রয়োদশ সংশোধনী। বাংলা ভাষায় usage এমনই।

মার্কিন এবং মার্কিনি। ড. মা. হক কি মার্কিনিকে স্ত্রীলিঙ্গ বলবেন? হয়তো বলবেন। মার্কিন বিশেষণ হিশাবে ব্যবহৃত হয়, মার্কিনি বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। সহজ ব্যাপার। 'মার্কিন নৌসেনা'-তে মার্কিন বিশেষণ। 'সে একজন মার্কিনি' -তে মার্কিনি' বিশেষ্য।

কেবলমাত্র শুধুমাত্র নাকি অশুদ্ধ, ড. মাহবুবুল হক এটা না বলে ছাড়বেন না— জানা কথা। জামিল চৌধুরীর সংকলিত বানান অভিধানে কেবলমাত্র শুধুমাত্র নেই; 'অশুদ্ধ' যখন, থাকবে কেন? কিন্তু জামিল চৌধুরীর ধাউশ কেতাবে লাজলজ্জা আছে, লজ্জাশরমও বাদ যায়নি, আছে ভাগবখরা, ইয়ারদোস্ত। এরকম আরও অনেক হয়তো আছে, আমার মনে নেই। এগুলিতে দোষ নেই কিন্তু দোষ আছে কেবলমাত্র-তে আর শুধুমাত্র-তে! জামিলীয় কেতাবে যেগুলি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, সেগুলি ড. মা. হক -এর কেতাবে অশুদ্ধ কলামে নেই। পাঠকের বুঝতে বাকি নেই আশা করি। আর মন্তব্য নয়। শুধু বলব ইংরেজিতে iterate এবং reiteate আছে একই অর্থে; habitable, inhabitable একই অর্থে; flammable inflammable আছে একই অর্থে; eternal আর sempeternal, একই অর্থে। এমন আরও অনেকগুলি আছে, আমি মুখস্থ করিনি। সংস্কৃতে উনবিংশতি ও একোনবিংশতি দুই-এরই অর্থ উনিশ। ড. মাহবুবুল হক -কে শুদ্ধবাজ বলা যায়, আবার অশুদ্ধবাজও বলা যায়। এহেন শুদ্ধ/অশুদ্ধবাজ জানেন না নিরুদ্বিগ্ন অশুদ্ধ; কেতাবের পৃ. ১১১ -তে তিনি ওটা লিখেছেন। বোঝা যায়, পাণ্ডিত্য তার অতিকিঞ্চিৎ কিন্তু নির্বুদ্ধিতা বিপুল।

অনুনাসিক শব্দে যেখানে চলে তিনি সেখানে চালান সানুনাসিক। কেন, লোকে তাতে করে একটু বেশি পণ্ডিত মনে করবে? পৃষ্ঠা ১১৯-তে তিনি লেখেন বৈচিত্র ভুল বানান। বাজে কথা। মূর্খ ও বুদ্ধুর মতো কথা! বৈচিত্র বানান সংস্কৃতেও সিদ্ধ। তিনি নিজেও তাই দেখান পৃ ১৫২ -তে। আর বাংলায় দারিদ্র বানানও শুদ্ধ বলে স্বীকৃতব্য। শুদ্ধবাজ হয়েও তিনি ভেবেছেন অধীতব্য শুদ্ধ (পৃ. ১২০)। শুদ্ধবাজের বলার কথা অধীতব্য অশুদ্ধ এবং অধ্যেতব্য শুদ্ধ। কারণ সংস্কৃতে অধীতব্য শুদ্ধ নয়। এখানে অজ্ঞতার প্রমাণ রাখলেন [আমরা অবশ্য বাংলায় অধীতব্যই চালাতে চাই]। পৃ ১১৯ -এ লিখেছেন ঐকমত্য, এবং জ্ঞান দিচ্ছেন যে 'ঐক্যমত' অশুদ্ধ। 'মতৈক্য' শুদ্ধ না অশুদ্ধ? পৃ. ১২২ -এ বলেন ব্যবহারিক ব্যাবহারিক দুইই শুদ্ধ। বেশ, তাহলে ব্যাবহারিক দরকার কী? ওটা শুদ্ধ কি না জানার বা জানানোর দরকার পড়ে না। ওটা অপ্রাসঙ্গিক, অবান্তর। বাংলায় ওটা non-word।



www.pathagar.com

ড. মাহবুবুল হক -এর গাইড-বুকটি এত বাজে যে এর উপরে আলোচনা আর চালানোর রুচি হয় না। যিনি মনে করেন নিরুদ্বিগ্ন শুদ্ধ, যিনি মনে করেন বহ্নুৎসব শুদ্ধ (পৃ. ১৫৭), যিনি 'নিরঙ্কুশ বিরোধিতা' [পৃ. ১৩০] লেখেন তাঁর নিজের শিক্ষাই অতি সামান্য। পাঠকের জন্য জানিয়ে রাখি – বহ্নি + উৎসব = বহ্ন্যুৎসব। যাঁরা তাঁর কেতাবের পাণ্ডুলিপি দেখে দিয়েছিলেন, মূল্যবান উপদেশ পরামর্শ ইত্যাদি দিয়েছিলেন তাঁদের দৌড়ও বেশ বোঝা যায়। আপাতত ড. মাহবুবুল হক থেকে অব্যাহতি নেব।

ড. হায়াৎ মামুদ -এর গাইড বুকটায় দৃষ্টি ফেরাচ্ছি।

মলাট উল্টালেই জানা যায় গাইড বুক ব্যবসার জগতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে তার 'বুক'টি। 'নি' আলাদা করে লেখার বাতিকের জন্য তিনি বিখ্যাত। আসোলে 'নি' আলাদা শব্দ নয় কারণ শুধু 'নি' বললে কোনও অর্থ হয় না। কোনও প্রশ্নের উত্তরে শুধু 'নি' বলা যায় না। 'না'র ব্যাপার আলাদা। শুধু 'না' বলে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায়। 'না' একটা শব্দ, 'নি' তা নয়।

তবু ড. হায়াৎ মামুদ 'নি' আলাদা লেখার পক্ষে ঝাণ্ডা উচিয়ে হৈ চৈ করে বেড়াচ্ছেন, হয়তো টের পেয়েছেন এতে খ্যাতির লেভেল বাড়ছে বৈ কমছে না, ফলাফল বই বিক্রি। গাইডবুকটির 'দ্বিতীয় সংস্করণ প্রসঙ্গে' -তে তিনি কিছু সত্য কথা বলেছেন, যেমন– "আমার মতো অবৈয়াকরণের নাক গলানোই এক অর্থে অনধিকার চর্চা।" তিনি লিখেছেন, 'অপণ্ডিত লেখককে ভাষা নিয়ে...' ইত্যাদি। তিনি শুধু অপণ্ডিত? অনধিকার-চর্চা মাত্র 'এক অর্থে'?

অনধিকারচর্চা বটে। কতটা অনধিকার তাও বুঝতে পারেননি ড. হায়াৎ মামুদ [তিনিও অধ্যাপক]। তিনি ছোট লেখেন আবার বড় না-লিখে লেখেন বড়ো, বড়'র প্রতি বিশেষ সম্মান দিতে ও-কারান্তকরণ? 'ভালবাসা' লেখেন, আবার 'ভালোভাবে' 'ভালো করে' ইত্যাদি লেখেন। 'ওপর'ও লেখেন, উপর-ও লেখেন। 'করার' 'রাখার' লেখেন আবার 'লিখবার' লেখেন।

যাক সেসব কথা, অপ্রীতিকর প্রসঙ্গটাতে ফিরতে হচ্ছে। প্রথমেই বলা ভাল যে ড. মাহবুবুল হক সম্বন্ধে যা কিছু আগে বলেছি তার সবকিছু ড. হায়াৎ মামুদ সম্বন্ধে প্রযোজ্য। সে সবের পুনরাবৃত্তি করব না। আরও বলা ভাল তার কোনও কিছুই অনুসরণ করার যুক্তি নেই, যা-ই বলেছেন সব মিথ্যা, বাজে বকা। তিনি এর এবং এ না লিখে য়ের এবং য়ে লিখতে বলেছেন। মানবেন না এটা। মূল যখন এর তখন তাকে য়ের করবেন না। সুতরাং বই-এর লিখবেন, বইয়ের লিখবেন না। 'ভুলের ধরন'(!) হিশাবে দেখিয়েছেন বিদ্যাসাগর-এর। আমি বলি, 'বিদ্যাসাগর-এর' লিখবেন, 'বিদ্যাসাগরের'ও চলে। য়ের না লেখাটাকে তিনি বিশেষ ভুল বলতে চান এবং তার একটাই কারণ নির্দেশ করছেন – 'সন্ধি না জানা'। রদ্দি! ওরকম কোনও 'সন্ধি' স্বীকার্য নয়। রবীন্দ্রনাথ যখন য়ুরোপ লেখেন তখন তার উচ্চারণে কি উরোপ হয়? [ইউরোপ হয়] সুতরাং য়ের'-এর উচ্চারণ 'ইয়ের'। হংকংয়ের লিখলে দাড়ায় হংকংইয়ের। হংকং-এর লিখলে একদম ঠিক। "এই বিশেষ ভুলটি শোধরাবার জন্য ব্যাকরণ-বই খুলে 'সন্ধি' পরিচ্ছেদ পড়ার প্রয়োজন নেই।" – তিনি লিখেছেন। হায়াৎ মামুদ গোড়াতে বলেছেন তিনি অনধিকার চর্চা করছেন। তিনি নিজে পৃষ্ঠা ১৪ -তে লিখেছেন "গ-এর" এবং পৃষ্ঠা ১৬ -তে লিখেছেন "মূধন্য-ষ-এর"। ভুলক্রমে তিনি ঠিক লিখেছেন। 'শোধরাবার' এবং 'পড়ার' লক্ষ্য করুন। এরকম মিশ্রণ যারা করে তারা ভাষা শেখাতে আসে। 'শোধরাবার' হলে 'পড়বার' হওয়ার কথা ছিল। 'শোধরানোর' এবং 'পড়ার' লিখবে যাদের সুরুচি ও সুবিবেচনা আছে।



www.pathagar.com

বাংলায় রুচিবান সংস্কৃতিবান সমৃদ্ধিবান শুদ্ধ। এগুলি অশুদ্ধ মনে করার কোনও কারণ নেই। সংস্কৃতেও লক্ষ্মীবান কক্ষীবান শমীবান ইত্যাদি শুদ্ধ। সংস্কৃতে দুচারটা এরকম ব্যতিক্রম থাকলে বাংলায় ব্যতিক্রম থাকতে পারবে না কেন?

তিনি লিখেছেন – "যে কোনো ব্যক্তিই যদি তার মাতৃভাষাকে কঠিন ও অবহেলাযোগ্য মনে করে তো তাকে মূর্খ ও পাষণ্ড না বলে উপায় নেই।" বাজে কথা। মাতৃভাষাকে কঠিন বলা মূর্খতা বা পাষণ্ডতা নয়। একজন সুবিবেচক জ্ঞানী ফরাসি নিশ্চয়ই নিজ ভাষার কঠিনতা ও জটিলতা স্বীকার করবেন। যাঁরাই নিজ ভাষাকে কঠিন বা জটিল বলবেন তাঁরাই নিজ ভাষাকে অবহেলাযোগ্য বলবেন? রবীন্দ্রনাথ নিজে বলেছেন বাংলাভাষাকে পাণ্ডিত্যাভিমানী সংস্কৃতজ্ঞরা অহেতুক জটিল করছেন, যাঁদের কিনা বাঙালি শিশুদের প্রতি মায়া দয়া নেই। রবীন্দ্রনাথ এ বক্তব্যে যাঁদেরকে অপরাধী বলেছেন তাঁদের মতো অপরাধই ড. হায়াৎ মামুদ করছেন, তবে কিনা সংস্কৃতে বা বাংলায় বা কোনও কিছুতেই তাঁর কোনও পাণ্ডিত্য নেই। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে – ইংরেজিভাষী অসংখ্য সুবিবেচনাসম্পন্ন সুপণ্ডিত ব্যক্তি ইংরেজি ভাষার জটিলতার অভিযোগ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের কথাটা উদ্ধৃত করা যাক। কথাটা হল– "দেশে শিশুদের পরে দয়া নেই বানানে অনাবশ্যক জটিলতা বেড়ে চলেছে অথচ তাতে সংস্কৃত ভাষার নিয়মও পীড়িত বাংলার তো কথাই নেই।"

তার থেকে আরও কিছু উদ্ধৃতি – "যথার্থ বাংলা প্রাকৃত ভাষা, সংস্কৃত ভাষা নয়।" "বাংলা শব্দ ভাষার ভূষণ নয়, ভাষার অঙ্গ..."।

"প্রাচীন ভারতে প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ লেখা হয়েছিল। যারা লিখেছিলেন তারা আমাদের চেয়ে সংস্কৃত কম জানতেন না। তবু তারা প্রাকৃতকে নিঃসংকোচে প্রাকৃত বলে মেনে নিয়েছিলেন, লজ্জিত হয়ে থেকে থেকে তার উপরে সংস্কৃত ভাষার পলস্তারা লাগান নি।"

উপরের উদ্ধৃতিতে 'আমাদের' বলতে যাদের বোঝানো হয়েছে তাদের মধ্যে ড. হায়াৎ, ড. মাহবুব -এর মতো লোকেরা পড়েন না কারণ তাঁরা কিছুই জানেন না। কিন্তু সেটা তো মানুষকে জানতে দেওয়া যাবে না। পণ্ডিতের ভেক ধরতে হবে, তাই পৃষ্ঠা ২৪ -এ বিদ্যালয় থেকে বৈদ্যালয়িক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বৈশ্ববিদ্যালয়িক, জ্যোতিষ থেকে জ্যৌতিষিক করেছেন। তিনি বলেছেন তিনি অবৈয়াকরণ। আসোলেই তাই। কিন্তু দেখাতে চান তিনি মস্ত বৈয়াকরণ। কিন্তু অমরকোষ-এ জ্যোতিষিক আছে [জ্যৌতিষিক নয়]। পৃ. ২৮ -এ তিনি দেখিয়েছেন 'রূপা' তৎসম শব্দ। ভুল। একই পৃষ্ঠায় দেখিয়েছেন তৎসম কূপ থেকে তদ্ভব কুয়ো হয়– 'কুয়া' বলে যেন কিছু নেই। এবং 'খাটি দেশী শব্দ কলামে দেখান কুলো; বাংলাদেশের যে কোটি কোটি মানুষ কুলা বলে [কুলো নয়] তারা কি খাঁটি বিদেশী? বাংলাদেশের সব খাঁটি মানুষ 'কুলা' বলে 'ধুলা' 'রূপা' তূলা/ তুলা 'সুতা' পূজা/পুজা বলে। যারা ধুলো তুলো কুলো মুক্তো পুজো সুতো বলে তারা সাহেব হতে চায়, পশ্চিমবঙ্গীয়দের মতো সাহেব।

পৃ. ২৯ -এ ড. সাহেব লিখেছেন "অদ্ভুত' আর 'ভুতুড়ে' শব্দের ভুত ছাড়া সমস্ত ভূতই দীর্ঘ।" কোনও মন্তব্য নয়। ভুতুড়ে বানান স্বীকার করবেন না পাঠক। মূল শব্দ ভূত। তার সাথে বাংলা প্রত্যয় উড়ে যোগ করাতে ভূতুড়ে হবে; ভুতুড়ে হওয়ার জো নেই। ভীত থেকে বাংলায় ভীতু হবে, ভিতু হওয়ার কারণ নেই। পূজা থেকে পূজারি মূর্খ থেকে মূর্খামি, ধূত থেকে ধূর্তামি [পবিত্র সরকার -এর ভাষায় ধুর্তুমি। সে হিশাবে তিনি ধুর্ত্তু]।



www.pathagar.com

সব ডক্টর নিয়ে এক উৎপাত: উৎ-উপসর্গ। উৎ উপসর্গ বলে কিছু নেই। কিন্তু এর উৎপাতে ডক্টর ব্যবসায়ীদের গাইড-বুকগুলি খুললেই উত্ত্যক্ত হতে হয়। উপসর্গটা উদ্। এই উদ্-এর দ্ ক্ষেত্রবিশেষে সংস্কৃত সন্ধির নিয়মে ৎ হয়ে যায়। উদ্ + ভ্রান্ত = উদ্‌ভ্রান্ত; কোনও সন্ধি হয়নি। কিন্তু উদ্ + ত্যক্ত = উত্ত্যক্ত, সন্ধি হয়েছে, দ্ ৎ-এর পরিণত হয়েছে। বেশি দূর যেতে হয় না; অশোক মুখোপাধ্যায় প্রণীত সংসদ ব্যাকরণ অভিধান -এর পৃ.৪১ -এ দেখুন—

"উদ্: সংস্কৃত উপসর্গ।

সন্ধির নিয়মে 'উদ্' অনেক সময়েই 'উৎ' হয়ে যায়।"

আর মণীন্দ্রকুমার ঘোষ, যাঁর নাম আলোচ্য লেখকগণ সযতনে এড়িয়ে যান, লিখেছেন : "পাণিনি ব্যাকরণে উৎ বলে কোন উপসর্গের উল্লেখ নেই 'উদ' আছে। 'উদ' উপসর্গের সন্ধিগত আকৃতি স্থলবিশেষে হয় উৎ।" [তার 'বাংলা বানান' বই-এর পৃ.১৪৮] 'উৎ'-এর উৎপাত দূর করার জন্য আর কী করণীয় ভেবে পাই না।

দাঁতের 'gum'-এর বাংলা হিশাবে মাড়ি চলে আসছিল। এখন মাঢ়ী'র দেখা মিলছে। এটা কি dentist রা বের করেছেন? যাঁরাই বের করে থাকুন তাঁদের dentist আখ্যা দেওয়া যায়। হায়াৎ মামুদ 'চলমান'-কে অশুদ্ধ বানিয়েছেন [পৃ.৮৭]। ওদিকে বলছেন 'অপসৃয়মান' অর্থ যে নিজেই সরে পড়ছে এবং 'অপস্রিয়মান' অর্থ যাকে অপসারণ করা হচ্ছে। কিন্তু ছোট্ট তথ্য : হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় -এর বঙ্গীয় শব্দকোষ -এ 'অপসৃয়মান' বা 'অপস্রিয়মান' কোনও-টাই নেই। কোনটার কী অর্থ সে অনেক দূরের কথা। ড. হায়াৎ মামুদ কি বলবেন হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অজ্ঞ ও অযোগ্য ছিলেন এবং তিনি (হায়াৎ মামুদ) যে নিজেকে অবৈয়াকরণ বলেছেন সেটাকে কথার কথা মনে করতে হবে? রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আছে—"আসে গুটি গুটি বৈয়াকরণ ধূলিমাখা দুটি লইয়া চরণ ইত্যাদি [হাতের কাছে বই নেই, তাই ঠিকমতো ও সম্পূর্ণটা উদ্ধৃত করতে পারছি না]...। শেষে বৈয়াকরণ সাহেব রাজার তরফ থেকে কিছু মালপানি নিয়ে চলে গেলেন। [পাঠক ভেবে দেখুন হায়াৎ সাহেবকে কী পুরস্কার দেওয়া যায়] বাংলায় যেসব স্থলে চলমান প্রয়োগ করা হয় তার সবক্ষেত্রে 'চলন্ত'র প্রয়োগ চলে না। চলমান শব্দটি প্রয়োজনীয়, 'চলন্ত' তার বিকল্প হয় না। মণীন্দ্রকুমার ঘোষ বলেছেন চলমান ব্যাকরণসম্মত কারণ পাণিনি সূত্রে আছে—শীল, বয়স ও শক্তি বোঝাতে ধাতুর উত্তর চ্যনশ্ প্রত্যয় হয়।

চলমানকে হায়াৎ মামুদ কপ করে ধরে ফেলেছেন। কিন্তু মজ্জমান ক্রন্দমান প্রশংসমান প্রবহমান ভ্রাম্যমান প্রভৃতিতে কোনও দোষ পাননি! [মোহ্যমান সম্পর্কে আগেই বলেছি; ওটার প্রসঙ্গ আর নয়।] মণীন্দ্রকুমার ঘোষ [যাঁর রবীন্দ্রনাথের সাথে ঘনিষ্ঠতা ছিল] লিখেছেন : "যারা কিঞ্চিৎ পণ্ডিতম্মন্য তারা নূতন নূতন শব্দ সৃষ্টি করে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন ভাষাকে ঐশ্বর্যশালিনী করেছেন ভেবে।...মুশকিল হচ্ছে সংস্কৃত সব ধাতুতেই সর্বত্র শানচ প্রত্যয় চলে না। কর্তৃবাচ্যে পরস্মৈপদী ধাতুর জন্য নির্ধারিত শতৃ প্রত্যয়।...দিনের পর দিন, আসর জাকিয়ে বসেছে ক্রন্দমান, প্রশংসমান মজ্জমান, * ভ্রমমান, ভ্রাম্যমান, প্রবহমান অপস্রিয়মান, মায় অস্তমান'।" [* চিহ্নিত স্থানে চলমান শব্দের উল্লেখ ছিল কিন্তু 'চলমান' সংস্কৃত ব্যাকরণ দ্বারাই সমর্থনযোগ্য, তা তিনি পরে বলেছেন।] মণীন্দ্রকুমার পাণিনির বরাত দিয়ে যেটা সমর্থন করলেন ড. হায়াৎ -এর কাছে সেটা অশুদ্ধ হল এবং পাণিনীয় ব্যাকরণের সূত্র উল্লেখ করে যেগুলি তিনি (ম.কু.) অশুদ্ধ বললেন সেগুলি তাঁর কাছে শুদ্ধ হয়ে গেল।



www.pathagar.com

পৃ. ৯৩ -এ তিনি লিখেছেন এলাপাতাড়িভাবে। বাংলাদেশে ছিল এলাপাথাড়ি। পশ্চিমবঙ্গের কিছু রুচিহীন এবং যমের অরুচি ব্যক্তি বললেন 'এলোপাতাড়ি' হবে। ব্যাস, মোটেই দেরি না করে এদেশের আহম্মকরা এলোপাতাড়ি চালিয়ে দিল। উথালপাথাল হয়ে গেল 'উথালপাতাল'! সারাজীবন খেয়ে এসেছি ভুনাখিচুড়ি। পশ্চিমবঙ্গীয়দের এক দাবড়িতে হাঁটু গেড়ে বসে লিখে ফেলল ভুনিখিচুড়ি।

পৃ ১০১ -এ এই ব্যক্তিটি লিখেছেন "ফল, পরিণাম, result অর্থে 'ফলশ্রুতি' শব্দের ব্যাপক প্রয়োগ আমাদের প্রায় হতভম্ব করে দিয়েছে।" পুরা হতভম্ব হয়ে সম্পূর্ণ থেমে গেলে ভাল হত। তিনি আরও লিখেছেন– "এই শব্দটির অপপ্রয়োগ থামানো দরকার।" আমার মনে হয় তাঁকে যত শীঘ্র সম্ভব থামানো দরকার। ফলশ্রুতির ঐ অর্থে প্রয়োগ যাঁদেরকে প্রায় হতভম্ব করে দিয়েছে তাঁদের মধ্যে কে কে আছেন? তাঁদের সবাই কি জীবিত আছেন? যাক, আরও বেশি কাজের প্রশ্ন যেটা সেটাই করি; 'প্রতিশ্রুতি'র প্রয়োগ দেখে তাঁরা সম্পূর্ণ স্তম্ভিত হলেন না কেন? ফলশ্রুতির 'শ্রুতি' আর প্রতিশ্রুতির শ্রুতি যে আলাদা নয় সে শিক্ষা তাদের হয়নি? কাদের কাছে তাঁরা বিদ্যার্জন করেছেন? আরও আছে। তবে আমি একটু পরিষ্কার করে উত্থাপন করার কষ্ট স্বীকার করব। দিদৃক্ষা মানে কী? [এ আবার কেমন প্রশ্ন?– হয়তো ভাববেন]

√দৃশ্ + সন্ + ভ (ভা) + আ = দিদৃক্ষা।

বিস্তারিত ব্যাখ্যা নয়, তবে এটুকু নিশ্চিত জানবেন যে দিদৃক্ষা শব্দটি এভাবে গঠিত বলে সংস্কৃত ব্যাকরণ নির্দেশ করে। শব্দটি সংস্কৃতে স্ত্রীলিঙ্গ। শব্দটির মূল অর্থ দেখার ইচ্ছা, দৃশ্ থেকে যা সহজেই আন্দাজ করা যায়। একেবারে একই নিয়মে মুমুক্ষা হয়, যার অর্থ মুক্তি লাভের ইচ্ছা। পিপাসা শব্দটাও একই জাতের। একই কায়দায় গঠিত হয়। স্ত্রীলিঙ্গও বটে। [শুধু বার্ষিকী সংশোধনী ইত্যাদিই স্ত্রীলিঙ্গ নয়, আরও অনেক আছে যা পণ্ডিম্মন্য পণ্ডিত-সাজা লোকগুলি বোঝে না] পিপাসার মূল অর্থ পান করার ইচ্ছা। মূল অর্থ বলে বোঝাতে চাচ্ছি ব্যুৎপত্তিগত অর্থ। কিন্তু কোন অর্থে প্রযুক্ত হয়? তৃষ্ণা অর্থে। মুমুক্ষার ক্ষা আর পিপাসার সা দেখে ড. হায়াৎ মামুদ -এর শিক্ষাদাতাদের বুঝতে বাকি থেকে যায় যে দুটিই একইরকমের গঠনের একই জাতের শব্দ। এবার আসব যেটি লক্ষ্য সেই শব্দটিতে। শব্দটি হচ্ছে শুশ্রুষা। এটাতে ক্ষা নয়, সা নয়, ষা, কিন্তু একই জাতের শব্দ। ষত্ববিধানের নিয়মে সা স্থলবিশেষে ষা হয় এবং ষা এর আগে ক্ হলে ক্ + ষা = ক্ষা হয়।* আমি জানি ড. হায়াৎ -এর শিক্ষকদের এটুকু শেখানোর যোগ্যতা ছিল না।

√শ্রু + স (সন্) + অ (ভা) + আ = শুশ্রুষা

এটা কোন অর্থে প্রয়োগ করা হয় তার কিছুই আমি বলব না। কিন্তু মূল বা ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কী, শ্রু থেকে আন্দাজ করা যায়। অর্থটা– শোনার ইচ্ছা। ব্যস, আর কিছু দরকার নেই।

হায়াৎ মামুদ পৃ ৪৯ -এ লিখছেন "প্রচুর শব্দ আছে যার বানানে রেফ' আছে, কিন্তু সেগুলো ব্যাকরণের নিয়মে সন্ধির ফলে তৈরি হওয়া শব্দ নয়।... এ-রকম কিছু উদাহরণ এখানে দেওয়া গেল।" এরপর তিনি যে শব্দগুলি উল্লেখ করলেন তার মধ্যে কমপক্ষে ২০টি শব্দে রেফ এসেছে ব্যাকরণের নিয়মে। দেখুন: দার্ঢ্য এসেছে দৃঢ় থেকে যাতে রেফ নেই [ব্যাকরণ মেনে দার্ঢ্য হয়েছে]। দুর্গত দুর্জ্ঞেয় দুর্যোগ হয়েছে দুঃ উপসর্গের সাথে যথাক্রমে গত, জ্ঞেয় ও যোগ যুক্ত হওয়ার ফলে [নিয়ম অনুযায়ী রেফ এসেছে]। নির্গত নির্গমন নির্দেশ নির্বেদ

* দিদৃক্ষার গঠনে যে শ্ আছে সেটি ক্ হয়ে যায় এবং ক্ষা = ক্ষা হয়।



www.pathagar.com

নির্মাল্য নিঃ-উপসর্গে যথাক্রমে গত, গমন, দেশ, বেদ, মাল্য যোগে হয়েছে; ব্যাকরণ অনুসারে রেফ এসেছে। আর নির্ণয় নির্দয়? এতেও নিঃ উপসর্গ যথানিয়মে নির্ হয়ে 'রেফ'-এর সৃষ্টি করেছে। পর্যঙ্ক? পরি + অঙ্ক = পর্যঙ্ক – ই + অ সন্ধির ফলে র্য। ধর্তব্য? ধৃ ধাতুর সাথে তব্য প্রত্যয় যোগে ধর্তব্য হয়েছে, নিয়ম মেনে ঋ-কার বিদায় নিয়েছে, রেফ দেখা দিয়েছে। সুকর থেকে সৌকর্য, সুকুমার থেকে সৌকুমার্য হয়েছে কোনও না কোনও নিয়মে তো বটেই। [কৌমার সংস্কৃতে সিদ্ধ; সৌকুমার্য সংস্কৃতে সিদ্ধ নয়] মহর্ষি? পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রও জানে মহা + ঋষি = মহর্ষি। হার্দিক এবং হার্দ্য -এর সাথে হৃদয়-এর সম্পর্ক আছে। হৃদিক + য = হার্দিক্য হয়, হৃদ্ থেকে হয় হার্দ। শীতার্ত? বৈয়াকরণ বলেন: শীত + ঋত = শীতার্ত [নিয়মানুসারে শীতর্ত হওয়ার কথা; আ-কারটা নিপাতনে সিদ্ধ; কিন্তু রেফটা সন্ধির নিয়মে দেখা দিয়েছে।]। এবং স্বর্গত? হায়াৎ মামুদ কি মনে করেন স্বর্গত হয়েছে স্বর্গ থেকে? ভুল মনে করেন। অনধিকার চর্চা তো বটেই। স্বর্গত হচ্ছে স্বঃ + গত। সংস্কৃতে স্বঃ মানেই heaven। স্বর্গঙ্গা হচ্ছে স্বঃ + গঙ্গা অর্থ স্বর্গের গঙ্গা। স্বর্ভ্রষ্ট অর্থ স্বর্গচ্যুত। স্বর্যাত মানেও স্বর্গত। স্বর্লোক মানে স্বর্গলোক। স্বর্ভানু [স্বর + ভানু] মানে যে আকাশে দীপ্তি পায় [sky মানেই heaven]।

প্রাদুর্ভাবটাই বাদ দিই কেন? প্রাদুঃ + ভাব = প্রাদুর্ভাব; বিসর্গসন্ধির নিয়মে।

প্রাচুর্য? প্রচুর + য = প্রাচুর্য; রেফ নিয়ম মেনে এসেছে।

"কোনো শব্দের বানান ব্যক্তির সম্পত্তি নয়, তাই তা ব্যক্তির ইচ্ছাধীন ভৃত্যও নয়, বানান ভাষার সম্পত্তি, ব্যাকরণের নিয়ন্ত্রণাধীন।" – এর মধ্যে কয়েকটি সমস্যা আছে। শব্দ মাত্রই ব্যাকরণ থেকে আসে না সুতরাং শব্দ মাত্রই ব্যাকরণের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। কোনও শব্দের বানান ব্যক্তির সম্পত্তি নয়, ভাল কথা। কিন্তু হায়াৎ মামুদ -এর বই-এ দেখা যাবে তিনি অনেক বানান ও রীতি নিজের সম্পত্তি বলে ধরে নিয়েছেন। উদাহরণ হচ্ছে : 'ছোট লিখছেন [ট-এ-ওকার ছাড়া] আবার 'বড়ো' লিখছেন ['ড়'-এ ও-কার দিয়ে; 'বড্ডো'-ও লিখছেন সেরকম] নিজেই 'ওপর' লিখছেন 'উপর'-ও লিখছেন। যেসব বানানের ক্ষেত্রে ব্যাকরণ প্রাসঙ্গিক সেসব ক্ষেত্রে ব্যাকরণ না জেনেই নাক গলাচ্ছেন। বানান ব্যাকরণের নিয়ন্ত্রণাধীন মেনে, অ-বৈয়াকরণ হয়ে, অপণ্ডিত হয়ে, অনধিকার চর্চা স্বীকার করে, কেন অনধিকার চর্চা করলেন, কেন অগণিত বঙ্গসন্তানের শিক্ষা নিয়ে ছিনিমিনি খেললেন? আরেকটা কথা – ব্যাকরণ মানে কোন ব্যাকরণ? বাংলা ব্যাকরণ না সংস্কৃত ব্যাকরণ? কার ব্যাকরণ? বৈয়াকরণটা কে? ড. মাহবুবুল হক কি?

'ব্যাকরণ' প্রসঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী লিখেছিলেন –

"আমি ব্যাকরণ নামে যে বিজ্ঞানশাস্ত্রের উল্লেখ করিতেছি তাহার উদ্দেশ্য হইবে ভাষা শেখান নহে।... উদ্দেশ্য নিজে শেখা ভাষার ভিতর কোথায় কি নিয়ম প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে তাহাই আলোচনা দ্বারা আবিষ্কার করা। এখন যাহাকে বাংলা ব্যাকরণ বলা হয়, উহা বাংলা ব্যাকরণ নহে।"

হায়াৎ মামুদরা কখনও বলেন না 'ব্যাকরণ'টা বাংলা ব্যাকরণ না সংস্কৃত ব্যাকরণ। বাংলা ব্যাকরণ কোথায় পাওয়া যাবে? দেখা যাক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী আরও কী বলেন। তিনি বলেন – "সংস্কৃত 'অপ্সরস' শব্দ ভাঙ্গিয়া বাঙ্গালা আকারান্ত অপসরা শব্দ বহুদিন হইল প্রচলিত হইয়াছে। 'অপসরাগণ' সংস্কৃত সমাসের নিয়মানুসারে হয় না; কিন্তু বাঙ্গালা সমাসের নিয়মে ইহা হয়।... ভারতচন্দ্র লিখিয়া গিয়াছেন, 'অপসরাগণের বাস'। তিনি বাঙ্গালা সমাস করিয়াছেন; সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসরণ করেন নাই। ভালই করিয়াছিলেন,..."।



www.pathagar.com

এবার চলুন, পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপারটা দেখা যাক।

পাঠক হয়তো ভাবছেন পশ্চিমবঙ্গ পর্যায়ে পবিত্র সরকার আগে ধরব কারণ তিনি বলেন কুজ্‌ঝটিকা অর্থ নাকি ঝড়! অথবা সুভাষ ভট্টাচার্য, যিনি বলেন ডালিয়া-কে ডেলিয়া নাকি করতে হবে। ভুল। পশ্চিমবঙ্গ, যাকে এখন বলা যায় ভারতভুক্ত বঙ্গাংশ, রবীন্দ্রনাথের জন্মভূমি। রবীন্দ্রের সমকক্ষ প্রতিভা পৃথিবীতেই খুব বেশি হয় না। বাংলাদেশের যাঁদেরকে নিয়ে আমরা গর্ব করতে পারতাম তাঁদেরকে আমরা চিনি না। যেমন যে মহাবিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নাম অনুসারে বোসন কণাশ্রেণীর নামকরণ হয়েছে তাকে আমরা চিনি না [তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন।] যাঁর সুরে আমাদের জাতীয় সংগীত গাওয়া হয় সেই গগন হরকরা -কে আমরা চিনি না [তিনি ডাকের চিঠি বিলি করতেন]।

রবীন্দ্রনাথ গদ্যে 'সাথে'র ব্যবহার পছন্দ করেননি। কিন্তু পূর্ববঙ্গের প্রভাবকে তিনি উড়িয়ে দিতে পারেননি। এবং বিজনবিহারী ভট্টাচার্য পরিষ্কার বলেছিলেন বরীন্দ্রনাথের অপছন্দ হলেও সাথে বাংলা গদ্যে স্থান করে নিয়েছে। এ পর্যন্ত বলার পর আবার একটু ড. হায়াৎ মামুদ -এর দিকে দৃষ্টি দিতে হচ্ছে। সেই কতকাল আগে কলকাতার জ্ঞানীগুণীরা সাথে শব্দকে বাংলা আদর্শ গদ্যে বরণ করে নিলেন, আর আজকের 'আধুনিক' দৃষ্টিভঙ্গি ফলানো বাংলাদেশীরা সাথে শব্দটি বাংলাদেশের মানুষের একান্ত আপন জেনেও বাংলা গদ্যে সাথে লেখার বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন। পশ্চিমবঙ্গের চাঁইরা যা যা ফরমাশ করেন তাই তাই মেনে নিতে তাদের তর সয় না। তারা পশ্চিমবঙ্গের মহানুভব ব্যক্তিগণকে চেনেন না। রবীন্দ্রনাথকে কি তারা চেনেন? প্রশ্নটা অবান্তর মনে হতে পারে কিন্তু আমি জোর দিয়ে বলব চেনেন না, বা না চেনার ভান করেন। ড. মাহবুবুল হক চেনেন ড. আনিসুজ্জামান আর ড. হায়াৎ মামুদ। ড. হায়াৎ মামুদ চেনেন ড. মাহবুবুল হক। জামিল চৌধুরীর সংকলিত বানান অভিধানের তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকার প্রথম অনুচ্ছেদেই রবীন্দ্রনাথের নাম আছে ঠিকই কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে তিনি শুধু এই বলেছেন যে তাঁর অনুরোধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বানান বিধি প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়। রবীন্দ্রনাথের কথা ঐ পর্যন্তই। তার পরেই আসোল কথায় এসে পড়েন-- ড. আনিসুজ্জামান। এরপর নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ আবদুল হাই, আবুল হাসানাত, আবুল কাসেম, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, মুহম্মদ ফিরদাউস খান, শঙ্খ ঘোষ, পবিত্র সরকার, জগন্নাথ চক্রবর্তী, অশোক মুখোপাধ্যায়, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুন সেন।

কিন্তু আমার তো মনে হয় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, মণীন্দ্রকুমার ঘোষ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বিধুশেখর শাস্ত্রী, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি প্রমুখ খুব একটা ফেলনা নন। ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহোদয়ের কথা না-ই বললাম [তার পরিচয় আমার লেখা বাংলা শব্দ বর্ণ বানান বইটির শব্দ কথা দ্বিতীয় আশ্বাস সংস্করণ উপলক্ষে লিপিবদ্ধ হয়েছে বই-এর শুরুর দিকে]।

জামিল চৌধুরীর বই-এ ড. হায়াৎ মামুদ ও ড. মাহবুবুল হক -এর কথা থাকবে না এটা ভাবা খুবই অন্যায়। প্রথম সংস্করণের মুখবন্ধেই কৃতজ্ঞতা পর্বে আনিসুজ্জামান-এর সাথে সাথে হায়াৎ মামুদের নাম এবং মাহবুবুল হক -এর নাম উল্লেখে কোনও ভুল হয়নি। তবে পশ্চিমবঙ্গ বা ভারতভুক্ত বঙ্গাংশ পর্বে এসে সর্বপ্রথম আলোচনার জন্য ধরব পবিত্র সরকার-কে-ই যিনি 'মুড়োনো'র কাজ করেন; না, নাপিত তিনি নন, কারণ তিনি বাংলা ভাষাকে 'মুড়োনো'র কাজ



www.pathagar.com

করেন। তিনি আর বাংলা ভাষা রাখতে চান না। 'মুড়োনো' ভাষা বানানোর চেষ্টায় তিনি রত। তার *বানান বিবেচনা* বইটিকে যে তিনি একটি অভিনব বানান অভিধান বলেছেন তা অকারণে নয়, কারণ সেটি বাংলাভাষার বানান অভিধান নয়, ওটা মুড়োনো ভাষার বানান অভিধান। মুড়োনোর একটি পর্ব হচ্ছে শুকানো লুকানো পিছানো বিলানো ভিড়ানো জিরানো ইত্যাদিকে পিছোনো শুকোনো ভিড়োনো জিরোনো ইত্যাদি করা। তার অভিধানে লুকানো জিরানো ধরনের বানানের কোনও অস্তিত্বই নেই, যেন ওসব কোনও কালে কোথাও ছিলই না। একইভাবে কিলোচ্ছে ডিঙোবে ভিড়োল, ঠিকরোচ্ছে ইত্যাদি। ঘৃণা হচ্ছে আমার এসব লিখতে। পবিত্র সরকার ভান করেন জুতা জুতো হয়েই গিয়েছে, মুলা মুলো হয়েই গিয়েছে, জুতা মুলা আর নেই; তেমনি সুতো গুতো ইত্যাদি। তিনি লেখেন– "চুকোচ্ছ-ই ঠিক বানান।" এই ব্যক্তিটির কাছে পূর্ববঙ্গীয়রা নিতান্তই পূর্ববঙ্গীয়, তারা মানুষ নয়, তারা যে মুলা কুলা জুতা আঙ্গুল আঙ্গুর ঠোঙ্গা ডিঙ্গি ঢঙ্গি শিঙ্গি বলে, তারা যে লুকানো গুছানো শুকানো চিবানো ঝিমানো বলে, ইত্যাদি মনুষ্যভাষা নয়। হায়াৎ মামুদ 'বড়' কে 'বড়ো'র সম্মান দিয়েছেন কিন্তু ছোটকে ছোট-ই রেখেছেন। কিন্তু পবিত্র সরকার ছোটো ও বড়ো করেছেন, ভেদ রাখেননি।

ইংরেজি ভাষাটা যে কত খারাপ সেটা বোঝানোর জন্য তিনি লিখছেন– "অনেকের এই ভুল এবং আজব ধারণা যে, ইংরেজিতে মাত্র ছাব্বিশটা বর্ণ...না, ইংরেজিতে ছাব্বিশটা বর্ণ নয়, ৫২টা। ছোটো হাতের ও বড়ো হাতের মিলিয়ে। সব ক-টাই শিখতে হয়।" খুব গর্বের সাথে একথা বললেন, ভাবলেন অন্যেরা কিছু বোঝে না, তিনি বোঝেন কারণ তিনি খুব বুদ্ধিমান। আহম্মকরা নিজেদের বুদ্ধিমান ভাবতে ভুল করে না। আসোলে ইংরেজিতে হরফ শিখতে হয় আরও অনেক বেশি, কারণ হাতের লেখার হরফ প্রায় সবই ছাপার হরফের থেকে আলাদা এবং তারও বড় হাতের ও ছোট হাতের আছে। তাহলে কয়টা হল? ৫২টা, নাকি (৫২ × ২ =) ১০৪ টা?

যেখানে মোটামুটি শতাধিক, সেখানে তিনি ৫২টা বলে আহ্লাদে আটখানা হয়ে গেলেন।

অনেক ন্যাকামি তিনি করেন। ন্যাকামি করে বলেন – "প্রশ্ন হতেই পারে, বয়েই গেছে আমার ঠিক বানান লিখতে। পণ্ডিতেরা যা ঠিক করবে তা আমরা মানব কেন? তোমাদের কে ঠিকেদারি দিয়েছে একাজ করার?" ঠিকাদারি-কে 'মুড়োলে' হয় ঠিকেদারি। ভাল কথা। আরও ন্যাকামি লক্ষণীয়–কায়দা করে নিজেকে পণ্ডিত বলা, কল্পিত অন্যদের মুখ দিয়ে।

এরপর আরও ন্যাকামি– "আরে দাদা, ঠিকেদারি কি কেউ কাউকে দেয়? তা আপনারা ঠিকেদারি নিলেই পারতেন! কেউ কি বারণ করেছিল? কাজটা জরুরি ছিল কিনা সেইটা হল আসল প্রশ্ন।"

তাই তিনি ভাষাকে 'মুড়োনো'র 'ঠিকেদারি' নিলেন। কথা হচ্ছে ঠিকাদারদের ক্লাস থাকে– first class contractor, second class contractor ইত্যাদি। ইটেরও class আছে। first class ইট থেকে fourth, fifth পর্যন্ত। তিনি কোন class-এর contractor এবং যে class-এরই হন ইট দিচ্ছেন কোন class-এর? অনেক contractor পাঁচ-নম্বরি ইট দিয়ে বিল করে এক-নম্বর ইটের।

তাই contractor-এর উপরে একজন সৎ যোগ্য chief engineer প্রয়োজন হয়।

নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিলেও ধূর্তামির আশ্রয় তিনি আগাগোড়াই নেন। [তার মুড়োনো ভাষায় *ধূর্তামির* স্থান নেই। কোনও চিহ্নই নেই তার, আছে ধুত্তুমি। সুতরাং তিনি ধুত্তু!] এই



www.pathagar.com

'ধুত্তু'র ধুত্তুমির নমুনা হচ্ছে– 'লুকানো' form-এর কোনও শব্দ যে আছে তার চিহ্ন বইতে রাখেননি। লুকনো আছে, এবং বলছেন লুকনো লেখা ঠিক নয়, লুকোনো লেখা ঠিক; লুকানো শব্দের অস্তিত্বই নেই এমন ভাবখানা। মুড়োনো ভাষায় 'বিদেশি' আছে কিন্তু 'দেশি'র স্থানে আছে 'দিশি'। অনুরূপভাবে– "...ঢঙি (ঢোঙি লিখি না)"। ভাবখানা এই যে ঢঙ্গি বলে কিছু নেই বা ঢঙ্গি যারা বলে তারা মানুষ নয়। গ্রীকদের মধ্যে humanity'র ধারণা জন্মেছিল। কিন্তু সেই humanity'র মধ্যে ছিল শুধু গ্রীকরা; তাদের দাসেরা, এবং সম্ভবত তাদের নারীরাও তার মধ্যে পড়ত না। এবং গ্রীক ছাড়া অন্য ভাষাকে তারা ভাষা মনে করত না। অন্যদের ভাষা তাদের কাছে ছিল স্রেফ যাকে বলা যায় বরবরানি। এর থেকে একটা শব্দ পাওয়া গিয়েছে ইংরেজিতে। সেটা barbarian। রোমানরাও গ্রীক ও লাটিন ছাড়া অন্য কোনও ভাষাকে ভাষা মনে করত না। সেজন্য অনেক প্রাচীন ভাষার নমুনা খুঁজতে আধুনিক যুগের ভাষাবিজ্ঞানী এবং philologist -গণের অনেক বেগ পেতে হয়েছে। যে Etruscan ভাষা থেকে Latin ভাষা সমৃদ্ধি লাভ করেছিল তাও তারা এমনভাবে বিলুপ্ত হতে দিয়েছিল যে তার হদিস পাওয়া কঠিন হয়েছে। আমাদের আলোচ্য 'মুড়োনো' ভাষার contractor তাদের থেকে তালিম নিয়েছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা ঘোষণায় এবং সংবিধানে মানুষের অধিকারের কথা যখন বলা হয়েছিল তখন সেই মানুষের মধ্যে নিগ্রোরা এবং রেড ইণ্ডিয়ানরা ছিল না। [নারীরা কি ছিল? খোঁজ নিয়ে দেখুন।]

ইংরেজের মুখে ঝাল খাওয়া তাঁর নাকি পছন্দ নয় কিন্তু ইংরেজের মুখে ঝাল খাওয়ার রুচি তাঁর খুব আছে। তাই তিনি নির্দেশ দেন অ্যাসিড অ্যাভিনিউ লিখতে, যেখানে বাংলায় এসিড এভিনিউ [এবং এফিডেভিট] সংগত, এবং শত শত বছরের বাঙালি শব্দ কোম্পানিকে তিনি 'কম্পানি' লেখার হুকুম দিয়ে বলেন 'এটাই উচ্চারণ'। হ্যাঁ, খাস ইংরেজদের, আমেরিকানও নয়– যাদের গোলামি করা গিয়েছে ঠিক তাদের উচ্চারণ তিনি চান। তিনি কেরদানি করে কেরদানিকে ক্যারদানি বানিয়ে দেন [তবে 'সুভাষ ভট্টাচার্য সম্ভবত কারদানি লিখেছেন' –এমন কিছু লেখা থেকে বিরত থাকেন]। বুদ্ধির দৈন্য ও চিন্তার হ্রস্বতার পরিচয় আরও রেখেছেন। আরেকটি উদাহরণ – "লক্ষ করা। ক্ষ-তে য-ফলা দেবেন না পরে যদি করা থাকে" (পৃ.১৫৭)। কিন্তু লক্ষ্য করুন পাঠক – 'আমরা দূরের টিলাটা লক্ষ্য করে এগিয়ে চললাম'– এখানে 'লক্ষ্য করে'ই হবে, 'লক্ষ করে' হবে না, য-ফলাটা লাগবেই। আরও স্মরণ করুন– সেই পথ লক্ষ্য করে স্বীয় কীর্তিধ্বজা ধরে আমরাও হব বরণীয়– এখানে 'লক্ষ্য করে'ই হবে অর্থাৎ য-ফলাটা বাদ দেওয়া যাবে না। পাঠক বুদ্ধিমান, আমি আর বাক্য ব্যয় করব না।

তার নতুন ভাষার একটা লক্ষণ হচ্ছে অশিষ্টতা– 'ধ্যাড়ানো' জাতীয় শব্দ এতে অন্তর্ভুক্ত করবেন তিনি। তার প্রথম অধ্যায়ে শুরুতেই তিনি ব্যবহার করেছেন 'ভুষ্টিনাশ' শব্দটি। শব্দটি সংস্কৃত হোক বা যা-ই হোক ওটি অভদ্র শব্দ। তাঁর 'অভিনব' 'মুড়োনো' ভাষার অভিধানে অশিষ্ট/অভদ্র শব্দাবলীর মধ্যে আরও আছে 'গুণ্ডি', 'গুণ্ডিচাবাড়ি'। তিনি কেমন ওস্তাদ লক্ষ্য করুন। প্রথম অধ্যায়ের প্রথম দিকে আছে– "এক, সংস্কৃত শব্দগুলোর..." এবং তৃতীয় অধ্যায়ের শুরুর দিকে আছে– "নইলে বানানগুলি লক্ষ করুন" [গুলো, গুলি]। অভিধানের অ-দিয়ে শুরু শব্দগুলির মধ্যে 'অনমনীয়' শব্দটি অনুপস্থিত। কিন্তু আ-দিয়ে শুরু শব্দগুলির মধ্যে মেলে 'আনমনীয়'; অনাহারী' নেই কিন্তু 'নিরাহারী' আছে– বুঝুন ব্যাপারটা। আমি অলস, বেশি লেখার ইচ্ছা নেই। অমারজনী, আছে, কিন্তু 'রজনি' বা 'রজনী', কোনও-টাই নেই।



www.pathagar.com

'আধলি' আছে, 'আধুলি'ও আছে। আগে 'অনুনাসিক' আছে পরে আবার আনুনাসিক'ও আছে। আমিষাশী'র সামনে আছে (আমিষ + আশী [যে চায়])। অর্থাৎ বলা হল 'আশী' অর্থ 'যে চায়'। বাহ্। আভিজাত্য নেই, আভিজাতিক আছে। আয়াসীর সামনে – '(কিন্তু আয়েসি)'; । আয়েশি নয়! 'শ'-এ শত্রু! 'আরজি' লিখেছেন। লিখেছেন – "আরদালি আরবি আরমানি আরশি। কিছু অ-সংস্কৃত শব্দ। আর্বি, বা আরবী লেখার দরকার নেই, আর্শিও না।" এর মানে কী? আমরা বলি আরবি ঠিক আছে, কিন্তু আর্দালি আর্মানি এবং আর্শি হওয়া চাই। আরব থেকে আরবি, কিন্তু ফার্স্ থেকে হবে ফার্সি, তুর্ক্ থেকে তুর্কি। *আদর্শিকা থেকে আর্শি* [র্শ সরাসরি]। লিখেছেন – "... আর-একটি লেখাই ভালো। ... আরেকটি নয়।" আরেক এবং আরেকটি ভাল, তাই চলবে। তার কথা মতো 'আশিস্ চাই না। 'আশীষ নয়' নয়, আমরা আশীষ-ই চাই। আসামবাসীরা 'আসামি'-ই হবে। অসমিয়া গ্রহণীয় নয়, তেমনি গুজরাট তেলেগু উড়িষ্যা চলবে। মুড়োনো 'গুজরাত, তেলুগু ওড়িশা জাতীয় কিছু চাই না। 'কথাটা কিন্তু তেলেগু নয়' হলেও বাংলায় তেলেগুই। জাপানিরা তাদের দেশকে নিহন বলে, আমরা কিন্তু জাপানই বলি। ইংরেজিতে আছে India, ভারত নেই। 'আহরিত' লিখেছেন। ঠিক আছে। বাংলাদেশের ড. সাহেবদের জন্য দুঃসংবাদ কারণ তারা আহরিত অশুদ্ধ বলে বর্জনীয় দেখিয়েছেন।

পবিত্র সরকার -এর 'মুড়োনো' ভাষা যে অভদ্র ভাষা তার একটি নমুনা – 'কেবলি ('ক্যাবলা'-র স্ত্রীলিঙ্গ)'। আর মন্তব্য নয়। তবে ক্যাবলা-র না লিখে ক্যাবলা'র লিখলে যে ভাল এবং সংগত এবং শুদ্ধ হয় এবং 'ক্যাবলা'-র লিখলে যে র-এর উচ্চারণ অকারান্ত হওয়ার কথা এই বোধটুকু বঙ্গভাষীদের যেন হয় এই প্রার্থনা। তিনি বলে থাকেন তিনি ইংরেজের মুখে ঝাল খেতে চান না। তাহলে কেন বলেন, "ইংল্যান্ড (ইংলন্ড নয়)"? যারা ইংলণ্ড লিখতেন তারাই তো ইংরেজের মুখে ঝাল খেতে চাননি বলে ওরকম লিখতেন। আমরা ইংলণ্ড বানান চাই, এমনকি ইংলন্ড-ও নয়। "ইগল : হ্রস্ব ই।" কিন্তু দীর্ঘ ঈ দিলে কার মান যাবে? "বাংলাদেশেও 'ইদ' বানান গ্রাহ্য" হলেও আমরা ঈদ লিখতে বলব।

আমাদের আলোচিত ড. সাহেবদের এবং তাঁদের ওস্তাদদের এবং তাঁদের দোস্তদের জন্য দুঃসংবাদ – "ইতিমধ্যে এই বানানে কোনো সমস্যা নেই। লিখুন!" এটা ঠিক আছে।

'সর্বাণী' গ্রহণীয় নয়। শর্বাণী চলবে। শোহিনী চলবে।

"উপর একটু শিষ্ট কাজেই শিষ্ট লেখায় উপর লিখবেন। চিঠিতে বা অন্তরঙ্গ লেখায়, 'ওপর' লিখতেই পারেন। এই রকম পিতল-পেতল, ভিতর-ভেতর, সিদ্ধ-সেদ্ধ।" লিখলে শিষ্টই লেখা কর্তব্য, অন্তরঙ্গ বা চিঠি হলেও। ওপর অশিষ্ট, উপর শিষ্ট। তাছাড়া 'ওপর' ভেতর' পেতল' বাংলাদেশের মানুষের শব্দ নয়। তবু মুড়োনো-ওয়ালা এখানে যেটুকু বললেন সেটুকু আমাদের দেশের তাদের জন্য দুঃসংবাদ, যারা পশ্চিমবঙ্গের ঐ অপভাষিক শব্দগুলি গ্রহণে দেরি করে না বা কোনও ফাঁক রাখে না।

আমাদের সেইসব সাহেবদের জন্য দুঃসংবাদ যারা 'একত্রিত'-কে অশুদ্ধ বর্জনীয় বলে ধার্য করেছে কারণ আলোচনাধীন অভিধানটিতে একত্রিত রাখা হয়েছে। তিনি ঐ-কে ওই লিখতে বলেন কিন্তু আমি ঐ লিখতে বলব। বাতিকের বশবর্তী না হয়ে যেটা সহজ সেটা লেখাই সংগত। আমি বলব, মাছ অর্থে কৈ চালান। 'ঐ' লিখতে মানা করে 'ওই' লিখতে বলেন, আবার ঐ দিয়ে শুরু একগাদা উৎকট সংস্কৃত শব্দ ঝাড়েন – মানুষকে impress করার জন্যই তো? – ঐকপত্য, ঐকপদ্য ঐকবাক্য ঐক্যমত্য ঐকরাজ্য। এর একটিও দরকারি নয়। একদম



www.pathagar.com

বর্জনীয়। ঐকমত্য অর্থে মতৈক্য লিখুন। এবং বলুন। ঐক্যমত ভাল নয় কিন্তু মতৈক্য খুব ভাল। 'ওনার' 'ওনাকে' নাকি চলবে না, ওঁর ওঁকে নাকি চালাতে হবে। মানবেন না। উনি চললে ওনার ওনাকে খুব চলবে। "ওখ্‌ত, ওক্ত" আছে, 'ওখ্‌ত'টাকে প্রত্যাখ্যান করুন।

'কখনও-ই' লিখুন যদি ই একান্তই লাগাতে চান। সরকার সাহেব ক-টি ক-টা লিখতে বলছেন। মানবেন না। ক'টা ক'টি লিখুন। এমনকি কয়টা কয়টি লেখাই ভাল। চলিত ভাষাতেও কয়টা কয়টি দুইটি দুইটা চালান। কারও তাতে গা জ্বালা করলে জ্বলুক তারা। তাদের অনেক কিছু হয়তো অন্যের পিত্তি চটকিয়ে দেয়।

"কণ্ঠ যদি মূর্ধন্য ণ দিয়ে হয় তাহলে কণ্ঠি [মূর্ধন্য ণ যুক্ত] হলে ক্ষতি নেই"—একদম ঠিক কথা। এটা অনেক কর্তার জন্য দুঃসংবাদ, যারা কোনও রকম অতৎসম'র ছোঁয়া দেখলে মূর্ধন্য স্থানে দন্ত্য করে ফেলেন। এখানে আবার বলি—ভূতুড়ে ভীতু চলবে, দূরবিন চলবে। পূজারি চলবে। এগুলির শুরুর দিকটা তৎসম, শেষের দিকে অতৎসম কিছু জুড়েছে।

কদবেল মদদ মজুদ চলবে। দ স্থানে ত লেখা পশ্চিমবঙ্গীয় কেতা। সেটা অনুসরণ করার দরকার নেই, না-করাই কর্তব্য। সবজি ঠিক আছে, কিন্তু তার সাথে মিলিয়ে কবজি লিখতে হবে না। কব্জি লিখুন, কব্জা-ও লিখুন। কবিতার অন্ত্যমিলেও তাতে বাধা হবে না। 'কবলীকৃত' এড়িয়ে যান। অন্যভাবে একই অর্থ প্রকাশ করুন। জামিল চৌধুরীর জন্য আরেকটি দুঃসংবাদ—পন্থি নয়, পন্থী সমর্থন করছে আলোচনাধীন অভিধানটি। ঠিক হয়েছে। জামিল চৌধুরী যে ভান করেছেন সংস্কৃত শাস্ত্রাদি তার নখদর্পণে আসোলে সেটা প্রতারণামূলক। অমরকোষ-এ 'পন্থি' আছে পথ অর্থে। কবির-পন্থী চলবে, সংস্কৃতে এরকম থাক বা না থাক [আসোলে আছে]। পন্থ থেকে পন্থী হওয়া সংস্কৃতের নিয়মের পরিপন্থী নয়। সুতরাং পরিপন্থী চলবে, পরিপন্থি চলবে না। অমরকোষ-এ পরিপন্থিন্ আছে শত্রু অর্থে। পরিপন্থিন্ ইন্-ভাগান্ত। সুতরাং নিয়ম অনুসারে পরিপন্থী হবে।

'কলমীশাক' বলা হচ্ছে। বেশ, চলবে। যাঁরা কলমিশাক লিখতে চান তাদের জন্য দুঃসংবাদ। 'কলিত'র সামনে লেখা হয়েছে 'গণনা করা'। বেআক্কেলপনা। কলিত মানে গণনাকৃত। কাচ নেই। আলাদা কাঁচ-ও নেই। কাঁচপোকা আছে। যারা glass অর্থে কাচ চান চন্দ্রবিন্দু ছাড়া, তাদের জন্য দুঃসংবাদ—সমর্থনে ঘাটতি। তবে আমরা কাচ-ই চাই।

এ অভিধান কাণ্ডারি চায়, ভাণ্ডারি চায়। অনেকে কাণ্ডারী চান ভাণ্ডারী চান। মনে হয় 'কাণ্ডারী' 'ভাণ্ডারী' সংগত। যাই হোক, কাণ্ডারী ভাণ্ডারী লিখুন, তাতে কারও ভাণ্ডারে কোনও কিছুর কমতি ঘটবে না। "কাফ্রি লিখুন" আছে। হ্যাঁ, কাফ্রি চলবে। এ অভিধান এনাক্ষী বলছে! কিন্তু এনাক্ষী অশুদ্ধ। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন এণাক্ষী। তিনি ভাণ্ডারীও বলছেন। তিনি 'কাণ্ডার' 'কাণ্ডারি/কাণ্ডারী বলছেন।

দন্ত্য-ন দাঁতের কোনও উপকারে আসে না। কিন্তু অনেকে মনে করেন দাঁতের যত্নে দন্ত্য ন আবশ্যক। চোরাশিকারীরা যে গণ্ডার মারে, তার পিছনেও এ ধরনের কুসংস্কার। বাঘের হাড়ের জন্য বাঘ মারা হয়, তার পিছনেও এ ধরনের কুসংস্কার। দাঁতের উপকার মনে করে ন্ট ষ্ঠ ড—এই যুক্তবর্ণগুলি বাংলায় ঢোকানো হয়েছে। কারও তাতে কোনও উপকার হয়নি, বিশ্বাস না হলে ভাল dentist -কে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। ঐ আপদ যুক্তবর্ণগুলিকে যে কোনও সময় বাদ দেওয়া যায়। আমি ওগুলি ছাড়াই লিখি এখন। পাঠক, আপনিও তা করতে পারেন। ভয়ের কিছু নেই। ড ছাড়া বাংলা ভাষা এবং বাংগালি-রা দণ্ডায়মান থাকতে পারবে। আরও যেটা করা



www.pathagar.com

যায় তা হচ্ছে ঞ্চ, ঞ্ছ, ঞ্জ, ঞ্ঝ বিলুপ্ত করে ন -এর বা ণ -এর সাথে চ ছ জ ঝ -এর যুক্তবর্ণ করা এবং ঞ বর্ণটি বাদ দেওয়া। এসব কথা বলার মানে এই নয় যে স্ট-টাকেও বাদ দিতে বলছি। স্ট-এর প্রয়োজন আছে। এও বলছি না যে জ্ঞ বাদ দেওয়া হোক। জ্ঞ থাকবে কিন্তু ওটাকে যুক্তবর্ণ বলে বিবেচনা করতে হবে না, এটুকু মাত্র। ক্ষ-এর কথাও বিবেচনা করুন। ওটা তো হ + ম। কেউ কেউ হ+ম -এর স্বচ্ছ অর্থাৎ স্পষ্ট যুক্তবর্ণ বানিয়েছে কিন্তু তার চেহারা হয়েছে জঘন্য, হতকুচ্ছিত। তার চেয়ে ক্ষ থাকুক কিন্তু সেটা যুক্তবর্ণ কি না তা দিয়ে কারও কোনও কাজ নেই। ওটা যে হ + ম, এটা কাউকে বলারই দরকার নেই। প্রসঙ্গত হ্ন এবং হ্ন -এর কথাও বলি। হ্ন নাকি হ + ণ। কিন্তু হ-এর নিচে ওটা ণ নাকি ন তাকে কিচ্ছু আসে যায় না, একটা হলেই হল। এটা থাকুক, হ্ন বিদায় নিক। বানানের জটিলতা তাতে কম হবে, একটা যুক্তবর্ণের বোঝাও কমে যাবে। তাতে কি বাংলা ভাষা খোঁড়া হয়ে যাবে? বরং তার গতি সামান্য হলেও বাড়বে। ড. মাহবুবুল হক 'অতীতের রক্ষণশীল' পণ্ডিতদের 'নিরঙ্কুশ বিরোধিতা'র কথা বলেছেন, এবং নিজের 'আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি'র প্রশস্তি করেছেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছারপোকার দৃষ্টিভঙ্গির চেয়ে আধুনিক নয়। আমার এ কথাটা যদি ভুল হয় তাহলে তিনি যেন ন্ট ষ্ঠ ভ ন্ঢ, ঞ্চ, ঞ্ছ, ঞ্জ, ঞ্ঝ হ্ন এই কয়টি যুক্তবর্ণ এবং ঞ বর্ণটি বিলুপ্ত করার পক্ষে সমর্থন [চাইলে 'নিরঙ্কুশ' সমর্থন] ঘোষণা করেন। অনেকে এ পর্যায়ে হয়তো বলে উঠবেন—সবার আগে ৎ বাদ দেওয়া হোক। এটা যারা বলবেন তাদের বয়স কয়শো বছর সে প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উঠতে পারে। হয়তো তাদের বয়স ২০ হাজার বছরের কম নয়। সে তুলনায়, বলা যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এখন ৩৫ বছর বয়সের যুবক। ৎ ব্যবহার করে যুক্তবর্ণের বোঝা কমানো যায়। কিভাবে দেখুন—প্রৎনতৎত্ব। কী এটা? সহজেই বোঝা যাবে এটা প্রত্নতত্ত্ব। যা বলেছি তাই হল? এবার অনুস্বার (ং) -এর কথায় আসি। সোজা কথা ... ঙ্ক ঙ্খ ঙ্গ ঙ্ঘ— তা যে চেহারায়ই হোক বাদ দিয়ে দিন। তার বদলে ংক, ংখ, ংগ, ংঘ লিখুন। অর্থাৎ অংক শংকা লেখা যাবে না এই সংস্কার দূর হোক। তাহলে যুক্তবর্ণের সংখ্যা কমল। বানান সরল হয়ে গেল। এটা হলে কোনও দেবী বা দেবরাজ বা মহাদেব রুষ্ট হবেন না—আমি নিশ্চিত। তবে ড. মাহবুবুল হক, ড. হায়াৎ মামুদ, জামিল চৌধুরী, পবিত্র সরকার, সুভাষ ভট্টাচার্য প্রমুখদের সম্বন্ধে নিশ্চয় করে ওটা বলতে পারব না তো বটেই বরং অনেকটা নিশ্চিত যে ওনারা অত্যন্ত গোস্বা হবেন। তা সত্ত্বেও এই ধারায় আলোচনা আমি আরও কিছুটা চালাতে আগ্রহী। অ বর্ণটির সামনে া চিহ্ন দিলে আ হয় তো? ী-কার চিহ্নটা বসালে? নির্ঘাৎ ঈ'র সমান হবে, অর্থাৎ অী = ঈ। এখন ঈ-কে বিদায় বলুন। একটা বর্ণ কমে গেল। অৌ = ঔ; সুতরাং ঔ জায়গা ছেড়ে দিক; কমল আরেকটা বর্ণ। এ এবং ঐ-এর কথা ভুলছি কেন, অে = এ অৈ = ঐ। সুতরাং 'এ' 'ঐ' জায়গা ছেড়ে দিতে পারে। ই এবং ও বাদ দিলে একটু অসুবিধা আছে তাই এদুটি থাক, তবে যেখানে অসুবিধা নেই সেখানে অি অো লিখুন। হ্রস্ব-ই-কারটা পিছনে বসে। ওটাকে সামনে আনা যায়। ধরা যাক কী = কি। তাহলে ি চিহ্নটা বাদ যেতে পারে। এবার ব্যঞ্জনবর্ণের দিকে নজর দেব। বাংলার সব বর্ণ তো মাত্রাযুক্ত নয়। যেমন খ, ণ প মাত্রাছাড়া, অর্থাৎ মাত্রা থাকতেই হবে এমন কথা নেই। ত-থেকে মাত্রা দিলে ৩ (তিন') -এর মতো হয়। মনে করুন ৩ টাই ত। এখন এর উপরে মাত্রা চড়িয়ে যা হয় সেটাকে মনে করুন থ। অর্থাৎ এখনকার ত-ই হল থ। থ চিহ্নটা বাদ দিয়ে দিন। থ-এর জায়গা নিল ত এবং ত-এর জায়গা নিল ৩। একটা বর্ণ কমে গেল। আরেকটা উদাহরণ—ড-এ মাত্রা বাদ দিলে ৬



www.pathagar.com

(ছয়) -এর চেহারা ধারণ করে। মনে করুন ঙ দিয়ে ড-এর কাজ চলবে আর ঢ-এর কাজ চালাবে ড চিহ্নটি। তাহলে ঢ বাদ দেওয়া যায়। তা দিলে আরেকটা বর্ণ কমে। ত থ এবং ড ঢ প্রথমে বিবেচনায় নিলাম বোঝাতে সুবিধা হবে বলে। কিন্তু একই নিয়মে খ ঘ ছ ঝ ঠ ধ ফ ভ – এ কয়টি চিহ্ন-ও বাদ দেওয়া যায়। মোট দশটা! আরও খেয়াল করুন। 'ঢ' বাদ দেওয়া যায় এবং 'ঢ়'-ও বাদ দেওয়া যায় একই পদ্ধতিতে। পাঠক হয়তো মানতে চাইবেন না। মন হয়তো বলবে এ হতে পারে না। তাহলে এ প্রসঙ্গে আর কোনও কথা নয়। ঋ-কার-এর কথায় আসি। পশ্চিমবঙ্গীয়রা বলেছে অতৎসম শব্দে ঋ ও ঋ-কার ব্যবহার না করতে। এদেশে যারা বানান শেখাতে আসে তারা মেনে নেয় যে অতৎসম শব্দে ঋ ও ঋ-কারের ব্যবহার মহাপাপের মতোই। পশ্চিমবঙ্গীয়রা ঋ-কার-এর ব্যাপারে সংবেদনশীল হওয়ার আসোল কারণটা বলে না। আসোল কারণটা হল – ভারতীয় কোনও কোনও ভাষায় ঋ-ও ঋ-কার রু-ধ্বনি'র প্রতীক হিশাবে ব্যবহৃত, অথবা বলা যায় ঋ-এর উচ্চারণ সেইসব ভাষার মানুষ করে রু-এর মতো। এজন্য কোনও মেয়ের নাম ঋজুতা হলে ইংরেজিতে তার নাম লেখা হবে Rujuta। বৃটিশ লেখা দেখলে তারা উচ্চারণ করবে ব্রুটিশ। তারা ঋষিকে রুষি বলবে। এই হচ্ছে রহস্য। কিন্তু তাতে আমাদের অর্থাৎ বাংলাদেশিদের কী অসুবিধা। সুতরাং আমি বলি বৃটিশ লিখতে। এবং, একটা রু-কারও সৃষ্টি করতে। ধরুন সেই চিহ্নটা হল এমন : ∧। আরেকটু চিন্তার দৌড় বাড়ালে আমরা রূ-কারও পেতে পারি; ধরা যাক সেটা হবে এমন : >। [তার আগে, অতৎসম শব্দে দীর্ঘস্বর চলবে না এই ফালতু আব্দারটা উপেক্ষা করা চাই]। এখন একটা মজা দেখুন। ঋ = হবে র। র্ঋ = র্। ঋূ = রি এবং ঋ ইত্যাদি হবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে ঋ লাগছে না, র-ও লাগছে না। এসব করা হলে কি ভাল হয় না? পাঠক ভেবে দেখুন। আমি কোনও মন্তব্য করব না।

Witgenstein নামটা বাংলায় লেখা খুব কঠিন মনে হয় না? ভি দিয়ে শুরু করি নাকি উই দিয়ে শুরু করি এই দ্বিধা। কিন্তু যদি ইুটগেনস্টাইন লিখি তাহলে আর দুশ্চিন্তা থাকে না। and so on and so forth। পবিত্র সরকার -এর অভিনব অভিধান নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল সেটা ভুলিনি। তার থেকে সরে এসে যে ধারায় দীর্ঘ আলোচনা চালানো হল সে ধারায় আরও অগ্রসর হওয়ার অবকাশ আছে। বললে হয়তো বিশ্বাস হতে চাইবে না কিন্তু সত্যিই অবকাশ আছে। তবু সেটা মুলতবি রেখে ছেড়ে আসা প্রসঙ্গে আসব।

রবীন্দ্রনাথ কী ও কি আলাদা অর্থে চালু করেছিলেন। তবু তিনি যে কিসে কিসের কিভাবে লিখতেন সে তো না বুঝে নয়। কিসে কিসের কিভাবে কিরকম এমনকি চলবে।

'কুজ্ঝটিকা' মানে ঝড়? পবিত্র সরকারের কথায় বিশ্বাস নেই। দেখা যাক। হ্যাঁ, বাংলা একাডেমীর ব্যবহারিক বাংলা অভিধান -এর স্বরোচিষ সরকার সম্পাদিত পরিমার্জিত সংস্করণে আছে কুজ্ঝটিকা মানে কুহেলিকা, কুয়াশা। আরও দেখা যাক। হ্যাঁ, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় -এর *বঙ্গীয় শব্দকোষ* -এ আছে কুহেলিকা, কুয়াশা। এখন? এই ঠিকাদারের কী সাজা হওয়া উচিত, পাঠক, ভাবুন।

অভদ্র অশিষ্ট অভিধান যে, তার আরেকটি চিহ্ন "কুঁদুলি"।

কুর্চি লিখে সামনে বন্ধনীর মধ্যে 'কুরচি লিখুন' লিখে কুরুচির পরিচয় দেওয়া হল না? পরে আছে কোর্ফা কোর্মা। কোথায় রেফ দিতে বলবেন, কোথায় তা নিষেধ করবেন তার কোনও নিয়ম-নীতি নেই। arbitrarily নির্ধারণ করে দেওয়ার বাসনা।



www.pathagar.com

লিখেছেন "কূপোদক কি. কুয়ো (হ্রস্ব উ-কার)" ভদ্র শব্দ 'কুয়া' সম্পূর্ণ অদৃশ্য। [কুয়া মুড়োনো'র ফলে কুয়ো; আমাদের চাই বাংলা কুয়া।]

লিখেছেন। "কোশ 'ভান্ডার' অর্থে এই বানান লেখা চলে।" কিন্তু চালাবেন না পাঠক। কোষ চালাবেন এবং ভাণ্ডার চালাবেন। প.স. (পবিত্র সরকার) কৃমি ক্রিমি দুই বানানাই হয় বলছেন। পাঠক দ্বিতীয়টি বর্জন করুন। প.স. খেত (ক্ষেত অর্থে) এবং খ্যাপা (ক্ষ্যাপা) অর্থে) লিখতে বলেন। মানবেন না। বন্ধনীর মধ্যে যে বানান দেখালাম তাই লিখবেন। এসব লোকের সংগতিবোধ রুচিবোধ জ্ঞান বুদ্ধি সবই কম। এদের কথা মেনে নেবেন না। তবে "ক্ষীরিকা'র মানে লিখছেন শশা। এটা ঠিক আছে। যারা 'শসা' বানান চালাতে চেয়েছেন তাদের জন্য দুঃসংবাদ। যাঁরা 'শসা' বানানের ফরমাশ করেন তাঁরা তা করেন 'শশা'র বুৎপত্তি 'শস্য' থেকে এই যুক্তিতে। অতীতে দেবপ্রসাদ ঘোষ যে বানান শব্দকে 'বাণান' করতে বলেছিলেন বুৎপত্তি বর্ণন থেকে এই যুক্তি দেখিয়ে, সেটা যেমন দুষ্কৃতি ছিল, শশা-কে শসা বানাতে চাওয়া তার চেয়ে জঘন্য দুষ্কৃতি।

পবিত্র সরকার গোরু গোরিলা পোর্তুগাল, পোর্তুগিজ লিখতে বলেন। কিন্তু কোম্পানিকে লিখতে বলেন কম্পানি। মানবেন না; গরিলা এবং পর্তুগাল তো লিখবেনই, গরু এবং পর্তুগিয লিখবেন। এবং কোম্পানি। পবিত্র সরকার ঝাঁকানি দিতে চাচ্ছেন। নিজের কিছু কীর্তি রাখতে চাচ্ছেন। দিগ্বিজয়ী আলেকযাণ্ডার নিজ নাম অনুসারে নাম দিয়ে অনেক শহর পত্তন করেছিলেন। সেই অনেকের মধ্যে মিশরের আলেকযাণ্ড্রিয়া। অন্যগুলির নাম আর তাঁর নামে নেই, অথবা সেই শহরগুলিই হয়তো নেই – আমি অতশত জানি না। যা হোক পবিত্র সরকার, জামিল চৌধুরী, হায়াৎ মামুদ এবং এরকম আরও আছেন/ছিলেন যাঁদের পক্ষে আলেকযাণ্ডারের মতো দিগ্বিজয় করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু বাংলা শব্দের বানানের শুদ্ধ্যশুদ্ধি নির্ণয় করে, নতুন বানান চালুর চেষ্টা করে এবং/অথবা বাংলা শব্দকে অশুদ্ধ এবং বর্জিত বলে এক ধরনের 'দিগ্বিজয় এবং নগরপত্তন'-এর চেষ্টা তাঁরা করেছেন এবং করে চলেছেন। যুদ্ধ-ব্যাপারে আলেকযাণ্ডার অতি উত্তম ছিলেন, কিন্তু ওনারা ভাষা-ব্যাপারে খুবই অজ্ঞ। আলেকযাণ্ডারের সাহস ছিল, ওনাদেরও সাহস ছিল/আছে – এটা অবশ্য মানতেই হবে।

প.স. 'চিচিঙ্গা'-কে 'চিচিঙে' লিখতে বলেন! বাংলাদেশের মানুষের খাদ্যতালিকায় চিচিঙ্গা আছে, ঝিঙ্গা আছে, পাঙ্গাশ মাছ আছে। 'চিচিঙে' বলে কিছু নেই; ঢঙি ধুত্তু বানান-ব্যবসায়ী পবিত্র সরকারের অভিনব 'মুড়োনো' ভাষার অভিধানে আছে 'চিচিঙে'। 'ঝিঙেফুল' অবশ্য কাব্যে আছে। নজরুলের 'ঝিঙেফুল' কবিতাটি সকল বঙ্গসন্তানের পড়া উচিত, শৈশব থেকে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত সারাজীবন। কিন্তু খাদ্য তালিকায় ঝিঙ্গা। 'সঙিন'-ও বাংলায় নেই, সঙ্গিন আছে।

জামিল চৌধুরীর জন্য দুঃসংবাদ – প.স.-এর অভিধানে চরমপন্থী উগ্রপন্থী ইত্যাদি আছে। চলৎশক্তি সংস্কৃতে অচল – এটা আবিষ্কার করে যাঁরা 'চলৎশক্তি'-কে অশুদ্ধ'র কাতারে ফেলেছেন তাদের জন্য দুঃসংবাদঃ প. স. চলৎশক্তি রেখেছেন, চলচ্ছক্তি রাখেননি (চলনশক্তি-ও নয়)। আমরা চলনশক্তি চালু করার পক্ষে।

যাঁরা বাংলাশব্দের লিঙ্গ নির্ণয় করেন তাঁরা 'চাতুরী' সম্বন্ধে কী বলবেন? তাঁরা কি জানেন সংস্কৃতে চাতুরী স্ত্রীলিঙ্গ? চতুর থেকে সরাসরি বিশেষ্য চাতুর পুংলিঙ্গ এবং তার থেকে চাতুরী স্ত্রীলিঙ্গ। প. স. চাতুরী রেখেছেন। এইমাত্র যে সত্যটি বললাম, সেটা প.স. জানেন কি না নিশ্চিত নই। তবে পাঠকের উদ্দেশ্যে বলব, সংস্কৃতের লিঙ্গভেদ বাংলায় টানবেন না, 'চাতুরী'



www.pathagar.com

ব্যবহার করবেন বাংলায়। সংস্কৃতে 'দার' অর্থ পত্নী (wife) এবং 'দার' শব্দটি পুংলিঙ্গ। সংস্কৃতে 'কলত্র' অর্থও পত্নী (wife) এবং 'কলত্র' শব্দটি ক্লীবলিঙ্গ। সুতরাং সংস্কৃতে কোন শব্দ পুংলিঙ্গ বা স্ত্রীলিঙ্গ বা ক্লীবলিঙ্গ সেটা বাংলায় একেবারেই অবান্তর, অপ্রাসঙ্গিক। 'চাতুরী'র মতো 'মাধুরী'-ও সংস্কৃতে স্ত্রীলিঙ্গ কিন্তু আমরা 'মাধুর' চাই না, বাংলায় মাধুরী, সেটা পুংলিঙ্গ না স্ত্রীলিঙ্গ সে প্রশ্ন একেবারেই অবান্তর।

প.স. ন্যাকামি করে লিখছেন : "চিন : এই বানান ঠিক আছে। চিনেবাদাম আর চিনি খান তো?" ঘোর ন্যাকা। তা ছাড়া, আমরা চীনাবাদামই খাই, এমনকি চীনেবাদাম-ও নয়। চিনি অনেকে খায় কিন্তু শব্দের ব্যুৎপত্তি দেখে বানান বদলানোর অপকর্মটা বাংলার ক্ষেত্রে ছাড়া আর কোনও ভাষার ক্ষেত্রে বর্তমানে হয় বলে আমি জানি না। চীনের নাম অনুসারে অতীতে চিনি'র নামকরণ হয়েছে, ব্যাপারটা অতীত হয়ে গিয়েছে। চীনাবাদাম খাবেন, খুব পুষ্টিকর। চিনি খাবেন না— ওটা empty calory, ক্ষতিকর। উপযুক্ত পুষ্টিবিদ একথাই বলবেন।

চিঁড়ে গ্রহণ করবেন না। এদেশের ভাষায় 'চিড়া' আছে— no-চন্দ্রবিন্দু no-এ-কার। প.স.-এর কেতাবে 'চৌপদি' আছে কিন্তু বিনাদ্বিধায় 'চৌপদী' লিখবেন।

প.স. সুকেশিনী লিখেছেন। ভালই করেছেন। যাঁরা বাঘিনী, রজকিনী, সিংহিনী, গোপিনী ইত্যাদি শব্দের 'ী'-এর বদলে 'ি' ফরমাশ করেন তাঁদের জন্য দুঃসংবাদ।

'ছোক্কা'! কী জিনিশ এটা? পবিত্র সরকারকে জিজ্ঞাস্য। কিন্তু শব্দটা অশিষ্ট নিশ্চয়ই। বাংলায় চলার মতো বলে মনে হয় না।

অভিধানটি বলছে, 'জাগরিত 'যে জেগে উঠেছে'; জাগরী "যে জেগে আছে"। ভাল। যাঁরা জাগরিত-কে অশুদ্ধ বলে বাতলান তাঁদের জন্য দুঃসংবাদ। কিন্তু 'জাঙিয়া' গ্রহণযোগ্য নয়, সে-স্থানে 'জাঙ্গিয়া' চলবে। 'জাঙ্গাল'-ও চলবে, যদিও 'জাঙাল'ও অগ্রহণীয় নয়।

প.স. লিখছেন — "আলাদা ঞ (মিঞা, গোসাঞি, ঠাঞি), লেখার রীতি এখন উঠে গেছে। লিখুন মিয়াঁ, গোঁসাই, ঠাঁই"। কখন উঠে গিয়েছে? এখন? অনেক আগেই তো উঠে গিয়েছে। মিয়াঁ লেখারও দরকার নেই। মিয়া লেখা হচ্ছে বহুকাল আগ থেকেই। গোঁসাই লেখা আহম্মকি। গো+সাঁই= গোসাঁই হয়। 'গোঁ' মানে কী? গোস্বামী থেকে গোসাঁই, তার সাথে গোঁ-এর সম্পর্ক নেই।

'ট্রাফিক' আছে। ভাল। অনেকে যাঁরা 'ট্র্যাফিক' করতে চাচ্ছেন তাঁদের জন্য দুঃসংবাদ। কিন্তু আছে ট্র্যাজিক 'ট্র্যাজেডি'। ট্রাফিক হলে ট্রাজিক ট্রাজেডি খুব হতে পারে।

'ঠোঙা' আছে; কিন্তু 'ঠোঙ্গা' চলবে — 'বলছে ফুঁকে চোঙ্গা / এক আনায় এক ঠোঙ্গা'। ডিঙ্গা ডিঙ্গি, ডিঙ্গানো চলবে।

এরপরে লিখছেন : "ডেঙ্গি ইংরেজি উচ্চারণ ডেঙ্গু বাঙালির উচ্চারণ।.. কোন্‌টা রাখবেন আপনিই সিদ্ধান্ত নিন।" এখানে 'আপনি'টা বাঙালি না ইংরেজ? বাঙালি হলে তো বাঙালির উচ্চারণটাই রাখার কথা, নয় কি? তিনি আরও বলেন— "এই রকম বাঙালি বলে বিস্কুট, যা হবে বিস্কিট।" 'বিস্কিট' কোথায় হবে? পবিত্র সরকার 'বাঙালি' না ইংরেজ? ইংরেজ সরকার? বুঝতে পারছি না, সব যেন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। ডি. এল. রায় -এর নন্দলাল কাগজ বের করে এক সাহেবকে গালি দিলে সাহেব এসে তার গলা টিপে ধরল। তখন নন্দলাল বলল— "বলো ক' বিঘত নাকে দেব খত"। প. স. তাঁর বানান বিবেচনা বই-এর শুরুতে ইংরেজকে গালি দিয়েছেন, তারপরে বলছেন 'কম্পানি' লিখতে কারণ ওটাই নাকি



www.pathagar.com

উচ্চারণ এবং বলছেন 'বাঙালি বিস্কুট বলে যা হবে বিস্কিট'। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। যাক, আলোচনার ধারায় আসি।

ণত্ব-বিধানের কথায় শেষে লিখছেন – "বেশ কিছু শব্দে মূর্ধন্য আছে, কিন্তু কেন আছে তা স্পষ্ট নয়, কোনো নিয়ম বোঝা যায় না।" পাঠক ভেবে দেখুন এ ধরনের কথা বলা কতটা আহম্মকি কারণ কোনও একটি শব্দের যে কোনও একটি বানান তো হবেই।

পবিত্র সরকার লিখছেন তড়িদ্-গর্ভ, তড়িদ্-দংশন, তড়িদ্-দ্বার, তড়িদ্-বন্টন ইত্যাদি। কিন্তু এসব মানবেন না পাঠক। হাইফেন দিলে আর 'তড়িদ্' থাকে না। সন্ধির নিয়মে তড়িৎ -এর 'ৎ' পরিণত হয় 'দ্'-এ। হাইফেন দিলে সন্ধি হল না ফলে 'ৎ' থাকবে, দ্ হবে না। অর্থাৎ তড়িদ্গর্ভ কিন্তু তড়িৎ-গর্ভ, তড়িদ্বন্টন কিন্তু তড়িৎ-বন্টন। পবিত্র সরকার অপ্রকৃতিস্থ। লিখছেন– "তরজমা, তরজা (রেফ দেবেন না)"। রেফ দেবেন পাঠক, তর্জমা তর্জা চলবে। এবং তুর্কি লিখবেন, ফার্সি-ও লিখবেন। তুর্ক্ এবং ফার্স্ থেকে যথাক্রমে তুর্কি ও ফার্সি। কিন্তু আরব থেকে আরবি। আগে গুণী ব্যক্তিগণ আরবি ফার্সি তুর্কি লিখতেন। সুবিবেচনার পরিচয় দিতেন তাঁরা। তাঁদের অনুসরণ করুন।

পৃ/৮৬-তে লিখছেন : "নমশূদ্র (বিসর্গ বাদ দিন)। বাহ্। নিয়ম অনুসারে বিসর্গ হওয়ার কথা (নমঃশূদ্র হওয়ার কথা)। তাহলে বাদ দিতে বলা কেন? ছোটজাত বলে? পাঠক, নমঃশূদ্র লিখুন এবং ছোটজাত বলে না ভাবুন এটাই কাম্য।

লিখছেন– "নয়নী, যেমন মৃগনয়নী'। কিন্তু পাঠক, বাংলায় যে 'নয়না'! যেমন 'কাজল নয়না হরিণী' 'সুনয়না'।

চরম অশিষ্ট শব্দ ঢুকিয়েছেন, আর সেটাকে ব্যালান্স করার জন্য সংস্কৃতানুসারিতা? বাংলায় কাজলনয়না, সুনয়না। ঈ-কার দিলেই বাংলায় অশুদ্ধ (সংস্কৃতে শুদ্ধ যদিও)।

পৃ. ৮৭ -তে আছে নিঃস্পৃহ, নিঃস্ব, নিঃসন্দ্য নিঃসন্দ্যিত।

পৃ. ৮৮ -তে আছে নিরাসক্ত, নিরাসক্তি, নিরাহারী'। বাজে। নিরাসক্ত, কিন্তু অনাসক্তি। এবং অনাহারী (নিরাহারী নিষ্প্রয়োজন)। একই পৃষ্ঠায়– 'নিরুদ্দিষ্ট, নিরুদ্দেশ, নিরুদ্বিগ্ন, নিরুদ্বেগ'। 'নিরুদ্বেগ' ও 'নিরুদ্দেশ' শুদ্ধ। অন্য দুটি বাজে। পৃষ্ঠা ৯ -এ আছে "নিষ্কোশন' নিষ্কোশিত (কোশ বানান সংস্কৃতেও গ্রাহ্য)"। কিন্তু কোষ বানানও বাংলায় এবং সংস্কৃতেও গ্রাহ্য যে! তাহলে বানান পরিবর্তনের দরকার পড়ে কিসে?

পরের পৃষ্ঠায়– "নিষ্প্রতিভ" আছে। আবার আগে 'অপ্রতিভ' আছে। 'নিষ্প্রতিভ' নিষ্প্রয়োজন। 'অপ্রতিভ'-তেই চলবে।

পৃষ্ঠা ১৫৩ -তে আছে 'রঙ্গিলা'। এটা ঠিক আছে। এর মানে হচ্ছে : আঙ্গুল, আঙ্গুর, ঠোঙ্গা, ডোঙ্গা, ডিঙ্গি, ঝিঙ্গা, চিচিঙ্গা ক্যাঙ্গারু ইত্যাদিও ঠিক আছে। পৃষ্ঠা ১৫৬ -তে ইংরাজ সাহেব 'রেশন' লিখতে মানা করছেন; বলছেন 'র‍্যাশন' লিখতে। রেশন-ই চলবে। 'রোদসী' নেই, 'রোধসী' আছে। 'রোদসী' গেল কোথায়? এবং 'রোধসী' কোথা হতে আসল কে জানে। পৃ/১৫৭-তে আছে 'লগ্নীকরণ বিলগ্নীকরণ'। চলবে না। লগ্নিকরণ এবং বিলগ্নিকরণ চলবে। যেহেতু লগ্নি এবং বিলগ্নি।

পৃষ্ঠা ১৫৮ -তে আছে 'লস্সি'। আমরা কিন্তু লাস্সি বা লাচ্ছি চিনি।

১৫৮ -তে আছে 'লুঙ্গি'। ঠিক আছে।

পৃষ্ঠা ১৫৯ -তে আছে 'ল্যাজ'। চলবে না। 'লেজ' চলবে। অন্তত বাংলাদেশে।



www.pathagar.com

পৃষ্ঠা ১৬৭ -তে আছে 'শ্বেদবিন্দু', 'শ্বেদসিক্ত' 'শ্বেদাক্ত'। সত্যি তাই। ভুলে 'শ' লিখছি না স-স্থানে। পরে পৃষ্ঠা ১৮৯ -তে আছে স্বেদবারি 'স্বেদসিক্ত', 'স্বেদস্রাব', 'স্বেদস্রুতি', 'স্বেদাপ্লুত'। আগে কোথায়ও কোনও-দিন 'স্বেদ'-কে 'শ্বেদ' হতে দেখিনি। পাঠক ভেবে দেখুন ব্যাপারটা। একই রকম : 'শিতিকণ্ঠ শিব' লিখেছেন। আবার 'সিতিকণ্ঠ শিব' লিখেছেন।

পৃষ্ঠা ১৬৮ -তে লিখেছেন 'ষড়যন্ত্র হসন্ত ছাড়াই প্রচলিত, ষড়রিপু (আগের মতো)...'। এটা ঠিক আছে। যাঁরা লেখেন 'ষড়যন্ত্র' অশুদ্ধ তাদের জন্য দুঃসংবাদ।

পৃষ্ঠা ১৭৪ -এ লিখেছেন : 'সবজি'; যে. কবজি (জ নয়)'। বাজে কথা। সবজি ঠিক আছে, কিন্তু কব্জি হতে পারে। যেমন আরবি, কিন্তু ফার্সি, তুর্কি আর্মেনীয়; যেমন শার্শি, আর্শি। পবিত্র সরকার কিন্তু অন্যরকম বলবেন, যখন যা মনে হয়। সংগতির বালাই নেই। বলতে পারতেন – শার্শি, যেমন আর্শি। কিন্তু না। তিনি শার্শি বাৎলাবেন, আর্জিও, ওদিকে আরশি বাতলাবেন। কিন্তু আমরা চাই আর্শি। এবং কব্জা, কব্জি।

পৃষ্ঠা ১৮১ -তে লিখেছেন : " 'সায়া', এখন লিখুন শায়া"। কেন? তিনি বলছেন তাই? 'সায়া' চলবে। উচ্চারণ-ও শায়া নয়, অন্তত বাংলাদেশে তো নয়ই।

পৃষ্ঠা ১৮৩ -তে আছে 'সুমুন্দি'। এটা অশিষ্ট। 'সমুন্দি' শিষ্ট। 'সম্বন্ধী' থেকে 'সমুন্দি'-ই হয়েছে।

পৃ. ১৯১ -এ 'হাদিশ' আছে; 'হাদিস'-স্থানে 'হাদিশ'। তার ঠিক পরে আছে 'হাপুস-হুপুস'; 'হাপুশহাপুশ' স্থানে 'হাপুস-হুপুস'। তামাশা নাকি?

পৃ ১৯২ -এ 'উল্কি' আছে, কিন্তু 'হল্কা'য় বারণ, হাল্কায় বারণ। উল্কি হল্কা হাল্কা চলবে। 'চিড়িক চিড়িক' অভদ্র অশিষ্ট। উল্লেখ করতে হল বলে পরিতাপান্বিত। পৃ. ১৯২ -এ আছে 'হুড়োতাড়া' 'পঙ্কা'! বাজে। অমুদ্রণযোগ্য। অকথ্য।

মোটের উপর – ঘৃণ্য। এ ধরনের বই বিচার করতে হয় যার, সে বড়ই দুর্ভাগা। কিন্তু এমন দুর্ভাগ্য আরও পোহাতে হবে। জামিল চৌধুরীর সংকলিত বানান অভিধানের পালা আবার।

আগেই বলেছি, তিনি বিকল্প বানান যথাসম্ভব গ্রহণ না করার অঙ্গীকার করে যথাসম্ভব বেশি বিকল্প গ্রহণ করেছেন। প্রথমে যে-শব্দগুলির একটি করে বিকল্প গ্রহণ করেছেন সেগুলি লিপিবদ্ধ করছি : আকথা কুকথা, আকামকুকাম, আঁকাজোকা, আধুলি, আকিক, অক্ষিপটল, অগুনতি; অগুরু, আগস্ট, অঘা; অঙ্গুষ্ঠানা, অচ্ছুত, ওজু, অজন্তা, অতলস্পর্শী, অতিবেগুনি; অনটন, অনাছিষ্টি, অনিমিখ; অনিমেষ; অনুস্বার; অভিষ্যন্দ; আম্র; আষ্টেপৃষ্ঠে; আকছার; আটাশ; আটাশে; আদেখলাপনা; আফসোস; আবেজমজম; আর্জি; অ্যারারুট; এবাদত; ইন্তেকাল; ইশ; ইসবগুল; উত্তরফাল্গুনী; উথালপাথাল; [যেগুলি লিখছি সেগুলি গ্রহণযোগ্য; বিকল্প বলে তিনি যেগুলি গ্রহণ করেছেন সেগুলি বর্জনীয়]; উভলিঙ্গ; ওস্তাদ; ওস্তাদি; উশখুশ; একাগ্নী [মহাকাব্যে এই বানানই আছে]; এগুনো; এখনও; এলোপাথাড়ি; ওক্ত; ঋক্থ; ঔষ্ণ্য; কাবাব; কাবাবচিনি; কম্পাস; কমপাউন্ডার; [আমি ও ব্যবহার করব]; কাঁঠালিকলা; কলেমা; কেরদানি; কালশিটা; কালোবাজার; কালোপেড়ে; কুমকুম; কুঠুরি; কোরবানি; কেবিন [এর উচ্চারণ নাকি করতে হবে ক্যাবিন! বাজে কথা। উচ্চারণও কেবিন হবে]; খুতবা; খ্যামটা; গিগাবাইট; গোসাঁই; গ্রেপ্তার; চর্ব্যচূষ্য; চাকচিক্য; চিড়েতন; চিবুনি; চিরনদাঁতি; জিভ; জুম্মাতুল বিদা; জুলফি; টমেটো; টুঙ্গি; তাগিদ; তাগাদা; তার্পিন; তুচ্ছতাচ্ছিল্য; তেলেগু; তেহাই; দরকাঁচা; দারোয়ান; নন্দী; নয়নসুখ; নয়ানজুলি; নাগাদ; নিকা; নেকাব; পলেস্তারা; পাথুরিয়া; ফারাক; ফাটকা; ফার্নেস; বজ্জাত; বজ্জাতি; বিশ্ববখা; বেএক্তিয়ার; বেগুনি;



www.pathagar.com

বোরখা; বউ; ভিখ; ভূতুড়ে; ভ্যাংচানো; মোকাম; মদদ; ফেরদৌস; ফিতরা; বেনামা; মুচকুন্দ; মোবারক; মুনাসিব; রাতভর; রাজচ্ছত্র; লুটোপুটি; লেজা; লেজামুড়ো; শক্ত; শফর; শফরী; শব্দভেদী; শর্বাণী; শামর; শারদা; সজ্ঞান; সমুদয়; সম্পদকর; সরেজমিন; সাঁঝ; সাপত্ন্য; সাকুল্যে; শতরঞ্জ; শারেস্তা; শোরাহি; শৌভিক; সূত্রধর; স্বৈরাচার; হটা; হটানো; হলপ; হেবা; হাভাত; হুমড়ি; হামবড়া; হ্যাপা।

অছিলা রূপটি তিনি নেননি, তার বদলে বর্জনীয় দুটি বিকল্প বানান তিনি নিয়েছেন। তিনি নিয়েছেন 'অসিলা' এবং 'ওসিলা'– সহস্রাব্দের সেরা আবিষ্কারকের তালিকায় নাম লেখাতে চেয়েছেন হয়তো। অছি অছিলা অছিয়ত হবে।

এবার গ্রহণযোগ্য রূপের দুটি করে [বর্জনীয়] বিকল্প তিনি নিয়েছেন যে শব্দগুলির ক্ষেত্রে সেগুলি লিপিবদ্ধ করছি – আদিখ্যেতা;... ফুফু; এবং মোট চারটি করে বিকল্প নিয়েছেন দুটি ক্ষেত্রে : (১) দুনলা (২) দু-নালা; (৩) দোনালা (৪) দোনলা [শুধু শেষেরটি গ্রহণযোগ্য] এবং (১) মোহন্ত (২) মহন্ত (৩) মহান্ত (৪) মোহান্ত [শুধু তৃতীয়টি গ্রহণযোগ্য]।

এছাড়া 'ক্ষ্যাপা' শব্দটির বেলায় গ্রহণযোগ্য 'ক্ষ্যাপা' অনুপস্থিত; তার বদলে দুটি বিকল্প 'খেপা' এবং 'খ্যাপা' নিয়েছেন তিনি। এক্ষেত্রে অতৎসম শব্দে ক্ষ বর্জনের ক্ষতিকর বাতিকটা প্রাধান্য পেয়েছে।

এবার অন্যান্য প্রসঙ্গ। জামিল চৌধুরীর অভিধানে 'অঙ্গীকারবদ্ধ' আছে, অঙ্গীকারাবদ্ধ' নেই; হয়তো বুঝতে পারেননি অঙ্গীকার + আবদ্ধ = অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়।

'অর্চার্ড; কিন্তু 'অরগ্যান'! ['অর্গান' গ্রহণযোগ্য]। ব্রোঞ্জ, কিন্তু অ্যাডভেনচার, আবার ইঞ্জেকশন'। 'অ্যাডভেঞ্চার' এবং 'ইনজেক্শন' গ্রহণযোগ্য।

'অ্যালাউয়েন্স' কিন্তু 'অ্যাকোয়ারিয়াম'। 'অ্যাকুয়ারিয়াম' গ্রহণযোগ্য। বরং অ্যালাওয়েন্স চলতে পারে।

এবার এক অসাধারণ অদ্ভুতুড়ে [অদ্ভুত + ভূতুড়ে] ব্যাপার – অ্যালিমানি' লিখে উচ্চারণ করতে বলছেন 'অ্যালিমনি; 'মা' লিখে উচ্চারণ করতে বলেন 'ম'। 'অ্যাফিডেভিট' এবং 'অ্যাসিড'! খাঁটি ইংরেজ হতে চাইলেন। বাংলায় এফিডেভিট এবং এসিড এবং এভিনিউ [অ্যাভিনিউ নয়]।

এবং আরও আছে : কলেক্টর কলেক্টরি লিখে উচ্চারণ করতে বলেন কালেকটার কালেকটারি– এও চমৎকার [কালেক্টর হবে এবং উচ্চারণ তদনুরূপ কালেক্টর হবে]।

এমন আরও আছে : করিডোর লিখে উচ্চারণ করতে বলেছেন করিডর; 'ডো' লিখে 'ড' উচ্চারণ করতে বলা। সত্যি বলছি তিনি একাজ করেছেন; অনেকের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে।

'আওরত' এবং 'আখেরত' আছে। গ্রহণযোগ্য হচ্ছে আওরাত এবং আখেরাত'। 'চাহার শম্বা' লিখে 'শম্বা'র উচ্চারণ করতে বলেন 'শোম্বা'। শোম্বা উচ্চারণ হলে 'শোম্বা'-ই লিখতে হবে।

'কার্ট্রিজ' আছে। ভাল। কিন্তু 'আর্থ্রাইটিস' মাথায় খেলেনি, লিখেছেন 'আর্থরাইটিস'। বার্থ রাইট মাথায় রেখে হয়তো।

আছে 'আরদালি' 'আরমানি' 'আরশি'। স্মরণীয়, পবিত্র সরকারে আছে আর্দালি আর্মানি এবং– না, আর্শি নয়, আরশি। 'আর্দালি' 'আর্মানি' এবং 'আর্শি' হবে। 'ইয়ার্কি' লিখতে পারলেন, 'আর্দালি', 'আর্মানি', 'আর্শি' পারলেন না!



www.pathagar.com

'আঙার' আছে। 'আঙুল' 'আঙুর' আছে। আঙার আঙুল আঙুর হবে। কবিতায় মিলের প্রয়োজনে আঙুল আঙুর চলতে পারে। 'আধুনিকা' নাকি 'আধুনিকী'র অশুদ্ধ প্রচলিত রূপ! ভাবখানা যেন বাংলা জানেন না বাঙ্গালি/বাঙালি নন। বাংলায় 'আধুনিকা' যে অর্থ ধরে, 'আধুনিকী' দিয়ে তা বোঝা যাবে না। বাংলায় 'আধুনিকা' প্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'আধুনিকা'। বাংলার মর্যাদা বাঙালির মর্যাদা যতটুকু তার বেশিরভাগ রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি। জামিল চৌধুরীকে সেই উচ্চতা দেওয়া যাবে না; কোনও কৌশলেই না।

'ইশতাহার' আছে। বাংলায় ইশতেহার প্রতিষ্ঠিত। 'উপাসন' এবং 'উপাসনা' আছে। বাংলায় 'উপাসন' চলে না। 'চ্যানসেলর' আছে 'কনসাল' আছে। 'কনডাক্টর' আছে কিন্তু—'কন্সাল' নেই, কনসাল্ট্যান্ট নেই [দৌড় সীমাবদ্ধ], কন্সাল, কন্সুলেট, চ্যান্সেলর, কনসাল্ট্যান্ট চলবে।

বাংলায় 'মেডিকেল' চলে, 'কেমিকাল' চলে। পার্সোনাল ক্ল্যাসিকাল চলে। এবং চলবে। কিন্তু জামিল চৌধুরী বানিয়েছেন 'মেডিক্যাল', 'কেমিক্যাল'। খাঁটি ইংরেজ হতে চাওয়া। কিন্তু 'এনট্রান্স' 'প্রোটেস্টান্ট' 'জিমনাস্টিকস' ইত্যাদি লিখলেন কোন প্রেরণার বশে, তা বোঝা যায় না। এনট্র্যান্স, প্রোটেস্ট্যান্ট এবং জিম্ন্যাস্টিক্স হবে।

'কম্পাউন্ডার' এবং 'কমপাউন্ডার' দুই-ই লিখেছেন কিন্তু 'কম্পাউন্ড' লিখেছেন 'কমপাউন্ড' লেখেননি।

'কুর্তা' কুর্তি' আছে, কিন্তু কোর্মা কুর্সি নেই আছে 'কোরমা', 'কুরসি', এবং 'গুরখা'। 'কোর্মা', 'কুর্সি' এবং গুর্খা, চলবে। 'ক্যান্টিন', কিন্তু 'ক্যামবিশ' আছে। ক্যাম্বিশ চলবে। প্রতিষ্ঠিত শব্দ হচ্ছে ক্ল্যাসিকাল। জামিল চৌধুরী বানালেন 'ক্লাসিক্যাল'। ঝাড়া দিলেন। বা বলা যায় চাল চাললেন। ক্ল্যাসিকাল চলবে। কমপক্ষে ৫৫ বছর আগ থেকে জেনে এসেছি কিসমিস। পশ্চিমবঙ্গীয় ওস্তাদ হাঁকল কিশমিশ, জামিল চৌধুরী না করতে পারলেন না। ওদিকে 'কৃকলাস'! 'গুটিসুটি'! 'গেলাস'! 'চাপরাস'! কৃকলাশ, গুটিশুটি, গেলাশ [গ্লাস, কিন্তু গেলাশ] এবং চাপরাশ হবে। ইয়ার্কি কিন্তু 'গোয়ারতুমি'! 'ইয়ার্কি' হবে, 'গোয়ার্তুমি-ও হবে। এবং 'টার্বাইন' হবে ['টারবাইন' নয়] 'গিসগিস' লিখে উচ্চারণ করতে বলেন 'গিশগিশ'। উচ্চারণ গিশগিশ হলেও তা লেখা যাবে না এমন নির্দেশ কোথা হতে আসে?

'গোরিলা' এবং 'গোরু' লিখবেন কিন্তু কেমনতরো গুরুতরো লিখবেন না! ওজন ঠিক রাখার জন্য? গরিলা এবং গরু হবে, এবং কেমনতরো এবং গুরুতরো হবে। ওজন ঠিক থাকল। এমনতরো, কেমনতরো গুরুতরো ইত্যাদির তরো comparative -এর তর থেকে আলাদা। [তরো'র উৎস হচ্ছে ফার্সি ভাষার তরহ্]। যথার্থই comparative -এর হলে গুরুতর।

অতৎসম শব্দে ক্ষ লিখলে ক্ষতি কী? ক্ষতিকে অনেক মানুষ বলে ক্ষেতি। এখন কি 'খেতি' লিখতে হবে? ক্ষেত্র থেকে ক্ষেত হবে [খেত নয়। খেত= খাইত]; ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদে হবে [খুদে = খুদ-এ]। খুদ-এর উৎসও 'ক্ষুদ্র'; কিন্তু খুদ মানে ক্ষুদ্র নয়, সুতরাং 'ক্ষুদ' হওয়া প্রয়োজনীয় নয়। খুড়ো-ও ক্ষুদ্র থেকে; ক্ষুদ্র থেকে খুল্ল, তার থেকে খুড়ো। মোটকথা ক্ষেত্র থেকে ক্ষেত, ক্ষুদ্র অর্থ ক্ষুদে, ক্ষিপ্ত অর্থে ক্ষ্যাপা; কিন্তু খুদ খুড়ো।

'কম্পোজিটার' কাউন্সিলার' লেখেন, কিন্তু আবার 'কম্প্রেসর' লেখেন। কেন? অনেকে মনে করতে পারেন কোনও গূঢ় রহস্য আছে যা জামিল চৌধুরীদের মতো মহামনীষীরা জানেন। বাজে কথা। এঁরা ক্ষমতাধর, ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করেন এবং এঁরা কোথায় কী করছেন তা



www.pathagar.com

নিজেরাও জানেন না। এবং অঙ্গীকার করেন বানান সংস্কার করবেন না কিন্তু না করে ছাড়েন না। উল্লিখিত প্রথম দুটি শব্দে 'টা' এবং 'লা' হবে না, হবে 'ট' এবং 'ল'।

এই যে অসংগতি রাখতে চান বানানে, তা কি সংগতিবোধের অভাবের কারণে? না-ও হতে পারে। সংগতি থাকলে বানান সহজ হয়ে যায়, ফলে বানানের উপর লেখা বই কেনা মানুষের প্রয়োজন পড়ে না। বানান-বাণিজ্যই লক্ষ্য কি? হতে পারে বাণিজ্যই লক্ষ্য। বাংলা ভাষা নিয়ে বাণিজ্য।

লিখেছেন 'ছুপানো', 'ছুবলানো', 'ছুবলা'। লিখেছেন 'ছুঁয়া', 'ছুঁয়াছুয়ি', ছুঁয়ানো', ছুড়াছুড়ি', ছুড়ানো'। কিন্তু আগে লিখেছেন 'চোবানো' 'চোবানি'। [পরে অবশ্য 'ছোঁয়ানো'-ও লিখেছেন।] 'চেল্লানো' 'ছেটানো' লিখেছেন। হাস্যকর।

'ছোট'-তে তাঁর চলে না, লেখেন 'ছোটো', ওদিকে 'জটাল' লিখে উচ্চারণ করতে বলেন 'জটালো'! চটাসচটাস লিখে উচ্চারণ করতে বলেন 'চটাশচটাশ'। আবার 'শ্লোক'-এর উচ্চারণ 'স্লোক' করতে বলেন। শ্লোক-এর উচ্চারণ স্লোক হলে 'শোলোক' শব্দটি হত না [সোলোক হত]।

ইতি অর্থ সমাপ্তি ছাড়া আর কিছু নয় এমন কথা বলা মিথ্যাচার। *অমরকোষ*-এ আছে : "ইতি – হেতু, প্রকরণ, প্রকাশ, এবমর্থ, সমাপ্তি।" 'এবমর্থ' থেকে বুঝতে হবে 'এবম' অর্থ যা 'ইতি' অর্থ তা। এবম অর্থ জানাও কঠিন নয়, *অমরকোষ*-এ একটু পরেই আছে : "এবম – ইব, এই প্রকার। শ্রীঅশোক কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত *সংস্কৃত বাংলা অভিধান* -এ আছে 'ইতি' অর্থ "এই। এই হেতু। প্রস্তাব। প্রাদুর্ভাব। প্রভৃতি। এই প্রকার। সমাপ্তি। নিদর্শন। উপক্রম। প্রকর্ষ।" সামান্য বুদ্ধিও যার আছে এমন মানুষ বুঝবে ইতি মানে প্রধানত 'এই', 'এই প্রকার'। বাংলায় প্রচলিত ইতিপূর্বক অনেক শব্দ থেকেও এই অর্থই বোঝা যায়।



www.pathagar.com

"সংস্কৃত ভাষা কর্কশ কিন্তু প্রাকৃত ভাষার কবিতা অতি সুকোমল।" অষ্টম শতাব্দীর রাজশেখর কর্তৃক কর্পূরমঞ্জরী পুস্তকে লিখিত।

রবীন্দ্রনাথের *বাংলা* ভাষাতত্ত্ব গ্রন্থের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় আছে–

"মনে আছে বহুকাল পূর্বে যখন বলিয়াছিলাম বাঙালির শিক্ষা বাংলা ভাষার যোগেই হওয়া উচিত তখন বিস্তর শিক্ষিত বাঙালি আমার সঙ্গে যে কেবল মতে মেলেন নাই তা নয় তাঁরা রাগ করিয়াছিলেন। অথচ এ জাতীয় মতের অনৈক্য ফৌজদারি দণ্ডবিধির মধ্যে পড়ে না। আসল কথা, যাঁরা ইংরেজি শিখিয়া মানুষ হইয়াছেন, তাঁরা বাংলা শিখিয়া মানুষ হইবার প্রস্তাব শুনিলেই যে উদ্ধত হইয়া ওঠেন, মূলে তার অহংকার।"

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি তার *বাঙ্গালা অক্ষর* প্রবন্ধে লিখেছেন :

"বাইশ-তেইশ বৎসর হইল, আমি বাঙ্গালা ভাষা শিখিতে আরম্ভ করি। এখন দেখি, সংস্কৃতমূলক যত ভাষা প্রচলিত আছে, তাহাদের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষা শেখা সোজা। বাঙ্গালা সাহিত্যও সমৃদ্ধ এবং এমন দিন আসিতেছে যখন বাঙ্গালা ভাষা দ্বারা জ্ঞান ও আনন্দের খনিতে প্রবেশ করিতে পারা যাইবে। এই দুই গুণ হেতু বাঙ্গালা ভাষা ভারতীয় ভাষা হইতে পারিবে। কিন্তু অসংখ্য অক্ষরের কাঁটার বেড়া এই আশায় বিঘ্ন ঘটাইতেছে। আমাদের শিশুরা এই বেড়া ভেদ করিতে পরিশ্রান্ত হইতেছে, অগণ্য নরনারী নিরক্ষর থাকিতেছে, ভারতের অন্য দেশবাসী বাঙ্গালা ভাষা শিখিতে ভীত হইতেছে। অক্ষর পড়িতে অর্থাৎ চিনিতে কষ্ট হইবে না, লিখিতে কষ্ট হইবে না, দেখিতে বিশ্রী হইবে না, বাঙ্গালা অক্ষরের এই তিন গুণ থাকিলে গ্রামে গ্রামে জ্ঞান প্রচার করিতে কয়দিন লাগিত?"

Lavoisier, Antoine Laurent (1743-1794), ফরাসী রসায়ন-বিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ এবং পাব্লিক সার্ভেন্ট। তিনি আধুনিক রসায়ন-শাস্ত্রের জনক। ফরাসী বিপ্লব -এর কালে জনৈক ক্ষমতাধরের হীন ঈর্ষাপরায়ণতার কারণে তাঁকে অকালে জীবন দিতে হয়। তাঁর মৃত্যুতে গণিতবিদ Joseph Louis Lagrange মন্তব্য করেছিলেন "It took only an instant to cut off that head, and a hundred years may not produce another like it."। কেন একজন রসায়নবিদের কথা তুলছি তা ভাষা-সংক্রান্ত নিচে উদ্ধৃত তাঁর বক্তব্য থেকে বোঝা যাবে। Lavoisier ১৭৮৭ সালে এক বক্তৃতায় বলেছিলেন :

Languages are not only intended, as is commonly supposed, to express ideas and images by signs, but also are real analytical systems by means of which we advance from known to unknown, and to a certain extent in the manner of mathematicians... . If languages really are instruments fashioned by men to make thinking easier, they should be of the best possible kind; and to strive to perfect them is indeed to work for the advancement of science."

এবং Sapir বলেন :

"The modern mind tends to be more critical and analytical in spirit, hence it must device for itself an engine of expression which is logically defensible at every point and which tends to correspond to the rigorous spirit of modern science."

Otto Jespersen সম্পর্কে Randolph Quirk লিখেছেন "...prince of philologists", "a supremely learned and cultivated mind", "... indeed the most distinguished scholar of



www.pathagar.com

English Language who has ever lived", এবং "...noble friend of mankind"। এহেন Otto Jespersen ইংরেজি ভাষা সম্বন্ধে যা লিখেছেন তা বাংলা ভাষা প্রসঙ্গে বিবেচনা করা অত্যন্ত উপকারী হতে পারে। তিনি লিখেছেন –

"English has undonbtedly gained in force... by reducing so many words of two syllables to monosyllables. If it had not been for the great number of long foreign, especially Latin, words, English would have been approached the state of such monosyllabic language as Chinese."

"What could be more natural ... than for the Anglo-Saxons to frame according to the genius of their own Language the compound handboc? ... But in the Middle English period, handboc was disused, ... when in the nineteenth century handbook made its reappearance, it was treated as unwelcome intruder ... In 1838 Rogers speaks of the word as a tasteless innovation, and Trench in his *English Past and Present* (1854...) says, 'we might have been satisfied with " manual" and not put together that very ugly and very unnecessary word "handbook"... ...I cannot help thinking that state of language a very unnatural one where such a simple, intelligible and expressive word has to fight its way instead of being at once admitted to the very best society."

তবে তিনি যাকে "the very best society বললেন তাকে the very bad society বললে অসংগত হয় না। তিনি আরও লিখেছেন –

"...the old English ... was rich in possibilities." ... "For `hero' or 'prince' we find in Beowulf alone at least thirty-six words ... Beowulf has seventeen expressions for the sea".

"Shakespeare's Dogberry and Mrs. Quickly, Fielding's Mrs. Slipslop, Smollet's Winifred Jenkins, Sheridan's Mrs. Malaprop, Dicken's Weller Senior, Shillabars's Mrs. Partington, and footmen and labourers innumerable made fun of in novels and comedies might all of them appear in court as witnesses for the plaintiff in a law-suit brought against the educated classes of England for wilfully making the language more complicated than necessary and thereby hindering the spread of education among all classes of the population."

এ বই-এ আমি কী করতে চাইছি তার কিছুটা আভাস উপরের উদ্ধৃতিগুলি থেকে পাওয়া যাবে আশা করি।

## বানানের শুদ্ধি-অশুদ্ধি ও সংস্কার

"...correctness in one language should not be measured by the yard of another language"
—Otto Jespersen

দেবপ্রসাদ ঘোষ রবীন্দ্রনাথের সাথে তর্কে লিপ্ত না হলে তাঁর নাম নিশানা থাকত কি না সন্দেহ। রেফ-এর পরে ব্যঞ্জন-দ্বিত্ব রক্ষার পক্ষে, 'কি এবং কী'-এর আলাদা বানানের বিরুদ্ধে, ভান বানান ইত্যাদি শব্দের 'ভাণ' 'বাণান' বানানের পক্ষে, 'মতো [মতন] শব্দটির 'মতো'-বানানের বিপক্ষে ['মত' বানানের পক্ষে] বাঙ্গালী ডাক্তারী গুজরাটী এইসব দীর্ঘস্বরযুক্ত বানানের পক্ষে, শৌখিন শখ শরবৎ শহর ইত্যাদি তালব্য-শ-যুক্ত বানানের



www.pathagar.com

বিপক্ষে এবং রবীন্দ্রনাথ যে-চলিত ভাষা লিখতেন তার বিপক্ষে তিনি বিপুল বাগ্‌বিস্তার [মুখে এবং কাগজে] করেছিলেন।

তিনি এ-ও বলেছিলেন : "যে ইংরাজী through শব্দের ইয়াঙ্কি সংস্করণ "thru" রূপে আপনি [রবীন্দ্রনাথ] খুব উল্লাস প্রকাশ করিয়াছেন দেখিলাম – moral courage এর দৃষ্টান্ত অবলোকন করিয়া – তাহারও 'gh' অক্ষরদ্বয় আকাশ হইতে পড়ে নাই, উহার মূল ভাষার ভিত্তিভূমিতেই শিকড় গাড়িয়া রহিয়াছে – Anglo-Saxon thurh, জার্ম্মাণ durch হইতেই এই শব্দের উদ্ভব। মূলের সহিত সম্বন্ধ বলিয়া হয়ত এই দৃষ্টিকটু 'through' রূপই বাঁচিয়া থাকিবে এবং হয়ত ইয়াঙ্কিস্থানের অমূলক 'thru' রূপটি কিয়দ্দিন পরেই তাহার orchid-লীলা সংবরণ করিবে।"

thru রূপটি এখনও বেঁচে আছে, এবং আমি মনে করি through রূপটি বাতিল হয়ে গেলে কারও কোনও লোকশান হত না।

তাছাড়া 'thurh' ও 'durch'-এ g নেই, 'g' অক্ষরটি কি পাতাল হইতে উঠিয়াছিল? জার্মানের d-স্থানে th এবং c-স্থানে g হতে পারল এবং r স্থান পরিবর্তন করতে পারল, তো gh বাদ দিয়ে thru করায় দোষ কী? আরও লক্ষণীয় – day-এর মূলে ইন্দো-ইউরোপীয় dhegwh-, তার থেকে Anglo-Saxon daeg; তাহলে g ও h বাদ দিয়ে day চলছে কিকরে? Anglo-Saxon halig থেকে holy, lagu থেকে law, bug থেকে bow, g ছাড়া দিব্যি চলছে। eag (= চোখ) হয়েছে eye, feolaga হয়েছে fellow, vindauga (= wind eye তথা জানালা) হয়েছে window। অন্যদিকে heah থেকে high হয়েছে, deag থেকে dough উৎপন্ন। high-এর g এবং dough-এর h কোথায় 'শিকড় গাড়িয়া আছে', জানি না তবে উভয়ের বেলায় gh বাদ দিয়ে (hi এবং dou দিয়ে) খুব চলতে পারে। অ্যাংলো-স্যাক্সন feht, genoh, pliht, niht এবং cniht থেকে fight enough, plight, night এবং knight; wyrhta থেকে wright (যেমন wheel-wright-এ)। জার্মান Nacht -এ night-এর gh "শিকড় গাড়িয়া" থাকিতেও পারে কিন্তু সে শিকড় উপড়ালে ক্ষতি নেই, আর অর্কিড-ও অন্য অনেক পুষ্পিত উদ্ভিদের তুলনায় খুব একটা ক্ষীণজীবী ও অবহেলাযোগ্য বলে মনে করা যায় না। delight শব্দটি প্রাচীন ফরাসি delit থেকে, যার মূলে লাটিন delectare অর্থাৎ শব্দটির মূলে gh বা g বা h নেই; কিন্তু আধুনিক যুগে এটা delight রূপে হাজির [উচিত ছিল delite হওয়া] নিম্নলিখিত ইংরেজি শব্দগুলির কোনও ব্যুৎপত্তি বা "শিকড়" নেই – bad, big, fit, jump, crease, bet, hump, pun, job, fun, jam, fur, slum, stunt, blight, blurb, lad; lass, dad। একেবারে মহাশূন্য থেকে আসা এই শব্দগুলির মধ্যে blight শব্দটি gh-যুক্ত। এই শব্দগুলির মতো thru বানানটি অতটা 'অমূলক' নয় কারণ thru -এর মূলে through এবং তার মূলে thurh/durch। তাছাড়া, ডক্টর স্যামুয়েল জনসন এবং রবার্ট লাউথ [যাঁরা আমেরিকান ইংরেজির সাথে খুব পরিচিতও ছিলেন না] -এর মতো কঠোর purist-এর লেখায় আছে tho [though-এর স্থানে]।

দেবপ্রসাদ ঘোষ থেকে সবচেয়ে মোক্ষম শিক্ষা হচ্ছে এই যে, রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে লাগলে স্থায়ী খ্যাতি লাভ করা যায় – সুতরাং ইতিপূর্বে ইতিমধ্যে শব্দদুটির সাথে 'অশুদ্ধ' শব্দটি জুড়তে হবে, অশ্রুজল শব্দটি সম্বন্ধেও অনুরূপভাবে 'অশুদ্ধ অশুদ্ধ' বলে জপ করতে হবে, রবীন্দ্রনাথ Apollo-কে অ্যাপোলো লিখেছেন সুতরাং তার স্থানে আপোল্লো চাইতে হবে, রবীন্দ্রনাথ 'ওপর ভেতর পেছন ঘুমুতে গুছুতে' ইত্যাদিকে অপভাষা বলেছেন সুতরাং ওপর ওপড়ানো কোটনামি মুখমুখি ধুত্তুমি পুজুরি মুদ্দোফরাস পিরিলি নিংড়োনো খিচোনো মিয়োনো



www.pathagar.com

ঝুলোঝুলি চালাতে হবে আর ভেতর পেছন লিখে উচ্চারণ করতে হবে ভ্যাতোর প্যাছোন, যাতে ভবিষ্যতে লেখাও যায় ভ্যাতোর প্যাছোন, আর জোরেশোরে চালাতে হবে মিথ্যাচার ভণ্ডামি প্রতারণা গুলবাজি খাম-খেয়ালি-পনা স্বেচ্ছাচার ইত্যাদি।

বাংলায় ব্যাকরণ ও বাংলা-শব্দের শুদ্ধি-অশুদ্ধি সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী'র বিবেচনা তাঁর *বাঙ্গালা ব্যাকরণ* প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত নিচের কথাগুলি থেকে বোঝা যাবে :

"সংস্কৃত 'অপসরস্' শব্দ ভাঙ্গিয়া বাঙ্গালা আকারান্ত অপসরা শব্দ বহুদিন হইল প্রচলিত হইয়াছে।

"অপ্সরাগণ'... সংস্কৃত সমাসের নিয়মানুসারে হয় না; কিন্তু বাঙ্গালা সমাসের নিয়মে ইহা হয়।....ভারতচন্দ্র লিখিয়া গিয়াছেন... 'অপ্সরাগণের বাস'। তিনি বাঙ্গালা সমাস করিয়াছেন; সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসরণ করেন নাই। ভালই করিয়াছিলেন; 'অপ্সরোগণ' এখানে ভাল শুনাইত না। বাঙ্গালায় যখন অপ্সরা শব্দ চলিয়া গিয়াছে, তখন বাঙ্গালা সমাসে এমন আপত্তি কি?"

"...বিসর্জন চলিয়াছে, সর্জ্জন চলে নাই; চলা প্রার্থনীয়ও নহে।... 'সৃজন' শব্দ সংস্কৃত ব্যাকরণসম্মত নহে। উহা বাঙ্গালা শব্দ;... বৈষ্ণব লেখকেরা উহা চালাইয়া গিয়াছেন। মৎস্য স্থলে মাছ... তৈল স্থলে তেল লিখিলে যদি ভুল না হয়, বহুকালের প্রচলিত সৃজন লিখিলেই বা এমন সাংঘাতিক ভুল কি হইবে? তবে সংস্কৃতজ্ঞের লেখনী যদি নিতান্তই কম্পিত হয়, তবে 'সৃষ্টি' লিখুন; অনুগ্রহপূর্বক সর্জ্জন লিখিবেন না।"

সংস্কৃতানুগ শুদ্ধতার দিকে প্রবল ঝোঁক থাকা সত্ত্বেও ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন:

"প্রাচীন কবিগণের মধ্যে সকলেই – অন্ততঃ অনেকেই – সংস্কৃত সাহিত্যব্যাকরণে সুপণ্ডিত ছিলেন। অথচ তাঁহাদিগের রচনায়, সংস্কৃত ব্যাকরণমতে যে সব দুষ্টপদ, তাহার অভাব নাই। ইহার কারণ কি? ইহাতে কি মনে হয় না, প্রাচীন আমল হইতে বাঙ্গালা ভাষার একটা প্রকৃতিসিদ্ধ ধারা চলিয়া আসিতেছে? ইহা কোন দিনই সংস্কৃত ব্যাকরণের ষোল আনা শাসন মানিয়া চলে নাই।"

রবীন্দ্রনাথের প্রবল ঝোঁক ছিল সংস্কৃত-ব্যাকরণের লঙ্ঘনের দিকে। কবিতায় তিনি "মনোসাধে" লিখেছেন, প্রবন্ধে প্রশ্ন তুলেছেন – "'মনোসাধে' আমাদের লজ্জা কিসের?" এবং "সাবধানী বলিয়া তখনি জিব কাটিতে যাই কেন? এবং 'আশ্চর্য হইলাম' বলিলে পণ্ডিতমশায় 'আশ্চর্যান্বিত হয়েন' কী কারণে"? -(শত, পৃ. ৯) তিনি নীচ -এর বিপরীতে নিচু নিচে শব্দ চালু করেছেন; সংস্কৃত ব্যাকরণ তার অনুকূল না হলেও নীচ এবং 'নিচু নিচে'র এই পার্থক্য বজায় রাখার আমরা পক্ষপাতী। তিনি রোদসী'র অনুসরণে ক্রন্দসীশব্দের অসংস্কৃত প্রয়োগ করেছেন, নিশ্চুপ উন্মুখর শশঙ্কিত চন্দ্রাবার প্রভৃতি হাঁসজারু শব্দ সৃষ্টি করেছেন, বেণু [অর্থাৎ বাঁশ] অর্থে বেতস শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং পরে একটি চিঠিতে লিখেছেন বেণু অর্থে বেতস চলবে [সংস্কৃতের অনুমোদন না থাকলেও]। তিনি 'সাম্রাজ্যিক আবশ্যিক' চালিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ কুলীন-এর অনুসরণে মূলীন শব্দ তৈরি করে original -এর প্রতিশব্দ হিশাবে চালাতে চেয়েছিলেন (সে অনুযায়ী মৌলিন্য হত originality'র প্রতিশব্দ) কিন্তু পারেননি সংস্কৃত-ব্যাকরণ-অনুযায়ী নয় বলে। adaptability'র বাংলা অভিযুজ্যতা চেয়েছিলেন, তার থেকে 'অভিযোজিত' করেছিলেন, কিন্তু পণ্ডিত বললেন 'যোজিত' নয়, 'যুক্ত' ব্যাকরণসম্মত। কিন্তু অভিযুক্ত মানে তো accused। রবীন্দ্রনাথ নিজ পক্ষে নজির দেখিয়েছিলেন – "পরমে



www.pathagar.com

ব্রহ্মণি যোজিত চিত্ত নন্দতি নন্দতি নন্দত্যেব।" রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডিত্য ছিল বিপুল কিন্তু নিজেকে তিনি পণ্ডিত বলেননি বলে আজ অনেকে তাঁকে অপণ্ডিত মনে করে।

তিনি বলেন–

"...যথার্থ বাংলা ভাষা প্রাকৃত ভাষা, সংস্কৃত ভাষা নয়।" (শত, দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায়)

"... বাংলা শব্দ ভাষার ভূষণ নহে, ভাষার অঙ্গ – সুতরাং তাহাকে বোপদেবের সূত্রে মোচড় দিলে চলিবে না,...." (পৃ. ১১৭)

"...সেকালের পণ্ডিতদের বাংলায় লেখা অনেক পুরানো পুঁথি দেখেছি। তার বানান তাঁরা বাংলা ভাষাকে প্রাকৃত জেনেই করেছিলেন। তাঁদের ষত্ব ণত্ব জ্ঞান ছিল না, একথা বলা চলে না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আমলেও এখনকার নব পণ্ডিতদের মতো ষত্ব ণত্ব নিয়ে মাতামাতি করা হয় নি। ...যাঁরা মনে করেছেন বাইরে থেকে বাংলাকে সংস্কৃতের অনুগামী করে শুদ্ধিদান করবেন, তাঁরা সেই দোষ করছেন যা ভারতে ছিল না।" (পৃ. ২৪১)

"প্রাকৃত ও পালি, বানানের দ্বারা নির্ভয়ে নিজের শব্দেরই পরিচয় দিয়াছে, পূর্বপুরুষের শব্দতত্ত্বের নহে। কেননা, বানানটা ব্যবহারের জিনিস, শব্দেতত্ত্বের নয়। পুরাতত্ত্বের বোঝা মিউজিয়াম বহন করিতে পারে। হাটে বাজারে তাহা যথাসাধ্য বর্জন করিতে হয়।...

"প্রাচীন বাঙালি, বানান সম্বন্ধে নির্ভীক ছিলেন, পুরানো বাংলা পুঁথি দেখিলেই তাহা বুঝা যায়।..." (পৃ. ২৫৮)

"দেশে শিশুদের পরে দয়া নেই তাই বানানে অনাবশ্যক জটিলতা বেড়ে চলেছে অথচ তাতে সংস্কৃত ভাষার নিয়মও পীড়িত বাংলার তো কথাই নেই।

"প্রাচীন ভারতে প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ লেখা হয়েছিল। যাঁরা লিখেছেন তাঁরা আমাদের চেয়ে সংস্কৃত কম জানতেন না। তবু তাঁরা প্রাকৃতকে নিঃসংকোচে প্রাকৃত বলে মেনে নিয়েছিলেন, লজ্জিত হয়ে থেকে থেকে তার পরে সংস্কৃত ভাষার পলস্তারা লাগান নি। যে দেশ পাণিনির সেই দেশেই তাঁদের জন্ম, ভাষা সম্বন্ধে তাঁদের মোহমুক্ত স্পষ্টদৃষ্টি ছিল।...যাঁরা যথার্থ পণ্ডিত তাঁরা অনেক সংবাদ রাখেন বলেই যে মান পাবার যোগ্য তা নয় তাঁদের স্পষ্ট দৃষ্টি।..." (পৃ. ৩২২ক-৩২২খ)

"...বাংলা গদ্য-সাহিত্যের সূত্রপাত হইল বিদেশীর ফরমাশে, এবং তার সূত্রধার হইলেন সংস্কৃত পণ্ডিত, বাংলা ভাষার সঙ্গে যাঁদের ভাসুর-ভাদ্রবউয়ের সম্বন্ধ।...এই সজীব ভাষা তাদের কাছে ঘোমটার ভিতরে আড়ষ্ট হইয়া ছিল... তাঁরা সংস্কৃত ব্যাকরণের হাতুড়ি পিটিয়া নিজের হাতে এমন একটা পদার্থ খাড়া করিলেন যাহার কেবল বিধিই আছে কিন্তু গতি নাই।..." (পৃ. ৩)

"...গোড়ায় দেখি তাহা সংস্কৃত ভাষা... কিছু সামান্য পরিমাণে তাহাতে বাংলার খাদ মিশাল করা হইয়াছে। এ একরকম ঠকানো। বিদেশীর কাছে এই প্রতারণা সহজেই চলিয়াছিল।"(পৃ.৪)

"সংস্কৃত বৈয়াকরণের উপর যখন জরিপ জমাবন্দীর ভার পড়ে তখন একেবারে বাংলার বাস্তুভিটার মাঝখানটাতে সংস্কৃত ব্যাকরণের খুঁটিগাড়ি হয়।..." (পৃ. ৫)

রবীন্দ্রনাথ আরও বলেন–

পাণ্ডিত্য অনেক সময় দুর্গম পথ সৃষ্টি করে [,] এবং সত্য সরল পথ অবলম্বন করিয়া চলে।" – (পৃ. ৬৬)



www.pathagar.com

এখানে স্মরণীয় – আহম্মকরাও চেষ্টা করলে অল্প বিস্তর পাণ্ডিত্য অর্জন করতে পারে বা পাণ্ডিত্যের ভড়ং দেখাতে পারে। সেক্ষেত্রে সমস্যা আরও ভয়ানক হয়।

এবং রবীন্দ্রনাথ আরও বলেন :

"ইতিহাসকে রক্ষা করা যদি অবশ্যকর্তব্য হয় তবে ডারউইন-কথিত আমাদের পূর্বপুরুষদের যে অঙ্গটি খসে গেছে সেটিকে আবার সংযোজিত করা উচিত হবে।" (পৃ. ২৪২)

"...যাঁদের সাহস আছে ও মাতৃভাষার উপর দরদ আছে, প্রাকৃত ভাষার জয়পতাকা কাঁধে লইয়া তাদের বিদ্রোহে নামিতে হইবে।" (পৃ. ৬)

"সংস্কৃত ভাষা ভালো করে জানা না থাকলে বাংলা ভাষা ব্যবহারের যোগ্যতা থাকবেই না, ভাষাকে এই অস্বাভাবিক অত্যাচারে বাধ্য করা পাণ্ডিত্যাভিমানী বাঙালির এক নূতন কীর্তি।"

"...লুচি ভাজতে হবে, এ স্থলে ভাজতে শব্দের জ [-এর উচ্চারণ] ইংরেজি z-এর মতো।"

"তাহাকে দিলাম' যদি সম্প্রদান-কারকের কোঠায় পড়ে তবে 'তাহাকে মারিলাম' সন্তাড়ন-কারক; 'ছেলেকে কোলে লইলাম' সংলালন-কারক; 'সন্দেশ খাইলাম' সম্ভোজন-কারক; 'মাথা নাড়িলাম' সঞ্চালন-কারক এবং এক বাংলা কর্ম-কারকের গর্ভ হইতে এমন সহস্র সঙের সৃষ্টি হইতে পারে।" (পৃ. ১০৭)

রবীন্দ্রনাথ চা'ব র'বে স'ব [সইব] গা'ব সমর্থন করেছেন। [রবীন্দ্রনাথের কাব্যে পাওয়া যাবে– "তুমি র'বে নীরবে...", "কী গা'ব আমি...," "তোমায় কাছে শান্তি চা'ব না"। এবং তাঁর কথা– "বুগ্‌ণ গরু দো'বে না বাক্যটা অকথ্য নয়।" [এর বিরোধিতা করেছেন বিজনবিহারী সংগতভাবেই কারণ রইতে গাইতে ধাইতে দুইতে ছাইতে চাইতে ইত্যাদির বিকল্প চলে না; কিন্তু তা সত্ত্বেও চা'ব গা'ব স'বে দো'বে প্রভৃতি অশুদ্ধ নয়।]

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন–

"কতকগুলি সংস্কৃত শব্দ বাংলায় স্ত্রী প্রত্যয় গ্রহণকালে সংস্কৃত নিয়ম রক্ষা করে না। যেমন সিংহিনী (সিংহী) গৃধিনী (গৃধী....) ...হংসিনী (হংসী) সুকেশিনী (সুকেশী) মাতঙ্গিনী (মাতঙ্গী) কুরঙ্গিনী (কুরঙ্গী) বিহঙ্গিনী (বিহঙ্গী) ভুজঙ্গিনী (ভুজঙ্গী) হেমাঙ্গিনী (হেমাঙ্গী)"।

লক্ষণীয় যে রবীন্দ্রনাথ 'অশুদ্ধ' বলার ধার-কাছ দিয়েও যাননি, বলেছেন– "বাংলায় ...সংস্কৃত নিয়ম রক্ষা করে না।" নাগিনী সাপিনী গোপিনী পাগলিনী কাঙ্গালিনী ননদিনী শ্যামাঙ্গিনী শ্বেতাঙ্গিনী চাতকিনী অনাথিনী অভাগিনী বাঘিনী অর্ধাঙ্গিনী প্রভৃতিও অনুরূপ শব্দ। রজকিনী'র সাথে কবিবর চণ্ডীদাস -এর নাম জড়িত, তাকে অশুদ্ধ বলা পাষণ্ডোচিত হবে। এখান থেকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা নিতে যাঁরা ব্যর্থ বা অনিচ্ছুক তাঁরা অতি বড় দুর্জন সন্দেহ নেই।

ভাষাচার্য সুনীতিকুমার [বয়সে অনেক ছোট হলেও] রবীন্দ্রনাথের চেয়ে অনেক বেশি রক্ষণশীল ছিলেন। কিন্তু বর্তমানের অনেক পণ্ডিতম্মন্য'র চেয়ে তিনি অনেক বেশি উদারপন্থী ছিলেন।

ভাষাচার্য সুনীতিকুমার লিখেছেন–

"..বাঙ্গালা-ভাষার নিজস্ব প্রকৃতি যে একেবারে সংস্কৃতের নহে, তাহা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে সুযুক্তির সহিত দেখাইয়াছেন, তাহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আমি আমার পুস্তকে সর্বত্র প্রচার করিবার চেষ্টা করিয়াছি।"

করুণাসিন্ধু দাস ভাষাচার্য সুনীতিকুমার সম্বন্ধে বলেন–



www.pathagar.com

"আধুনিক ভাষার ব্যাকরণ রচনায় সংস্কৃত-প্রাকৃতের মডেল ব্যবহারে অত্যন্ত সাবধানে পদক্ষেপ নেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। নির্বিচার গ্রহণের অত্যুত্সাহ কী বিপত্তি ঘটাতে পারে তা পরখ করে তিনি জানাচ্ছেন– 'ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের আর শ্রীরামপুরের পণ্ডিতদের হাতে পড়ে... বাঙলা ব্যাকরণ বলে লোকে সংস্কৃত ব্যাকরণের সন্ধি আর কৃত তদ্ধিত শব্দসিদ্ধি পড়তে লাগল'... অনেক স্থলে সংস্কৃতের অলংকার বাঙলার বোঝা হয়েছে, বাঙলাকে জীবন্মৃত করে ফেলেছে। সংস্কৃতের প্রেত-ঘাড়ে-করা বাঙলা দাঁড়াতে পারে না।' (বাঙলা ভাষার কুলজী, পৃ. ১০-১১)" (সব্যাভাপ্র. পৃ. ১৯০)

"আর্যামির ছুঁতমার্গকে পরিহাস করে তাঁর [সুনীতিকুমারের] ঐতিহাসিক মন্তব্য : 'বেদের সময় থেকেই আর্যভাষা অনার্যের ঘরে জাত দিয়েছে, তাকে আর কিছুতেই ঠেলে শুদ্ধ করে জাতে তোলা যায় না। (তদেব, পৃ. ৪)" (পৃ. ১৯১)

অক্ষয়কুমার দত্ত চালু করেছেন সৃজন। প্রাচীন কাব্যেও সৃজন ব্যবহৃত হত। সৃজন শব্দের ব্যাপারে ঈশ্বরচন্দ্রের নাম ওঠে, তিনি সৃজন ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন 'সৃজন'কে বুঝি-বা সর্জন করে ফেলা হয়। এখনও তা করা হয়নি, কিন্তু সম্ভাবনা এখনও নেই বলা যাবে না। কালীপ্রসন্ন 'সক্ষম' এবং রামমোহন রায় 'পৌত্তলিকতা' চালু করেছিলেন; সংস্কৃতে আছে পুত্তল পুত্তিকা। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর চালু করেছিলেন উভচর [সংস্কৃত মতে উভয়চর হওয়ার কথা]।

অজ্ঞতা অনেক সময় উপকারী। একটু জেনে ফেললেই অনেকে ভয়ংকর হয়ে ওঠে। যেমন 'উভয়চর' করার দুরাগ্রহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে। অজ্ঞতা ভাল জিনিশ – এটা কোনও ঠাট্টার কথা নয়। আমি আগেই বলেছি ব্যুৎপত্তি অনুসরণ করে বাংলা শব্দের ও তার বানানের শুদ্ধি-অশুদ্ধি ঘোষণা করা বদ কাজ।

তাছাড়া আরও বিবেচনা করুন – একটি উত্তম সিনেমা কী প্রক্রিয়ায় তৈরি হল সেটা দেখা কি সিনেমাটাকে উপভোগ করার জন্য সহায়ক? সংগীতের শ্রোতার কি সংগীতশিল্পীর গলা-সাধা বা রেয়াজ-করা দেখা ও শোনা দরকার? না। এমনকি কোন রাগের সংগীত শুনবে তার নামও জানা দরকার নয়। সংগীত যদি হয় নজরুলের এই গানটি– "মেঘ-মেদুর বরষায় কোথা তুমি..." তাহলে মেদুর শব্দের ব্যুৎপত্তি কি জানা দরকার? মেদ -এর সাথে মেদুর শব্দের সংশ্লিষ্টতা জানলে কি কাব্য সংগীত ইত্যাদি উপভোগে খুব সুবিধা হবে, যেখানে শরীরে মেদ জমলে চেহারা বিদঘুটে হয়, ডায়াবেটিস হৃদরোগ ইত্যাদির সম্ভাবনা ঘটায়? আর মেঘ-শব্দের ব্যুৎপত্তি জানলে? মিহ্ ধাতু থেকে মেঘ শব্দ নিষ্পন্ন। মিহ্ থেকে মূত্রার্থক শব্দও নিষ্পন্ন। সুতরাং কাব্য সাহিত্য সংগীত ইত্যাদি উপভোগের জন্য এবং সাধারণভাবে ভাষা ব্যবহারের জন্য শব্দের ব্যুৎপত্তির চর্চা সাধারণভাবে কতটা দরকারী, পাঠকই ভেবে দেখুন।

ব্যুৎপত্তির হিশাব কষে চললে rhinoceros-কে সংক্ষেপে rhino বলা যেত না, helicopter-কে সংক্ষেপে copter বলা যেত না; কারণ rhinoceros কথাটার মানে যার নাকের উপরে শিং (ceros) আছে, সুতরাং শুধু rhino মানে নাক ছাড়া আর খুব একটা বেশি কিছু নয়, আর helicopter হচ্ছে helico (<helix) + pter যার helico'র co এবং pter মিলিয়ে copter বলা 'ব্যাকরণ-সম্মত' হয় না। কিন্তু ব্যুৎপত্তি আর ব্যাকরণ তো ভাষা নয় সুতরাং rhino এবং copter চলবে। লোশন (lotion) প্রীতিকর সুঘ্রাণের জন্য মানুষ শরীরে গ্রহণ করে, এমনকি মুখের ভিতরেও নেয়, যাতে নিঃশ্বাসে সুগন্ধ ছাড়া অন্য কিছু না থাকে। lotion শব্দটি ল্যাটিন শব্দ lotium থেকে, তার অর্থ মূত্র।



www.pathagar.com

বাংলা ভাষায় সংস্কৃত মতে কোনও শুদ্ধ শব্দ আছে কি না সন্দেহ – রবীন্দ্রনাথ বলেছেন তৎসম শব্দগুলি আমাদের অর্থাৎ বাঙালিদের উচ্চারণ অনুযায়ী পরিবর্তিত বানানে লিপিবদ্ধ করা হলে সেগুলি আর কোনও ক্রমেই তৎসম থাকত না। আর প্রাকৃত ভাষাগুলিতে বানানেও খুব বেশি শব্দে আমাদের বাংলার মতো তৎসমত্ব ছিল না। বিপুল সংখ্যক 'তৎসম' শব্দে বাংলা অর্থ কিন্তু সংস্কৃতে যা আছে তার থেকে আলাদা, সেসবের খবর কম-বুদ্ধির পণ্ডিতম্মন্যরা যত কম জানে ততই ভাল। বেশি জানলে তাঁরা অক্লেশে 'অশুদ্ধ' ও 'অপপ্রয়োগ'-এর ফিরিস্তি বাড়িয়ে ফেলবে।

*সংস্কৃত ব্যাকরণ ও ভাষা প্রসঙ্গ* বই-এ করুণাসিন্ধু দাস লিখেছেন–

"...ব্যাকরণসম্মত নয় এমন বহু বহু শব্দ ব্যাকরণের মূর্ধন্যপুরুষ প্রবর্তকরাই ব্যবহার করে আসছেন। ইতিহাস, পুরাণ, স্মৃতিগ্রন্থে ভূরি ভূরি এমন প্রয়োগ মিলবে। ব্যাকরণের সূত্রগুলিও নির্দোষ নয়। কোথাও 'বহুল' শব্দ দিয়ে কোথাও উদার ব্যাখ্যার কৌশলে ঐসব দোষত্রুটি এড়ানোর চেষ্টা ব্যাকরণ সম্প্রদায়ে দেখা যাচ্ছে।" (পৃ. ১০)

"প্রয়োগ সম্বন্ধে বিধানটি কি এই যে শুদ্ধশব্দই প্রয়োগ করতে হবে, নাকি শুদ্ধশব্দ প্রয়োগ করতেই হবে? প্রথমটি বলা নিরর্থক, কেননা শব্দের অশুদ্ধির প্রশ্নই ওঠে না। ...আসলে শুদ্ধ-অশুদ্ধ-ভেদে শব্দের বিভাগটাই অযৌক্তিক।" (পৃ. ১১)

"...অবশ্য শুদ্ধ অশুদ্ধ ভেদে শব্দ বিচারের প্রবণতা পরিহার করে ভাবপ্রকাশক্ষম যাবতীয় শব্দ ও ভাষাকে সমান মর্যাদা দানের দুর্লভ কৃতিত্ব চার্বাকের।" (পৃ. ১৩)

"...আসলে, শব্দের শুদ্ধ বা অশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারটাই আপেক্ষিক, তা স্থানকালপাত্র-নিরপেক্ষ নয়, এটা প্রাচীনরাও বুঝেছিলেন।" (পৃ. ৮)

অর্থাৎ এমনকি প্রাচীনরাও বিশ্বাস করতেন না যে শব্দের এবং শব্দের প্রয়োগের শুদ্ধতা ঐশী নির্দেশে নির্ধারিত। সংস্কৃতে z-এর ধ্বনি নেই, কিন্তু ঈশ্বর z-এর ধ্বনি উচ্চারণ করতে পারতেন না বা পারলেও পছন্দ করতেন না এমনটাও নিশ্চয়ই তাঁরা বিশ্বাস করতেন না।

রবীন্দ্রনাথ যদিও বলেছেন সংস্কৃত নিয়ম অনুসারে তৎসম শব্দের বানান করতে আমরা বাধ্য কিন্তু তাঁর কাজ থেকে প্রমাণিত হয় তাঁর মনোভাব অন্যরকম ছিল, আমরা একটু আগে দেখেছি।

"শব্দের অশুদ্ধির প্রশ্নই ওঠে না... আসলে শুদ্ধ-অশুদ্ধ-ভেদে শব্দের বিভাগটাই অযৌক্তিক"– এটা কিন্তু কথার-কথা নয়, এটাই সত্য। নইলে সমগ্র মানবজাতির জন্য একটিমাত্র শুদ্ধ ভাষা থাকত, ভাষাটা হত মোটামুটি ষাট হাজার বছরের পুরানো, এবং তার প্রয়োগের শুদ্ধি-অশুদ্ধি বিচার করত হয়তো একটি গণ্ডার। বিবেচনা করতে হবে প্রাকৃত ভাষাগুলি এবং তৎপরবর্তী তথাকথিত অপভ্রংশ-গুলি অশুদ্ধ কি না। অপভ্রংশ অন্যায় নাম-করণ। সেসব ভাষা শুদ্ধ। প্রাচীন ইংরেজি শুদ্ধ ছিল, যদিও তা আধুনিক ইংরেজি থেকে অনেক আলাদা। অশোক-লিপিগুলিতে যেসব ভাষা দেখা যায় তা সব শুদ্ধ ছিল এটা মনে রাখতে হবে। 'দেবানং পিয়ো পিয়দসি লাজা' বা 'দেবানং পিয়স পিয়দসসা লজিনে' হোক বা 'দেবানং পিঁয়স পিঁয়দসি রাঞো' হোক – শুদ্ধ ছিল।

* * *

বাংলাতে নাকি তৎসম, অর্ধ- বা বিকৃত-তৎসম, তদ্ভব, দেশী এবং বিদেশী – এই কয় রকমের শব্দ আছে। তাই যদি হয় তাহলে বাংলা শব্দ কোথায়?



www.pathagar.com

ভাষাচার্য সুনীতিকুমার জানাচ্ছেন অধিকাংশ 'তদ্ভব শব্দ প্রাকৃত-জ; আর বাংলা-ভাষাই যখন প্রাকৃত থেকে, তখন প্রাকৃত-জ শব্দ বাংলা-শব্দই। 'বিদেশী'-শব্দের অধিকাংশ বিনা চেষ্টায় মূল থেকে পরিবর্তিত উচ্চারণে বাংলা ভাষার অঙ্গীভূত হয়েছিল। সুতরাং সেগুলিও বাংলা, সেগুলির বানান বাংলা উচ্চারণ অনুযায়ী হতে হবে। দেশী শব্দ নিয়ে বিশেষ কিছু বলার নেই, ওগুলি স্রেফ বাংলা শব্দ। তথাকথিত অর্ধ- বা বিকৃত-তৎসম এবং তৎসম অনেক শব্দই ঋণ করার আগেই বাঙালির মুখে স্থান নিয়েছে। এর-পরে থাকল ঋণ করা শব্দ, তার মধ্যে তৎসম অর্ধ/বিকৃত-তৎসম তদ্ভব দেশী বিদেশী সবই থাকতে পারে। এখানে উল্লেখ করা উচিত মনে করছি যে আঞ্চলিক ও কথ্য শব্দ বলে বিবেচিত শব্দের মধ্যে আছে অজস্র খাঁটি সংস্কৃত অর্থাৎ তথাকথিত তৎসম শব্দ, খাঁটি আরবি/ফার্সি/তুর্কি/ইউরোপীয় শব্দ, এবং খাঁটি সংস্কৃত ও আরবি/ফার্সি/তুর্কি/ইউরোপীয় শব্দের পরিবর্তিত রূপ। খাঁটি সংস্কৃত শব্দও মানুষের মুখে গেলে তা 'অশুদ্ধ' হয়ে যায় এ দেশে। মানুষের মুখে অবশ্য এমনও অজস্র শব্দ আছে যার ব্যুৎপত্তি পাওয়া যাবে না কিন্তু সেগুলি শিষ্ট, সংস্কৃত এবং ধ্রুপদী গ্রীক লাটিন প্রভৃতি ভাষার শব্দের চেয়েও শিষ্ট।

সুতরাং বাংলা-শব্দের যে ভাগাভাগি সাধারণত করা হয় তা অনেকটা অর্থহীন।

অথবা বলা যায় সংস্কৃত শব্দেরও অনুরূপ ভাগভাগি চলে। সংস্কৃতে এমন শব্দ আছে যা অন্য সংস্কৃত শব্দ থেকে অপভ্রষ্ট; সেগুলিকে অপভ্রষ্ট-শব্দ বলা যায়। সংস্কৃতে যেসব শব্দ অনার্য ভারতীয় ভাষাসমূহ থেকে নেওয়া, সেগুলিকে কৃতঋণ-দেশি-সংস্কৃত শব্দ এবং সংস্কৃতে গৃহীত মূলত পারসিক চৈনিক গ্রীক লাটিন শব্দগুলিকে কৃতঋণ-বিদেশি-সংস্কৃত শব্দ বলা যেতে পারে।

সংস্কৃতের বৈয়াকরণরা অসংস্কৃত সকল ভাষাকে অপভ্রংশ বলেছেন, বাংলার ভাষাতাত্ত্বিকগণ সেই নিন্দাসূচক অভিধাকে ভাষাতাত্ত্বিক পরিভাষিক হিশাবে চালিয়ে আসছেন। কিন্তু প্রাচীনকালেই অনেক সাহিত্যিক বলে গিয়েছেন যে সংস্কৃত ভাষা কর্কশ এবং প্রাকৃত ভাষা সুমিষ্ট। পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহোদয়ের মতও তাই। সুতরাং প্রাকৃত ভাষা ও শব্দাবলী সম্বন্ধে অপভ্রংশ অপভ্রষ্ট অবহট্ট প্রভৃতি অভিধা প্রত্যাখ্যান করা কর্তব্য। তার বদলে সংস্কৃতেই যে-সব শব্দ গড়াগড়ি এবং ডিগবাজি খেয়েছে সেগুলিকেই আমরা অপভ্রষ্ট বলব। এসব ছাড়া অনেক সংস্কৃত শব্দ সংস্কৃত ব্যাকরণেই নিপাতনে সিদ্ধ বা নিয়মবহির্ভূত বলে চিহ্নিত হয়, অনেক কিছু ব্যবহার দ্বারা সিদ্ধ ['লোকাৎ'] অর্থাৎ প্রয়োগ-সিদ্ধ বলে চিহ্নিত হয়।

বাংলায় যা তথাকথিত তদ্ভব, সুনীতিকুমার সংগতভাবেই তাকে প্রাকৃত-জ বলেছেন। বাংলা ব্যাকরণ এবং বানান অভিধান থেকে 'তদ্ভব' কথাটি বাতিল হওয়া বাঞ্ছনীয়। কথাটি বরং অনেক সংস্কৃত শব্দের বেলায় প্রযোজ্য। পৃথ্বী এবং পৃথিবী বিবেচনা করুন। দুটিই সংস্কৃত। এবং দুই-এর যেকোনও একটি কি অন্যটি থেকে উদ্ভূত (অতএব তদ্ভব) নয়? যাতনা-কে অনেকে বাংলায় 'তদ্ভব' শব্দ বলে ভাবছেন। আসোলে যন্ত্রণা যাতনা দুইই তৎসম। এর থেকে পরিষ্কার যে, যাকে আমরা বাংলায় অর্ধ-তৎসম বা তদ্ভব ভাবি তা আসোলে অনেক ক্ষেত্রে সংস্কৃতই, অর্থাৎ বাংলার হিশাবে 'তৎসম', অর্থাৎ সংস্কৃত শব্দ। পর্শুর বিকল্প পরশু সংস্কৃতেই আছে, এখন 'পরশু'কে 'পর্শু'র তদ্ভব রূপ বলতে কোনও অসুবিধাই নেই। এমন জোড় আরও পাওয়া যাবে। স্বর্ণ সুবর্ণ, অগুরু অগ্রু, দ্যুতি জ্যোতি, গৃহ গেহ, স্তম্ভঘ্ন স্তম্ভঘন, অম্ল অম্বল, লোষ্ট্র লোষ্ট, হেষা হেষা, মহীধর (বাংলায় সুপরিচিত; যার অর্থ পাহাড়) এবং মহীধ্র [সংস্কৃত ব্যাকরণে এরই দেখা মেলে]। 'সানু'র বিকল্প স্নু হয়। তদ্রূপ দারু হয় দ্রু, যেমন 'শতদ্রু'তে। জানু হয় জ্ঞু, যেমন উর্ধ্বজ্ঞু'তে; অর্থাৎ উর্ধ্বজ্ঞু=উর্ধ্বজানু। এর বিপরীতে সর্বজ্ঞ বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞ অজ্ঞ ইত্যাদি শব্দ তুলনা করুন [পুস্তকান্তরে 'উর্ধ্বজ্ঞু' পেয়েছি] বিজনবিহারী ভট্টাচার্য বলছেন নাপিত শব্দ স্নাপয়িতা



www.pathagar.com

থেকে (পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য বলছেন স্নাপিত থেকে)। নাপিত সংস্কৃতই, সুতরাং বলা যায় স্নাপয়িতা থেকে (বা স্নাপিত থেকে) অপভ্রষ্ট সংস্কৃত শব্দ নাপিত। যজ্ থেকে ইষ্টা ইজ্যা দুইই হয়। সংস্কৃতে 'পত্র' স্থানে 'পতত্র'-ও হয়।

বাংলা ব্যাকরণে শব্দের উৎপত্তির আলোচনায় বর্ণ বা ধ্বনির স্থান পরিবর্তনের কথা, ধ্বনি-পরিবর্তনের কথা এবং ধ্বনির আগমন ও লোপের কথা বলা হয়। এমন ধারণা তাতে জন্মে যে ওসব দোষ শুধু প্রাকৃত ও পাকৃত-জ শব্দের বেলায়।

তবে সংস্কৃতে কী হয় তা-ও দেখা যাক। 'বানর' থেকে প্রাকৃতে বান্দর হওয়ার মতো ব্যাপার সংস্কৃত'র পক্ষেও বিসদৃশ কিছু নয়। বৈদিক 'সূনরী' পরে সংস্কৃতে সুন্দরী হয়েছে, পক্ষ থেকে প্রাকৃতে পুঙ্খ হওয়ার পরে সেই পুঙ্খ সংস্কৃতে ফিরেছে অর্থাৎ পুঙ্খ সংস্কৃতায়িত হয়েছে। ঋদ্ধ ঋদ্ধি প্রভৃতি শব্দের মূলে 'ঋধ্'। সংস্কৃতের নিয়মে ঋদ্ধ থেকে আর্দ্ধ্য হয়। এই আর্দ্ধ্য থেকে যে আঢ্য হল তাকে তদ্ভব না-বলার কী আছে? আঢ্য কিন্তু সংস্কৃত শব্দ। নৃত্য থেকে জাত লৌকিক 'নট' শব্দের প্রচুর ব্যবহার আছে সংস্কৃত সাহিত্যে। 'বৃত' থেকে প্রাকৃতে হয় 'বট', সেই 'বট' পরে সংস্কৃতে গৃহীত হয়। সংস্কৃত ক্রীড় থেকে লৌকিক ক্রেড় হয়ে 'খেল' হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যে এই খেল-এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়– "অরবিন্দমিদংবীক্ষা খেলৎখঞ্জমঞ্জুলম্"। খুল্ল সংস্কৃত শব্দ [খুল্লতাত স্মরণীয়; খুল্ল থেকে খুড়ো। খুড়ো অবশ্য সংস্কৃত নয়] কিন্তু খুল্ল এসেছে ক্ষুদ্র থেকে।

এখানে স্মরণ করা যেতে পারে – অনেকে দোষ ধরেন আমরা ক্ষ-এর উচ্চারণ ক্স করি না বলে। কিন্তু সংস্কৃতে ক্ষুদ্র থেকে খুল্ল হল, 'ক্ষুল্ল' বা 'শূল্ল' তো হয়নি। আবার ক্ষিপ্রা থেকে শিপ্রা। মানে, ষ-এর দুইরকম উচ্চারণ প্রচলিত ছিল; এক, sh-এর মতো; এবং দুই, kh-এর মতো। (আশামি ভাষায় ষ-এর উচ্চারণ বর্তমানে kh-এর মতো)। ক্ষিপ্রা থেকে লৌকিক রূপ হয়েছিল শিপ্রা, কালিদাসের কাব্যে এই শিপ্রা'র ব্যবহার আছে।

কক্ষ থেকে হয়েছিল কচ্ছ, এখানে 'শ' থেকে 'ছ'-এ রূপান্তর। কালিদাসের কাব্যে 'কচ্ছ'র প্রয়োগ আছে। মক্ষিকা থেকে মাছি, কক্ষ থেকে কাছে, ক্ষুর থেকে ছুরি, ক্ষার থেকে ছার (>ছারখার), শাব থেকে ছাও, শক্তু থেকে ছাতু, ক্ষাম থেকে ছাম (>ছিমছাম)। অনুরূপভাবে বিচ্ছিরি — বাংলায় প্রাকৃত-জ রূপ। কিন্তু সংস্কৃতে যে প্রচ্ছ থেকে প্রশ্ন হয়, উদ্+শ্বাস = উচ্ছ্বাস, উদ্ +শৃঙ্খল = উচ্ছৃঙ্খল, তদ্+ শাস্ত্র= তচ্ছাস্ত্র, তদ্ + শীল = তচ্ছীল (>তাচ্ছীল্য*), সৎ + শূদ্র =- সচ্ছূদ্র, হৃদ্ + শোক = হৃচ্ছোক, তদ্ + শোক = তচ্ছোক ইত্যাদি হয়, তাতেও আমাদের খেয়াল হয় না যে সংস্কৃতেই শ > ছ এবং ছ>শ হয়ে থাকে।

'বিকট'-এ 'এল' যোগে হওয়ার কথা 'বিকটেল' কিন্তু আমাদের তা না হয়ে হল 'বিটকেল' [উচ্চারণ বিট্‌কেল]। 'দীর্ঘ' থেকে দীরঘ, অতঃপর বাংলায় দীঘল/দিঘল। 'তিলক' থেকে 'টিকলি'। হ্রদ>'দ্রহ' এবং তার থেকে 'দহ', 'ডহর' [ময়মনসিংহে খাগ-ডহর, নারায়ণ-ডহর স্থানের নাম]। অন্যত্র 'ডর' পাওয়া যাবে। তেমনি আবেস্তা'র 'বফ্র' থেকে পার্সিতে বর্‌ফ, তার থেকে বরফ। আরবি 'কুফ্‌ল্ থেকে আমাদের হয়েছে 'কুলুপ'। তুর্কি 'বুক্‌চহ্' থেকে 'বোঁচকা' এসেছে। বারাণসী বেনারস হয়েছে। গুর্জর রাষ্ট্র হয়েছে গুজরাট। কিন্তু এবার দেখা যাক সংস্কৃতে কী হয়েছে।

---

* সংস্কৃতের এই তাচ্ছীল্য'র সাথে বাংলা তাচ্ছিল্য'র কোনও সম্পর্ক নেই, শুধু ধ্বনিগত আপতিক মিল আছে। যাঁরা তাচ্ছিল্য-কে 'তৎসম' বলে চিহ্নিত করেন তাঁরা বিভ্রান্তি ছড়ান।



www.pathagar.com

বৈদিক শব্দ বহ্নী পরে সংস্কৃতে বল্লীক হয়েছে [বর্ণ-বিপর্যয়, তদুপরি র>ল], তা না হলে কবি বাল্মীকি'র নাম বাহ্নী হতে পারত। সিংহ শব্দটি হয়েছে হিন্‌স থেকে। তেমনি ম্লা থেকে নাম। শ্রথ্ থেকে শিথিল — র-এর ল্ হওয়াও লক্ষণীয়। সংস্কৃতে শ্লথ-ও আছে। ["গতি শ্লথ করল ঘোড়াটা"] এর সাথে ইংরেজি sloth তুলনীয়। অকল্পনীয় মনে হলেও, এই একই কাণ্ড ঘটেছে শীর্ষ ও শিখর শব্দদুটির মধ্যে। ষ-এর উচ্চারণ খ-এর মতো হলে শীর্ষ হয় শীর্খ, তার থেকে বর্ণ-বিপর্যয়ে শিখর — অত্যন্ত সহজ হিশাব।

যাহোক, বৈদিক শ্রীর থেকে পরে শ্লীল হয়েছে, নইলে অশ্লীল শ্লীলতা স্থানে অশ্রীর শ্রীরতা হত। রোহিত রোমন থেকে লোহিত লোমন হয়েছে। বিড়াল-এর মূলে বৃক, তার থেকে প্রথমে বিরাল হয়েছিল, পরে বিড়াল। মিশ্র'র বেলায় উল্টা— মিশ্ল ছিল, পরে মিশ্র হয়েছে। বাংলা 'মিশেল' তুলনীয়। সংস্কৃত ভীরু/ভীরুক-এর সিদ্ধ বিকল্প ভীলুক। শুক্র ও শুক্ল একই মূল শুচ্ থেকে ব্যুৎপন্ন, শুদ্র-ও তাই। তরুণ-এর সিদ্ধ বিকল্প 'তলুন'। রশুন-এর লশুন। ধূম্র এবং ধূমল দুই-এর একই অর্থ; ধূম্র থেকেই ধূমল হয়েছে, তা না হলে ধূমল থেকে ধূম্র। কর্ম+ সো+অ = কল্মষ; র-স্থানে ল্ (তা সত্ত্বেও স না-হয়ে ষ হল — নিমিত্ত ছাড়াই ষত্ব)। ঋ থেকে অরি, তবে অলি-ও ঋ থেকেই।

অথচ অনেকেই মনে করেন সংস্কৃত শব্দ বাংলায় আসলেই এমনটা হয় কারণ বাংলা ঘোল ভাল শুলপি উলঙ্গ আমরুল এসেছে মূলত ঘূর্ণ ভদ্র শূর্প নগ্ন অম্ললোনী থেকে। 'উলঙ্গ'য় উপরন্তু বর্ণ বিপর্যয়, এবং উ আগম।

ইংরেজরা কৃষ্ণনগরকে Krisnagar ('কৃস্নগর') শ্রীরামপুরকে Serampore এবং বারাণসীকে Benares করেছিল। 'Neapolis' ইংরেজিতে Naples (নেইপল্‌স্) এবং আরবিতে 'নাবলুস'। শশ-শঙ্কিত'কে রবীন্দ্রনাথ করেন শশঙ্কিত। কিন্তু বৈদিকে পাদোদক-এর পাদোক রূপ ছিল। উদককুম্ভ থেকে উদকুম্ভ হয়। ধ্রুবপদ থেকে হয় ধ্রুপদ। পলল (=মাংস) পরে পল হয়, তার থেকে পলান্ন (=পোলাউ)। অন্য অর্থের পলল থেকে 'পলি' হয়েছে। স্থাননাম 'দেবদাস' 'দেবাস'-এ পরিণত। গঞ্জজিকা থেকে হয় গঞ্জিকা।

আরবি 'উজ্জু' থেকে বুজু (যেমন — মামলা বুজু) হয়েছে। উপকথা হয়েছে রূপকথা। omlet হয়েছে মামলেট। বেশ। কিন্তু সংস্কৃতেও অশ্+ই = রাশি, অশ্+ মি = রশ্মি হয়েছে। অশ্ থেকেই রশনা-ও হয়েছে (এবং যশ-ও হয়েছে)।

সংস্কৃত প্রথমিল থেকে বাংলা পহেলা, ম্রক্ষণ থেকে মাখন, ত্রোটি থেকে টুটি, বহিত্র থেকে বৈঠা। ব্রাহ্মণ থেকে বামুন। ত্রসর থেকে তশর। কিন্তু সংস্কৃত ঘট এসেছে সংস্কৃত গ্রথ থেকে। তেমনি পঠ এসেছে প্রথ থেকে।

মৃত্তিকা থেকে মাটি। কিন্তু সংস্কৃতেও বিকট হয়েছে বিকৃত থেকে, কীকট কিংকৃত থেকে। প্রাকৃতেরই প্রভাবে বিকৃত কিংকৃত হয়েছিল বিকট কীকট, দ্যুতি হয়েছিল জ্যোতি; প্রথ গ্রথ থেকে পঠ ঘট, শ্রীর ক্ষুদ্র থেকে শ্লীল খুল্ল হয়েছিল; মেহ থেকে হয়েছিল মেঘ, বৃন্দ থেকে হয়েছিল বুন্দ, কর্মন্ থেকে কর্ম।

একেবারে খাঁটি সংস্কৃত সন্ধির নিয়মে তদ্+হিত = তদ্ধিত হয়। ধা-মূল থেকে হিত। অন্তর্ধান, কিন্তু অন্তর্হিত। কিন্তু সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন ধিত কথ্য 'সংস্কৃত'য় ছিল, তার থেকে বৈদিকে হয় 'হিত'। "সুধিত (৭/৪/৪৫) শব্দে ধিত শব্দের প্রয়োগ আছে।" — (পাঅ, ভূমিকাংশে) ধিত লোপ পেয়েছে কিন্তু তদ্ধিত'র মতো শব্দে সন্ধির নিয়মের মাধ্যমে লুপ্ত 'ধিত' ফিরে আসছে। তবে মন থেকে মধু হয়, হন স্থানে ঘন, ঘ্ন, ঘ, এবং বধ 'আদেশ' হয়, যেমন হন থেকে ঘাত আঘাত (কিন্তু আহত, নিহত), শত্রুঘ্ন, অন্তর্ঘণ অয়োধন, পরিঘ, বধ ইত্যাদি।



www.pathagar.com

জিঘাংসায় হন্ স্থানে ঘন তো হয়ই, একটি 'জ'-এর আবির্ভাবও ঘটে। হন্ থেকে ঘোর (হন+অচ (প্রত্যয়) = ঘোর)। হিম শব্দও হন থেকে নিষ্পন্ন। কোনটা লৌকিক থেকে আর কোনটা আকাশ থেকে আসা, বলা মুশকিল (দুহ্ থেকে ধুক, দ্রুহ থেকে ধ্রুক [→মিত্রধ্রুক] হতে দেখা যাবে সংস্কৃত ব্যাকরণে। লিহ্ থেকে জিহ্বা হয়, লীঢ় হয় (লিহ্+ত = লীঢ়)। হা+নু = জহ্নু হয়, দহ্+গ > 'নগ' নাকি হয়।

নিচের সংস্কৃত শব্দগুলিতে ব্যঞ্জনের আগম ও লোপ এবং অন্য প্রকারের পরিবর্তন লক্ষ্য করুন:

ন্ আগম:
কু-, অর-, গো- বিদ্ + অ = কুবিন্দ, অরবিন্দ, গোবিন্দ
কু + দ = কুন্দ
কৃৎ + অক = কৃন্তক
গড্ + উষ = গণ্ডূষ
প্যায়্ + ত = পীন [য = ইঅ, য়্ = ইঅ্, ঈ-কার থাকল, অ+আ লোপ হল]
সুপথি + তর =সুপথিন্তর

ঙ্ আগম:
অশ্ + উ = অংশু
শৃ + গ = শৃঙ্গ
ভৃ + গ = ভৃঙ্গ
ভৃ + গার = ভৃঙ্গার

ঞ্ আগম:
রাত্রি + চর = রাত্রিঞ্চর

ট্ আগম:
অশ্ + অ = অষ্ট

ষ্ আগম:
বা + প = বাষ্প

দ্ আগম:
শৃ + উল = শার্দুল [ অধিকন্তু ঋ-এর বৃদ্ধি ]
অন্যদর্থ, অন্যদাশা, অন্যদীয়

ব্, ভ্ আগম:
তম্ + উল = তাম্বুল
[অধিকন্তু অ→আ]
কিল্ + ইষ = কিল্বিষ
জম্ + উ = জম্বু
গম্ + ঈর = গম্ভীর


www.pathagar.com

ম্ আগম:
লক্ষ্ + ঈ = লক্ষ্মী
কশ্ + ঈর = কশ্মীর
বী + ব = বিম্ব

ন্ লোপ :
কন্প্ + ওল = কপোল
সম্ + ইন্ধ = সমিধ
সম্ + ইন্ধ্ + ত = সমিদ্ধ
বন্ধ্ + ইর = বধির
বন্ধ্ + ত = বদ্ধ
রোমন্ + শ = রোমশ
পর্বন্ + ত = পর্বত
অন্গ্ + র = অগ্র
ঊর্নু + উ = ঊরু [অধিকন্তু উ লোপ]
উন্দ্ + ত = উৎস
উন্দ্ + অক = উদক
নিন্দ্ + র = নিদ্রা
ভন্দ্ + র = ভদ্র
মন্ক্ + উর = মকুর, মুকুর
অন্গ্ + নি = অগ্নি
সন্জ্ + থি, ত= সক্থি, সক্ত
মন্থ্ + ইলা = মিথিলা [অধিকন্তু অ→ই]
মন্থ্ + উরা = মথুরা
রন্জ্ + অক, ত = রজক, রক্ত
[রূপা অর্থে রজত-শব্দ এবং ধুলা অর্থে রজ-শব্দ রন্জ্ থেকেই]
স্তন্ভ্ + ত = স্তব্ধ
ধ্বন্স্ + ত = ধ্বস্ত
শন্স্ > শস্ত
ভ্রন্শ্ + ত = ভ্রষ্ট
গ্রন্থ্ > গ্রথিত
মন্থ্ > মথিত

ঞ্ লোপ :
তঞ্ + র = তক্র
বঞ্ + র = বক্র

ম্ লোপ :
রম্ + থ = রথ



www.pathagar.com

কিম্ + দৃশ্ + অ = কীদৃশ
কম্প্ + ই = কপি

ঙ্ লোপ :
মঙ্ক্ + উট = মুকুট
মঙ্ক্ + উল = মুকুল
[অধিকন্তু অ→উ]

ভ্→ম্ভ
উপ-আ-লভ্ + অ = উপালম্ভ

ক্ আগম:
রাজকীয়, পরকীয়, স্বকীয়

আন্ আগম:
ইন্দ্র + ঈ = ইন্দ্রাণী

ত্ আগম:
কৃ + য = কৃত্য
ভৃ + য = ভৃত্য
বস্ + সর = বৎসর
অস্ + র = অস্ত্র

গ্ আগম:
মদ্ + উর = মদ্গুর

ষ্ আগম:
স্ + অপ = সর্ষপ

চ্/জ্→গ :
উচ্ + র = উগ্র
সৃজ্ + আল = শৃগাল
[অধিকন্তু স—শ]
স্রজ্ + ধর = স্রগ্ধর

চ্→দ্ :
শুচ্ + র = শূদ্র [উপরন্তু আদি স্বরের বৃদ্ধি]

চ→ছ : চন্দ্ + অ = ছন্দ


www.pathagar.com

ম→ত্ :
গম্ + অর = গত্বর
গম্ + ত্র = গাত্র

ত্→ন্ :
অৎ + ত্র = অন্ত্র

স্→ঙ্
উরস্ + গম = উরঙ্গাম

অ→ই-কার :
কন্ + ব : = কিম্ব
শম্ + ব = শিম্ব

[হ্ —স্থানে র্ ] :
মুহ্ + খ = মুর্খ

হ্, লোপ :
নহ্ + খ = নখ

জ্ লোপ :
ভ্রাজ্ + তৃ = ভ্রাতৃ

ই লোপ :
দিতি + য = দৈত্য
অ, ন লোপ :
রাজন্ + য = রাজ্য

আ লোপ :
স্যন্দ্+ উর = সিন্দূর [য = ইঅ]
স্যন্দ্→সিন্ধু

ব্ লোপ :
ধুর্ব্ + ত = ধূর্ত

চ্ লোপ :
মুচ্ + ত্র = মূত্র


www.pathagar.com

ষ লোপ :
কুষ্ + স্নি = কুক্ষি

স লোপ :
অর্নস্ + ব = অর্ণব
সৃ + উ = রজ্জু

ঘাস<অদঃ আবার অদ্ + ত = অন্ন, সুতরাং অন্ন ও ঘাস সমমূল। ছিদ্ ভিদ্ সদ্ থেকে যেমন ছিন্ন ভিন্ন সন্ন হয় ঠিক তেমনি 'অন্ন' শব্দেরও উৎপত্তি অদ্ থেকে —অদ্ + ত = অন্ন। অন্ন অর্থ এখন বাংলায় প্রধানত 'ভাত' কিন্তু মূল অর্থ ছিল যে কোনও খাদ্য [মিষ্টান্ন অন্নবস্ত্র তুলনীয়]। ঘাস-এরও অর্থ মূলত ছিল যে কোনও খাদ্য। এদিকে ক্ষীর = ঘস্ + ঈর।

বেণু<অজ, বীর<অজ্; বেণু (বাঁশ) এবং বীর সমমূল শব্দ। নভ<নহ্, নাভি<নহ্; নভ (= আকাশ) ও নাভি সমমূল শব্দ। মেঘ এবং মূত্রার্থক মিহ্-ধাতু-নিষ্পন্ন শব্দ সমমূল। সিন্ধু (<স্যন্দ্) এবং সিন্দূর (<স্যন্দ্) সমমূল্। উন্দ্>ইন্দু, উন্দ্>উৎস।

সদ্→সন্ন। তেমনি ছিন্ন, ভিন্ন বিপন্ন; কিন্তু মদ্ থেকে 'মন্ন' নয়, মত্ত; বদ্ থেকে বন্ন বত্ত কোনও-টা নয় বরং উদিত [অনূদিত স্মরণীয়]। ধ্বন্ + ক্ত = ধ্বান্ত ( = অন্ধকার) এবং ধ্বনিত (= শব্দিত)। ধ্বান্ত ও ধ্বনিত দুইই একটি মাত্র নিয়মে সিদ্ধ হতে পারে না। সম্ + ধা + ক্ত = সহিত, সংহিত; কিন্তু দুইই একটি মাত্র নিয়মে সিদ্ধ হতে পারে না। সম্ + তন্ + ক্ত = সতত, সন্ত; উপরের মন্তব্য প্রযোজ্য।

* * *

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

"বাংলা ভাষার সহিত আসামি ও উড়িষ্যার [ভাষার] যে-প্রভেদ সে-প্রভেদসূত্রে পরস্পর ভিন্ন হইবার কোনো কারণ দেখা যায় না। উক্ত দুই ভাষা চট্টগ্রামের ভাষা অপেক্ষা বাংলা হইতে স্বতন্ত্র নহে। বীরভূমের কথিত ভাষার সহিত ঢাকার কথিত ভাষার যে-প্রভেদ বাংলার সহিত আসামির প্রভেদ তাহা অপেক্ষা খুব বেশি নহে।" (শত, পৃ. ৪৭)

তিনি এ-ও বলেছেন :

"...স্কটল্যাণ্ড অয়র্ল্যাণ্ড ওয়েল্সের স্থানীয় ভাষা ইংরেজি সাধু ভাষা হইতে একেবারেই স্বতন্ত্র। তাহাদিগকে ইংরেজির উপভাষাও বলা যায় না। উক্ত ভাষাসকলের প্রাচীন সাহিত্যও স্বল্পবিস্তৃত নহে। কিন্তু ইংরেজের বল জয়ী হওয়ায় প্রবল ইংরেজি ভাষাই বৃটিশ দ্বীপের সাধু ভাষারূপে গণ্য হইয়াছে।" (পৃ. ৪৭)

"তিনি [ব্রাউন সাহেব] উচ্চারণ প্রভেদের যে-যুক্তি দিয়াছেন তাহা অবলম্বন করিলে পশ্চিম-বাংলা ও পূর্ববাংলাকে পৃথক ভাষায় ভাগ করিতে হয়।... আসামিরা চ-কে দন্ত্য স (ইংরেজি s) জ-কে দন্ত্য জ (ইংরেজি z)-রূপে উচ্চারণ করে, পূর্ব বাংলাতেও সেই নিয়ম। তাহারা শ-কে হ বলে, পূর্ববঙ্গেও তাই। তাহারা বাক্য-কে 'বাইক্য', মান্য-কে 'মাইন্য' বলে, এসম্বন্ধেও পূর্ববঙ্গের সহিত তাহার প্রভেদ দেখি না।" (পৃ. ৫০)

এসব কারণে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—



www.pathagar.com

"...আসাম ও উড়িষ্যায় বাংলা যদি লিখন-পঠনের ভাষা হয় তবে তাহা যেমন বাংলাসাহিত্যের পক্ষে শুভজনক তেমনই সেই দেশের পক্ষেও।" (পৃ. ৪৯)

ভারত ইউনিয়ন -এর রাজধানী কলিকাতা হলে আর পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা রাজশক্তিতে প্রবল ও প্রধান হলে আশামি ও উড়িষ্যি ভাষা হয়তো থাকত না, তদুপরি বাংলা-ভাষার প্রভাব সারা ভারতে ছড়াতো, হয়তো অনেক অনেক বাংলা শব্দ ও ভাষিক রীতি হিন্দি-ভাষায়ও ঢুকত, বাংলা বর্ণমালা তো ঢুকতই, অর্থাৎ নাগরী লিপি অচল হত। তা হয়নি। ভারত ইউনিয়ন -এর অংশ হয়েও আসাম ও উড়িষ্যা আলাদা আলাদা ভাষার অধিকারী। রবীন্দ্রনাথের যুক্তিতেই বলা যায় বাংলাদেশের বাংলা ভাষা পশ্চিমবঙ্গের ভাষা থেকে স্বতন্ত্র হতে পারে, অন্তত আমেরিকার ইংরেজি বৃটিশ ইংরেজি থেকে যতটা স্বতন্ত্র ততটা তো হওয়াই উচিত। এবং 'পূর্ববঙ্গের' উচ্চারণ আঞ্চলিক-শব্দ আঞ্চলিক ভাষিক রীতি ইত্যাদি এদেশের লেখ্য ভাষায় আসতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের যা কিছু আঞ্চলিক ও কথ্য শব্দ তাদের অভিধানে চড়াও হবে তা সব বাংলাদেশের বাংলায় গ্রহণ চলতে পারে না, কথ্য ভাষা থেকে লেখ্য ভাষায় নতুন শব্দ নতুন বানান নিতে হলে বাংলাদেশের অভ্যন্তরের বিভিন্ন উপভাষা থেকেই তা নিতে হবে।

একটি বাংলা-সম ভাষা বাংলা থেকে আলাদা ভাষা হল পূর্ববঙ্গের বাংলার অনুরূপ বৈশিষ্ট্যের কারণে – ব্যাপারটা ভাবতে হবে বৈকি। পূর্ববাংলায় 'শ'-এর উচ্চারণ 'হ' হয়, এটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য যার জন্য আশামি একটি আলাদা ভাষা। জ-এর উচ্চারণ বাঙ্গাল-রা অর্থাৎ বাংলাদেশের লোকে (এবং আশামি-রা-ও) z-এর মতো করে। সংস্কৃতে z-এর ধ্বনি আদৌ নেই। কিন্তু ইংরেজিতে আছে, ফার্সিতে আছে, পৃথিবীর অনেক ভাষাতেই আছে, দোষটা কোথায়? পৃথিবীতে উল্লেখযোগ্য কোন ভাষাটা আছে যাতে z-এর ধ্বনি নেই? সংস্কৃত ছাড়া আর সবই বর্বর ভাষা এমন দাবি করবে কোন আহম্মক? পূর্ববঙ্গের অনেক স্থানে ড়-এর উচ্চারণ নেই। সংস্কৃত ভাষাতেও ছিল না, সংস্কৃতে ড় ঢ় স্থানে ড ঢ উচ্চারিত হত। ইংরেজিতে r-এর উচ্চারণ অনেক সময় ড়-এর মতো হয়, (অনেক সময় উহ্য থাকে, তবে ইংরেজি যাদের প্রথম- বা মাতৃভাষা নয় তারা নিজ নিজ r-এর অনুরূপ বর্ণের উচ্চারণ যেমন ঠিক তেমনই উচ্চারণ করে)। এর বাইরে মানবজাতির আর কোনও অংশে কি ড়-এর উচ্চারণ আছে?

'মাগুর' (মাছ) -এর একটি গ্রাম্য প্রতিশব্দ মজগুর, তবে সেটা বিশুদ্ধ সংস্কৃত 'মদ্‌গুর'-এর তুলনায় শিষ্টতর। graduate-এর উচ্চারণ হয় গ্রাজুয়েট, ভালই হয়। 'অদ্য'র চেয়ে 'আজ', 'বাদ্য'র চেয়ে বাজনা, সন্ধ্যা'র চেয়ে সাঁঝ, দ্যুতি'র চেয়ে জ্যোতি এবং বিদ্যুৎ-এর চেয়ে বিজলি ভাল।

বাঙ্গাল-রা সত্য-কে শইত্য উচ্চারণ করে, আশামি-রাও তাই করে, কিন্তু 'নির্দোষ' উচ্চারণ করে পশ্চিমবাঙ্গীয়রা—শোত্তো! কিন্তু সংস্কৃতে উচ্চারণটা কেমন? – সত্য় বা প্রায় সত্যি নয় কি? অর্থাৎ বাঙ্গাল-দের উচ্চারণ সংস্কৃত উচ্চারণের কাছাকাছি। বাংলাদেশে ইন্দুর বা ইঁদুর অর্থে অনেক স্থানে উন্দুর বলে। অমরকোষ-এ কিন্তু দেখা যাবে সংস্কৃত শব্দ হচ্ছে উন্দুর এবং উন্দুরু, বিকল্প হিশাবেও ইন্দুর নেই (মূষিক অবশ্য আছে)। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে তর্ক অর্থে 'নিয়াই' শোনা যায়। সংস্কৃতে ন্যায় অর্থ তর্ক, এবং ন্যায়-এর সংস্কৃত উচ্চারণ নিয়াই-এর খুব কাছাকাছি। তাদের শোয়াস্তি শোয়ামি (shoasti shoami) উচ্চারণ স্বস্তি ও স্বামি/স্বামী-এর খাঁটি সংস্কৃত উচ্চারণের কাছাকাছি (swasti swami/swamee)। মরিচা-কে শহুরে-রা জং বলে। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে শোনা যায় জংকার, যা মূল শব্দের অনুরূপ, জং কথাটা তার থেকে উদ্ভূত।

তারা কয়লাকে আঙ্গার বলে। সংস্কৃতে কি কয়লা আছে? অঙ্গার নিশ্চয়ই আছে এবং অঙ্গার-এর সংস্কৃত উচ্চারণ আঙ্গারা। ধরা যাক তারা ডিম-কে বয়যা বলে। বয়যা বীজ-এর



www.pathagar.com

পারসিক রূপ থেকে খুব আলাদা নয়। তারা 'কুয়াশাকে 'কুয়া' বলে; কুয়াশা'র মূলে কিন্তু প্রাকৃত 'কুহা'। জামরুল ফল। গ্রামাঞ্চলে শুনেছি তাকে 'লকট' বলতে। অতিশয় দুষণীয়, তাই না? কিন্তু ইংরেজি অভিধানে আছে loquot শব্দ, ঐরূপ ফলেরই নাম, মূলত চৈনিক থেকে আসা। এদেশের মানুষের মুখের যে সব শব্দ লেখ্য বাংলায় আসেনি তার মধ্যে অনেক শব্দ খাঁটি তৎসম, অনেক শব্দ অর্ধতৎসম, অনেক শব্দ প্রাকৃত-জ, অনেক শব্দ অপরিবর্তিত-বিদেশি বা বিদেশি শব্দের অল্প-পরিবর্তিত রূপ, যার মধ্যে আরবি ফার্সি থেকে ও ইংরেজি ও অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষা থেকে আসা অনেক কিছু আছে অথচ বাংলা ছাড়া অন্য কোনও রকম মনেই হয় না। বাংলাদেশে আমাদের উচিত সেসব শব্দকে সংকলিত করে পাঠ্য করা যাতে সব অঞ্চলের লোক সব অঞ্চলের শব্দের সাথে পরিচিত হয়, তখন সব অঞ্চলের শব্দই বাংলা লেখ্য ভাষায় ও সাহিত্যে নেওয়া যাবে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গীয় যে কথ্য শব্দকে রবীন্দ্রনাথই বলেছেন অপভাষা, তা নেওয়া যাবে না। যেসব শব্দ বিশেষত পশ্চিমবঙ্গীয় সেসবও নেওয়া যাবে না, তা কথ্য হোক বা বই-এর হোক, অপভাষিক হোক বা শিষ্ট হোক। উর্দু ও হিন্দি বর্জনীয় হবে। যাঁরা বলেন হিন্দিতে 'ঘুস' আছে সুতরাং ঘুষ-কে ঘুস করতে হবে তারা কাশি শব্দের স্থানে হিন্দির অনুসরণে 'খাসি' নিক, বাংলাদেশে সে-সব চলবে না।

তারা অর্থাৎ বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ অনেকে 'ধার' (ঋণ) -কে 'উদ্ধার' বলে। 'ধার' অর্থে 'উদ্ধার' গ্রাম্য, কথ্য। কিন্তু 'উদ্ধার' সংস্কৃত, অর্থাৎ তৎসম, পক্ষান্তরে ধার তদ্ভব। 'ভূরি ভূরি' তৎসম। কথ্য ভাষায় যে টিপ করা অর্থে 'ভুর দেওয়া' চলে তাতে খুব দোষ? মারাত্মক অপরাধ মনে হয় কি? 'রাইত-উজাগার করা' চলে 'রাতে না ঘুমিয়ে থাকা' অর্থে। সংস্কৃতের 'উজ্জাগর' উপরিউক্ত 'উজাগার' থেকে কতটুকু আলাদা? এদেশের লোকগীতিতে 'দুঃখ' অর্থে 'দুষ্‌খ' পাওয়া যায়– অনেকের কাছে অমার্জনীয় গ্রাম্যতা; তবে কিনা, ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জানাচ্ছেন সংস্কৃতের নিয়মে 'দুঃখ' না হয়ে 'দুষ্‌খ'-ই হওয়ার কথা ছিল।

বাঙালরা অর্থাৎ 'পূর্ব-বাংলার' বা বাংলাদেশের লোকেরা যে শ-এর 'হ' উচ্চারণ করে তার সাথে শুধু আশামি ভাষার মিল আছে, এমন নয়। 'হিন্দু' নামটা কিভাবে হল? বৈদিক আর্যরা যাকে 'সিন্ধু' বলত পারসিক আর্যরা তাকে বলত হিন্দু, সপ্তসিন্ধু-কে হপ্তহিন্দু। বৈদিক আর্যদের বা সংস্কৃত ভাষার 'অসুর'কে পারসিকরা 'আহুরা' বলত। অসুর-এ উচ্চারণ ছিল আসুরা, সুতরাং আহুরা'য় 'স' হল 'হ', এটুকু মাত্র তফাৎ। সপ্তাহ-কে পারসকিরা বলত হপ্তা বা হপ্তাহ। এখনও ফার্সি (/পার্সি) ভাষায় হপ্তা আছে। বাংলা ভাষায়ও হপ্তা আছে, প্রতি সপ্তাহ অর্থে 'ফি-হপ্তা' আছে। সংস্কৃতে বসুমনাঃ, পার্সিতে বহুমনো-বহমনো→বহমন। সমক্ষীরা সংস্কৃতে; পার্সিতে সেটাই হমশীরা*। সংস্কৃতের সখা পার্সির হখা। সংস্কৃতে দস্যূনাং, পার্সিতে দহ্যূনাং। সংস্কৃতের স্বসৃ-স্বসর্ পার্সিতে খোয়াহ্‌র্। সংস্কৃতের দশ পার্সিতে দহ্।

harpetolotgy হচ্ছে সরীসৃপ-বিদ্যা; শব্দটির সাথে 'সরীসৃপ' 'সর্প' তুলনা করুন। অবান্তর মনে হবে না আশা করি। আরও তুলনা করুন স্বপ্ন'র সাথে hypnotism শব্দটিকে; স্বপ্ন→ সু + অপ্ন।

এদেশীয়-রা অনেকে 'হ'-এর উচ্চারণটা যথাযথ করে না বটে, কিন্তু সেটা ইংরেজি-ভাষীরা h-এর উচ্চারণ যা করে তার থেকে খুব আলাদা কি?

ক-স্থানে গ-এর উচ্চারণ করা হয়, যেমন সকল>হগল; তাতে কী এমন হল? ইংরেজি corn ও grain -এর মধ্যে এবং clasp ও grasp -এর মধ্যে তুলনা করলে দেখব, ক্-স্থানে গ্

---

* হমশীরা'র 'শীরা' থেকেই আমাদের রসোগোল্লার 'শিরা'; অর্থাৎ আমাদের 'শিরা' যা থেকে এসেছে তার অর্থ মূলত দুধ।



www.pathagar.com

হয়েছে। equal প্রথমে egal রূপে ইংরেজিতে এসেছিল, পরে লাটিনাইয করে equal করা হয়েছে। egalitarian শব্দে এখনও 'egal' আছে। আরবি 'মাখযন' থেকে ইংরেজি 'ম্যাগাযিন'।

ট-স্থানে ড-এর উচ্চারণ হলে খুব খারাপ? তবে plait ও braid তুলনা করলে পাবো ট-স্থানে ড্ [এবং প্-স্থানে ব্]। cilantro থেকে coreander। প্রাচীন হাই জার্মান chratto থেকে craddle হয়েছে। bridge (খেলা) এসেছে britch থেকে। chartes থেকে হয়েছে card। diamond এসেছে diamant থেকে। armata থেকে armada। মার্কিনিরা এখন সাধারণত t-এর উচ্চারণ খানিকটা ড্-এর মতো করে।

বাংলা ভাষায় কেউই ক্ষ-কে ক্ষ উচ্চারণ করে না। হিন্দিতে ক্ষ উচ্চারণ করা হয়। এখানে বাংলাদেশের উচ্চারণের সাথে পশ্চিমবঙ্গীয়দেরও মিল আছে। তফাৎ সৃষ্টি করার জন্য বা রাজ-ভাষা হিন্দির কাছাকাছি হওয়ার জন্য তারা ক্ষ উচ্চারণ করা ধরলে আমাদের উদ্বিগ্ন না হওয়াই ভাল, আমাদের উচ্চারণ যা আছে তাই থাকলেই হয়। ষ-এর একটা উচ্চারণ ছিল sh-এর মতো অর্থাৎ শ-এর মতো, আরেকটা উচ্চারণ ছিল kh-এর মতো (খ-এ মতো)। ইউরোপীয় ভাষাগুলির মধ্যে এমন প্রভেদ ছিল, এখনও আছে। ফরাসি-তে ch-এর উচ্চারণ যেখানে শ্ হয়, জার্মানে হয় খ্, সেজন্য শার্লেমানি, শার্লে দ্য গলে, কিন্তু ব্রেখ্ট্, মাখ, বাখ, ফয়েরবাখ ইলহেল্ম লিব্খ্নেখ্ট্। যা হোক, ইউরোপ থেকে ফেরা যাক। আশামি-তে ষ-এর উচ্চারণ খ হচ্ছে। ক্ষ-এর বেলায় আমরা বাংলাভাষীরা সবাই ষ্-এর খ্ উচ্চারণ করছি, নইলে হিন্দির মতো দশা হত, সুরক্ষা (উচ্চারণ shurakkha) -কে suraksha বলা হত। আশামি-দের এই ব্যাপারটার সাথেও পারসিকদের কিছু মিল আছে মনে হয়। সংস্কৃত শুষ্ক অর্থে ওদের শব্দ হচ্ছে খুশ্ক্, তার থেকে বাংলায় খুশ্কি শব্দ, উষ্কখুষ্ক শব্দ। সংস্কৃত স্বাপ্-এর বিপরীতে ওদের আছে খ্বাব, দুই-এরই অর্থ ঘুম বা ঘুমানো-এর সাথে সম্পর্কিত। বাংলায় স্বপ্ন চলে dream অর্থে (সংস্কৃতে স্রেফ sleep)। আবার খোয়াব [ফার্সি খ্বাব থেকে] বলতেও বাংলায় অর্থ স্বপ্ন অর্থাৎ dream। সংস্কৃত 'স্বদা'র বিপরীতে ফার্সিতে আছে খোদা। ইরানীয় ভাষার একটি শাখা পশতু, তাকে পাখ্তো-ও বলা হয়, ঐ-ভাষার মানুষদেরে বলা হয় পাখ্তুন।

স্বাপ ও খ্বাব তুলনা করলে আরও দেখছি সংস্কৃতের প পার্সিতে ব হচ্ছে। তেমন নমুনা আরও আছে : সংস্কৃতের অপ্ (= পানি) পার্সিতে আব। কিন্তু এর উল্টাও হয়। সং. বিশ্ব পার্সি বিস্প, সং. অশ্ব পার্সি অস্প। আরও দেখা গেল সংস্কৃত শ স্থানে পার্সিতে স ধ্বনি, যার আরও নমুনা: সং. শুক্র, পার্সি সুরখ, সং. শক্ত, পার্সি সখ্ৎ, সং শির, পার্সি সর্। সংস্কৃতে যেখানে ট, পার্সিতে সেখানে ত – সং. ইষ্টাশ্ব পার্সি ইস্তাস্প। আবার সংস্কৃতের ত স্থানে পার্সিতে থ – সং. পুত্র চিত্র, পার্সি পুথ্র চিথ্র। কিন্তু ঘ-স্থানে গ–সং. ঘর্ম, পার্সি গর্ম্। সং. সুশ্রবাঃ, পার্সি হুসবও→ খুস্রৌ; সং, শুক্রাশ্ব, পার্সি সুখ্রাস্প→ সুহ্রাব; সং, ঋতক্ষত্র, পার্সি অর্তখ্ষথ্র→ অর্দ্শীর। পার্সি দস্ত ও অদম শব্দে সংস্কৃত হ স্থানে দ। সং. হস্ত অহম্ স্মরণীয়; তবে মজার ব্যাপার হল সংস্কৃত অহম্ স্থানে আগে ছিল অধম, অর্থাৎ 'অধম' মানে 'আমি' ছিল। 'অধমের অপরাধ মাফ করবেন' কথাটায় 'নিজ' অর্থে 'অধম' এখন বিনয়-সূচক বলেই মনে হবে। কিন্তু 'অধম' অর্থ যখন অহম্ (=আমি) ছিল তখন, 'অধম' শব্দের ব্যবহার অহংকার-সূচক হতে পারত। বৈদিকে 'ইধ' ছিল, 'সধ' ছিল, পরে তারা 'ইহ' 'সহ' হয়। হস্ত সম্বন্ধেও এই অনুমানে উপনীত হওয়া যায় যে হস্ত হয়তো আগে ধস্ত ছিল, তাহলে সেটা পার্সি দস্ত (= হাত) -এর সাথে সংগতিপূর্ণ হয়। সংস্কৃতে সন্ধির নিয়মে এতদ্ + হস্ত = 'এতদ্ধস্ত' ('এতদ্হস্ত'-ও হয়)। 'এতদ্ধস্ত'য় 'হস্ত' কিন্তু ধস্ত হয়ে গেল। অবান্তর মনে হতেও পারে। তাহলে দেখা যাক 'জল-ভরনে' 'পানিয়া-ভরনে' বা 'নীর-ভরনে' যাওয়া কোত্থেকে আসল। এই 'ভরন' অর্থাৎ 'ভরা' থেকে 'ভরাট' 'ভর্তি' ইত্যাদি শব্দ।



www.pathagar.com

সংস্কৃতে ঐ অর্থে 'ভরণ' নেই। সংস্কৃতে পাই অপ্ + হরণ্ [অপ্ = পানি/জল]। অপ্ এবং হরণ সন্ধি করলে কী হয়? অব্হরণ হয়। কিন্তু শুধু তাই নয়। অব্ভরণ-ও হয়। এইভাবে ভরণ> ভরন, ভরা ইত্যাদি। এদেশের কোনও কোনও অঞ্চলের লোকে বলে – 'মোরগে বাগ দেয়'। খুব অশুদ্ধ (!), তাই না? সংস্কৃতের বাক্ কিন্তু সন্ধিতে বাগ্ রূপে দেখা দেয়, যেমন বাগ্দান বাগ্দত্তা বাগ্রোধ বাগ্রহিত বাগাড়ম্বর ইত্যাদি শব্দে। বাগ্দান বাগ্দত্তা হতে পারলে মোরগে বাগ দিতে পারে বৈকি।

'জড়ো করা' বা 'একত্র করা' অর্থে 'আনামত করা' চলে; আরবি 'আমানত' থেকে ধ্বনি বিপর্যয়ে আনামত, স্বাভাবিকভাবেই অর্থেও কিছুটা পরিবর্তন। সংস্কৃত 'নম্র চক্র শুক্র' -এর বিপরীতে পার্সিতে 'নর্ম্ চর্খ্ সুর্খ্'।

আগে শোনা যায়নি এমন অদ্ভুত কথা বোঝাতে বলা হয় 'না-শুনছি কথা', কিন্তু বাংলার লিখিয়ে-রা তা নেবে না। অথচ ইংরেজিতে অনুরূপ প্রয়োগ অজস্র আছে। একটা উদাহরণ know-how (technological know-how কথাটিতে যেমন, এর একান্ত আক্ষরিক অনুবাদ করলে দাঁড়াবে 'প্রযুক্তির কেমনে-জানো')। বাংলা 'খুঁটি-গাড়ি' হওয়া, 'রাখি-মাল', 'বান-ভাসি' 'নাই-ঘরে খাই বেশি' এবং ইংরেজি go-between, hair-do, see-through, heir-to-be, would-be ইত্যাদিও লক্ষণীয়।

* * *

অনেক সাহিত্যিক বা লেখক নতুন শব্দ coin করেন। তার মানে ঐ শব্দ তখন পর্যন্ত কোনও অভিধানে নেই। তা বলে কেউ তো বলে না যে ঐ শব্দ অশুদ্ধ [আমি বাংলা-ভাষার প্রসঙ্গে এ কথাগুলি বলছি না; বাংলা ভাষার কপালে অন্য রকম ঘটে বলেই এ কথাগুলি বলা।] এবং ঐ সাহিত্যিকের বা লেখকের পরে ঐ শব্দ যদি আর কেউ ব্যবহার না করে তাহলে তা অশুদ্ধ বা মূল্যহীন হয়ে যায় না। ধরুন শেক্স্পিয়ার শতাধিক [আসোলে প্রায় আঠারো শত] নতুন শব্দ coin করলেন এবং পরে আর কেউ ঐ সব শব্দের একটিও ব্যবহার করল না [বেশিরভাগই এখনও চালু], সেজন্য কি ঐ শব্দগুলি অশুদ্ধ বা মূল্যহীন হবে এবং শেক্স্পিয়ার ধিক্কারযোগ্য হয়ে যাবেন? বরং ঐসব শব্দের কারণে শেক্স্পিয়ারের লেখা অনন্য হয়ে থাকবে। কিন্তু গোবরগণেশদের দেশে অমন শব্দকে বলা হয় 'অশুদ্ধ', 'অপপ্রয়োগ'...।

'শব্দ coin করা'য় যে coin-এর প্রয়োগ, এও কেউ না কেউ এক সময় coin করেছেন, তার আগে এটা আভিধানিক ছিল না। এখন থেকে মাত্র বিশ বছর আগে ইংরেজি শব্দ যে সংখ্যক ছিল এখন কি তার চেয়ে অনেক বেশি নেই? এই অতিরিক্ত শব্দগুলি বিশ বছর আগেই কোনও ইংরেজি অভিধানে ছিল না। প্রতি বছরই বিপুল সংখ্যক নতুন শব্দ ইংরেজি অভিধানে ঠাঁই নিচ্ছে। 'অভিধানে নেই সুতরাং অশুদ্ধ'—এই কথাটা প্রতিষ্ঠা পায় আমাদের ভাষার ক্ষেত্রে, যেখানে অভিধানকাররা অযোগ্য কিন্তু ক্ষমতাধর।

antiquitarian ও pandemonium শব্দ Milton -এর তৈরি। proletariat-এর অনুসরণে Shaw লিখেছেন proprietariat। utilitarian-এর অনুসরণে Southey লিখেছেন futilitarian, পরে beatilitarian-ও তৈরি হয়েছে। totalitarian-এর অনুসরণে তৈরি হয়েছে brutalitarian। airgonaut শব্দটি Walpole-এর বানানো, গ্রীক উপকথার argonaut মনে রেখে। aeronautical astronaut cosmonaut প্রভৃতিও ওটার মতো সোনার পাথরবাটি জাতীয় শব্দ কারণ naut-কথাটি সমুদ্র নির্দেশ করে, nausea শব্দের মূল অর্থ sea-sickness, এখন ইংরেজিতে স্রেফ বমি-ভাব। vegetarian থেকে উৎপন্ন fruitarian, meatarian, seafoodarian। Thomas More -এর Utopia'র অনুসরণে অতি-শীঘ্রই eutopia বানানো হয়। পরে Churchill সৃষ্টি



www.pathagar.com

করেন queuetopia। আরও পরে যথাসময়ে newtopia এবং pornotopia তৈরি হয়। ভিক্টোরিয়ান সময়ে সৃষ্ট হয় camelcade।

ইংরেজিতে অনেক হাঁসজারু শব্দ অতিপরিচিত হয়ে উঠেছে, যেমন – breathalyser travelogue astronaut guesstimate positron, alphanumeric aerobatic electrocute camelopard leopard bathinet (bath+ bassinet)। তাছাড়া আছে selectorate privilegentsia boatel/floated [বাংলায় রাস্তা + রেস্তোরাঁ = রাস্তোরাঁ হতে পারে] zebrule (zebra+mule), fakesimile, solemcholy, sexploitation, slanguage, chunnel [channel + tunnel], insinuendo [insinuation + innuendo], chattire, stimolotion, sombriety [sobriety + sombreness]। James Joyce লিখেছেন ever[e]scepistic [everest + sceptic + septic + pistic]। absquatulate শব্দটি হচ্ছে abscond, squat ও perambulate – এই তিনের এক মজাদার খিচুড়ি, পয়দা হয়েছিল আমেরিকায়, পরে বৃটেনেও গৃহীত হয়। ceramic ও metal -এর খিচুড়ি দ্রব্যের নাম cermet (= ceramic + metal), একটি খিচুড়ি শব্দ। এরকম আরও আছে alnico (= aluminum + nickel + cobalt), alsifilm [alsi = aluminum + sillcon]। দুটি আলাদা স্থানের নামের জোড় হয়ে একটি দেশের নাম হয়েছে এমন অন্তত একটি উদাহরণ আছে। সেটা হচ্ছে (আফ্রিকার) তান্‌যানিয়া ( = টাঙ্গানিকা + যান্‌জিবার)। চেকোস্লোভাকিয়া ছিল, এখন দুইভাগে বিভক্ত (চেক ও স্লোভাক রিপাব্লিক আলাদা আলাদা)। Celtiberi শব্দটি হচ্ছে celt + Iberi। একইভাবে ত্রিনিডাড ও টোবাগো হতে পারত ত্রিনিডোবাগো।

সাম্প্রতিককালে blending-এর মাধ্যমে নতুন শব্দ তৈরি হওয়ার যেন শেষ নেই: যেমন snice ( = snow + ice), slide (= slip + glide), twirl (= twist + whirl), swipe (= sweep + wipe), nucleonics, radiotrician, astronaut। আবার squirl-এর মধ্যে squiggle, squirm, swirl, twirl, whirl – এইসবগুলির লক্ষণ আছে, যেমন flimmer-এ flare, flame, flicker, glimmer এবং shimmer উপস্থিত। flysh (= fly + fish), fly এবং fish -এর সংকর, উড়ুক্কু মাছ অর্থে; নামটা বানানো হয়েছে ভবিষ্যতের সেই মাছের জন্য যারা সত্যিই খেচর-এ পরিণত হবে, বর্তমানের flying fish -এর জন্য নয়। sparticle তৈরি হয়েছে super particle থেকে। চলবে তো এসব বানোয়াট শব্দ? আরও হতে পারে (আমার তৈরি) eatiquette, pollutical, badministration, beemble (= bumble + bee), mux (musk ox) languess [language + guess); language সম্বন্ধে guess ভাল হতে পারে আবার আহম্মকির চূড়ান্ত হতে পারে। 'tribal economy'র অনুসরণে bribal economy (= ঘৌষিক অর্থনীতি), চাঁদাবাজি প্রসঙ্গে lunar economy (= চান্দ্র অর্থনীতি) হতে পারে। আরও বানানো যায় 'ল্যাংগুল' language + গুল', তবে language +ল্যাং + গুল' -ও বলা চলে, যুগপৎভাবে language - কে ল্যাং-মারা এবং তার সম্পর্কে গুল-মারা চলে বৈকি।

delicacy-এর প্রভাবে feminacy তৈরি হয়েছে। `...insectile smallness of humanity against the implacable forces of nature' – এখানে insectile হয়েছে reptile peurile futile প্রভৃতির প্রভাবে। proliferance হয়েছে preponderance exuberance প্রভৃতির প্রভাবে। blizzardous-এর প্রভাবে hazardous হয়েছে।

ইংরেজি superman শব্দটি জর্জ বার্নার্ড শ' সৃষ্টি করেছিলেন Nietzche-এর লেখা Übermench-এর অনুবাদের মাধ্যমে।

সনাতন ব্যাকরণের অনুমোদন না হলে যদি মহাভারত অশুদ্ধ হত তাহলে আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত ও প্রচলিত অসংখ্য বৈজ্ঞানিক প্রতিশব্দই আমরা পেতে পারতাম না।



www.pathagar.com

'বিগ ব্যাং' নামটি হয়েছে একজন জ্যোতির্বিদের বিদ্রুপ থেকে; মহান জ্যোতির্বিদ ফ্রেড হয়েল Big Bang তত্ত্বে বিশ্বাস করতেন না, বিদ্রুপ করে ঐ তত্ত্বের নাম দিয়েছিলেন big bang theory। এখন Big Bangনামটি বিদ্রুপাত্মক নয়, আধুনিক জ্যোতির্বিদ-পদার্থবিদ-দের অত্যন্ত প্রিয় নাম।

বিজ্ঞানী Ohm, Volt, Ampere, Faraday, Mach, Bell এবং Watt -এর নাম অনুসারে ohm, volt, ampere, farad, mach, decibel এবং watt হয়েছে। অনুরূপ আরও আছে ফারেনহাইট, জুল, ভোল্টাইক, গালভানাইয, পাস্তুরাইয, কেলভিন। বাঙালি মহাবিজ্ঞানী Satyen Bose-এর নাম অনুসারে হয়েছে boson [বাঙালিরা অবশ্য এই মহাবিজ্ঞানীর কথা এমনকি তাঁর নাম খুব একটা জানে বলে মনে হয় না]। আবার ohm উল্টিয়ে আরেকটা শব্দ হয়েছে mho। কিভাবে নতুন পারিভাষিক তৈরি হতে পারে তার নমুনা—diffusance expansance gravitance inertance rotatance heatance এবং diffusivity expansivity gravitivity inertivity rotativity heatativity। 'অভিধানে নেই অতএব অশুদ্ধ', এমন হলে এসব সম্ভব হয় না।

নতুন শব্দ কিভাবে সৃষ্ট ও গৃহীত হয়ে থাকে তার কিছু উদাহরণ ইংরেজি থেকে দেওয়া যাক। আমাদের পরিচিত ফুটবলের নাম ছিল association football। association-এর soc অংশটি বর্ধিত করে বানানো হয়েছে soccer।

a nadder থেকে ভুলক্রমে an adder হওয়াতে adder শব্দের উৎপত্তি। a norange ভুলক্রমে an orange হয়ে যাওয়ায় পাওয়া গেল orange। norange এসেছিল ভারতীয় নারাঙ্গা থেকে (শক, পৃ. ১৫)। একই প্রক্রিয়ায় napron থেকে apron, nuncle থেকে uncle হয়েছে। king Lear-এ nuncle আছে। হওয়ার কথা ছিল numpire কিন্তু উপরিউক্ত প্রক্রিয়ায় umpire হয়েছে।

বিপরীত প্রক্রিয়ায় ewt থেকে হয়েছে newt। ekename থেকে nickname।

pea আসোলে ছিল pease। মানুষ মনে করল শেষের s-এর উচ্চারণ বহুবচনসূচক। এই ভুল ধারণা থেকে হয়ে গেল pea; pease বাতিল হয়ে গেল। তেমনি cherise থেকে হয়েছে cherry। এবং sherris থেকে sherry। assets শব্দটি বহুবচনের ছিল না; শব্দটি মূলত ফরাসি (অর্থ enough, sufficient)। মানুষ ওটাকে বহুবচনের মনে করে 'একবচনের' asset তৈরি করল। purist-গণ তাতে আপত্তি করলেন, কিন্তু asset টিকে রইল।

symbolology সংগত হলেও symbology হয়েছে। তেমনভাবে conservatism, idolatry, pacifist, briticism হয়েছে [conservativism, idololatry, pacificism, britannicism সংগত হওয়া সত্ত্বেও]। খোদ England হয়েছে Englaland থেকে। god-spell হয়েছে gospel।

girasole articiocco হয়েছে Jerusalem artichoke, অথচ Jerusalem-এর কোনও সম্পর্ক নেই। এখানেই শেষ নয়, আরও আছে অনুরূপ Jordan almond, যা মধ্য-ইংরেজিতে ছিল : jardyne almaund [= garden almond]। crevis থেকে crayfish এবং crawfish হয়েছে। demijohn শব্দটির উৎস কোনও John নয়, বরং Jeanne—Dame Jeanne।

crayfish/crawfish জলের জীব, কিন্তু মাছ নয়, যেমন starfish, jellyfish মাছ নয়। কিন্তু sea horse ঘোড়া নয়, মাছ। hippopotamus [= জলহস্তী] ঘোড়া নয় [হস্তী-ও নয়]; prairy dog কুকুর নয়, pole-cat বিড়াল নয়, sea cucumber শশা নয়, sea cow গরু নয়, musk ox গরু জাতীয় নয় বরং বিশাল আকারের ছাগল বা ভেড়া বলা যায়।

killer whale, pilot whale এবং melon-headed whale তিমি নয়, ডলফিন। sperm whale -এর মাথাভর্তি sperm থাকে না, তেল থাকে। bush baby কারও baby নয়। barbary


www.pathagar.com

ape এইপ নয়, বানর। flying fox বাদুড় মাত্র। কিন্তু maned wolf আসোলে fox। spiny anteater কিন্তু anteater নয়। flying lemur লিমার নয় [flying-ও নয়, gliding]

peanut আসোলে nut নয়। যাকে আমরা strawberry ফল মনে করে খাই তা আসোলে ফল নয়। electric eel আসোলে eel নয়। cuttlefish মাছ নয়, অক্টোপাস এবং স্কুইড-এর সাথে নিকট-সম্পর্কিত জীব। আর silverfish মাছ তো নয়-ই, জলচরও নয়, ওটা একরকম কাগজ-কাটা পোকা, বই-এর মধ্যে পাওয়া যায়। অনেক বই-পড়ুয়া মানুষ silverfish থেকে উন্নত কিছু নন। আবার lemon sole একরকম flatfish। secretary bird বলে একরকম জীব আছে। তারা পাখিই কিন্তু তারা উড়তে পারে না, জোরে দৌড়াতেও পারে না। তাদের মাথার দিকে একটুখানি ঝুটি-মতন আছে। বড়ই চিত্তাকর্ষক তাদের চেহারা ও চালচলন। যাদের নাম military monkey তারা কিন্তু তেমন একটা মারপিট করে না, তারা হাল্কা পাতলা গড়নের খোশমেজাজি শান্তশিষ্ট সুদর্শন জীব, তবে তারা অকল্পনীয় রকম জোরে দৌড়াতে পারে। বাংলায় অনুরূপ শব্দ—বন-বুই [= প্যাংগোলিন], লজ্জাবতী-বানর [= slow loris], জলহস্তী, গজালি কুত্তা (একরকমের পিঁপড়া)।

forlorn-এ 'lose' হয়েছে 'lorn'।

ভারতের কালিকট বন্দরের নাম থেকে ক্যালিকো কাপড়ের নাম। twilled শব্দটির ভুল বানান থেকে অন্য এক রকম কাপড়ের নাম tweed। পপ্‌লিন কাপড়ের নামের সাথে সম্পর্ক রয়েছে pope-এর। বাংলার কর্তারা এমনটি বরদাশত করবেন না। ম্যাগডালেন নামক মহিলার নাম থেকে মড্‌লিন শব্দটি, অড্রে নামক মহিলার নাম থেকে টড্রি শব্দটি, আরবি তামাবুলহিন্দ (অর্থ হিন্দুস্থানের খেজুর) শব্দ থেকে tamarind শব্দটি সাধারণ মানুষের মুখে মুখে বিকৃত হয়ে নতুন চেহারা ও নতুন অর্থ ধারণ করার উদাহরণ।-(শজ, পৃ. ৫৪) বাংলার রক্ষাকর্তারা এ ধরনের শব্দকে লিখিত ভাষায় প্রবেশাধিকার দিতে রাজি নন।

ambulance শব্দটির সাথে ব্যুৎপত্তির দিক থেকে সম্পর্ক হেঁটে চলার, যাঁরা perambulator, somnambulism ইত্যাদি শব্দ সম্বন্ধে জানেন তাঁরা নিশ্চয়ই বুঝবেন। কিন্তু আজকের ambulance ব্যাপারটা তো সেরকম নয় (অতীতে ছিল)। একইভাবে insulin শব্দটির সাথে দ্বীপের সম্পর্ক আছে তা বুঝতে বাকি থাকে না যদি insular, peninsular ইত্যাদি শব্দ স্মরণ করি। কিন্তু insulin হচ্ছে শরীরের একটি প্রয়োজনীয় হরমোনের নাম, যার স্বাভাবিক উৎপাদন কমে গেলে ডায়াবেটিস রোগ হয়।

ইংরেজিতে lotion শব্দটি এসেছে লাটিন lotium থেকে, যার অর্থ মূত্র। map এসেছে লাটিন mappa থেকে, যার অর্থ গামছা। dandelion -এর সাথে সিংহের দাঁত -এর এবং canary'র সাথে কুকুর-এর সম্পর্ক আছে। tragedy শব্দটির সাথে ছাগলের [tragos মানে ছাগল] testmony -এর সাথে testicles-এর এবং gymnasium শব্দটির সাথে উলঙ্গ অবস্থার সম্পর্ক নিয়ে ইংরেজি-ভাষী-রা তো দুঃখে কাতর হচ্ছে না। salary'র সাথে নুন (=লবণ) -এর সম্পর্ক নিয়ে [ sal অর্থ নুন] বা vaccine-এর সাথে গরুর সম্পর্ক নিয়ে [ vacca অর্থ গরু] বা sperm whale নামের যথার্থতা নিয়েও নয়। এর উল্টাও আছে। লাটিনে vagina মানে ছিল খাপ/কোষ, sperm স্রেফ বীজ/ বিচি/ আটি।

ইংরেজি ambition অর্থ তো আমরা জানি। শব্দটি এসেছে যে-ল্যাটিন শব্দ থেকে সেই ambitio'র মানে ছিল 'going around'। arena এসেছে লাটিন থেকে। লাটিনে arena মানে বালি। candidate এসেছে যে-লাটিন শব্দ (candidatus) থেকে তার অর্থ ছিল white one তথা 'white-robed'। fee শব্দটি সেই প্রাচীনতম আর্য ভাষার শব্দ peku থেকে, যার অর্থ ছিল 'পশু', [এবং সংস্কৃতের 'পশু' ঐ peku থেকেই আসা।] ইংরেজি pecuniary-তে ঐ পেকু।



www.pathagar.com

মূলে minister মানে servant এবং marshal মানে stableboy ছিল। smart মানে ছিল pertaining to pain। `quick' মানে ছিল alive/lively/living [quicksilver quicklime, quicksand স্মরণীয়] hindrance মানে ছিল injury। `edify' মানে build ছিল, (edifice স্মরণীয়)। `breathe' মানে spirit এবং 'danger' মানে dominion ও power ছিল। 'sheer' মানে ছিল pure। ব্যুৎপত্তিগতভাবে fond মানে foolish; nice মানে ignorant। তদুপরি nice মানে বিভিন্ন সময়ে foolish, extravagant, elegant, strange, slothful, luxurious, modest, slight, precise, thin, shy, dainty, particular এবং discriminating ছিল)। আগে throw মানে ছিল twist, turn! villain মানে ছিল farm labourer; free মানে ছিল noble বা of high birth! `knave' মানে ছিল 'boy servant', এখন তার মানে 'rascal'। 'boy' মানে ছিল 'servant' অথবা 'rascal'। 'fool'-এর একটি পুরাতন অর্থ sensual। noon এসেছিল nine থেকে।

meticulous মানে ব্যুৎপত্তিগতভাবে হওয়ার কথা frightened, কিন্তু ব্যবহারগত কারণে অর্থের পরিবর্তন ঘটেছে, Fowler এবং Patridge -এর আপত্তিতে কাজ হয়নি। execute মানে মূলে ছিল যে কোনও রায় (iudgment) কার্যকর করা, এখন দাঁড়িয়েছে মৃত্যুদণ্ড (ফাঁশিতে) কার্যকর করা। starve মানে ছিল মৃত্যুবরণ করা, পরে হয় অনাহারে মৃত্যুবরণ করা, তার থেকে বর্তমান অর্থ।

account থেকে count হয়েছে। একইভাবে acute থেকে cute, esquire থেকে squire, across থেকে cross, especial থেকে special। cinematograph থেকে cinema (এমনকি cine) হয়েছে। তেমনি curiosity থেকে curio।

mine থেকে my হয়েছে।

accountable হয়েছে account (for) থেকে, reliable হয়েছে rely (on) থেকে।

আরও আছে। attend থেকে tend, amend থেকে mend বানানো হয়েছে। কেউ কি বলবেন tend mend চলবে না? — অশুদ্ধ? defence থেকে fence হয়েছে। petty থেকে pet এবং fadaise থেকে fad।

desport থেকে sport হয়েছে। espine থেকে হয়েছে spine।

taximeter cabriolet সংক্ষিপ্ত হয়ে taxi cab বা আরও সংক্ষেপ taxi হয়েছে। hydropsy থেকে dropsy হয়েছে। mobile vulgus হয়েছে mob। গালিভার-এর স্রষ্টা জোনাথান সুইফ্‌ট্ mob-এ আপত্তি করেছিলেন, আপত্তি টেকেনি।

Doppler Range→doran, agitation + propaganda = agitprop, popular music→ pop, permanent wave→ perm, public house→ pub, prefabricated structure→ prefab, zoological garden→ zoo, confidence trick→ con, omnibus→ bus, perambulator→ pram, capital letters→ caps, optical art→ op। আরও আছে maths, specs, bike, mike, copter, rhino, hippo, (moving picture→) movie, (fanatic admirer/enthusiast→) fan, plane, phone, flu, fridge (<refrigerator), pants (<pantaloons) lunch (<luncheon)। fax (<facsimile) শব্দটিও বিবেচনা করুন। এর অনুসরণে vax (<vaccine), max (<maximum), min (<minimum) হতে পারে, doc (<document) croc (<crocodile), prep (<preparation), pos (<possible), impos (<imposible), champ (<champion), mishap তো হয়েই আছে। hi-fi-এর অনুসরণে sci-fi সৃষ্ট হয়েছে। সাধারণভাবে high স্থানে hi চলতে পারে। science-এর বদলে sci-ও চলতে না-পারার বা কী আছে। you অর্থে U চলতে পারে, যেমন I (= আমি) আছে। কম্প্যুটার সংক্রান্ত কিছু acronym এরকম; binac, MAGIC, PILOT। প্রতিবন্ধীদের ব্যবহার্য এক নতুন ধরনের type writer-এর নাম maniac। laser ও



www.pathagar.com

radar -এর মতো শব্দ আরও বহু আছে; যেমন radac, radiac, ordvac, colidar, hipar, ladar, secar, sodar, sofar, sonar। অতঃপর radar থেকে rad এবং laser থেকে las হতে তেমন একটা অসুবিধা হওয়ার যে কথা নয় তার প্রমাণ হচ্ছে : ইতিমধ্যে laser থেকে lase (= to emit coherent light) ক্রিয়াপদটি তৈরি হয়েছে। জিন-রিকিশা (মানুষ-শক্তি-চালিত গাড়ি) সংক্ষিপ্ত হয়ে হয়েছে রিক্‌শা। তেমনি exam, lab, math, gym, bra চলা উচিত, চালু শব্দ হিশাবে examination, laboratory, mathematics, gymnasium, brasier বাদ পড়া উচিত। নিউ ইয়র্কের ওলন্দাজ প্রধানকে বলা হত 'বাস'। সেখান থেকে ইংরেজি শব্দ boss। জেম্‌স্ ফেনিমোর কূপার শব্দটিতে আপত্তি করেছিলেন। কিন্তু boss শব্দটি আছে। lubricant অর্থে lube চলছে আজকাল। nuclear submarime -কে nuke বলা হচ্ছে। lube ও nuke রেখে lubricant ও nuclear submarine বাদ দেওয়া যায়। television স্রেফ tivi হতে পারে। SMS হতে পারে esemes (বাংলায় এসেমেস)।

আবার ফরাসি paysan থেকে peasant হয়েছে। among থেকে amongst, again থেকে against, amid থেকে amidst হয়েছে। to us-ward থেকে toward us, এভাবে toward শব্দটি। grass হয়েছে gaers থেকে, bird third thresh এবং fresh যথাক্রমে bridd thrid therse এবং ferse থেকে। স্প্যানিশ tronado থেকে, tornado হয়েছে। good be with you হয়ে গিয়েছে good bye! the day's eye থেকে হয়েছে 'daisy' penthouse হয়েছে pentice থেকে। shamefaced মূলত ছিল shamefast; sweetart থেকে পেয়েছি sweetheart; gas শব্দটি gasoline থেকে বানানো।

protagonist শব্দটি সম্বন্ধে Vallins বলেছেন : "Fowler thunders aganist the common journalistic use of the word,... But, after all, many a word from Latin and Greek has gaind a meaning in English which does not square with its original significance. This loose use may easily prevail."

intention থেকে well-intentioned, যেন to intention বলে verb আছে, কিন্তু আসোলে নেই। বাক্য/বাক্যাংশগুলির গঠন লক্ষ্য করুন : 'There is no persuading them', 'This sudden sending him away', `His secret appointing of John', `.....cruel gunning down of another Kennedy'। surprise-এর প্রয়োগ লক্ষ্য করুন : surprise attack [বিশেষণ], to John's surprise, a pleasant surprise, John's surprise was obvious [বিশেষ্য]। milk shake (shake বিশেষ্য)। অনুরূপ, বিশেষ্যরূপে : leg-pull; sunset; break-down; input; catch of a door; a combine, an invite; a produce; write-out; give a cry; have a look; lay-about; drop-out; chimney sweep; home help; go-between; left-offs; overstep; outdo; find of the search; catch of the day; outcome of the meet। আরও লক্ষ্য করুন বিশেষ্য হিশাবে প্রয়োগ : the daily, the weekly; the semester final; precious litle; dirty great; shocking bad; bloody awful; now is the time; yesterday was wet; one today is worth two tomorrows; the here and now; the unspeakable; the comparatively rich; the relative calm; the clearly inevitable; do-nothingism। lap-tops (lap-top computers) enough is enough; the man-in-the-brown-coat's newspaper লক্ষণীয়। আবার বিশেষণ-রূপে প্রয়োগ লক্ষ্য করুন —a devil-may-care-ish attitude, a yes-or-no answer, up-to-the-minute fashion; a never-to-be-forgotten occasion; an I-turn-the-crank-of-the-universe air, a four-thousand-year job; a distract device; a coasting vessel; sure-footed; perfect-teethed smile; impulse buying; escape hatch; compile time; read time; play thing; break-neck; lack-lusure। get-at-able, come-at-able,



www.pathagar.com

come-at-ability, uncome-atable এবং smokeablewith ইত্যাদি লক্ষণীয়। loughable প্রথম লিখেছিলেন শেক্স্পিয়ার। ক্রিয়া (verb) হিশাবে প্রয়োগ লক্ষ্য করুন– to chauffeur-drift, to consumer-test; `he extract-of-beefed his bread'; to giftwrap; to sightsee, to mass-produce; to caretake; to globe-trot, to sleep-walk, to play-fight, to free-associate; to spoon-feed; to book-keep, to housebreak; to house-keep; to proof-read; to spring-clean; to stage-manage; to drip-dry, to blue-pencil, to cold-shoulder, to contracieve; to hawk; to sculpt; to machinegun; to chain-drink; to half-starve; to half-choke; to volume-expand, to reminisce; to opt; to negate, to enthuse; to intuit, to electrocute। বিশেষ্য-শব্দের ক্রিয়ারূপে ব্যবহার লক্ষ্য করুন : to lord it, to pig it; to ape; to queen it; to squirrel (= to hoard); to ferret (out); to ghost; to house; to chicken, to fool (around); to claw up; to monkey with; to honey-comb; to telescope; to landscape (a garden); to tower up (over something); to wolf (one's food); to cannonball (with someone); to cave (in); to sponge (on someone); to tail (off), to fleece; to purse (one's lips); to catapault; to steam [as in: the boat steamed to the harbour]; to level; to school [as in: he schooled himself to control his temper]; to man; to people; to axe; to savage; to father; to mother; to but [``but me no buts"]; to requisition; to nose-dive; to foxtrot; to moon [= to wander aimlessly]; to sober (up); to rough (it); to jolly; to brazen; to piece (together); to cut; to up; to near; to further; to down; to round।

smell sweet, walk straight, wash clean এখন প্রতিষ্ঠিত, যদিও purist-রা বলবেন sweetly, straightly, clearly হওয়া চাই। কিন্তু ly-বর্জিত প্রয়োগ ব্যবহার দ্বারা সিদ্ধ হয়ে উঠেছে। অষ্টাদশ শতকের ইংরেজি লেখকগণ সচরাচর past participle form -এর স্থলে past tense form ব্যবহার করতেন (Elegy Wrote in a Country Churchyard, "...wrote by order of Mons. Cobbert",)। তাঁরা প্রায়ই লিখতেন you was (you যখন একজন মানুষ বোঝাতো)।

"Instead of a reader being able to pick up a book...II," The anomaly of the nation solemnly punishing itself..", এই দুটি বাক্যের`reader ও nation সম্বন্ধে Vallins বলেছেন, "A nagging conscience tells us the reader should be reader's and nation should be nation's. But nowadays usage covers this as well as several orther original sins."। আজকাল for ever-কে forever, near by- কে nearby লেখা হচ্ছে। এ ধরনের একত্র করে লেখা 'বিধিসম্মত' না হলেও প্রচলনের কারণে সিদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। all right-কে alright লেখাও একদিন সিদ্ধ হয়ে যাবে হয়তো (almighty, always তুলনীয়)।

১২৯৭ সাল নাগাদ libel মানে ছিল formal document। ১৩৪০ সাল নাগাদ তার অর্থ দাঁড়িয়েছে document of a plaintiff। এবং ১৫২১ সাল নাগাদ pamphlet publicly circulated, especially one defaming the character of someone। অতঃপর ১৬১৮ সাল থেকে `any false or defamatory statement'।

অনেক শব্দের ইতিহাসে লক্ষণীয় মানবিক ইতিহাস লুকিয়ে আছে। grass, grow এবং green এসেছে একই মূল থেকে। river (নদী) ও rivalry একই মূল থেকে আসা। সভ্যতার শুরু থেকে নদী/পানি নিয়ে মানুষের মধ্যে কাড়াকাড়ি। বর্তমানেও তাই। সুপরিচিত উদাহরণ : গঙ্গা, দজলা, ফোরাত, জর্দান-নদী, এবং ইউরোপের বিভিন্ন নদী। বর্তমানে পৃথিবীর মানুষের মধ্যে প্রায় ২০০ কোটি মানুষ যথেষ্ট পরিমাণ নিরাপদ পানি পাচ্ছে না। যত দিন যাবে বিশ্বব্যাপী এই সংকট আরও বেশি বেশি গভীর ও বিস্তৃত হবে।

রোমান সাম্রাজ্যের পতনের একটি কারণ সিসা-বিষ। রোমান উচ্চ- শ্রেণীর লোকেরা সিসা-ঘটিত ধাতুর পাত্রে মদ্যপান করত, এবং সিসা-ঘটিত দ্রব্য খাবারের মিষ্টি হিশাবে ব্যবহার



www.pathagar.com

করত, ফলে তাদের প্রাণশক্তি মানসিক শক্তি ও প্রজনন-ক্ষমতা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তারা আরেকটা ক্ষতিকর কাজ করত। পানি সরবরাহের জন্য সিসা'র নল ব্যবহার করত। সিসা'র রোমান প্রতিশব্দ ছিল 'প্লাম্বাস'। তার থেকে ইংরেজি 'প্লাম্বার' শব্দটি। (অংশত 'প্লাম্বাস' অর্থাৎ সিসার কারণে) রোমান সাম্রাজ্য কবে শেষ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু ইংরেজিতে 'প্লাম্বার' শব্দটি টিকে আছে।

ভাষায় নতুন শব্দ সৃষ্টি, শব্দের অর্থ পাল্টে যাওয়া, নতুন একটি অর্থ যোগ হওয়া, ইত্যাদি হতে পারে এবং এগুলি বহুলাংশে সাধারণ মানুষের মুখে মুখে হয়। আমাদের ভাষার দুর্ভাগ্য যে মানুষের মুখের নতুন উপাদান ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করা হয়।

অথচ, যেমন আগেও বলেছি, সংস্কৃত ভাষায়ও অর্থ পরিবর্তনের বহু বহু উদাহরণ আছে। যেমন সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে প্রবীণ অর্থ বীণাবাদনে পারদর্শী, প্রদক্ষিণ অর্থ (পূজ্য ব্যক্তিকে) দক্ষিণে অর্থাৎ ডানে রেখে চার পাশে ভ্রমণ করা, কিন্তু এসবের অর্থ এখন কী দাঁড়িয়েছে?

ফার্সিতে গুলাব মানে ফুলের পানি [গুল = ফুল, আব = পানি], বিশেষত rose-water। বাংলায় গোলাপ[<গুলাব]-ই হল বিশেষ ফুল rose। খাজা [<খাদ্য] মানে ছিল খাদ্য, এখন একপ্রকার মিষ্টান্ন; অন্ন মানে খাদ্য ছিল [ যেমন মিষ্টান্ন'য়, নবান্ন'য়], এখন ভাত; যেমন meat মানে ছিল খাদ্য [ যেমন sweetmeat-এ, meatsafe (মীটসেইফ) -এ], এখন মাংস।

গোড়াতে 'চন্দ্রমাস' মানে ছিল উজ্জ্বল চাঁদ—চন্দ্র মানে উজ্জ্বল, 'মাস' মানে চাঁদ। পরে 'চন্দ্র' মানেই হয়ে দাঁড়ালো চাঁদ। প্রাচীনকালে রুপা'র নাম ছিল চন্দ্র, উজ্জ্বলতার কারণেই। সোনা-চান্দি লৌকিক ভাষায় এখনও প্রচলিত। চান্দি বা চাঁদি হচ্ছে রূপা, সাধারণ-মানুষে বলে তো, তাই ওটা ভাল না; আসোলে ভাল-ই। হস্তীমৃগ' মানে ছিল হাত-ওয়ালা পশু—মৃগ মানে পশু। পরে 'হস্তী' মানেই দাঁড়ালো হাতী আর মৃগ মানে হরিণ (হরিণ-এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হরণকারী)। একইভাবে, 'মহিষমৃগ' মানে ছিল বলবান পশু, এবং মহিষ মানেই দাঁড়ালো ঐ বলবান পশুটিই। (শক, পৃ. ৮০-৮১, ৮৫) 'মেঘনাদবধ' কাব্যের 'মৃগেন্দ্রকেশরী' (= সিংহ) শব্দে 'মৃগ' মানে পশু। ইংরেজি deer -এর ব্যাপারও ঠিক একই রকম, এবং king Lear নাটকে small deer -এর কথা আছে যেখানে deer মানে হরিণ নয়, পশু। পুরানো-ইংরেজিতে সাধারণভাবে কুকুর অর্থে ছিল hund এবং এক বিশেষ রকমের কুকুর ছিল docga বা dogga। এখন dog হচ্ছে সাধারণভাবে কুকুর, hound বিশেষ কতক রকমের কুকুর। dog-এর মূলে docga বা dogga এবং তার মূলে ইন্দো-ইউরোপীয় dheugh : একই মূল থেকে doughty, অর্থ 'সাহসী' বা 'বলবান'। পাদুকাযুক্তক [= পাদুকাজোড়া] -এর যুক্তক অংশটিই হয়ে দাঁড়ালো জুতা অর্থাৎ পাদুকা। সোপান অর্থ শিঁড়ি, তার সাথে বহুবচনবাচক শ্রেণী যোগে সোপানশ্রেণী। বাংলায় শ্রেণী থেকে উদ্ভূত শিঁড়ি সোপান-এর সমার্থক হয়ে গেল। [লক্ষ্য করা যেতে পারে : স+ উপান = সোপান, এবং উপানহ/উপানৎ অর্থ জুতা।] 'পলাশ' মানে ছিল 'ফুলের পাপড়ি'। তার থেকে 'পদ্মপলাশলোচন'। এখন 'পলাশ' এক প্রকার ফুলের নাম। 'ক্ষৌরকর্ম'র কর্ম অংশ থেকে কামানো (যেমন দাড়ি কামানো)। হররোজ মানে প্রতিদিন কিন্তু বাংলায় শুধু রোজ মানেও প্রতিদিন।'* হালহকিকত মানে বর্তমান অবস্থা, হাল মানে বর্তমান; কিন্তু বাংলায় হাল মানেই দাঁড়ালো অবস্থা। 'গহন'-এর বেলায় উল্টা— সংস্কৃতে গহন মানে অরণ্য, বৃহদ্গহন মানে বৃহৎ অরণ্য; কিন্তু বাংলায় গহন মানে অরণ্য রইল না বরং 'গহন অরণ্য' অর্থ হল গভীর বা বৃহৎ

---

* আবার দুধ রোজ করা' মানে হচ্ছে গয়লা রোজ নির্দিষ্ট পরিমাণ দুধ বাসায়/বাড়িতে দিয়ে যাবে এমন ব্যবস্থা করা।



www.pathagar.com

অরণ্য। এমন আরও আছে– আঢ্য; সংস্কৃতে আঢ্য মানে ধনবান, কিন্তু তাই বোঝাতে বাংলায় ধনাঢ্য। নর-কপাল, কপাল-কুণ্ডলা প্রভৃতি শব্দে কপাল মানে 'ভাল' (=forehead) বা 'ভাগ্য' নয়। এগুলির সাথে cephalopod encephalitis electroencephalogram প্রভৃতিও তুলনা করুন। সংস্কৃতে কপাল মানে খুলি। কিন্তু বাংলায় এখন কপাল বলতে forehead বোঝায়, ভাগ্য-ও বোঝায়।

'জালি-কুমড়া' থেকে একপ্রকার 'কুমড়া'র নাম দাঁড়ায় 'জালি'। ভালই তো। এবাবেই একসময় মোটর-সাইকেল অর্থে 'হোণ্ডা' খুব প্রচলিত হয়েছিল। ভালই হয়েছিল। কিন্তু তালেবর-লোকে 'ভুল'-ধরিয়ে দিল, বাংলা ভাষা একটি প্রতিশব্দ হারালো। যেরক্স চালু হওয়ার কথা ছিল কিন্তু তালেবর-লোকে 'জ্ঞান' দিয়ে চলল যে 'যেরক্স' হচ্ছে নির্মাতা-প্রতিষ্ঠানের নাম, পদ্ধতিটি হচ্ছে প্লেইন-পেপারে ফোটোকপিইং। কাণ্ডটা এই দেশের। আন্তর্জাতিক-ভাবে, বিশেষত ইংরেজি-ভাষার বিশ্বকোষে, দেখা যাবে প্রক্রিয়াটির নাম যেরক্সিং, যেরোগ্রাফি, প্রতিষ্ঠানটির নামে নাম, একটি eponym। যাহোক, এদেশে 'যেরক্স করা' চলল না, 'ফটোকপি বা ফটোস্ট্যাট করা' চলতে লাগল; এখানেও আমরা অতি-তালেবর জাতি; অতিশয় বৈজ্ঞানিক।

অতীতে জন্তু শব্দটি বেশ সম্মানের ছিল কারণ জন্তু বলতে যা কিছু বোঝাতো তার মধ্যে মানুষও ছিল। কিন্তু পরে, এখন, জন্তু মানবেতর, জন্তুর মধ্যে আর মানুষ নেই। অপরদিকে সংস্কৃতে বৎস মানে গরুর বাচ্চা, যার থেকে বাছুর শব্দটি; এবং কিশোর মানে অশ্বশাবক। (স্ত্রীলিঙ্গে কিশোরী)। সংস্কৃতে পতঙ্গ বলতে প্রধানত পাখি বোঝাতো। মহাভারত-এর কালীপ্রসন্ন সিংহ কৃত বঙ্গানুবাদেও পাখি অর্থে পতঙ্গ। কিন্তু বাংলায় পতঙ্গ বলতে আর পাখি বোঝায় না, পাখা-অ'লা insect বোঝায়। একসময় 'স্ত্রী' বলতে শুধু বোঝাতো স্ত্রীজাতীয় যে কেহ, ক্রমে তার একটি অর্থ দাঁড়ালো পত্নী। ইংরেজি wife সম্বন্ধেও একই ব্যাপার। wife অর্থ পত্নী হয়ে যাওয়ার পর wife-এর সাথে man জুড়ে woman বানানো হল। তবে জার্মান weib অর্থ এখনও স্ত্রী-লোক।

আর, অন্য ভাষা থেকে শব্দের আগমন ঘটলে শব্দের অর্থে পরিবর্তন তো হতেই পারে। 'মতলব' 'পেরেশান' ইত্যাদি শব্দ বাংলায় কেমন অর্থে ব্যবহৃত হয় আর হিন্দিতেই বা কেমন– তা বিবেচনা করুন। অর্থ যদি প্রায় একই থাকেও তবু এমন হয় যে শব্দটি বাংলায় হাস্যরস সৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত করা হয়। [বাপের নিকটে কইতে হবে না পয়শার 'বাত' / উল্টে হয়তো 'পয়যার' খেয়ে হতে হবে কাৎ।) বাঙালির ভাষার অবস্থান থেকে হিন্দিকে দেখলে মনে হওয়ার কথা যে হিন্দি হচ্ছে চ্যাংরামির ভাষা, ভাঁড়ামির ভাষা। 'দেওয়ানে' 'মাস্তানে' 'পরওয়ানে' 'বাকোয়াজ' 'মুঝে' 'ম্যায় তেরি' 'কারতি হুঁ' – এসব কথা একজন বাঙালির পক্ষে সহ্য করার মতো হয় কিকরে? দারুণ হিন্দি-ভক্ত বাঙালিই কেবল হিন্দি শব্দকে নেয় face value-তে। জনতা শব্দটি বাংলায় mob-এর অর্থে চলতে থাকলে ভাল হত –একটি দরকারি প্রতিশব্দ আমাদের ভাণ্ডারে থাকত। কিন্তু যেভাবেই হোক, 'জনতা'র মানে এখন দাঁড়িয়ে গিয়েছে জনগণ, মানুষ।

পশ্চিমবঙ্গে অনেক প্রতিষ্ঠান নিজেদের আলাদা আলাদা বানান রীতি অনুসরণ করে। এদেশীয় অনেকের বিশ্বাস আমাদের বর্তমান 'বাংলা একাডেমি'র প্রবর্তিত [চাপিয়ে দেওয়া] বানান রীতি নাকি দেশে মোটামুটি স্বীকৃত এবং সেই রীতিই নাকি সকলের মেনে চলা উচিত। তবে কথা হচ্ছে, এদেশের বর্তমান বাংলা একাডেমি পশ্চিমবঙ্গেরই অনুসরণ/অনুকরণ করে থাকে, তবে একটু অযোগ্যতার সাথে এবং স্বকীয়তার ভান সহকারে। আমাদের ঠিক ঠিক বুঝতে হবে কোনটা পশ্চিমবঙ্গের অনুসরণ/অনুকরণ এবং কোনটা তা



www.pathagar.com

নয়, কারা অবোধ, কাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত, কারা অনেক কিছুই বোঝেন না যা বোঝেন বলেন বিশ্বাস করেন। আমাদের খেয়াল করতে হবে ডক্টর ডিগ্রী বিদ্যাবুদ্ধির প্রমাণ নয়, জন্মতারিখ আধুনিকতার বা প্রাচীনপন্থিতার নির্দেশক নয়। আমাদের বর্তমান 'বাংলা একাডেমি'র বানান রীতি দেশে মোটামুটি স্বীকৃত হয়ে থাকলে সেটা দুঃসংবাদ এবং পরিস্থিতি বদলানোর জন্য প্রচেষ্টা সুপারিশযোগ্য।

যা হোক, যেকোনও বাংলা বই-এর জন্য নিম্নরূপ বানান রীতি অনুমোদনযোগ্য [তবে এ বইটিতে আলোচ্য হচ্ছে শব্দ/বর্ণ এবং বানানের বিধি/নিয়ম ইত্যাদি, তাই এতে এই বানান রীতি সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ করা হবে না] :

১. কোথাও ঙ-এর সাথে কোনও বর্ণের যুক্তবর্ণ থাকবে না, ঙ্ স্থলে ং চলবে। যেমন, সংগে অংক শংকা ইত্যাদি। 'রং-এর' লেখার চেয়ে 'রঙের লেখা কতটা কম কষ্টের?' 'রং-এর' লেখাই কর্তব্য তবে রঙের চলতে পারে, কিন্তু রংয়ের লেখা দুর্বৃত্তপনা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশেষ ১৯৭৯ সালের বানান সংস্কার সমিতি এই উত্তম প্রস্তাব দিয়েছিল যে অংক রংগ বংগ অংকুর প্রসংগ গংগা পংগু প্রভৃতি চালু হোক। এটা চালু হলেই যে ধনংজয় পুরংজয় চিরংজীব প্রভৃতি চালু করার দাবি উঠবে এটা একটা মিথ্যা আশঙ্কা। [এ আশঙ্কার কথা তোলা জুজুবুড়ির ভয় দেখানোর মতো ব্যাপার। তবে ধনংজয় পুরংজয় চিরংজীব প্রভৃতি লিখতেও এক-শ' বার রাজি হওয়া উচিত বিশেষত যখন এগুলি সংস্কৃতেই ব্যাকরণ-সিদ্ধ; এসব চালু হওয়াটা মাথায় বাজ পড়ার মতো নয়।] অতি বড় দুর্জন না হলে কেউ অনুস্বারকে "অবান্তর বর্ণ' বলতে পারে না। অনুস্বার-কে অবান্তর বলা গেলে রেফ (র্) অবান্তর না হয় কিকরে? ঞ্-এর উচ্চারণ বাংলায় ণ্-এর (n-এর) মতো ছাড়া আর কিছু নয়। তাহলে ঞ অবান্তর বর্ণ না হয়ে ং অবান্তর হয় কিকরে? এমন নির্লজ্জ কাণ্ডজ্ঞানহীনতা আর অসদাচরণ আর কতকাল দেখতে হবে?

২. অনুস্বার যেমন যুক্তবর্ণ থেকে বাঁচাতে পারে, 'খণ্ড-ত'(ৎ)-ও তেমন পারে। সুতরাং তাকে সেভাবে ব্যবহার করতে হবে। যেমন—যৎন রৎন তৎত্ব সৎতা ইয়ৎতা আয়ৎত প্রৎনতাৎত্বিক।

৩. ইংরেজি-মূল শব্দের বানানে ও ইংরেজি শব্দের লিপ্যন্তরে মূল শব্দের স্বরবর্ণের প্রয়োগ অনুসারে হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বর বর্ণ ও চিহ্ন এবং রি-ধ্বনির ক্ষেত্রে ৃ-কারও নিম্নরূপে ব্যবহার্য: sit সিট কিন্তু seat সীট, wick উয়িক কিন্তু week উয়ীক, quill কুয়িল কিন্তু queen কুয়ীন, three stooges থ্রী স্টুজেস, referring রেফারিং কিন্তু refereeing রেফারীইং, feminist ফেমিনিস্ট কিন্তু east ঈস্ট এবং yeast য়ীস্ট, এবং খৃষ্টাব্দ (খ্রিষ্টাব্দ অনাবশ্যক)। [tree three-কে ট্রী থ্রী লেখা আবশ্যক। অশিক্ষিতরা decibel-কে 'ডেসিব্‌ল' dividend-কে 'ডিভিটেন্ট' লেখে, যেমন পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি'-ও লেখে। তাই কি হজম করতে হবে? তাহলে বাঙালি-মাত্র সকল মানুষ বিদ্যা-শিক্ষা বাদ দিয়ে দিক, বই খাতা কলম গঙ্গায় বিসর্জন দিক; যাদের সামর্থ আছে তারা সুদের কারবার করুক; তাতে অনেক ঝামেলাই মিটে যাবে, অনেক কষ্টই দূর হয়ে যাবে।]

৪. z-ধ্বনির জন্য সর্বত্র য। সুতরাং ডিযাইন (design) ক্লোযেট (closet), প্লাযা, plaza), টীযিং (teasing), প্লীয (please), লীয (lease)...।

৫. ঞ-বর্ণটি প্রয়োজনীয় নয়। চ ছ জ ঝ -এর আগে ন-যোগে নতুন চারটি যুক্তবর্ণ তৈরি করা এবং ঞ- যোগে সৃষ্ট ঞ্চ ঞ্ছ ঞ্জ ঞ্ঝ লুপ্ত করা দরকার। জ্ঞ যেমন আছে, থাকবে কিন্তু তাকে যুক্তবর্ণ বলে ধরা হবে না।



www.pathagar.com

৬. ট ঠ ড ঢ -এর পূর্বে শুধু ণ যুক্ত হবে, অর্থাৎ ন্ট ন্ঠ, ন্ড লোপ পাবে।

৭. হ্ন-চিহ্নটি বাদ দিয়ে শুধু হ্ন দিয়ে চালাতে হবে, চিহ্ন মধ্যাহ্ন ইত্যাদি হবে।

৮. ষত্ব বিধানকে সরল করা হবে; যেমন পুরস্কার নমস্কার ইত্যাদির বদলে পুরষ্কার নমষ্কার ইত্যাদি হবে [তৎসম ও তদ্ভব শব্দে স্ক যুক্তবর্ণের ব্যবহার কমে যাবে।]

৯. বিদেশি শব্দ যতদূর সম্ভব না ভেঙে যুক্তবর্ণযোগে লিখতে হবে। এ প্রসঙ্গে ভাষাচার্য সুনীতিকুমারের উক্তি– "যতক্ষণ অন্য সাধারণ সংস্কৃত ও সংস্কৃতের নিকট হইতে গৃহীত বাঙালা শব্দে সংযুক্ত বর্ণকে বিদায় দিতে পারিতেছি না, তখন বাছিয়া বাছিয়া ইংরেজী শব্দের বেলায় এই সম্পূর্ণরূপে অবাঙালী পদ্ধতি আনিয়া অযথা বিভ্রাট্ ঘটাই কেন?" – (রাবি, পৃ. ২২৩) রবীন্দ্রনাথ Denmark-কে ডেন্মার্ক symapathy-কে সিম্প্যাথি hypnotist-কে হিপ্নটিস্ট লিখেছেন।

১০. sh-ধ্বনির জন্য বিশেষত অতৎসম শব্দে শ প্রাধান্য পাবে। সে অনুযায়ী স-স্থানে শ হবে কিন্তু ষ-স্থানে তা হবে না। যেমন ফাঁশি (ফাঁসি) ফাঁশ (ফাঁস) খোশা (খোসা) শিঁড়ি (সিঁড়ি) শাদা (সাদা) ফর্শা (ফরসা) হিশাব (হিসাব) শটকানো (সটকানো) শামলানো (সামলানো) ঘুষ ঘুষি ভুষি।

১১. 'ইতোমধ্যে ইতঃপূর্বে' বর্জনীয়, ইতিমধ্যে ইতিপূর্বে চলবে। ইতিমধ্যে ইতিপূর্বে অশুদ্ধ বলে বর্জন করা ভুল এবং পাগলামি, আর তা করা হলে 'ইতিকর্তব্য', 'ইত্যাদি', 'ইত্যাকার', 'ইত্যবসরে', 'ইত্যবকাশে' 'ইতিবাচক' 'নেতিবাচক' প্রভৃতি শব্দও অশুদ্ধ বলে বর্জন করতে হয় কারণ এ শব্দগুলির মধ্যে একই 'ইতি' রয়েছে। এমনকি ইতিহাস-এর ইতিও আলাদা কিছু নয়। ইতিপূর্বে ইতিমধ্যে'-কে অশুদ্ধ বলার জিগিরকে হাইড্রোফোবিয়া রোগের সাথে তুলনা করে চলে।

১২. 'দেয়া, নেয়া'-এর বদলে 'দেওয়া, নেওয়া' গ্রহণযোগ্য। এবং 'দেবার, নেবার'-এর বদলে দেওয়ার, নেওয়ার', 'দেওয়াবার, নেওয়াবার'-এর বদলে 'দেওয়ানোর, নেওয়ানোর'। 'দেওয়া নেওয়া' শিষ্টও বটে আর মানুষের মুখের ভাষার কাছাকাছিও বটে। বাহাদুরি করে মানুষের মুখের ভাষা থেকে দূরে সরে যাওয়ার জন্য 'দেয়া নেয়া' লেখা হয়।

১৩. 'পেছনে ভেতরে ওপরে' ইত্যাদির বদলে 'পিছনে ভিতরে উপরে' ইত্যাদি থাকবে। এবং 'বিকেল, হিসেব, সন্ধে' ইত্যাদির বদলে বিকাল, হিশাব, সন্ধ্যা' ইত্যাদি। 'দেয়া নেয়া' সম্বন্ধে উপরে যে মন্তব্য করা হয়েছে সেই একই রকম মন্তব্য 'পেছনে ভেতরে ওপরে' ইত্যাদি এবং 'বিকেল হিসেব সন্ধে' ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রযোজ্য। [রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় লিখেছেন 'ওপর' 'ভেতর' 'ঘুমুতে' 'চিবুতে' 'গুছুতে' ইত্যাদি জিনিশকে তিনি অপভাষা মনে করেন। অথচ কী কাণ্ড, টেলিভিশনে কাউকে কাউকে 'ভ্যাতোরে' উচ্চারণ করতে শোনা যায়। যারা আজ 'ভেতরে' লেখার পক্ষে তারা আরও পরে 'ভ্যাতোরে' লিখবে এমন আশঙ্কা করা অমূলক নয় বোধ করি]। শ্রী মণীন্দ্রকুমার ঘোষ লিখেছেন, 'সাধুভাষার 'অভ্যাস, সন্ধ্যা, বিদ্যা' চলিতভাষায়ও 'অভ্যাস, সন্ধ্যা, বিদ্যা'-ই থাকে, 'অভ্যেস, সন্ধে, বিদ্যে' লেখার প্রয়োজন হয় না। রবীন্দ্রনাথ নিজেও বলেন, "সাধুভাষার সঙ্গে চলিত ভাষার প্রধান তফাৎটা ক্রিয়াপদের তফাৎ নিয়ে।'" ক্রিয়াপদের মাধ্যমেও যে অপভাষা ঢুকতে পারে সে ব্যাপারেও রবীন্দ্রনাথ সতর্ক করেছেন 'ঘুমুতে চিবুতে গুছুতে'-এর মতো জিনিশকে অপভাষা অভিহিত করে।]



www.pathagar.com

১৪. 'কি' এবং 'কী' -এর মধ্যে যথার্থ তফাৎ রাখতে হবে, তা সত্ত্বেও 'কিভাবে', 'কিকরে', 'কি কি', 'আরকি', 'কিসে', ইত্যাদি চলবে অর্থাৎ 'কী' অন্য কোনও শব্দের সাথে মিলিয়ে লেখা হলে বা 'কী'-এর দ্বিত্ব হলে ী-কারের বদলে ি-কার লেখা হবে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এমন-কি আর-কি কিসে লিখতেন।

১৫. সংস্কৃতে যেসব শব্দের বানান হ্রস্বস্বরযোগে সিদ্ধ সেসব শব্দ হ্রস্বস্বর যুক্ত করে লেখার নীতি অনুসারে গোটা বিশেক অতিরিক্ত শব্দে দীর্ঘ'র বদলে হ্রস্ব-স্বর জোড়াতে বাংলা ভাষার বা বাঙালি জাতির কোনও উপকার হয়নি, কতিপয় বানান-সংস্কারকের কিছু বাহাদুরি-প্রদর্শন ও আত্মপ্রসাদ লাভ হয়েছে মাত্র। ঐ সংস্কার প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

১৬. অ্যা-স্থানে এ্যা সম্পূর্ণ বর্জনীয়। ভেবে দেখুন, অ্যা-স্থানে এ্যা লিখতে হলে ক্যা-স্থানে ক্যা-এর সাথে একটা এ-কার (ে) লাগিয়ে লিখতে হয় ক্যে!!! অ্যা-ধ্বনির জন্য নতুন বর্ণ-চিহ্ন আমদানির ইচ্ছা একটি ক্ষতিকর বাতিক। তদ্ভব শব্দে য-ফলা এক-শ' বার চলবে। 'হিস্যা' 'পিত্যেশ' (<প্রত্যাশা') অবশ্যই হবে। আধিক্য থেকে আধিক্যেতা বা আদিখ্যেতা হবে। অ্যা-ধ্বনির প্রয়োজন হলে তদ্ভবেও '্যা' ব্যবহার্য।

১৭. মধ্য/মধ্যে স্থানে মাঝ/মাঝে সম্পূর্ণ বর্জনীয়। মধ্য/মধ্যে স্থানে মাঝ/মাঝে হচ্ছে তোষামুদির ভাষা, ন্যাকামির ভাষা। তাছাড়া 'মধ্যে'-স্থানে 'মাঝে' চললে 'সঙ্গে'-স্থানে 'সনে' চলা উচিত। তা আমরা চালাচ্ছি না, সুতরাং 'মধ্যে'-স্থানে 'মাঝে' চালানোর প্রশ্নই ওঠে না কারণ 'সনে'র তুলনায় 'মাঝে' অনেক কম সহনীয়। [তবে 'মাঝে মাঝে', 'মাঝখানে', 'মাঝে-মধ্যে', 'মাঝ-নদী', 'মাঝ-বরাবর' চলবে]

১৮. কোনো আরো কখনো... স্থানে কোনও আরও কখনও... লিখতে হবে। স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 'কোনও কখনও' লিখতেন, সাক্ষী বিজনবিহারী ভট্টাচার্য। 'আরোই' দরকারি জিনিশ নয়, তবু কারও দরকার পড়লে 'আরও-ই' লেখা কর্তব্য হবে। 'আরোই' নিয়ে যারা মাথা ঘামায় তাদের জন্য করুণা হয়। একইভাবে 'কখনও-ই' [কখনোই নয়], কারও-ই [কারোই নয়]। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার কোনও আরও কখনও লিখেছেন, তাঁর লেখা বই-এ দেখেছি। তাঁর লেখা বই-এ কোনও ছাড়া সে অর্থে আর কিছু স্থান পায়নি।

১৯. অনুজ্ঞায় 'করো' 'দেখো'... কিন্তু সাধারণ বর্তমান বোঝাতে 'কর' 'দেখ'...চলবে। হত (=হইত) এবং হল (=হইল) হবে। থাকো আছো যাবো খাবো দাঁড়াতো ছড়াতো দাঁড়ালো করালো ছড়ালো ইত্যাদি হবে। অর্থাৎ আগে আ-কার থাকলে শেষে ও-কার হবে। ['দাঁড়ানো' হলে 'দাঁড়ালো' দাঁড়াবো এবং দাঁড়াতো' হওয়া উচিত এটা বোঝা উচিত ছিল অনেক আগে।] তা সত্ত্বেও যাচ্ছ খাচ্ছ হবে অর্থাৎ ব্যতিক্রম হবে শেষে যুক্তবর্ণ হলে।

২০. 'হয়নি' 'করেনি'...হবে অর্থাৎ 'নি' আলাদা হবে না কারণ 'নি' আলাদা শব্দ নয়, কিন্তু 'হয় না' 'করে না'...হবে অর্থাৎ 'না' আলাদা হবে কারণ 'না' আলাদা শব্দ [শুধু 'নি' বলে কোনও প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়, শুধু 'না' বলে তা সম্ভব]।

২১. 'স্বাস্থ' 'সামর্থ' 'স্বাচ্ছন্দ' 'বৈশিষ্ট' হবে, অর্থাৎ এসব শব্দের প্রচলিত বানান থেকে শেষের য-ফলাটা (্য) বাদ যাবে। দারিদ্র্য'র বিকল্প হিশাবে সংস্কৃতে দারিদ্র সিদ্ধ; তেমনি সিদ্ধ 'সৌহার্দ' এবং 'বৈচিত্র'। আমরা চেয়েছিলাম এ ধরনের অন্যান্য শব্দে যেমন শেষে য-ফলা দেওয়া হয়, তার সাথে ঐক্য বজায় রেখে 'দারিদ্য', সৌহার্দ্য, 'বৈচিত্র্য' লেখা হোক। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করলাম যে এমনকি দৈর্ঘ্য'র য-ফলা বাদ দিয়ে 'দৈর্ঘ' লেখা



www.pathagar.com

চলছে। সে পরিপ্রেক্ষিতে এধরনের সব শব্দের শেষের য-ফলা বাদ দেওয়ার, যেমন 'স্বাস্থ্য সমার্থ্য স্বাচ্ছন্দ্য' না লিখে 'স্বাস্থ সামর্থ স্বাচ্ছন্দ' লেখার সিদ্ধান্ত নিলাম। এতে সংস্কৃত ব্যাকরণের ব্যত্যয় হয়েছে বলে যারা আপত্তি করবেন তাদের জন্য সামান্য কিছু তথ্য: 'পুত্র' সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে সিদ্ধ নয়, সিদ্ধ হল 'পুত্র'; 'ইরস্যা' থেকে হয় 'ঈর্ষ্যা' কিন্তু আমরা লিখি ঈর্ষা; বৃদ্ধ থেকে বার্দ্ধক (বৃদ্ধ + অক),* কৃত্তিকা থেকে কার্ত্তিক হওয়ার কথা কিন্তু আমরা বার্ধক্য কার্তিক লিখি; একই ভাবে 'বার্তা', বার্তিক' অসিদ্ধ (সিদ্ধ হল 'বার্ত্তা, বার্ত্তিক' কারণ এরা এসেছে 'বৃত্তি' থেকে); সৎ থেকে সততা হতে পারে না, হয় সত্তা, কিন্তু আমরা লিখি সততা। কোন বিচারে কোনটা সিদ্ধ কোনটা অসিদ্ধ তা ভাল-ভাবে জেনে নেওয়ার পরেই কারও পক্ষে বানানের শুদ্ধি-অশুদ্ধি বিচার করা সংগত হতে পারে।

২২. পাশ্চাত্ত চলবে (পাশ্চাত্য বা পাশ্চাত্ত্য নয়)। 'পাশ্চাত্ত'য় যারা আপত্তি করবেন তাদের অনেকে হয়তো খোঁজ রাখেন না যে সংস্কৃত-মতে সিদ্ধ হল পাশ্চাত্ত্য। পশ্চাৎ + ত্য = পাশ্চাত্ত্য (পাশ্চাত্য নয়)। 'পাশ্চাত্য' চলছে দেখে স্থির করলাম বরং 'পাশ্চাত্ত' চলুক, অর্থাৎ একটা ত-এর বদলে বরং য-ফলাটাই বাদ যাক। য-ফলা বাদ দিয়েই তো আমরা দারিদ্র সৌহার্দ বৈচিত্র, এবং অতঃপর দৈর্ঘ স্বাস্থ সামর্থ ... চাচ্ছি। ঠিক তেমনি পাশ্চাত্ত্য থেকে য-ফলা বাদ দিয়ে পাশ্চাত্ত।

২৩. '-এর'-স্থানে এবং '-এ' -স্থানে কখনও '-য়ের' এবং '-য়ে' নয়। সুতরাং বই-এর ভাই-এর ধামরাই-এর জাউ-এর এবং বই-এ ধামরাই-এ জাউ-এ। বিশেষত ং ৎ এবং যেকোনও হসন্ত-উচ্চারিত ব্যঞ্জনের পরে 'য়ের' এবং 'য়ে' লাগালে তার উচ্চারণ দাঁড়ায় যথাক্রমে 'ইএর' এবং 'ইএ'। 'ঢংয়ের' 'হংকংয়ের' লিখলে উচ্চারণ দাঁড়ায় 'ঢংইএর হংকংইএর, অনুরূপভাবে হংকংয়ে ঢংয়ে লিখলে দাঁড়ায় হংকংইএ ঢংইএ, সুতরাং 'ঢং-এর হংকং-এর' 'ঢং-এ হংকং-এ'...লিখতে হবে। বইয়ের ভাইয়ের ধামরাইয়ের জাউয়ের এবং ভাইয়ে ধামরাইয়ে জাউয়ে লিখলে অমন দুর্দশা হয় না বটে, তবু আমরা এসব লিখব না।

২৪. গ্রীক লাটিন প্রভৃতি ভাষার জ্ঞান ফলানোর জন্য রবীন্দ্রনাথের লেখায় 'অ্যাপোলো'-স্থানে 'আপোল্লো' কোনও দিনই করতে হবে না, করলে সেটা অতিশয় জঘন্য বদ-কাজ হবে, তা করার কথা বলাটাই দেবপ্রসাদীয় অসদাচরণ হয়েছে। 'প্রাগ' লিখব না 'প্রাহা' লিখব এ নিয়ে দ্বিধা প্রকাশ করা আসোলে পণ্ডিতি ফলানোর জন্য ছল মাত্র। তেমনি মেডিসি সেন্সি জিয়োত্তো গ্যারেজ এন্‌ভেলপ এন্‌সেম্বল প্রভৃতিই চলবে, এমনকি ইংরেজরাও যদি এখন আঁভলপ আঁসেম্বল উচ্চারণ করে তবু বাংলায় যা আছে তাই থাকবে। নেপোলিয়ান-কে 'নাপোলেয়ঁ' করার প্রয়োজন কোনও দিন হবে না। অবশ্য নেপোলিয়ান যেমন বিশ্বজয় (!) করেছিলেন তেমনি ভবিষ্যতে ফরাসি-রা বিশ্বজয় করে এসে আমাদেরকে ঘাড় ধরে 'নাপোলেয়ঁ' বানান করালে ভিন্ন কথা। সিসেরো সার্সি হোরেস ট্যাসিটাস টাইটাস ভার্জিল এরিস্টটল প্লেটো সক্রেটিস ইডিপাস ডায়োনিসাস একিলিস আল্‌সেস্টিস এস্কাইলাস... বানান চলবে। গ্রীক রোমান বিদ্যা ফলাতে অন্য ক্ষেত্র বেছে নিতে হবে।

---

* সংস্কৃতে বার্দ্ধক্যও আছে। কিন্তু 'বৃদ্ধ'র দ্ধ বাদ যাওয়ার কোনও রাস্তা নেই।



www.pathagar.com

২৫. হাইফেন-এর পরে কোনও একক ব্যঞ্জনবর্ণের হসন্ত উচ্চারণ হবে না। সুতরাং হাইফেন-এর পরে শুধু র বা শুধু য় চলবে না। অর্থাৎ ঢাকা-র ঢাকা-য় চলবে না। চলবে ঢাকা'র ঢাকায়। বরং হসন্ত উচ্চারণের সম্ভাবনা এড়াতে হাইফেন চলতে পারে যেমন— বেপরোয়া-কে মানুষ বেপ্‌রোয়া পড়তে পারে, তাই বে-পরোয়া লেখা সুপারিশযোগ্য।

২৬. ক্ষেত্র ক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র থেকে ক্ষেত ক্ষ্যাপা এবং ক্ষুদ্র হবে।

# বানান বিধি এবং ব্যাধি

## (বর্গীয়) জ ও (অন্তঃস্থ) য

"আমার সাধ...'যাওয়া' লিখতে বর্গ্য-জ লাগাব।" —আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (বৈঠকি আলাপে)

একটি শহরের সৌন্দর্য অনেকটা নির্ভর করে সেখানকার অফিস বাড়ি দোকানপাট যানবাহন বিপণী কেন্দ্র ইত্যাদির নামফলক ও বিবিধ বিজ্ঞাপনি লিপি এবং অন্যান্য সজ্জা কতটা সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী তার উপর। আমাদের ঢাকা শহরের এই জিনিশগুলির সব দিক দিয়েই অত্যন্ত করুণ অবস্থা। লেখার বানানের দিক দিয়েও তাই। সুরুচি/সুবিবেচনার প্রকাশ আছে খুব কম। রসবোধেরও প্রকাশ নেই বলতে গেলে। অবস্থাটা যেন শহরের হাওয়া-দূষণ, শব্দ-দূষণ ও নোংরা আবর্জনার সাথে বেশ খাপ খেয়ে গিয়েছে। শেষোক্ত ব্যাপারে ঢাকা শহর এখন সারা বিশ্বে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্থানের অধিকারী বলে স্বীকৃত।

এক সময় আমাদের দেশে ঐসব নামফলক/বিজ্ঞাপন ইংরেজি বর্ণেই লেখা থাকত। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে বাংলা বর্ণে লেখা শুরু হয় (পাশাপাশি অনেক সময় ইংরেজি বর্ণেও লেখা চলতে থাকে), তবে প্রচুর নাম এখনও ইংরেজিতেই রয়ে গিয়েছে এবং এখনও এসবের নাম ইংরেজিতে রাখা হচ্ছে। অহেতুক ইংরেজি ব্যবহার করাটা আমরা বাদ দিতে পারলাম না। বরং এখন আমরা নতুন করে 'ইংরেজ' হতে চলেছি, ইংরেজি ও বাংলা হরফে ভুল ও অযৌক্তিক বানানে ইংরেজি শব্দাবলী এবং ইংরেজি হরফে অযৌক্তিক বানানে বাংলা শব্দাবলী এখন সর্বত্র লেখা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

আমাদের ব্যবহৃত ইংরেজি সহ বিবিধ বিদেশি শব্দ বাংলা বর্ণমালায় যেভাবে হরদম বানান করা হয়ে থাকে তাকে অনেক ক্ষেত্রে রোগগ্রস্ত না বলে পারা যায় না। উদাহরণ স্বরূপ Eastern Plaza- কে 'ইষ্টার্ণ প্লাজা' লেখা হয়, জুতার দোকানে shoes- কে লেখা হয় সুজ। বানানের সমস্যা এখানে বেশ কয়েকটি। এর সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য বানান হচ্ছে 'ঈস্টার্ন প্লাযা' ও 'শূয্'। কিন্তু বাংলাদেশের এবং পশ্চিমবঙ্গের অনেক প্রতিষ্ঠান মানুষকে এটা গেলাচ্ছে যে সকল অতৎসম শব্দে দীর্ঘস্বর-এর এবং ইংরেজি z-এর মতো উচ্চারণ যেখানে কাম্য সেখানে য-এর ব্যবহার নাকি একদম চলবে না।

এটা বিবেচ্য যে 'বাংলা একাডেমি'র 'প্রমিত বানান বিধি'র পুস্তিকাটিতে বলা হয়েছে : যেখানে ইংরেজি s -এর মতো উচ্চারণ কাম্য সেখানে বাংলায় দন্ত্য-স লেখা কর্তব্য, কখনও ছ নয়। z-এর উচ্চারণও দন্ত্য। s-এর উচ্চারণ লিখতে বাংলায় ছ-এর ব্যবহার দুঃসহ হলে দন্ত্য z-এর উচ্চারণ লিখতে একই তালব্য বর্গের জ-বর্ণটির ব্যবহার অবশ্যই একই রকম দুঃসহ রোগ। এটা sun- কে 'শান' soul- কে 'শোল' লেখার মতো কাণ্ড।



www.pathagar.com

পরশুরাম তাঁর রম্যরচনায় z-এর ধ্বনির জন্য z-ই ব্যবহার করেছিলে ("zানতি পার না।")[১]। তার বদলে য ব্যবহার করলে হয়তো উপকার হত। এটা প্রবলভাবে স্বীকৃত যে একমাত্র অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত বা রুচিহীন লোকেরা ইংরেজি s-এর ধ্বনির জন্য ছ ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু ছ এবং জ একই বর্গের বর্ণ—দুটিই তালব্য বর্ণ। তা হলে z-এর ধ্বনির জন্য জ-এর ব্যবহারের বিধান যারা দেয় তারা তাহলে কী?

সুতরাং Plaza এবং Shoes -এর ক্ষেত্রে য ব্যবহার করা উচিত, জ-নয়।

ক্রোয়েশিয়ার রাজধানীর নাম Zagreb, তার বানানের শুরুতে z। বাংলায় 'জাগরেব" লিখলে Jagreb বলে ভুল বোঝা সম্ভব।

ফ্রাঙ্কলিন বুক প্রোগ্রাম্‌স -এর তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত বাংলা বিশ্বকোষ-এর চতুর্থ খণ্ডে Zagreb শব্দটি বাংলায় লেখা হয়েছে 'যা' দিয়ে। ইংরেজি z-এর মতো উচ্চারণ যেখানে কাম্য সেখানে উক্ত বিশ্বকোষে সর্বত্রই 'য' ব্যবহার করা হয়েছে। z ও j উভয় ধ্বনির জন্য 'জ' লেখা হলে যে অস্পষ্টতা, তার লেশমাত্র ঐ বিশ্বকোষে নেই।[২] পরে z-এর ধ্বনির জন্য যাঁরা 'জ' লেখার বিধান দিলেন তাঁরা কি ক্ষমতাধর হয়ে অতীতের মনীষীদের উপর টেক্কা মারতে চাইলেন?

অনেকে বাংলা-ভিন্ন অন্য ভাষার শব্দের লিপ্যন্তরে ইংরেজি z-এর ধ্বনির জন্য বাংলায় একটি নতুন বর্ণের বা চিহ্নের সংযোজন সুপারিশ করেন। অনেকে আবার অন্তঃস্থ-য-কে বিশেষত অতৎসম শব্দ থেকে নির্বাসিত করতে চান; বিদেশি শব্দ ছাড়া অন্য অতৎসম শব্দ থেকে, বিশেষত তথাকথিত তদ্ভব থেকে, তা সত্যিই করা যায় এবং করা উচিত। য-কেই z-এর ধ্বনির জন্য নির্দিষ্ট করলে কিন্তু উল্লিখিত দুইপক্ষের কথাই রাখা হয়—প্রথমে য-কে নির্বাসিত করে পরে সেটাকেই z-এর ধ্বনির জন্য ফিরিয়ে আনা হয়। তা ছাড়া লক্ষণীয়, য-এর চেহারাও অনেকটা ইংরেজি z-এর মতোই।

এমন তো নয় যে আমরা বাঙালিরা z-এর উচ্চারণ করি না। is, was -এর উচ্চারণ আমরা iz, waz করি, ij, waj নয়। দেশের সাধারণ মানুষেরা বরং শুধু z-এর উচ্চারণই করে, j-এর উচ্চারণ অর্থাৎ আমাদের বর্গীয়-জ-এর উচ্চারণ করতে অভ্যস্ত নয় তারা। সুতরাং z-এর উচ্চারণ নির্দেশ করার উপায় আমাদের থাকতে হবে।* আমরা st-এর উচ্চারণের জন্য স্ট লিখি। অতিরিক্ত 'বাঙালিয়ানা' করে ষ্ট লিখলেই তো পারতাম, যেমন কমিউনিস্ট না লিখে কমিউনিষ্ট। অথচ স্ট-যুক্তবর্ণটি নতুন তৈরি করা হয়েছে, তার ব্যাপারে কেউ আপত্তি করছে না। [আমিও আপত্তি করি না]। সুতরাং কমিউনিজ্‌ম লিখে বিভ্রান্তি সৃষ্টি না করে আমাদের মেনে নেওয়া উচিত যে অন্তত অতৎসম শব্দাবলীর বেলায় য-বর্ণটি z-এর মতো উচ্চারণ নির্দেশ করবে এবং আমাদের কমিউনিয্‌ম্‌ লিখতে হবে।

অ-তৎসম শব্দ থেকে য-কে বাদ দেওয়া বোকামি হবে কারণ z-ধ্বনির জন্য য-এর ব্যবহার সমীচীন এবং বিশেষত তথাকথিত 'বিদেশি' শব্দেই তা প্রয়োজন। বরং তৎসম শব্দ থেকে য বাদ দেওয়া সম্ভব কারণ তৎসম শব্দে কোথাও z-ধ্বনি নেই। য-কে কি 'তৎসম বর্ণ' বলে ধরতে হবে? এ ধরনের ভাগাভাগি ভুলে যাওয়া উচিত। সংস্কৃতের উত্তরাধিকার অনস্বীকার্য,

---

* ন এবং ণ -এর বাঙালি উচ্চারণ এবং দীর্ঘ-স্বরের উচ্চারণ সম্বন্ধে মিথ্যা বলা চলছে বিরামহীন, কিন্তু বাঙালির উচ্চারণে z-ধ্বনি নেই এমনটা বলার মতো বেহায়া-পনা কেউ বোধ হয় করেননি। আসোলে বিদেশি ভাষার শব্দের ধ্বনি প্রকাশ করতে বাংলায় এমনকি zh-এ ধ্বনির প্রকাশক কিছু একটা ব্যবস্থা দরকার; সে ব্যবস্থা যে সম্ভব তা পরে দেখব।



www.pathagar.com

কিন্তু অযথা সংস্কৃতের ভূত চাপিয়ে রাখা ঠিক নয়। বিশেষত য-কে 'তৎসম বর্ণ' বানিয়ে রাখা একেবারেই নয়। ষ, য়, র্ (রেফ), ঃ (বিসর্গ), ঋ এবং ৃ (ঋ-কার) প্রভৃতিও 'তৎসম বর্ণ' নয়, তদ্ভব ও বিদেশি শব্দে এগুলি বর্জিত হওয়ার কোনও যুক্তি নেই, উপকারিতা তো নেইই।

অথচ যেটা করা যায় ও করা উচিত সেটা করার কথা কেউ বলছেন না। অতীতে অবশ্য বলা হয়েছে। সুনীতিকুমার যাওয়া স্থানে জাওয়া লিখতে চেয়েছেন।[৩] মো. শহীদুল্লাহ এবং রবীন্দ্রনাথেরও মত তাই ছিল।

যাওয়া, যায় ইত্যাদি ক্রিয়া পদগুলি যখন তৎসম নয় তখন তাদের য-স্থানে জ তো হতেই পারে। তদুপরি এরা এসেছে প্রাকৃত হয়ে, যেখানে য-এর বদলে আছে জ। প্রাচীন বাংলায় এসব শব্দ জ দিয়ে লেখা দেখতে পাওয়া যায়।

আধুনিক হিন্দিতে 'যাওয়া' ক্রিয়াটি হয়েছে 'জানা'; সেখানে 'যখন' ও 'যার' -এর প্রতিশব্দ 'জব' ও 'জিসকো'। যাচক সংস্কৃত শব্দ। কিন্তু হিন্দি অভিধানে 'জাচক' বানান গৃহীত। সংস্কৃত শব্দের অনাদ্য (শব্দের আদিতে নয় এমন) য বাংলাতেও তদ্ভবে এসে জ হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে (যেমন কার্য থেকে কাজ, আর্যিকা থেকে আজি, শয্যা থেকে শেজ)। আদ্য য-এর ক্ষেত্রেও আমরা জ গ্রহণ করেছি, যেমন : জাঁতি জাঁতা জুথি জোড় জোড়া জাউ জোত জোয়াল জোগান জোগাড় জোট। আদ্য য-এর ক্ষেত্রে বাকি রক্ষণশীলতাটুকু ঝেড়ে ফেলে আমাদের 'জে জার জেমন জাওয়া জিনি' গ্রহণ করা উচিত, তৎসম শব্দ থেকে য যদি (জদি) আপাতত বিদায় না-ও দিই। য-এর স্থলে জ লেখার অন্য যুক্তি সব ক্ষেত্রে নেই তবে উচ্চারণের ঐক্যের যুক্তিই যথেষ্ট। অন্তত, তাতে কোনও অপকারের সম্ভাবনা নেই। বরং তাতে করে এক বর্ণের দুই-রকম উচ্চারণের 'দুর্নাম' অন্তত এই একটি ক্ষেত্রে ঘুচবে, বাংলার শিশুরা শান্তিতে বাংলা শিখতে পারবে।

[বাংলাভাষার এই দুর্নাম করতে শুনেছি কিছু ইংরেজি-ভক্ত-বাঙালিকে। অথচ, কী বিস্ময়, ইংরেজিতে এমন বর্ণ খুব বেশি নয় যা একাধিক রকমের উচ্চারণ তৈরিতে ব্যবহৃত হয় না। এ ব্যাপারে এ লেখার য-বিষয়ক আলোচনায় আরও কিছুটা আলোকপাত করা হয়েছে। তারা বাংলার বানান সম্বন্ধে গালমন্দ করে এবং ইংরেজির গুণগানে মুখর হয়। ইংরেজি ভাষা সম্বন্ধে ইংরেজি-ভাষীরাই কী বলেন তার নমুনা ণত্ব-ষত্ব-বিধানে ও সন্ধির নিয়মে সংস্কার শীর্ষক আলোচনায় দেওয়া হয়েছে।]

## চলতি'র নামে বিকৃত সাহেবিপনা

চলিত'র নামে অনেক শব্দকে বিকৃত করা হয়ে থাকে। যেমন হিসেব বিকেল ফিতে ভিজে মিথ্যে ভিক্ষে সুতো সন্ধে শুকনো খুচরো টুকরো কুয়ো পুজো রুপো হিরে মুক্তো ঝুমকো ঝুনো ইত্যাদি নোংরা জিনিশ। অনেকে চলিত লেখার মধ্যে 'হিশাব' বিকাল' লেখাকে রীতিমতো অশুদ্ধ মনে করেন। ধারণাটা কুসংস্কারের মতো পেয়ে বসেছে।

কোথাও এভাবে শব্দকে বিকৃত করার দরকার নেই। এমন বিকৃতি দস্তুর হলে সংগত প্রশ্ন ওঠে, প্রতিষ্ঠা হবে না প্রতিষ্ঠে? বিড়াল না বিড়েল? মোজা না মুজো, বোঝা (load) না বুঝো! পিছন-কে পেছন, ভিতর-কে ভেতর, উপর-কে ওপর লেখাও একইরকম চলিত'র বাতিক। (দেওয়া নেওয়া থেকে দেয়া নেয়া -ও প্রায় এ রকম।) মণীন্দ্রকুমার ঘোষ লিখছেন:

"সাধুভাষার 'অভ্যাস, সন্ধ্যা, বিদ্যা' চলিতভাষায়ও 'অভ্যাস, সন্ধ্যা, বিদ্যা'-ই থাকে, 'অভ্যেস, সন্ধে, বিদ্যে' লেখার প্রয়োজন হয় না। রবীন্দ্রনাথ নিজেও বলেন:


www.pathagar.com

"সাধুভাষার সঙ্গে চলিত ভাষার প্রধান তফাৎটা ক্রিয়াপদের তফাৎ নিয়ে।""

তবে ক্রিয়াপদেও কদর্যতা আছে। রবীন্দ্রনাথ সচেতন ছিলেন সে ব্যাপারেও। রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় লিখেছেন 'ওপর' 'ভেতর' 'ঘুমুতে' 'চিবুতে' 'গুছুতে' ইত্যাদি জিনিশকে তিনি অপভাষা মনে করেন। (শত, পৃ. ২৩৬)

অথচ এখন বানান অভিধান -এ 'ধুত্তুমি' 'মুখ্‌খুমি' 'পুজুরি' 'কুচুক্কুরে' ইত্যাদি দুর্গন্ধ-মাখা শব্দের সমাদর লক্ষ্য করা যায়, তাতে পিঁপড়া পিপা ভিজা বর্জিত/লুপ্ত বলে ও পিঁপড়ে পিপে ভিজে মান্য বলে দেখানো হয়। এর মানে স্পষ্ট – বাংলাকে অকথ্য ভাষা করে তোলা। প্রমিত বাংলা গদ্যে এমন শব্দ-বিকৃতি বর্জনীয় [মুখের কথাতেও]। রসায়ন-শাস্ত্রীয় আলোচনায় হিরে রূপো লেখা যাবে না। আইন-আদালতে মিথ্যে সন্ধে ব্যবহার করা বে-ঠিক হবে। পদার্থবিদ্যার আলোচনায় শুকনো ভিজে টুকরো চলবে না, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে জুতো ফিতে হিশেব চলবে না। তাছাড়া, 'হিশেব' লিখতে হলে কি 'বিজ্ঞেন' লিখতে হয় না? ভিক্ষে লিখলে কি শিক্ষে শিক্ষে-বিভেগ লিখতে হয় না? 'বিকেল' 'ঠিকেদারি' হলে কি 'পেশা' 'পেশাদারি' -এর বদলে 'পিশে' 'পিশেদারি' করতে হয় না? 'বিকেল' লিখলে কি নিষ্ঠে প্রতিষ্ঠে ঘৃণে লিখতে হয় না? কেউ যে এমন কাণ্ড করেননি তা কিন্তু নয়। একজন লিখেছেন বিশ্বেস অবিশ্বেস ইত্যেদি খানিকটে সুবিধেবাদ। জানি না ভক্তিপ্রবণ-রা তাঁর অনুসরণে একই রকম কাণ্ড শুরু করবেন কি না।

কুলা মুলা লিখলে সাধু হয়ে যাবে? অথচ কী আশ্চর্য, আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ কুলা মুলা বলে, কুলো মুলো বলে না। সুবিধে হিশেব ভিজে ভেতর রুপো টুকরো বলে না, বলে সুবিধা হিশাব ভিজা ভিতর ভিতর রুপা টুকরা। জুড়োল, ফুরোল বলে না, জুড়ালো, ফুরালো বলে। সাধারণ মানুষের কথা তাহলে সাধুত্বের দোষে দুষ্ট? সাধারণ মানুষ শুদ্ধ যা তাই-ই বলে। এদেশের শহুরে ও শিক্ষিত যারা তারাও আলাদা কিছু বলে না, কিন্তু লেখার বেলায় সাধারণ-মানুষ থেকে আলাদা হওয়ার জন্য শুদ্ধ শব্দকে বিকৃত করে। এই শহুরে-পনা ঘৃণ্য, নোংরা, অসুস্থ। এ প্রবণতা প্রত্যাখ্যান করা জরুরি।

সুতরাং টিকোনো নিংড়োনো পিছোনো মিয়োনো বুলোনো বুনোনো লুকোনো জুটোনো জিরোনো খিচোনো ইত্যাদিকে অতিশয় নোংরা জ্ঞানে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে। জুতো জুতোনো ঝুলোঝুলি পিরিলি মুদ্দোফরাশ যুগি মদ্দানি খুশখুশুনি ধুত্তুমি ধুর্তুমি মুখ্‌খুমি পুজুরি কুচুক্কুরে ইত্যাদির ব্যাপারেও একই রকমের ব্যবস্থা গ্রহণীয়।

এখানে আরও খেয়াল করা দরকার যে চলিত'র নামে অহেতুক বিকৃতি পরিহার করা হলে সর্বত্র চলিত-ভাষা চালু করতে সুবিধা হবে। সরকারী কাজকর্মে বাংলা-ভাষার ব্যবহার চালু হয়েছে, খুব ভাল। কিন্তু সাধুভাষা লেখার কিছু বাধ্যবাধকতা এখনও রয়ে গিয়েছে। আমাদের চাওয়া উচিত সর্বত্র চলিত-ভাষা। চলিত-ভাষা'র মধ্যে ইহা উহা ইহার উহার লিখতে অনেকে দ্বিধা করেন। কোনও বিশেষ স্থানে ইহা উহা ইহার উহার পরিহার করতে বিশেষ অসুবিধা হলে চলিত-ভাষাতেও তা লেখা উচিত। 'তন্মধ্যে'র চেয়ে 'উহার মধ্যে' লেখাই শ্রেয়। 'তন্মধ্যে'র মতো আরেকটি শব্দ 'এমতাবস্থায়'; এর স্থানে 'এ হেন অবস্থায়' বা 'এরূপ অবস্থায়' লেখা ভাল হবে।

চলিত-ভাষা'র নামে শব্দকে বিকৃত করলে রবীন্দ্রনাথের মত অনুসারে ভাষাকে অপভাষা করে তোলা হয়, তার ফলে সরকারী আইন কানুন বিধি বিধান -কে বাংলায় চলিত-ভাষা'র রূপ দেওয়াতে বাধার সৃষ্টি হয়। এই দুরবস্থা থেকে বাংলা ভাষাকে বাঁচানো প্রয়োজন।



www.pathagar.com

# অকারণ এবং প্রয়োজনীয় ও-কার

"এই সকল বানান বিধেয় — 'এত, কত, তত, যত, তো, হয়তো...'' — কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান-সংস্কার সমিতি

## হয়েছিল/হয়েছিলো

রাজশেখর বসু বলেছেন— "বিভিন্ন টাইপের ভারে আমাদের ছাপাখানা নিপীড়িত, তার উপর যদি 'ও' কারের বাহুল্য আর নতুন নতুন চিহ্ন আসে তবে লেখা ও ছাপার খরচ বাড়বে মাত্র।" (প্রবাসী, শ্রাবণ)

অনেকে 'হয়েছিলো' 'গেলো' লেখেন। উচ্চারণ অনুসারে শেষে ও-কার! উচ্চারণ অনুসারে তো 'হোয়েছিলো' 'গ্যালো' লিখতে হয়।

অথচ এই 'অনেকে'ই sh-ধ্বনির জন্য শ চান-না, z ধ্বনির জন্য জ-ছাড়া আর কিছু চান-না!

স্বরধ্বনির ক্ষেত্রে সর্বতোভাবে উচ্চারণ অনুসারে লেখার নীতি নিলে পদ, কিন্তু 'পোদ্দো/পোইদ্দো'; 'মত', কিন্তু 'মোতি'; 'সৎ', কিন্তু 'সোতি' হবে। 'পত্র' 'পত্রো' হবে, 'পত্রিকা' হবে 'পোত্রিকা'। 'গাঢ়ো (গাঢ়), 'দৃঢ়ো' (দৃঢ়), 'হেমন্তো' 'পোরিণতো' 'জোটিলতা', এমন কত-কি লিখতে হবে। বিপুল সংখ্যক ও-করে (ে-া) লাগানোটা অনেকটা গোটা ভাষাকে কাফনে মোড়া'র মতো ব্যাপার। ব্যঞ্জনধ্বনির সর্বত্র ণ-ন-এর মধ্যে মাত্র একটি, z-ধ্বনির জন্য য, এবং sh-ধ্বনির জন্য স-এর বদলে শ ব্যবহার করা সংগত কিন্তু তেমনটা করা হয় না। এমনটা অন্তত কেবল অতৎসম'র ক্ষেত্রে করলে তো বিন্দুমাত্র সমস্যা নেই, প্রচুর সুবিধা তো হয়-ই।

ও-কারের প্রয়োজন অবশ্য আছে : যাবো খাবো আছো দাঁড়াবো করালো দোলাতো ইত্যাদি হবে অর্থাৎ ক্রিয়াপদের শেষের আগে আ-কার থাকলে শেষে ও-কার। তবু যাচ্ছ খাচ্ছ করাচ্ছ হবেঃ শেষে যুক্তবর্ণ হলে ব্যতিক্রম।

## নিও/নিয়ো

নিও দিও খেও যেও, নাকি নিয়ো দিয়ো খেয়ো যেয়ো? ভবিষ্যতে পালনীয় অনুজ্ঞায় নিও দিও খেও যেও ... হওয়াতে কোনও সমস্যা নেই। বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞায় নাও দাও খাও যাও; এগুলিতে তো অন্তে য় নেই! ও আছে। তাহলে ভবিষ্যতে পালনীয় অনুজ্ঞার বেলায় য়ো আমদানি করার দরকার কী?

ভবিষ্যতে পালনীয় অনুজ্ঞায় 'হয়ো' এবং 'শুয়ো' হবে এটা ঠিক। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। এই ব্যতিক্রমের পক্ষে যুক্তি আছে — খাইও যাইও থেকে চলিত-রূপে খেও যেও হওয়ার বেলায় খ -এর আ-কার স্থানে এ-কার হয়েছে কিন্তু 'হইও এবং শুইও' থেকে অনুরূপ পরিবর্তনের সময় হ এবং শ -এর সাথে যুক্ত স্বর পরিবর্তিত হচ্ছে না ['হ' এবং 'শু' থাকছে]। 'দিও'-এর বেলায় চলিত রূপের জন্য কোনও পরিবর্তনের দরকার পড়ছে না [সাধু চলিত উভয় ক্ষেত্রে দিও চলছে]। এহেন পার্থক্যের কারণে 'দিও খেও যেও' হলেও 'হয়ো শুয়ো' হওয়া প্রয়োজন ও সংগত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান-সংস্কার সমিতি এরূপ পার্থক্য সুপারিশ করেছিল। রবীন্দ্রনাথ উচ্চারণের দীর্ঘত্বের যুক্তিতে নিয়ো দিয়ো খেয়ো যেয়ো... চেয়েছিলেন। আমরা সেটা চাচ্ছি না। প্রসঙ্গত লক্ষণীয়, 'বাংলায় উচ্চারণে দীর্ঘস্বর নেই' এমন মিথ্যার পক্ষে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন না।



www.pathagar.com

## হত/হতো, হল/হলো

হওয়া, হয়েছিল, হবে, হতে, 'হত'। কিন্তু killed অর্থের 'হত' থেকে বানানের পার্থক্য রাখতে 'হতো' লেখার বিধান কোষগ্রন্থেও উঠে পড়েছে। এসব অনাসৃষ্টি করার জন্য চিন্তার দৌড় হ্রস্ব হলেও চলে আবার খর্চাও নেই বরং উল্টা সরকারী কোষাগার থেকে কিছু হাতে আসে।

বিশেষত 'হত' ক্রিয়াটির প্রতি এমন বিষদৃষ্টি কেন? বাঘের ভয় আছে এমন স্থানের মানুষ কুসংস্কারবশত বাঘের নাম করে না।... ভূতের ভয় করে এমন মানুষেরা ভূত শব্দ মুখে আনে না। হত-কে হোত বা হতো করা সেরকম ব্যাপার নয় তো? "সে থাকলে খুব মজা হত" লিখলে কারও 'হত' অর্থাৎ killed হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে নাকি? অথচ কেউ "আমি বলি" [= I say] লিখলে বা বললে সে 'বলি' অর্থাৎ কোরবান হয়ে যায় না। "সে লয়" [= he takes] লিখলে সে 'ধ্বংস' হয় না! এবং "সে নাস্তানাবুদ হয়" লেখা হলে 'সে নাস্তানাবুদ ঘোড়া' হওয়ার ভয় নেই, অথবা কেউ "আমি ধাই" বললে/লিখলে তার 'ধাত্রী' হওয়ার সম্ভাবনা নেই!

এমন আরও অনেক ক্রিয়াশব্দেরই বানান ভিন্নার্থক এক বা একাধিক শব্দের সমরূপ হয়ে থাকে। 'করে' = 'হাতে', 'হরে' = হরি'র সম্বোধনের রূপ, 'চরে' = 'চর-এ', 'পরে'= 'পর-এ', 'ভরে' = 'ভর-এ' 'সরে' = 'সর-এ', 'পারে' = 'পার-এ', 'পাড়ে' = 'পাড়-এ', 'সারে' = 'সার-এ', 'ঝাড়ে' = 'ঝাড়-এ', 'মাড়ে' = 'মাড়-এ', 'ধারে' = 'ধার-এ', 'হারে' = 'হার-এ', 'ফেরে' = 'ফের-এ', 'ঘেরে' = 'ঘের-এ', 'ভানে' = 'ভান-এ', 'মানে' = 'মান-এ', 'জানে' = 'জান-এ', 'দিলে' = 'দিল-এ', 'পালে' = 'পাল-এ', 'চালে' = 'চাল-এ', 'ঢালে' = 'ঢাল-এ', 'ফলে' = 'ফল-এ', 'বলে' = 'বল-এ', 'মলে' = 'মল-এ', 'ঢলে' = 'ঢল-এ', 'খোলে' = 'খোল-এ', 'ভাঙে' = 'ভাং-এ', 'গড়ে' = 'গড়-এ', 'গলে' এবং 'গলায়' অর্থ গলা-তে = throat-এ], 'ফলাতে' এবং 'ফলায়' অর্থ 'ফলা-তে', 'নাড়ায়' = নাড়া-তে, 'ছড়ায়' = 'ছড়া-তে', 'গজায়' = 'গজা-তে', 'পানায়'= 'পানাতে', 'হাতায়' = 'হাতাতে', 'পালায়' = 'পালাতে', 'সাজা' = শাস্তি, 'মাজা' = কোমর, 'মজা' = fun, 'বাজে' = 'বাজ-এ', 'মানা' = নিষেধ, 'নাই' = 'নেই', 'ছাই' = 'ভস্ম', 'গাই' = 'গাভি', 'বাই' = 'বাতিক', 'নাও' = 'নৌকা', 'ছাও' = 'বাচ্চা', 'দাও' = 'কাটারি', 'ভরি' = ক্ষুদ্র মাপ বিশেষ, 'লড়ি'/'নড়ি' = লাঠি বিশেষ, 'সারি' = 'পংক্তি', 'ধরা' = পৃথিবী, 'সরা' = পাত্র বিশেষ, 'পারা' = 'পারদ', 'নাড়া' = ফসল কাটার পরে ধান-গাছের অবশিষ্ট অংশ, 'গাড়ি' = শকট, মুড়ি= চাল-ভাজা খাবার বিশেষ, 'সরাই' = inn, চড়াই = sparrow, 'কড়াই' = 'কড়া-ই', 'ঢাকি' = ঢাক-বাজনদার, 'রাখি' = ভ্রাতৃবন্ধনের প্রতীক যে রাখি বাঁধা হয়, 'ঝুঁকি' = risk, 'চটা' = বাঁশ বা কাষ্ঠের লম্বা পাতলা ফালি, 'তোলা' = ওজন বিশেষ, খোলা = shell (যেমন শামুকের), 'গোলা' = shell (যেমন কামানের) এবং শস্য রাখার আধার বিশেষ, 'মেলা' = 'অনেক' এবং 'exhibition', 'বেলা' = সময়, 'হেলা' = অবহেলা, 'গাড়া' = 'গর্ত', 'জানি' = জানের [জানি-দোস্ত], 'হানি' = 'ক্ষতি', 'ঢালি' = 'ঢাল-ধারী', 'ঢুলি' = ঢোল-বাজনদার, ইত্যাদি হতে পারে। 'ঢুলি'র মতো 'খুলি' 'গুলি' 'ঝুলি' 'তুলি' 'দুলি' এবং 'পুরি' 'ছানি' 'গালা' 'চালা' 'ছালা' 'পালা' ইত্যাদিরও ক্রিয়া-অর্থ ছাড়া ভিন্নতরো অর্থ হতে পারে। 'পড়া' অর্থ 'পাঠ করা' বা 'পতিত হওয়া' হতে পারে, 'হারানো' অর্থ 'to lose' বা 'to defeat' হতে পারে। 'ডানা মেলে' হতে পারে, আবার 'মতে মেলে' এবং 'আহার মেলে' হতে পারে; 'মেলা'র বেলায়-ও একইরকম। [লয়-এরও ধ্বংস ছাড়া আরেকটি অর্থ আছে – সংগীতের লয় স্মরণীয়।



www.pathagar.com

আবার উপরে যে 'সার' 'ধার' 'হার' 'তাড়া' 'ছড়া' 'পাল' 'চাল' 'ঢাল' 'বাজ' বলা হল তারও প্রতিটির একাধিক অর্থ হতে পারে। জমির সার, পাখির সার; ছুরির ধার, নদীর ধার; গলা'র হার, প্রতিযোগিতায় হার; কাজের তাড়া, টাকা'র তাড়া; এক ছড়া হার, ছড়া-রূপ পদ্য/কবিতা; গরু'র পাল, নৌকা'র পাল; চতুর-লোকের চাল, চাল-চলনের চাল, rice অর্থে চাল; shield অর্থে ঢাল, পাহাড়ের ঢাল; বাজপাখি, বজ্র=বাজ; ইত্যাদি লক্ষণীয়।

আরও লক্ষণীয়: কেনাকাটা কাঁদাকাটা সময় কাটা গাছ কাটা; খাওয়া-দাওয়া দাবি-দাওয়া ঘরের দাওয়া; লেপ মুড়ি মুড়িঘন্ট চিড়া-মুড়ি; *তীর ছাপি নদী কলকল্লোলে...*, বই ছাপি...; ফুলের কলি গানের কলি; নাকি, নাকি স্বরে; *এবার আমার পালা*, পালাগান, বিড়াল পালা (=পোষা); মুক্তি পাক, পাক ধরা, সুতায় পাক দেওয়া = পাকানো; তাল গাছ, সংগীতের তাল; আঁচল পাতা, গাছের পাতা; ছাতা =umbrella, ছাতা =ছত্রাক।

his they এবং বহুবচনের who অর্থে আমাদের সর্বনাম শব্দ হয়েছে : তার তারা কারা। কিন্তু 'তার তারা এবং কারা'-এর অন্য অন্য অর্থ আছে; বৈদ্যুতিক তার বা বীণার তার, আকাশের তারা এবং কারাদণ্ড আমাদের অত্যন্ত পরিচিত, এ তো লুকানোর কোনও রাস্তা নেই। তাহলে 'হত' (=হইত) -তে ও-কার লাগানোর ফরমান জারি করা কি বিশেষ কর্তৃত্ব ফলানোর জন্য, নাকি চিন্তার হ্রস্বতার তথা দৈন্যের কারণে?

বাংলায় শল্য থেকে শাল হয়, 'শালা' (=গৃহ) থেকেও শাল হয় আবার শীতে পরার বিশেষ চাদরকে শাল বলে। শালা = গৃহ, আবার শালা মানে 'পত্নী'র ভাই'-ও হয়।

কবিগুরু লেখেন মেঘের গুরুগুরু। আবার অবস্থা গুরুতরো হয় (গুরুচরন-ও হয়)। নৌবহর আছে, আবার কাপড়ের বহর মাপা হয়। ফুলকপি পাতাকপি ওলকপি খেতে সুস্বাদু, আবার কপিকল খুব কাজে লাগে, বনে ও চিড়িয়াখানায় অজস্র কপি অর্থাৎ বানর আছে। গানের সুর আবার দেবতা অর্থে সুর। আগুনের শিখা, আবার মাথার বেণিবদ্ধ শিখা।

ইংরেজিতে saw অর্থ 'দেখেছিল' হতে পারে। আর 'করাত'-এর ইংরেজি? –saw। He spoke = সে বলেছিল, আবার সাইকেল/রিকশা'র চাকায় spoke থাকে তা-ও তো অস্বীকার করা যাবে না। তেমনি sow = বপন করা, sow = শূকরী; hide = লুকানো, hide = চামড়া; tear = ছেঁড়া, tear = অশ্রু; bear = বহন করা, bear = ভালুক; strike = 'আঘাত করা', strike = ধর্মঘট; swallow = গেলা, swallow = পাখি-বিশেষ; hail = বৃষ্টি-শিলা, bow = ধনুক আবার hail এবং bow -এর ভিন্নতরো অর্থও আছে। try = 'চেষ্টা করা', আবার try = 'বিচার করা'। fry = ভাজা; তার সাথে তুলনা করুন petty fry– ছোট-মাছকে fry বলে, নয় কি?

He bore = সে বহন করেছিল। এর সাথে তুলনীয় The movie bored me; He is a boring person; আরও তুলনীয় – They bored a tunnel through the mountain; আধুনিক tunnel-boring machine [TBM] স্মরণীয়।

fast অর্থ উপবাস, আবার (একই বানানের) fast অর্থ দ্রুত। এমনটা চলছে কিভাবে? এমন তো নয় যে উপবাস অর্থে fast কিছুটা চিকন করে লেখা হয় উপবাসে কৃশ শরীরের ইঙ্গিত দেওয়ার জন্য অথবা দ্রুত অর্থে fast সামনের দিকে টানাটানা করে লেখা হয় চলনের দ্রুততার ইঙ্গিত দেওয়ার জন্য! seal bill till still drill green line pine mine fine draw palm flat calf staff mean lean pen can clutch watch match hatch spite kite light might right left felt type strange second minute wind hind kind down crown bound found pound sound note net set lot late slate date state safe game page base race lace case



www.pathagar.com

grace grave bar bear dear tear tire fire fair scale hail mail rail nail pale file bowl grain train crane corn horn lock sack check deck bank tank crank trunk bark park craft draft mole pole sole sore bore more shore score shed pod just bust host post chest vest rest last fry litter utter die lie fly file long ring cooler long ring foil spoil perch strip mess interest wage port court board steer quail cleave puil cow nut bolt latitude count tender duty premise crow cow mint stick want relief direct প্রভৃতিও তেমন শব্দ। ইংরেজি উদাহরণ অসংখ্য। একটা নমুনা দিচ্ছি – spray perfume, perfume spray, do not spray perfume; spray adjective noun ও verb হল। বাংলায় এক 'জাতি'র অনেক অর্থ, আলাদা আলাদা কমপক্ষে ১০-টি অর্থ এর, সে ব্যাপারে করণীয় কী?

'রাষ্ট্র'র-ও কি একাধিক অর্থ নেই? যখন বলা হয় খবরটা গ্রামময় রাষ্ট্র হয়ে গেল, তখন রাষ্ট্র মানে ইংরেজি state বলতে যা বোঝায় তা নিশ্চয়ই নয়। (ইংরেজি state-এরও আবার অন্য অর্থ আছে!)

ঘাটে 'ভেড়া' আর স্তন্যপায়ী জন্তু 'ভেড়া' তো একই বানানের শব্দ। তাতে কী হল? বড় কক্ষ অর্থে ইংরেজি 'হল' ('hall') আর ক্রিয়াপদ 'হল' একই রকম। তাই বলে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে ক্রিয়াপদ 'হল'-কে 'হোল' বা হলো লিখতে হবে? না। অনেকে বলেন – 'হ্যাঁ, হোল কিংবা হলো লিখতে হবে'; কিন্তু সে মত বাজে, কাজেই বর্জনীয়। তাছাড়া 'হলো' তো hollow-এর এবং হোল hole বা whole -এর লিপ্যন্তরের সাথে মিলে যাবে। বাংলা 'কিল' [যা কখনও কখনও পিঠে পড়ে] আর ইংরেজি kill-এর লিপ্যন্তর 'কিল' একই বানান। বাংলা 'লাভ' শব্দ এবং ইংরেজি 'লাভ' ('love') একই বানান, তা বলে তো লাভ-কে লোকশান বানানো চলে না। তৎসম বাংলা গ্রাস [উচ্চারণ গ্রাশ্], আবার ইংরেজি grass-এর লিপ্যন্তরও 'গ্রাস'।

চক টক বক হক কল ফল বল মল গাল ডাল নাল মাল লাল হাল গালা কিল চিল বিল মিল কুল/কূল পুল ফুল বেল কোল গোল টোল রোল শোল কার চার জার পার বার মার চোর বাট হাট মোট গান পান শান কোন বোন শোন ডোম রোম লোম টিপ পিক কপি টালি গালি বুলি বেলি রাম ডাব লাফ লেজ বাজ ব্যাং এবং গো বাংলা শব্দ হতে পারে আবার যথাক্রমে chalk talk baulk hawk call fall ball knoll mall gull dull null mull lull hull gala kile chill bill mill cool pull full bell coal goal toll roll shoal car char jar par bar mar chore but hut moat gun pun shun cone bone shone pick dome roam loam home tip copy tully gully bully belly rum lough dub ledge budge bang এবং go এই ইংরেজি শব্দগুলির লিপ্যন্তর হতে পারে।

ক্রিয়াপদ 'বোঝা' আর load অর্থের 'বোঝা', দুই-এর বানান এক। 'ঝোলা ঝোল' – দুটি ক্রিয়া-বাচক শব্দ, আবার অভিন্ন বানানে ভিন্ন অর্থের বিশেষ্য-পদ 'ঝোলা ঝোল'। নয় = না; নয় = nine। মন্দ = খারাপ; মন্দ = ধীর ['মন্দ সমীর'] 'বাজে' এবং 'নিলাম' সম্বন্ধেও একই ব্যাপার। অতএব?

"হাসছি দেখে চাঁদের কলা জোলার মাকু জেলের দাঁড় / নৌকা ফানুস পিপড়ে মানুষ রেলের গাড়ী তেলের ভাঁড়।" চাঁদের কলা, শিল্প-কলা, চাঁপা কলা। এই তিন কলা'র আলাদা আলাদা অর্থ কিন্তু বানান এক। জেলের [জেলে'র] দাঁড় এবং জেলের [জেল-এর] দ্বার বিবেচনা করুন। জেলে'র 'দাঁড়' ছাড়া অন্য 'দাঁড়'ও আছে – "ভেবে ভেবে লিখে লিখে বসে বসে দাঁড়েতে / ঝিম্‌ঝিম্ টন্‌টন্ ব্যথা করে হাড়েতে।" দাঁড়কাক'-এর 'দাঁড়' আবার আলাদা। আবার তেলের 'ভাঁড়' ছাড়া আছে সেই সব ভাঁড় যারা ভাঁড়ামি করে। 'সাজা' হলে যদি জেল-এ যেতে হয়, তবে সারা গায়ে জেল



www.pathagar.com

(gel) মেখে অনেকে শট্‌কাতে চেষ্টা করতে পারে, আবার সাধু সাজা চলতে পারে যাতে আদালতে তার কোনও 'সাজা' না হয়।

অথচ motor-এর বাংলা 'মটর' লেখা হয়ে থাকে, কিন্তু 'মোটর' হলে ভাল, তাতে উচ্চারণানুগ হত – মটরদানা থেকে আলাদা চিনতে সুবিধা হত, কিন্তু এ ব্যাপারে 'কবি নীরব রহিলেন'। আমার মতে 'আসল'-কে 'আসোল'* লেখা উচিত, তাহলে আসল (=এল), আসলে (=এলে) লিখতে যে সমস্যাটুকু আছে তা আর থাকবে না, 'আসিল' অর্থে 'আসল' শব্দটিকে বোকার মতো বিসর্জন দেওয়ার কথা উঠবে না।

এক সময় "হয়তো, তো" সমর্থন করেছিলাম। পরিস্থিতি দেখে আবার, "হয়ত" এবং "ত" ফিরিয়ে আনার প্রস্তাব করছি। হয়ত, ত মন্দ ছিল না। ভাইরাসের মতো ও-কারের বাড় দেখে আবার হয়ত এবং ত চালানো সমীচীন মনে করছি।

## 'মাঝ' ও 'মাঝে' -এর ব্যবহার : বাংলা ভাষায় এক পচন রোগ

তোষামোদি'র ও ন্যাকামি'র ভাষা যখন সাধারণভাবে চালানো হতে থাকে তখন ভাষার জন্য দুঃখ হয়। এ্যা (অ্যা-এর স্থানে) একটি পচন রোগ। কিন্তু এটা পীড়াদায়ক শুধু দেখার বেলায়। আরও ভয়ংকর হল 'মধ্য' ও মধ্যে' স্থানে 'মাঝ'/'মাঝে'-এর ব্যবহার যা পীড়াদায়ক শুধু দেখার বেলায় নয়, শোনার বেলায়ও।

'মধ্য হতে' 'মধ্য দিয়ে', 'আমাদের মধ্যে" 'দুর্গতদের মধ্যে' ইত্যাদি লিখতে হবে। এসব ক্ষেত্রে 'মাঝ'/'মাঝে' লেখা এক পচন রোগ। 'মাঝে মাঝে' (দুইবার 'মাঝে') অবশ্য চলতে পারে, তবে তার বদলে 'মাঝে মধ্যে' একটুও মন্দ নয়। আবার 'নদীর মাঝ দিয়ে' চলবে কারণ 'নদীর মাঝ' কথাটা ঠিকই আছে। 'মাঝখান দিয়ে' 'মাঝ বরাবর' চলবে। এমনি কিছু ক্ষেত্র ছাড়া 'মধ্য/'মধ্যে' লিখতে হবে। সাধারণত মানুষ মধ্য/মধ্যে বলে থাকে। 'মাঝ'/'মাঝে'র ব্যবহারের বাড়াবাড়ি মিডিয়া'র অনাসৃষ্টির নমুনা। অনেকে বলতে পারেন 'মধ্য' তৎসম, তার তুলনায় 'মাঝ' প্রাকৃতজনের ভাষা'। বাজে কথা। গ্রামাঞ্চলে অনেক শুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ মানুষের মুখে প্রচলিত, তা মানুষের মুখের ভাষা হিশাবে আঞ্চলিক ভাষার অভিধানে স্থান পাচ্ছে।

তাছাড়া 'মধ্যে'-স্থানে 'মাঝে' চললে 'সঙ্গে'-স্থানে 'সনে' 'যখন'-স্থানে 'যবে' চলা উচিত। তা আমরা চালাচ্ছি না, সুতরাং 'মধ্যে'-স্থানে 'মাঝে' চালানোর প্রশ্নই ওঠে না কারণ 'সনে, যবে'র তুলনায় 'মাঝে' অনেক কম সহনীয়।

## চন্দ্রবিন্দু

অনেকে চন্দ্রবিন্দু (ঁ) সম্পূর্ণ বাদ দিতে চাচ্ছেন, দিচ্ছেনও। কিন্তু চন্দ্রবিন্দু অতি উত্তম বস্তু, ফরাসিরা তাদের ভাষার জন্য 'চন্দ্রবিন্দু'কে ধার করলে ভাল করবে, উপকৃত হবে। গ্রাম>'গাঁ'। একে 'গা' লেখার কোনও যুক্তিযুক্ত কারণ নেই। চন্দ্রবিন্দু উপকারী, তাকে বিসর্জন দেওয়ার উদ্যোগ 'নতুন কিছু করো'র বাতিক ছাড়া কিছু নয়। বাধা এবং বাঁধা আলাদা আলাদা শব্দ; চন্দ্রবিন্দু বাদ দেওয়া ক্ষতিকর। ছন্দ > 'ছাঁদ' ছাদ থেকে আলাদা। বন্ধ > বাঁধ। তেমনি চন্দ্র > চাঁদ, স্কন্ধ > কাঁধ। পাক থেকে পাঁক আলাদা; পঙ্ক > পাঁক। বক্র থেকে বঙ্ক, তার থেকে

---

* অথবা 'আস'ল, যেমন আমরা পরে দেখব। অন্য এক বিবেচনায় শব্দটি আশল/আশোল/আশ'ল রূপে লেখা উচিত হতে পারে।



www.pathagar.com

বাঁক, বাঁকা, স্কন্ধ > কাঁধ। তেমনি 'উঁচু'র চন্দ্রবিন্দু সরাসরি 'উচ্চ' থেকে নয়, 'উঞ্চা' (<উচ্চ) থেকে, 'কাঁখ' এসেছে কঙ্খ হয়ে, তৎসম কক্ষ থেকে। কাটা এবং কাঁটা আলাদা, কণ্টক থেকে কাঁটা [কর্তন থেকে কাটা]। কঙ্কণ>কাঁকন, দন্ত>দাঁত, অন্ধকার>আঁধার (যা আধার থেকে আলাদা)। সংক্রম>সাঁকো। চন্দ্রবিন্দু বাদ না দিয়ে বরং উচ্চারণানুগ শাঁকো করা ভাল। দংশ > ডাঁশ, দ-স্থানে ড। প্রান্তর > পাঁথার, ত-স্থানে থ। সুতরাং সাঁকো'র স-স্থানে 'শ' হলে আর সন্দংশিকা>শাঁড়াশি হলে [সাঁড়াশি না হয়ে] কার কী ক্ষতি। শ্রেণী > শিঁড়ি [সিঁড়ি নয়] অংশু > আঁশ। কঙ্কতিকা > কাঁকই কঞ্চুলিক > কাঁচুলি প্রোঞ্ছন > পোঁছা পঞ্জর > পাঁজর। কাঞ্জিক থেকে 'কাঁজি', যা 'কাজি' থেকে আলাদা—চন্দ্রবিন্দু বাদ দেওয়া বোকামি।

ষণ্ড > ষাঁড়, অঙ্ক > আঁক, অঙ্কন করা = আঁকা (আকা চলবে না), ইন্দ্রাগার > ইঁদারা, বানর > বাঁদর, ইন্দুর > ইঁদুর, ভণ্ড > ভাঁড়। ভাণ্ড থেকেও অবশ্য ভাঁড়, আলাদা অর্থে। ঝঞ্ঝা > ঝাঁঝ যন্ত্র > জাঁতা। রোম > 'রোঁয়া', রোয়া থেকে আলাদা [রোপণ করা > রোয়া] সীমন্তিকা > সিঁথি এবং সন্ধ্যোজ্যোতি > সেঁজুতি— এই দুটি ক্ষেত্রে স-স্থানে শ হওয়া কাম্য। ক্রন্দন > কাঁদন; কাঁদা থেকে কাদা (=mud) আলাদা, চন্দ্রবিন্দু বাদ দেওয়া চলে না। হেমালিকা>হেঁয়ালি ভূমি>ভুঁই চন্দ্রবৎ>চাঁদোয়া অঙ্কুশিকা>আঁকশি কম্পন>কাঁপন। দণ্ডায়মান হওয়া = দাঁড়ানো। অবশ্য 'চন্দ্রবিন্দু'র নিমিত্ত সত্ত্বেও কিছু ক্ষেত্রে চন্দ্রবিন্দু হয়নি। যেমন শৃঙ্খল>শিকল লেঞ্জ>লেজ সংজ্ঞা>সাড়া মঞ্চ>মাচা ছটঙ্ক>ছটাক লম্ফ>লাফ ননন্দা>ননদ সজ্ঞান>সেয়ানা রশ্মি>রশি গন্ত্রী>গাড়ি। 'গাড়ি' শব্দকে অনেকে দেশি মনে করে থাকবেন, কিন্তু ওটা তদ্ভব। টঙ্ক>টাকা; চন্দ্রবিন্দু হয়নি। কিন্তু টাঁকশাল- চন্দ্রবিন্দু সংগত। কিছু ক্ষেত্রে চন্দ্রবিন্দু'র নিমিত্ত না থাকলেও তা হয়েছে—সূত্র>ছুঁতা কুর্চিকা>কুঁচি সূচি>ছুঁচ অক্ষর>আঁখর অক্ষি>আঁখি পেচক>পেঁচা প্রাচীর>পাঁচিল প্রাজন>পাঁচন সদ্যঃ>সাঁজো অর্চি>আঁচ পুস্তিকা>পুঁথি বর্তুল>বাঁটুল যুথিকা>জুঁই অশ্রু>আঁসু [আঁশু সংগত নয় কি?] প্রোষ্ঠী>পুঁটি জলৌক>জোঁক পুতিকা>পুঁই ক্ষুব্ধ বা শুব্ধ>ছুঁত আকৃষ্ট>আকাঁড়া অধস্তাৎ>হেঁট।

## বানান অভিধান-এ 'ধুত্তুমি', 'মুখখুমি', 'কোটনামি', 'চেল্লাচিল্লি'!

"মাথা-কে মাতা, কথা-কে কতা, দেখি-কে দেকি, গেছি-কে গেচি, আছে-কে আচে, সেন-কে স্যান, কিছু-কে kissu, ছিল-কে ছেল এমনকি ছ্যাল উচ্চারণ তো বনেদি কলকাতাবাসীর বৈশিষ্ট্য।"— শ্রীমণীন্দ্রকুমার ঘোষ।

"...অনেক বাংলা অভিধান...অনধিকারীর দ্বারা সংকলিত হয়। শব্দ নির্বাচনে যে পাণ্ডিত্য যে বুদ্ধিমত্তা যে নৈপুণ্যের প্রয়োজন তাহা ওই সকল সংকলয়িতার থাকে না।" — বিজনবিহারী ভট্টাচার্য

আগস্ট ২০০৫ -এ প্রকাশিত একটি বাংলা বানান অভিধান বই। বইটি সম্পর্কে কিছু আলোচনার প্রয়োজন বোধ করা গেল। এরপরে বইটিকে সংক্ষেপে 'অভিধান' বলে উল্লেখ করব। 'অভিধেন' বলাই সংগত হত; কেন, তা পাঠক ক্রমে বুঝতে পারবেন।

### অকল্পনীয় রকমের ভুলে গুলে ও মিথ্যায় ভরা অভিধান

অভিধানটির ১৯৫-এর পৃষ্ঠায় আছে 'ডিভিডেন্ট'। আমরা dividend জানি, বাংলায় তাকে 'ডিভিডেন্ড' লেখা যায়। ন্ড বাদ দিলে ডিভিডেণ্ড। ঐ পৃষ্ঠাতেই আছে 'ডেসিব্‌ল', তার ঠিক নিচে 'ডেসিম্‌ল'। আমরা decibel জানি, শব্দটা টেলিফোনের আবিষ্কারক আলেক্‌যাণ্ডার গ্রাহাম বেল -এর নাম অনুসারে সৃষ্ট, বাংলায় লেখা যেতে পারে 'ডেসিবেল'। এবং decimal জানি, বাংলায় হতে পারে 'ডেসিম্যাল' বা 'ডেসিমল'।



www.pathagar.com

বাংলাদেশের কোনও কোনও অঞ্চলে মানুষ অনেক ক্ষেত্রে স (s) ধ্বনির স্থানে হ-এর, ট-ধ্বনির স্থানে ড-এর এবং ক-ধ্বনির স্থানে গ-এর উচ্চারণ করে, যেমন সকল-কে হগল, হোটেল-কে হোডোল, বলে; কিন্তু একই অঞ্চলের মানুষই কোনও কোনও ক্ষেত্রে হ-এর ধ্বনিকে অশুদ্ধ মনে করে সে-স্থানে শ, এবং গ-এর ধ্বনিকে অশুদ্ধ মনে করে সে স্থানে ক-এর উচ্চারণ করে, যেমন হোডোল-কে 'শুদ্ধ' করে শোডোল এবং পাউডার-কে ও সিগারেট-কে 'শুদ্ধ' করে যথাক্রমে পাউটার ও সিকারেট বলে। সে অঞ্চলে টিয়াপাখি-কে 'শুদ্ধ' করে টিকাপাখি বলতেও শোনা গিয়েছে। আশ্চর্য-কে অনেকে উচ্চারণ করে আচ্চয্য। এধরনের অশুদ্ধি শোধরাতে আবার অনেকে মোকদ্দমা-কে 'শুদ্ধ' করতে মোকর্দমা বলে। 'জন্ম' প্রাকৃতে 'জম্ম' হয়েছিল, অনেকে মনে করল বুঝি রেফ বাদ পড়েছে, তাই বলল জর্ম। এভাবেই হয়তো জর্ম [<জম্ম] শব্দটি হয়েছে। অনেক শহুরে শিক্ষিত মানুসকে ফিল্ম-কে ফ্লিম, batch-কে বেইয, badge-কে ব্যাচ বলতে শোনা যায়। 'ম্যাচ'-সদস্য চেয়ে ছাপানো বিজ্ঞাপন দেয়ালে লাগানো হয়— 'মেস' কে 'ম্যাচ'! সাইট (site) -কে 'শুদ্ধ' করে 'সাইড', ফর্ম্ (from) -কে 'শুদ্ধ' করে 'ফ্রম' বলা হয়ে থাকে। মডার্ন-স্থানে মর্ডান নর্দার্ন-স্থানে নর্দান লেখা দেখতে পাওয়া যায়। আলোচ্য অভিধানটি ঠিক তেমনই করল ডিভিডেণ্ড-কে ডিভিডেন্ট, ডেসিবেল-কে ডেসিব্ল এবং ডেসিম্যালকে ডেসিম্ল লিখে। সাধারণ মানুষের ভুল উচ্চারণকে শুদ্ধ ধরে নতুন বাংলা শব্দ খুব করা যায়, যেমন অতীত যুগের হরিকেল নামটি পরিবর্তিত হয়ে এখন শারিকেল, বাংলাদেশের একটি থানার নাম, জন্ম থেকে জর্ম হোক-না, ভাল-ই তো; কিন্তু dividend decibel -এর লিপ্যন্তরে 'ডিভিডেন্ট ডেসিব্ল' কভুও শুদ্ধ বলে গ্রাহ্য হওয়ার নয়।

অভিধানটিতে 'পশ্বাধম', শুদ্ধ অবিকৃত যথার্থ তৎসম শব্দ হিশাবে দেখানো হয়েছে। পশ্বধম (= পশু + অধম) -কে পশ্বাধম!

অভিধানটিতে আছে 'প্রিয়ভাজনেষু' 'প্রিয়ভাজনাসু'। ডাঁহা ভুল। শব্দদুটি হবে প্রীতিভাজনেষু, প্রীতিভাজনাসু [প্রিয়বরেষু অবশ্য শুদ্ধ হচ্ছে]।

এমনকি 'প্রীতিভাজনাসু'-ও অবিকৃত যথার্থ তৎসম শব্দ হতে পারে না; '-ভাজনাসু' অংশটি সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে অসিদ্ধ, কারণ 'ভাজন' অজহল্লিঙ্গা। 'প্রীত্যাস্পদাসু' আছে। তাও যথার্থ অবিকৃত তৎসম শব্দ হতে পারে না; 'আস্পদ'-ও অজহল্লিঙ্গা। প্রীত্যাস্পদেষু অবিকৃত তৎসম।

অভিধানটিতে 'পরিসেবা' আছে!

অথচ পাণিনীয় শব্দশাস্ত্র বলে— পরিনিবিভ্যঃ সেব্-সিত-সয়-সিব্-সহ্-সুট্-স্তু-স্বঞ্জাম্। অর্থাৎ 'পরি' 'নি' এবং 'বি' উপসর্গের পরে 'সেব্' ধাতুর [এবং সেব্-এর পরে উল্লিখিত ধাতু'র বা শব্দের] 'স' 'ষ' হবে। সে অনুযায়ী পরিষেবা নিষেবণ বিষেবণ (কিন্তু অনুসেবা)। (পৃ. ৭৯)

ব্যাকরণ-কৌমুদী-তেও তাই আছে— পরি, নি, বি-পূর্বক সেব্ সিব্ এবং সহ্ ধাতুর দন্ত স্ মূর্ধন্য ষ্ হয়; এমনকি অট-ব্যবধানেও সেব্ ধাতুর স্ নিত্য ষ্ হয় [নিত্য বলতে বিকল্পহীনভাবে বোঝায়।] (পৃ. ৫৩)

হঠাৎ করে 'পরিসেবা'র আমদানি কেন? পাণিনি'র উপর এক হাত নেওয়া কি? নাকি অন্যরা ষত্ব-বিধান বুঝতে ভুল করেছে [!] বলে দেখানোর আনন্দে?

অবিকৃত যথার্থ তৎসম শব্দ হিশাবে চিহ্নিত করা হয়েছে 'কুহরন' 'গুঞ্জরন' 'অংশীদার' 'অংশীদারি' 'ভাগীদার' 'ভাগীদারি' প্রভৃতিকে। 'কুহরন' গুঞ্জরন যদি তাই হবে তাহলে ন-স্থানে ণ হল না কেন? 'অংশীদার' 'ভাগীদার' -এর 'দার' হচ্ছে ফার্সি। ধরা যাক 'দার' ফার্সি নয়, বিশুদ্ধ সংস্কৃত, তাহলেও অবিকৃত যথার্থ তৎসম শব্দ হওয়ার জন্য অংশিদার হতে হবে কারণ 'অংশী' ইন্-ভাগান্ত অংশিন্ থেকে উদ্ভূত।



www.pathagar.com

'সুকেশিনী' 'আত্মনিন্দুক' 'সৃজন' নাকি যথার্থ অবিকৃত তৎসম শব্দ। অপরদিকে বাংলায় প্রতিষ্ঠিত অনিশ্চয়তা-কে অশুদ্ধ বলছে। আমরা জানি সংস্কৃতে 'সুকেশ' থেকে স্ত্রীলিঙ্গে সুকেশী ও সুকেশা। নিন্দুক নয়, নিন্দক হচ্ছে শুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ। বাংলায় নিন্দুক। বাংলার সৃজন, সংস্কৃতে সর্জন। বাংলায় সর্জন অচল। অনিশ্চয়তা বাংলায় শুদ্ধ, সে-স্থানে সংস্কৃত অনিশ্চয়।

'দিক্‌হস্তী' শুদ্ধ অবিকৃত যথার্থ তৎসম বলে দেখানো হয়েছে। তাতে মূর্খতা আরও প্রকট হল। ঠিক হচ্ছে দিগ্‌হস্তী, বিকল্পে দিঙ্‌হস্তী এবং দিগ্‌ঘস্তী; খটকা মনে হলেও এটাই সত্য। দিঙ্‌নির্ণয়/দিক্‌নির্ণয় যথার্থ অবিকৃত তৎসম বলে দেখানো হয়েছে! গুব্‌লেট! দিঙ্‌নির্ণয় ঠিক আছে কিন্তু 'দিক্‌নির্ণয় নয়, দিগ্‌নির্ণয়। অনুরূপভাবে বাক্‌বিতণ্ডা নয়, শুধু বাগ্‌বিতণ্ডা। [বাংলায় দিক্‌হস্তী দিক্‌নির্ণয় বাক্‌বিতণ্ডা চলবে, তার জন্য সংস্কৃতের গুল প্রয়োজন নয়।]

বিদ্যুতায়ন নাকি অবিকৃত যথার্থ তৎসম শব্দ। সত্য হল: বিদ্যুৎ থেকে বিদ্যুতায়ন হওয়ার সুযোগ সংস্কৃতে নেই; যেমন কৃৎ+অন্ত = কৃদন্ত হয়, কৃতন্ত নয়। "অধরোষ্ঠ [অধঃ + ওষ্ঠ]" এবং "অধরৌষ্ঠ [অধর + ওষ্ঠ]" নাকি হয়! আসোলে অধর + ওষ্ঠ = অধরোষ্ঠ বা অধরৌষ্ঠ, যেমন – বিম্ব + ওষ্ঠ = বিম্বোষ্ঠ বা বিম্বৌষ্ঠ, উমা + ওষ্ঠ = উমোষ্ঠ বা উমৌষ্ঠ। এভাবে বিকল্পে অধরোষ্ঠ বিম্বোষ্ঠ ও উমোষ্ঠ হয় বিশেষ বা ব্যতিক্রমি সন্ধি হিশাবে। উমোষ্ঠ কিকরে হয় এ প্রশ্নে কি বলা যাবে যে, 'উমঃ + ওষ্ঠ = উমোষ্ঠ হয়'? তাহলে প্রশ্ন হবে—উমা কবে থেকে উমঃ হল।

'আহরিত' 'অর্ধজাগরিত' 'অর্ধজাগ্রত' এবং 'অসুবিধে' নাকি অবিকৃত তৎসম। মিথ্যা। এগুলি বাংলায় চলবে কিন্তু অবিকৃত তৎসম বলে নয়। এটা মিথ্যা যে 'আরতি' এবং 'আড়ষ্ট' অবিকৃত তৎসম অর্থাৎ সংস্কৃত, কিন্তু মিথ্যাটা বলেছে আলোচ্য অভিধানটি। এমন আরও মিথ্যা লিখেছেন অভিধানকারগণ। যেমন উভচরকে অবিকৃত তৎসম বলে দেখানো হয়েছে। 'অমাত্য' বাদ দিয়ে আমাত্য' অবিকৃত তৎসম বলে গ্রহণ করা হয়েছে। আম ফল হিশাবে খুব ভাল, কিন্তু 'অমাত্য'-কে 'আমাত্য' করা মোটে ভাল নয়।

অভিধানটি বলছে 'বয়সোচিত' 'বয়সানুচিত' নাকি আবিকৃত যথার্থ তৎসম শব্দ। তাহলে শিয়ালের "হুয়াক্কা-হুয়া"-ও তৎসম বলা যাবে। সংস্কৃতে বয়ঃ [=বয়স্] + উচিত = বয়উচিত। বয়স্ অ-কারান্ত নয়, সুতরাং সংস্কৃত সন্ধির নিয়মে বয়সোচিত হতে পারে না। একই কারণে বয়ঃ + অনুচিত = বয়োঽনুচিত বা বয়োনুচিত হতে পারে। বাংলায় বয়সোচিত চলবে, তার জন্য মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয় না। আর বয়সানুচিত কোনও কাজে লাগার মতো বলে তো মনে হয় না, তাই নিয়ে মিথ্যাচার-দোষ বাড়ানো নিতান্তই হাস্যকর হয়েছে।

অভিধানটিতে 'বশকরণ' আছে, আবার 'বশীকরণ মন্ত্র, বশীভবন, বশীভূত' আছে! 'ভস্মকরণ ভস্মকৃত ভস্মভূত' 'স্তূপীভবন স্তূপীভূত' আছে! আছে 'স্থিরকরণ', কিন্তু 'স্থিরীকৃত [রী]';

প্রস্তরীভবন-কে প্রস্তরভবন লিখলে কী অবস্থা হয় ভেবে দেখুন! প্রস্তরভবন হতে পারে পাথরের ভবন বা অট্টালিকা। ভস্মভবন মানে হতে পারে ছাই-এর প্রাসাদ, বালি'র প্রাসাদ (sand castle) যেমন। 'ভস্মভূত' হতে পারে ছাই হওয়া ভূত আর প্রস্তরীভূত-কে প্রস্তরভূত লিখলে দাঁড়ায় পাথরের ভূত (ghost)। ব্যাকরণে আছে মহাপ্রাণীভবন ঘোষীভবন সকারীভবন ইত্যাদি। ঘোষীভবন-কে 'ঘোষভবন' করলে অর্থ দাঁড়াতে পারে ঘোষ-পরিবারের বাড়ি। সকারীভবন-কে সকারভবন বানালে অর্থ দাঁড়াতে পারে soccer-ভবন—ধরা যাক ফুটবল ফেডারেশন -এর অফিস-ভবন।

আবার উৎকট সংস্কৃত শব্দে বাংলা-ভাষাকে সাজানোর বাসনা-ও লক্ষণীয়, যেমন 'মদ্‌গুর' [মাগুর (মাছ)], 'বোদাল' [বোয়াল (মাছ)]। কিন্তু এসব বাংলা নয়। ব্যক্তিক অর্থে 'বৈয়ক্তিক' বাংলা নয়। একইভাবে 'বৈয়াঘ্র' (<ব্যাঘ্র) 'বৈয়াসকি' (='ব্যাসপুত্র') 'বৈয়াসিক' (='ব্যাস-



www.pathagar.com

প্রণীত') ইত্যাদি বাংলা নয়। 'দ্রঢ়ীয়ান দ্রঢ়ীয়সী দ্রঢ়িমা হৈয়ঙ্গবীন' প্রভৃতি সম্বন্ধেও একই কথা। অবশ্য 'বৈয়াকরণ' চলবে, এটা বহুকাল ধরে বাংলায় চালু আছে।

'তাচ্ছল্য, তাচ্ছিল্য'* নাকি সংস্কৃত শব্দ! মিথ্যা কথা। সংস্কৃতে আছে তাচ্ছীল্য, যার অর্থও আলাদা রকমের, বাংলা তাচ্ছিল্য'র সাথে তার কোনও সম্পর্ক নেই।

অভিধানে অপশব্দ অপ-বানান -এর ছড়াছড়ি।

অভিধানটিতে 'মুদ্দোফরাস' (মুর্দাফরাশ), 'মদ্দানি' (মর্দানি) সাদরে গৃহীত হয়েছে যা বর্জনীয় বলে ধরতে হবে। আর একইভাবে গৃহীত 'ধুত্তুমি' 'মুকখুমি' 'পুজুরি' 'কুচুক্কুরে' 'পিরিলি' 'যুগি' মুদ্রণের অযোগ্য অকথ্য বলে বিবেচনা করতে হবে।

অধিধানটির পৃ. ৩৮১ -তে দেখানো হয়েছে মরুৎ বর্জিত, তৎস্থানে নাকি 'মরুত' গ্রাহ্য। সংস্কৃতে মরুত আছে সত্য কিন্তু একজন চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রও বলতে পারবে মরুৎ না হলে মরুদ্‌গণ মরুন্মাত্র মরুন্নিভ সম্ভব নয়। মরুৎ থেকে মারুত হয়। [মরুৎ→মারুত, যেমন বিদ্যুৎ→বৈদ্যুত, তড়িৎ→তাড়িত]।

অভিধানটিতে আছে 'পস্থিউমাস' কিন্তু 'দি ওয়েব্‌স্টার'স্ ডিকশনারি'তে উচ্চারণ দেখানো হয়েছে পচ্যুমাস।

'ফর্মাল ডিহাইড' আছে। 'ফর্মাল্‌ডিহাইড' হবে। 'ব্রংকো নিউমোনিয়া' আছে, কিন্তু 'ব্রংকোনিউমোনিয়া' হবে।

অভিধানটিতে আছে 'ফ্লাইং ক্লাব'। ভুল। হবে ফ্লাইইং ক্লাব, যে কারণে স্কিইং লবিইং রেফারীইং হতে হবে সেই কারণে।

চাঁছা হলে চেঁচেপুছে হয় কিকরে? চেঁছেপুছে চাঁছাছোলা প্রভৃতি চলবে।

'ঝাঝ' হলে আবার 'ঝাজালো' আসে কোত্থেকে? ঝাঁঝালো চলবে।

অভিধানটিতে জোঝাজুঝি যোজাযুঝি দুইই আছে! জোঝাজুঝি হলেই চলবে।

'ব্যবসায়' হলে 'ব্যবসা'-ও বেশ হতে পারবে, (ব্যাবসা বাতিল)।

'যেমনই একথা বলা' নয়, 'যেমনি একথা বলা'। 'যথাউক্ত' চললে 'উপরিউক্ত'-ও বেশ চলে ('উপর্যুক্ত' দরকারী নয়)।

'পণ্যবিপণি' আছে! পণ্যের কারণেই তো বিপণি। পণ্যবিপণি'র প্রয়োজন কিসে? শুধু 'বিপণি' চলবে। বানানটা অবশ্য বিপণী চাই।

'শেরওয়ানি' আছে। শেরোয়ানি'র সাথে বাঘ-এর [বা হতে পারে সিংহের] ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক? জানি না, শেরোয়ানি চলবে।

অভিধানটির মতে 'শ-খানেক' হবে আবার 'একশো' হবে। এ স্বেচ্ছাচার গ্রহণযোগ্য নয়। শ'-খানেক এবং এক-শ' হবে।

'সংস্কৃতিমান' আছে। কিন্তু সংস্কৃতিবান চলবে। সংস্কৃতিমান সংস্কৃত অনুযায়ী সিদ্ধ হলেও বাংলার পক্ষে বর্জনীয়। তেমনি রুচিবান সমৃদ্ধিবান নীতিবান বাংলায় চলেছে এবং চলবে। অভিধানটি বহুসংখ্যক অতৎসমকে অবিকৃত তৎসম বলেছে কিন্তু 'সংস্কৃতিবান'-কে গ্রহণ করবে না। এ অভিধান প্রত্যাখ্যেয়।

'অভিধান'-এ ট-স্থানে ঠ লেখার দোষ লক্ষ্য করা গেল, যেমনঃ 'সাদামাঠা' 'হঠা' 'হঠানো' 'কুণ্ঠিয়া, প্রভৃতি বানানে। এর সাথে মিল রেখে দ-স্থানে ধ, ত-স্থানে থ এবং

---

* তদ্ + শীল = তচ্ছীল। অতঃপর উপযুক্ত প্রত্যয় যোগে তচ্ছীল>তাচ্ছীল্য। তবে শব্দটা সংস্কৃত, বাংলায় অপ্রয়োজনীয়। সংস্কৃত ব্যাকরণে এর ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়।



www.pathagar.com

ক-স্থানে খ প্রয়োগের নমুনা আছে, তা হচ্ছে : 'সিঁধ' 'সিঁধেল' 'ভেখধারী' 'একপ্রস্থ'। উল্টারকম এবং কিছুটা অন্যরকমও আছে: 'তপশিল' 'হেপাজত' (ফ-স্থানে প), 'এলোপাতাড়ি' (থ-স্থানে ত), 'বকাটে' 'দেমাক' (খ-এবং গ-স্থানে ক), 'টাঁক' 'কেটলি' (ত-স্থানে ট/ট), 'ত্যারচা' 'বিচালি' (ছ-স্থানে চ) 'মদত' 'নাগাত' (দ-স্থানে ত)। ল-স্থানে ন আছে: 'নাই' (প্রশ্রয় অর্থে) 'লাই' হবে।

আবার এ-কার-স্থানে এবং আ-কার স্থানে অ্যা-কার ছাপানোর একটি ['অ্যাকটি'!] জোরালো প্রবণতা দ্রষ্টব্য, যেমন—'ব্যাজার' 'ট্যাঁড়শ' 'ল্যাপটানো' 'শ্যাওড়া' 'র‍্যাশন' 'র‍্যাশনিং' 'ব্যাটা' 'ঝ্যাঁটানো' 'থ্যাতলানো' 'ভ্যাসতানো' 'ঠ্যালাগাড়ি' 'ক্যাওড়া' 'শ্যাওলা' 'টম্যাটো' 'খ্যাদানো' 'হাতিখ্যাদা' 'ঘ্যাসটানি' 'ঠ্যাকনা' 'ত্যারচা' 'ট্র্যাজেডি' 'ধ্যাতানি' 'ছ্যাতলা' 'ছ্যাতা' 'খ্যাদা'।

অন্য একটি কেতাবে পাওয়া গিয়েছে 'ক্যারদানি'; আলোচ্য অভিধান বলা যায় 'এককাটি সরেস', এতে মিলেছে 'কারদানি'। এর থেকে অনুমান করা যায় বেজার-কে এ সংস্করণে 'ব্যাজার' লিখলেও পরবর্তী সংস্করণে 'বাজার' লেখা হতে পারে।

অ্যা-কার-স্থানে আ-কার : 'ওয়ারান্টি' 'এনট্রান্স' 'স্যালামান্ডার' 'ফর্মাট' 'জিমনাস্ট' 'জিমনাস্টিক' 'প্রোটেস্টান্ট' 'কার্ডিগান'; তবে তো ব্যাগ-এর 'বাগ' হতে বেশি দেরি হবে না।

আ-কার-স্থানে অ্যা-কার : 'কার্নিভ্যাল'। সুতরাং 'বানান' শব্দটির বানান অচিরেই 'ব্যানানা' হয়ে যাবে এ আশা করা যায়।

অভিধানটির রকম-শকমের বিবরণ দেওয়া এত তাড়াতাড়ি শেষ হওয়ার নয়। এতে উ/ঊ-কার-স্থানে ও/ও-কার হয়েছে কী পরিমাণ তা দেখুন : 'কোটনামি' 'ডোকরানো' 'দোমড়ানো' 'গোরখা' 'খোশবাই' [খুশবাই কিন্তু খোশবু গ্র.] 'ওপচানো' 'কেওকেটা' 'ওপড়ানো' 'ওড়িয়া' 'ওড়িশা' 'ওড়িশি' লোটানো' 'ওপর'। আবার ও-কার-স্থানে হয়েছে উ-কার [ব্যালান্স করার জন্য?] : 'চুষকাগজ' 'চুস্তপায়জামা'। উ-কার-স্থানে অ-কারও আছে : 'খতবা'।

ই-কার-স্থানে এ-কার : 'চেল্লাচিল্লি' 'পেছপা' 'পেছন' 'পেতল'; আবার এ-কার- স্থানে ই-কার : 'ছিনালি' 'মিসমার'* 'পিনাল কোড' 'তেলিসমাতি' 'বিজোড় বিঘোর বিনামা'; আ-কার-স্থানে ই-কার : 'ভুনিখিচুড়ি'। এদেশে অন্তত মানুষ ভুনাখিচুড়িই খায়।

অভিধানটিতে আকর্ষণী, কিন্তু আগমনি আছে; আবার আচ্ছাদনী আবরণী আবর্তনী আবেষ্টনী আভরণী আরোহণী, এবং রসায়নী বিশ্লেষণী সংশোধনী সমাপনী সাপ্তাহিকী বাস্তবিকী কিন্তু আশির্বাদি ফুল আছে; দর্শনি, কিন্তু নিবারণী আছে! নির্বাচনি, তবু পলায়নি নয়? [পলায়নী আছে।]। আবার প্রীতি সম্মিলনী নাকি তৎসম, সম্মিলনি-ও নাকি তাই! সুবচনি তৎসম নয়,

---

* তুর্কি 'কোর্নিশ' থেকে 'কুর্নিশ', আবার 'বুক্‌চহ্' থেকে 'বোচ্‌কা 'কুর্ক্' থেকে 'ক্রোক' হয়েছে। ফার্সি 'চিহ্‌রা' থেকে 'চেহারা' 'শাগির্দ' থেকে 'শাগরেদ' 'জুল্লাব' থেকে 'জোলাপ', 'বিহিশৎ' থেকে 'বেহেশ্‌ত হয়েছে। আরবি 'জুর্মানা' থেকে 'জরিমানা', 'কিস্‌সা' থেকে 'কেচ্ছা', 'গুস্‌সা' থেকে 'গোস্‌সা'/গোঁসা', 'হিনা' থেকে 'হেনা' 'কিলা' থেকে 'কেল্লা' 'দিলা' থেকে 'জেল্লা' 'আকিল' থেকে 'আক্কেল' 'নুকসান' থেকে 'লোকশান' হয়েছে। উজর থেকে ওজর উম্‌রাহ্ থেকে ওম্‌রাহ সাহিব থেকে সাহেব হয়েছে। সির্ফ্ থেকে স্রেফ। রীশম থেকে রেশম, লিহাফ থেকে লেপ হয়েছে। দীওয়ার থেকে হয়েছে দেওয়াল। সংস্কৃত রোহিত থেকে বাংলায় রুই, আবার কুত্র থেকে কোথা। বাংলায় মোজা বোতাম তোরঙ্গ। সুতরাং 'ছিন্ননাল' থেকে 'ছেনাল' 'মিসমার' থেকে 'মেসমার' হতে পারবে। তেলেসমাতি বেঘোর বেনামা বেজোড় হতে পারবে। zebra'র উচ্চারণ ইংরেজি-ভাষী অনেকে করে 'যিব্রা'; আমরা ই-কার-স্থানে এ-কার উচ্চারণ করি।



www.pathagar.com

এবং সুবদনি তৎসম? বর্ণালি অতৎসম, স্বর্ণালি যথার্থ অবিকৃত তৎসম? অভিধানটিতে তাই দেখানো হয়েছে।

অসংগত হ্রস্ব-ই-কার : আছে 'সিলমাছ'। 'সীল' হবে। 'সীল' (seal) মাছ নয়, স্তন্যপায়ী জলচর জন্তু। [এ সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা পরে আছে]

অ-কার-স্থানে আ-কার : 'মোহানা' 'মামি' (মমি) কম্পোজিটার কম্পোজিটারি গ্ল্যাডিয়েটার জুনিয়ার ভেন্টিলেটার রেফ্রিজারেটার ডিস্ট্রিবিউটার ডিস্ট্রিবিউটার্স ভিজিটার ভেন্ডার (কিন্তু 'ইনস্পেকটর' অপারেটর!); আবার আ-কার-স্থানে আছে অ-কার : 'খোলসা' 'লকড়ি'; অকার স্থানে ও-কার : 'ছোটো' 'বড়ো' 'ভালো' 'পোনি' 'পোনি টেল' (পনি টেইল) 'গোরিলা' 'গোরু' 'বোলটু' (বল্টু); অ/আ-কার-স্থানে এ-কার : 'এনকেফেলাইটিস' 'বখেড়া' আপকেওয়াস্তে, আদেখলেপনা। ফা, খ, কা, লা হবে।

আবার ও-স্থানে য়ো : 'দিয়ো' 'নিয়ো' 'খেয়ো' 'যেয়ো' 'জানিয়ো' 'টানিয়ো', এবং অনেক ইংরেজি শব্দের লিপ্যন্তরে [যাতে য়ো ব্যবহার করা হয়েছে যেখানে ও হলে চলে], যেমন নিচে প্রদত্ত শব্দগুলির 'ও' স্থানে অভিধানটিতে 'য়ো' ব্যবহৃত হয়েছে :

জিওগ্রাফি জিওপলিটিক্স জিওপলিটিক্যাল জিওমেট্রি জিওলজি জিওলজিক্যাল ইকোকার্ডিওগ্রাম ইন্‌টালিও ইন্‌শিওরেন্স ইলেক্ট্রোকার্ডিওগ্রাম কার্ডিওগ্রাম কার্ডিওলজি কার্ডিওলজিস্ট গ্ল্যাডিওলাই গ্ল্যাডিওলাস প্রিম্যাচিওর ফিযিওলজি ফিযিওথেরাপি ভিডিও ভিডিওগ্রাফি ভিডিওপার্লার রেডিও রেডিওলজি স্টিরিওফোনিক স্টুডিও যুওলজি পিওন হোমিওপ্যাথ হোমিওপ্যাথিক বোর্নিও মিউযিওলজি [এখানে প্রদত্ত বানান সর্বাংশে সঠিক]।

অহেতুক ঐ-কার বর্জন : অভিধানটির মতে 'খইল'-স্থানে নাকি 'খোল' চলবে। রাবিশ! চলবে না, বরং খৈল চলবে। খৈ খৈনি চলবে। বই (=পুস্তক) কিন্তু বৈকি/বৈ-কি চলবে; কই (=কোথায়), কিন্তু কৈ (মাছ) চলবে। বৈঠা পৈঠা পৈতা বৈকাল [বিকাল, বৈকাল-নামক হ্রদ] গৈলা [-নামক স্থান] চলবে।

'আরও' হলে 'আরোই' কেন? আর এধরনের শব্দ না হলে বাংলা ভাষা কি ল্যাংড়া হয়ে যাবে? আরোই কোনোই লেখার বাতিক পরিত্যাজ্য।

কিন্তু পরোয়ানা নাকি চলবে না, 'পরওয়ানা' নাকি হতে হবে! বুদ্ধির ঢেঁকি! পরোয়ানা চলবে। "শেরওয়ানি"-ও স্মরণীয়! শেরোয়ানি চলবে।

অপ্রয়োজনীয় চন্দ্রবিন্দু (ঁ) : 'শাঁকালু'* 'পিঁপড়া' 'পুঁটুলি' 'পুঁটলি' 'পোঁটলা'; আবার প্রয়োজনীয় চন্দ্রবিন্দু বির্সজন : 'খোয়ারি' (হতে হবে খোঁয়ারি)।

'বালা' অর্থ 'চুরি' দেখানো হয়েছে; 'চুড়ি' হলে ঠিক হত, নয় কি?

অভিধান-এ মমি-কে বাদ দিয়ে তার ইংরেজি বানান (mummy) অনুসরণ 'মামি' করা হয় যা ফালতু বাহাদুরি প্রদর্শনের চেষ্টা ছাড়া আর কী? যে-শব্দ থেকে মমি এবং mummy এসেছে তাই থেকেই আমাদের 'মোম' শব্দটি; তাহলে মোম-কে কি আমরা 'মাম' করে নেব? মগ জগ টব বাদ দিয়ে মাগ জাগ টাব ধরব? জজ (judge) চলবে না? জাজ হতে হবে?

---

* মিষ্টত্বের জন্য শাকালু নাম। 'শাঁখ-এর আকৃতির বলে শাঁকালু নাম'—এ মত ভ্রান্ত মনে করি। 'আড়ত-দার' অর্থে 'মহাজন' শব্দটা আসোলে 'মাহাযন', আরবি 'মাখ্‌যন' থেকে উদ্ভূত; ইংরেজি magazine শব্দের এবং বাংলা খাজনা শব্দের উৎস-ও তাই। 'শজারু শব্দ শল্য থেকে' এমন মত চালু আছে। আমরা মনে করি শজারু হয়েছে আরবি শব্দ 'শজারা' [= গাছ] থেকে।



www.pathagar.com

ইংরেজি বানান দেখে আমরা নিশ্চয়ই 'ভূপাল কুমিল্লা শ্রীরাম্‌পুর সিঙ্গাপুর কান্‌পুর মহীশূর কৃষ্ণনগর মোক্তার নোটিশ কার্নিশ পুলিশ পুল্‌টিশ' প্রভৃতির বদলে ভোপাল কোমিল্লাহ্‌ সেরাম্‌পোর সিঙ্গাপোর কন্‌পোর মাইসোর কৃস্নগর মুক্তিয়ার নোটিস কর্নিস প্যালিস পোল্‌টিস' প্রভৃতি বলব না বা লিখব না।

উপরে আমরা দেখলাম অভিধান-এ 'গোরিলা' 'গোরু' মান্য দেখানো হয়েছে। 'গোরু' না হয় ভাষাচার্য সুনীতিকুমার সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু গরু চলছে, চলবে। গরিলা তো বটেই। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার -কে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার অন্য অনেক উপায় আছে। এ প্রসঙ্গে মণীন্দ্রকুমার ঘোষ কী লিখেছেন দেখা যাক। তিনি লিখেছেন:

"বাক্‌পতি রবীন্দ্রনাথ সকাশে উপস্থিত হয়েছিলেন ভাষাচার্য সুনীতিকুমার। উদ্দেশ্য – বানানসংস্কার-সম্বন্ধে উপদেশ-গ্রহণ। সুনীতিকুমারের সঙ্গী ছিলেন সংস্কার-সমিতির দুই সদস্য অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য ও অধ্যাপক বিজনবিহারী ভট্টাচার্য। সুনীতিকুমার প্রস্তাব করলেন, "কতকগুলো শব্দের মৌলিক রূপটা বজায় রাখবার জন্য চলতি বানান কিছু কিছু পরিবর্তন করতে চাইছি। রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করলেন "যথা?" সুনীতিকুমার বললেন, "যেমন গরু। আমার মনে হয় শব্দটা এসেছে সংস্কৃত 'গো-রূপ' থেকে, সুতরাং বানান 'গরু' না হয়ে 'গোরু' হলেই ভাল হয়।" কবি বললেন, "হ্যাঁ, অন্ততঃ কলেবর বৃদ্ধি হয়। গাইগুলো দিন দিন যা ক্ষীণ হয়ে পড়ছে, কলেবর বাড়ানো ভাল নিশ্চয়ই।"

প্রসঙ্গত বলে রাখি – পোর্তুগাল নয়, পর্তুগাল চলবে।
আলোচ্য অভিধান-এ তাক-স্থানে 'টাঁক' হয়েছে। তাক চলবে।

## শ এবং স -এর ব্যবহার

এবার অন্য কিসিম ('কিশিম'?)। এবারে স-স্থানে শ : 'আশমান' 'আশমানি' 'কদমবুশি' 'ইবলিশ' 'ইশা' (Christ অর্থে) 'ইশবগুল' 'শায়া' 'মশমশ' 'শপ'* (বড় মাদুর অর্থে) 'আফশোশ' 'কিশমিশ' 'শওহর' 'শোরা'।

অথচ অভিধানটিতে সোয়া-শ'র বেশি শব্দ পাওয়া যাবে যার বানানে শ সংগত কিন্তু লাগানো হয়েছে স। 'শনশন' হতে পারলে শড়শড় না হয় কিকরে? কুকলাশ হতে পারলে কাকলাশ না হওয়ার কী যুক্তি? কাকলাশ চলবে। গেলাশ চলবে ('গেলাস' নয়), টাশটাশ টিকিশটিকিশ ঠকাশঠকাশ ঠাশ পটাশ (ধ্বন্যাত্মক) হতে পারলে খটাস টকাস টুকুসটুকুস থপাস টুসটুসে ফটাস ঢকাস কিকরে হয় (খটাশ টকাশ টুকুশটুকুশ থপাশ টুশটুশে ফটাশ ঢকাশ না হয়ে)? 'ঠকাশ' হবে কিন্তু 'টকাশ' হবে না? তামাশা? আলশে হবে কিন্তু আলিশা হবে না? রঙ্গা?

ষ-শ-স্থানে অনুচিত স, যেমন নিচের শব্দগুলিতে, যার মধ্যে নিম্নরেখিত শব্দকয়টিতে স-স্থানে ষ এবং বাকি সবগুলিতে স-স্থানে শ হওয়া চাই:

*আপোস আলিসা উপোস উসকানি ওসকানো কসুর ক্যাম্বিস বাকসো/বাক্স খোলস খোলসা খোসা খোস খোসপাঁচড়া খানসামা কাকলাস কালবাউস খালাস খালাসি খাস খাসি খাসিয়া খাসা খটাস খসখস খসখসানি খাইখালাসি গড়িমসি ঘুনসি ঘুসি গল্পসল্প গেলাস গোস্ত ঘুসি ঘুসঘুসে ঘ্যাসটানি ঘেঁসা ঘেঁসাঘেসি চাষবাস চাষাভুসো চোপসানো জড়সড়ো জলুস জৌলুস ঝাপসা টকাস টসকানো টসটসে টিস্যু টুকুসটুকুস টুসকি টুসটুসে ট্যাকসো ট্যাঁস ঠাসবুনুনি*

* অথচ shop-কে যে বাংলায় 'সপ' [শপ' উচিত হলেও] লেখা হয় সে ব্যাপারে কিছু বলা হয় না।



www.pathagar.com

*ঠাসা ঠাসাঠাসি ঠুসঠাস ঠেস ঠেসান ঠেসাঠেসি ভাঁসা ঢকাস ঢাউস ঢেপসি ঢ্যাপসা ধপাস ধড়াস ধুমসি নাদুসনুদুস পানসি পানসুপারি নাসপাতি পয়সা পসুরি পানসে পাসবই ফটাস ফরসা ফসকা ফসকানো ফস্টিনস্টি ফাঁসা ফাঁসানো ফাঁসি ফাঁসুড়ে ফুসলানো ফেঁসো ফোসকা ফসকা বচসা সড়কি হিসাব ভাপসা ভরসা ভ্যাপসা ভ্যাপসানো মালসা মিনসে মৌরসি মৌটুসি রসদ রসিদ রকমসকম রসুই রাক্ষুসে সটকানো সড়কি সুলুক সড়সড় সড়াৎ সপাৎ সামলানো সিঁধ সিঁধেল সাঁটা সরতা সস্তা সাদা সাদাসিধা সানাই সাবাড় সাবড়ানো সাবান সিঙ্গা সিঙ্গাড়া সিঙ্গি সিরিশ কাগজ সুড়ঙ্গ সুড়সুড় সুড়সুড়ি হাপুস হাপুসহুপুস হাঁসফাঁস হাসুলি হুস হুসহুস হিমসিম।*

অথচ অনেকগুলি শব্দে শ/ষ-এর যথাযথ প্রয়োগ করা হয়েছে। তাহলে উপরের তালিকার শব্দগুলিতে শ/ষ-স্থানে দন্ত্য স প্রয়োগ করা হল কি দাঁতের যত্নের ব্যাপারে বিশেষ সচেতনতা থেকে? নিচের শব্দগুলিতে ষ/শ যেভাবে আছে সেভাবেই চাই (শব্দগুলির বানানের অন্য কোনও ত্রুটি নিয়ে আলোচনা অন্যত্র):

আশকারা উশকোখুশকো উশখুশ উশুল উশন কষ লাগা কষানো কষি কুষ্ঠি কেষ্টবিষ্টু কেষ্টা ক্রুশ ক্রেশ (creche) খামোশ খোশামোদ খোশামুদি খোশামুদে খোশামোদি খুনশুটি খুনশুড়ি (?) খুশখুশুনি (খুশখুশানি গ্রহণযোগ্য) খোশবাই (খুশবাই গ্রহণযোগ্য) খুশবু খড়িশ খটাশ (<খট্টাশ) খাঁটাশ গদাইলশকর গদিনশিন গরমমশলা গাংশালিক গুষ্টি চষা ঘোষাল চুষকাগজ চুষিকাঠি চোষা চোষানো চৌকশ টাশটাশ টিকিশটিকিশ ঠকাশঠকাশ ঠাশ ট্যাঁড়শ (ঢেড়শ গ্রহণযোগ্য) তোশামোদি তোষামুদি নিশপিশ নিশপিশানি পটাশ (ধ্বন্যাত্মক) পাপোশ ফরমায়েশ ফরমাশা ফরমায়েশি ফরশি ফরাশ ফিশফিশ ফিশফিশানি বড়শি বকশিশ বকশি বদমায়েশ বদমাশ বন্দেশ (বন্দিশ গ্রহণযোগ্য) বর্শা বারকোশ বালিশ বালুশাই বাশুলি বাসনকোশন বালাই-ষাট বালাপোশ কুশীদজীবী বোষ্টম বোষ্টমি ভুষ্টিনাশ মজলিশ মরশুম মরশুমি মশকরা মশগুল মশলা মশহুর মশুর/মশুরি মিরশুনশি মিশমিশ মিশি মিশুক মিশেল লশকর শখ' শজনে/শজিনা শজারু শতরঞ্চি শনশন শনাক্ত শরপুঁটি শরবত শরাব শরিক শরিফ শারিফা শরিয়ত শলাপরামর্শ শাঁইশাঁই শাঁকালু (ঁ বাদ যাওয়া দরকার) শাঁকিনি (শাঁখিনি গ্রহণযোগ্য) শাঁখ শাঁখচুন্নি শাগরেদ শানকি শাবাশ শাবল শাবান (মাস) শামলা শামাও। শামিকাবাব শামিয়ানা শঅমিল শায়েস্তা শারি (শুক-) শারিকা শালগম শালু শালুক শাশুড়ি শিমুল।

## যুক্তবর্ণ

আলোচ্য অভিধান-এ আছে : 'ক্যাণ্ডিডেট' 'ক্যাণ্ডিডেচার' 'ক্যান্টিলিভার' 'ক্যাণ্ডি' 'অ্যান্টেনা' 'ডেন্টাল' 'কন্সাল' 'কন্সুলেট' 'ল্যান্সেট' 'সেন্ট্রাল' 'সেন্ট্রাল' (এগুলি যথাযথ বানান। ট ঠ ড -এর আগে মূর্ধণ্য-ণ যোগ আমার করা।) তাই যদি থাকতে পারল তাহলে ক্যান্টন-স্থানে 'ক্যানটন', ক্যান্টিন-স্থানে 'ক্যানটিন', ক্যান্সার-স্থানে 'ক্যানসার', ক্যান্সেল-স্থানে 'ক্যানসেল', ট্যারেন্টেলা ট্যারাণ্টুলা -স্থানে 'ট্যারেনটেলা' 'ট্যারানটুলা' হল কেন? এর মানে অভিধান-কর্তাদের সংগতিবোধের কোনও বালাই নেই।

ইনস্পেকটর আছে, কিন্তু সেটা বর্জনীয়। ইন্‌স্পেক্ট সুতরাং ইন্‌স্পেক্টর হবে। যেমন কণ্ডাক্ট, সুতরাং কণ্ডাক্টর হবে। [ড অবান্তর]

অবজেক্ট, সুতরাং অবজেক্টিভ হবে।



www.pathagar.com

সিনট্যাক্স ফিনিক্স ল্যাটেক্স 'ক্ল্যাসিক্যাল' হলে আবার 'ক্লাসিক্স' হয় কিভাবে? লক্ষণীয়, অভিধানটিতে আছে — 'ক্ল্যাসিক্যাল', কিন্তু ক্লাসিক্স [ক্ল্যাসিক্স নয়!] একটি হসন্ত দেওয়ায় দাঁড়াচ্ছে classic saw = ধ্রুপদি করাত। ক্ল্যাসিক্স হবে। ক্ল্যাসিকাল হবে। 'হেল্লার' হতে পারলে 'শেল্টার' 'বল্টু' হতে পারল না ('শেলটার' 'বোলটু' হল) – এ কোন-পদের/কিসিমের/ধরনের বানানবিধি? তল্পি তল্পিবাহক হতে পারলে আল্লাকা আল্পনা বল্টু উল্টা উল্টানো উল্টাপাল্টা উল্কি পাল্টানো হাল্কা* হল্কা কব্জা কব্জি আব্দার হতে পারে।

## রেফ

অভিধানটিতে বলা হয়েছে– "তবে সমাসবদ্ধ বা বিদেশি উপসর্গযুক্ত বা প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দে অর্থবোধের সুবিধার জন্য রেফ না দিয়ে মূলের র বজায় থাকবে। যেমন: কারচুপি কারসাজি খবরদারি গরমিল গরহাজির জোরদার তরতাজা দরদাম নজরদারি বরকন্দাজ বরখাস্ত শোরগোল হরতাল হরদম হরবোলা ইত্যাদি।" [নিম্নরেখ আমার]। প্রথমে লক্ষ্য করুন নিম্নরেখিত অংশের দশাটা– রেফ না দিয়ে অংশের কর্তা এবং মূলের র বজায় থাকবে অংশের কর্তা'র মধ্যে মারাত্মক গরমিল। অর্থাৎ বাক্যটি অশুদ্ধ। খেয়াল করলে দেখবেন বাক্যটিতে আরও সমস্যা আছে। এরকম অশুদ্ধ ক্ষতিগ্রস্ত বাক্য যাঁরা লেখেন তাঁদের কোনও দাবিই স্বীকার্য বা গ্রহণযোগ্য হওয়ার কথা নয়। অর্থাৎ তাঁরা নির্ভরযোগ্য হতে পারেন না। তাঁদের কাজে গড়বড় গরমিল থাকবেই।

যেমন: 'ইয়ারকি' শব্দটি উপরের তালিকায় থাকার কথা ছিল কিন্তু অভিধানটিতে 'ইয়ার্কি' মান্য দেখানো হয়েছে। [এটাই চাই]। আরও আছে। stationers traders affairs কী দোষ করল যে স্টেশনার্স ট্রেডার্স অ্যাফেয়ার্স লিখতে হল? domiciled কেন ডমিসাইল্ড হতে যাবে? উল্লিখিত চার ইংরেজি শব্দের লিপ্যন্তর হবে স্টেশনার্স্ ট্রেডার্স্ অ্যাফেয়ার্স্ ডমিসাইল্ড্।

অভিধানটিতে আরও আছে– 'ডিস্ট্রিবিউটার্স'। প্রথমত ট-এর আ-কার-টা আহম্মকির লক্ষণ। দ্বিতীয়ত ডিস্টার্ব্যান্স ডিস্কাউন্ট ডিস্টেম্পার ডিস্পেন্সারি না হতে পারলে (অর্থাৎ এসবে স্ক স্ট স্প প্রভৃতি যুক্তবর্ণ না হতে পারলে) distributiors-এর লিপ্যন্তরেও স্ট্র যুক্তবর্ণ না হওয়ার কথা ছিল। এবং আলোচ্য নীতি অনুসারে রেফ না হওয়া উচিত, মূলের র বজায় থাকা উচিত, অর্থাৎ ইংরেজি শব্দটির লিপ্যন্তর ডিস্ট্রিবিউটর্স্ হওয়া উচিত। ডিস্ট্রিবিউটর্স হলে আরও ভাল। এবং ডিস্টার্ব্যান্স ডিস্কাউন্ট ডিস্টেম্পার এবং ডিস্পেন্সারি বানান হওয়া উচিত।

তাঁদের উল্লিখিত 'শব্দ'গুলিতে রেফ না হওয়াতে কেমন 'অর্থবোধ' হবে দেখা যাক। 'কারচুপি' বলতে car-এর silencer, 'কারসাজি' বলতে car-এর সাজগোজ; 'খবরদার' বলতে সংবাদদাতা বা সংবাদপত্রের হকার, 'হরতাল' বলতে হরিতাল মনে হতে পারে। অর্থবোধের প্রয়োজন তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে কি নেই? অনেকেই তো বুঝতে পারবে না ত্র্যক্ষর ত্র্যহস্পর্শ উত্তমর্ণ, হেত্বাভাস যদ্যপি বাহ্বাস্ফোটন কিকরে হল ও তার অর্থ কী দাঁড়ায়। 'জগদন্ত' আবার কিসের 'দন্ত' তাই নিয়ে ভাবনায় পড়বে। সদন্তঃকরণ সম্বন্ধে ভাবা হতে পারে দন্তহীনকে দন্ত লাগিয়ে দেওয়ার ব্যাপার – dentist-রা যা করে। কুশাসন বলতে bad governance ভাবাই স্বাভাবিক হবে। 'অর্থবোধের সুবিধা' দরকারী হলে গর্গর, (পত্রের)

* মণীন্দ্রকুমারের লেখায় 'হাল্কা' বানান পাওয়া যাবে।



www.pathagar.com

মর্মর, (রথচক্রের) ঘর্ঘর প্রভৃতিতে রেফ চলবে না। কঙ্কণ-কে কণ্‌কণ্* লিখতে হবে। এবং সমগ্র তৎসম শব্দাবলীতে বহিঃসন্ধি অন্তঃসন্ধি সহ সব রকমের সন্ধি বাদ দিতে হবে। তাতে রাজি না হলে অবশ্যস্বীকার্য যে খবর্দার সর্দার হর্তাল চলা উচিত, কারচুপি কারসাজি চলতে পারে কিন্তু 'অর্থবোধ'-এর ধাপ্পা না দিলেও চলবে, তর্জমা ভর্তুকি গোঁয়ার্তুমি খরিদ্দার চলবে। (তরজমা ভরতুকি গোয়ারতুমি খরিদদার নয়), ভরতি ও ভর্তি দুটি আলাদা শব্দ (ইস্কুলে ভর্তি হওয়া চলবে, ধানে গোলা ভরতি থাকতে পারবে)। অভিধানটিতে ভাগনি ভাগনে আছে, কিন্তু ওসব বাতিল। ভাগ্নি ভাগ্নে চলবে।

'মুর্শিদ' হলে আবার মুরশিদ মুরশিদাবাদ হওয়ার দরকার পড়ে কিসে? মুর্শিদ মুর্শিদাবাদ হবে। আর্দালি আর্মানি তুর্কি আর্জি হতে পারলে আর্শি তর্জমা তর্জা তুর্পুন গুর্খা বেশ হতে পারবে; অর্কিড, অর্কেস্ট্রা, অর্কেস্টেশন, অর্গ্রানাইযেশন, অর্গান, অর্গ্যাণ্ডি অর্চার্ড উর্দি উর্দু কার্তুজ গর্দান গির্জা মার্কেট সর্দার কার্টেল কার্ডিয়াক সির্কা জর্দা পর্দা বর্গা বর্গি "বর্জাইস" বর্ডার বর্মা বর্মি বর্শা বাবুর্চি মোর্চা বার্নিশ বার্লি বার্লিন অর্ডার মর্গ্যান মর্জি দর্জি মর্গ মর্জিনা মর্টগেজ মর্টার এবং ইয়ার্কি চলবে। এমনকি হর্দম এবং মার্হাবা চলবে।

## হস্-চিহ্নের ব্যবহার

পরপর দুটি/তিনটি ব্যঞ্জনবর্ণের হসন্ত ধ্বনি নির্দেশের জন্য দুটি/তিনটি হস্-চিহ্ন দিতে কার্পণ্য করা অনুচিত – হয় দুটি/তিনটি-ই হস্ চিহ্ন দিতে হবে, নয়তো একটিও নয়। অর্থাৎ, হয় ড্রাফ্‌ট্, নয়তো ড্রাফট, কিন্তু ড্রাফট্ (বা ড্রাফ্‌ট) কখনও নয়। টাইলস্ লেখা হয়, টাইল্‌স্ লেখাই ভাল হবে। আরও ভাল হবে এক বচনের টাইল লিখলে/(এবং বললে)। এবং সবচেয়ে ভাল হবে টালি লিখলে এবং বললে। গ্রামের মানুষ টালি বলে, তাই শহুরেরা সেটা বলবে না – ব্যাপার তো এই! উটকো শহুরেপনা প্রত্যাখ্যান করা উচিত। ড্রাফ্‌ট্‌স্‌ম্যান কেব্‌ল্‌স্ বক্‌ল্‌স্ এবং আর্টিক্‌ল্‌ড্ -এ তিনটি করেই হস্-চিহ্ন প্রযোজ্য, যেমন দেখানো হল।* তবে আর্টিক্লু আর্টিক্লুড্ কেব্লস্ লেখা চলবে বলে আমার বিশ্বাস। ড্রাফ্‌ট্‌স্‌ম্যান এবং ড্রাফ্‌ট্ -এরও অনুরূপ বানান সম্ভব হত ফ এবং ট -এর যুক্তবর্ণ থাকলে।

রবীন্দ্রনাথ কমা (,) খুব কম ব্যবহার করতেন। প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিতেন না, বলতেন চিহ্ন না দিলেও প্রশ্ন বোঝা যায়। আরও অন্যান্য অনেক চিহ্ন তিনি এড়িয়ে যেতেন। এ ব্যাপারে তাঁর মত তিনি পষ্ট করে লিখেছেন। সেই রবীন্দ্রনাথই লিখেছেন 'বীম্‌স্ সাহেব' 'কীট্‌স্' (বীমস্ বা বীম্‌স নয়, কীটস্ বা কীট্‌স নয়)। মণীন্দ্রকুমার 'শেক্‌স্‌পিয়ার' লিখেছেন, 'কীট্‌স্' লিখেছেন। অথচ এখন শেক্সপিয়ার সম্পর্কিত বই-এর মলাটেই দেখা যায় 'শেকস্‌পিয়ার'। একটি হস্-চিহ্ন না-দিয়ে দেশের সম্পদ বাঁচানোর জন্য এ বই-এর লেখককে বুঝি অর্থনীতিতে নোবেল প্রাইয দেওয়া উচিত! তবে আমরা কামনা করি শেক্‌স্পিয়ার বানান চালু হোক। শেক্সপিয়ার থেকেও তা ভাল হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। পঙ্‌ক্তি/পংক্তি সম্পর্কিত দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে পঙ্‌ক্তি গ্রহণ করলে ভাল হয়। বিকল্পে পংক্তি চলতে পারে।

---

* রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন – "দ্বিগুণিত শব্দের এক অংশ ক্রমে বিকৃত হইয়াছে; যথা কর্কশ কঙ্কর ঝঞ্ঝা বম্বর (ভ্রমর) চঞ্চল।" (শত, পৃ. ৭৫) তার মানে চঞ্চল আগে চঞ্চন (চন্‌চন) ছিল, বম্বর ছিল বনবন এবং কর্কশ কঙ্কর ঝঞ্ঝা যথাক্রমে করকর, কণ্‌কণ্ বা করকর, এবং ঝনঝন ছিল।

* কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় -এর বানান-সংস্কার সমিতি এমনই বিধান দিয়েছিল, যথা — তখ্‌ত্, জেম্‌স্।



www.pathagar.com

সার্কাস-এ ও অন্যত্র লোকের মনোরঞ্জনে একচক্রা (monocycle – এক-চাকা'র সাইকেল) চালানো হয়। কিন্তু যাতায়াতের উপায় হিশাবে একচক্রা চালানো ঠিক নয়, দ্বিচক্রা চালানোই ঠিক। রবীন্দ্রনাথ একচক্রা চালাতে চাননি, অর্থাৎ তিনি বীমস্ কীটস্ বা বীম্স কীট্স লেখেননি। ভাল সার্কাস পার্টি গঠন করেছে বা এক ঠ্যাং নিয়ে এভারেস্ট-এ চড়েছে এমন খ্যাতি পৃথিবীতে বাঙালিদের নেই। যদি তা থাকতও তবু কীট্স্ বীম্স্ শেক্সপিয়ার [বা শেক্স্পিয়ার/শেক্স্পিয়ার] ড্রাফ্ট্স্ম্যান প্রভৃতি বানান লেখাই সমীচীন হত।

নিচের শব্দগুলিতে যেমন দেখানো হয়েছে তেমন হস্-চিহ্ন প্রয়োজনঃ

অপ্থাল্মিক অপ্থাল্মোনজি অপ্শন অপ্শনাল অফ্সাইড অফ্স্পিন অব্লং অব্লিক অব্লিগেটরি, অব্লিগেশন অব্স্টেট্রিক অ্যাথ্লেটিক্স ক্রাফ্ট্ আর্ট্স্ গ্লাভ্স্ গিফ্ট্ গ্লেইয্ড্ জোক্স্ টার্নটেব্ল্ টাস্ল্ টেম্পল ট্রিপল/ট্রিপল/ট্রিপ্ল/ট্রিপ্ল ট্রেডার্স্ ডমিসাইল্ড্ ডিস্টিল্ড্ ডিস্ট্রিবিউটর্স্ ড্রাফ্ট্স্ম্যান ড্রিব্ল্/ড্রব্ল্/ড্রিব্ল/ড্রব্ল পার্টিক্ল্/পার্টিক্ল পার্প্ল্/পার্প্ল প্লাক্ড্ প্লিন্থ্/প্লিন্থ্ অ্যাফেয়ার্স্ গূড্স্ ফল্স্ ফিল্ম্/ফিল্ম ফোর্স্ড্ ল্যাণ্ডিং বাল্ব্/বাল্ব বক্ল্স্ রানার্স্-আপ রিটায়ার্ড্ লাইন্স্ম্যান লেফ্ট্ মিড্স্ট্ অ্যাগেইন্স্ট্।

Adolf Rudolf -কে এদেশের অনেকে মনে করেন Adlof Rudlof কারণ বাংলায় লেখা হয় অ্যাডলফ্ রুডলফ্। অনেকে ইউক্যালিপটাস থেকে মনে করেন শব্দটা eucalypotus [আসোলে eucalyptus]। মণ্টগোমারি-কে মণ্টোগোমারি মনে করেন। মলিবডেনাম দেখে ভাবেন মলিব'ডেনাম অর্থাৎ ইংরেজি বানানে b-এর পরে o বুঝি আছে। আসোলে molybdenum। এ ভুল আমারও হয়েছিল বহুকাল আগে। 'সাদাম্পটন' দেখে এক সময় [বাল্যকালে] আমি মনে করেছিলাম মূল শব্দটার p-এর পরে o আছে– 'Southampoton'। আসোলে Southampton। অনেকের এমন ভুল হচ্ছে। দায়ি হচ্ছে উচিত মতো হস্-চিহ্ন না-দেওয়া, সঠিক শিক্ষা নিশ্চিত করার চেষ্টা থেকে বিরত থাকা। সুতরাং বাংলায় অ্যাডল্ফ্ রুডল্ফ্। ইউক্যালিপ্টাস/ইউক্যালিপ্টাস হলে চলে। এমনকি য়ুক্যালিপ্টাস চলতে পারে। মণ্ট্গোমারি মলিব্ডেনাম সাদাম্প্টন হবে। এর বিপরীতে যির্ক'নিয়াম, কারণ শব্দটা zirconium।

বিদেশি শব্দের বানানে উপর্যুপরি দুটি ব্যঞ্জনবর্ণের হসন্তধ্বনি নির্দেশের জন্য দুটিবর্ণেই হস্চিহ্ন দেওয়া সুরুচি'র সুবুদ্ধি'র পরিচায়ক, কিন্তু অভিধানটিতে একটি দেওয়া হয়েছে। অথচ হস্-চিহ্নের প্রয়োজন নেই এমন ক্ষেত্রে হস্চিহ্ন দেওয়া হয়েছে অভিধানটিতে। 'some, any'-অর্থে অনিশ্চয়তাসূচক সর্বনাম হিশাবে 'কোনো' লিখলে particularising which অর্থে বিশেষ-বোধক প্রশ্নবাচক সর্বনাম হিশাবে 'কোন' লিখলেই চলে, কিন্তু অভিধানটিতে লেখা হয়েছে কোন্।* আরও লেখা হয়েছে 'বোন্ ম্যারো', যার ন্ অনাবশ্যক (ন হলেই চলবে)।

## হাইফেন [শব্দ-সংশ্লেষ চিহ্ন] এবং লুপ্তি চিহ্ন

অভিধানটিতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে, গীতাঞ্জলি-র কবি নাকি লেখা চলবে। বাজে পরামর্শ। উচিত হচ্ছে : হাইফেন্ দিলে তারপরে 'এর' লিখতে হবে। অথবা গীতাঞ্জলি'র কবি লেখা চলতে পারে; 'এর' থেকে 'এ' বাদ গেল, বাদ যাওয়া 'এ' স্থানে লুপ্তিচিহ্ন (') হল, এ তো খুবই সংগত। মনের কথা যদি হয় 'মনে' নামক ব্যক্তির কথা, তাহলে মনে'র কথা লেখা বুদ্ধিমানের

* 'কোন' শব্দের মূলে কৌন<কঃ পুনঃ, যাতে হস্চিহ্নের ব্যাপার নেই।



www.pathagar.com

কাজ হবে; আন্তিগোনে'র, হার্মিওনে'র, হারারে'র—যদি নাম হয় আন্তিগোনে, হার্মিওনে, হারারে; তেমনি FIFA-এর বোঝাতে FIFA'র, বা আরও বাংলা করলে ফিফা'র; রিয়ার আয়না যদি রিয়া নামক মেয়ের আয়না হয় তাহলে রিয়া'র আয়না। upper class/chamber আপার ক্লাস/চ্যাম্বার কিন্তু apa's class/chamber আপা'র ক্লাস/চ্যাম্বার। care কেয়ার কিন্তু Keya's-এর বাংলায় কেয়া'র। Dakar ডাকার কিন্তু ঢাকা'র (= ঢাকা-এর)।

তবে "ইয়াসমিন'র গায়ে হলুদ" "পারভিন'র বই" ইত্যাদি চলবে না, ইয়াসমিনের বা ইয়াসমিন-এর, পারভিনের বা পারভিন-এর হতে হবে। তেমনি "গাণ্ডীব'র" লেখা নিন্দনীয়। কাগজ কালি ও কষ্ট বাঁচাতে আরও ভাল উপায় আছে, যেমন – শর্টহ্যাণ্ড।

অনেকে আবার এধরনের 'এর' আলাদা করে লেখেন তার পিছনে হাইফেন না-লাগিয়ে। আমি নিজে অনেক দিন আগে এটা করতে শুরু করেছিলাম। কিন্তু পরে স্থির করেছি এ ধরনের এর আলাদা লিখলে তার পিছনে হাইফেন জুড়তে হবে।

আরও লক্ষণীয় – "একতা-ই বল" লেখা উচিত নইলে এক-তাই বল মনে হতে পারে। এটা নীতির ব্যাপার বা সাধারণভাবে মানা উচিত। কিন্তু তা-ই লেখা বোকামি, যেখানে 'তাই' একটি পূর্ণাঙ্গ শব্দ, তা এবং তাই সমার্থক শব্দ।

লুপ্তিচিহ্নের আরেক প্রকারের ব্যবহার সুপারিশযোগ্য। অ-কার-নির্দেশক কোনও চিহ্ন না থাকার ব্যাপারে অনেকে চিন্তিত। চিন্তিত হওয়াটা খুব একটা অসংগত নয়। তো একটা সমাধান হতে পারে এরকম : terrorist-এর লিপ্যন্তর টের'রিস্ট হতে পারে, macaroni'র ম্যাকার'নি; থিস'রাস হতে পারে thesaurus-এর লিপ্যন্তর, তাহলে থিসোরাস লেখার জন্য কেউ পীড়াপীড়ি করবেন না এমন আশা করা যায়। [যারা terrorist-কে টেরোরিস্ট লেখার পরামর্শ দেন তাঁরা কি terror-কে টেরোর লিখতে বলবেন?] সে অনুযায়ী ব্রন্টোস'রাস থ্রম্ব'সিস স্টেন্ট'রিয়ান হলে কারও আপত্তি থাকা উচিত হবে না। আর্জেন্টিনা'র রাজধানীর নামের প্রথম অংশকে বুয়েনস লেখার ফলে আজকাল অনেক 'সুযোগ্য সাংবাদিক' তাকে বুয়েন্স বানিয়ে তুলেছেন, বুয়েন'স লিখলে সে বিপত্তি এড়ানো সম্ভব।

## প্রয়োজনীয় ই

ফার্স্ট এইড বক্স হতে পারল তো প্লাস্টিক পেন্ট হল কেন? পেইন্ট পেইন্টার পেইন্টিং হবে।

dent-কে ডেন্ট dentist-কে ডেন্টিস্ট লেখা যাবে কিন্তু dainty-কে ডেইন্টি লিখতে হবে। shell শেল কিন্তু shale শেইল। তেমনি sell সেল, sail (/sale) সেইল; মেল গিব্‌সন, কিন্তু mail মেইল; tell টেল, tale (/tail) টেইল, knell নেল কিন্তু nail নেইল। bet বেট কিন্তু bait বেইট, wren রেন কিন্তু rain রেইন।

নইলে কি red-কে রেড এবং raid-কেও রেড, pen-কে পেন এবং pain -কেও পেন লিখব? praise-কে প্রেজ লিখব? [প্রেইয হবে।] অজস্র উপায়ে আহম্মকি ও কুরুচি প্রমাণ করব? insane না-হলে কেউ sane-কে সেন, vale-কে ভেল লিখবে? যদিও ভেল্‌কিবাজি আর ভেলপুরি খারাপ জিনিশ নয়!

pent-up-কে পেন্ট-আপ কিন্তু painter-কে পেইন্টার, scent-কে সেন্ট কিন্তু saint-কে সেইন্ট লিখতে হবে। [সেন্ট লুই সেন্ট মার্টিন্ চালু আছে বটে কিন্তু তাকে সাধারণ নিয়ম করা যাবে না], ken কেন্ কিন্তু cane কেইন, led লেড কিন্তু laid লেইড। west ওয়েস্ট কিন্তু waist ওয়েইস্ট। painter-কে যাঁরা পেন্টার লিখতে বলেন তাঁরা saying-কে সেং paying-কে পেং



www.pathagar.com

লিখতে বলবেন বলে অনুমান করা যায়, কিন্তু তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করে লেখা উচিত হবে সেয়িং (saying) পেয়িং (paying)। gate অবশ্য বাংলায় 'গেট' হয়েছে। তবে main মেন হয়নি সুতরাং মেইন গেট হয়তো চলে কিন্তু gait-কে গেইট লিখতেই হবে।

নিচের শব্দগুলিতে একটি করে ই আছে; অনেক অশিক্ষিত লোক এই ই বাদ দিয়ে লেখে, আলোচ্য অভিধান যেমন চায়। কিন্তু আমরা ই-সহ চাই :

ক্যাম্পেইন ইমেইজ এক্সচেইঞ্জ এক্সপ্লেইন অ্যাগেইন্স্ট্ ক্রেইন ট্রেইন ট্রেইনিং ট্রেইনার পেইজ পেইজ-মেকার পেইজিং হর্স্-টেইকিং স্টেইন্লেস গ্লেইয্ড্ মাইগ্রেইন।

## ঔ-কার

মৌচাক মৌমাছি মৌটুসি মৌতাত নাকি চলবে, কিন্তু মৌ নাকি চলবে না! বলিহারি, কী বানানবিধি! এমন বিধি অগ্রাহ্য, সুতরাং মৌ চলবে (মউ বাতিল)। অভিধানটির মতে 'খইল'-স্থানে নাকি 'খোল' চলবে। রাবিশ! চলবে না, বরং খৈল চলবে। খৈ খৈনি কৈ (মাছ) চলবে। ফৌজ মৌজ মৌজা মৌত ফৌত বৌল (আমের -) চলবে। লক্ষ্ণৌ/লখ্নৌ চলবে [লখনউ দরকারী নয়]।

## ঙ্গা, ংগ

দাঙ্গা নাঙ্গা ডিঙ্গা ডিঙ্গানো ডিঙ্গি রামশিঙ্গা প্রভৃতি বানান নাকি চলবে না! চলবে, খুউব চলবে। বরং দাঙা শিঙা শিঙি চলবে না। আঙুল ভাঙ্গা আঙুর রঙ্গিন আঙিনা ক্যাঙ্গারু রঙ্গিলা ভাঙ্গা ভেঙ্গানো ডিঙ্গানো ল্যাঙ্গট লেঙ্গুড় হাঙ্গামা হাঙ্গার টাঙ্গা টাঙ্গাইল টাঙ্গানো ঢঙ্গি শিঙ্গিমাছ প্রভৃতিও চলবে। বরং ঙ্গ-স্থানে ংগ করা উপকারী হবে। গাং স্থানে নাকি 'গাঙ' চাই! না। গাং, গাংশালিক গাংচিল চলবে।

## স্থান-নাম

কেরালা চলবে, বাংলা'র পক্ষে কেরালা-ই শুদ্ধ। তেমনি বাংলায় গুজরাট* উড়িষ্যা তেলেগু ইলোরা আসাম চলবে [গুজরাত ওড়িশা তেলুগু এলুরা অসম নয়]। এমনকি 'আসাম'-কে 'আশাম' করে নিলে আরও ভাল। "কেরালা অশুদ্ধ" হলে ইংরেজ ইংরেজি মার্কিন মার্কিনি শুদ্ধ হয় কিকরে? জার্মানি ডয়েট্শ্ল্যাণ্ড এবং আলেমানি – এই তিনের মধ্যে কোনটি শুদ্ধ? ভিলনা ভিল্নিয়াস এবং উইল্নো – এই তিনের মধ্যেই-বা কোনটি?

ইংরেজিতে dengue-এর উচ্চারণ যা-ই হোক, বাংলার পক্ষে 'ডেঙ্গু'ই শুদ্ধ। পৃথিবীর অনেকগুলি দেশকে/স্থানকে ইংরেজিতে যেসব নামে অভিহিত করা হয় সেসব ওই দেশগুলির যার যার একান্ত নিজস্ব নাম থেকে আলাদা, যেমন নিহন (জাপান) হান্গুক (দ. কোরিয়া) প্রাথেট্থাই (থাইল্যাণ্ড) প্রাথেট্লাও (লাওস) টাসাভাল্টা/তাসাভাল্তা (ফিনল্যাণ্ড) Norge (নর্ওয়ে) [Konungariket] Sverige (সুইডেন) পর্তুগেসা (পর্তুগাল) অয়স্টেরাইখ (অস্ট্রিয়া) পোল্স্কা (পোল্যাণ্ড) ইস্পানল (স্পেন) মাগ্য়ার (হাংগেরি) হেল্ভেটিয়া (সুইট্যারল্যাণ্ড)। তাহলে? ব্রাকেটের মধ্যকার নামগুলি অশুদ্ধ নাকি?

---

* 'গুর্জর-রাষ্ট্র' থেকে 'গুজরাট' হওয়াই বেশি যুক্তিসংগত।



www.pathagar.com

orangutan-এর বাংলা চলছে ওরাংওটাং। তাকে ওরাংগুটান করার দরকার নেই, "ওরাংওটাং অশুদ্ধ" এমন বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করতে হবে। ইস্তাম্বুল (Istanbul) সম্বন্ধেও একই কথা। জানলেই সেটা ফলাতে হবে না।

## বিবিধ

'জরুরি' বাংলা হলেও 'জরুরত' বাংলা নয়, তার জন্য বাংলা শব্দটি হচ্ছে জরুরিত্ব। 'বোদাল' 'মদ্‌গুর' সংস্কৃত, এবং বাংলা 'বোয়াল' 'মাগুর' -এর তুলনায় এমনকি অশিষ্ট বলেই মনে হয়। যা হোক, বাংলায় 'বোয়াল' 'মাগুর' চলবে। *টাইম টেবিল* এবং টার্নটেব্‌ল আছে। টাইম টেব্‌ল্ হবে। টার্ন টেব্‌ল্ হবে। টিট্‌কারি হবে (টিটকিরি নয়), ডন কুইগজোট নয়, ডন কিক্সোট চলবে। ডন কিহোটে/কিহাটি, অথবা কিহোতে/কিহাতি-ও হতে পারে স্প্যানিশ উচ্চারণ। কিন্তু আমরা কিক্সোট বলব। তিতা চলবে তেতো নয়; তেরো নয়, তের (১৩) চলবে। 'থ্যাসথেসে', বাহ্ কী বাহারের শব্দ! তবে কিনা অভিধানটি'র স্টকে ওরকম আরও আছে যেমন : 'হ্যাচকানো' 'হ্যাচড়ানো' 'হ্যাদানো' 'হ্যাট করা'!!!

নিঃস্ব দুঃস্থ নিঃশ্বাস নিঃস্পৃহ চলবে, বিসর্গ-বর্জন সিদ্ধ হলেও অপ্রয়োজনীয়, অনুচিত। তবে সেই বিসর্গের স্থানে যারা কোলন (:) দেবে তাদের চাকুরি-চ্যুতি সুপারিশযোগ্য।

## প্রয়োগ-অভিধান-এ অনৃতভাষ

"...যথার্থ বাংলা ভাষা প্রাকৃত ভাষা, সংস্কৃত ভাষা নয়।"— রবীন্দ্রনাথ

সে এক সাংঘাতিক 'প্রয়োগ অভিধান, 'ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ' বলা যায়। যাতে বলা হয়েছে সুধী নাকি মূলত ইন্-ভাগান্ত শব্দ, অবসন্ন আর অবসান নাকি একই ধাতুতে গঠিত (বোধ-করি স্বর্ণে) শুধু নাকি প্রত্যয়ে (খাদে) একটু যা তফাৎ।

অবসান অবসন্ন এই দুটি শব্দের উৎস এক নয়। অবসন্ন-এর সাথে সম্পর্কিত অবসাদ। বিষাদ থেকে যেমন বিষণ্ন, তেমনি অবসাদ থেকে অবসন্ন। বুদ্ধির অবসান বা অবসাদ ঘটলেই একটা মানুষ বলতে পারে যে অবসান ও অবসন্ন শব্দদুটির উৎস এক। অবসান→ অব + √সো + অন (ভা), কিন্তু অবসন্ন→ অব + √সদ্ + ত (র্ত) এবং অবসাদ→ অব + √সদ্ + অ(ভা)। একই ধাতু নয়, আলাদা [√সো এবং √সদ্]। 'একই ধাতু' বলা তাহলে গুল! দুশ্চিন্তা হয় যে এর পরে বলা হতে পারে ভবন ও ভাবনা শব্দ দুইটির উৎস এক, খনন এবং খানা শব্দ দুইটির উৎস এক। Europe-এর সাথে 'খাশা রশি' অর্থাৎ 'ভাল দড়ি' যতটা সম্পর্কিত (eu = ভাল ও rope = দড়ি হওয়ার কারণে), অবসান ও অবসন্ন পরস্পর তার চেয়ে বেশি সম্পর্কিত নয়।

কিছু লেখক দেশী/দেশি-কে ইন্-ভাগান্ত শব্দাবলীর সাথে জড়িয়ে ফেলেন। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় দেশী-কে সংস্কৃত ইন-ভাগান্ত শব্দের রূপ বলে দেখান না। বাংলা ঈ যুক্ত হয়ে, হয়েছে দেশী।

'দেশী ইন-ভাগান্ত শব্দ' (!) এই ভ্রান্ত দাবি করার চেয়ে অনেক বেশি মারাত্মক হচ্ছে সুধী-কে ইন-ভাগান্ত শব্দ বলে দাবি করা। ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তা বলেন না। পাণিনীয় শাস্ত্রে এবং বিদ্যাসাগরীয় ব্যাকরণ-কৌমুদী-তে অমন কথা বলা হয়নি। কল্পনা করা যাক ক্ষিতীশচন্দ্র ঈশ্বরচন্দ্র পাণিনি সবাই অবোধ ও অজ্ঞ ছিলেন কিন্তু 'সুধী' মূলত ইন্-ভগান্ত হলে



www.pathagar.com

তার স্ত্রীলিঙ্গে 'সুধিনী' হত; কেউ কোথাও 'সুধিনী' দেখেছে কি? কেউ কেউ কেন যে বিভ্রান্তি ছড়াতে পছন্দ করেন বুঝতে পারি না। হয়তো বাল্যকাল থেকেই গুল-মারা তাঁদের অভ্যাস। সুধী সব সময় সুধী-ই থাকবে। সুধীবৃন্দ হবে (সুধিবৃন্দ কখনও নয়)। 'সুধি' হতে পারে ক্লীবলিঙ্গে; সংস্কৃতে তাই আছে কিন্তু বাংলায় অপ্রয়োজনীয়।

'আইন স্বহস্তে নেওয়া' বা 'আইন হাতে নেওয়া' সম্পর্কে আপত্তি খুব স্বাভাবিক? একদম বাজে কথা। এতে আপত্তির কিছু নেই, বুদ্ধিহরণ চক্রবর্তী যত তীব্র আপত্তিই করে থাকুন-না কেন। দেখে-শুনে মনে হচ্ছে বুদ্ধিহরণ চক্রবর্তী অসংগত-আপত্তির আরেকটি নাম। তিনি contribution অর্থে অবদান-শব্দের ব্যবহারে-ও নাকি আপত্তি করেছেন।

মধুচন্দ্রিমা সম্পর্কে 'আপত্তি প্রায় অচল', তাহলে মধুচন্দ্রিমার বদলে একে মধুচন্দ্র করা যায় কী প্রয়োজনে? কোন যুক্তিতে? এসব কথা মন-গড়া, অযৌক্তিক। আপত্তিটাই মন-গড়া, আসোলে কোনও আপত্তিই চলে না, [কোনও আপত্তি নেই-ও,] 'প্রায় অচল' হওয়াও অনেক দূরের কথা। তবে ছেলেদের নাম হিশাবে 'মধুচন্দ্র' খুব চলতে পারে। মেয়েদের চমৎকার একটি নাম যেমন মধুবালা, প্রায় তেমনি।

যিনি honeymoon-এর বাংলা 'মধুচন্দ্র' করতে চান, অনুবাদের ভাল-মন্দ বিচারের যোগ্যতা তার নেই। এবং কোনও অনুবাদ-কে যান্ত্রিক অনুবাদ বলে নিন্দা করার পিছনে তাঁর নিশ্চয়ই অন্য কোনও কারণ আছে।

'গোলটেবিল বৈঠক'-এও কোনও আপত্তি যুক্তিযুক্ত নয়। round table-এর বঙ্গানুবাদ কি তাহলে 'লম্বা সোফা' হবে? round table conference 'লম্বা সোফায় শয়ান' হবে? 'গোলটেবিল বৈঠক' উত্তম যথার্থ অনুবাদ। একে আপত্তিকর বলা, যান্ত্রিক অনুবাদ বলে নিন্দা করা যে কী সাংঘাতিক আহম্মকি বা পাগলামি তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়।

naked truth -এর বাংলা নগ্ন সত্য – তা-ও ঠিকই আছে। take part-এর বাংলা অংশগ্রহণ-ও তাই। বরং underworld cant-এর অনুবাদ পাতালপুরীর কুৎসিত বুলি এবং lighthouse-এর অনুবাদ আলোকস্তম্ভ করাকে সার্থক অনুবাদ বলা চলে না; এগুলিই বাজে অনুবাদের নমুনা। lighthouse অর্থ বাতিঘর।

প্রসঙ্গত, 'উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন' এবং 'অর্ধবার্ষিক' বিবেচনা করা যাক। half-yearly-এর বাংলা অর্ধবার্ষিক হবে। দ্বিবার্ষিক ত্রিবার্ষিক চতুর্বার্ষিক পঞ্চবার্ষিক ইত্যাদি বিশুদ্ধ তৎসম শব্দ আমরা নিয়েছি।* তার অনুসরণে অর্ধবার্ষিক গ্রহণীয়। সে অর্থে বাংলায় ষাণ্মাসিক না-চলাই ভাল। কারণ স্পষ্টঃ অর্ধবার্ষিক সহজবোধ্য। high-power committee-এর বাংলা উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটী, বাংলা-ভাষার পক্ষে এটা দারুণ মানানসই, সে অর্থে 'অধিক-ক্ষমতাসম্পন্ন' পরিত্যাজ্য। আরও লক্ষণীয়: 'অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন' ত্রুটিপূর্ণ; অধিক-ক্ষমতাসম্পন্ন হলে ত্রুটি দূর হয়। কিন্তু তা-ও 'উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন'র চেয়ে ভাল হয় না। বাংলায় 'উচ্চাশা' 'উচ্চমাত্রার শব্দ' ইত্যাদি চালু আছে। এতে বিন্দুমাত্র সমস্যা নেই। ভাষাতত্ত্ববিদ সাজা'র দুরাগ্রহের বশে এগুলিতে আপত্তি প্রকাশ করা হয়। অধিক ক্ষমতা বলতে বিস্তৃত ক্ষমতা বোঝাতে পারে, উচ্চক্ষমতা না-ও বোঝাতে পারে। width এবং height সমার্থক কি? একজন বাঁটুল পেট-মোটা

---

* দ্বৈবর্ষিক বর্জনীয় ধরেছি যদিও সংস্কৃত ব্যাকরণের কোনও কোনও বই-এর পাদটীকায় দ্বৈবর্ষিক মেলে। আকাশ থেকে দৈ/দই (দধি) বর্ষণের মতো ব্যাপার প্রাসঙ্গিক হলে হয়তো দৈবর্ষিক জাতীয় শব্দ কাজে লাগতে পারবে।



www.pathagar.com

লোক একজন লম্বা-লোকের সমান-ওজনের হলেও তার সমকক্ষ নয়, তেমনি high-power committee-এর বাংলা হিশাবে 'অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন' কমিটি উপযুক্ত নয়।

দর্শনে পারিভাষিক হিশাবে 'ephemeral' এবং [বাংলায়] তার প্রতিশব্দ 'ঐকাহিক' নেই। ঐকাহিক/ephemeral পারিভাষিক হিশাবে প্রয়োজন জ্যোতির্বিদ্যায়, এবং যা-কিছু দৈনিক তার বেলায়। সাধারণ অর্থে ইংরেজিতে ephemeral অর্থ ক্ষণস্থায়ী; সে অর্থে ephemeral পরিভাষা প্রসঙ্গে আলোচ্য নয়, যদি তাই হত তাহলে তো গোটা ইংরেজি শব্দকোষ -এর সব শব্দ পরিভাষা প্রসঙ্গে আলোচ্য হত। "ইফেমেরাল শব্দটির যে আরও একটি বহুল প্রচলিত অর্থ আছে, ...তা ভুলে যাওয়া উচিত নয়" এমন মিথ্যা আশঙ্কা প্রকাশ করা অসততা। কে কোথায় ephemeral-এর 'ক্ষণস্থায়ী' অর্থটি ভুলে যাচ্ছে এ প্রশ্ন সংগতভাবে করা যায়। মিথ্যা অভিযোগের কারণও জিজ্ঞাস্য।

রাজশেখর বসু লিখেছেন : "...জীবনী ...জন্মবার্ষিকী ...শতাব্দী ...প্রকাশনী ইত্যাদি চলছে। কিন্তু এতে আপত্তি নেই।" [নিম্নরেখ আমার] তাহলে তিনি এসব শব্দের প্রচলনকে ক্ষতিকর বলে নিন্দা করেছেন একথা অ-সত্য।

রাজশেখর বসু স্থানে অস্থানে 'কার্যকরী' শব্দটির চলনকে ভাল মনে করেননি, এবং তাঁর মতের সাথে সকলের একমত হওয়া উচিত। 'কার্যকর' চলা উচিত তবে তা কখনও 'কার্যকারী'র স্থানে নয়– এটাই হচ্ছে গ্রহণযোগ্য নীতি।

দায়ক অর্থে দায়ী সংস্কৃত শব্দ কিন্তু responsible অর্থে দায়ী সংস্কৃত নয়, বাংলা। সুতরাং শেষোক্ত অর্থে দায়ী না হয়ে দায়ি হবে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'দায়ি' [দায়ী নয়]। মণীন্দ্রকুমার তার সমর্থনে লিখেছেন responsible অর্থে দায় শব্দটাই অ-সংস্কৃত [অর্থাৎ তৎসম-নয়] সুতরাং 'দায়ি' হতে পারে, বিশেষত ভিন্নার্থক 'দায়ী'র সাথে পার্থক্য রাখার জন্য। -(বাবা, পৃ. ৪২) এ প্রসঙ্গে ভিন্নমত প্রকাশ করতে চাইলে পরিষ্কার বলতে হবে মণীন্দ্রকুমার বেঠিক বলেছেন এবং তার প্রমাণ দিতে হবে। অমরকোষ-এ অন্য অর্থে দায় আছে। সেই দায় অর্থ 'যৌতুক' এবং 'মৃত-ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তি'। 'দায়িত্ব' অর্থে দায় শব্দটি আলাদা, ওটা সংস্কৃত থেকে আসেনি। সুতরাং দায়-যুক্ত অর্থে দায়ি হবে, দায়ী নয়; এই অর্থে 'দায়ী ইন-ভাগান্ত' হওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

ভ্রমমাণ সংস্কৃতে সিদ্ধ নয়। মণীন্দ্রকুমার ঘোষ লিখেছেন: "'ভ্রম্' পরস্মৈপদী। [সুতরাং শানচ প্রত্যয় চলে না।] সুতরাং যাঁরা ভ্রমণশীল তাঁরা কদাচ 'ভ্রমমাণ' হতে যাবেন না,..."। সেই সত্যটা গোপন করা মিথ্যাচারিতা, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। মণীন্দ্রকুমার ঘোষ মহাশয়ের লেখা তো প্রকাশিত, গোপন তো নয়!

মোহ্যমান ডাহা ভুল, মুহ্যমান সুষ্ঠু না হলেও মুণ্ডকোপনিষদে মুহ্যমান আছে। ঋগ্‌বেদেও আছে মুহ্যমান। মুহ্যমান প্রচলিতও বটে। সুতরাং মুহ্যমান চলবে। মণীন্দ্রকুমার বলেছেন মুহ্ ধাতু পরস্মৈপদী, তাতে শানচ প্রত্যয় চলে না সুতরাং মোহ্যমান বা মুহ্যমান কোনও-টাই সম্ভব নয়। তবু যেহেতু উপনিষদে ও ঋগ্‌বেদে মুহ্যমান আছে এবং মুহ্যমানই প্রচলিত সেহেতু মুহ্যমান চলবে। এর পরে একবিংশ শতাব্দীতে এসে মুহ্ ধাতু কি আত্মনেপদী হয়ে বসল? "সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মে শব্দটি মোহ্যমান" হতেই পারে না, অর্থাৎ কথাটা মিথ্যা।

সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুযায়ী ইরস্যা থেকে ঈর্ষ্যা। কিন্তু বাংলায় ঈর্ষা চলছে, ঈর্ষা-ই চলবে।



www.pathagar.com

সংস্কৃতের নিয়মে হীনম্মন্য শুদ্ধ। 'হীনমন্য লেখা যেতেই পারে' – এটা বাজে কথা। 'লেখা যেতেই পারে' এক ধরনের ন্যাকামির ভাষা। পশ্চিমবঙ্গের কেউ কেউ এই ন্যাকামিটুকু করেন।

ইস্তাহার বা ইশতাহার কোনও-টিই নয়, ইশ্‌তেহার-ই গ্রহণযোগ্য।

ওংকার লেখা উচিত। যেহেতু ওটা ওম্ + কার। বর্তমানের ধারা অনুযায়ী ওঙ্কার বর্জনীয়। খৃস্ট বানান চলবে। খ্রিস্ট নয়। তা না হলে খৃষ্ট চলবে। 'অসংস্কৃত শব্দে 'ঋকার' 'অনাবশ্যক' কি না জানি না তবে উপকারী, উত্তম। 'অনাবশ্যক' বলা বাতুলতা। রবীন্দ্রনাথ খৃস্ট এবং খৃষ্ট লিখলেন, প্রমথ চৌধুরী বুদ্ধদেব বসু খৃষ্ট লিখলেন অর্থাৎ ঋ-কার ব্যবহার করলেন; তাঁরা কি কচি খোকা ছিলেন, না অবাঙালি ছিলেন? অনাবশ্যক মানে কী? আম কলা আনারস খাওয়া আবশ্যক না হলেও মানুষ তা খেতে রাজি।

'এমনতর শব্দের তর গুরুতর শব্দের তর থেকে আলাদা' – এ কথা ঠিক নয়। আসোলে একই। এবং তা সুন্দরতর-এর তর থেকে আলাদা। "হালকা চালে যথেষ্ট গুরুতর একটি কাজ", এই উদ্ধৃত কথাটিতে 'গুরুতর' না হয়ে 'গুরুতরো' হওয়া দরকার ছিল কারণ এখানে comparative degree লক্ষ্য নয়। ('গুরুতর, ঘোরতর' 'বহুতর' সাধারণত comparative-এর অর্থে ব্যবহৃত হয় না।) তাই আলাদা বোঝানোর জন্য ও-কার – এমনতরো, বহুতরো গুরুতরো, ঘোরতরো। অবশ্য 'গুরু, ঘোর' -এর comparative বোঝাতে 'গুরুতর, ঘোরতর' হবে, যদি সত্যি সত্যি comparative বোঝাতে চাওয়া হয়!

"ইংরেজিতে Greek শব্দের ee long vowel, গ্রীক্ উচ্চারিত হয়।" ব্যস, সুতরাং বাংলা প্রতিবর্ণীকরণে, বাংলা শব্দ হিশাবেও, গ্রীক লিখতে হবে। 'গ্রিক' লেখার পক্ষে যুক্তি (!) বাজে, অকাজের।

'ঘষা'ই ঠিক। 'ঘসা' একেবারেই অবাঞ্ছিত। অতৎসম শব্দের বানানে স-কে s-এর উচ্চারণে সীমাবদ্ধ রাখাই সুবুদ্ধিসম্মত। তদুপরি ঘষা এসেছে ঘর্ষণ থেকে, সেটা 'ঘষা' লেখার আরও একটি কারণ। তা সত্ত্বেও 'ঘষা'-কে 'ঘসা' করলে 'মিষ্টি'-কে 'মিস্টি' করতে হয় [কারণ 'মিষ্টি' তৎসম নয়, তৎসম হচ্ছে 'মিষ্ট']। তেমন কারণ 'ঘুষ, ঘুষি, মুষড়ে পড়া'-তে না থাকলেও এগুলিতে ষ চাই, সুতরাং 'ঘষা' তো অবশ্যই চাই।

ঘেঁষা, ঘেঁষাঘেষি সংস্কৃত ঘৃষ্ ধাতু থেকে আসুক বা স্রেফ বাংলাই হোক ষ-এর বদলে স কোনও মতেই চলবে না। ষ তৎসম বর্ণ, এমন ধারণা সৃষ্টি ও প্রচার করা ক্ষতিকর। ঘষা স্বাভাবিক, প্রচলিত; ষত্ব-বিধানের প্রসঙ্গ অবান্তর।

অন্তর্জলী অশোক কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত *সংস্কৃত বাংলা অভিধান*-এ আছে, এবং তা ইন্-ভাগান্ত বলে চিহ্নিত।

সংস্কৃতে "দম্পতি শব্দের প্রথমার দ্বিবচনে দম্পতী হয়" – এই কথাটা গুল বা মিথ্যা। সংস্কৃতে দম্পতি-রূপ নেই, শুধু দ্বিবচনের রূপ দম্পতী আছে – নিত্য দ্বিবচন হিশাবে আছে। "সংস্কৃত সাহিত্যে দম্পতি বানান প্রায়ই দেখা যায়। কিন্তু তার ব্যাখ্যা আছে"– এসব কথা প্রতারণামূলক বা গুল বলেই মনে হয়। তবে অজ্ঞতাপ্রসূত কাণ্ডজ্ঞানহীনতাও হতে পারে। ব্যাকরণে আছে– "ভার্যাপতী জায়াপতী দম্পতী জম্পতী দ্বিবচনান্তোঽয়ং শব্দঃ।" 'দম্পতী'র মতো দ্বিবচনান্ত শব্দ আরও আছে। 'ক্রন্দসী' এবং 'রোদসী' শব্দদুটি দ্বিবচনান্ত বলে আমার



www.pathagar.com

ধারণা। এ ধারণা ভুল হয়ে থাকলে তা প্রমাণ করার দায়িত্ব তাঁদের উপরই থাকা উচিত যাঁরা 'দম্পতী' সম্পর্কে উপরিউক্ত অসত্য বক্তব্য দেন।

আর্থরাইটিস arthritis শব্দের প্রতিবর্ণীকরণে গ্রহণযোগ্য নয়। birth right-এর মতো earth right তো নয়। আর্থ্রাইটিস গ্রহণযোগ্য। arthropod হবে আর্থ্রোপড (আর্থরোপড নয়)।

পার্টরিজ Partridge-এর লিপ্যন্তর হিশাবে অবিবেচনা-প্রসূত। হওয়া উচিত প্যার্ট্রিজ। ridge-এর part তো লক্ষিত অর্থ নয় সুতরাং প্যার্ট্রিজ বা প্যার্টৃজ। আর্থ্রাইটিস স্মর্তব্য।

তার্পিন হবে। বানান-টা তারপিন হওয়া একেবারেই অবাঞ্ছনীয়। তারপিন হওয়ার প্রশ্নই ওঠা উচিত নয়।

ফার্সি ভাষা। 'এই শব্দে র্স বানান অহেতুক'– এই কথাটা অহেতুক। 'রেফ'-এ ক্ষতি করল, না উপকার করল? আর্ট তার্পিন চলবে, ভর্তুকি কার্নিশ কার্পেট চলবে এবং ফার্সিও চলবে। ফার্স্ থেকে ফার্সি, তুর্ক্ থেকে তুর্কি, আরব থেকে আরবি। সহজ ব্যাপার।

আলুলায়িত সংস্কৃত শব্দ, সংস্কৃত অভিধানে আছে শব্দটি।

'ইন্দ্রজালিক শুদ্ধ', ভাল কথা, তাহলে অর্থনীতিক-ও শুদ্ধ, অনুভূমিক যেমন। আর্থনীতিক অনাবশ্যক। তবে ঐন্দ্রজালিক-ও শুদ্ধ, তা চলবেও। অর্থনৈতিকও চলবে।

'ছোট'-ই চলবে। ছোটো বর্জনীয়। অত্যন্ত বাজে যুক্তিতে ছোটো সমর্থন করা হয়, যেমন বাজে যুক্তিতে হত-কে হোত বা হতো লেখার 'বিধান' দেওয়া হয়। তুচ্ছার্থক অনুজ্ঞাবাচক ক্রিয়া ছোট্-এর সাথে তফাৎ রাখতে ছোটো বানানই নাকি বেশি যুক্তিযুক্ত! তুচ্ছার্থক নয় এমন অনুজ্ঞাবাচক ক্রিয়া ছোটো-এর সাথে তফাৎ করতে কী লেখা যুক্তিযুক্ত হবে? – ছোটু কি? ছোটখাটো-ই সংগত। ছোট এবং খাটো, জুড়লে ছোটখাটো-ই তো হবে। তবে ছোট-খাটো হলে আরও ভাল। এবং ছোট ও বড় জুড়লে ছোট-বড়, ভাল ও মন্দ জুড়লে ভাল-মন্দ হবে।

জগৎ ভবিষ্যৎ চলবে, জগত ভবিষ্যত বর্জনীয়। ৎ (খণ্ডত) কারও ক্ষতি করছে না।

ঝরা-পড়া থেকে ঝরতিপড়তি। ঝরার ভাব আছে, পড়ার ভাবও আছে। ঝড়তিপড়তি চলবে না কারণ সুবুদ্ধি তা বলে না।

'ঝাঁ চকচকে'-এর নাকি উপযোগিতা নেই, এ ধরনের শব্দ যত কম ব্যবহৃত হয় ততই নাকি ভাল! —মনগড়া যুক্তিহীন মন্তব্য। ঝাঁ চকচকে এত খারাপ (!), আর টেণ্ডাই-মেণ্ডাই খুব ভাল (!) হয়ে গেল? তা-ও আবার উচ্চারণ অনুসারে নাকি বানান ট্যাণ্ডাই-ম্যাণ্ডাই হওয়া উচিত! নিকৃষ্ট বিকৃত রুচির পরিচয় তুলে ধরে এসব মন্তব্য। এবং হয়তো কোনও নষ্টামির-ও। 'ঝাঁ চকচকে' লিখেছেন এমন কারও প্রতি বিদ্বেষ থেকে হয়তো এমন অবতারণা!

ঝাঁঝ-ই বেশি গ্রহণযোগ্য; এর থেকে ঝাঁঝালো হয়। ঝাঁজালো গ্রহণযোগ্য নয়, তার থেকেই বোঝা উচিত যে ঝাঁজ গ্রহণযোগ্য নয়।

বাংলায় টমেটো-ই সই। এটাই প্রচলিত, এতেই চলবে। টম্যাটো বর্জনীয়।

ট্রাজেডি নাকি অসংগত। কেন? ইংরেজিতে উচ্চারণ যদি ট্র্যাজেডি হয়ও, বাংলায় ট্রাজেডিই সংগত, অসংগত হওয়া তো অনেক দূরের কথা। ট্র্যাজেডিই অসংগত। তাছাড়া



www.pathagar.com

ইংরেজিতে ট্র্যাজেডি-ই উচ্চারিত হয় এমনটা বলা মিথ্যাচার। আমি সম্প্রতি ইংরেজি-ভাষার টিভি-চ্যানেলে ট্রাজেডি উচ্চারিত হতে শুনেছি।

ঠোঙ্গা নাকি বর্জিত। মিথ্যা। ঠোঙ্গা চলবে ঠোঙা'র বদলে। এবং ঠেঙ্গা ঠেঙ্গানো চলবে। তবে আরও বেশি সুবিধাজনক হচ্ছে ঠোংগা ঠেংগা ঠেংগানো, এরূপ বানান।

ঠকাশ ঠাশ ধন্যাত্মক শব্দ। উচ্চারণে শ ধ্বনি, সুতরাং ঠকাস ঠাস পরিত্যাজ্য, ঠকাশ ঠাশ সংগত।

ঠ্যাসান নয়, বানানটা ঠ্যাশান হওয়া আবশ্যক।

বাংলায় শব্দটা জৌলুশ। উচ্চারণ শ-এর সুতরাং বানানে শ চাই। অভিধানে ঠিক এ বানানে গৃহীত না হয়ে থাকলে তা অভিধান-কারের ব্যর্থতা, বুদ্ধি-বিবেচনার অভাবের কারণে।

ঢেঁড়শ চলবে। ঢেঁড়শ বানান ঢের উপযোগী ও নতুন; অন্তত মান্ধাতার আমলের মতো পুরানো অবশ্যই নয়। ঢ্যাঁড়শ দরকার নেই, সুতরাং বাতিল।

আসোলে কেবলমাত্র ত থ দ ধ এই দন্ত্য ধ্বনিগুলির সাথে যুক্ত হলে দন্ত্য-ন-এর উচ্চারণে দন্ত্য-নত্ব বজায় থাকে, বাকি সর্বত্র মূর্ধন্য-ণ-এর ধ্বনি হয়। 'কেবল ট ঠ ড ঢ এই মূর্ধন্য ধ্বনিগুলির সাথে যুক্ত হলে মূর্ধন্য-ণয়ের উচ্চারণে কিছুটা মূর্ধন্যত্ব বজায় থাকে' – কথাটা মিথ্যা।

'ট্ ঠ্ ধ্বনির আগে স্ অনিবার্যভাবে' নাকি 'মূর্ধন্য-উচ্চারণ প্রাপ্ত হয়'! এত বড় মিথ্যা উক্তি মানুষ কিভাবে করে, সম্পূর্ণ বোধশক্তিহীন না হয়ে থাকলে? আমরা post, station, texts-এর st, xts ঠিক ঠিক উচ্চারণ করি, s-এর উচ্চারণ বিন্দুমাত্র মূর্ধন্য উচ্চারণ প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু 'ট্ ঠ্ ড্ [এবং ঢ্] এই ধ্বনিগুলিতে যুক্ত ন্/ণ্ মূর্ধন্যত্ব প্রাপ্ত হয়', অনিবার্যভাবে, এতে কোনও সন্দেহ নেই। এ কারণে 'ঠাণ্ডা গণ্ডা গণ্ডার গণ্ডগোল আলেকযাণ্ডার ম্যাণ্ডারিন' ইত্যাদি বানান সংগত। শুধু এ কারণে নয়। এই যে ট ঠ ড ঢ -এর আগে ণ্ ন্ -এর দু'রকমের যুক্তবর্ণ খাড়া করে এক অহেতুক কর্মতৎপরতার সৃষ্টি, একটা সাজ সাজ রব যুক্তবর্ণের কোন ক্ষেত্রে ন হবে কোন ক্ষেত্রে ণ হবে তাই নিয়ে, তা একটা হাস্যকর ব্যাপার। তার উপরে আবার কী – ডাবল ন (দুটি ন-এর যুক্ত বর্ণ) -এর প্রথমটা মূর্ধন্য-ণ হলে দ্বিতীয়টা নাকি দন্ত্য-ন হতে হবে – মানুষকে এই কসরতে ফেলা হয়েছে। ণত্ববিধানের নিয়মে ডবল-ন -এর প্রথমটি মূর্ধন্য ণ হলে সাথে সাথে দ্বিতীয়টিও মূর্ধন্য ণ হয়ে যাবে এটাই ছিল নিয়ম কিন্তু অনর্থক পণ্ডিতি করে বলা হল দ্বিতীয়টি দন্ত্য-ন হবে। এসব অনাসৃষ্টি দূর হওয়া দরকার।

তামসিক শব্দটি বাংলায় চলবে, তবে সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুযায়ী সিদ্ধ নয়। মানসিক মানবিক দানবিক ইত্যাদি কি সংস্কৃতে সিদ্ধ? সিদ্ধ নয়। কিন্তু বাংলায় চলবে।

'ত্রৈবর্ষিক'-এর 'দাবি' কোনও প্রকারে 'শক্তিশালী' (!) হয়ে থাকলেও 'ত্রৈবর্ষিক' বাতিল কারণ ওটা উৎকট। ত্রৈবার্ষিকও দরকার নেই, 'দাবি' যত বেশিই (!) হোক। এইসব 'দাবি'তে ক্ষান্ত দেওয়া কর্তব্য। 'ত্রিবার্ষিক'ই চলবে, চলবে 'দ্বিপাক্ষিক'-ও, যেমন অর্থনৈতিক সংগতভাবে চলছে। এখানে ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকে উদ্ধৃতি দেওয়ার আগ্রহ বোধ না করে পারছি না। তিনি লিখেছেন:

"সংস্কৃত ব্যাকরণের মতে অবশ্য বায়োহধিক্য নৌনাধিক্য হওয়া উচিত, কিন্তু ঐ শব্দগুলি সংস্কৃতেই উৎকট বোধ হয়, বাঙ্গালায় তো কথাই নাই। এই কারণে ঐগুলি অচল। আর



www.pathagar.com

বয়োহধিক্য ন্যূনাধিক্যের মতো শব্দ যে সংস্কৃতে নাই একথা বলা যায় না। সংস্কৃতেও পিতৃপৈতামহ গুরুলাঘব প্রভৃতি শব্দ প্রচলিত আছে।" (শক, পৃ. ১১২)

ন্যূনাধিক্য চলবে। একটু আগে ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের যে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে তা দ্রষ্টব্য।

রবীন্দ্রনাথ ভুল (!) করে হোক বা যা করে হোক নীচ এবং নিচ -এর আলাদা আলাদা অর্থ দিয়েছেন। তাই বহাল থাকলেই সুবিধা, সুতরাং বহাল থাকবে।

পংক্তি বানান বেদ-এ যদি থাকেও, পংক্তি বানান সংস্কৃতে বিধিবহির্ভূত। সকল ঙ্ স্থানে ং ব্যবহার করার নীতি কার্যকর হলে পঙ্‌ক্তি'র বানান পংক্তি হবে। উক্ত নীতি কার্যকর করা যে উচিত অমরকোষ-এ 'পংক্তি' বানান গৃহীত হওয়ার ব্যাপারটা তাই প্রমাণ করে। বেদ-এর নজির তুলে লাভ নেই। বেদ-এ শ্রেষ্ঠ-স্থানে শ্রইষ্ঠ, ইন্দ্র-স্থানে ইন্দর, পুরুষ-স্থানে পুর্ষ, বল্মীক-স্থানে বম্রী, অগুরু-স্থানে অগ্রু, পাদোদক-স্থানে পাদোক ছিল। সংস্কৃতের 'শাল্মলী' প্রাচীন বৈদিকে ছিল শিম্বল; পর্কটী ছিল প্লক্ষ। দুটি [পংক্তি এবং পঙ্‌ক্তি] বানানই অমরকোষ-এ স্বীকৃত। কিন্তু সংস্কৃতে 'ভ্রূকুটি'র মোট আট রকম বানান স্বীকৃত, অমরকোষ-এ আছে মোট পাঁচ রকম। ভ্রূকুটি ভৃকুটি প্রভৃতি বিকল্প কি বাংলাতে স্বীকৃত বিকল্প ধরব? সংস্কৃতে অগ্রসর শুদ্ধ নয়; 'অগ্রেসর' এবং অগ্রতঃসর শুদ্ধ, বিশ্বাস না হলে অমরকোষ দেখুন। অমরকোষ-এ অহমিকা নেই, আছে অহমহমিকা; নূতন নেই, আছে নূত্ন; 'আগন্তুক' নেই, আছে 'আগন্তু'। আমরা 'অপুত্রক' বলি, সংস্কৃতে একই অর্থে স্রেফ 'অপুত্র' (অপুত্রঃ)। অন্তগত কি শুদ্ধ? সংস্কৃতের ব্যাকরণে অন্তর্জাত পাওয়া যাচ্ছে। সংস্কৃতে অপাঙ্গানেত্রা শুদ্ধ নয়, শুদ্ধ হল অপাঙ্গোনেত্রা। তবে হ্যা, 'পঙ্‌ক্তি'কে 'পঙ্‌ক্তি' রূপে লেখা অসংগত হবে-না, আবার সুবিধাজনকও হবে। তবে 'পংক্তি'ই সবচেয়ে ভাল, অমরকোষেও স্বীকৃত।

পদক্ষেপ-এর আলংকারিক ব্যবহার অসুন্দর নয়, বরং উপকারী-ও বটে।

স্তর (phase, level) অর্থে পর্যায় শব্দটির ব্যবহার উপকারী। এটা চলা উচিত। এটা অসুন্দর নয়, একে অপপ্রয়োগ বলা অবিহিত। এটা নতুন প্রয়োগ, উত্তম প্রয়োগ, তা 'সংবাদপত্রগন্ধী' হোক বা যা-ই হোক।

'বন্যেরা বনে সুন্দর'-এ বন্যেরা যেমন বিশেষ্য, তেমনি বিশেষ্য 'প্রতিপক্ষীয়রা'। এমন ব্যবহারে কোনও অসুবিধা নেই। যারা প্রতিপক্ষে আছে তারা প্রতিপক্ষীয়, এতে সমস্যা কোথায়? বুদ্ধি জট পাকিয়ে গেলেই এতে সমস্যা। হয়তো তার জন্য বুদ্ধিহরণ চক্রবর্তী দায়ী। 'দয়াময়' বিশেষণ কিন্তু যখন বলি 'হে দয়াময়!' বা 'দয়াময়ের কল্যাণে', তখন দয়াময় বিশেষ্য এবং এতে কোনও সমস্যা নেই। বুদ্ধির দোষের কারণে এগুলিতে অনেকে সমস্যা দেখে। 'এতদ্দেশীয়রা' যেমন বলা ও লেখা যাবে, foreign nationals যেভাবে হয়, নিহতের সংখ্যা পারিপার্শ্বিকের বিবেচনা যেভাবে হয়, 'প্রতিপক্ষীয়রা'ও ঠিক সেইভাবে বলা ও লেখা যাবে।

প্রয়োজনীয় থাকলে প্রয়োজনীয়তা-ও স্বাভাবিকভাবেই থাকতে পারে। বাংলায় 'প্রয়োজনীয়' আছে। সংস্কৃতে সে-অর্থে আছে প্রয়োজনবৎ। যতই সমার্থক হোক প্রয়োজন এবং প্রয়োজনীয়তা আলাদা, প্রয়োজনীয়তা শব্দটির ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় বৈকি। প্রয়োজনীয় বিশেষণ আবার প্রয়োজন-ও বিশেষণ হতে পারে। একটু তলিয়ে দেখলে প্রয়োজন



www.pathagar.com

শব্দটির বিশেষ্যত্ব লক্ষ্য করা যায়। 'এ কথা বলা প্রয়োজন ছিল' হতে পারে আবার 'একথা বলা প্রয়োজনীয় ছিল' হতে পারে। প্রয়োগের মাধ্যমে তাই দাঁড়িয়েছে।*

ফষ্টিনষ্টি বানান গ্রহণযোগ্য, ফস্টিনস্টি বানান বর্জনীয়। 'অতৎসম'য় ষ রাখা যাবে না এমন দাবি নষ্টামি। স-কে অতৎসম শব্দে s-এর ধ্বনি নির্দেশের জন্য সীমিত রাখা উচিত। 'নষ্টি' অংশটার মধ্যে নষ্টের ভাব আছে, ফষ্টিনষ্টিতে নষ্টের ভাব থাকা স্বাভাবিক, ফলে ফষ্টিনষ্টি বানান সংগত। এই মতের বিরোধিতা করতে ব্যুৎপত্তি'র সন্ধান করে লাভ নেই। ব্যুৎপত্তি যা-ই হোক, যেটা বলা হল সেটাই সত্য। 'নষ্টি'র মূলে নষ্ট, কোনও সন্দেহ নেই। ব্যুৎপত্তির বিদ্যা কার কতটুকু তা জানা আছে।

ইংরেজি footpath-এর প্রতিবর্ণীকরণ ডবল ০ -এর কারণে ফুটপাথ-ই সংগত। আর তা না হলে সোজা ফুটপাত বানাতে অসুবিধা কী? হয় ফূটপাথ, নয়তো ফুটপাত।

বড়ো পরিত্যাজ্য। বড় চলবে, বড়ো বিবেচনায়ও রাখতে হয় না। সংস্কৃতে বড্র চলল, তার থেকে বড্ড-ও চলল, বড় না-চলার কী আছে? যাদের 'বড়'য় চলে না তারা বড়-কে যেন মস্ত-বড় করে লেখেন।

বুনিয়াদ যুক্তিযুক্ত, সুতরাং বনিয়াদ বর্জনীয়। বুনিয়াদ, বুনিয়াদি বেশ প্রচলিতও।

'প্রথম পছন্দ অসামরিক' গোছের উক্তি ন্যাকামি, তেমন উক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। 'প্রথম পছন্দ'টা কি রাজকীয় পছন্দ? বেসামরিক ও অসামরিক সমার্থক বলে দাবি করারও কোনও যুক্তি নেই। বেসামরিক মানে civil, অসামরিক মানে non-military। civil এবং non-military সমার্থক নয়। বেজম্মা এবং অজম্মা কি সমার্থক? 'তৌজিভুক্ত, নথিভুক্ত' ... পরিত্যক্ত হলে কি খুব ভাল হয়? 'অকুস্থল' কি জলাঞ্জলি দিতে হবে? অকু অংশটি আরবি থেকে বলে?

সংস্কৃত শব্দে ফার্সি 'বে' উপসর্গ লাগানোয় বিন্দুমাত্র আপত্তি করা আদিমতার লক্ষণ। ভেবে দেখুন 'বেগতিক' শব্দটির কী গতি হবে যদি এধরনের আপত্তি করা হয়, 'বেসুরে' 'বেসুরো'-স্থানে 'অসুরে' 'অসুরো' করলে কী ভয়ংকর পরিস্থিতি হয়। নিম-সন্ধ্যাকাল —এই চমৎকার প্রয়োগকে কালি-লেপে দেওয়া হবে। সেটা হবে অত্যন্ত বেরসিকের মতো কাজ। 'বদভ্যাস' শব্দটি খারিজ? এবং 'বজ্জাত'?

এধরনের আপত্তিতে বাংলাভাষার কিছুটা বেগতিক অবস্থা হয় বলে শঙ্কা বোধ করি। আরও প্রশ্ন উঠবে অসংস্কৃত শব্দের আগে সংস্কৃত উপসর্গ লাগানো যাবে কি না। যদি না যায় তাহলে সুখবর সুনজর সুরাহা সুডোল সুবাতাস নির্ভুল ... চলবে না; খুব কি মজা হবে তাতে?*

---

* বগভাদর্শন-এ আছে— "...বুঝা প্রয়োজন।" শ্রীকান্ত-তে আছে— "...বলা প্রয়োজন।"

* Otto Jespersen জানাচ্ছেন "Scientist has often been branded as an 'ignoble Americanism' or 'a cheap and vulgar product of trans-Atlantic slang'." এ প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য — Whoever object to such words as scientist would have to blot out of his vocabulary such well-established words as suicide, telegram, botany, sociology, ... vegetarian, facsimile and orthopedic; but then, happily, people are not consistent."। ইংরেজিতে অনেক সুপরিচিত শব্দ হচ্ছে hybrid শব্দ, যেমন — noblest closeness secretness simpleness materialness courtly princely faintly easily nobly



www.pathagar.com

তৎসম ও আরবি/ফার্সি উপাদান মিশ্রণে বাংলার অজস্র শব্দ তৈরি হয়েছে যেমন বেশিক্ষণ কিছুক্ষণ আদায়যোগ্য অনাদায়ি অনাবাদি আইনত আইনানুগ নৌবহর একবার কল্পকাহিনী নিঃশর্ত কট্‌কবালা জমিদারিপ্রথা জলপরী জলছাদ সরঞ্জামাদি, তদ্দরুন শর্তাধীন শর্তহীন, নির্ভেজাল বেনিয়ম জমাকৃত জমিক্ষয় দখলকৃত, অতিচালাক জবরদখলকারী, খুবসম্ভব, কেতানুযায়ী কেতানুসারে, লালিমা, নিদমহল। এবং এধরনের আরও উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

'ভাল' বানান চলবে, ভালো'র দরকার নেই। হত/হোত প্রসঙ্গে এ বই-এ কী লেখা হয়েছে দেখুন। মণীন্দ্রকুমার ঘোষ লিখেছেন– "বাল্য-কাল থেকে আজ পর্যন্ত এমন একটি বাক্যও চোখে পড়েনি যেখানে 'ভাল' শব্দের অর্থ গ্রহণে বাধা পেয়েছি।' 'বরাত' অর্থ 'কপাল' (=ভাগ্য)। আবার অন্য অর্থেও 'বরাত' আছে। বানান একই। তাতে কোনও অসুবিধা নেই। খারাপ অর্থের 'বাজে' আর 'বীণা বাজে'র বাজে তো একই বানানের। তো খারাপ অর্থের 'বাজে'-কে তো 'বাযে' লেখার প্রস্তাব কেউ করল না!

ভাগ্যবান্ ঐশ্বর্যবান্ দয়াবান্ বুদ্ধিমান্ খ্যাতিমান্ বপুষ্মান্ আয়ুষ্মান্ শ্রীমান, অতএব সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুযায়ী শুদ্ধ হবে রুচিমান, সংস্কৃতিমান। এর ব্যতিক্রম – লক্ষ্মীবান শমীবান শুদ্ধ; এবং বিশেষ অর্থে* নিপাতনে সিদ্ধ অষ্ঠীবান চক্রীবান ও কক্ষীবান। লক্ষ্মীবান শমীবান ব্যতিক্রম হিশাবে গ্রাহ্য হবে এ বিধান হল এ জন্য যে 'লক্ষ্মীমান' 'শমীমান' ভাল শুনায় না। একই কারণে রুচিমান সংস্কৃতিমান সমৃদ্ধিমান -এর বদলে রুচিবান সংস্কৃতিবান সমৃদ্ধিবান গ্রাহ্য। এই শব্দগুলি বাংলায় সৃষ্ট; সংস্কৃতে নেই। ব্যতিক্রম হিশাবে এমন কয়েকটি মেনে নিতে হবে। বাংলাতে 'নীতিবান' ব্যবহৃত হয়। অভিধানে শব্দটি নেই! কিন্তু যেমন চলছে তেমন চলতে দেওয়া উচিত। অভিধানে যে নেই, সেটা অভিধানের দোষ। এবং এটাকে 'নীতিমান' করার দরকার নেই। একইভাবে প্রতিশ্রুতিবান-ও চলবে। আমার মনে হয় 'লক্ষ্মীমান' 'শমীমান' রুচিমান সংস্কৃতিমান সমৃদ্ধিমান নীতিমান প্রতিশ্রুতিমান প্রভৃতিকে অতিশুদ্ধতা-দোষে দুষ্ট বলা যাবে। এ দোষ যারা করে তারা দেখাতে চায় যে তারা অনেক জানে।

মণীন্দ্রকুমার ঘোষ লিখেছেন "বিদেশী ভাষাভাষী..."। এতে দোষ তো নেই-ই, বরং 'বিদেশী ভাষী' অচল। 'হিন্দি' বলতে একটি ভাষা-ই বোঝায়। কিন্তু তবু আমরা প্রায়ই বলি 'হিন্দি ভাষা'। সুতরাং 'হিন্দি-ভাষাভাষী' বললেও দোষের কিছু হয় না। এতে গাত্রদাহটা একটা অকারণ বাতিকের ফল। প্রাচ্যভাষী ঠিক আছে আর প্রাচ্যভাষাভাষীতে দোষ? প্রাচ্য বললেই তো ভাষা বোঝায় না সুতরাং 'প্রাচ্যভাষাভাষী'ই বলা উচিত। 'বহুভাষী' বলতে যে-ব্যক্তি বহু প্যাচাল পাড়ে, যে বেশি কথা বলে অর্থাৎ বাচাল, তাকেও বোঝাতে পারে। 'মিষ্টভাষী' বলতে কী বোঝায়? 'মিষ্ট' নামে তো কোনও ভাষা পৃথিবীতে নেই। 'মিষ্টভাষী' মানে 'যে মিষ্টি কথা বলে'। সুতরাং 'বহুভাষী' বলে বাচাল বোঝানো যেতে পারে বৈকি। কেউ গোস্বা-ভরে বলতে পারেন যে : না, বহুভাষী বলতে বাচাল বোঝানো হয়নি, বহুভাষাভাষী-ই বোঝাতে চাওয়া হয়েছে। বেশ, তাহলে ঐ বহুভাষাভাষী-ই লেখা উচিত ছিল।

---

shepherdess goddess prophetess endearment enlightenment bewilderment mileage acreage leakage shrinkage wrappage breakage cleavage।

* সংজ্ঞার্থে । তা না হলে অস্থিমান্ চক্রীমান্। এমন নিপাতনে সিদ্ধ আরও আছে – আসন্দীবান্ [সংজ্ঞা না হলে আসনবান্] ব্রুমষ্বান্।



www.pathagar.com

ভর্তুকি-ই সংগত। ভরতুকি বাতিল।

'মফস্বল' চলবে। 'গোস্বা'-ও। বিদেশি শব্দের প্রতিবর্ণীকরণেও ব-ফলার ব্যবহার স্বাগতযোগ্য।

কোন শাস্ত্রে বলে যে মর্জি শব্দের বানানে 'অনর্থক রেফ' এড়াতে হবে? পাণিনি পতঞ্জলি যাস্ক প্রমুখ কি বলেছিলেন অমন কথা? রেফ আবার অনর্থক কিসে? মুর্গি'র মুরগি-বানান সমর্থন করি না। মুর্গ্ থেকে মুর্গি – এতে অসুবিধা নেই। দর্জি আর্দালি চলবে। রেফ খুব উপকারী জিনিশ।

বিশৃঙ্খলতা এবং বিশৃঙ্খলা দুইই সংস্কৃতমতে সিদ্ধ।

আচার্য-তে দ্বিত্ববর্জন হয়নি, য়-ফলা [য-ফলা নয়] বর্জন হয়েছে। "যদি বিকল্পে য-ফলা বর্জন করা সিদ্ধ হয় তবে এ নিয়ে বিশেষ তর্কের সুযোগ নেই" – এই কথাটা অসংগত, অন্যায়, বাতুলতা। বিকল্প কোথায় সিদ্ধ? সংস্কৃত ব্যাকরণে/ভাষায় তো? কিন্তু আলোচনাটা বাংলা-ভাষার শব্দ প্রসঙ্গে। সংস্কৃত ব্যাকরণে সিদ্ধ না হলেও বাংলায় আচার্য [এবং কার্য ধার্য] গ্রহণ করা যেতে পারে। সংস্কৃতে সিদ্ধ নয়-ও। রেফ (র্) -এর নিচে দ্বিত্ব বর্জন-এর আওতায় কার্ত্তিক বার্ত্তিক বার্ত্তা পুৎত্র বার্দ্ধক প্রভৃতি শব্দ পড়ার কথা নয় কিন্তু কার্তিক বার্তিক বার্তা পুত্র বার্ধক্য গৃহীত হয়েছে, এবং সম্ভবত অভ্র মিত্র ভাতৃ হওয়ার কথা নয় কিন্তু হয়েছে, ঈর্ষ্যা হওয়ার কথা কিন্তু ঈর্ষা হয়েছে। এছাড়া বাগ্‌গ্মী হয়েছে বাগ্মী। আচার্য প্রতিষ্ঠিত, আচার্য্য আর চলবে না, কিন্তু আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় -এর আপত্তির পিছনে যে যুক্তি তা অতি উত্তম, অনবদ্য এবং চিত্তাকর্ষক। বাংলা বানান নিয়ে যেসব কুতর্ক স্বল্পবুদ্ধির পণ্ডিতম্মন্যরা করবে তার আগাম উপলব্ধি থেকেই সুনীতিকুমারের সেই বিখ্যাত প্রস্তাব – বাংলা ভাষা লেখার জন্য রোমান বর্ণমালা গ্রহণ করা হোক। আমি এ প্রস্তাবের মর্মমূলের প্রতি সহানুভূতিশীল যদিও আমি বাংলার জন্য রোমান বর্ণমালা চাই না বরং অবসান চাই কুতর্কের প্রতারণার শঠতার, সংস্কৃতের পণ্ডিত সাজার প্রবণতার, অতীতের মনীষীদের উপর টেক্কা মারার এবং/অথবা তাঁদের মতামতকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টার। সুনীতিকুমারের আপত্তির বিপক্ষে যদি সংস্কৃত-ভাষায় কী সিদ্ধ বা অসিদ্ধ সেই প্যাঁচাল পাড়তে হয় তাহলে তো আচার্য'র উচ্চারণ সংস্কৃত অনুযায়ী 'আচারিয়া' [এবং কার্য ধার্য প্রভৃতির কারিয়া ধারিয়া প্রভৃতি] করতে হয়।

শব্দটি আটাশ, ব্যস। পরেশচন্দ্র মজুমদার সংখ্যা-শব্দের বিবর্তন কত চমৎকারভাবে দেখিয়েছেন সেই অনুসারে বানান [আঠাশ-এ] পরিবর্তিত হবে না। তাছাড়া আঠাশ থেকে আটাশ হয়ে থাকলে সে-ও তো বিবর্তন এবং সে-অনুযায়ী আটাশ হওয়াই যুক্তিযুক্ত। আট-এর সাথে সম্পর্কিত তাই আটাশ সংগত। 'আঠাশ' -এর পক্ষে এত কসরতের মানে কী?

আতিথ্য অর্থ অতিথিসৎকার নয়। আতিথ্য হচ্ছে অতিথি হওয়ার ভাব। 'তার আতিথ্য গ্রহণ করলাম' বলতে 'তার অতিথি হলাম' বোঝায়। অন্তত বাংলায় এমনই বুঝতে হবে, সংস্কৃত ঘেঁটে লাভ নেই। বাংলা অভিধানে যাঁরা শব্দের সংস্কৃত অর্থ ঢুকিয়ে দেন তাঁরা অযোগ্য অভিধানকার, তাঁরা ক্ষতিকর।

আদল অর্থ 'সাদৃশ্য, মিল' হয়ে থাকলেও 'অবয়ব বা চেহারা' অর্থও প্রয়োগসিদ্ধ। এমনকি 'সাদৃশ্য, মিল' অর্থে এর প্রয়োগ অর্থাৎ প্রাথমিক অর্থ বাংলায় বর্জিত হতে পারে। শব্দের অর্থের পরিবর্তন তো হয়েই থাকে, তা ভ্রমপ্রমাদের কারণে বা যেভাবেই হোক।



www.pathagar.com

'নাটকের আঙ্গিক' 'শিল্পের আঙ্গিক' হওয়াতে কোনও সমস্যাই নেই এবং এসব প্রয়োগে আঙ্গিক-এর 'অঙ্গবিষয়ক' অর্থ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং অব্যুৎপন্ন অর্থও দাঁড়ায় না। নাটকের শিল্পের অঙ্গগত দিক থাকে, সেসবের technique-ও অঙ্গগত দিক-এর সাথে সংশ্লিষ্ট। বাংলা-ভাষায় বানান ও শব্দ প্রয়োগ নিয়ে সমস্যা উৎপাত কতিপয় অভিধান-কর্তা কর্তৃক যতটা সৃষ্ট, সাধারণ মানুষ কর্তৃক ততটা নয়।

'আগামীতে আরও ভাল কাজ আশা করা' চলবে। 'আকাশি' বিশেষণ হতে পারে [আকাশি রং] আবার বিশেষ্য-রূপেও আসতে পারে [বিশেষ রং-এর নাম আকাশি হতে পারে।] আগামী বিশেষণ, এবং বিশেষ্য হিশাবেও ব্যবহারযোগ্য। না হলে এরকম আরও প্রয়োগকে অশুদ্ধ বলতে হত।

অহর্নিশি, দিবারাত্রি বাংলায় শুদ্ধ। 'প্রতিষ্ঠিত অশুদ্ধ' বা 'প্রচলিত অশুদ্ধ' তালিকা বাংলা অভিধানে বা বাংলা বানান অভিধানে থাকাটা এক নষ্টামি, যেখানে 'অশুদ্ধ' হচ্ছে সংস্কৃতের হিশাবে। যেসব অভিধানে 'প্রচলিত/প্রতিষ্ঠিত অশুদ্ধ' কথাটি থাকে সেগুলিকে পদাঘাতে বিষ্ঠামধ্যে ছুড়ে ফেলা উচিত। বাংলা শব্দ নিয়ে যেখানে কথা, সেখানে সংস্কৃতের হিশাবে অশুদ্ধ হলেই তাকে অশুদ্ধ চিহ্নিত করা অপকর্ম, মূঢ়তা। মৈথিলি-তে অহোনিশি প্রচলিত ছিল, তাহলে মৈথিলি-তে শব্দটা 'অশুদ্ধ' ছিল? নাকি মৈথিলি ভাষাটাই 'অশুদ্ধ' ভাষা ছিল? বাংলা-ভাষাটা যদি এতই অশুদ্ধ (!) তাহলে আমার প্রস্তাব অহর্নিশি'র বদলে মৈথিলি থেকে অহোনিশি বাংলায় গ্রহণ করা হোক।

অর্থনৈতিক-এর অর্থে আর্থনীতিক চালুর পক্ষে 'যুক্তি' প্রদান শঠতাপূর্ণ, প্রতারণামূলক, অথবা বিদ্যাল্পতা ও বুদ্ধ্যল্পতার ফল। অর্থনীতি থেকে আর্থনীতিক হওয়ার মানে প্রথম পদের আদ্যস্বরের বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক হওয়ার মানে হল দ্বিতীয় পদের আদ্যস্বরের বৃদ্ধি ['নীতি' দ্বিতীয় পদ; তার আদ্যস্বর ঈ (ঈ-কার)]। এরকম দ্বিতীয় পদের আদ্যস্বরের গুণ/বৃদ্ধির উদাহরণ সংস্কৃত ব্যাকরণ গ্রন্থ থেকে প্রচুর দেওয়া যায়, যেমনঃ গুরুলাঘব, পিতৃপৈতামহ, পূর্ববার্ষিক, দ্বিবার্ষিক, ত্রিবার্ষিক, ন্যূনাধিক্য অশৌচ*, অকৌশল*, অযাথাযথ্য*। অর্থনৈতিক রাজনৈতিক রাষ্ট্রনৈতিক নিত্যনৈমিত্তিক মহাজাগতিক গণতান্ত্রিক দ্বিপাক্ষিক মনস্তাত্ত্বিক মনশ্চাঞ্চল্য সমসাময়িক প্রশাসনিক এভাবে হয়েছে। 'আর্থনীতিক'-এর প্রচলন হওয়া অনুচিত।

দুটি পদেরই আদ্যস্বরের বৃদ্ধি হয় এমন উদাহরণও সংস্কৃত ব্যাকরণ গ্রন্থ থেকে অনেক দেওয়া যায়, যেমন – সৌহার্দ্য সৌভাগ্য দৌর্ভাগ্য আধিভৌতিক আধিদৈবিক বৈশাদৃশ্য সৌসাদৃশ্য পাঞ্চভৌতিক সার্বভৌম পৌত্রনাগর, উপরে * চিহ্নিত শব্দতিনটির বিকল্প আশৌচ, আকৌশল আযাথাযথ্য। এই নিয়মে অর্থনীতি থেকে আর্থনৈতিক হওয়ার কথা। অর্থনৈতিক-এর বদলে আর্থনীতিক চাইলে গণতান্ত্রিক মনস্তাত্ত্বিক দ্বিপাক্ষিক প্রভৃতির স্থানে গাণতন্ত্রিক মানস্তত্ত্বিক দ্বৈপক্ষিক প্রভৃতি চাইতে হয়, উদারনৈতিক অগ্নিমান্দ্য মনোমালিন্য মনোদৈহিক প্রভৃতির স্থানে ঔদারনীতিক আগ্নিমন্দ্য মানোমলিন্য মানোদেহিক চাইতে হয়, বয়োস্তারতম্য-স্থানে বায়োস্তরতম্য চাইতে হয়! অথচ দুটি পদের কোনও পদে বৃদ্ধি নেই এমন উদাহরণ সংস্কৃত ব্যাকরণ থেকে পাওয়া যায় যেমন – বয়োধিক্য স্রোতোধিক্য যশোধিক্য তপোধিক্য অধিবিদ্যক অহিতুণ্ডিক (বিকল্পে আহিতুণ্ডিক) বণিজ্য (বিকল্পে বাণিজ্য*)। এ নিয়মে অর্থনীতি থেকে স্রেফ

---

* "বণিজঃ ভাবঃ বণিজ্যম্
ব্রাহ্মণাতিত্বাৎ বাণিজ্যম্ সিদ্ধ"



www.pathagar.com

অর্থনীতিক হয়। অর্থনৈতিক বাদ দিলে বরং অর্থনীতিক-ই সমর্থনযোগ্য। সংস্কৃতে বাণিজ্য'র বিকল্প বণিজ্য সিদ্ধ [আসোলে প্রাথমিকভাবে বণিজ্য সিদ্ধ, বিশেষভাবে তার বিকল্পে বাণিজ্য সিদ্ধ], বাণিজ্য বাদ দিয়ে বণিজ্য চালু করা যাক, আহিতুণ্ডিক-স্থানে অহিতুণ্ডিক চালু করা যাক; আর্থনীতিক-এর পক্ষে শঠতাপূর্ণ প্রতারণামূলক (অথবা বুদ্ধ্যল্পতার কারণে উদ্ভূত) সাফাই-এর কারণে শেষ পর্যন্ত এমন প্রস্তাব করাই সংগত।

আসাম-স্থানে 'অসম' চালু হওয়া [যদি হয়ে থাকে] বাজে লোকদের প্রচেষ্টার ফল হয়ে থাকতে পারে। বরং 'আশাম' হওয়া উচিত। শান ভাষা, শান জাতি, তার থেকে স্থানটির নাম আশাম হওয়াতে কোনও অসুবিধা নেই। যখন উচ্চারণও শ-এর সুতরাং আশাম সংগত।

ঘুষ অর্থে হিন্দি-তে ঘুস, তাই 'দন্ত্য-সই' যুক্তিযুক্ত? শাবাশ, মারহাবা! হিন্দিতে ঘুচ থাকলে চ-ই যুক্তিযুক্ত হত? 'কাশি' (cough) অর্থে হিন্দিতে খাসি, অতএব বাংলায় কাশি'র বদলে খাসি গ্রাহ্য? 'শোনো'র বদলে 'সুনো', বাঁশরি'র বদলে 'বাসরি'? বাংলা-ভাষাকে 'goodbye'? 'আল-বিদা'? স যুক্তিযুক্ত নয়। উচ্চারণের বিবেচনায় স সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিত। সংস্কৃতের সাথে যোগ নেই বলে শব্দটিতে মূর্ধন্য-ষ চলবে না – এধরনের চিন্তা এক অর্থহীন ক্ষতিকর বাতিক। যাঁরা বলেন ঘুষ-এর বদলে ঘুস বানান যুক্তিযুক্ত তাঁরা অতিশয় ঘৃণ্য, তাঁদের নিন্দা করার ভাষা আমার জানা নেই।

চলমান অত্যন্ত দরকারি শব্দ। 'চলন্ত' দিয়ে 'চলমান'-এর কাজ চলে না। ভাসমান-ও তাই। 'ভাসন্ত' দিয়ে ভাসমান-এর কাজ চলে না। চল্ ভাস্ আত্মনেপদী না পরস্মৈপদী তা দিয়ে তো আর বাংলাভাষার কাজ চলবে না। সোজা কথা চলমান ভাসমান উপকারী প্রয়োজনীয় শব্দ। তাছাড়া মণীন্দ্রকুমার জানাচ্ছেন সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মেও চলমান-কে সমর্থন করা যায়।

চুমা, চুমো, চুমু, এই তিনের মধ্যে চুমু সবচেয়ে শিষ্ট। এটা কথ্যভঙ্গির কি না সে বাহানায় কাজ নেই, সাধুভাষায় কবিতায় চলিত-ভাষায় সর্বত্র চুমু চলতে পারে।

চোদ্দ-ই সই। শেষে ও-কার নিষ্প্রয়োজন। তেমনি তিপ্পান্ন চুয়ান্ন ইত্যাদি হবে। এমনকি তের পনের ষোল সতের হবে। তবে এগারো বারো আঠারো হবে।

'সভায় অংশগ্রহণ'-এ আপত্তি চলে না। 'আপত্তি টিকবে বলে মনে হয় না' বলার অর্থ 'আপত্তি' আছে বলে ভান করা। ন্যাকামিও বলা যায়।

'অতলস্পর্শী'র প্রতি বাঙালি লেখকদের 'স্বাভাবিক প্রবণতা' থাকাই স্বাভাবিক। বাংলার পক্ষে অতলস্পর্শী প্রয়োজনীয়! 'অপ্রয়োজনীয় হলেও...' বলা নষ্টামি।

'অনাটন শব্দটিকে ঠিক ভুল বলা যায় না' কথাটার মানে কী? 'ঠিক ভুল বলা' আর 'বেঠিক ভুল বলা' – এই দুই রকম আছে নাকি? তাছাড়া, কিভাবে নিশ্চিত হওয়া যাবে যে কথাটা গুল নয়? গুল না-হলেও এধরনের উল্লেখের তো দরকার পড়ে না। সংস্কৃতে এমন অনেক কিছুই আছে [যেমন সমুদয়-এর বিকল্প সমুদায় আছে], তা-সব কি উল্লেখ্য?

'আশ্চর্য হওয়া' শুদ্ধ। 'একে সরাসরি অশুদ্ধ না বলা'র পরামর্শ হাস্যকর কারণ মানে দাঁড়ায় সরাসরি অশুদ্ধ না বলে অন্যভাবে অশুদ্ধ বলা যাবে। যাবে না। 'কৃদন্ত শব্দের অপপ্রয়োগ'-এর আওতায়ও এটা আলোচ্য নয়। এটা শুদ্ধ – এই-ই প্রথম ও শেষ কথা।



www.pathagar.com

এ-নিয়ে সংস্কৃত-পণ্ডিতির কোনও প্রয়োজন নেই। এভাবে যাঁরা 'পাণ্ডিত্য' জাহির করতে চান তারা প্রকৃতপক্ষে মূর্খ।

অজ্ঞাণ 'শুদ্ধ' কি না সে খবরের কোনও প্রয়োজনই পড়ে না। বানানটি 'অজ্ঞান', এটাই চলছে; এই বানানটি গ্রহণীয় মনে করার অপেক্ষা রাখে না। 'উদ্ধত'-এর বিকল্প 'উদ্‌হত' সংস্কৃতে সিদ্ধ, কিন্তু তা কি অকারণে উল্লেখ করতে হবে? বাংলায় তো ওটা নেই, কেউ চায়ও না।

অনবদ্য 'অর্থে নিরবদ্যও লেখা যায়' একথা অপ্রয়োজনীয়, বিশ্বাস না-করা নিরাপদ, না-মানা তো অবশ্যই কর্তব্য।

'অনপরাধী'র মানে: 'যে অপরাধী নয়' – ব্যস। অনপরাধ মানে সংস্কৃতে কী বা বাংলায় 'অনপরাধী'-কে কেউ 'অশুদ্ধ' বলতে পারে কি না সেসব খবরের কোনও দরকার পড়ে না।

গবু চলবে। প্রচলিত শব্দের বানান পরিবর্তনের জন্য ব্যুৎপত্তি বা বিবর্তন ঘাঁটা সংগত নয়। তাছাড়া প্রচলিত বানানটাকে বিবর্তনের সর্বশেষ ফল তো বলতেই হয়। একালে বাঙালি লেখকরা সাধারণভাবে 'গোবু' নয়, 'গবু' বানানই লিখতে চান।

আঙুল প্রচলিত হয়েছে, কিন্তু সেটা পশ্চিমবঙ্গে বা পশ্চিমবঙ্গের আহম্মকি অনুকরণে; আঙ্গুল বাতিল হয়েছে একথা বলা আহম্মকি, অভিধান সম্পাদনার সুযোগের অপব্যবহার। আঙুল রাঙা কাঙাল ভাঙা প্রভৃতির বিকল্প আঙ্গুল রাঙ্গা কাঙ্গাল ভাঙ্গা প্রভৃতি চলবে। দাঙ্গা হাঙ্গামা রঙ্গান ... বিকল্পহীন থাকবে। বরং আঙ্গুল... কাঙ্গাল ... নাঙ্গা ... ঙ্গা-এর বদলে ংগ দিয়ে বানান করা শ্রেয় হবে। টাংগি বানান সংগত। টাঙ্গি অপ্রয়োজনীয়, টাঙি অচল। তেমনি লাংগল আংগুল ভাংগা চলবে। লাঙল আঙুল ভাঙা আঙুর কাঙাল ইত্যাদি বিকল্প বানান নয় বরং বিকল্প সমার্থক শব্দ। আঙ্গুল-এ গ আছে আঙুল-এ নেই সুতরাং এ দুটি পরস্পর বিকল্প শব্দ যার মধ্যে আঙ্গুল বিশেষত বাংলাদেশের শব্দ। ঢং চলবে। ঢঙ নয়। ঢং-এর চলবে। ঢঙেরও চলবে, যেমন রঙের চলতে পারে। তবে ঢংয়ের রংয়ের পরিত্যাজ্য।

ঠেকা, ঠেলা, ঠেলাঠেলি, এসবের বানান উচ্চারণ অনুসারে পরিবর্তন করার দরকার নেই; ঠে-স্থানে 'ঠ্যা দরকার নেই, ঠে-ই সংগত। আমরা 'এক' লিখি কিন্তু উচ্চারণ করি 'অ্যাক', 'বেলা' লিখি কিন্তু উচ্চারণ করি 'ব্যালা'। এতেই চলে। 'ঠ্যালা সংগত', এইসব বাজে কথা বলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা অপরাধ। 'ঠ্যাঙা ঠ্যাঙানো'র বদলে 'ঠেংগা ঠেংগানো' চলবে।

ডাঙ্গা বর্জিত নয়। অন্তত বাংলাদেশে বর্জিত নয়। বরং এর বানান-টা ডাংগা হওয়া শ্রেয়। ডিঙ্গা বর্জিত রূপ নয়। অন্তত বাংলাদেশে তো নয়ই। বরং এর বানানটা ডিংগা হওয়া শ্রেয়।

"...ডায়াসকে বাংলা রূপ হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। সেই কারণে লিখতেও হবে ডেইস", একথার মানে?!! ডায়াস বাংলা হিশাবে গৃহীত। সুতরাং লিখতে হবে ডায়াস।*

---

* এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে: পান্‌শি (<pinnace) লাট (<lord) বজরা (<barge) গরাদ (<guard) হাসপাতাল (<hospital) কার্নিশ (<cornice) যিশু (<Jesus) আপেল (<apple) টেবিল (<table) বাক্‌শো (<box) পল্টন (<platoon) হন্দর (<hundred) ডাক্তার (<doctor) গার্জেন (<guardian) লণ্ঠন (<lantern < lanthorn) পুলটিশ (<poltice) পলেস্তারা (<plaster) ক্যানেস্তারা (<canister) দরমা (/দর্মা <dormer); অনুরূপ বাণ্ডিল শান্ত্রি শাবল বোমা সাইকেল রাইফেল বেয়ারা বেঞ্চি পিস্তল ছিপ কেতলি/কেটলি বোতল ঈগল; টেংকি-ও চলে।



www.pathagar.com

"বলা যেতে পারে ডেলিয়ার বাংলা রূপ ডালিয়া"– এ ধরনের কথা অযথা মাতব্বরি; বাংলা রূপ অবশ্যই ডালিয়া, এতে 'বলা যেতে পারা'র ব্যাপার নেই। ইংরেজিতে কী বানান কী উচ্চারিত হয় সেটা এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক, যেমন dais বানান ও তার ইংরেজি উচ্চারণ বাংলা ডায়াস-এর বেলায় অপ্রাসঙ্গিক, এসব ইংরেজি-ভাষার ক্লাসে প্রাসঙ্গিক হতেও পারে, ইংরেজির লিপ্যন্তরে 'ড্রআর' লেখা দরকার হতেও পারে*, কিন্তু বাংলায় অবশ্যই ডায়াস ডালিয়া ড্রয়ার। সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে কুতঃ+আগত = কুতআগত এবং বিকল্প কুতয়াগত; ব্যাপারটা লক্ষ্য করুন। আরও লক্ষণীয়: ভো+অম্বরীষ = ভোয়ম্বরীষ (নির্বিকল্প)। ড্রয়ার-এর বিকল্প প্রতিশব্দ দেরাজ।

তাছাড়া dahlia-এর উচ্চারণ ইংরেজিতে ডেলিয়া না-ও হতে পারে, যাচাই না করে নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না, আর নিশ্চিত হওয়ার দরকারও নেই কারণ বাংলায় ডালিয়া-ই হবে। dahlia শব্দটি সুইডিশ বোটানিস্ট Anders Dahl -এর নাম অনুসারে। এখন Dahl-এর উচ্চারণ সুইডিশ-রা কেমন করে তার সন্ধান ইংরেজি-ভাষীরা কি করছে?– আমি নিশ্চিত Dahl-এর উচ্চারণ সুইডিশ-এ ডেল নয়।

তফশিল-ই একমাত্র বানান। 'তপশিল' কথ্য, একথা অকথ্য, অর্থাৎ 'তপশিল' আলোচ্য নয়, ওটা অপ্রাসঙ্গিক। সবাই তফশিল-ই বলে।

তবুছায়া চলবে। সংস্কৃত সন্ধির নিয়মে তবুচ্ছায়া, বাংলায় তা আবশ্যক নয়। একটি সুপরিচিত গানে আছে– 'ক্লান্তিরে মুছে দেয় তবুছায়া গো'। পক্ষান্তরে সংস্কৃত সন্ধির নিয়ম অনুযায়ী না হলেও লজ্জাস্কর লেখা যাবে। পরি+কার = পরিষ্কার সাধারণ সন্ধির নিয়মে হয় না। বিশেষ নিয়মে হয়। গো+পদ = গোষ্পদ-ও তাই। এসব যাঁরা খেয়াল করতে ব্যর্থ, তারা লজ্জাস্কর-এ প্রবল আপত্তি তোলে।

"মূলের উচ্চারণে অন্তঃস্থ য আসে না" কথাটির মানে কী? অন্তঃস্থ য-এর উচ্চারণ কেমন? মূলের উচ্চারণ দরকার পড়ে কিসে বা প্রাসঙ্গিক বা আলোচ্য হয় কিকরে? আর "অন্তঃস্থ য আসে না" মানে যদি এই হয় যে অন্তঃস্থ 'য' -এর উচ্চারণ ইংরেজি z-এর উচ্চারণের মতো তাহলে বিদেশি শব্দের বিশেষত প্রতিবর্ণীকরণে z-এর ধ্বনির জন্য য-এর ব্যবহার যে আবশ্যক সেটা স্বীকার করা হয় না কেন?

জোগাড় শব্দে জ-এর স্থানে যে অন্তঃস্থ য চলত, সেটা বিন্দুমাত্র অযৌক্তিক ছিল না কারণ মূলে সংস্কৃত যুজ্ ধাতু ছিল। যতদিন যোগাড় বানান ছিল ততদিন তাই-ই যুক্তিযুক্ত ছিল। পরে অন্য যুক্তিতে বানানটা জোগাড় হয়েছে, এখন জোগাড়-ই যুক্তিযুক্ত। জোগান-এর মূলে 'যুজ' ধাতু, সুতরাং তার যোগান বানান সম্পূর্ণরূপে যুক্তিযুক্ত ছিল। অন্য যুক্তিতে বানানটা জোগান করা হয়েছে, এখন জোগান-ই যুক্তিযুক্ত। বানানের পরিবর্তনটা হয়েছে উচ্চারণের যুক্তিতে। অর্থাৎ এই পরিবর্তনটা যুক্তিযুক্ত হয়ে থাকলে অন্তত অতৎসম শব্দের বানানে য-এর ব্যবহার z-

---

আবার না-ও হতে পারে। ইংরেজির উচ্চারণে বাঙালিরা ইংরেজদের বা মার্কিনিদের বা যেকোনও ভিন-দেশিদের অনুসারী হবেই এমন কোনও কথা নেই। ধরা যাক পৃথিবীতে ইংরেজির চৌষট্টি রকমের উচ্চারণ চলে। বাংলাদেশের লোকেদের মুখে ইংরেজির উচ্চারণ ভিন্ন আরেক রকমের হবে এটাই স্বাভাবিক, সমুচিত।



www.pathagar.com

এর ধ্বনি নির্দেশের জন্য নির্ধারিত করতে হয় এবং করা উচিত, এবং j-এর ধ্বনি নির্দেশের জন্য শুধু জ-এর ব্যবহার নির্ধারিত করতে হয় এবং করা উচিত।

ঝাণ্ডা সংগত। ট ঠ ড ঢ -এর আগে দন্ত্য-ন যুক্ত হওয়া অযৌক্তিক। ট/ঠ/ড/ঢ মূর্ধন্য বর্ণ। তার আগে দন্ত্য-ন নয়, মূর্ধন্য-ণ যুক্ত হবে সর্বত্র – তৎসম অতৎসম নির্বিশেষে যে কোনও শব্দে। অতৎসম শব্দে মূর্ধন্য বর্ণ ট ঠ ড ঢ চলতে পারলে তার আগে মূর্ধন্য ণ যুক্ত হওয়াতে অসুবিধা কোথায়? আমরা ট ঠ ড ঢ -এর মূর্ধন্য উচ্চারণ করে থাকি, তাহলে তার সাথে যুক্ত ণ-এর মূর্ধন্য উচ্চারণ নিশ্চয়ই আমরা করি। ন-এর বেলায়ও মূর্ধন্য উচ্চারণ-ই করি, শুধুমাত্র ত/থ/দ/ধ -এর আগে যুক্ত [বা হসন্ত-উচ্চারিত] ন-এর ক্ষেত্রে ছাড়া। যে কোনও বুদ্ধিমান জীব এটা বুঝতে পারবে। এটা অস্বীকার-করা হয় মূঢ়তার কারণে নয়তো মিথ্যাচার।

আস্পদ ভাজন পাত্র ... সংস্কৃতমতে অজহল্লিঙ্গা, এসবের লিঙ্গ পরিবর্তন হয় না। উত্তম। অতএব প্রেমাস্পদা স্নেহাস্পদা স্নেহভাজনাসু প্রভৃতি অসিদ্ধ, সংস্কৃতমতে। আর বাংলামতে? সংস্কৃতমতে কী সেটাই বুঝি সবচেয়ে বেশি জরুরি? আসোলে সংস্কৃতেও যে সেটা তেমন জরুরি নয় তার প্রমাণ : 'প্রমাণ' অজহল্লিঙ্গা হওয়া সত্ত্বেও স্বয়ং পাণিনি 'প্রমাণ'-এর স্ত্রীলিঙ্গায়িত রূপ ব্যবহার করেছেন! বাংলার হিশাব আলাদা। বাংলায় শব্দের স্ত্রীলিঙ্গাত্বের গুরুত্ব অত্যন্ত কম। সংস্কৃতমতে 'প্রিয়' 'কবি' অজহল্লিঙ্গা নয়, তবু তো বাংলায় 'আমার প্রিয় কবি সরোজিনী' বলা যাবে। 'স্নেহাস্পদ কন্যা' হবে, 'প্রীতিভাজন ভগ্নি' হবে, তবে তার জন্য 'ভাজন' 'আস্পদ' সংস্কৃতে অজহল্লিঙ্গা কি না সে সন্ধানের দরকার পড়বে না। আবার বাংলায় কেউ 'স্নেহাস্পদা' 'প্রীতিভাজনাসু' ... লিখতে চাইলে সংস্কৃতের অজহল্লিঙ্গাত্ব তাঁকে আটকাবে না, সংস্কৃত'র হিশাবে অসিদ্ধ হবে যদিও।

"ইতিমধ্যে ও ইতিপূর্বে বাংলা শব্দ হিসাবে বিবেচ্য" কথাটার মানে কী? কেউ কি শব্দদুটিকে হিব্রু ফরাসি চেক বা বাংলা-ভিন্ন অন্য কোনও ভাষার শব্দ হিশাবে বিবেচনা করতে বলছে? 'বাংলা শব্দ হিসাবে বিবেচ্য', কিন্তু 'প্রচলিত অশুদ্ধ'? অর্থাৎ বাংলা ভাষা প্রচলিত অশুদ্ধ ভাষা?

নীলিম, রক্তিম ইত্যাদি বাংলা শব্দের পিছনে সংস্কৃত ব্যাকরণের সমর্থন খোঁজার প্রয়োজনটা কী? "...খুঁজলে ব্যর্থ হতে হবে" – এমন কথা বলা ভণ্ডামির পর্যায়ে পড়ে কারণ সংস্কৃত ব্যাকরণের সমর্থন খোঁজা অবান্তর।

ইলোরা-কে মারাঠি ভাষার অনুসরণে এলোরা বা এলুরা বলা/লেখা নাকি চলছে আজকাল। বাংলা-ভাষার অনুসরণ করাটা আর আজকাল চালু নেই! মারহাবা! শাবাশ!!

"উপরোক্ত"-তে সমস্যা বাংলা বা অতৎসম শব্দের সাথে তৎসম শব্দের সন্ধির সমস্যা নয়। অতৎসম শব্দের সাথে তৎসম শব্দের সন্ধি-সমাস খুব হতে পারে। 'উপরোক্ত'য় সমস্যা অন্যরকম, যা ধরতে না পারা নির্বুদ্ধিতার প্রমাণ। সমস্যা হচ্ছে – 'উপর' মানে 'উপরে' নয় কিন্তু অর্থ হওয়া চাই 'উপরে উক্ত'। উপরে মানে উপরে, উপর মানে তা নয়। সুতরাং স্রেফ 'উপরে উক্ত' লিখলেই চলে, সন্ধি সমাস কিছু দরকার নেই। আবার 'উপরে-উক্ত'-ও লেখা চলে, অর্থ ও গঠন সবই সংগত হবে। অথবা, (উপরি+উক্ত =) উপর্যুক্ত-ও হতে পারে। 'উপরি' মানে উপরে। কিন্তু উপর্যুক্ত উৎকট, তাই উপরি-উক্ত বা স্রেফ উপরিউক্ত চলতে পারে। 'উপরোক্ত'র আসোল সমস্যাটা ধরতে না পেরে তৎসম শব্দের সাথে অতৎসম শব্দের সন্ধিকে সমস্যা বলা এক নারকীয় পৈশাচিকতা। যেখানে উপর এবং উক্ত দুইই তৎসম শব্দ। আইনানুগ



www.pathagar.com

মেয়াদান্তে অনাদায়ি ভিড়াক্রান্ত বদভ্যাস নির্ভুল বোকেন্দ্র খবরাদি নিশ্ছিপি নগদর্থ [যেমন নগদর্থ-বাঞ্ছা = liqudity preference] আরেক বাপান্ত চাষাবাদ কতকাংশে গ্যাসালোক প্রভৃতিতে তৎসময় অতৎসময় সন্ধি হয়েছে।

গাম্ভীর্যপূর্ণ লেখায় 'উপর', এবং হাল্কা রচনায় সংলাপে কিংবা কিশোরপাঠ্য রচনায় 'উপর'– সর্বত্র 'উপর'। 'ওপর' সর্বত্র দূষণীয়। ওটা অপভাষা, বাংলা-ভাষায় দুষ্টক্ষত। রবীন্দ্রনাথের মত তাই। তাঁর সাথে একমত না হয়ে পারছি না। ভিতর-কে ভেতর/ভ্যাতোর বলা/লেখা ঘৃণ্য কাজ।

"সংস্কৃতে ইক (ষ্ণিক) প্রত্যয়ে [-প্রত্যয় যোগ হলে] কখনও পূর্বপদে, কখনও পরপদে আবার কখনও-বা উভয়পদে স্বরের বৃদ্ধি ঘটে। বাংলাতে এই নিয়ম আজ পর্যন্ত অনুসৃত হয়ে চলেছে" এই কথা বলার পর 'সমসাময়িক'-কে "সংস্কৃত ব্যাকরণের বিধানের বিরোধী শব্দ" এবং "অশুদ্ধ শব্দ" বলার কারণ কী তা তো বলতে হয়, নইলে মানুষ ভাবতেই পারে যে, বক্তা নিজে যা বলছে তার মানে নিজেই বোঝেন না। এমন অবুঝদের লেখা যারা ছাপে তারা অপরাধ করছে। 'সমসাময়িক'-এ "পরপদে" "স্বরের বৃদ্ধি" ঘটেছে; হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস ত্রিবার্ষিক শুদ্ধ বলেছেন যাতে পরপদে স্বরের বৃদ্ধি। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস ত্রৈবার্ষিকও বিবৃত করেছেন– উভয় পদে স্বরের বৃদ্ধি। তাছাড়া সংস্কৃত ব্যাকরণের বিধানের বিরোধী হলে বাংলা শব্দ অশুদ্ধ একথা পাণিনি কাত্যায়ন বা পতঞ্জলি নিশ্চয়ই বলেননি!

এলোপাথাড়ি সংগত ও প্রচলিত। এলোপাতাড়ি বাতিল। এলোপাথাড়ি চলছিল। যেই পশ্চিমবঙ্গের চাঁইর হেঁকে বলল এলোপাতাড়ি লিখতে, এদেশের (mis)guide-ওয়ালারা বুঝে ফেলল যে এলোপাথাড়ি অশুদ্ধ?

ঐকমত্য সুষ্ঠু বটে, কিন্তু অপ্রয়োজনীয়, মতৈক্য-তেই কাজ চলবে। মতৈক্য'র তুলনায় ঐকমত্য উৎকট। বাহাদুরি ফলাতে এমন উৎকট শব্দ চালু করা হয়েছিল।

ওড়িশা নয়, উড়িষ্যা চলবে। জার্মানি জাপান কোরিয়া থাইল্যাণ্ড লাওস ফিন্‌ল্যাণ্ড সুইডেন নরওয়ে ডেন্‌মার্ক অস্ট্রিয়া হাংগেরি পোল্যাণ্ড পর্তুগাল স্পেন প্রভৃতি দেশের (নিজ নিজ ভাষায়) দেশনাম কী? দেশনামের আহম্মকি-ধুয়া তুলে বাংলায় প্রচলিত উড়িষ্যা'র বদলে ওড়িশা হাঁকানো ক্ষতিকর। ঐ-দেশগুলির দেশনাম ডয়েট্‌শল্যাণ্ড নিহন হান্‌গুক প্রাথেট-থাই প্রাথেট-লাও তাসাভাল্‌তা স্বের্‌ইএ নর্‌ইএ ডিনামার্কা অয়স্টেরাইখ মাগ্‌য়ার পোল্‌স্কা ইস্পানল প্রভৃতি। বেলজিয়াম-এর সম্ভবত বেল্‌জিক। সুইট্‌যারল্যাণ্ডের হেল্‌ভেটিয়া। সুতরাং উড়িষ্যা কেরালা তেলেগু আসাম/আশাম ইলোরা ইত্যাদি চলবে।

উচ্চস্বরে, উচ্চকণ্ঠে, এ শব্দ-দুটিতে 'সংস্কৃত শব্দের বিকৃতি ঘটেছে' এমনটা উল্লেখ করার দরকার পড়ে কি? পড়ে না। কারণ প্রশ্ন বাংলাভাষা নিয়ে। কিন্তু যারা "প্রতিষ্ঠিত/প্রচলিত অশুদ্ধ" শব্দের তালিকা করতে উচাটন হন তাঁদের তো বলার কথা 'উচ্চস্বরে উচ্চকণ্ঠে' 'অশুদ্ধ'; সেটা না বলা inconsistency'র তথা বুদ্ধ্যল্পতার, নাকি নষ্টামির পরিচায়ক? 'হীনমন্য লেখা যেতেই পারে', 'উচ্চস্বরে উচ্চকণ্ঠে'-তে শুধু 'বিকৃতি ঘটেছে', 'ভ্রমমাণ'-এ কোনও দোষ নেই, 'নীলিম রক্তিম'-এর পিছনে সমর্থন 'খুঁজলে ব্যর্থ হতে হবে', কিন্তু 'ইতিমধ্যে ইতিপূর্বে সমসাময়িক' 'অশুদ্ধ' –এ ধরনের বিভিন্নতা কেন?



www.pathagar.com

শ্রেষ্ঠতর শ্রেষ্ঠতম কনিষ্ঠতম ... এক কথায় শুদ্ধ। এবং প্রয়োজনীয়ও।

Westminster-এর বাংলা লিপ্যন্তর হবে ওয়েস্ট্‌মিন্‌স্টার।

'কাজটি সমাপন হল' ভুল। 'কাজটি শেষ হল' এবং 'কাজটি সমাপ্ত হল' ঠিক আছে।

বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী কেবলমাত্র ব্যবহার করলেন। সেই কেবলমাত্র (এবং শুধুমাত্র) দোষযুক্ত? খেয়াল খুশি মতো কোনও-টাকে অশুদ্ধ বলা গর্হিত কাজ। এই মাত্র যে 'খেয়াল খুশি' লেখা হল তা প্রয়োজনীয়, দোষমুক্ত। আমার হাতে আমোদ/আহ্লাদ 'পাবলিশার্স' আছে আকাদেমি আছে, আরও কত খাদেম আছে, তাই খেয়াল খুশি মতো অনাচার অনাসৃষ্টি করব, এটা তো উচিত নয়।

কুশলী শব্দটা অশুদ্ধ ও অনাবশ্যক এটা ঠিক কথা নয়। বাংলায় কুশলী গৃহীত, কুশল (কুশলী অর্থে) বর্জিত। সংস্কৃতে যা কিছু শুদ্ধ বাংলায় তা সব শুদ্ধ বলে গৃহীত, গ্রাহ্য বা সমার্থক নয়। উদাস এবং উদাসী একই অর্থে সংস্কৃতে শুদ্ধ। কুশলী কুশল-এর বিকল্প হিশাবে সংস্কৃতে নেই, তবে বাংলায় অবশ্যই চলবে। বাংলায় কুশলী-ই শুদ্ধ, সেই অর্থে কুশল অশুদ্ধ।

কেরদানি চলবে। ব্যুৎপত্তি দেখে দেখে শব্দকে শুদ্ধ বা অশুদ্ধ বলা বা তার বানান পরিবর্তন করা অপকর্ম। ফার্সিতে কারদানি কি না জানার দরকার নেই। বাংলায় শব্দটি কেরদানি। তুলনীয়, মারহ্মাত থেকে বাংলায় মেরামত। আশা করি কের্দানি বানানও চলবে।

ভারতীয় উপজাতি নাম কোচ হোক বা যা-ই হোক, বাংলায় কুচবিহার। কোচবিহার বর্জনীয়। 'গুজরাটি'র অনুসরণে যদি গান্ধি-কে গাঁধী লেখা না-হয়, তবে বাংলা-মতে কুচবিহার লেখাটা বাদ দেওয়ার কোনও যুক্তিসংগত কারণ নেই।

বাংলায় ক্যাঙারু/ক্যাংগারু উচ্চারিত হয়। সুতরাং ক্যাংগারু লিখতে হবে। নিকৃষ্ট পশ্চিমবঙ্গীয় হিশাবে এবং পদ্যে/কবিতায় ছন্দের প্রয়োজনে ক্যাঙারু থাকতে পারে। সম্প্রতি একটি পত্রিকায় একটি ছড়া দেখেছি যাতে 'ক্যাঙারু' ব্যবহার করায় ছন্দ-পতন হয়েছে, ক্যাঙ্গারু ব্যবহার করলে ছন্দ ঠিক থাকত; প্রয়োজনীয় ছন্দ বিসর্জন দেবে তবু ক্যাঙ্গারু লিখবে না এমন হীন মনোবৃত্তির জন্য কারা দায়ি পাঠক ভেবে দেখতে পারেন।

'কাহিনী' সংস্কৃত শব্দ নয়, তবু কাহিনী হবে, যেমন রানী হবে, অতৎসম হওয়া সত্ত্বেও।

বাঙ্গালি চলবে। বানানটা হওয়া চাই বাংগালি। 'বাঙলা' নয়, লিখতে হবে 'বাংলা'। অনেকে 'বাঙলা' লেখেন, অনুস্বার (ং) বাদ দেওয়ার বাতিকের বশে। কিন্তু ং খুবই উপকারী একটি বর্ণ।

'উনিশ শতক' [nineteenth century অর্থে] অগ্রহণযোগ্য। ঊনবিংশ শতক (অথবা উনিশতম শতক) হওয়া দরকার। 'উনিশ শতক' অর্থ হবে উনিশটি শতক অর্থাৎ উনিশ শত।

'সিংঘ্র' 'বাংহ' বাংলায় অত্যন্ত প্রচলিত – এটা মন-গড়া/বানোয়াট কথা। সত্যি বলতে কী –মিথ্যাচার। রীবন্দ্রনাথের তৈরি নিশ্চুপ (নিশ্চল + চুপ) উন্মুখর (উন্মুখ+মুখর) জোড়কলম শব্দ হিশাবে অতি উত্তম। জোড়কলম শব্দ তৈরিতেও রবীন্দ্রনাথ সেরা। ধোঁয়াশা-ও উত্তম। চলছেও। কিন্তু জেদালো ভেবড়োনো প্রভৃতির তেমন প্রচলন হয়নি, আর এরা তেমন জুত-সই-ও নয়। আরেকটি শব্দ জুত-সই হিশাবে উল্লেখযোগ্য—পুরুষ্টু (পুরু+পুষ্ট)। আরবি 'মিন্নৎ' এবং তৎসম 'বিনতি' মিলে সে 'মিনতি' বাংলায় চলছে তা



www.pathagar.com

অসাধারণ সুন্দর শব্দ। 'মিনতি'র আগে সাধারণত যে 'কাকুতি' ব্যবহৃত হয় তা 'কাকূক্তি' (= কাকু + উক্তি) থেকে 'আকুতি'র অনুসরণে সৃষ্ট। অদ্ভুত ও ভূতুড়ে জুড়ে অদ্ভুতুড়ে করা, সে-ও উত্তম।

## ব্যাকরণ ও ভাষা রীতি প্রণয়নে সতর্কতা কাম্য

'যদ্যপি' থেকে যদি'– এ বক্তব্য ভুল; যদ্যপি (= যদি + অপি) থেকে 'যদিও', তার 'যদি' অংশটা তৎসম, 'ও' (<অপি) তদ্ভব। তবে 'তথাপি' থেকে তদ্ভব 'তবু' ['তবুও' বাহুল্যযুক্ত]

ভগ্নী শব্দটি তৎসম নয়; 'ভগিনী' তৎসম, তার থেকে ভগ্নী হয়েছে।

বাদুড় দেশী শব্দ নয় বরং তদ্ভব [বাতুলি>বাদুড়]। পক্ষান্তরে 'কেচ্ছা' তদ্ভব নয়, এর উৎস আরবি কিস্‌সা।

সম্মান = 'সৎ+মান' নয় বরং সম+মান। নিঃ+রোগ = 'নিরোগ' নয় বরং নীরোগ।

ঠাণ্ডা তৎসম শব্দ নয়। মূর্ধন্য-বর্ণের আগে দন্ত্য-ন যুক্ত করার নিয়মটা হাস্যকর, বাজে। তাই বানান ঠাণ্ডা-ই হবে।

কিংকিণি বানান প্রতিষ্ঠিত নিয়মে সিদ্ধ নয়, সিদ্ধ হচ্ছে কিঙ্কিণি। তবে সর্বত্র ঙ্-স্থানে ং ব্যবহারের নিয়ম সুপারিশযোগ্য।

যথাযথ = 'যথা + অযথ' নয়; যথাযথা [দুইবার যথা] থেকে যথাযথ।

ওষ্ঠ+য = ওষ্ঠ্য [ঔষ্ঠ্য নয়; ওষ্ঠ থেকে ঔষ্ঠ্য-ও হয়, কিন্তু ঔষ্ঠ্য অপ্রয়োজনীয়] অনূদিত = 'অনু+উদিত'। তবে 'অনু+বদ্+ত' বলা আরও ভাল, বদ্+ত = উদিত যেহেতু।

নবোঢ়া = নব+ঊঢ়া ['ঊঢ়া' নয়]। ঘ্রাণ = 'ঘ্রা'+আন' নয় বরং ঘ্রা+অন।

সংস্কৃত স্বরসন্ধির গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম 'আ+ঋ = অর্'। কিন্তু ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত প্রভৃতি শব্দে সেই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেছে কারণ এতে আ+ঋ = 'আর' হয়েছে ['অর' নয়]। যেখানে রাজর্ষি দেবতর্ষভ প্রভৃতি শব্দে আ+ঋ = অর হয়েছে।

'অন্যোন্য'-তে তেমন কোনও ব্যতিক্রমী সন্ধি হয়নি। 'অন্য+অন্য' = অন্যোন্য নয় বরং অন্যঃ+অন্য = অন্যোন্য। অনুরূপ অধঃ+অধঃ = অধোধ[ঃ], [অন্য+অন্য = 'অন্যান্য', আমাদের অতিপরিচিত শব্দ।]

প্রতি+ঊষ = 'প্রত্যূষ' হয় না, 'প্রত্যূষ' হয়। প্রতি+ঊষ = প্রত্যূষ। [ঊষা-শব্দটি বহুকাল 'ঊষা' বানানে চলার পর এখন ঊষা হয়েছে, ফলে প্রত্যূষ হয়েছে প্রত্যূষ।]

'কৃষ+টি = কৃষ্টি, বৃষ+টি = বৃষ্টি' – এসব ভুল; শুদ্ধ হল; কৃষ্ + তি = কৃষ্টি, বৃষ্+তি = বৃষ্টি।

'ঢাকা+ঈশ্বরী = ঢাকেশ্বরী' বাংলা স্বরসন্ধির উদাহরণ নয়; এখানে বিশুদ্ধ সংস্কৃত স্বরসন্ধি'র নিয়ম অনুসৃত হয়েছে। দিল্লি+ঈশ্বর = 'দিল্লিশ্বর' হওয়ার কোনও সরল রাস্তা খোলা নেই। অবশ্যই দিল্লীশ্বর হবে। তেমনি গুরু+উপদেশ = 'গুরুপদেশ' নয় বরং গুরূপদেশ, গিরি+ঈশ = গিরীশ [গিরিশ নয়], মরু+উদ্যান = মরূদ্যান ['মরুদ্যান' নয়]।

'উৎ+সন্ন = উচ্ছন্ন' ভুল। আসোলে উদ্+সন্ন = উৎসন্ন; উৎসন্ন থেকে তদ্ভব বা অর্ধতৎসম উচ্ছন্ন। উৎ বলে কোনও উপসর্গ নেই, আছে উদ্। যাঁরা বোকেন্দ্র-সাহসিকতার সাথে বকে যাচ্ছেন 'উৎ' উপসর্গ তাঁরা উৎপাত এবং তাঁরা যা ঘটাচ্ছেন তা উৎপাত।

'চাক্ষুস+অ = চাক্ষুস'? —ডাহা ভুল। শুদ্ধ হল: চক্ষুঃ (চক্ষুস্) + অ = চাক্ষুষ।

তেজস্ক্রিয় ভুল; শুদ্ধ হল: তেজস্ক্রিয়। পক্ষান্তরে দুস্কর নিস্ফল ভুল; শুদ্ধ হল: দুষ্কর নিষ্ফল।



www.pathagar.com

ছত্র+ছায়া = 'ছত্রছায়া' সংস্কৃত সন্ধির নিয়মে ভুল; শুদ্ধ হল: 'ছত্রচ্ছায়া'; যেমন তরু+ছায়া = তরুচ্ছায়া। তবে বাংলায় ছত্রছায়া তরুছায়া শুদ্ধ বলে ধরতেই হবে।

'পুনঃ+রায় = পুনরায়'? 'রায়' মানে আদালত যে 'রায়' দেয় তাই নাকি? আসোলে পুনরায় তৎসম নয় বরং তদ্ভব [পুনরপি→পুনরায়; পুনঃ+অপি = পুনরপি। অথবা হয়তো পুনর্বার>পুনরায়]। "সু+অর্থ = স্বার্থ" ভুল। শুধু বাঙালির কপালেই ছাপার অক্ষরে এমন ভুলের দর্শনলাভ ঘটে কি না জানি না। যা হোক, স্বার্থ = স্ব+অর্থ [অতি সাধারণ স্বরসন্ধির নিয়মে]।

'প্রায়শ্+চিত্ত = প্রায়শ্চিত্ত'? ডাহা ভুল। মানুষকে সন্ধি শেখানোর কথা বলে এ কী কাণ্ড? প্রায়শ্ বলে কিছু নেই। প্রায়+চিত্ত = প্রায়শ্চিত্ত : ব্যতিক্রমী সন্ধি। তেমনি 'পরিঃ' বলেও কোনও উপসর্গ নেই, পরি আছে "পরি+কার = পরিষ্কার : ব্যতিক্রমী সন্ধি। [বিশেষ নিয়মে, যেমন গো+পদ = গোষ্পদ, আ+পদ = আস্পদ, অনেকটা তেমনি।]

কেউ কেউ পষ্টই বলছেন যে অর্ধস্বচ্ছ আকৃতির সংকেতের কম্প্যুটার-প্রযুক্তিতে স্থাপনা যেহেতু কোনও সমস্যাই সৃষ্টি করছে না সেহেতু ওগুলি নাকি বাদ দেওয়ার কোনও প্রয়োজন পড়ে না! কম্প্যুটার-প্রযুক্তির সুবিধা ব্যবহার করে অনেকে ধাউশ আকারের বই ছাপিয়ে ফেলছেন যা ভুলভ্রান্তিতে ভরা। কম্প্যুটার-প্রযুক্তির সুবিধা নিতে যত অনাসৃষ্টি আবর্জনা দিয়ে কম্প্যুটার ভরতে হবে আর বিপুল পরিমাণ কাগজ কালি এবং অন্যান্য বহু ধরনের মূল্যবান সম্পদ ব্যয় করে তা বই আকারে বের করতে হবে পাঠককে ঠকানোর জন্য ও বিভ্রান্ত করার জন্য? কম্প্যুটার-প্রযুক্তির বিস্ময়কর সুবিধা ব্যবহার করতে এখন রেফ-এর পরের ব্যঞ্জন দ্বিত্ব পুনরায় চালু করা উচিত কি না এ প্রশ্ন সেইসব প্রযুক্তি-বোদ্ধাদেরকে করতে হয়।

* * *

বিদেশি মূল থেকে আসা বাংলা শব্দের বা নামের উচ্চারণ বাংলায় যা সেই অনুযায়ী তার বানানে দন্ত্য-স বা তালব্য-শ (বা চ বা ছ) বিধেয় ('মূল উচ্চারণ অনুযায়ী' চাওয়া বোকামি। মূল উচ্চারণ তো বিদেশি ভাষার উচ্চারণ)।

একটা কথা চালু করা হয়েছে যে 'ড্যাশ' আকারে হাইফেন-এর প্রায় দ্বিগুণ। কিন্তু এ বক্তব্য যে-বই-এ লেখা পাওয়া যায় তাতেই হয়তো দেখা যাবে সে বই-এ 'ড্যাশ' হিশাবে ব্যবহৃত রেখা হাইফেন-এর তিনগুণের চেয়ে বড়। সুতরাং ঐ ধরনের কথা চালু করে বই-কুণ্ঠ-লোক এই বঙ্গভূমির অধিবাসীদেরকে বিভ্রান্ত করা অপরাধ বলেই বিবেচনা করতে হয়।

জং টং ঠং ঢং রং সং এবং চ্যাংদোলা হতে পারলে চোং বেং (frog, toad) গাং গাংচিল হতে পারে বৈকি। দাঙ্গা নাঙ্গা সঙ্গিন চললে চাঙ্গা জাঙ্গাল রাঙ্গামাটি কামরাঙ্গা ক্যাঙ্গারু শিঙ্গা হাঙ্গার ডোঙ্গা ঠোঙ্গা ঠেঙ্গা ঠেঙ্গানো ডাঙ্গা ডাঙ্গার ডিঙ্গি ডিঙ্গানো অবশ্যই চলবে।

দীপালি পূজারি প্রণামি বর্ণালি হতে পারলে দূরবিন-ই হওয়া সংগত [দুরবিন নয়]।

ধুতরা নয়, ধুতুরা-ই গ্রহণযোগ্য। ধাত ও ধাঁচ আলাদা আলাদা শব্দ, এ দুই-এর মধ্যে 'বিকল্প বর্জন'-এর প্রশ্ন আসে না।

ধুঁদুল কেন? ধুন্দল কী দোষ করল। ধুন্দল ধুঁদুল-এর এর চেয়ে অনেক ভাল, ধুন্দল চলবে।

নভোচারী প্রচলিত, সংস্কৃতে নভশ্চর হলেও বাংলায় নভোচারীই শুদ্ধ; সংস্কৃতে বয়স্ক হলেও বাংলায় বয়সি চলে, 'বয়উচিত'-এর বদলে বয়সোচিত চলে।



www.pathagar.com

সম্+ঘ = সংঘ, অতএব শম্+খ = শংখ অবশ্যই হওয়া প্রয়োজন। 'ভ্যাপসা'-কে 'ভাপসা' 'ঢেঁড়শ'-কে 'ঢ্যাঁড়স' আর 'ঝাঁটা'-কে 'ঝ্যাটা' করা কি খুব দরকার? বরং ভ্যাপ্‌শা সংগত, উপকারী। ঢেঁড়শ-ই চলবে। আর যা দিয়ে ঝাঁট দেয় তা তো 'ঝাঁটা'ই হবে। 'ঝ্যাঁট' তো দেয় না!

ঢেলা ঢেঁড়শ ঠেঙ্গানো 'লিখব না' কিন্তু 'ফেকাসে ফেসাদ খেতলানো' 'লিখব'? ঢেলা ঢেঁড়শ ঠেঙ্গানো চলবে, ফ্যাকাশে ফ্যাসাদ চলবে।

এন্তার মুন্সি কার্পেট জর্জেট জর্দা দর্জি কার্নিশ চললে পেন্সিল এস্ত্রাজ পাল্কি চলবে, পাদ্রি চলবে। বরং মুন্সি নয়, মুন্‌শি চলবে।

রেফারী (<referee) রুপী (<rupee) লীষ (lease) চলবে। refereeing-এর লিপ্যন্তর রেফারীইং হবে। ঝাড়ফুক এবং ঢোক শব্দদুটিতে চন্দ্রবিন্দু ( ঁ ) লাগানো বাতুলতা। বরং পিঁপড়া'র চন্দ্রবিন্দুটাও বাদ দেওয়া যায়। কাঁচ চলবে না কিন্তু কাঁকড়া কাঁকরোল গুঁড়া গুঁড়ো চলবে—কেন? কারও রোগ সর্বত্র, অর্থাৎ ভাষা থেকেই, চন্দ্রবিন্দু বাদ দেওয়া আর কারও রোগ নতুন নতুন অকারণ চন্দ্রবিন্দু প্রয়োগ।

পল্লী 'লিখব না' কিন্তু 'পল্লিগীতি পল্লিগ্রাম' 'লিখব' – এ কেমন করে সংগত হয়, 'গুণী মন্ত্রী সহযোগী' শব্দগুলির মতো ইন্-ভাগান্ত তো পল্লী নয়। পেশি পঞ্জি নাড়ি নালি ঝিল্লি কাকলি কিংবদন্তি পদবি পদাবলি পয়ঃপ্রণালি বিপণি বেদি সরণি ঠিক আছে কিন্তু যুবতি শ্রেণি পল্লি তরি বর্জনীয়? বরং এর সবগুলিতে দীর্ঘ-ঈ কার ফিরিয়ে আনা উচিত, হ্রস্ব-ই-কারের কোনও বিশেষ সুবিধা নেই।

ছন্দবন্ধ 'লিখব না' কিন্তু 'ছন্দপরিচয় ছন্দপতন' 'লিখব' – এ কী কাণ্ড? উশখুশ উশুল চললে উশকানি কঞ্জুশ কশাই কশুর কলশি হতে অসুবিধা কী? শাবাশ হতে পারলে শালিশ শশা অবশ্যই হতে পারে। 'সুনসান' নয়, 'শুনশান' গ্রাহ্য; উচ্চারণ এবং ব্যুৎপত্তি দুইই শুন্‌শান বানান সমর্থন করে [শূন্য>শুন্‌শান]।

সংস্কৃতে বুষ [বিকল্পে বুস], তার থেকে ভুষি। ভুসি পরিত্যাজ্য। সংস্কৃতে বুষ না থাকলেও বাংলায় 'ভুষি'ই গ্রহণযোগ্য থাকত। খ্রিষ্ট খ্রিষ্টান খ্রিষ্টান না হয়ে খৃষ্ট খৃষ্টান খৃষ্টান খৃষ্টাব্দ চলবে।

তফাৎ তাবৎ, কিন্তু ছলাৎ নয়—ছলাৎ কী দোষ করল? চারিত্র গৃহীত হলে দারিদ্র বৈচিত্র সৌহার্দ [এবং বৈবর্ণ বৈদগ্ধ] কোন যুক্তিতে বর্জিত হতে পারে?

'অকথা' কোনও শব্দ নেই, আছে আকথা; যেমন আকাল আছে, তাকে 'অকাল' বানানো পাগলামি, হাস্যকর শহুরে-পনা।* আড়ত্-দার/মজুতদার অর্থে যে মহাজন চলে তা আসোলে মাহাজন বা মাহাযন, শহুরে-পনা করে তাকে মহাজন করা হয়েছে; শব্দটির মূলে আরবি সেই শব্দ, যা ইংরেজি magazine এবং বাংলা খাজনা শব্দেরও উৎস।

'পৌঁছয়' নিত্য-বর্তমানের সমাপিকা ক্রিয়া, 'পৌঁছায়' কোনও মতেই তা নয়। অসমাপিকায় 'পৌঁছে' হয়। কিন্তু সমাপিকায় নিত্য-বর্তমানের প্রযোজক-ক্রিয়ার রূপ 'পৌঁছায়'। প্রযোজক অসমাপিকা রূপ 'পৌঁছিয়ে'।

সমাপিকা : সে রোজ সময় মতো অফিসে পৌঁছয়; তিনি... পৌঁছেন

---

* সেই হাস্যকর শহুরেপনা আরও ভয়ানক হয়ে ওঠে যখন ইউরিয়া-যোগে ভাজা মুড়ি ছাড়া বাজারে মুড়ি মেলে না। ডিটার্জেন্ট দিয়ে ধোয়া চাল, শাদা পদার্থ মিশিয়ে শাদা বানানো গুড়ের পাটালি, বিষাক্ত রং লাগানো/মিশানো বিবিধ খাদ্যদ্রব্য বাজারে মেলে।



www.pathagar.com

অসমাপিকা: সে অফিসে পৌঁছে তার চেয়ারে বসল

প্রযোজক সমাপিকা: সে তার ছেলেকে দিয়ে মালামাল অফিসে পৌঁছায়; তিনি... পৌঁছান

প্রযোজক অসামাপিকা: সে রোজ ছেলেকে স্কুলে পৌঁছিয়ে তারপর অফিসে যায়

এবার 'পৌঁছে'-এর অন্যান্য রূপ দেখা যাক –

সে এইমাত্র বাসায় পৌঁছেছে।

তার বেলা দশটার মধ্যে অফিসে পৌঁছা [বা পৌঁছুনো] উচিত ছিল।

তার বেলা একটার মধ্যে সিলেটে পৌঁছার [বা পৌঁছুনোর] কথা ছিল।

সে কিছুক্ষণের মধ্যে বাসায় পৌঁছবে। [বা পৌঁছুবে]।

সে দেরিতে পৌঁছুনোয় [বা পৌঁছায়*] অনেক ক্ষতি হয়ে গেল।

* এক্ষেত্রে পৌঁছায় হচ্ছে প্রযোজক নিত্য-বর্তমানের সমাপিকার যে "পৌঁছায়", তার থেকে আলাদা।

'পৌঁছে' থেকে পৌঁছেছে', তার থেকে পৌঁছেছিল', যেমন: সে গতকাল সময়মতো অফিসে পৌঁছেছিল।

এবং প্রযোজক সমাপিকায় –

এসব মালামাল তার আরও আগে অফিসে পৌঁছানো উচিত ছিল

গত সপ্তাহেই তার এসব মালামাল অফিসে পৌঁছানোর কথা ছিল

প্রযোজক অসমাপিকায় : সে মালামাল অফিসে পৌঁছিয়ে তার এক লক্ষ টাকা দাম চাইল।

রবীন্দ্রনাথের হিং টিং ছট কবিতায় আছে "... না পুছে কুশল"। এখানে 'পুছে' সমাপিকা-রূপ। এবং অসমাপিকা-রূপেও 'পুছে' হবে। ['পোছে' হবে না। 'পোছে' অশিষ্ট। 'পুছ' থেকে 'পুছে' সংগত।]

অসমাপিকায় যখন পৌঁছিয়ে হবে তখন সাধারণ বর্তমানে পৌঁছায় হবে। আমরা দেখেছি প্রযোজক প্রয়োগের বেলায় তা হবে। প্রযোজক না হলে পৌঁছয় (সাধারণ বর্তমানে) এবং পৌঁছে (সমাপিকায়)। প্রযোজক না হলে সাধারণ বর্তমানে পৌঁছায় কখনও শুদ্ধ হবে না। বরং বিকল্পে সাধারণ বর্তমানে 'পৌঁছে' হতে পারবে, যদিও অসমাপিকার 'পৌঁছে'র সাথে মিলে যাবে।

## তৎসম বর্ণ সমস্যা

দীর্ঘস্বর বর্ণ, ণ, য, ষ, ক্ষ, ঃ প্রভৃতি বাংলা বর্ণমালার অংশ এবং তথাকথিত তৎসম শব্দমালা বাংলা-ভাষার অংশ। কিন্তু কিছু লোক মনস্থ করেছেন উপরি-উক্ত বর্ণগুলিকে 'তৎসম বর্ণ' বলে বিবেচনা করবেন এবং অতৎসম শব্দের বানানে সেগুলিকে রাখবেন না এবং রাখতে দেবেন না।

এদের মধ্যে অনেকে আবার বলা যায় আরও 'এক কাটি সরেস' – তাঁরা রেফ (র্) এবং যে কোনও যুক্তবর্ণ অতৎসম বিশেষত বিদেশি শব্দের বানান থেকে দূরে রাখার ব্যাপারে অত্যন্ত গরজি। এমনও কেউ কেউ আছেন যারা ং (অনুস্বার) এবং ৎ (খণ্ড-ত) -কেও বিসর্জন দিতে পণ করে বসে আছেন। আবার ঐ-কার এবং ঔ-কার ব্যবহার করা হয়ে থাকে বা উচিত এমন অনেক ক্ষেত্রে তারা অই এবং অউ ব্যবহারের বিধান দিয়ে থাকেন। আবার এঁদের সবার



www.pathagar.com

তালব্য-শ-এর তুলনায় দন্ত্য-স-এর প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখা যায়। এঁরা মূর্ধন্য-ষ-কে বিষবৎ, তালব্য-শ-কে শত্রুস্বরূপ এবং দন্ত্য-স-কে দোস্ত জ্ঞান করেন।*

আমরা 'তৎসম-অতৎসম'র এই হেন ভাগাভাগি বাংলা-ভাষার জন্য ক্ষতিকর বলে মনে করি। তাঁরাও হয়তো এটা বোঝেন কিন্তু তাঁরা তাঁদের গোঁ ছাড়বেন না, এতেই হয়েছে বাংলা-ভাষার জন্য বিপদ। দীর্ঘস্বর, ণ, য, ষ, ক্ষ, ঃ প্রভৃতি যদি এতই অসহনীয় হবে তাহলে তো তাঁদের তৎসম শব্দ থেকেও এসব বাদ দিতে চাওয়া অথবা সমগ্র তৎসম শব্দ ভাণ্ডারকে বাংলা ভাষা থেকে পরিত্যাগ করতে চাওয়া ঠিক হয়। ধর্মগ্রন্থে আছে, আগের দিনে অনেকে এক পায়ে খাড়া থেকে বায়ু-মাত্র ভক্ষণ করে হাজার হাজার বছর তপস্যা করতেন। উল্লিখিত ব্যক্তিগণ বাঙালিদেরকে যেন তাই করতে বলছেন। তারা যেন বাঙালিকে ডিম ভেঙে শুধু খোশা খেতে বলছেন। আমাদের মতে উচিত হচ্ছে বাংলা বর্ণমালার সবকিছুকে আমরা কিভাবে সবচেয়ে বেশি উপকারে লাগাতে পারি তাই দেখা। নিচে আমরা তাই দেখব।

## প্রথমেই ক্ষ প্রসঙ্গ

ক্ষতি শব্দটিতে ক্ষ আছে সত্য কিন্তু ক্ষ কারও ক্ষতি করে বলে আমার মনে হয় না। অলক্ষুনে এক্ষুনি তক্ষুনি যক্ষুনি প্রভৃতিতে ক্ষ থাকছে। ক্ষিদে ক্ষেত ক্ষ্যাপা ক্ষুদে তিরিক্ষি ইত্যাদি অ-তৎসম শব্দে ক্ষ-এর বদলে খ ব্যবহারের কোনও কারণ নেই। রাক্ষস-এর বিপরীতে খোক্ষস চলবেই, ক্ষ'র বদলে ক্ক দরকার নেই, বরং স-এর বদলে শ যোগ করে খোক্ষশ করা যেতে পারে। 'সাক্ষ্য'র ও 'বৃক্ষ'র বিকৃত রূপ 'সাক্ষি'-তে ও 'বিরিক্ষি'-তে ক্ষ থাকবে। 'ক্ষান্ত হওয়া'র কথ্য-রূপ 'ক্ষ্যামা দেওয়া', তাতে ক্ষ থাকবে। আরও বহাল থাকবে ক্ষয়ে যাওয়া। একে খয়ে যাওয়া করার পরামর্শ অবশ্যই প্রত্যাখ্যান করতে হবে। তবে খুদ (<ক্ষুদ্র) এবং খুড়া (<ক্ষুদ্র) অর্থ ক্ষুদ্র না হয়ে অন্য কিছু, তাই এক্ষেত্রে ক্ষুদ ক্ষুড়া না হয়ে খুদ খুড়া হবে। একই রকম কারণে খেয়া (<ক্ষেপ) হবে।

'পক্ষী ভ্রক্ষণ চক্ষু অলক্ষ্য রক্ষা এক্ষণ' থেকে 'পাখি মাখন চোখ অলখ রাখে এখন' হল বলে 'ক্ষেত ক্ষিদে ক্ষুদে ক্ষ্যাপা ক্ষয়ে যাওয়া' ইত্যাদির ক্ষ'র বদলে 'খ' সংগত হয়ে যায় না কারণ 'পাক্ষি মাক্ষন চোক্ষ অলক্ষ রাক্ষে এক্ষন' ইত্যাদির উচ্চারণ 'পাখি মাখন চোখ অলখ রাখে এখন' ইত্যাদি থেকে আলাদা।

বাংলায় ক্ষ=ক্‌ষ নয় বরং একটি একক বর্ণ যাতে ষ্ (sh)-এর উচ্চারণের কোনও যোগ নেই।* ক্ষ-কে একটি একক ব্যঞ্জনবর্ণ হিশাবে স্থান দিতে কোনও সমস্যা নেই। ইংরেজিতে x-বর্ণটি অন্যান্য ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে মিলে অবস্থান করছে। y প্রকৃষ্টরূপে ব্যঞ্জনবর্ণ নয়, কিন্তু

---

* তবে ব্যতিক্রম আছে। রাধারাণী দেবী ও নরেন্দ্র দেব 'শ' এবং 'স' বর্ণমালা থেকে বাদ দিয়ে শুধু ষ রাখার পক্ষে মত দিয়েছিলেন। এই মতের বিরুদ্ধে ব্রহ্মানন্দ সেন বলেছিলেন যে s-ধ্বনির জন্য 'স' প্রয়োজনীয়; এবং 'শ' ও 'ষ' -এর একটি বাদ দিতে হলে 'ষ'-ই বাদ দেওয়া উচিত। প্রথমোক্ত লেখকদ্বয় 'জ' ও 'য'-এ মধ্যে শুধু য, 'ব-ফলা ও য-ফলা'র মধ্যে শুধু য-ফলা এবং 'ঙ ও ং' -এর মধ্যে শুধু ং রাখার পক্ষেও মত দিয়েছিলেন, এবং ব্রহ্মানন্দ সেন সে-মতেরও বিরোধিতা করেছিলেন। আমরা শ ষ স জ য ব-ফলা য-ফলা ঙ ং—এই সবগুলি বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করি।

* অবশ্য তৎসম শব্দের ণত্ব-ষত্ব-বিধান ও সন্ধি সংক্রান্ত আলোচনার বেলায় ক্ষ=ক্‌ষ বলেই ধরতে হবে। তবে ণত্ব-বিধান সংস্কার করা চলে, সহজ ও যুক্তিসংগত করা যায়। ক্ষ'র পরে ণ হওয়ার বাধ্যবাধকতা উঠে যাওয়া উচিত, ণ এবং ন -এর মধ্যে একটি যদি আমরা বাদ না-ও দিই।



www.pathagar.com

তা-ও সেটি ব্যঞ্জনবর্ণের সারিতে কল্কি পাচ্ছে। আমাদের য়-বর্ণটির ব্যাপারও তেমন। আবার ং এবং ৎ -এর মতো ভিন্ন প্রকৃতির [নিত্য হসন্ত] বর্ণও অন্যসব বর্ণের সাথে রয়েছে।

একক ব্যঞ্জনবর্ণের দলে ক্ষ-এর অবস্থান পাকা করতে অনুরূপ আরেকটি বর্ণ ঐ দলের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে, সেটা হচ্ছে জ্ঞ; এই জ্ঞ-কে তখন আর জ্+ঞ বলে ধরা হবে না, স্রেফ একটি একক বর্ণ হিশাবে ধরা হবে।

## ষ-এর সপক্ষে

আর ষ-এর উচ্চারণ তো ছিল kh অর্থাৎ 'খ'-এর মতো।

জর্জ গ্রিয়ারসন এক শ' বছর আগে লিখেছিলেন:

"He writes Lakshmi, and says Lakkhi." (বামআ, পৃ. 88)

কিন্তু সে (বাঙালি) Lakkhmee লেখে, Lakkhmee-ই উচ্চারণ করে। সংস্কৃতে ক্ষ = ক্ষ হলেও বাংলায় তা ক্খ। তাই হওয়া উচিত। এটা আমরা আজও স্বীকার করতে, মান্য করতে, শিখিনি! –ভারি লজ্জার কথা। আর বাঙালিরা লক্খি উচ্চারণ করে না, লক্খি উচ্চারণ করে, হয়তো লক্খী উচ্চারণ করে। গ্রিয়ারসন অনুনাসিকতার ব্যাপারটা হিশাব করে উঠতে পারেননি। অনেক বাঙালিও গ্রিয়ারসনের মতো ব্যর্থ হন।

গ্রিয়ারসন এটাও জানতেন না যে ষ-এর উচ্চারণ অতীতে খ-এর মতোও ছিল। গ্রিয়ারসনের ভাষ্য মতে লক্ষ্মী'র উচ্চারণ হচ্ছে Lakshmi'এর মতো। মানে দাঁড়ায়, ষ-এর উচ্চারণ sh-এর মতো, অর্থাৎ শ-এর মতো, যেহেতু ক্ষ = ক্ষ। কিন্তু এমন যদি হয় যে ষ-এর উচ্চারণ শ-এর থেকে আলাদা, সুতরাং sh-এর মতো ছিল না, তাহলে গ্রিয়ারসনের শিক্ষা ভুল! ষ-এর সেই উচ্চারণ কিরকম ছিল? সে রকমটি হচ্ছে : খ-এর মতো। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে ch-এর উচ্চারণ ফরাসিতে শ-এর মতো আর জার্মানে খ-এর মতো। এতে অন্তত এ কথা প্রমাণিত হয় যে গ্রিয়ারসন কী বলেছেন তাতে বিচলিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। এর পরেও কথা আছে। Rimbaud-কে যখন বাংলায় লেখা হয় খ্যাম্বো, Marat-কে যখন 'মাখা' বলতে শুনি, প্যারিসকে ফরাসিরা যখন 'পাখি' বলে, তখন আভাস পাই ফরাসিতে r-এর উচ্চারণ kh (খ) -এর মতো; তাই বলে কি ইংরেজ ও ফরাসি পরস্পরকে r-এর ভুল উচ্চারণের জন্য দুষবে?

গ্রিয়ারসন বলুন, তাকে কী? "মোক্ষমূলর বলেছে 'আর্য',/সেই শুনে সব ছেড়েছি কার্য,/ মোরা বড়ো বলে করেছি ধার্য,/ আরামে পড়েছি শুয়ে।" – এই হলে কি আমাদের বাঙালিদের চলবে?*

মহান সংগীত-সাধক অকালপ্রয়াত ওস্তাদ আমির খান -এর 'মেঘ' রাগে গাওয়া একটি খেয়ালের লিরিক হচ্ছে "বরখা ঋতু আয়ী" (barkha ritu ayee); এই 'বরখা' নিশ্চয়ই বর্ষা হবে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "সূর্যের পানে চাহিল নির্নিমিখ"। এই যে "নির্নিমেষ"-এর অর্থে 'নির্নিমিখ', ষ-এর স্থানে খ, তা-ও লক্ষণীয়। 'রোষ' থেকে যে 'রোখ' এসেছে [অভিধান দেখুন], শিখ জাতির নামটি যে 'শিষ্য' শব্দটি থেকে এসেছে, তাতেও ঐ একই ব্যাপার। আরও চিহ্ন আছে। এই শিখদের একটি সম্প্রদায় আবার অকালপুরুখ-এর উপাসনা করে (তাই সম্প্রদায়টির নাম হয়েছে অকালি)। অভিধানে দেখুন পুরুখ পুরুষ-এর প্রাকৃত অপ্রচলিত কোমল রূপ – আবার

* উদ্ধৃতিটি রবীন্দ্রনাথের বঙ্গবীর কবিতা থেকে।



www.pathagar.com

ষ-এর স্থানে খ! ষ-এর উচ্চারণ 'খ'-এর মতো ছিল বলেই এমন হয়েছে, অভিধান যদি নাও বলে তবু এটাই সত্য। ওস্তাদ আমির খান -এর সংগীতের 'বরখা' যে 'বর্ষা'ই, তার প্রমাণ অভিধানেই পাওয়া গেল; সেখানে আছে– 'বরিখ' 'বরিখন' 'বরিখা', যথাক্রমে 'বর্ষা' 'বর্ষণ' ও 'বর্ষা'র কোমল রূপ। তাছাড়া 'পাষাণ' থেকে 'পখান' [বাংলার পাহাড় স্মরণীয়], 'পৌষ' থেকে 'পউখ', 'পুষ্কর' থেকে পুকুর/পুখুর হয়েছে। ব্রজবুলিতে আষাঢ় হয়েছে 'অখাড়'। সাহিত্যিক প্রবোধকুমার সান্যাল -এর একটি বই-এ বলা আছে 'উষাপুর' নামের স্থানকে আগে বলা হত 'উখিপুর', আবার যে-স্থানকে মহাভারতোক্ত 'নৈমিষারণ্য' বলে মনে করা হচ্ছে তাকে এখন বলা হয় নিমিখারণ্য– নিমিখা'র বন। 'পোখরাজ' এসেছে 'পুষ্পরাগ' থেকে। পক্ষবাদ্য থেকে হয়েছে পাখোয়াজ। 'চন্দ্র' শব্দটি মূলে ছিল 'শ্চন্দ্র'; তার চিহ্ন আছে 'হরিশ্চন্দ্র'তে, 'সুশ্চন্দ্র'তে, 'পুরুশ্চন্দ্র'-তে। 'ষ'-এর উচ্চারণ যে 'খ'-এর মতো ছিল তারই বেশ কিছু চিহ্ন আমরা উপরে দেখলাম। অতঃপর নিশ্চিত হয়ে বলা যায় যে শীর্ষ'র উচ্চারণ শীর্খ-ও ছিল, তার থেকে ধ্বনি-বিপর্যেয়ে শিখর শব্দটি উদ্ভূত।

সে অনুযায়ী আমরা যে ক্ষ'র উচ্চারণ করি ক্খ-এর মতো তা নিয়ে দুশ্চিন্তার কারণ দেখি না। তাছাড়া, ক্ষ যে ক্ষ, এমনটা বাংলায় ধরার কোনও প্রয়োজন নেই। অনেকে ক্ষ-কে বর্ণমালা থেকে বাদ দিতে চেয়েছেন। কিন্তু ক্ষ থাকবে, ক্খ-এর উচ্চারণে ও প্রকৃতিতে, একে আমরা বাংলায় ক্ষ ভাবব না। ক্ষ "একটি স্বতন্ত্র অক্ষর। এটি বাঙ্গালা ভাষায় ক্ষ বর্ণদ্যোতক নয়।" (যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি)।

## ষত্ব-বিধানের প্রসার এবং স-এর সংকোচন

"শ ষ স। মূল সংস্কৃত অনুসারে তদ্ভব শব্দে শ, ষ বা স হইবে...।"

ইংরেজি sh-এর মতো ধ্বনির জন্য বাংলায় দুই তিনটি বর্ণ (শ ষ স) কেন থাকবে এ প্রশ্ন খুব করা হয়, যেখানে বরং প্রশ্ন হওয়া উচিত ছিল – স এর উচ্চারণ কেন দুই রকম হবে? উচিত ছিল স-এর উচ্চারণ কখনও-ই শ বা ষ -এর মতো না হওয়া। স-এর উচ্চারণ ইংরেজি sh-এর মতো হয়, এমন অনেক স্থানে স-এর বদলে শ অথবা ষ হওয়া উচিত। এজন্যই ষত্ব-বিধানের প্রসার সমীচীন।

যেমন, পুরস্কার নমস্কার মনস্কাম তিরস্কার সংস্কার ইত্যাদিতে স-এর বদলে ষ-এর ব্যবহার। এই নীতি অনুসারে 'প্রিয়তমাসু'র বদলে 'প্রিয়তমাষু'। এবং তৃষা জিগীষা জিজীবিষা উপচিকীর্ষা অনুসরণে লালষা জিজ্ঞাষা পিপাষা লিপ্ষা বীপ্ষা হিংষা জুগুপ্ষা অনুসন্ধিৎষা ইত্যাদি গ্রহণ করা।

সংস্কৃতে মুষল অবমর্ষ ভূষণ্ডি উষীর কৃষাণু কোষ -এর বিকল্প বানান 'ষ'-স্থানে 'শ' যোগে এবং বাষ্প অভিষ্যন্দ -এর বিকল্প বানান 'ষ'-স্থানে 'স'-যোগে সিদ্ধ। কিন্তু 'ষ'-যুক্ত বানানই চলুক। সর্ষপ-এর ষরিষপ-রূপও সংস্কৃতে সিদ্ধ। সরিষা'র বদলে অতএব ষরিষা চালাতে কোনও অসুবিধা নেই। মূর্ধন্য-ষ বাঘ-ভালুক তো নয়!

বেশ ও পরিবেশ -এর বিকল্প বেষ ও পরিবেষ বানান সংস্কৃতে সিদ্ধ। মনে হয় বেষ পরিবেষ বানান গ্রহণ করে নেওয়া ভাল হবে, তবে এক্ষেত্রে না-নিলেও ক্ষতি নেই।

ষ-তে এমন কী বিষ যে ঘুষ-এর মতো মিঠা জিনিশে ষ চলবে না, লিখতে হবে 'ঘুস'? তাঁরা 'ঘুষি'কেও মধুমাখা 'ঘুসি' বানাতে চান। ঘুষ ঘুষি চলা উচিত। এমনকি জিনিষ চলতে



www.pathagar.com

পারত। আগে 'জিনিষ'ই লেখা হত।* তা বাদ দিয়ে জিনিস চালানো হল কেন? যে বিদেশি শব্দ থেকে এসেছে তাতে স-এর (s-এর) ধ্বনি থাকলে আমাদের কী? বাংলায় তো শ-এর (sh-এর) ধ্বনি! আরবি ফার্সি থেকে আসা শব্দের বানানেও বাংলা উচ্চারণ অনুসারে বানান পরিবর্তন হতে হবে, এবং বাংলা ষ এবং শ -এর উচ্চারণ একই -- sh-এর মতো।

এমনকি স্রেফ প্রচলনের কারণেও ষ বজায় রাখা যুক্তিযুক্ত; যেমন, 'কানাঘুষা'য়, 'ঘুষ'-এ, 'জিনিষ'-এ। 'জিনিস' চলতে শুরু করায় এখন অবশ্য নতুন এক বানান দেখা দিচ্ছে। সেটা হচ্ছে 'জিনিশ'। উচ্চারণের, এবং অন্য দিক দিয়েও, 'জিনিশ' সংগত, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে তাহলে 'ঘুষ' ও 'ঘুষি' থেকে 'ঘুশ' ও ঘুশি না হয়ে যায়। তার তো কোনও দরকার নেই কারণ 'ষ'-কে আমরা 'তৎসম বর্ণ' বা 'বিদেশি বর্ণ' করতে চাই না। সুতরাং 'ঘুস' বা 'ঘুশ' নয়, 'ঘুষ'ই চলবে। তেমনি 'ঘুসি, ভুসি' বা 'ঘুশি, ভুশি' নয়, 'ঘুষি, ভুষি' চলবে। আর তদ্ভব যে সব শব্দে ষ আছে সেগুলিতে ষ বজায় থাকবে। এই হচ্ছে সঠিক নীতি।

'মুষড়ে পড়া'-কে কি 'মুশড়ে' বা 'মুসড়ে' পড়া বানাতে হবে? না। রিষ (<ঈর্ষা) ষোল মোষ ষণ্ডা ষাঁড় ষাট চোষা পোষা পেষা পোষ্টাই বিষফোড়া ফষ্টিনষ্টি পষ্ট পষ্টাপষ্টি গুষ্টি শিষ (<শীর্ষ) কষা ঘষা চাষা তেষ্টা কেষ্ট বিষ্টু বোষ্টম বিষ্টি মিষ্টি দিষ্টি অনাচ্ছিষ্টি কিষান বিষানো আড়ষ্ট মিন্‌ষে নিষুতি (-রাত) [নিষুতি < নিষুপ্তিক] ইত্যাদির ষ থাকবে। এগুলির ষ পরিবর্তন করে লাভটা কী হবে? ধরা যাক ভুষি শব্দটি সংস্কৃত 'বুস' থেকে। তা হলেও ভুষি-কে 'ভুসি' বানানো সমর্থনযোগ্য নয়। মুষ্টি থেকে মুঠি হয় [ট→ঠ], তাকে 'মুটি' করা দরকারি নয়। তেমনি 'বুস'- এর 'ব' মহাপ্রাণীকৃত হয়ে 'ভ' হতে পারলে 'স' মূর্ধন্যীকৃত হয়ে 'ষ' হয়ে যাওয়াটা জরুরি। এখন ষ-কে স-এ পরিবর্তিত করতে চাওয়া খামাখা বাহাদুরি দেখানোর চেষ্টা মাত্র। তবে আরও কথা আছে। ভুষি-জ্ঞাপক সংস্কৃত শব্দ আসোলে 'বুষ', 'বুস' তার বিকল্প বানান। কিন্তু দন্ত্য-স যাঁদের জানের দোস্ত তাঁরা এই সত্যটা গাপ করেন। সেটা অবশ্যই দুর্নীতি ও অসততা। আসোলে 'বুষ' থেকে 'ভুষি' হয়েছে, 'বুস' থেকে নয়। তবু অনেকের সম্বন্ধে এমন আশঙ্কা অমূলক নয় যে তাঁরা হয়তো 'ভুষি' -কে 'বুচি' বানিয়ে ছাড়বেন। আমরা চাই তোষামোদ কানাঘুষা চলুক, চাষবাষ চাষাভুষা উষ্কখুষ্ক চলুক (চাষবাস চাষাভুসা উস্কখুস্ক নয়)। বালাই-ষাট -এর 'ষাট' এসেছে 'স্বস্তি' থেকে তথাপি বালাই-ষাট চলবে। 'কষি' দেশি শব্দ, তা বলে ষ্ বদলাতে হবে না। Christ-কে খ্রিস্ট করার কোনও কারণ নেই, রবীন্দ্র অনুসরণে খৃষ্ট করাই সমীচীন। station-এর বাংলা ইষ্টিশান চলতে পারে। 'ঘুষি' 'ঘুষিই থাকুক, ওটাকে 'ঘুসি' বানানো 'ঘুষি'-কে 'ঠোক্‌না' বানানোর মতোই হবে। আর যতই দন্ত্য-স লাগানো হোক ঘুষি-তে দাঁত ভাঙার সম্ভাবনা তো থেকেই যাবে।

রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিম লিখেছেন ফানুষ। আমাদের কী দায় পড়েছে 'ফানুস' লেখার? ফানুষ চলবে।

এই গেল ষত্ব বিধানের কথা। এবারের প্রস্তাব : একটি শত্ব বিধান তৈরি যার ভিত্তিতে বিভিন্ন শব্দে স-এর ব্যবহার শ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে। 'আসা ও বসা' -কে সহজেই 'আশা ও বশা' করা যায় কারণ শব্দদুটির উৎপত্তি 'আবিশ' ও 'উপবিশ' এই দুটি সংস্কৃত মূল থেকে, তাতে আছে শ (স নয়)। এমন কোনও নিয়মই নেই যাতে এই শ স-এ রূপান্তরিত হয়। সংস্কৃত 'আগচ্ছ' থেকে 'আসো' অর্থে 'আশো' হওয়াই যে সংগত ও স্বাভাবিক তার প্রমাণ হল :

---

* সেটা সমর্থনযোগ্যও; যে-ভাষাতত্ত্বের সুবাদে সমর্থনযোগ্য নয় সে ভাষাতত্ত্বে প্রয়োজন নেই। ভাষাতত্ত্ব আকাশ থেকে আসে না।



www.pathagar.com

প্রচ্ছ্+ন = প্রশ্ন হয়, উদ্+শৃঙ্খল = উচ্ছৃঙ্খল হয়। প্রবিশতি থেকে তো 'পশে' হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন– "অকালে পশিলা রাণীর আগার..."। সুতরাং প্রথম থেকেই আসা বসা আসতে বসতে -এর বদলে 'আশা বশা আশতে বশতে' চালু হওয়া উচিত ছিল। এখনও তাই হওয়া উচিত। তবে একটা কথা পরিষ্কার বলা দরকার: শুধু ব্যুৎপত্তির কারণে যে 'আশা বশা' হওয়া উচিত তা কিন্তু নয়, বিশেষত উচ্চারণের কারণে উচিত। উচ্চারণ ও ব্যুৎপত্তি উভয় কারণ সত্ত্বেও যে 'আসা বসা' চালু রাখা হয়েছে, এটা লজ্জাজনক।

কংশ নিষ্কাশন বিকাশ কিশলয় শল্প শূর্পণখা শিপ্রা শায়ক প্রভৃতির বিকল্প স-যুক্ত বানান সংস্কৃতে আছে কিন্তু বাংলায় শ-যুক্ত বিকল্প গ্রহণ সঠিক হয়েছে।

## কয়েকটি শব্দের বানানে স-এর স্থানে শ

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত বুদ্ধদেব বসু -কে বলেছিলে "সাদা"য় কাফনের কাপড়ের রং মনে আসে আর শাদা'য় মনে আসে কাশফুলের রং। বুদ্ধদেব বসু তখন 'জিনিস কেটে জিনিশ লিখেছিলেন। আমরা 'শাদা' ও 'জিনিশ' চাই।

অন্তত অতৎসম শব্দে স-এর উচ্চারণ যেখানে শ-এর মতো সেখানে স-এর স্থানে শ দিয়ে বানান করা অভিপ্রেত। বিশেষত যেখানে শ ব্যবহারের আরও যুক্তি আছে সেখানে শ গ্রহণ না করার কোনও কারণ থাকতে পারে না। এখানে তেমন কিছু শব্দের ব্যাপারে আলোচনা করা যাচ্ছে।

| | | |
|---|---|---|
| ফাঁসি/ফাঁশি | কলস/কলশ | সঙ্কুল/শঙ্কুল |
| ফাঁস/ফাঁশ | মাকড়সা/মাকড়শা | সরণি/শরণি |
| খোসা/খোশা | সারঙ্গ/শারঙ্গ | রসুণ/রশুণ |
| সিঁড়ি/শিঁড়ি | সীতা/শীতা | রসনা/রশনা |
| | সজিনা/শজিনা | সড়ক/শড়ক |

খোশা (খোসা) তো চলতেই পারে কারণ শব্দটি এসেছে সংস্কৃত 'কোষ' থেকে [অতএব 'খোষা'-ও চলতে পারে]

'কলস' -এর বিকল্প বানান 'কলশ' সংস্কৃতেই সিদ্ধ [ভুল বলা হল; বলতে হয় 'কলশ' -এর বিকল্প 'কলস' বানান সিদ্ধ], সুতরাং কলশ কলশি চলুক। একই কারণে/যুক্তিতে শীতা শারঙ্গ শঙ্কুল শরণি রশুন রশনা গ্রাহ্য। অনেকে 'সাধ' (<শ্রদ্ধা) বানান বজায় রাখতে চান 'প্রচলনের খাতিরে'। যেখানে ব্যুৎপত্তি ও উচ্চারণ উভয় 'খাতিরে' 'শ' প্রযোজ্য সেখানে 'প্রচলনের খাতিরে' স বজায় রাখার কোনও মানে হয় না। সুতরাং ওটা শাধ কিংবা শাদ হলেই ভাল। 'মাকড়শা' চলতে পারে 'মাকড়সা'র বদলে। কারণ উচ্চারণটা আমাদের শা-এর মতোই এবং মূল সংস্কৃত শব্দ হচ্ছে 'মর্কট', তাতে স-এর বালাই নেই। প্রথম থেকেই মাকড়শা শজিনা হলে বা এখন তা করা হলে কারও দাঁত পড়ে যেত না বা এখনও যাবে না। বিশ্বাস না হলে ভাল dentist-এর পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে।

সিঁড়ি শব্দটি এসেছে 'শ্রেণী' থেকে। শ্রেণী-তে 'শ', সুতরাং 'সিঁড়ি'র বদলে শিঁড়ি গ্রহণযোগ্য। সারি-ও শ্রেণি থেকে তাই শারি চাই। শ্রেষ্ঠ থেকে সেরা, সুতরাং শেরা অযৌক্তিক কি? সংস্কৃত 'শুদ্ধ' থেকে এসেছে 'সিধা', তা 'শিধা' হওয়া বাঞ্ছনীয়। তৃষ্ণা'র তদ্ভব তিয়াশ হবে ['তিয়াস' নয়।] 'সপ্ত' থেকে মাগধি প্রাকৃতে শত্ত, অতঃপর বাংলায় 'শাত' হওয়ারই কথা কিন্তু এখন লেখা হচ্ছে 'সাত'; 'শাত' হওয়া বাঞ্ছনীয়।



www.pathagar.com

ফাঁসি/ফাঁস এসেছে সংস্কৃত পাশ থেকে। সুতরাং ফাঁশি/ফাঁশ বানান চলতে পারে। সংসদ বাংলা অভিধান -এ বিকল্পে ফাঁশ বানান নেওয়া হয়েছে, প্রাথমিক রূপে নেওয়া উচিত ছিল।

আরেকটি 'ফাঁস' শব্দ আছে যার অর্থ প্রকাশিত, ব্যক্ত [যেমন, গোপন বিষয় ফাঁস করে দেওয়া] এই ফাঁস এসেছে ফার্সি 'ফাশ' থেকে সুতরাং বাংলায় ফাঁশ হোক। বাংলায় 'তদ্ভব' ও 'বিদেশি' শব্দে আমাদের উচ্চারণ অনুসারে 'স'-এর বদলে শ ব্যবহারে কোনও ক্ষেত্রেই কোনও যুক্তিসংগত বাধা আছে বলে মনে হয় না। সুতরাং ফাঁশা (বস্ত্রাদির বুনন সম্বন্ধে), খাশা (খাসা'র স্থলে) চলা উচিত, হাশা (হাসা) যদি না-ও চলে।

আমরা যেন শাগরেদ বানান রেখে 'সাগরেদ' বর্জন করি – শব্দটা ফার্সি 'শাগির্দ' থেকে। কসুর-এর বদলে উচিত কশুর। হরিচরণের শব্দকোষ-এ কশুর প্রাথমিক হিশাবে আছে।

সানাইকে শানাই করতেই হয়। মূল ফার্সি শব্দ হচ্ছে শহ্নাঈ উচ্চারণ শানাই। আসর হয়েছে আরবি আশ্র্ থেকে – শ-এর সাথে শত্রুতা নয়, বরং শ-এর অর্থাৎ ইংরেজি sh-এর ধ্বনির ক্ষেত্রে স-এর ব্যবহার যথাসম্ভব বাদ দেওয়াই সঠিক নীতি। আশ্চর্য! এই গ্রহণযোগ্য নীতি যাঁরা গ্রহণ করেন না তাঁরাই আবার আফসোস-কে 'আফশোশ', 'কিসমিস'-কে 'কিশমিশ' করেন! আজকাল মাসুল (মাশুল-এর স্থানে) উসখুস (উশখুশ-এর স্থানে) ... চালানোর চেষ্টা হচ্ছে। এবং পুলিশ-কে পুলিস করার! মূলের উচ্চারণ লক্ষ্য হলে তো 'প্যালীস' লিখতে হয় – ইংরেজিতে police-এর উচ্চারণ 'প্যালীস'! গোমস্তাকে তো তাহলে গুমাশ্তাহ্ সেরেস্তাকে সরিশতাহ্ লিখতে হয়। এ ধরনের দুর্মতি ত্যাগ করে আমাদের বরং নোটিশ [<notice] যেমন চলছে তেমন চলতে দিতে হবে এবং ভাবতে হবে শাদা (সাদা'র স্থানে) শাবান (সাবান-এর স্থানে) মশলা ফরশা খাশ (মসলা ফরসা খাস স্থানে) লেখা যায় কি না, ঠশটশ ঠাশা ঠেশ ঠকাশ, ভরশা খাশা ডাঁশা, রকম-শকম, ভাব-শাব, ফোঁশ, ফুশ, ফিশফিশ, লশ্কর, বড়-শড়, শুড়শুড়ি, পিটুশ পিটুশ অপরিহার্য কি না। শয় শত্রু, তাই বুঝি মানুষ 'ফ্রেস' (fresh) 'সপ' (shop) 'সেড' (shed) 'ওয়াস' (wash) 'সু' (shoe) 'সেভ' (shave) সোলা লেখে? দোস্ত শব্দে স, তাই বুঝি স খুব পছন্দের?

অতীতে প্রচলিত সরম এবং সহর -কে আমরা শরম ও শহর করেছি। মূলে শরম শহর। স-এর বদলে শ প্রয়োজনে ও সুবিধার্থে আরও গ্রহণ করলে মঙ্গল হবে। হিসাব-কে হিশাব লেখা উচিত। খোলস-কে খোলশ। এবং আপোশ/আপশ, জিনিশ। পোষাক থেকে পোশাক করা গেল এবং পাপোশ পাপোশ-ই থাকতে পারল কিন্তু আপোষ-কে আপস/আপোস আর জিনিষ-কে জিনিস করার অপচেষ্টা হল – এ কেমন দুর্মতি।

বিদেশি শব্দের বাংলায় গৃহীত রূপটির বাস্তব যে উচ্চারণ বাংলাতে, সেই অনুযায়ী স বা শ হওয়া চাই – s-এর ধ্বনির জন্য স এবং sh-এর ধ্বনির জন্য শ। বিদেশি শব্দের মূল উচ্চারণ (s বা sh) অনুযায়ী বাংলায় গৃহীত শব্দে স বা শ ব্যবহার করতে চাওয়া একটা ভ্রান্ত নীতি। তা না হলে তো গোমস্তা সেরেস্তা কিস্তি ভিস্তি কুস্তি ইত্যাদির স পাল্টে শ লাগানো কর্তব্য হয় কারণ এগুলি এসেছে গুমাশ্তাহ্ সরিশতহ্ কিশ্তী বিহিশ্তী কুশ্তী থেকে। আবার বাংলায় উচ্চারণ অনুসারে মূলের 'স' 'ছ'-এ পরিবর্তিত হয়েছে অনেকগুলি শব্দে, যেমন: কেচ্ছা পছন্দ ছয়লাব মিছিল অছি অছিয়ত অছিলা আক্ছার তছরুপ তছনছ বাছুর (কিস্সা পসন্দ্ সইল-অব মিস্ল্ ওয়াসিল আক্সার তসররুপ তহ্স্ নহ্স্ ও বৎসরূপ থেকে)। একইভাবে গোছল। 'শ'-স্থানেও 'ছ' হয়েছে, যেমন মিশর নাম থেকে মিছরি ["মিশ্রী



www.pathagar.com

অমার্জনীয় বর্ণ বিন্যাস।" – পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য]। স স্থানে 'চ'-ও হয়েছে, যেমন: নাকিস থেকে নাকচ; 'ন' স্থানে 'ল' হয়েছে, যেমন: নুকসান থেকে লোকসান*, যেটা 'লোকশান' করে নিলেই লাভ।

এ ধরনের শব্দসমূহের বানানের ব্যাপারে মূল-বিদেশি-তে কী উচ্চারণ ছিল সেটার খোঁজ নেওয়ারই কোনও প্রয়োজন পড়ে না। আয়েশ উশুল ওয়াশিল কুব্লুশ কোশেশ বালাপোশ চাপরাশি হামেশা হাশিশ খুশি খোশখবর তামাশা তফশিল তহশিল পোশাক বকশিশ বাদশাহি বালিশ মিশি মজলিশ শিশমহল হুঁশিয়ার ... -এর শ-স্থানে স বা ছ করার ফিকির স্বাগতযোগ্য হতে পারে না। আবার আফসোস কিসমিস তসবির ফার্সি মুসলমান সুলতান আসমান ইনসান হাদিস সিতারা প্রভৃতিতে শ প্রয়োগের কোনও কারণ থাকতে পারে না। কিন্তু সাদা ও সাবান উচ্চারণ অনুযায়ী শাদা ও শাবান করা সংগত। এবং 'পয়সা'-কে 'পয়শা' করা।

পানি খাওয়ার glass-এর বাংলা গেলাশ, তা কাচ ছাড়াও অন্য অনেক কিছু'র তৈরি হতে পারে। আর কাচ হচ্ছে glass নামক পদার্থ। তেমনি class-এর একটি বাংলা অর্থ হচ্ছে কেলাশ [তুমি কোন কেলাশে পড়? এবং কোন ইশ্‌কুলে?] তেমনি পুলিশ নোটিশ বাংলা শব্দ।

ইংরেজি cornice থেকে কার্নিশ। ইংরেজি pinnace থেকে পান্‌শি poultice থেকে পুলটিশ। jesus-কে যিশু করা [এবং Christ-কে খৃষ্ট করা] সমীচীন। Leonardo de Vinci এই নামের Vinci অংশটি ইটালিয়ানে ভিন্‌চি উচ্চারিত, তবু ইংরেজিতে উচ্চারণ ভিন্‌শি। box বাংলায় বাক্‌শো। এমনকি সংস্কৃত 'সুদ্ধ' ধাতুর সাথে সম্পর্কযুক্ত হলেও বাংলায় 'শুধানো' চলছে। তাকে 'সুধানো' করতে হবে না। তেমনি 'শলাপরামর্শ'ই থাকবে, যদিও 'শলা' এসেছে 'সলাহ্' থেকে। পুলিশ-কে* পুলিস করার, মুশকিল-কে মুস্কিল করার, মশকরা-কে মসকরা (/মস্করা) করার গর্হিত প্রবণতা দেখা গিয়েছে। কৃকলাশ ও কৃকলাস দুই বানানই সংস্কৃতে সিদ্ধ, কিন্তু কৃকলাস-কে অগ্রাধিকার দেওয়ার অন্যায় প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, অথচ উচ্চারণটা আমাদের 'শ'-এর মতো। আমরা যেন কৃকলাশ বানান, তার থেকে পাওয়া তদ্ভব শব্দে কাক্‌লাশ বানান, গ্রহণ করি। শৌখিন শখ শুব্লু শনাক্ত লশকর মূল অনুযায়ী শ-যুক্ত। এগুলিকে

---

* স্নেহ থেকে 'নাই' হয়ে 'লাই' হয়েছে (প্রশ্রয় অর্থে); তাকে ফের 'নাই' করা চলবে না। ন-এর লকারীভবন হতেই পারে। নজ্জা>লাং ঘূর্ণ>ঘোল। আব্‌নুস (ইং, ebony) থেকে আবলুস। লাচার <নাচার (ফা.)। লজ্জা < নযহ্ (ফা.) পক্ষান্তরে নুন নোনা নোড়া (<লোষ্ট্র) নোঙ্গার (<লঙ্গার (ফা.)), নিলাম (<লিলাওঁ (পর্তু.)) প্রভৃতির বেলায় উল্টা হয়। র্→ল্ অথবা ল্→র্ প্রভৃতিও হয়ে থাকে: রোহিত/লোহিত, রশুন/লশুন, তব্লুণ/তলুন, চরাচর/চলাচল, ভীরুক/ভীলুক (= ভীরু) রোম্‌ন লোমন্ (= hair) শরারি>শরাইল। পাংশুল হয়ে যায় পাংশুর থেকে [তুলনীয়– পাণ্ডুর]। মাতুর থেকে মাতুল হয় শ্রথ>শিথিল হয়। বৈদিক মূল অনুসারে যা অশ্রীর হওয়ার কথা তা হয় অশ্লীল। আবার যা 'মিশ্‌ল' ছিল তা হয় মিশ্র। কর্ষ+√সো+অ = কল্মষ হয়। শূর্প>শুলপি চত্বর>চাতাল হরিদ্রা>হলুদ বরটা>বোলতা হয়। আবার মত্‌বালা>মাতোয়ারা। পিঠাপুলি কিন্তু ডাল-পুরি। আঁচল হয় আঁচর। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আছে "এসো এসো বঁধু এসো, আধেক আঁচরে বসো", এখানে আঁচরে মানে হচ্ছে আঁচলে। তারপরে বাদল এবং ভাদর তো একই, ভাদর স্থানে বাদর-ও হয়, মোটের উপর র ল হল বা ল র হল। জালা মূলত জর্‌রহ থেকে [একই মূল থেকে ইংরেজি jar] মলম হয় মর্‌হম থেকে। নওশাদুর থেকে নিশাদল। দেওয়াল-এর মূলে ফার্সি দীওয়ার। অশোক-এর তোপরা লিপিতে আছে- "দেবানং পিয়ো পিয়দসি লাজা' [লাজা = রাজা]। দ্বারতঃ হয়েছে দুবালতে।

* 'পুলিশ নোটিশ' এরূপ বানানে বাংলা শব্দে পরিণত, তাই তালব্য-শ ['অধিক প্রচলিত হওয়ার সুবাদে তালব্য-শ', এমন বলা অসংগত এবং নষ্টামি]।



www.pathagar.com

কেউ স-যুক্ত করলে তার চাকুরি যাওয়া উচিত, তার বই ছাপানো বন্ধ হওয়া উচিত। তবে তশ্‌তরি'র বিকল্প হিশাবে তস্তরি থাকতে পারে।

ষত্ব-বিধানের প্রসারের মানে হচ্ছে আসোলে ষত্ব-বিধানে যুক্তি ও সংগতি বিধান। আর প্রস্তাবিত শত্ব-বিধান বানানকে অল্পায়াশে উচ্চারণানুগ করার দিকে একটি পদক্ষেপ হতে পারে।

## য-এর ব্যবহার প্রসঙ্গে

গিয়ারসন আরও বলেন — "He writes bahya and says bajja" (বামআ. পৃ. 88)

এর-উত্তরও আগেরটার মতোই হতে পারে। সংস্কৃত য হচ্ছে য়-এর মতো, বাংলায় য হচ্ছে য-এর মতোই, অর্থাৎ য়-এর মতো নয়, এবং j হচ্ছে য-ফলা ও য়-ফলা দুইই ['বর্ণ-চিহ্নের সংখ্যা কমানো সম্ভব' পর্বে য়-এর উপর আলোচনা দ্রষ্টব্য]।

অ-তৎসম শব্দের বানানে য-কে ইংরেজি z-এর ধ্বনির জন্য নির্দিষ্ট করতে অসুবিধা কোথায়, আমি বুঝি না। ইতিহাস-এর কথা যদি তোলা হয় – ইতিহাস তো বলে সংস্কৃতে য-এর উচ্চারণ ছিল 'ইঅ'-এর বা 'ঈঅ'-এর মতো। হিন্দিতে এবং হয়তো আরও অনেক ভাষায় এখনও তাই আছে। উচ্চারণ ছিল 'ইঅ'-এর বা 'ঈঅ'-এর মতো এমন যার ইতিহাস, তাকে z-এর মতো উচ্চারণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না কেন?

য-এর উচ্চারণ যে ইঅ ছিল সেটা জানলে স্বাভাবিক মনে হবে সন্ধির এই নিয়ম: শক্তি+অনুসারে = শক্ত্যনুসারে। ব্যধ্+ত = বিদ্ধ কেন হয় তা-ও খোলাশা হয়ে যায় অনতিবিলম্বেই। এবং গ্রামাঞ্চলে 'ন্যায়'-কে ['তর্ক' অর্থে] কেন 'নিয়াই'-এর মতো উচ্চারণ করা হয় সেটাও। গ্রাম্য অশিক্ষিত মানুষেরা এই খাঁটি সংস্কৃত শব্দটি বিশুদ্ধ সংস্কৃত অর্থে ও উচ্চারণে ব্যবহার করে আসছে [স্মরণীয়, 'ন্যায়শাস্ত্র' মানে 'তর্কশাস্ত্র'], কিন্তু শিক্ষিত লোকেরা প্রায়ই মনে করছে এটা একটা গ্রাম্য অশিক্ষিত অশুদ্ধ শব্দ।

আমরা ং (অনুস্বার) -এর সংস্কৃত উচ্চারণ করি না। ং-এর সংস্কৃত উচ্চারণ ঙ্-এর মতো নয়, যেমন আমরা করি। ঞ-এর উচ্চারণ মূলে ছিল ঙ-এর মতো। বাংলায় এখন তা নেই। মূলে ম-ফলার উচ্চারণ স্পষ্ট ম-এর মতোই হত [পদ্মা = পদ্‌মা]। বাংলায় এখন তা হয় না [এখন পদ্মা = পদ্‌দাঁ]। যজ্ঞ বিজ্ঞ জ্ঞান ইত্যাদির সংস্কৃত উচ্চারণ যজ্ঞঁ, বিজ্ঞঁ, জ্ঞাঁন! সেজন্যই সন্ধিতে তৎ+জ্ঞান = তজ্‌জ্ঞান [তদ্‌জ্ঞান-নয়]।

'স্বামী'র প্রমিত উচ্চারণ বাংলায় বর্তমানে শামি (shami), মূলে এর উচ্চারণ ছিল সুয়ামী→সোয়ামী (swamee)। বাংলাদেশের অনেক মানুষ যে 'শোয়ামী' বলে তা অকারণে নয়। তেমনি 'স্বস্তি'র উচ্চারণ ছিল 'সুআস্তি→সোয়াস্তি' (স্মরণীয় : অ হচ্ছে সংস্কৃতে হ্রস্ব-আ); সুতরাং মানুষের মুখের 'শোয়াস্তি' খাঁটি সংস্কৃত উচ্চারণের অত্যন্ত কাছাকাছি। একইভাবে দুয়ার হচ্ছে দ্বার-এর খাঁটি সংস্কৃত উচ্চারণের কাছাকাছি। 'খাটি গাওয়া ঘি'-এর 'গাওয়া' কিন্তু 'গব্য' শব্দের খাঁটি সংস্কৃত উচ্চারণ থেকে খুব আলাদা কিছু নয়।

মোট কথা য-এর উচ্চারণ ছিল য়-এর মতো। তার থেকে বাংলায় হয়েছে জ-এর মতো — ইংরেজি j -এর মতো; তার সাথে য-এর আর একটি ভূমিকা যুক্ত করা যাবে — তা হচ্ছে অতৎসম শব্দে ইংরেজি z-এর ধ্বনি নির্দেশ করা। এটা এখন অত্যন্ত দরকার, অতীতে হয়তো এতটা ছিল না। মহাভারত-এর বঙ্গানুবাদে হয়তো একটিও এমন শব্দ নেই যাতে z-এর ধ্বনি দরকার। আধুনিককালে অজস্র বিষয়ে জ্ঞান/তথ্য-চর্চায় এমন শব্দের ব্যবহার প্রচুর।



www.pathagar.com

বরং অন্তত অতৎসম শব্দে j-এর উচ্চারণের জন্য য-এর ব্যবহার সম্পূর্ণ বাতিল হওয়াই উচিত। বীরেশ্বর সেন লিখেছেন:

"... যাওয়া, যেমন প্রভৃতি শব্দ য দিয়া লেখা অনুচিত এবং কালে তাহার সংশোধন হইবে।"

Aztec-কে বাংলায় 'আজটেক' লেখা হলে তার থেকে কেমনে বোঝা যাবে যে উচ্চারণটা Aztec-এর মতো [j-এর না হয়ে z-এর উচ্চারণ] হওয়া চাই? কেউ কেউ লিখেছেন যে বিদ্যাশিক্ষার গুণে মানুষ জানতে পারবে কোনটি ঈপ্সিত উচ্চারণ। কিন্তু একজন শিক্ষার্থী ইপ্সিত উচ্চারণটা যার কাছ থেকে শিখবে তার শিক্ষাটাই যদি নির্ভুল না হয়? হবে যে, তার নিশ্চয়তা কী?

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

"যে সংস্কৃত শব্দ বাংলা হইয়া যায় নাই, তাহা সংস্কৃতেই আছে, যাহা বাংলা হইয়া গেছে, তাহা বাংলাই হইয়াছে – এই সহজ কথাটা মনে রাখা শক্ত নহে। কিন্তু কেতাবের বাংলায় প্রতিদিন ইহার ব্যতিক্রম হইতেছে। আমরা জড়-এর জ এবং যখন-এর য একই রকম উচ্চারণ করি, আলাদা রকম লিখি। উপায় নাই। শিশু বাংলা গদ্যের ধাত্রী ছিলেন যাঁহারা, তাঁহারা এই কাণ্ড করিয়া রাখিয়াছেন। সাবেক কালে যখন শব্দটাকে বর্গ্য জ দিয়া লেখা চলিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতরা যৎ শব্দের অনুরোধে বর্গ্য জ-কে অন্তস্থ য করিয়া লইলেন, অথচ ক্ষণ শব্দের মূর্ধন্য ণ-কে বাংলায় দন্ত্য ন-ই রাখিয়া দিলেন। তাহাতে, এই যখন শব্দটা একাঙ্গীভূত হরগৌরীর মতো হইল; তাহার –

আধভালে শুদ্ধ অন্তস্থ সাজে
আধভালে বঙ্গ বর্গীয় রাজে।" (শত, পৃ. ১১৪)

z ধ্বনির জন্য য ব্যবহারের দৃষ্টান্ত আছে, যেমন প্রাচীনলিপিতে Azes অযেস Kuzul কুযুল। আবার রাজা রামমোহন রায়ের লেখায় জে, জাহার ইত্যাদি বানান পাওয়া যায়।

বিদেশি শব্দের বানানে/প্রতিবর্ণীকরণে য-এর সংগত প্রয়োগ নিচে দেখানো হল:

এক্‌যিমা এগ্‌যস্ট এগ্‌যামিন এগ্‌যিট এগ্‌যিবিশন কন্‌যিউমার কম্যুনিয্‌ম্ বা কমিউনিয্‌ম্ কম্‌পোয কম্‌পোযিটর কম্‌পোযিটরি কুইয ক্যায়্যুয়ালটি ক্যায়্যুয়াল লীভ ক্যাণ্টনিয ক্ল্যাসিসিয্‌ম্ ক্লোয ক্লোযার গ্লেইয্‌ড্ টাইল যুওলজি/যূলজি যেরক্স টূরিয্‌ম্ ট্রান্‌যিট ট্রান্‌যিস্টর ট্রেযারার ট্রেযারি ট্রাপিযিয়াম ডিযাইন ডিযাইনার ডিযেল/ডীযেল ডিপোযিট ডিপোযিশন ভিযিটিং কার্ড ভেণ্ট্রিলোকুইয্‌ম্ মার্স্কিয্‌ম্ মিউযিক মিউযিকোলজি মিউযিকাল মিউযিওলজি মিউযিশিয়ান মেকানিয্‌ম মেটাফিযিক্স মোযাইক রিযার্ভ রিযার্ভেশন রিযার্ভোয়ার রিলীয রেযাল্ট লিমূযিন ল্যারিংযাইটিস লেযার সীয সীযার সীযারিয়ান সিনিসিয্‌ম্ সিভিলাইযেশন সেইফ্‌টি মেযার ন্যাশনালাইযেশন পযিটিভ পযিট্রন পযেশন পার্টিযান কলোনিয়ালিয্‌ম্ ক্যাপিটালিয্‌ম্ প্রোপোযিশন প্রাইয প্রিয্‌ম্ অ্যায্‌মা ফিউয ফিযিক্স ফিযিওথেরাপি ফিযিওলজি ফোরক্লোয ব্রীয ভিযিট ভিযিটর।

## ঋ এবং ঋ-কার

"খৃষ্ট খ্রিষ্ট খ্রীষ্ট। প্রথম বানানটা অন্য দুইটা অপেক্ষা অল্প সময়ে অল্প আয়াসে লেখা যায়। ঋকারের রি উচ্চারণ বাংলা দেশে সর্বত্র প্রচলিত।" — বীরেশ্বর সেন।

বাংলায় 'সংস্কৃত ঋ ধ্বনি'র উচ্চারণ শুদ্ধ হয় কি না হয় তাতে কার কী ক্ষতি? আমাদের বিবেচ্য হল বাংলা বর্ণমালার অন্তর্গত ঋ ও ঋ-কার (ৃ) এবং বাংলায় আমরা তার কেমন উচ্চারণ করি



www.pathagar.com

তাই। ঋ যদি বাংলায় থাকতে পারে তাহলে বাংলায় আগত 'বিদেশি' শব্দে বা বিদেশি শব্দের লিপ্যন্তরে ঋ এবং ঋ-কার ( ৃ) চলবেই। সুতরাং বৃটেন খৃষ্ট বৃস্টল চলবে। বৃজ (bridge) চলবে। [তবে breeze-এর বেলায় 'ব্রীয' লাগবে, এখানে বৃ অচল। অবশ্য একটা দীর্ঘ ঋকার চিহ্ন তৈরি করে নিলে আর ব্রীয লিখতে হয় না।] তা যদি সত্যি খুব অসহনীয় হয়ে থাকে তাহলে তো সমগ্র বাংলা ভাষা থেকে ঋ এবং ৃ বিসর্জন দেওয়া অথবা তৎসম শব্দ ভাণ্ডারকেই বা তার মধ্যেকার ঋ/ঋ-কারযুক্ত বানানের সকল শব্দ, বাংলা ভাষা থেকে ছেঁটে দেওয়া সংগত হয়। 'সংস্কৃত ঋ-এর শুদ্ধ উচ্চারণ বাংলায় হয় না' – বেশ কথা। তৎসম শব্দের ঋ/ঋ-কার -এর উচ্চারণ বাংলায় শুদ্ধ হয় কি? হয় না। তাহলে কি সেসব শব্দে ঋ-স্থানে এবং ঋ-কার স্থানে রি এবং র-ফলা-ই-কার করে নেব? অথবা সেই সব শব্দ বাংলা ভাষা থেকে বাদ দেব? যদি এর কোনও-টা-ই না করি তাহলে খৃষ্ট বৃটিশ বৃস্টল কৃকেট বৃজ (bridge) খুব চলবে।

'সংস্কৃত ঋ-এর উচ্চারণ বাংলায় শুদ্ধ হয় না', অতএব বাংলা বুঝি অ-শুদ্ধ ভাষা? জ্ঞ-এর উচ্চারণ আমরা সংস্কৃতে যেমন, তেমন করি না। এবং ভাষাচার্য সুনীতিকুমার বলছেন– "প্রাচীন কালে সংস্কৃতে, "চ, ছ, জ, ঝ"-এর উচ্চারণ আধুনিক উচ্চারণ হইতে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের ছিল; প্রাচীন উচ্চারণে এগুলি বিশুদ্ধ স্পর্শ-বর্ণ ছিল...।" তাহলে? বাংলায় আগত বিদেশি শব্দে বা বিদেশি শব্দের লিপ্যন্তরে 'চ ছ জ ঝ'-এর ব্যবহার চলবে কি? – যে 'যুক্তি'তে ঋ-এর ব্যবহার নিষেধ করা হয় সেই 'যুক্তি'তে? সুনীতিকুমার আরও জানান– "সংস্কৃতে "পীড়া", "মূঢ়" প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণ ছিল পী-ডা, মূঢ"; তাহলে আধুনিক বাংলার নতুন উচ্চারণ সংস্কৃতের হিশাবে অশুদ্ধ! বাংলা-ভাষাকে শুদ্ধ বলার কোনও রাস্তাই তো নেই! "বিশুদ্ধ মূর্ধন্য ণ-এর ধ্বনি কতকটা ড়ঁ-এর মত শোনায়।" বাংলায় ক্ষ-এর উচ্চারণ 'ক্‌খ্‌'-এর মতো, কিন্তু সে তো 'অশুদ্ধ'; 'শুদ্ধ' হচ্ছে-ক্‌ষ-এর মতো। সুনীতিকুমার আরও বলেন– "বাঙ্গালায় কিন্তু "ফ" ও "ভ" [সংস্কৃতে যেমন, তেমন] আর বিশুদ্ধ মহাপ্রাণ স্পৃষ্ট ধ্বনি নাই, spirant বা উষ্ম ধ্বনিতে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে...।" ং-এর উচ্চারণ বাংলায় দাঁড়িয়েছে স্রেফ ঙ-এর মতো; সংস্কৃতে তা নয়। য-এর উচ্চারণ সংস্কৃতে ইঅ, কিন্তু বাংলায় তা নেই, য-ফলার ক্ষেত্রে কিছুটা মাত্র আছে। অন্তঃস্থ ব -এর সংস্কৃত উচ্চারণ উঅ, যা বাংলাতে এমনকি ব-ফলার ক্ষেত্রেও বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট নেই।

সংস্কৃতে অ ছিল হ্রস্ব-আ, ঐ এবং ঔ-এর ধ্বনি ছিল যথাক্রমে আই এবং আউ -এর মতো। বাংলা ভাষা তাহলে ভয়ানক 'অশুদ্ধ', সব দিক দিয়েই! তাহলে তো এ ভাষা পরিত্যাজ্য, এ-ভাষার বানান বিধি বানান অভিধান প্রয়োগ অভিধান লিখতে যাওয়া কেন? এ-ভাষায় প্রায় সব কিছুই যখন অশুদ্ধ তখন ঋ-এর উচ্চারণ শুদ্ধ হল কি না তা নিয়ে বাক্য ব্যয় বোকামি, তার চেয়ে বাংলা ভাষা বর্জন করে হিন্দি-ভাষী হয়ে যাওয়া সংগত হয়– তাই নয় কি?

আমাদের কথা হচ্ছে ঋ-এর উচ্চারণ বাংলায় যা করা হয়, বাংলার পক্ষে সেটাই শুদ্ধ উচ্চারণ। এটুকু যদি আমরা না বুঝি তাহলে সেজন্য আমাদেরকে কেউ গবেট বললে অন্যায় হবে না।

উড়িষ্যা'র এবং মহারাষ্ট্রের ভাষায় ঋ-এর উচ্চারণ দাঁড়িয়েছে রু। আমরা নতুন -কার চিহ্ন তৈরি করে নিতে পারি; সে প্রসঙ্গ পরে আসছে। আমরা কৃস্টাল বৃটিশ লিখলে তারা তাকে ক্রুস্টাল ব্রুটিশ পড়বে। এজন্যই পশ্চিম বঙ্গীয়দের ঋ এবং ঋ-কার অপছন্দ; (বাংলাদেশের আহম্মকরা না বুঝে চট করে তাদের অনুসরণ করে)। বেশ, কিন্তু বাংলাদেশের তাতে কিছু আসে-যায়? তাছাড়া তৎসম শব্দেও তারা ঋ-স্থানে রু উচ্চারণ করছে, 'বৃটিশ'-কে তারা ব্রুটিশ ইত্যাদি উচ্চারণ করুক-না, তাতে কার কী?



www.pathagar.com

অনেক বাঙ্গালি ঘৃত-কে ঘের্তো অমৃত-কে অমের্তো উচ্চারণ করে, তা আঞ্চলিক/প্রাদেশিক/কথ্য হিশাবে বর্জনীয় ধরা হয়, অথচ ঐ উচ্চারণই শুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণের কাছাকাছি। তাহলে বলতেই হয় শুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ আধুনিক বাংলা শুদ্ধ উচ্চারণের তুলনায় অশিষ্ট; একথা আমাদের বর্ণমালার প্রতিটি বর্ণ সম্বন্ধেই সত্য। এবং বাংলাভাষা সংস্কৃত ভাষার তুলনায় উৎকৃষ্টতর। অতীতে অনেকেই সংস্কৃতের তুলনায় প্রাকৃতকে উৎকৃষ্টতর বলেছেন। সেই প্রাকৃতের তুলনায় বাংলা উৎকৃষ্টতর, সুতরাং সংস্কৃতের তুলনায় তো বটেই। অবশ্য অনেক বঙ্গীয় এই উৎকৃষ্ট বাংলাকে পচিয়ে ফেলতে প্রয়াসী হচ্ছেন – অত্যন্ত ভয়ের ব্যাপার।

কোনও বিশেষ বাতিকের বশে ভাষাকে সুবিধাবঞ্চিত করা চাই-না। সুতরাং বৃস্টল কৃস্টাল কেমিস্ট্রি কংক্রিট ইত্যাদি চলুক।

## হ্রস্বস্বর, দীর্ঘস্বর

"মূল শব্দের উচ্চারণে যদি ঈ ঊ থাকে তবে বাংলা বানানে ঈ ঊ বিধেয়; যথা – সীল (seal), ঈস্ট (east), ঊস্টার (Worcester), স্পূল (spool)।" কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান সংস্কার সমিতি

'অ-তৎসম' শব্দে শুধু হ্রস্বস্বর ব্যবহারের বিষয়ে অনেক মহলে আগ্রহ। এ ব্যাপারে 'বিধি'টি (!) হচ্ছে 'তৎসম' শব্দের যেখানে ঈ-কার/ঊ-কার দেওয়ার সেখানে অবশ্যই তাই দিতে হবে কিন্তু অ-তৎসম সকল শব্দে শুধু হ্রস্বস্বর। সেখানে দীর্ঘস্বর একেবারেই নাকি বর্জনীয়।

কিন্তু ঈ-কার/ঊ-কার এমন বিজাতীয় কিছু নয় যা শুধু 'তৎসম' শব্দের জন্য রাখতে হবে, অন্যথায় নয়। তৎসম ও অতৎসম শব্দের মধ্যে এমন চরম বিভাজন অযৌক্তিক, অসংগত।

শুধু 'বিধি' হলে চলে না, বুদ্ধি-ও প্রয়োজন। দীর্ঘস্বর-চিহ্নগুলি আমাদের ভাষা/বর্ণমালা'র সম্পদ। দীর্ঘ স্বর পরিহার করাতে বর্ণমালার সমৃদ্ধি, গ্রহণ ক্ষমতা এবং প্রকাশ ক্ষমতা ক্ষুণ্ন হচ্ছে, যেমন বিদেশি ভাষার শব্দের ক্ষেত্রে বানান-ভেদ-নির্দেশের সুবিধা বিসর্জন দেওয়া হচ্ছে।

এ ধারণা অ-সত্য যে রবীন্দ্রনাথ অতৎসম শব্দের দীর্ঘস্বর বর্জন চেয়েছিলেন। হ্রস্বস্বরের পক্ষে জোরালো ঝোঁক সত্ত্বেও তিনি -কি এবং কী -এর ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ চালু করেন। আরও লক্ষণীয় – কী চালু করা সত্ত্বেও তিনি কিন্তু 'আর-কি, এমন-কি কিসের' লিখেছেন, 'এমনকী, আরকী, কীসের' লেখার প্রয়োজন বোধ করেননি [অনেকে যেমন প্রয়োজন বোধ করেন – অতি-শুদ্ধতার বাতিক], তিনি নিচু নিচে চালু করতে কুণ্ঠিত হননি [এবং তা আবশ্যক, সংস্কৃতের সমর্থন না থাকলেও], সংস্কৃত ব্যাকরণ/অভিধান লঙ্ঘন করেও তৎসম শব্দের বানানে দীর্ঘস্বর-স্থানে হ্রস্বস্বর ব্যবহার করেছেন, যেমন 'ঘটি'তে। তথাপি তিনি যে 'বীম্‌স্ সাহেব, কীট্‌স্, গ্রীসীয়, হাইপীরিয়ন' লিখেছেন সে তো বিশেষ প্রয়োজন বোধ না করলে বা কারও ফরমাশে নিশ্চয়ই নয়। ['দায়ি' বানানের পক্ষে যুক্তি দিয়েছিলেন যে মণীন্দ্রকুমার ঘোষ, তিনিও 'কীট্‌স্' লিখেছেন।] তাছাড়া তিনি তো কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান সংস্কার সমিতি -এর সিদ্ধান্তে সমর্থন ঘোষণা করেছিলেন।

ইংরেজিতে দীর্ঘস্বর আছে। সুতরাং ইংরেজির বাংলা লিপ্যন্তরে দীর্ঘস্বর বর্জন সুরুচি-সুবুদ্ধির অভাবের পরিচায়ক। উচিত হচ্ছে শব্দ ভেদ অনুযায়ী হ্রস্ব ও দীর্ঘস্বর নির্দেশ করা, অর্থাৎ দীর্ঘস্বর বর্ণ/চিহ্ন ব্যবহার করা। সে জন্য বর্ণ ও চিহ্ন আমাদের হাতেই আছে, সেটা আমাদের সম্পদ, তা ব্যবহার না করতে বলা আমাদেরকে দরিদ্র করতে চাওয়ারই শামিল।



www.pathagar.com

আর ভাষাচার্য সুনীতিকুমার স্পষ্ট বলেছেন –

"ইংরেজীতে "ই" ধ্বনি ও "উ" ধ্বনি হ্রস্ব ও দীর্ঘ উভয় রূপেই মিলে, হ্রস্ব বা দীর্ঘ অনুসারে অর্থের পার্থক্য হয়; অতএব বাঙ্গালায় "হ্রস্ব ই, উ" এবং "দীর্ঘ ঈ, ঊ" যথাযথ ব্যবহার করা উচিত; যথা bit "বিট", beet "বীট", sick "সিক", seek "সীক"; city = "সিটি" (সীটী নহে); seat = "সীট" (সিট বা শিট নহে); rude "রুড"; root "রূট" ইত্যাদি।"

সুনীতিকুমার -এর ঝোঁক ছিল দীর্ঘস্বরের দিকে। তিনি এমনকি 'একটি'-কে একটী লিখতেন; [আসোলে সাধারণভাবে দীর্ঘস্বরের ব্যাপারে তাঁর তেমন কোনও দুর্বলতা ছিল না। তিনি বলতেন দীর্ঘ-ঈ-কারটা লিখতে সহজ বলেই তিনি তা বেশি ব্যবহার করেন। দীর্ঘ-ঈ-কারটা (ী) সত্যিই সুবিধাজনক এবং যুক্তিসংগত; আ-কার যেমন উদ্দিষ্ট বর্ণের সামনে বসে, ী-চিহ্নটিও তেমনি] কিন্তু তিনি যে beet-কে "বীট", seek-কে "সীক"; seat-কে "সীট" লিখতে বললেন সেখানে রবীন্দ্রনাথের সাথে তাঁর কোনও প্রভেদ নেই; তিনি কিন্তু পরিষ্কার বলেছেন bit sick city প্রভৃতিকে বীট সীক সীটী লেখা চলবে না, অর্থাৎ তিনি এখানে ঢালাওভাবে দীর্ঘস্বর ব্যবহারের একদম বিপক্ষে, "যথাযথ ব্যবহার"-এর পক্ষে। তাঁর মতে east-এর লিপ্যন্তর ঈস্ট সংগত, Sheffield-এর শেফীল্ড। দীর্ঘস্বরের প্রতি ঝোঁকের বশে তিনি বীট (beet), সীক (seek), ঈস্ট (east), শেফীল্ড (Sheffield) লেখার উপর জোর দিয়েছেন এমন দাবি কেউ করলে সে যে ভণ্ড তা নিশ্চয় করে বলা যাবে। রবীন্দ্রনাথ সুনীতিকুমার শিক্ষিতের মৃদুমাত্র অহমিকা থেকে লিপ্যন্তরে প্রয়োজনীয় দীর্ঘস্বর ব্যবহারের পক্ষে মত দিয়েছিলেন এমন কথা বলা এক নারকীয় পৈশাচিকতা হবে।

আমরা সত্যিসত্যি দীর্ঘস্বরের উচ্চারণ করি কি না সেটা কথা নয়; ব্রাহ্মণ শব্দের ক্ষ হচ্ছে হ+ম। কিন্তু ব্রাহ্মণ-এর উচ্চারণে আমরা হ-এর আগে ম্ উচ্চারণ করি। তবু ক্ষ = 'হ+ম'-ই। 'শ্রেণী'র উচ্চারণ সব সময় sreni, তা বলে শব্দটির শ-স্থানে স কেউ চাচ্ছে না। সর্বত্র শ্র এবং শৃ -এর উচ্চারণে s-এর ধ্বনি [sh-এর নয়], তবু শ বজায় থাকছে, সেস্থানে স করা হচ্ছে না। অনেক-অনেক মানুষ সম্মান-এর উচ্চারণ করে 'সন্মান', তাতে ক্ষতি নেই, তবু বানানটা সম্মান-ই থাকবে। যে সব ইংরেজি শব্দের বৃটিশ উচ্চারণে r উহ্য থাকে সেসবের বাংলা লিপ্যন্তরে আমরা r-স্থানে র-এর ব্যবহার করে থাকি। আবার কোটি কোটি ইংরেজি-ভাষী আজকাল অনেক ক্ষেত্রে স্বরধ্বনির স্থানে একটি r-এর ধ্বনি যোগ করে দিচ্ছে উচ্চারণের বেলায়*, কিন্তু লেখার/ছাপার বেলায় কেউ সেখানে r-বর্ণ [বাংলা লিপ্যন্তরে র] যোগ করতে বলছে না বা উক্তরূপ উচ্চারণে দোষারোপ করছে না। 'picked kidnapped fixed missed kissed' 'পিক্‌ট্ কিড্‌ন্যাপ্‌ট্ ফিক্সট্ মিস্‌ট্ কিস্‌ট্' উচ্চারণ না করে উপায় নেই [পরীক্ষা করে দেখুন] কিন্তু লিখতে হবে 'পিক্‌ড্ কিড্ন্যাপ্‌ড্ ফিক্সড্' মিস্‌ড্ কিস্‌ড্।

আর যা-ই হোক ইংরেজি থেকে আসা শব্দে ও ইংরেজি শব্দের লিপ্যন্তরে দীর্ঘস্বরবর্ণ/চিহ্নের ব্যহার করা যুক্তিসংগত। বিবেচ্য হচ্ছে wick এবং week আলাদা আলাদা বানানে আলাদা আলাদা শব্দ সুতরাং তাদের বাংলা বানান আলাদা আলাদা না-করার আবশ্যকতা কোথায়। sit - seat, bit - beat, be-bee, pit-peat, it - eat সম্বন্ধেও একই রকম আলোচনা খাটে। আমরা spade-এর বাংলা কোদাল করব আর piano'র বাংলাও কোদাল

---

* যেমন idea of এবং area of -কে উচ্চারণ করা হয় idearof এবং arearof। hyena intelligence-কে hyenarintelligence, awe-inspiring-কে awe-rinspiring।



www.pathagar.com

করব? 'প্রস্রাব করা'-কেও কি 'প্রসব করা' লিখব? piss-কে 'পিস' এবং peace-কেও 'পিস'? মেসোপটেমিয়া-কে মেছো-পট্টি?

তাছাড়া sit এবং seat -এর উচ্চারণ একরকম নয়, ইংরেজিতে তো নয়ই, বাঙালির মুখেও নয়। shooting-এর উচ্চারণ 'সুটিং'-এর মতো, না শূটিং-এর মতো? ইংরেজিতে spool-এর উচ্চারণ স্পূল-এর মতো না হোক, 'স্পুল-এর মতোও তো নয় [একক হ্রস্বধ্বনির নয়]। তেমনি book-এর উচ্চারণ 'বূক' নয়, কিন্তু 'বুক'ও নয়। spool সম্বন্ধে না-হয় ঐ কথা অবান্তর হলেও বলা যায়, কিন্তু sloop সম্বন্ধে তা-ও বলা চলে না। boot-এর উচ্চারণ অবশ্যই বূট এবং soot root hood food mood doom-এর সূট রূট হূড ফূড মূড ডূম। এমনকি stool-কে স্টূল ছাড়া অন্যরকম উচ্চারণ করা কোষ্ঠকাঠিন্যের মতো কষ্টদায়ক। refereeing-কে রেফারিং' লিখলে seeing-কে 'সিং' লেখা, being-কে 'বিং' লেখা সংগত হয়; লিখতে হবে রেফারীইং সীইং বিইং।

আর bridge এবং breeze? বাংলায় একরকম উচ্চারণ হয় বুঝি? breeze-এর z-এর উচ্চারণ কি বাংলায় হয় না? হলে-পরে bridge এবং breeze দুটিকেই একরকম [ব্রিজ] লিপ্যন্তর করতে চাওয়া হয় কেন? bridge ও breeze বাংলায় একই বানানে লিখতে হবে এমন দাবি করা বোকামি বা পাগলামি। breeze-এর বেলায় বাংলায় অবশ্যই দীর্ঘস্বর উচ্চারণ হয় এবং z-এর উচ্চারণ হয়; এটা অস্বীকার করা নির্লজ্জ মিথ্যাচার। breeze-এর ব্রীয় বানান আবশ্যক। দীর্ঘস্বরের উচ্চারণ এমনকি না হয়ে থাকলেও 'ব্রীয' আবশ্যক। বানানে স্বরদ্বিত্ব নেই এমন ইংরেজি-শব্দেরও ইংরেজি উচ্চারণ দীর্ঘস্বরধ্বনি-যুক্ত হতে পারে তবু সেসব শব্দের বানান পরিবর্তন করে স্বরদ্বিত্ব আনার কথা কেউ বলে না। উচ্চারণ সবসময় আসোল কথা নয়, শব্দ-ভেদে-বানান-ভেদ অনেক সময় প্রয়োজনীয়। সুতরাং বাঙালির উচ্চারণে দীর্ঘস্বর থাক বা না-থাক বানানভেদের প্রয়োজনে দীর্ঘস্বরের প্রয়োগ উপকারী, বাঞ্ছনীয় ও আবশ্যক। মূক ও বধির যারা তাদের কাছে উচ্চারণ বলে কিছু নেই, তা বলে তাদের জন্য তো বানান পরিবর্তন হয় না, ইংরেজি-জানা শিম্পাঞ্জীদের জন্যও না। kin - keen, bin - been, tin - teen, min - mean, din - dean, gin - Jeane, win - wean, ill - eel, Jill - geal, hill - heal, kill - keel, sill - seal, mill - meal, wick - week(/weak), sick - seek, lick - leek(/leak), tick - teak, pick - peak, chick - cheek, live - leave, pull - pool, full - fool, pitch - peach, bitch - beach/beech, rich - reach, list - least, fist - feast, knit - neat, hit - heat, fit - feat, pit - peat, sit - seat, bit - beet(/beat), flit - fleet, slit - sleet, suite - sweet, still - steel(/steal), ship - sheep, Kip - keep, dip - deep, sip - seep, lip - leap, rip - reap, dim - deem, Tim - teem(/team), fill - feel, pill - peel, bid - bead, did - deed, Sid - seed, lid - lead, hid - heed, mid - mead, grid - greed, rim - ream, sim - seem(/seam), is - ease, Liz - lease, প্রভৃতি জোড়ের প্রতিটির শব্দদ্বয়ের বাংলা বানান এক হতে হবে এমন কথা শিম্পাঞ্জীরও অধম না হলে কেউ বলতে পারে না। মোট কথা আলাদা আলাদা ইংরেজি শব্দের বানানের ভেদ বাংলায় অন্তত খানিকটা ধারণ করার জন্য দীর্ঘস্বর ব্যবহার করতে হবে— এটা অস্বীকার করলে আর কিছু না-হোক অন্তত সবকটি তৎসম শব্দ এবং সমগ্র সংস্কৃত ভাষা থেকে দীর্ঘস্বর [সংস্কৃত ভাষার বাংলা প্রতিবর্ণীকরণে দীর্ঘস্বর] বিদায় করতে হবে, তাতে রাজি না হওয়াটা অসততা নীচতা বেহায়াপনা ভণ্ডামি এইসবের চিহ্ন বলে অবশ্য-স্বীকার্য হবে।

সুতরাং east-কে বাংলায় লিখতে হবে ঈস্ট। week হবে উঈক/উয়ীক। ক্লিন্ট ঈস্টউড হবে, রজার মূর হবে। yeast-এর জন্য ঈস্ট-ও যথেষ্ট নয়, লেখা উচিত য়ীস্ট। wean queen sweet হবে উয়ীন কুয়ীন সুয়ীট। bridge ও breeze বাংলায় লিখতে হবে যথাক্রমে : বৃজ এবং ব্রীয।



www.pathagar.com

দ্বিতীয়টিতে য কেন তা আগেই বলা হয়েছে এবং তার যুক্তি এতক্ষণে সুস্পষ্ট হওয়া উচিত; 'lodge'-কে 'লজ' এবং 'laws'-কেও 'লজ' লিখলে সুকান্তের কবিতায় নৃতত্ত্ববিদ যেমন চিন্তায় পড়বে মজুতদাররা মানুষ ছিল কি না, ভবিষ্যতের ভাষাতত্ত্ববিদরা তেমন চিন্তায় পড়ে যাবে।

গুণ হস্তী প্রতিদ্বন্দ্বী এবং গুণিগণ হস্তিযূথ স্থায়িত্ব প্রতিদ্বন্দ্বিতা – এর প্রথম চারটি শব্দে ঈ-কার, পরের চারটি শব্দে ই-কার হয়েছে।

গুণী হস্তী স্থায়ী ইত্যাদি শব্দে ঈ-কার আদৌ প্রয়োজন ছিল না। এগুলি মূলত ইন্-ভাগান্ত শব্দ। এগুলির মূলরূপ হচ্ছে গুণিন্ হস্তিন্ স্থায়িন্। এমন আরও শব্দ হচ্ছে সংসারিন্ বিরোধিন্, প্রতিবাদিন্ অধিবাসিন্ অভিলাষিন্ রোগিন্ ভোগিন্ বিনয়িন্ ধনিন্ ঋণিন্। এরা বাংলায় গৃহীত হয়ে আছে সংসারী বিরোধী প্রতিবাদী অধিবাসী অভিলাষী রোগী ভোগী বিনয়ী ধনী ঋণী রূপে। সংস্কৃতে ইন্-ভাগান্ত অনেক শব্দেরই প্রথমা'র এক-বচনের রূপ বাংলায় যে রূপে গ্রহণ করা হয়েছে তাই। যেমন 'গুণিন্'-এর প্রথমা'র একবচনের রূপ হচ্ছে গুণী। ইন্-ভাগান্ত পুংলিঙ্গের শব্দগুলির প্রথমা'র একবচনের রূপ গুণী'র মতোই (ঈ-কারান্ত) হয়ে থাকে। কিন্তু যদি ক্লীব-লিঙ্গের শব্দ হয়?

স্থায়ীন্ [বাংলায় স্থায়ী] ক্লীবলিঙ্গের শব্দ। সংস্কৃতে তার প্রথমা'র এক-বচনের রূপ হচ্ছে 'স্থায়ি'! সুতরাং 'স্থায়ী'র পক্ষে 'প্রথমা'র এক-বচনের রূপ'-এর যুক্তি (!) খোঁড়া। আবার পথিন্ শব্দের প্রথমা'র এক-বচনের রূপ হচ্ছে 'পন্থা'!

অন্য অনেক সংস্কৃত শব্দের প্রথমা'র এক-বচনের রূপ গৃহীত, কিন্তু প্রচুর ব্যতিক্রম আছে। রাজন্ আত্মন্ যুবন্ শ্বন্ প্রভৃতি অন্-ভাগান্ত শব্দের প্রথমা'র এক-বচনের রূপ হচ্ছে আ-কারান্ত – রাজা আত্মা যুবা শ্বা। এই রূপের শব্দ বাংলায় আছে বটে, কিন্তু রাজকন্যা পাকশি-রাজ আত্মকথা আত্মজা যুবকল্যাণ যুবসংঘ প্রভৃতি শব্দে অ-কারান্ত রূপ। আত্মা বাংলায় আছে soul অর্থে, 'নিজ'-অর্থে নয় ['নিজ' অর্থে 'আত্ম' চলে]। 'যুবা'র ব্যবহার খুব কম, বদলে যুবক-ই ব্যবহার করা হয়; যুবক কিন্তু সংস্কৃতে দুর্লভ, আদৌ আছে কিনা সন্দেহ। 'শ্বা' 'শ্বাপদ' শব্দে আছে বটে, কিন্তু শ্বা বাংলায় কুকুর অর্থে ব্যবহৃত হয় না। অর্থাৎ অন্-ভাগান্ত শব্দের ন্-বর্জিত রূপটাই বাংলায় প্রধানত ব্যবহৃত হচ্ছে। এর থেকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে ইন্- এবং বিন্-ভাগান্ত শব্দগুলির প্রথমা'র এক-বচনের রূপটাকেই যে বিড়ালের মতো আকড়ে থাকতে হবে সেটা যুক্তিযুক্ত নয়।

দন্ত মাস সুধী সাধু বধূ পতি ধেনু নর দেব শ্রী প্রতিভূ ভূ প্রভৃতি শব্দের প্রথমা'র একবচনের রূপ হচ্ছে বিসর্গ-যুক্ত [দন্তঃ মাসঃ সুধীঃ ...], বাংলায় সেগুলি ধরা হয়নি। আশিস্ দ্বার্ (=দরজা) এবং পুর্ (=শহর) -এর বেলায় তা হচ্ছে আশীঃ দ্বাঃ এবং পুঃ, যা বাংলায় নেওয়া হয়নি; প্রাচ্ এবং তির্যচ্ -এর বেলায় পুংলিঙ্গে প্রাঙ্ এবং তির্যঙ্, বাংলায় তা নেওয়া হয়নি। [স্ত্রীলিঙ্গের] প্রাক্ তির্যক নেওয়া হয়েছে]; ফল এবং হৃদয় -এর বেলায় ফলম্ হৃদয়ম।

সংস্কৃত ইন্-ভাগান্ত পুংলিঙ্গের শব্দেরও শুধু প্রথমা'র এক-বচনের রূপ হচ্ছে দীর্ঘ-ঈ-কারান্ত, মোট ৬৩-টি বিভক্তির মধ্যে বাকি ৬২-টিতেই হ্রস্ব-ইকার। সুতরাং বাংলায় ঈ-কারান্ত না করে ইন্ থেকে ন্ বাদ দিয়ে ই-কারান্ত করা হলে* যা পেতাম [গুণি, হস্তি, স্থায়ি ইত্যাদি] তা

---

* কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-এর ১৯৭৯ সালের বানান সংস্কার সমিতি'র একটি সুপারিশ তাই ছিল। কিন্তু অনেক মাতব্বরের সুরুচির সুবুদ্ধির অভাবের কারণে ফলপ্রসূ হয়নি। বানান সংস্কার সমিতি-টাই স্বল্পস্থায়ী হয়েছিল।


www.pathagar.com

ঈ-কারান্ত শব্দগুলির চেয়ে খুব একটা কম তৎসম হত না, ['স্থায়ি'র বেলায় সম্পূর্ণ তৎসম হত] এবং এসব শব্দে তা, ত্ব, গুণ, যূথ ... যোগ করার সময় স্বর (ঈ-কার থেকে ই-কারে) পরিবর্তন করার এবং কোন শব্দগুলি ইন্‌-ভাগান্ত তা মুখস্থ করার ঝামেলাটা থাকত না। তাহলে সংস্কৃত ইন্‌-ভাগান্ত শব্দগুলিকে বাংলায় অনর্থক ঈ-কারান্ত করা হয়েছিল।

সুপথে চালাতেও চেষ্টা করেছিলেন অনেকে। রামমোহন রায়, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং[৪], রবীন্দ্রনাথের প্রতি সমর্থন ঘোষণায় মণীন্দ্রকুমার ঘোষ[৫], এবং জগন্নাথ চক্রবর্তী – এঁদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বানানের সরলতা ও সংগতি দু-এর জন্যই সংস্কৃত ইন্‌-প্রত্যয়কে বাংলায় ই-প্রত্যয় [ঈ-নয়] করা সংগত। এই সমর্থনযোগ্য নীতির পরিপূর্ণ প্রয়োগ রয়েছে মালয়ালম ভাষায়[৬]। এর বিপরীত পক্ষে যে সব যুক্তি দেওয়া হয় তা বাজে, খোঁড়া, ঠুনকো।

**ইন্‌-ভাগান্ত শব্দ সম্পর্কে যা কিছু বলা হল, তার সবই বিন্‌-ভাগান্ত শব্দ সম্পর্কেও খাটে। সুতরাং যশস্বী তেজস্বী মায়াবী মেধাবী পয়স্বী মনস্বী প্রভৃতিকে যশস্বি তেজস্বি মায়াবি মেধাবি পয়স্বি মনস্বি প্রভৃতি করে নেওয়া সংগত হবে।**

[নিচে ব্যবহৃত ব°, বা° এবং কি° দ্বারা যথাক্রমে 'বর্জনীয়', 'বাতিল', এবং 'কিন্তু' বুঝতে হবে]:

কমিটী কুয়ীন (কুইন ব°) কূকার (কুকার ব°) ক্যায়ুয়াল লীভ (য এবং ী চাই) কি° লিভ [live] ফী (ফি ব°) ক্রীয ক্রীম (ক্রিম ব°) ক্লীনিং (ক্লিনিং ব°) গোলকীপার গ্রীক গ্রীয গ্রীটিং গ্রীনরূম গ্রীনউয়িচ কি° গ্রিণ [grin] গ্রীস ফীস্ট কি° ফিস্ট [fist] চীপ চীফ জার্নী জীপ জুবিলী টফী টাইকূন টাইম কীপার টাইম পীস টার্ন কী টীক উড (টিক উড বা°) টীচার-ট্রেইনিং) টীম টূথ-ব্রাশ ট্রীটমেণ্ট ক্রিল/কৃল ফ্রিল/ফৃল ক্রীপ (কিং°ট্রিপ/টৃপ) ক্রীড ব্রীড উল এম্‌প্লয়ী কলীগ টূরিয্‌ম্‌ টূরিস্ট টূর্নামেণ্ট ট্রী (কি° ট্রিক/টৃক ট্রিগার/টৃগার ট্রিপ/টৃপ ট্রিপল/টৃপ্‌ল্‌ ট্রিলজি/টৃলজি) ডিক্রী ডিগ্রী ডীলার ডীলারশিপ ডীলিং ক্লার্ক (কি° ডিশ ড্রিংক/ডৃংক ড্রিপ/ডৃপ) ড্রীম (কি° ড্রিল/ডৃল) থ্রী থ্রী-পীস স্পীচ পার্টি টীম ডীন কি° ডিন [din] ডীপ কি° ডিপ (dip) পীস কি° পিস [piss] প্রূফ প্রূফ রীডার প্লীয প্লীড প্লীডার ফার ঈস্ট ফার ইস্টার্ন ফী ফীটন কি° ফিটিংস ফিনিক্স ফূল প্রূফ ফূল্‌'স্‌ ক্যাপ ফোন বূথ ফ্যাট-ফ্রী ফ্রী ফ্রীডম (কি° ফ্রিজ/ফৃজ ফ্রিল/ফৃল) ফ্লীট বডি বীল্ডার বডি বীল্ডিং বীচ (কি° বিচ [bitch]) বীন বীম (কি° বিল [bill]) বূককীপার বূককীপিং বূকিং বূট বূথ ব্রীচ ব্রীচেস ব্রীয (কি° ব্রিজ/বৃজ) ব্রীড ব্রীফ ব্রীফিং ব্যালান্স শীট ব্রোডশীট ব্রূচ ব্লীচিং পাউডার ব্লীডিং (কি° ব্লিস ব্লিস্টার) মানী অর্ডার মাস্টার কী মাস্টারপীস মীট মিটার রীডিং রীডিং মীটিং রূম (কি° মিথ) মীন মীননেস মীনমাইণ্ডেড মীল (কি° মিল [mill]) জীপ (jeep) কি° যিপ কোড যিপার। রিট্রীভার রীডার রিপীট রীপ কি° রিপ [rip] রিপীটার রিপীটিশন রিফ্যুজী রীম (কি° রিম [rim]) রীল রিলীফ রিসীট রিলীয রূজ রূটিন রেফারী রেফারীইং লীক (কি° লিক [lick]) লীগ লীড লীডার লীডারগিরি লীডারি লীডিং লীপইয়ার (কি° লিপ [lip] লিপস্টিক) লিপরীডিং লীফলেট (কি° লিফট) লীভ লীভ ভ্যাকেন্সি কি° লিভ [live] লিমূযিন শীপ (কি° শিপ [ship]) শার্টপীস শীট (কি° শিট [shit]) ল্যাণ্ড সীলিং লেসী ল্যাম্পূন শিপ-বীল্ডার শিপ-বীল্ডিং শেলী সীয সীযার সীযারিয়ান সীট (কি° সিট [sit]) সীন কি° সিন সীড সীল-মোহর সীলিং সিল্ক রূট সীল স্কূটার স্কূল-টীচার স্কূল-বীল্ডিং স্ক্রীন [কিন্তু স্ক্রিপ্ট] স্টীম [কি° স্টিক স্টিকার স্টিকিং স্টিচ] স্টীমার স্টীল (কি° স্টিল [still]) স্ট্রীট স্পীকার স্পীচ স্পূল স্লীপিং পিল [কি° স্লিপ (slip) স্লিম] হুয়ীল হুয়ীল চেয়ার হ্যাণ্ডলুম লূম কূল লূক [কি° Luke লুক] কূক মূট কি° mute ম্যুট।



www.pathagar.com

ফিশ (fish) কিং শীফ (sheaf) মিস্ট কিং স্টীম, পিক কিন্তু কীপ, স্পিট কিং স্টীপ, স্পিট্‌ল্ কি স্টীপ্‌ল্, ফিস্ট্ অনুরূপ স্টিফ, মিক্স অনুরূপ স্কিম, ক্রিস্প অনুরূপ স্ক্রপ্ট্, ফ্রিস্কি কৃস্পি, ব্রিস্ক কৃব্‌স্ বৃক্‌স্, টিল্ট্ লিট্‌ল্।

## ণত্ব বিধান : নিয়মের জন্য নিয়ম?

"আলতা পলতার 'ল', উল্টা পাল্টার 'ল' ধ্বনির পূর্ণ সমরূপ নয়।" — পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য

"... "আলতা (= আলতা), হ'ল্‌দে" প্রভৃতি শব্দে জিভ দাঁতে ঠেকাইয়া ল-ধ্বনি উচ্চারিত হয়; আবার "উল্‌টা, পাল্‌টা, লাল..." প্রভৃতি শব্দে... জিভ উল্টাইয়া মূর্ধন্য বর্ণ-রূপে ল-ধ্বনি উচ্চারিত হয়।" — সুনীতিকুমার

বানান-সংস্কারকগণ যেসব অনাসৃষ্টি চালু করেছেন তার একটি হচ্ছে অতৎসম শব্দে দন্ত্য-ন-এর সাথে মূর্ধন্য-বর্গের বর্ণের যুক্তবর্ণ। এর সাথে দাঁতের যত্ন সংক্রান্ত আধুনিক সচেতনতার কোনও সম্পর্ক আছে কি না জানি না। কিন্তু তাতে দাঁতের বা অন্যকোনও রকম উপকার হয়েছে বলে মনে হয় না। অথচ বানানে অনেক ঝামেলার সৃষ্টি হয়েছে। ণ/ন-এর একটি যতক্ষণ বর্ণমালা থেকে বাদ দেওয়া না হচ্ছে ততক্ষণ তৎসম সব ক্ষেত্রে শুধু মূর্ধন্য-ণ-এর সাথে মূর্ধন্য বর্ণ যুক্ত হওয়া যুক্তিসংগত।

দন্ত্য বর্ণের সাথে সখ্য/দোস্তি'র আরেকটি নমুনা রেখেছেন বানান-সংস্কারের ক্ষমতাধর কর্তাগণ। সেটা হচ্ছে : ডবল-ণ-এর ক্ষেত্রে দ্বিতীয়টিকে দন্ত্য-ন করা: অর্থাৎ মূর্ধন্য-ণ-এর সাথেও মূর্ধন্য-ণ যুক্ত করাটা সহ্য হল না, দন্ত্য-ন যুক্ত করা লাগল [ণ্ন লক্ষ্য করুন]। এর সাথে তুলনীয়: একটি বানান অভিধানে পাওয়া গিয়েছে 'আস্‌শ্যাওড়া', যেখানে 'আশশ্যাওড়া' হলে যুক্তিযুক্ত হয়।* তাঁদের যখন এই করুণ দশা তখন মূর্ধন্য-বর্গের সবক'টি বর্ণ তাঁরা বাংলা বর্ণমালা অথবা অতৎসম শব্দাবলী থেকে বাদ দিতে চান না কেন?

সত্যি সত্যি উচ্চারণ অনুসারে ন ও ণ -এর ব্যবহার চাইলে বলতে হয় যে কেবল ত থ দ ধ এই দন্ত্য বর্ণগুলির আগে, এবং পরে, যেমন ত্ন-তে, যুক্ত হলে, এবং উক্ত বর্ণগুলির আগে যুক্ত না হয়েও হসন্ত উচ্চারণে থাকলে, এবং উক্ত বর্ণগুলি হসন্ত উচ্চারণে থাকলে তার অব্যবহিত পরে, ন হবে, অন্য সর্বত্র ণ। সেক্ষেত্রে দরকার ছিল নত্ব [ণত্ব-নয়] বিধান, তাও খুব সহজ সরল। কারণ আমরা দন্ত্য বর্ণের আগে হসন্ত-উচ্চারিত বা আগে/পরে যুক্ত ন-এর এবং হসন্ত উচ্চারিত দন্ত্যবর্ণের অন্তে স্থিত ন-এর ক্ষেত্রেই শুধু দন্ত্য-ন-এর সঠিক উচ্চারণ করি। অন্য সর্বক্ষেত্রেই আমাদের উচ্চারণ আসোলে ণ-এর মতো (অন্তত ন-এর মতো নয় সুতরাং অ-দন্ত্য তো বটেই), যতই আমরা ন ব্যবহার করি না কেন। যাঁরা এর উল্টাটা বলেন তাঁরা মিথ্যা বলেন। ণ-এর উচ্চারণ অতীতে সংস্কৃত পণ্ডিতদের কাছে যা ছিল [ড়-এর মতো ছিল] তা হয়তো আমরা করি না। কিন্তু 'দন্ত'-এবং 'দণ্ড'-শব্দে বা যত্ন এবং উষ্ণ শব্দে ন- এবং ণ-এর উচ্চারণ-স্থান ভিন্ন। দণ্ড শব্দে ড-এর উচ্চারণ মূর্ধন্য হয়ে থাকলে ণ-এর উচ্চারণ অবশ্যই মূর্ধন্য হয়।

---

* শব্দটির ব্যুৎপত্তি 'স'-এর পক্ষে (!) হল কি না সেটা দেখার বিষয় নয় কারণ তা হলেও শ্-এর সংস্পর্শে স্ শ্ হবেই। উড্ডয়ন শব্দে ড্-এর সংস্পর্শে দ্ ড্ হয়নি? assimilation সমীকরণ ইত্যাদি কি নতুন কিছু, নাকি অধর্ম? গোষ্ঠী>গুষ্টি, মুষ্টি>মুঠি হয়। গুষ্ঠি মুটি করা কি ঠিক হবে? ব্যুৎপত্তির বিচার উচিত হলে মুঠি গুষ্টি হত মুটি গুষ্ঠি, বাঘ হত ব্যাঘ, 'পুঁথি, মাথা', 'ঠিক' হত 'পুতি' 'মাতা' 'থিক'। 'অস্ত্রে পার্শ্বে' থেকে 'আশে পাশে' হয়েছে সংগতভাবে; 'আসে পাশে' করা তো চলবে না।



www.pathagar.com

এমনকি দন্ত্য বর্ণ ত থ দ ধ -এর আগে হসন্ত ল-এর এবং হসন্ত দন্ত্য বর্ণের অন্তে স্থিত ল-এর উচ্চারণ হয় দন্ত্য, অন্যত্র মূর্ধন্য (বা প্রায়-মূর্ধন্য)। আল্‌তা ও উল্টা উচ্চারণ করে দেখুন। একটি মাত্রা ছাড়া মূর্ধন্য-ল থাকলে* ইংরেজি n এবং l- ধ্বনির বাংলা লিপ্যন্তরে সব সময় যথাক্রমে মূর্ধন্য-ণ এবং দন্ত্য-ল ব্যবহার সংগত হত [ইংরেজিতে l-এর উচ্চারণ দন্ত্য-ল-এর; হিন্দি-ভাষীদের বেলায় অবশ্য উল্টা – তাদের মুখে l-এর উচ্চারণ অতি-উৎকটরূপে মূর্ধন্য-ল]।

ণত্ব বিধান অনেকাংশে যাদৃচ্ছিক। এর নানা বিধিবিধানের সবগুলির যুক্তিযুক্ত কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে না। তা ছাড়া বিধিবিধানে অসংগতিও আছে। যেমন, মূর্ধন্য-ষ-এর পরে ণ হয় কিন্তু অন্যান্য মূর্ধন্য বর্ণের (ট ঠ ড ঢ -এর) পরে এবং ড় ও ঢ়-এর পরে ণ না হয়ে ন-ই হয়।

ণত্ব বিধান আরও বলে – ঋ, র এবং ষ -এর পরে যে কোনও স্বরবর্ণ, যে কোনও ক-বর্গীয় বা প-বর্গীয় বর্ণ, য, অন্তঃস্থ-ব, হ এবং ং -এর মধ্যে যেকোনও-টি বা যেকোনও সংখ্যক (এক বা একাধিক যে কোনও সংখ্যায়) উপস্থিত থাকলে, তারপরে ন না-হয়ে ণ হবে। কিন্তু কেন? এ হচ্ছে নিয়মের জন্য নিয়ম, আর কোনও কারণ, কোনও উপকার নেই। এসব নিয়মের ব্যতিক্রম আছে, ব্যতিক্রমেরও ব্যতিক্রম আছে। তদুপরি বিশেষ নিয়ম আছে, তারও ব্যতিক্রম এবং ব্যতিক্রমের ব্যতিক্রম আছে। এসব নিয়ম মেনে চলতে পারা বাহাদুরির ব্যাপার মনে হতে পারে, কিন্তু উপকারটা কী? বরং কোনও নিয়ম ছাড়াই কোনও শব্দের বানানে মূর্ধন্য ণ হওয়াতে অযৌক্তিক কিছু নেই, কারণ প্রত্যেকটি শব্দের একটি নির্ধারিত বানান তো থাকবেই।

অনেকে সংস্কৃত ব্যাকরণ -এর কথা পাড়বেন। কিন্তু এক্ষেত্রে সংস্কৃত ব্যাকরণ জানার উপকারিতা, প্রাসঙ্গিকতা বা অপরিহার্যতা কোথায়? বাংলাভাষার ক্ষেত্রে যদি তার প্রাসঙ্গিকতা অনুভবযোগ্য না হয় তাহলে সংস্কৃত-ব্যাকরণের মর্ম দিয়ে কী করব?

এই সাথে বিবেচনা করুন, দন্ত্য-ন- ও মূর্ধন্য-ণ-এর বর্তমান চেহারার পার্থক্য সামান্য সুতরাং ন এবং ণ -এর দুটি চিহ্নের একটি বাদ দেওয়ার অন্তত দুইটি কারণ আমাদের হাতে আছে। নিয়মের জন্য নিয়ম মানা – তাতে কোনও সার্থকতা নেই।

ব্যাপারটিকে একটু অন্যভাবে দেখা যায়। আমরা কল্পনা করতে পারি যে দন্ত্য-ন ও মূর্ধন্য-ণ দুইই থাকল কিন্তু দু এর চিহ্ন একই রকম হয়ে গেল (ধরা যাক ণ-এর মতো হয়ে গেল)। ঠিক যেমন বর্গীয়-ব ও অন্তঃস্থ-ব দুইই আছে কিন্তু দু-এর চেহারা একই রকম। দন্ত্য-ন ও মূর্ধন্য-ণ -এর বর্তমান চেহারার পার্থক্য অন্তত তালব্য-শ ও মূর্ধন্য-ষ -এর চেহারার পার্থক্যের মতো নিশ্চয়ই নয়। যতটুকু পার্থক্য, তা আমরা ঘুচিয়ে দিতে পারি।

## অনুস্বার (ং) এবং খণ্ড-ত (ৎ)

"...আমি লিখি বাংলা। হসন্ত ঙ-র চিহ্ন ং। যেমন হসন্ত ত-য়ের চিহ্ন ৎ। ঙ-র সঙ্গে হসন্ত চিহ্ন দেওয়া চলে। কিন্তু দরকার কী, হসন্ত চিহ্ন যুক্ত ঙ-র স্বকীয়রূপ তো বর্ণমালায় আছে – সেই অনুস্বরকে আমি মেনে নিয়ে থাকি।"
— রবীন্দ্রনাথ

"নিপাতনে সিদ্ধ হলেও 'গঙ্গা'র ঙ' কিন্তু 'ম্'-স্থানেই জাত।" — মণীন্দ্রকুমার ঘোষ

অরুণ সেন তাঁর সূত্রাবলীর ১.০৩ (খ) -এ লিখছেন : "আর যেখানে সন্ধিতে ং সিদ্ধ নয় (পূর্বশব্দের শেষে ম্ না থাকায় ব্যাকরণের দিক থেকে ং হওয়ার প্রশ্ন ওঠে না), সেখানে ঙ/ঙ্

* বৈদিক ভাষায় মূর্ধন্য-ল ছিল।



www.pathagar.com

হবে, ং হবে না। যথা: অংক> অঙ্ক ..."; এর পরে (গ)-এ লিখছেন প্রচলনের খাতিরে ব্যতিক্রম... ইত্যাদি। আমার প্রশ্ন: কেন 'প্রশ্ন ওঠে না', অঙ্ক না হয়ে অংক হলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হবে? 'অংক' হলে ঙ-ঘটিত যুক্তবর্ণ এড়ানো যায়। অংশ হংস বংশ ইত্যাদি শব্দে এমন কোনও সন্ধি নেই যেখানে "পূর্ব শব্দের শেষে ম্" আছে, তবু ং হওয়ার প্রশ্ন আসে যে! এখানে ং হতে পারে, অঙ্ক-তে ং হলে [অংক হলে] কার কী ক্ষতি? 'পঙ্‌ক্তি' শব্দের 'পংক্তি' বানানও অমরকোষ-এ আছে। ঙ্ ক্ ত্ – এই তিনের যুক্তবর্ণ কঠিন ব্যাপার বলে পংক্তি বানান গৃহীত হয়েছিল। লেখার ও শেখার সুবিধার জন্য বাংলায় অংক শংকা অংগন লংঘন পুংখানুপুংখ প্রভৃতি বানান গ্রহণ করব। বাংলা ভাষা সংস্কৃত ভাষা তো নয়। তবে অসম্ভব হবে কেন, যেখানে সংস্কৃতেই পংক্তি বানান সম্ভব হয়েছে। আর এই যে মণীন্দ্রকুমার ঘোষ বললেন : 'গঙ্গার ঙ্ কিন্তু 'ম্'-স্থানেই জাত", তার মানে বোঝা কঠিন নয়, তার মানে হচ্ছে 'গঙ্গা' -কে 'গংগা' লেখায় সংস্কৃতমতেও কোনও বাধা নেই। 'শঙ্খ'র ঙ্-ও 'ম'-স্থানে জাত, শংখ লিখতে বাধা নেই। আর রবীন্দ্রনাথ ং মেনে নিলেন, যারা ং-কে অবান্তর বলার মতো নষ্টামি করে তাঁদের জ্ঞান বুদ্ধি বিবেচনা কোনও ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের বেশি নয়।

স্মরণ করা যেতে পারে : সঞ্চয়-এর মূল উচ্চারণ ছিল সঙ্‌চয়। তার থেকে সংচয় হলে কারও আর্থিক সঞ্চয়ের বিন্দুমাত্র হানি হবে না।

সুতরাং অংক শংকা ইত্যাদি বানান চলবে।

ং-এর এমনতরো সদ্ব্যবহারের অনুসরণে আমরা ৎ-এর অনুরূপ ব্যবহার করতে পারি: যেমন যত্ন, রত্ন -কে লিখতে পারি যৎন, রৎন। তাতে করে ত্ন-যুক্তবর্ণটি এড়ানো যায়। তা করা হলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কীর্তির প্রতি সম্মান দেখানোই হবে। "খণ্ড ত (ৎ) বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অপূর্ব্ব সৃষ্টি, তাঁহার অসাধারণ মনীষার পরিচায়ক।" (অজরচন্দ্র সরকার)।

এ কথা ঠিক যে, যুক্তবর্ণ নিয়ে দুঃখ করার কোনও মানে হয় না।* ইংরেজিতে যুক্তবর্ণ, যেমন æ a এবং e-এর যুক্তরূপ, ছিল এখন নেই। কিন্তু বাংলা যুক্তবর্ণের ভাষা। আমরা যখন 'কল' শব্দটি লিখি তখন 'ক'-ও একটি যুক্তবর্ণ কারণ এতে হস্‌যুক্ত-ক [ক্] -এর সাথে অ-স্বর অন্তর্নিহিত আছে। স্বাতন্ত্র্য শব্দটিতে শেষের দিকে চারটি বর্ণের যুক্তবর্ণ রয়েছে। (অন্তর্নিহিত অ-স্বর ধরলে পাঁচটি।) ইংরেজিতে যুগ্মধ্বনির বর্ণ এখনও আছে, যেমন – x।

তা সত্ত্বেও বলা যাবে না যুক্তবর্ণ কোনও সমস্যা নয়। এবং যুক্তবর্ণ-সমস্যার একটি সহজ সমাধান উপকারী হবে সন্দেহ নেই।

যুক্তবর্ণ এড়ানোর উপায় আছে, কিন্তু আশ্চর্য, যাঁরা যুক্তবর্ণের ব্যাপারে বেশি রকম বিরোধী তাঁরা সেসব উপায় চোখে দেখেও দেখেন না এবং সেই উপায়ের মাথা খেয়ে ছাড়তে চান। তাঁরা এমনকি সকল অতৎসম শব্দের বানান থেকে ক্ক ঙ্খ ঙ্গ ঙ্ঘ বাদ দিয়ে ঙ-স্থানে ং লেখার নিয়ম প্রস্তাব করতে পারলেন না তো বটেই বরং তদুপরি অনেকেই অনুস্বার (ং) এবং খণ্ড-ত

---

* শৈশব থেকে ইংরেজি শেখানোর গরজ হ্রাস পেলে এবং প্রথম সাত বছরের শিক্ষা শুধু বাংলা-ভাষার এবং বাংলা-ভাষায় শিক্ষা হলে আর নিজের ভাষাকে বঙ্গসন্তানরা অতটা কঠিন ভাবত না। এই দেশের অনেকে এক/দেড় বছরে একটি বিদেশি ভাষা (জার্মান/ফরাসি/রুশ) শিখে সেই ভাষায় স্নাতকোত্তর/পিএইচডি ইত্যাদি ডিগ্রী নিয়ে চলে আসছে। ইংরেজি শিক্ষা শৈশবের গোড়া থেকে শুরু করা জরুরি নয়। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল আমার অস্ট্রেলিয়ায় অবস্থানের সময় সেখানকার বাঙালিরা ২১শে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে সভা করে বাংলা-ভাষাকে গালাগাল দিয়েছে এবং বাংলাদেশে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার প্রভূত বিস্তার হয় না কেন এজন্য দেশকে ধিক্কার দিয়েছে।



www.pathagar.com

(৭) ভাষা থেকে ছেঁটে ফেলতে চান কিন্তু এ দুটি ব্যবহার করে অনেক যুক্তবর্ণের ঝামেলা এড়ানো যায়। চিরঞ্জীব সন্তাপ সম্পূর্ণ, এই তিনটি শব্দ ধরুন, যাতে যথাক্রমে ঞ ন এবং ম এই তিনটি বর্ণের যুক্তবর্ণ আছে। শব্দ তিনটি চিরংজীব সংতাপ সংপূর্ণ – এই বিকল্প বানানে লেখা হলে যুক্তবর্ণ এড়ানো যেত। উল্লিখিত বিকল্প বানানগুলি সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুযায়ী শুদ্ধ হত![৭] সংতাপ সংজাত ... এমন কিছু মস্ত অঘটন নয়।

আমরা লিখি সম্বোধন, সম্বন্ধ, সম্বুদ্ধ; কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুযায়ী সংবোধন সংবন্ধ সংবুদ্ধ বানানও শুদ্ধ[৮], বাংলায় অপ্রচলিত যদিও। এর সুযোগ নিয়ে যুক্তবর্ণ এড়ানো যায়। তাতে বানানে সরলতা এবং নিয়মের ঐক্য আসে।

পাঠকের বিবেচনা সহজতর করতে সন্ধির প্রাসঙ্গিক নিয়মগুলি এখানে হাজির করছি:

১ কিম্ + কর = কিংকর, কিঙ্কর
সম্ + খ্যা = সংখ্যা, সঙ্খ্যা
সম্+গীত = সংগীত, সঙ্গীত
সম্+গীত = সংগীত, সঙ্গীত
সম্+গতি = সংগতি, সঙ্গতি
সম্ + ক্রমণ = সংক্রমণ, সঙ্ক্রমণ

সম্+ঘ = সংঘ, সঙ্ঘ
শম্ + খ = শংখ, শঙ্খ*
সম্+ক্ষুব্ধ = সংক্ষুব্ধ, সঙ্ক্ষুব্ধ
সম্+ঘাত = সংঘাত, সঙ্ঘাত
অহম্ + কার = অহংকার, অহঙ্কার
সম্ + ক্ষেপ = সংক্ষেপ, সঙ্ক্ষেপ

সম্+চয় = সংচয়, সঞ্চয়
সম্ + জয় = সংজয়, সঞ্জয়
কিম্ + তু = কিংতু, কিন্তু
সম্+ত্রস্ত = সংত্রস্ত, সন্ত্রস্ত
সম+তাপ = সংতাপ, সন্তাপ
সন্+ধান = সংধান, সন্ধান
সম্ + ন্যাস = সন্ন্যাস, সংন্যাস
কিম্+নর = কিংনর, কিন্নর
সমম্বদ্ধ = সংবদ্ধ, সম্বদ্ধ
সম্+বোধন = সংবোধন, সম্বোধন
চিরম্+তন = চিরংতন, চিরন্তন

কিম্ + চিৎ = কিংচিৎ, কিঞ্চিৎ
কথম্ + চিৎ = কথংচিৎ, কথঞ্চিৎ
বরম্ + চ = বরংচ, বরঞ্চ
গম্+ড = গংড, গণ্ড (অপোগণ্ড)
রম্+ড = রণ্ড, রংড
তম্+দ্রা = তংদ্রা, তন্দ্রা
অম্+এ = অংত্র, অন্ত্র
সম + ভার = সংভার, সম্ভার
সমম্বল = সংবল, সম্বল
অধিকম্+তু = অধিকংতু, অধিকন্তু
আগম্+তুক = আগংতুক, আগন্তুক

২ সম্+বাদ = সংবাদ [অনুরূপ : সংবেদ/সংবিৎ/সংবলিত স্বয়ংবর কিংবা প্রিয়ংবদা এবংবিধ কিংবদন্তি বশংবদ বারংবার সংবৎসর সংবরণ সংবর্ধনা]
সম্ + যোগ = সংযোগ [অনুরূপ : সংযম]
কম্+য = কংয, শম্+য = শংয

---

* অনেকের ধারণা সঙ্ঘ-কে সংঘ যদি-বা লেখা যায় শঙ্খ-কে নাকি শংখ লেখা যায় না। বিভিন্ন বানান-অভিধানে সংঘ গৃহীত কিন্তু শংখ নয়। এসব বানান অভিধান অনির্ভরযোগ্য। যেমন সঙ্ঘ = সম্+ঘ, শঙ্খ-ও তেমন শম্+খ! সুতরাং শংখ চলবে সাধারণ নিয়মেই।



www.pathagar.com

সম্+রক্ষণ = সংরক্ষণ [অনুরূপ : সংলাপ, সংলিপ্ত]

সম্+হার = সংহার [অনুরূপ : সংহিত, সংহত]

ন্+উষ্মবর্ণ → ন্ স্থানে ং :

হিন্+সা = হিংসা  দন্+শন = দংশন  সিন্+হ = সিংহ

ম্-এর পর কৃ ধাতু নিষ্পন্ন কৃত, কার করণ কৃতি ইত্যাদি শব্দ থাকলে ম্ স্থানে ং হয়, কৃ ধাতুর আগে 'স্' -এর আগম হয়।

সম্+কৃত = সংস্কৃত সম্+করণ = সংস্করণ

ক-ঘ-এর ক্ষেত্রে প্রথম বিকল্পটি নেওয়া হয়েছে, সেটাই সুবিধাজনক।

চ-ম-এর ক্ষেত্রেও প্রথম বিকল্পটি নেওয়া হলে অনেক অনেক যুক্তবর্ণ থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

কিছু স্থানে সংস্কৃত ব্যাকরণ লঙ্ঘন করার (যেমন লঙ্ঘনকে লংঘন লেখার) স্বাধীনতা নিলে যুক্তবর্ণ থেকে আবারও কিছুটা রেহাই পাওয়া যাবে। আগেই বলেছি নিয়মের জন্য নিয়ম পালনে সার্থকতা নেই। সুতরাং আমরা সংগ অংক মংগল কুংকুম ইত্যাদি লিখতে পারি। অংশ বংশ হংস ... তো অনুস্বার-যুক্ত, সংগ অংক ... চললে কিছুমাত্র বিপর্যয় ঘটবে না। এমন তো নয় যে ং রোমান বর্ণমালা থেকে আমদানি করা! j এবং z উভয়ের ধ্বনির জন্য জ ব্যবহার করার চেয়ে বরং z-এর ধ্বনির জন্য z বর্ণটি আমদানি করা ভাল, যদি য-এর ব্যবহারে জাতি-নাশ বা ধর্ম-নাশ -এর খুব ভয় থাকে। তাছাড়া সুনীতিকুমারের সুপারিশ অনুসারে সত্যি বাংলা বর্ণমালার বদলে রোমান বর্ণমালায় বাংলা ভাষা লেখা হলে সেখানে এমন সুমিষ্ট ঙ্ক ঙ্খ ঙ্গ ঙ্ঘ কোথায় পাওয়া যেত?

তাছাড়া আরও বিবেচ্য আছে। সঙ্গ শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা কী পাই দেখা যাক। সঙ্গ = সন্জ্ + অ, যেখানে যুক্তবর্ণ নেই! অনুরূপভাবে ভঙ্গ = ভন্জ্ + অ ইঙ্গিত = ইন্গ্ + ত আলিঙ্গান = আ + লিন্গ্ + অন লঙ্ঘন = লন্ঘ্ + অন আতঙ্ক = আ + তন্ক্ + অ ভৃঙ্গ = ভৃ + গ শৃঙ্গ = শৃ + গ ভৃঙ্গার = ভৃ + আর পঙ্‌ক্তি = পঞ্চ্ + তি উঙ্ঘ্ = উন্ছ্ + ত অঞ্জলি = অন্জ্ + অলি অঞ্চিত = অন্চ্ + ত অঙ্কুশ = অন্ক্ + উশ মঙ্গল = মন্গ্ + অল অঙ্গুলি = অন্গ্ + উলি অঙ্গার = অন্গ্ + আর অঙ্গ = অম্ + গ অঙ্কুর = অন্ক্ + উর লাঙ্গুল = লন্গ্+উল। এসব শব্দের অন্তর্নিহিত ন্-এর স্থানে ং করে শব্দগুলিকে ভংগ ইংগিত আলিংগন লংঘন... লিখলে সংস্কৃতের বা বাংলার কারও মানহানি হয় না।

atom-কে ভাঙা যায় না মনে করেই তার ঐ নাম দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তা ভাঙা যায়। পরে মনে করা হল ইলেক্ট্রন নিউট্রন প্রোটন অখণ্ড। পরে পযিট্রন পাওয়া গেল। নিউট্রিনো পাওয়া গেল যা পৃথিবী ভেদ করে চলে যাবে যেন সেটা কিছুই নয়। আরও অজস্র রকমের কণা পাওয়া গেল। দেখা গেল নিউট্রন প্রোটন আরও ক্ষুদ্র কণা (কোয়ার্ক, গ্লুওন) নিয়ে গঠিত।

অঙ্ক শব্দটিকেও খুব ভাঙা যায়। মহর্ষি পাণিনি'র শব্দশাস্ত্রে আছেঃ শ্ ষ্ স্ হ্ ভিন্ন ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকলে অনুস্বারের স্থানে পরবর্তী বর্ণের বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়। অর্থাৎ আগে অনুস্বার, পরে তার স্থানে ঙ/ঞ/ণ্:



www.pathagar.com

অন্+কিতঃ = অং কিতঃ > অঙ্কিতঃ, অন্+চিত = অং চিতঃ > অঞ্চিতঃ, কুন্+ঠিত = কুং ঠিতঃ > কুণ্ঠিতঃ, শাম্+তঃ = শাং তঃ > শান্তঃ [√শম্ >শাম্], গুম্ + ফিতঃ = গুং ফিতঃ > গুম্ফিতঃ।

অনুস্বার হয়ে আর পরিবর্তিত না-হতে-ও তো পারত। পরিবর্তিত হয়নি এমন নমুনাও কিন্তু আছে, যতই অবিশ্বাস্য মনে হোক-না কেন—

কম্ (=সুখ) আছে যার/যেখানে = কংতি; শম্ (=শান্তি) আছে যার/যেখানে = শংতি। একইভাবে তু-যোগে কংতু এবং শংতু হয়, ব-যোগে কংব এবং শংব হয়।

সংস্কৃতের নিয়ম আরও ভেঙে অম্বর কম্বল শম্বর সম্বল -কে অংবর কংবল শংবর সংবল লিখলে [কিন্তু উচ্চারণ অম্বল কম্বল... -এর মতোই থাকলে] মন্দ কী?

অংক রংগ অংকুর পংগু ইত্যাদি লেখা অনুমোদিত হলেই যে ধনংজয় পুরংজয় চিরংজয় প্রচলনের দাবি উঠবে আর উঠলেই তা মানতে হবে বা 'সর্বনাশ' -এর কারণ হয়ে যাবে, এটা বাজে কথা কিন্তু এই ফ্যাকড়া তুলেছেন সুভাষ ভট্টাচার্য*।

ৎ-এর অনুরূপ ব্যবহারও সহজে আন্দাজ করা যাবে এখন। রত্ন-কে রৎন, যত্ন-কে যৎন, প্রত্নতত্ত্ব-কে প্রৎনতৎত্ব, অনুরূপ তাৎত্বিক সৎত্বেও সৎতা বৎতা মৎতা মৎত ইত্যাদি লিখে আমরা আরেক প্রস্ত যুক্তবর্ণের ব্যবহার থেকে অব্যাহতি পেতে পারি। ৎ-এর এমন উপকারী ব্যবহার করা গেলে তা করাই কর্তব্য।

অনেকের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে কিন্তু এটা সত্য যে উথান উত্থাপন উত্তম্ভন প্রভৃতির বিকল্প উৎথান উৎথাপন উৎতম্ভন প্রভৃতি বানান সংস্কৃত ব্যাকরণে সিদ্ধ। এর থেকে থ-কে 'থ্+থ' না ধরে 'ত্+থ' বলে বিবেচনা করা সংগত হয়ে যায় এবং সর্বত্র থ-স্থানে 'ৎথ' লেখা সম্ভব হয়ে ওঠে।

অথচ অনেকে ৎ বাদ দিতে চান। ৎ বাদ দিতে চাই, আবার যুক্তবর্ণ থেকে রেহাই পেতে চাই এমন ভাবনা সংগত হতে পারে না। ং সম্বন্ধেও একই কথা।

অজরচন্দ্র সরকার আরও জানান যে ক্ষ-যুক্তবর্ণটি দিয়ে রুক্মিণী' ছাড়া আর তেমন কিছু লেখার নেই সুতরাং ওটা বাদ দেওয়া যায়; গ্ধ এবং গ্দ বাদ যেতে পারে, বদলে 'গ্ব' এবং 'গ্দ' মোটেই খাপছাড়া নয়। গ্দ থাকলে Baghdad-কে বাগ্দাদ এবং মুগদাপাড়াকে মুগ্দাপাড়া লেখা অনুচিত হবে বলে মনে করি না; রবীন্দ্রনাথ ডেন্মার্ক-কে ডেন্মার্ক hypnotism-কে হিপ্নটিজ্ম্ [আমাদের মতে হিপ্নটিয্ম্] লিখেছিলেন। 'ক্ল' সম্বন্ধেও প্রশ্ন— বাংলায় এটা লাগে কি? থাকলে অবশ্য arachnophobia-কে অ্যারাক্নোফোবিয়া লেখা সুপারিশযোগ্য, কিন্তু না-থাকলে কোনও কথা নেই। লক্ষী এবং লক্ষণ ছাড়া আর কিছুতে ক্ষ লাগে না। লক্ষী লক্ষঁণ দিয়ে কাজ চলতে পারে, ক্ষ-যুক্তবর্ণটি বাদ যেতে পারে।

অজরচন্দ্রের সময়ের পরে এখন কম্প্যুটার-প্রযুক্তির সুবিধা এসেছে, তাতেও তাঁর ভাবনা অবান্তর হয়নি; আমাদের মতে ক্ল ক্ষ গ্দ গ্ধ ক্ষ্ম বাদ যাওয়া উচিত। কম্প্যুটার যাঁদের কাছে বাহাদুরির ব্যাপার তাঁরা হয়তো বুঝবেন না কেন একথা বলছি। শিশুদের প্রতি দয়া নেই এই অভিযোগ তুলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ; তার সাথে আরও যোগ করা দরকার যে কম্প্যুটার-অপারেটর এবং খোদ কম্প্যুটারের প্রতি যেন দয়া দেখানো হয়।

---

* তিনি এ প্রসঙ্গে মিছামিছি বিজনবিহারী ভট্টাচার্যের বরাত দিয়েছেন।



www.pathagar.com

সব-শেষে স্মরণ করাতে চাই যে একদিকে সুবিধা পেতে অন্যদিকে কিছু সুবিধা ছাড়তে রাজি থাকা দরকার। যেমন, প্রৎনতৎত্ব লিখতে প্রত্নতত্ত্বের চেয়ে যে একটু বেশি জায়গা লাগবে অঙ্ক স্থানে অংক লিখতে একটু বেশি জায়গা লাগবে সেটা আমাদের হজম করতে হবে।

তৎসম থেকে তদ্ভব হলে যদি তা শুদ্ধ বাংলা শব্দ হয়ে থাকে – যেমন অঙ্ক থেকে আঁক 'সঙ্গে' থেকে 'সনে' 'অজ্ঞান' থেকে 'আজিনা' – তাহলে অঙ্ক থেকে অংক সঙ্গা থেকে সংগ অজ্ঞান থেকে অংগন শুদ্ধই হবে; অন্তত শুদ্ধ তদ্ভব তো হবেই, শুদ্ধ তৎসম যদি একান্তই না হয়। দেব-ভাষার পবিত্রতা যাদের জন্য খুব দরকারি তারা সংস্কৃত-ভাষী হয়ে গেলে পারে; হিব্রু মৃত-ভাষা ছিল, তা পুনরুজ্জীবিত হয়ে ইস্রাইল-এর রাষ্ট্র-ভাষা হয়েছে।

## হাইফেন ও ড্যাশ, বিসর্গ ও কোলন

কম্পিউটারে বাংলা কম্পোয্ করতে গিয়ে ড্যাশ খুঁজে পাওয়া যায় না। ড্যাশের জায়গায় মানুষ হাইফেন বসিয়ে বই ছাপাচ্ছিল, পরে হরেক রকম রেখা দিয়ে 'ড্যাশ' -এর কাজ চালানো হচ্ছে। অবশ্য ড্যাশ-স্থানে হাইফেন-এর ব্যবহার একেবারে বন্ধ হয়ে যায়নি।

আবার কোলনের জন্য চিহ্ন খুঁজতে ঘর্মাক্ত হতে হয়। কোলনের জায়গায় বিসর্গ (ঃ) ব্যবহৃত হচ্ছিল প্রায় সর্বত্র, এখনও একেবারে হচ্ছে না তা নয় তবে বর্তমানে এর উল্টা দেখা যাচ্ছে যেটা আরও খারাপ – যেখানে সত্যি বিসর্গ (ঃ) হবে সেখানে (বিসর্গ হিশাবে) কোলন (:) লাগানো চলছে! এবং আরও মারাত্মক হচ্ছে: বিসর্গ হিশাবে কোলন (:) লাগানো হচ্ছে এমন স্থানেও যেখানে বিসর্গটাই বাদ দেওয়ার কথা। বিসর্গ স্থানে কোলন এবং তার পর মাত্র একটি শব্দের ব্যবধানে কোলন-স্থানে বিসর্গ ব্যবহার – এমন প্রায়ই দেখা যাচ্ছে। এ-সবই অনাসৃষ্টি, যা দূর হওয়া দরকার।*

এখানে একটু ছোট্ট ইতিহাসের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ১৯৬২ সালে 'ম্যারিনার-১' মহাশূন্য মিশনের উৎক্ষেপণ-যানটি ধ্বংস হয়ে আটলান্টিকে পড়েছিল হাইফেন সংক্রান্ত একটি ভুলের জন্য। যেখানে একটি বিয়োগ চিহ্ন (মাইনাস চিহ্ন) হওয়ার কথা সেখানে কম্পিউটারে হাইফেন ঢোকানোর কারণেই ঘটেছিল এ দুর্ঘটনাটি।

বাংলা-লেখায় হাইফেন-এর ব্যবহার বাড়ানো উচিত কারণ তাতে হাইফেন-এর আগের অংশটার রূপ পরিস্ফুট হয়, হাইফেন-এর আগে ব্যঞ্জনবর্ণটির হসন্ত উচ্চারণ নির্দেশ করতে হস্-চিহ্নের ব্যবহার পরিহার করা যায়। লুপ্তি-চিহ্নের ভূমিকাও অনুরূপ এবং যেখানে লুপ্তিচিহ্ন সংগত সেখানে হাইফেন অসংগত হতে পারে সেটা খেয়াল রাখা প্রয়োজন। নতুন রোগও একটা সৃষ্টি হয়েছে: যেখানে হাইফেন হবে সেখানে লুপ্তি চিহ্ন (ঊর্ধ্বকমা) দেওয়া।

## লিপ্যন্তরে সংগত যুক্তবর্ণ, সংগত বানান

> "'বার্ট্রাণ্ড' (রাসেল) না লিখিয়া 'বারটরানন্ড' লিখিতে সময়-সংক্ষেপ হয়, না স্থান-সংক্ষেপ হয়? যুক্তাক্ষর-ভাঙ্গা শব্দ পড়িতে কষ্ট হয়, বুঝিতে বেগ পাইতে হয়, লিখিতে সময় বেশি লাগে।" ম.ঘো.

economics শব্দটির শেষের s বহুবচনের নয়, তাই economics-এর বাংলা লিপ্যন্তরে ইকনমিক্স লেখা সংগত। কিন্তু weeks শব্দটির শেষের s বহুবচনের, তা week-এর সাথে যুক্ত

* বর্ণ-চিহ্নের সংখ্যাধিক্যের জন্য অনেক প্রয়োজনীয় চিহ্নের স্থান সংকুলান হয় না। বর্ণ-চিহ্ন কমানোর জন্য চিন্তা করতে হয় কেন তা এ থেকেও বোঝা যায়।



www.pathagar.com

হয়েছে; তাই 'উইক্স' লেখা অসংগত হবে, লিখতে হবে উঈক্স্ বা উয়ীক্স্ (ক্ থেকে স্ আলাদা করে লিখতে হবে। 'ই' স্থানে 'ঈ' বা 'য়ী' অবশ্য ভিন্ন প্রসঙ্গ)। bold-এর লিপ্যন্তর বোল্ড হওয়া সংগত। কিন্তু bowled-এর লিপ্যন্তরে ল্ড সংগত হবে না। কারণ bowl শব্দে ed যোগ হওয়াতে bowled নতুন শব্দ হয়েছে, সুতরাং বাংলায় লিখতে হবে বৌল্ড্ (বৌল্ড নয়)।

'কন্সাল্ট' সুতরাং 'কন্সাল্টেশন' (কনসালটেশন নয়)। ইন্সাল্ট, সুতরাং ইন্সাল্টিং। 'অ্যাক্ট', সুতরাং অ্যাক্টিভ। ইন্স্পেক্ট, সুতরাং ইনস্পেক্টর।

সাধারণভাবে ইংরেজি, বা বিদেশি যে কোনও ভাষার, লিপ্যন্তরে যুক্তবর্ণ চলবে। যেমন thunder-কে থাণ্ডার লেখা চলবে। লিপ্যন্তরে ঋ-কার, রেফ ইত্যাদিও চলবে। যাঁরা বলেন লিপ্যন্তরের ক্ষেত্রে উচ্চারণানুগ হতে হবে তাঁরাই, আমরা আগে দেখেছি, য-বর্ণটির ব্যবহার নিষেধ করেন! তাঁরাই আবার যুক্তবর্ণ, ঋ-কার, রেফ ইত্যাদিও ['তৎসম বর্ণ' সমস্যা শীর্ষক আলোচনা স্মর্তব্য] নিষেধ করেন, যা অযৌক্তিক এবং ভাষাকে দরিদ্র করতে চাওয়ার শামিল।

আনন্দবাজার পত্রিকা ব্যবহার বিধি বাংলা লেখক ও সম্পাদকের অভিধান -এর ভিতরে লেখা আছে: 'তার্পিন' নয়, 'তারপিন'; কিন্তু বইটির জ্যাকেটের মধ্যে লেখা 'রাইটার্জ', 'এডিটর্জ' (ডিকশনারি)। সংগতভাবেই মনে হতে পারে শেষের শব্দদুটি বুঝি (w) riturge ও editorge বা এমন শব্দদ্বয়ের লিপ্যন্তর। এমনটা চললে Britons' হবে ব্রিটন্স, বঙ্গানুবাদে ব্রিটন্দের; Druids -এর বাংলা হবে – দ্রুইদ্রা! writers' and editors'-এর লিপ্যন্তর হওয়া উচিত: "রাইটার্স্' অ্যাণ্ড এডিটর্স্' (ডিক্শনারি)"। উল্লিখিত বই-এর ভিতরে আছে "পারকিনসন্স ডিজিজ"। হওয়া উচিত "পার্কিন্সন্'স্ ডিযীয্"। একে বাংলায় পার্কিন্সনীয় রোগ বলা চলে। তাঁরা রেফ (র্) ব্যবহার করলেন না; মূল শব্দে স্ন-যুক্তবর্ণ ব্যবহার করলেন না, অথচ এমন জায়গায় তা করলেন যেখানে যুক্তবর্ণ ব্যবহার না-করাই যুক্তিযুক্ত।

আর হ্যাঁ, "'তার্পিন' নয়, 'তারপিন'" কথাটা গ্রহণযোগ্য নয়; গ্রহণযোগ্য হচ্ছে 'তারপিন' নয়, 'তার্পিন'। অবশ্য তা বলে overtake-কে বাংলা লিপ্যন্তরে 'ওভার্টেইক' লেখা ঠিক হবে না। কারণ, খেয়াল করতে হবে যে over এবং take এই দুটি শব্দ মিলে শব্দটি, এবং এ কারণে বাংলায় লেখা উচিত 'ওভারটেইক'।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লেখেন –

"রেফ বর্জন করিলে, বা যুক্তবর্ণ তুলিয়া দিলে, উচ্চারণের সুবিধার জন্য বাঙ্গালা রীতি অনুসারে হসন্ত-চিহ্ন বেশি ব্যবহার করিতে হয়। ইহাতে লিখিতে অনেক বেশি স্থান লাগিয়া যায়, এবং রেফ-যুক্ত বর্ণ স্থলে পূরা 'র' লিখিলে, কোন দিক হইতে বানানের উন্নতি হইল তাহা বুঝা যাইতেছে না, 'মোছ কামাইয়া মড়া হালকা করণ' এর মতো তাহা নিরর্থক এবং কষ্টদায়ক।"[৯]

ভাষাচার্য সুনীতিকুমার আরও বলেন –

"আরব্ধ এইরূপ বানানের [park-এর 'পারক' বানান ইত্যাদি] পিছনে আছে – অযথা রেফ-ভীতি। আমরা 'অর্জুন' লিখিব (এখনও 'অরজুন' দেখি নাই), কিন্তু 'আরজি, মরজি' লিখিলেই কি বাঙ্গালা বানানে 'প্রগতি' আমদানি করা যাইবে? 'ইন্দোনেশিয়া'কে 'ইনদোনেশিয়া' (যাহা 'ইন-দোনেসিয়া' রূপে বাঙালী পড়িয়া ফেলিবে) [Inodonesia পড়ে ফেলবে, একথা বোঝাতে চেয়েছেন] লিখিয়া বা 'তুর্ক' স্থলে 'তুরক' লিখিয়া কি সুবিধা করিলাম? ... শুধু 'রেফ' বর্জন করিলেই, তাহার গণ্ডা-গণ্ডা অপরিহার্য সংযুক্ত বর্ণ-সমেত বাঙ্গালা লিখন-পদ্ধতিতে কী উন্নতি হইল বিশেষতঃ যখন সহজ-বোধ্যতা ক্ষতিগ্রস্ত হইল?"[১০]



www.pathagar.com

তিনি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র 'বোমবাই মাদরাজ পানজাব কোমপানি' বানানের নিন্দা করেছেন। বলেছেন–

"তালুকদার বানানে আপত্তি নাই ... তেমনি বাজনদার চড়ন্দার ...। কিন্তু 'কোম্পানি'র বেলায়? বাঙ্গালীর কাছে শব্দটি তো মোটেই 'কোম্পানি' নহে [কোমপানি তো অবশ্যই নয়] 'কোম্পানি'।"[১১]

তিনি প্রশ্ন করেন কোন বাঙালি 'লরড'কে লর্ড বা লর্‌ড্ রূপে পড়বে? এবং বলেছেন একাধিক শিক্ষিত বাঙালিকে 'পয়েনট জয়েনট [পয়েন্ট, জয়েন্ট]-কে পয়ে-নট্, জয়ে-নট্' রূপে পড়তে শুনেছেন।

শিবরাম চক্রবর্তী মন্তব্য করেন যোয়ানের আরক -এর বিপরীতে যোয়ান অব আর্ক [আরক নয়] লেখা জরুরি প্রয়োজন। ভাষাচার্য বলেন east-কে ঈস্ট লেখা ছাড়া গতি নেই। park lift end part cement -এর বাংলা বানান পারক লিফট এনড পারট সিমেনট হলে উচ্চারণ দাঁড়াবে, এবং মানুষ উচ্চারণ করবেও, parok lifot enod parot simenot; কমিউনিস্ট-এর communisot অরডন্যানস-এর ordonanos। এরকম অনেক উদাহরণ সহকারে ভাষাচার্য এরূপ বানান-অনাচারের বিরুদ্ধে সতর্ক করেছেন। তিনি 'আনন্দবাজার' -এ বোমবাই (বোম্বাই), মাদরাজ (মাদ্রাজ), সমপত (সম্পৎ) ইত্যাদি বানান পেয়েছেন। কম দুঃখে তিনি বাংলাভাষার লিপির জন্য রোমান-বর্ণমালার প্রবর্তন চাননি। হিন্দি'র অনুকরণে আজ লক্ষ্ণৌ-এর লখনউ বানান চাওয়া হচ্ছে, যাঁরা চাচ্ছেন তাঁরা হয়তো বিশ্বাস করছেন বঙ্গভূমি সমুদ্রের পানিতে তলিয়ে যাবে, বাংলাভাষার বাংলাভাষীর অস্তিত্বই চুকে যাবে। আমারও বিশ্বাস, তা হতে পারে।

নিচে কতগুলি ইংরেজি শব্দের লিপ্যন্তর যে বানানে হওয়া উচিত সেই বানানে দেওয়া হল:

আর্কিটেক্ট ইউনেস্কো ডিস্‌পেন্সারি ম্যাঞ্চেস্টার আর্টিস্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাসিস্ট্যান্স ইউক্যালিপ্টাস ইন্‌স্টিটিউট ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ইন্‌স্পেকক্ট ইন্‌স্পেক্টর ইলাস্ট্রেশন স্টেশন ইন্‌টেলেক্ট ইলেক্ট্রনিক্স ইস্টিমার কিন্তু স্টীমার ঈস্ট ঈস্টার ইস্টার্ন য়ীস্ট এক্সেলেন্ট এক্সচেইঞ্জ এক্সটেন্‌শন এক্সটেম্পোর এক্সট্রা এক্সট্রিম এক্সপার্ট এক্সপোর্ট কিন্তু ইমপোর্ট [ইম্পোর্ট নয়] এক্সপেণ্ডিচার এক্সপ্লেইন এক্সার্সাইয এথিক্স এয়ারোডাইনামিক্স এয়ারোনটিক্স এক্সিকিউটিভ ফিনিক্স এক্সেলেন্সি কনস্টিট্যুয়েন্সি কস্ট্যুম কেমিস্ট্ৃ গেস্ট গ্রাফিক্স জিম্নোস'ফিস্ট জিম্ন্যাস্ট জিম্ন্যাস্টিক্স হিপ্নটিয্‌ম্ ট্যাক্সি টেক্স্‌ট্ টের'রিস্ট টূরিস্ট ডায়াগ্নস্টিক স্মাগ্ল্ স্মাগ্লার স্মাগ্লিং ডেণ্টিস্ট যেরক্স পলিটিক্স পোস্ট ফিযিক্স ফ্যাণ্টাস্টিক ফ্যাসিস্ট ফোনেটিক্স ফোনেমিক্স ফোনোট্যাক্টিক্স মেকানিক্স মার্ক্স মার্ক্সিস্ট মাস্টার-কী মাস্টারপীস ম্যাক্সিমাম মেটাফিযিক্স রেজিস্টার রেজিস্ট্ৃি রেজিস্ট্রেশন লিপ্‌স্টিক লিস্ট ল্যাটেক্স সিভিক্স সিন্‌ট্যাক্স সেম্যাণ্টিক্স স্টাইলিস্টিক্স স্যাক্সোফোন স্যাক্সনি স্যাক্সন স্টল স্টোর স্টার স্ট্রাক্‌চার স্টিরিওফোনিক স্টেনোগ্রাফার স্টীল স্টিল স্টিকার স্টিকিং স্টিচ স্টীম স্টীমার স্টিক স্টেপ স্টক স্টেরয়েড স্টেশনার্‌স্ স্টেইন স্টোর স্টেনগান স্টোর্‌স্ ইলেক্ট্রন ইলেক্ট্রনিক্স কন্‌ডাক্ট কন্‌ডাক্টর ক্যাক্টাস টেরোডাক্টিল ডিটেক্ট ডিটেক্টিভ ডিরেক্ট ডিরেক্টর ডিক্টেটর ডিক্টেশন প্রোজেক্ট প্রোজেক্টর প্র্যাক্টিকাল প্র্যাক্টিশনার প্র্যাক্টিস ফ্যাক্ট ফ্যাক্টরি ব্যাক্টেরিয়া ল্যাক্টিক (অ্যাসিড*) অ্যাক্টিভ।

আর্থ্রাইটিস আল্ট্রাসনিক অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাগেইন্‌স্ট্ মিড্‌স্ট্ ইম্‌পর্ট্যান্ট ইলেক্ট্রন ইলেক্ট্রনিক্স ইলাস্ট্রেশন ইলেক্ট্রোকার্ডিওগ্রাম ইলেক্ট্রোড কনট্র্যাক্ট কনট্র্যাক্টর কস্ট্যুম কাল্প্রিট কার্ট্রিজ ক্ল্যাসিক্স

---

* লিপ্যন্তরে অ্যাসিড, কিন্তু বাংলা হিশাবে এসিড।



www.pathagar.com

গ্র্যান্ট ট্র্যাক্টর ট্র্যাক্‌শন ডিস্ট্রিক্ট ডিফেণ্ড্যান্ট ডিস্টার্ব্যান্স অ্যাড্‌ভান্স্ ডেমোক্র্যাসি পেন্ট্যাথ্‌লন প্র্যাক্টিকাল প্ল্যান্ট প্ল্যান্টেশন প্ল্যানেট প্ল্যানেটারিয়াম প্রোটেস্ট্যান্ট প্রেস্ক্রাইব প্রেস্ক্রিপ্‌শন বা প্রেস্কৃপ্‌শন ফর্ম্যাট ফ্র্যাক্‌চার ভেন্ট্রিলোকুইয়্‌ম্ মর্গ্যান মার্ক্সবাদ মার্ক্সিয়্‌ম্ মার্ক্সিস্ট ম্যালিগ্ন্যান্ট ম্যালিগ্ন্যান্সি রডোডেণ্ড্রন রেজিস্ট্রি রেজিস্ট্রেশন সেন্ট্রাল স্ট্রাক্‌চার স্টাক্‌চারালিয়্‌ম স্ট্রীট সোফিস্ট্রি স্প্রিং স্প্রিণ্টার স্ট্রেইট স্ট্যাণ্ড স্ট্রেইন গ্যাস্ট্রাইটিস।

অম্নিপোটেন্ট অ্যামনেস্টি অ্যামনেশিয়া অ্যালাম্নাই অ্যালাম্নাস

আমাদের বানানের হাল-হকিকত এতক্ষণ দেখা গেল। এদিকে বাংলা ভাষার এবং হিন্দি ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষার শব্দ যখন ইংরেজিতে লিপ্যন্তর করা হয় তখনও দেখা যায় অনাসৃষ্টি। একটা উদাহরণ দিই। ch-এর উচ্চারণ চ-এর মতো, সুতরাং chh-এর উচ্চারণ অবশ্যই হবে ছ-এর মতো, কিন্তু দেখা যাবে 'ছবি'র লিপ্যন্তর করা হচ্ছে chabi, বা chobi যা 'চাবি'র বা 'চবি'র মতোই দাঁড়ায়, chhobi যে লেখা যায় তা আজকাল কারও মাথায় খেলে না। এদেশের গুরুত্বপূর্ণ ইংরেজি দৈনিকেও ছ-এর উচ্চারণের জন্য chh না লিখে ch লেখা হয়। ছাতক ইংরেজিতে লিখতে গিয়ে হরদম লিখবে Chatak, অর্থাৎ 'চাতক' বা 'চটক'-এর জন্য যা লিখতে হত তাই; chhatak বা Chhatok লেখার বুদ্ধিটা খেলে না। আরও দেখা যায় কিছু-কে লেখে kichu (যার উচ্চারণ দাঁড়ায় কিচু), ছোট-কে choto, ছেড়ে-কে chere, ছিল-কে chilo, ফটিকছড়ি- কে Fatikchari। শ-এর উচ্চারণের জন্য s লেখা, জ-এর উচ্চারণের জন্য z লেখা ইত্যাদিও আছে। স্বরবর্ণের ব্যবহারেও অবুঝ-পনা আছে।

মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, এমন যখন অবস্থা তখন ইংরেজি ছাড়া অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষার ও লাটিন আমেরিকান ভাষাসমূহের নাম-শব্দগুলি কিভাবে বাংলায় বানান করব তাই নিয়ে কিছু লোক খুব মাথা ঘামাচ্ছেন এবং একটা বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি না করা পর্যন্ত থামতে চাইছেন না। তাঁরা বিদেশি নামের উচ্চারণের উপর বই খোঁজ করেন। তা পাওয়াও যায়, যা z এবং zh-এর উচ্চারণের নির্দেশের জন্য জ- এবং ঝ-এর সামনে ফোটা (ডট) লাগিয়ে ব্যবহার করে দেখায়। কিন্তু বাংলায় আসা বিদেশি শব্দ এবং ইংরেজি শব্দের লিপ্যন্তর যা সব সময় লিখতে হয় তার জন্য z-এর উচ্চারণ নির্দেশের ব্যাপারে কোনও মাথাব্যথা দেখা যায় না। রোমান্স ভাষাসমূহ ও অন্যান্য ইংলিশ-বহির্ভূত ইউরোপীয় ভাষাসমূহের জন্য এই লাল গালিচা সংবর্ধনার কারণ কী? তারা 'প্লেটো'-কে 'প্লাতন', 'এরিস্টট্‌ল্'-কে 'আরিস্ততলেস', 'সক্রেটিস'কে' সোক্রাতেস' ইত্যাদি লিখছেন। একজন নাকি 'মেক্সিকো'-কে 'মেহিকো' লিখেছেন, যেখানে আন্তর্জাতিকভাবে তা 'মেক্সিকো' এবং স্থানীয়ভাবে তা 'মেইখিকো'; Mexico নাম স্পেনীয়দের দেওয়াও নয়, মূলত স্থানীয় নাম।

হয়তো তাঁরা পিটার অ্যাবেলার্ড -কে লিখবেন পিয়ের আবেলার অথবা পেত্রুস আবাইলার্দুস, এইলিয়ান-কে লিখবেন আইলিয়ানুস, মিলান-কে লিখবেন মিলানো, ভেনিস-কে ভেনেযিয়া [তারা অবশ্য 'য' উচিত হলেও 'জ' লিখবেন]। প্রশ্ন ওঠা উচিত তাঁরা জার্মানি-কে ডয়েট্‌শ্‌ল্যাণ্ড বলবেন, নাকি আলেমানি? তখন হাঙ্গেরিকে মাগ্‌য়ার, সুইটযারল্যাণ্ডকে হেলভেটিয়া বলবেন কি না। বেলগ্রেড-কে বেওগ্রাড বলবেন কি না। জাপান-কে নিপ্পন? নাকি নিহন? পোল্যাণ্ড-কে পোল্‌স্কা? স্পেন-কে ইস্পানল? হয়তো মরক্কো-কে মাঘ্‌রিবুল আক্‌সা বলার দরকার পড়বে? তাঁরা কি নিল (নদী) -কে নাইলোস, ইজিপ্ট-কে আইগুপতস্ বলবেন? মনে হয় সাইপ্রাস-কে কুপ্রুস, সাইরাস-কে কুরুস বলতে হবে?

তাঁরা কি দক্ষিণ কোরিয়া -কে হান্‌গুক বলবেন? নরওয়ে-কে নরগে/নর্‌য়ে? সুইডেনের সরকারি নাম konungarikert Sverige, সুইডেনকে কি সুয়েরিয়ে (নাকি স্বেরিয়ে) অথবা



www.pathagar.com

সুয়েরিগে লিখতে হবে? নেদারল্যাণ্ড্স্-কে নেডারল্যাণ্ডেন? বেলজিয়াম-কে কী বলা হবে?-বেলজিক, নাকি বেলজিএই? অস্ট্রিয়া-কে অয়স্টেরাইখ?

পর্তুগাল-কে পর্তুগেসা? থাইল্যাণ্ড-কে প্রাথেট্থাই? লাওস-কে পাথেট্লাও? ফিনল্যাণ্ড-কে টাসাভাল্টা, নাকি তাসাভাল্তা? তারা জ্ঞানের (!) এক বিশাল দিগন্ত খুলে বসবেন যাতে বিচরণ করে কেউ কেউ ডক্টরেট করতে থাকবেন? এ প্রসঙ্গে একটা লিমেরিক মনে পড়ে গেল। সেটা হচ্ছে: ভয়ানক পড়ুয়া সে বৃদ্ধ,/ টেলিফোন গাইড পড়ে হয়েছে সে ঋদ্ধ/সে সুবাদে দাবি তার /পেশ করে বার বার: / ডক্টর ডিগ্রীটা হওয়া চাই সিদ্ধ।

উপরের প্রশ্নগুলি তাঁদেরকে করতে হয়। আমি টাইটাস-কে তিতুস বলতে বা শুনতে, লিখতে বা দেখতে রাজি নই। প্রশ্ন হতে পারে সাধারণভাবে আমরা ইংরেজির উচ্চারণ ইংল্যাণ্ডীয় নাকি মার্কিনি না অস্ট্রেলীয় কায়দায় করব, তা না হলে ঠিক কোন কায়দায় করব। এর উত্তর: অন্য কোনও দেশের আদর্শ উচ্চারণের হুবহু অনুকরণে আমাদের প্রয়োজন নেই, ইংরেজি আমাদেরও ভাষা, তার উচ্চারণ আমরা যা করব তাতে এদেশীয় বৈশিষ্ট্য থাকবে, থাকা জরুরি, অর্থাৎ মার্কিন বা বৃটিশ ইংরেজির ডিকশনারিতে কেমন উচ্চারণ দেখানো আছে তার অনুকরণের প্রচেষ্টা পরিত্যাজ্য। আমি নিঃসন্দেহ যে ইংরেজি হচ্ছে আন্তর্জাতিক ভাষা এবং এটাই আমাদের দ্বিতীয় ভাষা সুতরাং ইংরেজি বিশ্বকোষে বা ইংরেজি বিশ্বকৌষিক অভিধানে যা পাওয়া যায়, ইংরেজি বানান ও উচ্চারণের নিয়ম অনুযায়ী এবং তার ভিত্তিতে বাংলায় লিপ্যন্তর মোটামুটি যেমন হয়ে থাকে বা হতে পারে বা বাংলার রীতি অনুসারে হওয়া সংগত, তাই-ই সই; যেমন, লিপ্যন্তরে হোক বা বাংলা শব্দ হিশাবে হোক jasmine সব-সময় জেস্মিন হবে, জায্মেন হবে না। ship ইংরেজি-ভাষীদের উচ্চারণে হতে পারে 'শ্যেপ'; বাংলা লিপ্যন্তরে তেমনটা কাম্য নয় [কাম্য হচ্ছে 'শিপ']। ইংরেজি-ভাষীরা pinnacle-এর উচ্চারণ করে পেনিক্ল্ কিন্তু আমরা চাই পিন্যাক্ল্; তারা men- কে ম্যান উচ্চারণ করে, কিন্তু আমরা চাই মেন। একটি টিভি চ্যানেলে pressure cooker-কে প্রেশার কুকুর বলতে শুনেছি। vehicle-এর ইংরেজি উচ্চারণ বেয়াক্কেল-এর খুব কাছাকাছি। কিন্তু আমরা ইংলিশ নই, বেয়াক্কেল হতে চাই না। ইংরেজি অভিধানের উচ্চারণ-নির্দেশ দেখে বাংলায় হুবহু সে অনুযায়ী লিখলে বাঙালির কাছে ইংরেজি হয়ে যাবে double-Dutch।

বাংলা-ভিন্ন-ভাষার মানুষ যখন লক্ষ্য করবে বাংলার বাহাদুরেরা ৫০-টি ভাষায় পণ্ডিতি ফলাতে প্রয়াস পাচ্ছে তখন তারা হাসতে হাসতে মারাই যাবে। বিশেষত যখন আরও লক্ষ্য করবে যে সেই বাহাদুরেরা Wolfgang Goethe নামটি বাংলায় লেখার জন্য কোনও যুক্তিসংগত বানান বের করতে না পেরে সতের' রকমের অযৌক্তিক বানান লিখছে এবং কেউ কেউ Wolfgang-কে ভেঙে Wolf Gang লিখছে।

## বর্ণ/চিহ্নের সংখ্যা কমানো সম্ভব

### বর্ণ/চিহ্নের সংখ্যা ও দশা

বাংলায় এখন যেসব বর্ণ আছে তার মধ্যে

[ক] ১১-টা স্বরবর্ণ;

[খ] ৩৯-টা ব্যঞ্জনবর্ণ (দ্বিতীয় ব এবং ় ছাড়া);

[গ] স্বরচিহ্ন আছে ১০-টি;



www.pathagar.com

[ঘ] ফলা ও রেফ মিলে ৫টি (্য, ্ব, ´, ্র,্ব)।

মোট হল ৬৫টি, এবং তার সাথে ঁ(চন্দ্রবিন্দু) ধরলে ৬৬-টি। আগে আরও ছিল ঋৃ, ৯, ৣ সেগুলি বাদ দেওয়া হয়েছে।

এ ছাড়াও কিছু বিশেষ চিহ্ন শিখতে হয় যেমন হ্ম (হ-এ-ম-ফলা), ত্র (ত-এ র-ফলা), ত্ত (ত-এ ত), ু (উ-কার বিশেষ), ু (উ-কার বিশেষ*), ক্র (ক-এ র-ফলা), ক্ত (ক-এ ত), ট্ট (ট-এ ট), ত্থ (থ-এ থ)*, হ্ন (হ-এ ন), হৃ (হ-এ ঋ-কার), স্থ ন্থ (স এবং ন-এ থ), হু (হ-এ উ-কার*), ঙ্গ (ঙ-এ গ), গ্ধ/দ্ধ/ন্ধ/ব্ধ (গ/দ/ন/ব-এ ধ) ঞ্চ/ঞ্ছ/ঞ্জ/ঞ্ঝ (ঞ-এ চ/ছ/জ/ঝ), স, ন, ম, ষ, (যুক্ত বর্ণের স, ন, ম, ষ), জ্ঞ (জ-এ ঞ), ষ্ণ* (ষ-এ ণ) এমনি সম্ভবত আরও অনেক চিহ্ন যার মধ্যে আছে গ-এ ও শ-এ উ-কারের জন্য বিশেষ দুটি চিহ্নও (গু, শু) ও ণ্ড (ণ-এ ড)।

এই শেষের চিহ্নগুলির অধিকাংশই ব্যবহার না করে চলতে পারে। এগুলি এত দিনে উঠে যাওয়া উচিত ছিল। এটা একটা সংগত প্রশ্ন যে বাঙালিরা কেন এতগুলি চিহ্ন সৃষ্টি ও গ্রহণ করল* এবং এখনও তা বর্জন করল না যা বাদ দিয়ে তার বদলে স্পষ্ট চিহ্ন ব্যবহার করা যেত [যেমন : গু রু রূ শু হু হৃ ঙ্ক জ্ঞ জ্ঞা জ্ঞ ম্ন ভ্রু ভ্রূ...]।*

বাংলা বর্ণ/চিহ্নের মধ্যে আছে ণ-এর সাথে ট ঠ ড ঢ -এর যুক্তবর্ণ যা অনেক আগ থেকে ছিল, আবার ন-এর সাথে ট ঠ ড ঢ -এর যুক্তবর্ণ, যা চালু করে নতুন এক অনাসৃষ্টি ঘটানো হয়েছে এবং বাংলা-ভাষী মানুষদেরকে অকারণে নতুন এক অসুবিধায় ফেলা হয়েছে।

আরও লক্ষণীয় : হ্ন-কে বলা হচ্ছে হ্+ন এবং হ্ণ-কে হ্+ণ, আবার গ্ন হচ্ছে ণ্+ন, অথচ হ্ণ-তে হ-এর নিচে যা, গ্ন'য় ণ-এর নিচে ঠিক তাই। ব্যাপারটা হাস্যকর আহম্মকি। উচিত হচ্ছে যুক্তবর্ণে ণ/ন-এর কোনও পার্থক্য না-থাকা (সাধারণভাবে ণ ন আলাদা থাকলেও, অর্থাৎ ণ/ন-এর একটা বর্ণমালা থেকে বাদ না দিলেও)। এর একটা অর্থ হচ্ছে হ্ন বাদ যাবে শুধু হ্ণ থাকবে, হ-এর নিচে দন্ত্য-ন নাকি মূর্ধন্য-ণ তা নিয়ে মাথা ঘামানো হবে না।

গ্ন সম্বন্ধেও একই কথা। যেমন: বুগ্ণ দরকার নেই, বুগ্ন-তেই চলবে।*

এ-কার চিহ্ন আছে দুই রকম। একটি মাত্রাসহ, একটি মাত্রা-বিহীন (ে এবং ে)। এবং সন্দেহ কী, ঐ-কারও দুই রকম: ৈ এবং ৈ।

আরও আছে যুক্তবর্ণ লেখার জন্য বিভিন্ন বর্ণ ক্ষুদ্র আকারে ছাপানোর ব্যাপার। এত হিশাব করতে রীতিমতো খেই হারিয়ে ফেলতে হয়। কম্পিউটারের ক্ষমতার কথা বলে লাভ নেই এবং

---

* কিন্তু একই চিহ্ন হ-এর বেলায় ঋ-কার!

* থ-এ থ বলে ধরা হয় কিন্তু ত-এ থ অর্থাৎ ত্+থ বলেই ধরা কর্তব্য—আমরা কিছু আগে দেখেছি।

* তুলনীয়—ত্থ, যেখানে একই বক্রতা উ-কার নির্দেশ করছে না!

* যা দেখে মনে হবে ষ + ঞ। জ্ঞ স্মরণীয়।

* "আমাদের প্রাচীন যুক্তাক্ষরগুলি অধিকাংশই অবৈজ্ঞানিক। শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "হলহেডের... গ্রামার... ছাপাতে গিয়ে উইলকিনসের নির্দেশে পঞ্চানন কর্মকার যে বাংলা অক্ষর কেটেছিলেন তা ছিল বাংলা পুথির অক্ষরের আদর্শে তৈরি"" —রমেন ভট্টাচার্য। Halhed তাঁর ব্যাকরণে (১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে) যুক্তাক্ষরগুলি সম্বন্ধে লিখেছেন, "... so many anomalous characters, so frequently deviate from the original form."

* তবে জ্ঞ-কে আলাদা একটি বর্ণ হিশাবে গ্রহণ করা যেতে পারে যেমন ক্ষ-কে ক্ষ না ধরে ক্‌খ-উচ্চারণ-বিশিষ্ট একটি একক বর্ণ হিশাবে ধরা সমীচীন। এবং ঞ-বর্ণটি বাদ দিয়ে (এবং অবশ্যই ঞ্চ ঞ্ছ ঞ্জ ঞ্ঝ বাদ দিয়ে) ণ-এর পরে চ, ছ, জ, ঝ যোগে নতুন চারটি যুক্তবর্ণ স্বচ্ছরূপে সৃষ্টি করা উচিত।

* রাজশেখর বসু লিখেছেন—"ন্ট ন্ঠ ণ্ড ণ্ঢ।—ণ স্থানে ন করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। যুক্তাক্ষরের... অংশকে ইচ্ছামত ণ বা ন মনে করা যাইতে পারে।" একই যুক্তি হ্ন সম্বন্ধে খাটে। কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই।



www.pathagar.com

কম্পিউটারের অপারেটর কিন্তু নিজে একটা কম্পিউটার নন; বাংলা লেখার কম্পোয করতে তাঁকে অনেক শ্রম ও সময় দিতে হয়, অনেক ভুল তিনি করেন এবং প্রূফ-রীডার-কে অনেক কষ্ট করতে হয় কোনও-মতে নির্ভুল ছাপা হাতে পাওয়ার জন্য। বাংলায় বই কম্পিউটার যুগে নির্ভুল ছাপা হচ্ছে খুব কম।

বাংলা-ভাষার বর্ণ/চিহ্ন কমাতে পারলে বাংলা শিখতে, ছাপাতে সহজ হবে, তাতে বাংলা-ভাষায় বিদ্যাচর্চা সহজতর হবে। ইংরেজিতে লেখা ছাপা যায় খুব ছোট হরফে, ঘন করে, কারণ সেখানে কম সংখ্যক বর্ণ চিনতে হয় এবং যুক্তবর্ণ নেই। বাংলা ভাষা নিয়ে গর্বের বিষয় যতই থাক-না কেন, এ সত্য আমাদের মানতে হবে। তাই মানলে আমরা এমন কিছু সংস্কার প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারব যা উপকারী হবে। ফলে বাংলাভাষী কোটি কোটি মানুষের উপকার হবে।

## মাতৃভাষায় শিক্ষা ও জ্ঞান-অর্জন

দেশের মানুষের যেমন শিক্ষার ও জ্ঞান অর্জনের অধিকার আছে, তেমনি, মাতৃভাষায় শিক্ষার ও জ্ঞান অর্জনের অধিকার আছে। একটি মানুষের সব ব্যাপারে aptitude থাকে না। যে হয়তো বড় গণিতবিদ বা পদার্থবিজ্ঞানী হওয়ার যোগ্যতা ধরে সে একটি বিদেশি ভাষা শেখার ব্যাপারে খুব কাঁচা হতে পারে। টমাস আলভা এডিসন বাল্যকালে বিদ্যালয়ে পড়াশুনায় দারুণ খারাপ ছিলেন, তাই তাঁর মা তাঁকে বিদ্যালয় থেকে ছাড়িয়ে নিয়েছিলেন। তাঁকে যদি জার্মান বা ফরাসি বা এমন একটি বিদেশি ভাষা শিখতেই হত তাহলে ভাষাশিক্ষার চাপে তাঁর ভবিষ্যৎ অন্য রকম হয়ে যেতে পারত। তা না হয়ে এই হয়েছে যে–তিনি প্রায় ১৩০০-টি আবিষ্কার পেটেন্ট করিয়েছিলেন; তাঁর জীবনে এমন সময়ও গিয়েছে যখন চার বছরের মধ্যে ৩০০-টি আবিষ্কার পেটেন্ট করিয়েছিলেন, গড়ে প্রতি পাঁচ দিনে ১-টি করে! এ-ছাড়াও তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হচ্ছে 'এডিসন এফেক্ট', বর্তমানের ইলেক্ট্রনিক্সের মূল সূত্র।

এর বিপরীতে বিবেচনা করুন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অনুবাদ সার্ভিসের জর্জেস স্মিট -এর কথা। তিনি এমন এক মানুষ যিনি ৬৬-টি ভাষায় অনুবাদ করতে পারেন এবং ৩০-টি ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারেন। তা বলে মানব-সভ্যতায় তাঁর অবদান কি টমাস আলভা এডিসনের চেয়ে বেশি?

বহুভাষাবিদ্যা সম্পর্কে Butler -এর কবিতা এরকম :

For the more languages a man can speak,
His talent has but sprung the greater leak:
And, for the industry he has spent upon't,
Must full as much some other way discount.
The Hebrew, Chaldee, and the Syriac,
Do, like their letters, sets men's reason back,
And turn their wits that strive to understand
(Like those that write the characters) left-handed.
Yet he that is but able to express
No sense at all in several languages,
Will pass for learneder than he that's known
To speak the strongest reason in his own.[১২]



www.pathagar.com

আমি বলছি না ইংরেজি শেখা ও ইংরেজিতে শেখা গোল্লায় যাক। আমি বলছি যে বাংলা শেখার ও বাংলায় শেখার সুযোগের যেন কমতি না থাকে, এর জন্য বহু দুয়ার যেন খোলা থাকে – খোলা হয়। সৈয়দ মুজতবা আলী অনেকগুলি ভাষা শিখেছিলেন। কিন্তু তাঁর কর্মময় জীবনের শেষ দিকে তিনি লিখে গিয়েছেন বাঙালির শুধু বাংলা ভাষা, এবং যে ভাষা থেকে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধি লাভ করে তাই, অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষা, ভাল করে শেখা দরকার; তৃতীয় কোনও ভাষার বোঝা যেন তার মগজে না থাকে। তবে এমন হওয়া উচিত নয় যে সকল বঙ্গ-ভাষী'র সংস্কৃত ভাষাটা শেখার দরকার হয়। মুজতবা আলী নিশ্চয়ই চাননি যে সংস্কৃতের দ্বারা বাংলাকে এবং বাংলা শেখাকে কঠিন করা হোক।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা ভুলে থাকা আমাদের কখনও উচিত নয়, যদি একেবারে গোল্লায় যাওয়ার ইচ্ছা না থাকে। "বাঙালির শিক্ষা বাংলা ভাষার যোগেই হওয়া উচিত" – রবীন্দ্রনাথের এ কথা তাঁর *বাংলা ভাষাতত্ত্ব*'র দ্বিতীয় পৃষ্ঠাতেই লিপিবদ্ধ আছে। এই গ্রন্থের পৃ.-১-এ উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য।

এদেশে প্রধানত ইংরেজিতে শিক্ষা আর জনপ্রশাসন ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহে ইংরেজির ব্যবহার সুবিধাভোগী মানুষেরা চায় এজন্য যাতে বেশির ভাগ মানুষ চাকুরিক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জনের সুযোগ থেকে দূরে থাকে, জনপ্রশাসনে যাতে অস্বচ্ছতা বজায় রাখতে সুবিধা হয়, প্রশাসকদের অযোগ্যতা, অপকর্ম ইত্যাদি যাতে প্রশাসিতেরা বুঝতে বা ধরতে না পারে, ইংরেজির বাহাদুরির আড়ালে যেন প্রকৃত শিক্ষার অভাব ঢাকা দেওয়া যায়, প্রকৃত শিক্ষার প্রয়াস চাপা পড়ে, তার জন্য আগ্রহ সৃষ্টি না হয়। একটি ভাষা জানা মানে education (শিক্ষা) নয় – ভাষা প্রধানত শিক্ষার মাধ্যম। একজন মানুষের পক্ষে ইংরেজি ভাষা জানা মস্ত খবর নয়, একটি শিম্পাঞ্জীর পক্ষে যদি তা হয়ও। শিম্পাঞ্জীরও শেখার ক্ষমতা ও প্রবণতা আছে। একজন মানুষের তা থাকা উচিত। যদি সে শিখতে নারাজ হয়, সে শিম্পাঞ্জীর তুলনায় অধম। এমনকি তার চেয়ে অনেক নিম্ন পর্যায়ের জীবের চেয়েও অধম। Churchill বলেছেন, "The only thing I would whip school boys is for not knowing English."। Charles de Gaulle নিশ্চয়ই এভাবে English-এর কথা বলতেন না, বলতেন French-এর কথা।' এবং রবীন্দ্রনাথ বলেন বাংলার কথা। এখানে রবীন্দ্রনাথে চার্চিলে কোনও contradiction নেই।

'বাংলা একাডেমি'র এক মৌলিক দায়িত্ব ছিল নিশ্চিত করা যে আমরা বাংলা ভাষায় উচু স্তরের বিদ্যাশিক্ষা যেন লাভ করতে পারি।

## ইংরেজিতে বর্ণ সংস্কার

এইসব দিক বিবেচনা করলে বলতে হয় ইংরেজিতেও বর্ণ-চিহ্ন যথাসম্ভব কম থাকা উচিত। ইংরেজিতে ছাপার ও লেখার বর্ণ-চিহ্ন মোট ২৬-টিই থাকা উচিত ছিল, কিন্তু আছে ২৬x৪=১০৪-টি (ছাপা/হাতের-লেখা, বড়-হাতের/ছোট-হাতের)। বাংলাদেশ এককভাবে ইংরেজি বর্ণমালার [এবং বানানের, যে সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হবে] এমন কিছু সংস্কার করে ফেলতে পারে। তাতে আমাদের সুবিধাই হবে। এ জন্য কোনও দেশ আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে না। ইচ্ছা করলে শুধু ইংরেজির পরিবর্তন কেন, মানব-সভ্যতাকে এগিয়ে নিতে অনেক কিছুই আমরা করতে পারি। কিন্তু নিজের দেশের উপকারটাই আমাদের সাধারণত করতে ইচ্ছা হয় না। capital letter বাদ দেওয়া যেতে পারে। বড় আকারের small letter দিয়ে capital letter -এর কাজ চালালেও মন্দ হয় না। হাতের-লেখার আর



www.pathagar.com

ছাপার হরফের মধ্যে সমন্বয় করে ইংরেজি বর্ণমালার একটি সেট তৈরি করা যায় যা হবে একমাত্র। অতঃপর q বর্ণটি বাদ দেওয়া যায়। ১০৬৬ সালের নর্ম্যান বিজয়ের আগে ইংরেজিতে q বর্ণটি ছিলই না।

## রু-কার ও রূ-কার

বাংলার বর্ণ/চিহ্ন কমানোর প্রথম পদক্ষেপ হিশাবে ইতিপূর্বে উল্লিখিত অস্বচ্ছ চিহ্নগুলি প্রায় সব বাদ দেওয়া উচিত, এ সবের স্থানে স্বচ্ছ চিহ্ন সহজেই তৈরি করা যায়। তবে কয়েকটা ক্ষেত্র ছাড়া। যেমন ট্ট এবং থ্থ অন্যভাবে লেখা ঝামেলার হবে।* ক্রু, ক্রূ ইত্যাদির ক্ষেত্রেও অসুবিধা লক্ষণীয়, যা দূর করার একটা উপায় হল : র-ফলা-উ-কার -এর জন্য একটি চিহ্ন, যাকে বলা যায় রু-কার, অনেকটা ৃ-কারের অনুকরণে, গ্রহণ করা। চিহ্নটি হতে পারে এরকম : ^।

অর্থাৎ, উদাহরণস্বরূপ, ক, ত -এর নিচে চিহ্নটি দিলে হয়ে যাবে ক-এ র-ফলা-উ-কার, ত-এ র-ফলা-উকার (ক্^=ক্রু, ত্^= ত্রু)। অনুরূপভাবে হবে শ্^= শ্রু, ব্^=ব্রু। প্রস্তাবিত চিহ্নটি দেখতেও অনেকটা ৃ-কারের মতোই। রি-কার থাকলে রু-কার থাকায় দোষ কী?

এমনকি রূ-কারও থাকতে পারে, তার জন্য চিহ্ন হতে পারে এমনঃ >। যেমন ভ্রূ লেখা যেতে পারে ভ-এর নিচে > চিহ্নটি দিয়ে [ভ্র=ভ্>]।

অথচ অনেকে চান অন্তত অতৎসম শব্দে ৃ-কারটাই বাদ দিতে। রি-কার কী ক্ষতি করল? অতৎসম শব্দে রি-কার অনাবশ্যক কি না সেটা কোনও ব্যাপার নয়, দেখতে হবে তা উপকারী কি না। লক্ষ্য করুন প্রস্তাবিত রু-কার এবং রূ-কার গ্রহণ করলে দুটি নতুন চিহ্নের বিপরীতে কমপক্ষে তিনটি পুরানো অযৌক্তিক চিহ্ন বাদ দেওয়া যায় [ক্রু, ত্রু এবং ভ্র লক্ষণীয়], 'খ্রিষ্ট'-এর তুলনায় 'খৃষ্ট'য় একটি চিহ্ন কম লিখতে হয়। ৃ-কারের উচ্চারণ আমরা যে সংস্কৃতের মতো করি না, তাতে দুঃখের কিছু নেই, সেটা কোনও সমস্যা নয়, বরং তাতেই সুবিধা। [য, ক্ষ এবং ষ সম্বন্ধেও একই কথা, যা অন্যত্রও বলা হয়েছে]।

## দুটি নীতি

আগের আলোচনা অনুযায়ী ন এবং ণ -এর মধ্যে একটি বাদ দেওয়া যাবে। কিন্তু যেহেতু আমাদের অনেক অনেক যুক্তবর্ণ ছাপাতে হয়, তাই ভালরকম বিবেচনা করে দেখতে হবে আরও বর্ণ-চিহ্ন কমানো যায় কিভাবে। একটি উপায় হচ্ছে অ-কে মৌলিক স্বরবর্ণ ধরে বাকি স্বরবর্ণগুলি অ-এর সাথেই বিভিন্ন স্বরচিহ্ন যোগ করে বানানো। (যেমন – অি=ই, অৈ=ঐ, অৃ=ঋ, ইত্যাদি)। এই হচ্ছে একটি সহজ সূত্র। আ-কে অ-এ া-কার বলে কল্পনা করুন, যেমন ক-এ া-কার দিলে হয় কা। এবার, ক-এ ি-কার দিলে যেমন 'কি' হয় তেমনি অ-এ ি-কার দিলে অবশ্যই ই হবে। এ হচ্ছে একদম গণিতের সূত্রের মতো সরল ও সম্পূর্ণরূপে নির্ধারিত। শৈশব থেকে ভাষার শিক্ষা শুরু হয়। অ-তে ি-কার দিলে ই হবে এটা শিশুরা ভাল-ভাবে নেবে। ছোটবেলায় আমি সত্যি এরকম ভেবেছিলাম; ভেবেছিলাম : অ-এ া-কার-এ আ, অ-এ ি-কার-এ ই, ...। অনেক বাঙালি শিশু হয়তো এভাবে চিন্তা করে, কিন্তু বড় হয়ে ব্যাপারটা ভুলে যায়।

---

* তবে থ-কে ত্+থ ধরলে থ বাদ দিয়ে ৎথ লেখা যেতে পারে এবং সেটা সুপারিশযোগ্য। ত্ত যেমন আছে সেটা সংগত নয়, সংগত হবে এরকম : ৎত। এবং ত্র হওয়া উচিত এমন : ৎর। তবে স্মরণ করা যেতে পারে আমাদের প্রস্তাব অনুসারে ত্ত = ৎত এবং ত্র = ৎত্র বা ৎর হওয়ার কথা।



www.pathagar.com

আরেকটি উপায় হচ্ছে এ রকম : ক এবং খ -এর মধ্যে খ লোপ পাবে এবং ক-এ একটি চিহ্ন দিলে খ-ধ্বনির প্রতীকচিহ্ন পাওয়া যাবে। অনুরূপভাবে গ-এ একই চিহ্ন দিলে হবে ঘ-এর প্রতীক। চিহ্নটি কাজ করবে হ-কারের মতো (ইংরেজি h-এর যে ভূমিকা সেই ভূমিকা পালন করবে)। এভাবে মোট ১০-টি মহাপ্রাণ বর্গীয় বর্ণ লোপ পাবে।

হ-সূচক প্রয়োজনীয় চিহ্নটি কেমন হবে? এ প্রসঙ্গে একটা নতুন বিষয়ের অবতারণা করা যাক : সাধারণভাবে বাংলা ছাপা থেকে মাত্রার ব্যবহার বাদ দিলে মাত্রাবিহীন বর্ণের উপর আলাদা করে মাত্রা চাপিয়ে আলাদা বর্ণ প্রতীক বানানো সম্ভব। যেমন মাত্রাবিহীন ক-এর উপর আলাদা করে মাত্রা চাপিয়ে পাওয়া যাবে খ-এর প্রতীক*, মাত্রাবিহীন গ-এর উপর মাত্রা চাপিয়ে ঘ-এর প্রতীক...। আগে মাত্রা বসিয়ে তার নিচে প্রয়োজনীয় বর্ণটি বসাতে পারি। এভাবে ১০-টি ব্যঞ্জনবর্ণের চিহ্ন বাদ দেওয়া যাবে, যোগ হবে মাত্র একটি আলাদা মাত্রা চিহ্ন।

দ্বিতীয় নীতিটি ঢ় এবং শ -এর ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যাবে (যেমন, মাত্রাহীন স-এর উপর মাত্রা বসিয়ে শ-এর প্রতীক চিহ্ন পাওয়া যাবে – s-এর সাথে h লাগালে যেমন 'শ'-এর উচ্চারণ পাওয়া যায়), ফলে আরও দুটি বর্ণচিহ্ন চলে যাবে। বিদেশি শব্দের বাংলা বানানে zh-ধ্বনির প্রকাশ এখন অনেক সহজেই অত্যন্ত যৌক্তিকভাবেই সম্ভব হবে – মাত্রাবর্জিত য যদি z-ধ্বনির দ্যোতক হয় তাহলে মাত্রাযুক্ত য zh-ধ্বনির দ্যোতক হবে এ তো অবধারিত। সাধারণভাবে মাত্রা বাদ দিলে মাত্রা-সহ ও মাত্রাবিহীন এ-কার-চিহ্ন এবং ঐ-কার চিহ্নের পার্থক্য রাখার ঝামেলাও মিটে যাবে। আমাদের বর্তমান বাংলা ছাপার ক্ষেত্রে মাত্রা মোট ছাপার কালির অন্তত শতকরা ২৫ ভাগ খরচ ঘটায়। মাত্রা বিলুপ্ত হলে তার কিছুটা বেঁচে যাবে অথচ বাংলা লেখার মূল চরিত্র বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ন হবে না। তাছাড়া কিছু বর্ণ তো মাত্রাসহ থাকবে। মাত্রা ছাড়া কিছু বর্ণ এখনও আছে (ঋ এ ঐ ও ঔ খ গ ঙ ঞ ণ ধ প শ ৎ ং ঃ – এই ১৬-টি)। নতুন নিয়মে মাত্রা-ছাড়া বর্ণের সংখ্যাটি বেড়ে যাবে, এটুকু মাত্র পরিবর্তন।

## র এবং হ -এর ব্যাপারে অভিনব পন্থা

র-এর নিচের ফোটাটির জন্য নাকি উ-কার/ঊ-কার লাগাতে অসুবিধা, তাই বিকল্প উ-কার/ঊ-কার র-এর সামনে লাগানো হয় (রু, রূ)। ফলে দুটি চিহ্ন বেশি দরকার পড়ে। অথচ য় ড় এবং ঢ়, এই তিনটি-তে উ-কার/ঊ-কার নিচেই লাগানো হয়, যেমন, আয়ু পড়ুয়া উড়ুক্কু। র-এর নিচে সাধারণ উ-কার/ঊ-কার লাগাতে অসুবিধা এর চেয়ে কম [রু রূ লক্ষ্য করুন]।

তবে এক অভিনব পন্থায় র-চিহ্নটি বাদ দেওয়া যেত। এ প্রসঙ্গে নয়টি স্বরবর্ণের চিহ্ন বাদ দেওয়ার যে সূত্র আগে প্রস্তাব করেছি সেটি স্মরণীয়। সেই প্রস্তাব হচ্ছে অ-বর্ণটির সাথে স্বর-চিহ্নগুলি ( া ি ী ু ূ ৃ ে ৈ ো ৌ) প্রয়োগের মাধ্যমে স্বরবর্ণগুলির প্রতীক চিহ্ন তৈরি করা। তার মধ্যে 'আ' আগে থেকেই আছে। বাকি নয়টি (অি অী অু অূ অৃ অে অৈ অো অৌ) নতুন। একই ধরনের সূত্র প্রয়োগ করে র-চিহ্নটি বাদ দেওয়া যাবে, কারণ র-এর উচ্চারণ তৈরি করতে আমাদের হাতে দুটি চিহ্ন আছে, যেমন ্র (র-ফলা) ও ´ (রেফ), এবং র-এর উচ্চারণ পাওয়ার জন্য আমি আরও দুটি নতুন চিহ্ন গ্রহণের প্রস্তাব দিয়েছি – রু-কার (যে কোনও বর্ণের নিচে ^ -চিহ্ন) এবং রূ-কার (যে কোনও বর্ণের নিচে > -চিহ্ন )। এখন অ-এর নিচে ্র (র-

---

* সম্ভব যে, তা জোর দিয়েই বলা যায় এ জন্যও যে বর্তমানেও এ এবং ও -কে মাত্রাযুক্ত করে যথাক্রমে ত্র (ত-এ ্র) এবং ত্ত (ত-এ ত) পাই, আর দন্ত্য-ন তো প্রায় মাত্রাযুক্ত ণ-ই



www.pathagar.com

ফলা) দিলে র-এর উচ্চারণ পাওয়া যাবে [ভ্র=র], রু-কার এবং রূ-কার দিলে পাওয়া যাবে যথাক্রমে রু এবং রূ -এর প্রতীক, কারণ, আগেই দেখেছি অ-তে ৃ-কার দিলে 'রি' পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে যুক্তির কোনও ঘাটতি নেই। একেবারে গাণিতিক যুক্তি আছে এর পিছনে।*

কিন্তু হস্‌যুক্ত র (র্) -এর উচ্চারণ পাওয়া যাবে কিভাবে? উত্তর : অ-এর উপর ´ (রেফ) দিয়ে [র্অ=র্]। এ পর্যন্ত হলেই র-চিহ্নটির আর দরকার পড়ে না।

র প্রসঙ্গে যে আলোচনা করা হল তা থেকে নিশ্চিত যে অ-এর উপর হ-কার দিলে অর্থাৎ মাত্রাবিহীন অ-এর উপর মাত্রা চড়ালে হ-এর প্রতীক পাওয়া যাবে। তাতে করে হ চিহ্নটি বাদ দেওয়া সম্ভব হবে, ফলে কম্প্যুটারের কী-বোর্ডে আরও একটি স্থান খালি পাওয়া যাবে।

## আমাদের কি ষ বাদ দিতে হবে?

ন এবং ণ, এই দুই-এর মধ্যে একটি চিহ্ন বাদ দেওয়ার পক্ষে যত যুক্তি আছে তাতে অনেকেরই এ অভিমতটির সমর্থক হওয়ার কথা। বেশ। কিন্তু কী আশ্চর্য, সংস্কারকামীদের মধ্যে বরং ষ বর্জনের সুপারিশের দিকেই ঝোঁক বেশি দেখা যায়।

অনেকেই ষ-এর খুব বিরুদ্ধে। তাঁদের কেউ কেউ ষ-কে অ-তৎসম শব্দ থেকে, বাদ দিতে চান। আবার কেউ কেউ বাদ দিতে চান বাংলা ভাষা থেকেই।

ষ-এর উচ্চারণ আমরা শ-এর মতোই করি। বেশ। কিন্তু লিখিত ভাষায় চেহারার বিশেষ গুরুত্ব আছে। উচ্চারণ যা-ই হোক, ষ একটি বিশিষ্ট চেহারা নিয়ে (লিখিত ভাষায়) দেখা দেয়। বিবেচনা করুন, প্রাচীন মিশরীয়/মেসোপ'টেমীয়/ক্রিটীয় ভাষার পাঠোদ্ধার করা হয়েছে, তা সত্ত্বেও মানুষ জানে না ওসব ভাষায় লেখাগুলি সে-যুগে কিভাবে উচ্চারিত হত। তাছাড়া নিজের ভাষাতেও লক্ষ লক্ষ পৃষ্ঠা লেখা আমরা উচ্চারণ না করেই পাঠ করি। ভাষা-শব্দটির আক্ষরিক অর্থ যা-ই হোক, লিখিত ভাষা এক স্বতন্ত্র সত্তা ও শক্তি রূপে দেখা দেয়।

চীনাদের অনেকগুলি আঞ্চলিক ভাষা, যাদের মধ্যে প্রভেদ আলাদা আলাদা ভাষার মধ্যকার প্রভেদের মতোই। কিন্তু এই বিভিন্ন উপভাষার লোকেরা একই লিখিত ভাষায় লিখতে পড়তে পারে – একই লেখা বিভিন্ন উপভাষার লোকে পড়ে বিভিন্ন উচ্চারণে। ব্যাপারটা এমন যে 'বিড়াল' লেখা দেখে একদল লোক পড়বে মার্জার, একদল বিলাই, একদল বিড়াল, একদল পুষি, একদল মেকুড়, ...। (এটা অবশ্য বর্ণমালার ভাষায় চলবে না, চীনা'র মতো ক্যারেক্টার-এর ভাষায় চলবে)। এখন চীনাদের কি উচিত আলাদা আলাদা লিখন পদ্ধতি বের করা?

বাংলায় শ-এর মতো ধ্বনি সূচিত করা হয় বড় জোর তিনটি উপায়ে (স, শ এবং ষ দ্বারা), এবং স-কে শ-এর মতো উচ্চারণের ক্ষেত্র থেকে বাদ দেওয়ার মতো অনেকাংশে গ্রহণযোগ্য সংস্কার-টুকু করা গেলে দাঁড়াবে যে তা হবে মাত্র দুটি উপায়ে (শ এবং ষ দ্বারা)। অথচ ইংরেজিতে শ-এর ধ্বনির জন্য কমপক্ষে সাত রকমের বর্ণগুচ্ছ ব্যবহৃত হয়, যেমন sh, sch-, -tion, -sion,- ssion, social, machine -এ। এখানেই শেষ নয়। একজন নামকরা অভিনেতার নাম শ্যন কন'রি। তাঁর প্রথম নামটির বানান ইংরেজিতে Sean।

ইংরেজিতে মাত্র ২৬-টি আলাদা বর্ণ। তবু ক-এর ধ্বনি সূচিত করে এর মধ্যে তিনটি বর্ণ (k c q) এবং তদুপরি চার প্রকারের যুগ্মবর্ণ – -ck, ch-, qu (যেমন quay-তে), -que (যেমন

---

* রী-কারও হতে পারে, কিন্তু শ্রী=রী, তাই রী-কার না হলেও চলবে।



www.pathagar.com

oblique-এ)। বাংলায় ষ বাদ দেওয়ার কথা না বলে আমাদের ইংরেজিতে q বাদ দেওয়ার কথা বলা উচিত। quality-কে অনায়াসে kwality লেখা যায়।* এ ব্যাপারে kwarrel করা বৃথা। সত্যিই q বাদ দেওয়া যায়। এমনকি c-ও বাদ দেওয়া যেত কারণ c-এর অধিকাংশ কাজ চলতে পারে k ও s দিয়ে, তবে ch-এর জন্য c থাকা চলে।

f-ধ্বনির জন্য f (firm), gh (enough), ff (offer, gruff) এবং ph (pheasant)। z-ধ্বনির জন্য ব্যবহৃত হয় প্রধানত দুটি বর্ণ : z ও s, এবং তদুপরি x। জ-এর ধ্বনির জন্য দুটি বর্ণ : g, j এবং -ge, -dg, -dge – এরূপ যুগ্মবর্ণ (যেমন bridge-এ, judgment-এ, allege-এ)। ইংরেজি-ভাষীরা p ও f -এর উচ্চারণ প্রায় এক-রকম করে, b ও v -এর উচ্চারণ প্রায় এক রকম করে, আবার v ও w -এর উচ্চারণ প্রায় এক রকম করে (with -কে অনেকটা vith -এর মতো উচ্চারণ করে)। von-এ v-এর উচ্চারণ ফ-এর মতো। গ-এর ধ্বনি হয় g ও –gue দ্বারা [যেমন leg ও league -এ]। cough rough tough enough-এ g-এর উচ্চারণ স্মরণযোগ্য। g উহ্যও থাকে (যেমন imbroglio intaglio seraglio -তে, gnaw gnat gnash know knot knife knuckle knight knit kneel knead gnome gnarl gnostic -এ, light fight might right sight slight fright bright caught nought naught thought wrought straight bough dough sigh weigh weight align arraign malign benign apothegm campaign champagne -এ)। debt doubt subtle -এ b উহ্য। অনেক শব্দে 'h, k, l, t'-ও উহ্য থাকে: honour knowledge talk thistle castle। s-এর ধ্বনি পাওয়া যায় s, c, sc ss ps [*সাইকোলজি*], Ts থেকে। Bucharest, Feurbach, Mach এবং Bach – এই নামগুলিতে ch-এর ধ্বনি খ-এর মতো। c এবং cc -এর উচ্চারণ অনেক ক্ষেত্রে চ-এর এবং চ্চ-এর মতো। চ-এর উচ্চারণ t থেকেও পাওয়া যায় : nature। য়ানা নোভৎনা। একজন টেনিস-খেলোয়াড়ের নাম। য়ানা ইংরেজিতে লেখা হয় Jana। আয়াক্স লেখা হয় Ajax। আবার j-এর উচ্চারণ হ-এর মতোও হয়, যেমন Alejandro, Navajo, Majave, La Jolla প্রভৃতিতে। কালিফোর্নিয়া'র একটি শহরের নাম La Jolla [উচ্চারণ 'লা হয়']। একটি নদী'র নাম Gila [উচ্চারণ হীলা]। gila monster একজাতের সরীসৃপের নাম। cognac-এর উচ্চারণ কন্‌ইয়াক বা কনিয়াক। loch এর উচ্চারণ লক্স। ough-এবং উচ্চারণ বিভিন্ন রকম হয় – slough, dough, borough, মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

সুতরাং ইংরেজির q ও c সহ কিছু বর্ণ এবং বর্ণগুচ্ছের ব্যবহার বাতিল করার কথা বলা উচিত ষ বাতিল করতে বলার আগে।

## য়?

বিচিত্র অসাধারণ বহুমুখী বর্ণ হচ্ছে য়। ইংরেজি y ও w – এই দুটি বর্ণের সম্মিলিত ভূমিকা যা তার প্রায় সবটাই য় পালন করে। তা সত্ত্বেও য় বাদ দিয়ে বেশ কিছুটা কাজ চলে [যেমন পাওয়া, যাওয়া লেখা যাবে এভাবে – পাওআ, যাওআ]। কিন্তু, মায়া ছায়া পয়ার গয়া নয়া – এ ধরনের শব্দ য় ছাড়া কেমনে লেখা যাবে? হয়তো এধরনের শব্দগুলি লেখার জন্য নতুন একটি বর্ণ বা চিহ্ন আমদানির প্রস্তাব করা হবে। কিন্তু তাতে কোনও লাভ হবে না।

অনেকে অতৎসম শব্দ থেকে য় তুলে দিতে পর্যন্ত চান। তাঁরা '*এডওয়ার্ড*'-কে লিখতে চান '*এডওঅর্ড*'। কেউ-বা আবার ভাষা থেকেই য় তুলে দিতে দারুণ আগ্রহী। এ অনেকটা এমন

* এমনকি kwaliti-ও লেখা যায়।



www.pathagar.com

ব্যাপার – অনেক দিন সামনের দিকে হেঁটে যেন একঘেয়েমি ধরেছে, তাই পিঠের দিকে অর্থাৎ উল্টা হাঁটার ইচ্ছা।

য় বর্জনের ঝোঁক সম্বন্ধে মণীন্দ্রকুমার ঘোষ লিখেছেন :

"এই নিয়মে সংস্কার-সমিতি phonetics-এর দৌরাত্ম্য দেখিয়েছেন। যা-কিছু পুরাতন তা সব বিসর্জন দিতে হবে। নইলে ধ্বনিবিজ্ঞান রসাতলে যায়। ... আমরা বলব 'অকারণে 'উ এবং ও'-র পরে 'অ আ'-কে টেনে আনা হয়েছে। যেখানে বিশৃঙ্খলা ছিল না সেখানে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে।' ... আমাদের তো ধারণা 'মেঅর, চেআর, রেডিআম' ভুল উচ্চারণ, ভুল বানান। 'ইয়া' না লিখে অনেকে লিখতে শুরু করেছেন 'ইআ'। আমরা মনে করি এই বানান ধ্বনির দিকে নজর রেখে করা হচ্ছে না, কেবল 'নোতুন কিছু করো'-র ঝোঁক। ... 'ইআ, এআ' বানান-প্রসঙ্গেও আমাদের অনুরূপ মন্তব্য। 'উআ, ওআ'তে কর্ণ পীড়িত না হলেও চক্ষু পীড়িত হয়। 'অনাবশ্যক পাণ্ডিত্য'র চূড়ান্ত নিদর্শন হচ্ছে এই বানান-বিধিটি।" *(বা বা, পৃ. ৮০)*

## অ্যা ধ্বনির জন্য আলাদা বর্ণ এবং -কার চিহ্ন প্রসঙ্গে!

অথচ অনেকে বক্র অ (অ্যা) ধ্বনির জন্য একটি বর্ণ ও একটি -কার চিহ্ন সৃষ্টির কথা বলেন অতি আগ্রহে, যেখানে ওসব ছাড়া দিব্যি চলছে ্যা চিহ্নের সাহায্যে। ্য-চিহ্নটিকে য-ফলা বলা হলেও ওটা প্রধানত য়-ফলা–বাংলায় আমরা য-এর উচ্চারণ সংস্কৃত য -এর মতো করি না। সেদিক থেকে, শুধু হ্য-এর ক্ষেত্রে ছাড়া, ্য-চিহ্নটি য়-ফলাই। [*এটিও একটি জোরালো কারণ যেজন্য য়-বর্ণটি আবশ্যক।*]

'অ্যা' ধ্বনির জন্য একটি বর্ণ এবং -কার-চিহ্ন যাঁরা দাবি করেন তাঁদের দুঃখ, 'অ্যা' ধ্বনির জন্য তা নেই। তাঁরা যখন এ কথা লেখেন তখন তো তাঁরা স্বীকার করেই নেন যে ওই ধ্বনির জন্য 'অ্যা' [*অনেকে ভ্রান্তভাবে লেখেন 'এ্যা', যার পক্ষে অনেককে phonetics পড়তে দেখা যায়**!] আছে। যেটা আছে সেটা দিয়ে চালাতে কোনও অসুবিধা নেই। ইংরেজিতে kh-এর ধ্বনির জন্য আলাদা বর্ণ না থাকায় কেউ কি চাইবেন তা তৈরি করা হোক? [*এবং সাথে সাথে th, dh, gh, ch, jh, ph, bh, rh, sh ইত্যাদির প্রত্যেকটির জন্য?*]

and-কে এন্ড লেখাও কুৎসিত কাজ (অ্যা দিয়ে লেখা কর্তব্য)।

অরুণ সেন লিখেছেন :

"...অনেকে প্রস্তাব করেছেন নতুন নতুন চিহ্ন। সেগুলোও সমান বিদঘুটে এবং তা প্রতিষ্ঠা করা বোধ হয় আরো অসম্ভব – যেহেতু 'অ্যা'-তে ভালোই কাজ চলে যাচ্ছে। অ্যা-র স্থান কোথায় হবে বর্ণমালায় সেটা নেহাতই গৌণ সমস্যা। আমরা সহজেই লিখতে পারি 'অ্যাটকিনসন' 'ফ্যাশন' 'ফ্যাকটরি' ইত্যাদি।"

অথচ অনেকে অ্যা-সূচক স্বরবর্ণ এবং -কার-চিহ্নের জন্য হন্যে হয়ে থাকছেন যা উদ্বেগের কারণ এ জন্যও যে সে ধরনের কিছু গৃহীত হলে অনাবশ্যক বর্ণ/চিহ্ন, মোট

---

* অর্চনা অর্জুন সর্ব কর্ম ইত্যাদি শব্দের রেফের নিচে যে ব্যঞ্জন-দ্বিত্ব ছিল তার বর্জনের বিরোধিতা করতে phonetics ঝাড়া হয়েছিল। অন্তত বাংলাভাষার ক্ষেত্রে phonetics বারবার আপদ হিশাবে দেখা দিয়েছে, কারণ তার অপব্যবহার হয়েছে পণ্ডিতম্মন্য লোকদের দ্বারা।



www.pathagar.com

দুইটি, বেড়ে যাবে। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ লিখেছিলেন : "বাঙলা এ্যা-কারের জন্য একটা আলাদা অক্ষর নিতান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে। একটি নতুন অক্ষর ছাড়া 'দ্যাখো' (দেখহ) আর 'দেখো' (দেখিও), ফ্যালো (ফেলহ) আর 'ফেলো' (ফেলিও) প্রভৃতির পার্থক্য নির্দেশ করা অসম্ভব।"[১৩]

পার্থক্য নির্দেশ করা অসম্ভব? – তিনিই তো 'দ্যাখো 'ফ্যালো' লিখে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন! তাছাড়া অতি অল্প সংখ্যক ক্রিয়ার ক্ষেত্রেই অসুবিধা (যদি আদৌ 'অসুবিধা' বলা যায়)। লেখা, শেখা প্রভৃতির বেলায় লেখা যায় 'লেখো' আর 'লিখো', 'শেখো' আর 'শিখো'। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ যে লিখেছেন 'এ্যা-কারের জন্য...', সেও এক অনাসৃষ্টি, আপদ। লেখা উচিত হত 'অ্যা-কারের জন্য'। অনাবশ্যক বর্ণ/চিহ্ন কেন চান তা এ-থেকেও বোধগম্য। তবে আরও সহজে বোধগম্য করার জন্য মহলানবিশ মহাশয় ইলেক-চিহ্নের ও হাইফেন-এর ব্যবহারের কী বিধান সুপারিশ করেন তা জানাচ্ছি। তিনি চান ' ক'র্‌তে ব'ল্‌তে ধ'র্‌তে প'র্‌তে চ'ল্‌তি (-ভাষা) তা'র ব'স্‌বে ব'ল্‌লো কর্‌বার ধর্‌বার ব'ল্‌লেন ' ইত্যাদি বানান। তিনি হসন্ত-চিহ্ন এবং ও-কার -এর বন্যা বইয়ে দিতে চেয়েছেন। আরও আছে – তিনি 'শরম'-এর 'চ'ল্‌তি' বানান 'সরম' চালাতে চান ['চরম' চাইলেই পারতেন!]। তিনি 'তিনটে চারটে বিলিতি দিশী পূজো জুয়ো শুখো ফিতে হিসেব' 'ইত্যেদি' চান। আরও লক্ষণীয় যে তিনি 'বাংলা'-কে লিখেছেন বাঙলা; এক দিকে অ্যা-ধ্বনির জন্য নতুন বর্ণ ও চিহ্ন চান, অন্যদিকে ং বর্জনের দুরাগ্রহ, যেখানে ং-এর ভূমিকা অত্যন্ত উপকারী।

নিতান্ত বিভ্রান্তি এড়াতে দ্যাখো ফ্যালো লেখা যায়। সমস্যাটা হয়েছে দেখিও/ফেলিও-কে চলিত ভাষার ক্ষেত্রে দেখো/ফেলো লেখার ফলে; দেখিও/ফেলিও অর্থে দেখ্যো/ফেল্যো লেখাই অধিকতর সুপারিশযোগ্য; তবে 'দেখবে' 'ফেলবে' দিয়েও কাজ চলে।

## ই-কার-এর স্থান

লিখিত বাংলার একটা সমস্যা হচ্ছে, সবগুলি স্বরচিহ্ন উদ্দিষ্ট বর্ণের সামনে বসে না বা পরে আসে না। যেমন, ই-কার এবং এ-কার উদ্দিষ্ট বর্ণের আগে লিখতে হয়, ও-কার এবং ঔ-কারের এক অংশ উদ্দিষ্ট বর্ণের আগে লেখা হয়। এটা অবশ্যই সমস্যা। একে সমস্যা মনে না-করা বোকামি। এতে করে যৌক্তিক পরম্পরার এবং যৌক্তিকতার অভাব ঘটে, শিক্ষার্থীকে বাংলা লেখাপড়া শেখাতে ঝামেলা হয়। নাগরী-লিপিতে এধরনের সমস্যা নেই।

এ সমস্যার কিছুটা প্রতিকার সহজেই করা যায় : ই-কারটিকে বাম দিকে ঘুরিয়ে উদ্দিষ্ট বর্ণের পরে অর্থাৎ ডান দিকে বসানো যায়। তা করলে ম-এ ই-কার দেখতে হবে এমন : মী, যেখানে ম-এ ঈ-কার হচ্ছে মী, যার সাথে প্রস্তাবিত ই-কার-এর সামঞ্জস্য ও পার্থক্য যুক্তিপূর্ণ, সুসংগত। ঔ-কার (ৌ) -এর দ্বিতীয় অংশ, যা উদ্দিষ্ট বর্ণের সামনে বসে, তাকেই ই-কার হিশাবে দেখানো হল। ওটাই যদি নতুন ই-কার হয়, তাহলে মোটের উপর একটি চিহ্ন কমে।

অন্য কোনও স্বরচিহ্নের অনুরূপ স্থানিক পরিবর্তন এর চেয়ে অনেক বেশি ঝামেলার হবে। তবে এধরনের সমাধান গ্রহণ করা এবং আরও সমাধানের চেষ্টা করা উচিত কারণ আমরা চাই না নাগরী-লিপি বাংলা-ভাষার উপর ভর করুক। ই-, এ- এবং ঐ-কারের বর্তমান রূপ পরিবর্তন এবং ও- এবং ঔ-কারের দ্বিধাবিভক্ত রূপের সরলীকরণ করে একমাত্রিক রূপ দেওয়া সংগত হবে না এ কথা বলা মনগড়া, যুক্তিহীন।



www.pathagar.com

## স্বরবর্ণের সাথে (অন্তঃস্থ) ব ফলা

স্বরবর্ণের প্রসঙ্গ থেকে বেশি দূরে যাওয়ার আগে স্বরবর্ণে ফিরে আসছি। আমরা দেখেছি অ হস্‌যুক্ত হতে পারে। তাতে বিভিন্ন স্বরচিহ্ন লাগতে পারে, রেফ (র্) চাপতে পারে [র্অ=র্], র-ফলা লাগতে পারে [অ্র=র]। সুতরাং অ-তে (এবং যে কোনও স্বরবর্ণে) ব-ফলা প্রযুক্ত হতে পারে এতে আর আশ্চর্যের কী?

স্বরবর্ণের সাথে অন্তঃস্থ ব যুক্ত করলে কী ফল হয় দেখা যাক। বিবেচনা করুন, আমরা ইংরেজি woke, won ইত্যাদিকে কিভাবে বাংলায় লিখতে পারি? 'ওক', ওন লিখব, নাকি ভোক, ভোন? Lutwig-কে লুটভিগ লেখাটা কিছুটা মানিয়ে গিয়েছে, কিন্তু woke-কে 'ভোক' লেখা কি চলবে? আবার 'বোক' লেখাও চলে না কারণ সেটা boke-এর মতোই দেখায়; অন্তঃস্থ ব ও বর্গীয় ব -এর চিহ্ন আমাদের একই রকম। উত্তম সমাধানঃ woke-কে 'ওক' লেখা। এখানে ও্ব হচ্ছে স্বরবর্ণ ও -এর নিচে (অন্তঃস্থ) ব-ফলা। ব-ফলা সাধারণত অন্তঃস্থ-ব-ফলাই হয়ে থাকে, বিশেষত স্বরবর্ণে অন্তঃস্থ-ব-ফলা-ই চলবে। won-কে লিখতে পারি 'অ্বন'। Lutwig-কে লুট্‌ই্বক। awake-কে অ্যাএ্বক। ইত্যাদি। আবার অ্বো অ্বি অ্বে ... চাইলে 'অ্বোক' 'লুট্‌অ্বিক' 'অ্যাঅ্বেক' ...।

## মোটের উপর কি কি বাদ যাচ্ছে

এ পর্বে উপস্থাপিত প্রস্তাবগুলি মানা হলে যেসব অযুক্ত বর্ণ/চিহ্ন বাদ যাবে সেগুলি হচ্ছে :

| | |
|---:|---|
| ঞ | ১-টি |
| ন | ১-টি |
| ঈ ঊ ঋ এ ঐ ঔ | ৬-টি* |
| খ ঘ ছ ঝ ঠ | ৫-টি |
| ঢ থ ধ ফ ভ | ৫-টি |
| র শ হ ঢ় | ৪-টি |
| া [এর বদলে ী কাজ করবে] | ১-টি |
| ে এবং ৈ | ২-টি |
| মোট | ২৮-টি একক বর্ণ/চিহ্ন |

এবং ন এবং ণ -এর মধ্যে একটি বাদ যাওয়াতে এবং ঙ-স্থানে ং, ত্‌-স্থানে ৎ [ত্ন = ৎন, ত্ত = ৎত, এবং থ = ত্+থ বিবেচনা করে থ = ৎথ] লিখলে, অজরচন্দ্র সরকার -এর যুক্তি অনুসরণ করে গ্ব গ্দ ক্ব ক্ষ ক্ষ্ম বাদ দিলে বহু-সংখ্যক যুক্তবর্ণ-চিহ্ন বাদ যাবে। [ক্ব বাদ দিলে আমরা পক্ব-কে পক্ক লিখব]। তাছাড়া হ্ন-স্থানে হ্ন চলবে। ফলে কম্পিউটারের কী-বোর্ডে ঐ সংখ্যক স্থান খালি পাওয়া যাবে এবং সে সব স্থানে অধিক প্রয়োজনীয় যুক্তবর্ণগুলি নিলে কম্পোযিং-এ দারুণ সুবিধা হবে।

এতকাল যাঁরা বর্ণ/চিহ্ন কমানোর আগ্রহ দেখিয়েছেন তাঁরা বিভিন্ন বর্ণ জড়-শুদ্ধ ছেঁটে ফেলার পরামর্শ দিয়েছেন। বিভিন্ন জন তাঁদের সুপারিশে নতুনত্বের লক্ষণ দিতে ভিন্ন এক-এক

---

* ই উ এবং ও কেন বাদ দেওয়া যাবে না তার আলোচনা পরে আসছে।



www.pathagar.com

প্রস্ত* বর্ণ বাদ দেওয়ার কথা বলেছেন। কেউ-বা য়-এর মতো বর্ণের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়েছেন। ষ-এর ব্যাপারে তো কেউই ক্ষমাশীলতা দেখাতে পারছেন না। অনেকে ঁ (চন্দ্রবিন্দু) একেবারে বাদ দিতে চেয়েছেন, বাদ দিয়েছেনও। চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার কমানোর কিছু সুযোগ আছে* কিন্তু ওটা একেবারে বাদ দেওয়া স্রেফ বোকামি। অথচ কেউ অপ্রয়োজনীয় ন্ট ষ্ঠ ভ্ত বাদ দিতে চাইছেন না। ন এবং ণ দুটিই যদি-বা থাকে, তথাপি ন্ট ষ্ঠ ভ্ত বাদ যাওয়া সমীচীন।

## বর্ণ সংস্কার : দুটি প্রসঙ্গ (পুনরালোচনা)

"নাগরী লিপিতে যেমন অ-অক্ষরে ও-কার যোগ করিয়া ও [করা] হয়, সেইরূপ বাংলায় অ্যা হইতে পারে।"

বাঙালিরা বাংলা ভাষা সম্বন্ধে ভবিষ্যতে কী করতে পারে? তারা বাংলার স্থানে ইংরেজি গ্রহণ করতে পারে। এ দেশে অনেক ইংরেজি-ভক্ত মানুষ আছে। হিন্দি ভাষা গ্রহণ করতে পারে; এ দেশে অনেক হিন্দি-ভক্তও আছে আজকাল।

অথচ বাংলার তুলনায় হিন্দিকে চ্যাংড়ামির ভাষা, মস্কারির ভাষা বলে মনে হয়। বাংলায় কৌতুক-সৃষ্টিতে হিন্দি বাক্য/শব্দ ব্যবহার করা যায় বৈকি। হিন্দি ভাষার তুলনায় বাংলার যে কোনও আঞ্চলিক ভাষা শিষ্টতর।

ইংরেজিকে বাঙালির পক্ষে দ্বিতীয় ভাষা হিশাবে গ্রহণ করার হয়তো কিছু কারণ আছে। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের পক্ষে হিন্দি-কে এমনকি অষ্টম ভাষা হিশাবে গ্রহণ করারও কোনও সংগত কারণ নেই। কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত লিখেছিলেন '...কেলিনু শৈবালে, ভুলি কমল কানন'। আর বাঙালির পক্ষে হিন্দি-ভক্তি হচ্ছে পাখি বলে তেলাপোকা পোষার মতো ব্যাপার।

অথবা, বাংলা ভাষা বহাল থাকতে পারে কিন্তু এ ভাষা লেখার জন্য রোমান বর্ণমালা গ্রহণ করা হতে পারে। স্বয়ং ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এমন প্রস্তাব করেছিলেন এবং তাঁর সমর্থক কেউ কেউ এমনও কামনা করেছিলেন যে বঙ্গমুলুকে একজন স্টালিন বা কামাল পাশা আবির্ভূত হয়ে রোমান বর্ণমালা চাপিয়ে দেবেন। উল্লেখ্য, তুরস্কের এবং ইন্দোনেশিয়ার ভাষা এখন রোমান বর্ণমালায় লেখা হয়। আরও অনেক জাতীয় ভাষার ক্ষেত্রে রোমান বর্ণমালার আক্রমণ ঘটেছে। ভবিষ্যতে হয়তো আরও ঘটবে।

কিন্তু আমরা বাংলায় রোমান বর্ণমালা চাই না। এটার সম্ভাবনা চিরতরে বন্ধ করার জন্য আমাদের বর্ণমালার আকার কমাতে হবে। অর্থাৎ বাংলা লেখায় ব্যবহৃত অনেক বর্ণ/চিহ্ন বাদ দিতে হবে।

অতীতে অনেকে বাংলা থেকে বিভিন্ন বর্ণ-চিহ্ন কর্তনের পরামর্শ দিয়েছেন। এঁদের প্রধান ঝোঁক হচ্ছে ন/ণ-এর একটি, শ/ষ/স-এর দুইটি, জ/য-এর একটি, ঙ/ং-এর একটি, ঞ, দীর্ঘ-স্বরবর্ণ/চিহ্ন ইত্যাদি বাদ দেওয়ার কথা বলা। অনেকে ঐ, ঔ বাদ দিতে চেয়েছেন। এসব গৎ-বাঁধা প্রস্তাবনায় কোনও ফল হয়নি; তাতে ভালই হয়েছে, ঞ এবং ন/ণ-এর ক্ষেত্রে ছাড়া এসব প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নয়। কেউ কেউ য় বাদ দেওয়ার প্রস্তাব পর্যন্ত করেছেন, তা করে বাংলা-ভাষার প্রতি শত্রুতাই করেছেন।

---

* হ্যাঁ, প্রস্ত; অনেকে এরূপ ক্ষেত্রে প্রস্থ লেখেন যেটা ভুল।

* তবে চন্দ্রবিন্দু কোন বর্ণটির উপরে বসবে সে ব্যাপারে সুবিবেচনা দরকার। 'জাহাঁপনা জাহাঁবাজ গোসাঁই/গোশাঁই মপাসাঁ আঁতাঁত দাঁতাঁত এবং রেস্তোরাঁ'-তে চন্দ্রবিন্দু'র স্থান লক্ষণীয়। 'বাংলা একাডেমী'র বানান-অভিধানে নাকি গোঁসাই আছে। 'বাংলা একাডেমী'র কোনও অভিধান নির্ভরযোগ্য বলে আমার জানা নেই। সংক্রম থেকে সাঁকো, তবে দুটি চন্দ্রবিন্দু দিতে খুব কষ্ট মনে করলে যে কোনও একটা দিলে চলবে আশা করি।



www.pathagar.com

তাহলে কিভাবে বর্ণ-চিহ্ন কমানো যায়? বাংলায় স্বরবর্ণ ১১-টি এবং ব্যঞ্জনবর্ণে-প্রযুক্ত স্বরচিহ্ন – যা বিভিন্ন স্বর ধ্বনি সূচিত করে – ১০-টি; এর মধ্যে কোনও একটি সেট-কে বাদ দেওয়া যায় কি, হয় স্বরবর্ণগুলি নয় তো স্বরধ্বনি-নির্দেশক স্বরচিহ্নগুলি? – স্বরচিহ্নগুলি বাদ দেওয়া যাবে না কারণ ব্যঞ্জনবর্ণে ওগুলি প্রয়োগ করেই স্বরধ্বনি সূচিত করা হয়, সুতরাং স্বরবর্ণ বাদ দেওয়ার সম্ভাবনার কথা ভেবে দেখা উচিত। এটা করা যায় সহজেই – অ-কে মৌলিক স্বরবর্ণ ধরে স্বরচিহ্নগুলি অ-এর উপরে প্রয়োগ করে অন্য স্বরবর্ণগুলির বিকল্প তৈরি করা; তার মধ্যে একটি তো প্রস্তুত অবস্থায়ই আছে – আ – অ-তে আ-কার (া)।

উপরের সূত্র অনুসারে ই=অি, ...ঋ=অৃ, ...ঔ=অৌ। ক-এ এ-কার (ে) দিলে কে হয়, সুতরাং অ-এ এ-কার (ে) দিলে এ হবে, এটা তো যুক্তিসংগত, বাংলা-ভাষার পক্ষে প্রকৃতিগত এবং সহজবোধ্য। শুধু তাই নয়, এটা আসোলে অবধারিত, অর্থাৎ অ-এ ঐ-কার দিলে ঐ হবেই, তা কেউ বলুক আর না-বলুক। কেউ যদি আজই ঐ-এর স্থানে অৈ লেখে তাহলে তা শুদ্ধ বলে মানতেই হবে।

ঈ ঊ ঋ এ ঐ ঔ – এই কয়টি সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে অী অূ অৃ অে অৈ অৌ গ্রহণ করতে কোনও আপত্তি থাকা উচিত নয়। তবে, অি অু এবং অো গ্রহণ করলেও ই উ এবং ও – এই তিনটি চিহ্ন রেখে দেওয়ার কিছুটা কারণ আছে। 'যাই', 'কেউ', 'যাও' – এই তিনটি শব্দ (এবং এরকম অন্যান্য শব্দ যেমন 'খাই' 'ঢেউ' 'চাও' ...) বিবেচনা করুন। এগুলিতে ই উ এবং ও -এর প্রয়োগ অনেকটা য়-এর প্রয়োগের প্রকৃতির; যাই যাও -এর সাথে 'যায়'-এর তুলনা করুন। সুতরাং আমরা ই উ এবং ও রেখে দিতে পারি য়-এর সমগোত্রীয় বলে, যেটা স্বীকার করার সাথে সাথে এদের সাথে স্বরচিহ্ন যোগ করা যাবে এটাও স্বীকার করতে পারি। 'যায়'- শব্দে য় হসন্ত, আবার য়-তে আ-কার ই-কার ইত্যাদি লাগিয়ে স্বরান্ত করা যায়, 'ভায়া' 'দায়ি' 'ধূমপায়ী' প্রভৃতি শব্দে যেমন। ই উ এবং ও -তে আ-কার ই-কার ইত্যাদি লাগালে কী পাবো দেখা যাক।

আমরা যাওয়া-কে লিখতে পারি যাওা, যাওয়া-যাওয়ি-কে যাওা-যাওি। ও-তে আ-কার দেওয়ার প্রস্তাব অতীতেও করা হয়েছিল। ভারতীয় কোনও কোনও ভাষায় সে-নীতি গৃহীত, বাংলাতে গৃহীত হয়নি, যে-কারণেই হোক। কিন্তু ও'র প্রকৃতি য়'র মতো বলে মেনে নিলে ওা ওি মানতে অসুবিধা থাকে না।

একইভাবে পাইয়া-কে পাইা, 'কাউয়া'কে কাউা লেখা চলতে পারে। নীতিগতভাবে এ-ও স্বীকার্য যে হি হবে ঈ'র সমান এবং উ হবে ঊ'র সমান, যদিও অমন প্রয়োগ দরকার হবে না। তবে William-কে বোধ হয় 'উিলিয়াম' লিখতে পারব, যেমন utility-কে 'য়ুটিলিটি' লেখা চলে। একটা সমস্যা হচ্ছে এই যে ি-চিহ্নটি লক্ষিত বর্ণের আগে বসে। সমস্যাটা শুধু ই-কারের ক্ষেত্রে নয়। আমি ইতিপূর্বে ই-কার চিহ্ন হিশাবে ী-চিহ্নটি গ্রহণের প্রস্তাব করেছি যা লক্ষিত বর্ণের আগে নয় (কী=কি); তা গ্রহণ করলে দাঁড়াবে উীলিয়াম (William)।

'এ্য'-এর উচ্চারণ হওয়ার কথা এয়-এর মতো অর্থাৎ 'এইঅ' (=এইয়)-এর মতো, অথবা একটু অন্যভাবে দেখলে হয়তো য়ে (=ইএ=ইয়ে) -এর মতো হতে পারে। সুতরাং অ্যা-এর উচ্চারণের জন্য 'এ্যা' চলে না, নিজের কান নিজে কামড়ানো যদি-বা সম্ভব হয়-ও।

বর্তমানে য় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বহুমুখী ভূমিকা পালন করে থাকে। সেই ভূমিকার কিছুটা ই উ এবং ও নিতে পারে। [তবে তা না হলে যে চলছিল না এমন কিন্তু নয়]। য় একাই ইংরেজির y এবং w -এর মতো এবং তার চেয়েও বেশি কিছু ভূমিকা পালন করে। অতঃপর ও এবং উ ইংরেজি w-এর ভূমিকা পালন করতে পারে তা আমরা উপরে দেখলাম [was -কে ওায



www.pathagar.com

এবং William উিলিয়াম লেখা যাবে]। আবার y-এর মতো ভূমিকা খানিকটা পালিত হতে পারে ই'র দ্বারা, যেমন Yan লেখা যায় : ইান; utility ইুটিলিটি; yen : হেন। কিন্তু 'যায়' লিখতে, 'মায়া' লিখতে য় ছাড়া চলবে না।

ব্যঞ্জন-বর্ণগুলি থেকেও বেশ কিছু সংখ্যক বর্ণ বিশেষ সূত্র অনুসরণ করে বাদ দেওয়া যায়, অথচ ঐ বর্ণগুলির ধ্বনি লিখিত ভাষা থেকে বিলুপ্ত হতে হবে না। সেগুলি হচ্ছে বর্গীয় মহাপ্রাণ বর্ণগুলি। একটি বর্গীয় অল্পপ্রাণ বর্ণ, উদাহরণস্বরূপ 'প', নেওয়া যাক। এই 'প'-এর সাথে র-সূচক র-ফলা (্র) যোগে হয় 'প্র', অতএব হ-সূচক একটি চিহ্ন – 'হ-ফলা' – প-এ যোগ করলে হবে 'ফ'-এর ধ্বনি (p এবং ph স্মরণ করুন)।

ফলে ফ-চিহ্নটির আর দরকার হবে না, লেখ্য বর্ণ হিশাবে 'ফ' বাদ দেওয়া যাবে, একইভাবে খ ঘ ... ফ ভ – এই দশটি বর্ণ। এখন প্রশ্ন হচ্ছে হ-সূচক চিহ্ন হিশাবে কেমন চিহ্ন নেব। বিশেষ কোনও নতুন চিহ্ন গ্রহণ না করেই কাজ চালানো যায়। যদি ক গ চ জ ... প ব ইত্যাদি অল্পপ্রাণ বর্ণকে আমরা মাত্রাবিহীন করি [গ, এবং প এখনই তাই] এবং মাত্রাবিহীন ঐ চিহ্নগুলির উপর মাত্রা চাপাই এবং মাত্রাযুক্ত বর্ণগুলি আনুষঙ্গিক মহাপ্রাণ বর্ণের ধ্বনির সূচক বলে ধরি তাহলেই ঈপ্সিত ফল সহজলভ্য হয়ে ওঠে, নতুন একটি যুতসই চিহ্ন গ্রহণের ঝামেলাও আর থাকে না।

বাংলায় এখনই অনেকগুলি বর্ণ আছে মাত্রা-ছাড়া, যেমন ঋ এ ঐ ও ঔ খ গ ঙ ঝ ঞ ণ ধ প শ ং ঃ – মোট ১৬-টির কম নয়। এসব মাত্রাবিহীন বর্ণ তো আকাশ থেকে বা বিদেশ থেকে আমদানি নয়, এরা বাংলার অন্তর্ভুক্ত এবং এগুলি ব্যবহার করলে বাংলা বাংলাই থাকে। এখন, প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় হয়তো মাত্রা-ছাড়া বর্ণ তুলনামূলকভাবে কিছুটা সংখ্যাধিক হবে।

অনেকে অতীত ইতিহাসের অজুহাতে পরিবর্তনকে ঠেকিয়ে রাখতে আগ্রহী, বিশেষত যে খুচরা পরিবর্তন প্রস্তাব [যেমন য় বাদ দেওয়ার] তাঁরা নিজেরা করে থাকেন তা ছাড়া অন্য পরিবর্তনগুলিকে। তাঁদের তুলনায় বিপরীত অবস্থান দেখা যাবে অতীতের একজন লেখকের। এবং তিনি যে অবস্থার কথা উল্লেখ করেছিলেন সে অবস্থা এখনও আছে এবং খুচরা পরিবর্তন প্রস্তাব মানলেও সে অবস্থাই বিদ্যমান থাকত। কথাগুলি এরকম : যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি তাঁর *বাঙ্গালা অক্ষর* প্রবন্ধে লিখেছেন :

> "... সংস্কৃতমূলক যত ভাষা প্রচলিত আছে, তাহাদের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষা শেখা সোজা। বাঙ্গালা সাহিত্যও সমৃদ্ধ এবং এমন দিন আসিতেছে যখন বাঙ্গালা ভাষা দ্বারা জ্ঞান ও আনন্দের খনিতে প্রবেশ করিতে পারা যাইবে। ... বাঙ্গালা ভাষা ভারতীয় ভাষা হইতে পারিবে। কিন্তু অসংখ্য অক্ষরের কাঁটার বেড়া এই আশায় বিঘ্ন ঘটাইতেছে। আমাদের শিশুরা ... পরিশ্রান্ত হইতেছে, অগণ্য নরনারী নিরক্ষর থাকিতেছে, ভারতের অন্য দেশবাসী বাঙ্গালা ভাষা শিখিতে ভীত হইতেছে। অক্ষর ... চিনিতে ... লিখিতে কষ্ট হইবে না, দেখিতে বিশ্রী হইবে না, ... এই তিন গুণ থাকিলে গ্রামে গ্রামে জ্ঞান প্রচার করিতে কয়দিন লাগিত?"[১৪]

আমার কথা হচ্ছে, বাংলা ভারতী ভাষা না হতে পারুক, বাংলা বর্ণমালা ভারতী বর্ণমালা হতে পারে। বাংলা বর্ণমালায় সংগত ও সম্ভব সংস্কারগুলি করার পর তাকে ভারতী বর্ণমালা করার প্রস্তাবটা আমরা সোচ্চারে করতে পারব। ঙ্ক ঙ্খ ঙ্গ ঙ্ঘ ন্ট ষ্ঠ ষ্ঠ হ্ন ন্ড গ্ব গ্দ ক্স্ব ক্ষ্ম ক্ষ্ম – এই যুক্তবর্ণগুলি প্রথমেই বাদ দিয়ে আমরা ঐ পথে অগ্রসর হতে পারব।



www.pathagar.com

# শব্দের প্রয়োগ : বাংলা বুঝি অশুদ্ধ ভাষা?

## পাঁচজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব

সর্বজনাব শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী, আহমদ শরীফ, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, মোহাম্মদ আব্দুল কাইউম ও আনিসুজ্জামান একযোগে একটি বই লিখেছেন *বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ* নামে। বইটি আকারে ছোট তবু তাতে যত ভুল ভ্রান্তি আছে তা নিয়ে দীর্ঘ পরিসরে আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। তাঁরা বলেছেন *personality* বা *ব্যক্তির স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য* অর্থে ব্যবহৃত *ব্যক্তিত্ব* শব্দটির ব্যক্তি অর্থে ব্যবহার অসিদ্ধ।[১৫] তাঁদের তা হলে এও বলা উচিত ছিল একই অর্থে ইংরেজিতে *personality* শব্দটির ব্যবহারও অসিদ্ধ। কর্মবাচ্যের বিশেষ্যকে কর্তৃবাচ্যের বিশেষ্য হিশাবে ব্যবহার বিচিত্র কিছু নয়। একই বানানের শব্দ কি এমনকি অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ্য ও বিশেষণ উভয় রূপে ব্যবহৃত হতে পারে না? বিশেষ্য ও ক্রিয়া উভয় রূপে? *'মহান ব্যক্তিত্ব'* না হতে পারলে তো *'আর্তমানবতার সেবা'* করা যাবে না, *'দলীয় নেতৃত্ব'* চলবে না, কাউকে *'এলাকার ত্রাস'* বলা যাবে না।

## ইতিমধ্যে এবং ইতিপূর্বে নাকি অশুদ্ধ, তাঁরা বললেন!

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন –

> "শুনেছি 'সৃজন' শব্দটা ব্যাকরণের বিধি অতিক্রম করেছে, কিন্তু যখন বিদ্যাসাগরের মতো পণ্ডিত কথাটা চালিয়েছেন তখন দায় তাঁরই, আমার কোনো ভাবনা নেই। অনেক পণ্ডিত 'ইতিমধ্যে' কথাটা চালিয়েছেন, 'ইতোমধ্যে' কথাটার ওকালতি উপলক্ষ্যে আইনের বই ঘাঁটবার প্রয়োজন দেখি নে – অর্থাৎ এখন ঐ ইতিমধ্যে শব্দটার ব্যবহার সম্বন্ধে দায়িত্ব-বিচারের দিন আমাদের হাত থেকে চলে গেছে।" *(শত, পৃ. ২৭৬)*

যাঁদের উচ্চতা রবীন্দ্রনাথের গোড়ালি পর্যন্তও নয় তাঁরা বললেন 'ইতিমধ্যে ইতিপূর্বে' ইত্যাদি রবীন্দ্র-অনুমোদিত শব্দ নাকি অশুদ্ধ; তাঁদের তুলনায়ও যাঁরা আরও ক্ষুদে, তাঁরা হীনম্মন্যতার চাপে 'অশুদ্ধ' বলেও স্বস্তি বোধ করলেন না, বললেন 'ইতিমধ্যে ইতিপূর্বে' নাকি অপপ্রয়োগ। যাঁরা শুদ্ধ্যশুদ্ধি [শুদ্ধি+অশুদ্ধি] -স্থানে শুদ্ধাশুদ্ধি লেখেন তাঁরা শুদ্ধি-অশুদ্ধি'র জ্ঞান দিতে আসেন। যাঁরা পশ্বধম [পশু+অধম] -স্থানে পশ্বাধম লেখেন তাঁরাও। তাদেরকে শুদ্ধি-অশুদ্ধি বিচার ভাল করেই শেখাবো।

আমরা শরৎ বলি। বিপদ্-স্থানে বিপৎ তো বলি না! শরৎ সংস্কৃতে শুদ্ধ নয়, শরদ্ শুদ্ধ। আমাদের অতিপরিচিত মহান ঔপন্যাসিকের নামে শরৎচন্দ্র। শরৎচন্দ্র সংস্কৃতে শুদ্ধ নয়, শুদ্ধ হবে শরচ্চন্দ্র [= শরদ্+চন্দ্র]। তাঁর লেখা অতীব বিখ্যাত উপন্যাস 'দেবদাস'। দেবদাস সংস্কৃতে শুদ্ধ কি? কেউ পারলে বিপরীত প্রমাণ করুক কিন্তু আমি বলছি 'দেবদাস' অর্থে সংস্কৃতে শুদ্ধ হচ্ছে 'দিবোদাস'। সংস্কৃতে 'অগ্রসর' শুদ্ধ নয়, শুদ্ধ হল অগ্রেসর (এবং অগ্রতঃসর)। সংস্কৃতে খেচর আছে, খচর-ও আছে। কিন্তু বাংলায় শুধু খেচর চলে। খেচর-এর সাথে সংগতিপূর্ণ অগ্রেসর, কিন্তু বাংলায় অগ্রসর চলছে। সংস্কৃতে লোলুপ আছে, লোলুভ-ও আছে। বাংলায় আছে লোলুপ। লোভ-এর সাথে সম্পর্কিত, সুতরাং লোলুভ-ই হওয়ার কথা। সংস্কৃতে ইড়া ইলা দুই-ই সিদ্ধ। সংস্কৃতে লিপি আছে, লিবি-ও আছে [লিপি অর্থেই]। দুই-এর একটি অন্যটি থেকে অপভ্রষ্ট বা তদ্ভব, নিশ্চয়ই বলা যায়। কেউ অস্বীকার করতে চাইলে যুক্তি-



www.pathagar.com

প্রমাণ দিক। সংস্কৃতে যা যা শুদ্ধ বাংলায় তাই তাই শুদ্ধ নয়। বাংলায় ইতোমধ্যে ইতঃপূর্বে অশুদ্ধ, লিপি অর্থে লিবি লোলুপ অর্থে লোলুভ যেমন। 'ইতিপূর্বে ইতিমধ্যে'-কে অশুদ্ধ এমনকি অপপ্রয়োগ বলার পিছনে দুর্বুদ্ধি ছাড়াও কী দারুণ ব্যাপক অজ্ঞতা কাজ করে তা এর থেকেই বোঝা যাবে।

"রবীন্দ্রনাথের উচ্চতা" দিয়ে শুরু করেছিলাম কিন্তু কে এই রবীন্দ্রনাথ? রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর সর্বকালের গুটিকয় সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাধরের একজন। কবি গীতিকার ছোটগল্পকার সংগীতস্রষ্টা নাট্যকার ঔপন্যাসিক – এইসব পরিচয় মিলিয়ে ধরলে তিনি পৃথিবীর সর্বকালের একক সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পস্রষ্টা; এর সাথে অবশ্য চিত্রশিল্পী পরিচয়টা-ও যোগ করতে পারেন, চিত্রশিল্পী হিশাবে তিনি বিশ্বনন্দিত। অতঃপর পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ ভাষাতত্ত্ববিদ, একজন দার্শনিক, স্বীয় প্রজ্ঞার দ্বারা অর্থাৎ মৌলিক চিন্তার দ্বারা একজন পরিবেশ-বিজ্ঞানী, একজন অদম্য মানব-হিতৈষী, সমাজ-গবেষক, একজন তত্ত্বীয় ও প্রযোজক অর্থনীতিবিদ, একজন মহান শিক্ষাবিদ, শিক্ষাতাত্ত্বিক, মহান শিক্ষক। এবং কোনও সন্দেহ নেই তিনি ছিলেন সংস্কৃত ভাষায় ও ব্যাকরণে অতুলনীয় পণ্ডিত এবং সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্যের প্রায় সবটাই তিনি আত্মস্থ করেছিলেন (সংস্কৃত ভাষাতেই, বঙ্গানুবাদে নয়)। রবীন্দ্রনাথ এমন এক মহামানব যিনি জাতিকে ছাড়িয়ে অনেক উপরে উঠে যান, বাঙালিত্বের লজ্জা ভুলতে তাঁকে অবলম্বন না করে আমাদের উপায় থাকে না। সেই রবীন্দ্রনাথ আরও অনেক মনীষীর বরাত দিয়ে বলেছেন 'ইতিমধ্যে' ও 'ইতিপূর্বে' শুদ্ধ। এমনকি শুধু প্রচলনের খাতিরে হলেও এ শব্দদুটিকে শুদ্ধ বলে গ্রহণ করতে হবে। অথচ আলোচ্য লেখকগণ বলেছেন ইতিপূর্বে ও ইতিমধ্যে অশুদ্ধ, শুদ্ধ নাকি ইতঃপূর্বে ও ইতোমধ্যে। শব্দদুটির সম্বন্ধে আলোচ্য লেখকগণ যা জানেন বা জানতেন তা কি রবীন্দ্রনাথের জানা ছিল না? নিতান্ত মূর্খ বর্বর না হলে কেউ ভাবতে পারবে না যে রবীন্দ্রনাথের তা জানা ছিল না। তা সত্ত্বেও আলোচ্য লেখকগণ রবীন্দ্রনাথের উপরে টেক্কা মারতে চেয়েছেন।

ইতঃপূর্বের ইতঃ মানে এই, এই প্রকার। ইতি মানেও এই, এই প্রকার। এটাই সত্য, কোনও সন্দেহ নেই। বাংলাতে বলে নয়, সংস্কৃতে এটা সত্য, অমরকোষ সাক্ষী।

কোনও-কিছুর শেষে ইতি লেখার প্রচলন থেকে ইতি-শব্দের প্রমাদ-মূলক একটি অর্থ দাঁড়িয়েছিল 'শেষ'। [*ইতি'র এই দ্বিতীয় অর্থটিও সিদ্ধ বলে ধরতে হবে।*]। ইতি-শব্দটি কোনও-কিছুর শেষে লাগানো হত প্রাথমিক (অর্থাৎ 'এই') অর্থেই। অর্থ দাঁড়াতো – এই পর্যন্ত, আর নয়। "ইতি উপক্রমণিকা সমাপ্তা" "ইতি ত্রিকাণ্ড শেষঃ", "ইতি অব্যয়বর্গঃ সমাপ্তঃ" – এই কথা-কয়টিতে পরিষ্কার যে 'ইতি' মানে 'শেষ' নয়, 'সমাপ্তা' 'শেষঃ' এবং 'সমাপ্তঃ' মানে 'শেষ'। কিন্তু অনেক মানুষ মনে করল ইতি অর্থ শেষ; এবং ইতি'র একটি অর্থ হয়ে দাঁড়ালো শেষ। তাতে করে নিশ্চয়ই 'ইতি'র প্রাথমিক অর্থটি বাতিল হয়ে গেল না। এ ব্যাপারটা যাদের মাথায় ঢোকে না তারা অভিধান ফলায়! 'পত্র'র একটি অর্থ চিঠি। তা বলে পত্র মানে যে 'পাতা' সেটা মিথ্যা হয়ে যায় না। বাঙালির কপালদোষে এ সামান্য কথাটাও স্মরণ করাতে হয়।

ইতিমধ্যে ও ইতিপূর্বে বাদ দিয়ে ইতোমধ্যে ও ইতঃপূর্বে চালু করার চেষ্টা এখন অপচেষ্টা বা অপকর্ম ছাড়া আর কিছু নয়। বাংলায় হিংসুক শুদ্ধ। সংস্কৃতে কিন্তু তা নয় [সংস্কৃতে হিংসক]। বাংলায় 'অবহেলা' চলে, কিন্তু সংস্কৃতে তা নেই, আছে 'অবহেল'। সহায় থেকে সাহায়ক সুষ্ঠু, বাংলায় চলে সহায়ক। পদাতি থেকে পাদাতিক এবং দশম থেকে দাশমিক সুষ্ঠু কিন্তু বাংলায় পদাতিক দশমিক চলে। অমরকোষ-এ অহমিকা অর্থে অহমহমিকা, অন্তগত অর্থে অন্তর্জাত আগন্তুক অর্থে আগন্তু আছে। এসব তথ্য যারা বাংলায় 'প্রচলিত কিন্তু অশুদ্ধ' শব্দের ফর্দ বানায় তাদের মূর্খতা ও আহম্মকি তুলে ধরবে। 'যাবতীয়'র মতো ভবতীয় হওয়ার কথা



www.pathagar.com

তবু ভবদীয় শুদ্ধ সংস্কৃতেও। যুবক শুদ্ধ বাংলায়। সংস্কৃতে কি যুবক আছে? *ব্যাকরণ কৌমুদী* -তে নেই, *অমরকোষ*-এ নেই। আছে যুবন্*, যুবা। যুবন্-এর স্ত্রীলিঙ্গে যূনী। যুবতি সংস্কৃতে আছে, কিন্তু নিপাতনে সিদ্ধ হিশাবে। ইতিমধ্যে ইতিপূর্বে শব্দদুটিকে সিদ্ধ করার জন্য কি সোডা-গরম-পানিতে সিদ্ধ করতে হবে?

এদেশের অনেক প্রতিভাবান অতি উত্তম সাহিত্য রচনা করেছেন শিশুদের জন্য। আর অন্য অনেকে আছে, যারা সেটা পারে না কিন্তু infantile disorder -এ ভোগে, যেমন যারা বলে ইতিপূর্বে ইতিমধ্যে অশু. কিন্তু প্র.।

নখহরণী থেকে নরুন হল, তাতে কি অশুদ্ধ হল? অসম্ভাবিত>আচম্বিতে ভ্রাতৃজায়া>ভাজ পিতৃস্বসৃকা>পিসি নপ্তৃক>নাতি স্নেহবৃন্ত>নেওটা দীপবর্তিকা>দেউটি হল, তাতে কি অশুদ্ধ হল? তদ্ভব শব্দ সব অশুদ্ধ বুঝি?

প্রাকৃত-জ বাংলা শব্দ তৎসম/সংস্কৃত থেকে কতটা পরিবর্তন লাভ করেছে তার আরও নমুনা লক্ষ্য করুন :

অতসী>তিসি অলাবু>লাউ অশীতি>আশি অলক্ত>আলতা অলবণিক>অলুনি আশু>আউশ(ধান) ভদ্রক>ভাল চত্বর>চাতাল অগাছ>আগাছা অপর>আর ■ কটাহ>কড়াই কবল>খাবলা চটক>চড়াই-চড়ুই পর্কটি>পাকুড় উৎপুট>উপুড় কর্পট>কাপড় চপেট>চোপাড় চড় শৃঙ্গাটক>শিঙাড়া পীঠিকা>পিড়ি পঠন>পড়া বিস্ফোটক>বিষফোড়া চিপিটক>চিড়া ঘোটক>ঘোড়া কটকৃত্য>কড়চা কেতকট>কেওড়া ভগ্নবাট>ভাগাড় ■ পতঙ্গ>ফড়িং কীলক>খিল বাষ্প>ভাপ ভ্যাপশা ■ অঞ্জিক>আঞ্জিয়া অঞ্জন>আঞ্জিনা শৈবাল>শেওলা গৈরিক>গেরুয়া চৌর>চোরা গৌর>গোরা লৌহ>লোহা ■ অভি-অগু [=অভ্যগু]>ভিজা অভি-অন্তর [=অভ্যন্তর]>ভিতর উদুম্বর>ডুমুর এরণ্ডিকা>রেড়ি উদ্ধার>ধার অরিষ্ট>রিঠা বুবুক্ষা>ভুখ উপবীত>পইতা উপবিশ>বইসে (=বসে) এহেন>হেন ■ সভ্যাগার>সাভার অর্গল>আগল মর্দল>মাদল দর্দুর>দাদুর গর্জন >গাজন কর্তরী>কাটারি শর্বলা>শাবল অর্ধ >আধ। ■ চর্পটি>চাপাতি চাপড়ি পর্কটি>পাকুড় অর্গল>আগল ■ পার্শ্ব>পাশ সর্ব>সব ত্রসর>তশর প্রান্তর>পাঁথার গ্রাহক>গাহক শ্রাবণ>শাওন প্রোঞ্ছন>পোঁছা ■ সংক্রম>সাঁকো দংশ>ডাঁশ ম্রক্ষণ>মাখন প্রস্তর>পাথর ক্রন্দনক>কান্না বল্গ>বাজ চন্দ্র>চাঁদ অগ্রে>আগে ব্যাঘ্র>বাঘ পুত্র>পুত যোত্র>জোত পুত্রবতী>পোয়াতি হ্রদ>দহ প্রতিষ্ঠা>পইঠা (পৈঠা) বহিত্র>বইঠা (বৈঠা) ইন্দ্রাগার>ইঁদারা শিরস্থান>শিথান ফেরু>ফেউ সূত্র>ছুঁতা পত্র>পাতা প্রাকার>পগার। ■ গৃহিনী>গিন্নি কৃষাণ>কিষাণ ঘৃণা>ঘেন্না ভৃঙ্গারোল>ভিমরুল শৃগাল>শিয়াল বৃতি>বেড়া ঘৃত>ঘি গৃহকর্মী>ঘরামি দীর্ঘিকা>দিঘি আর্দ্রক>আদা গর্দভ>গাধা কর্কোটক>কাকড়োল জীর্ণ>ঝুনা বলীবর্দ>বলদ তর্কু >টাকু কাসমর্দ>কাসুন্দি। ■ সত্য>সাচা কটকৃত>কড়চা মিথ্যা>মিছা অন্নাদ>আনাজ অদ্য>আজ সদ্যঃ>সাজো বিদ্যুৎ>বিজলি উৎপদ্যতে>উপজে দ্যুতি>জ্যোতি। ■ দ্যূতক>জুয়া সন্ধ্যা>সাঁঝ বন্ধ্যা>বাঁঝা মধ্যক>মেঝো পক্ষবাদ্য>পাখোয়াজ খাদ্য>খাজা বাদন>বাজন বদজাত>বজ্জাত ক্ষার>ছার (=ছাই) ক্ষাম>ছাম (> ছিমছাম) ক্ষুরিকা>ছুরি ক্ষেপ>ছেপ (=থুতু) মক্ষী>মাছি কক্ষ>কাছে। ■ স্তম্ভ>থাম স্কন্ধ>খাম (খাম্বা) ■ মনোরথ>মনোরথ গুর্জররাষ্ট্র>গুজরাট হ্রদ>দহ ডহর চূড়া>চুল ক্রোড়>কোল ক্রীড়া>খেলা গণ্ড>গাল ■ দেহলী>দেউড়ি যুগল>জোড়া অর্গল>আগল। ■ শকুল>শোল মুকুল>বোল দেবকুল>দেউল নকুল>নেউল আকুল>এলো ■ পাষাণ>পাহাড় সংজ্ঞা>সাড়া বেনু>বেঁণু মস্তক>মাথা মুষ্টি>মুঠি পুস্তিকা>পুঁথি। ■ সখী>সই জতু>জৌ [জৌগ্রাম] ভূমি>ভুঁই যূথী>জুঁই ■ মদ্গুর>মাগুর বোদাল>বোয়াল খদিকা>খই (খৈ) ছদি>ছই (ছে) আদর্শিকা>আর্শি পদস্থান>পৈথান পদ>পা বদরি>বরই কুদ্দাল>কোদাল ছাদনিকা>ছাউনি নদী>নই/নৈ [নেহাটি] কদলক>কলা ছেদনিকা>ছেনি পদাতিক>পাইক পদাকার>পয়ার উপদিক>পুই মোদক>মোয়া। ■ দধি>দই বধূ>বউ মধু>মউ মধুরিকা>মৌরি ■ মহিষ>মোষ ফলাহার>ফলার মহাশয়>মশায় অগ্রহায়ণ>অঘ্রান সহনক>সানকি ব্রাহ্মণ>বামুন ■ স্থঘিকা>থই স্থান>থালা থাল স্থান>থান স্থল>থল স্থির>থির স্থিত>থিতু তব্ধ>তব্ধ হস্ত>হাত গোষ্ঠ>গোঠ কাষ্ঠিকা>কাঠি প্রতিষ্ঠা>পৈঠা জ্যেষ্ঠ তাত>জেঠা অস্থি>আটি-আঠি পুস্তিকা>পুঁথি স্ফটিক>ফটিক বৃত্ত>ভুতি স্থিতক>ঠিক। ■ বক্কয়নী>বকনা চতুষ্কী>চৌকি নবধর>নধর যবাগু>জাউ উদুম্বর>ডুমুর [ডুমর/ডুমাইর] কুবল>কুল ধবল>ধলা কবয়ী>কৈ কারবেল্ল>করল্লা চত্বাল>চাতাল চত্বারি>চারি/চার রসবতী>রসুই/রশুই পুত্রবতী>পোয়াতি চন্দ্রবৎ>চাঁদোয়া বৈবাহিক>বেয়াই বলীবর্দ>বলদ বদন>বয়ান। ত্রিভাগিক>তেহাই যৎক্ষণ>যখন বহিরঙ্গ>ভড়ং বাতুলি>বাদুড় উদ্ঘাপন>উনান সার্ধ>সাড়ে দলপতি>দলুই মৎস্য>মাছ উৎকুন>উকুন বদ্ধ>বড়, বড্ড, রাধিকা>রাই শারিকা>শালিক প্রোষ্ঠিন>পুটি/পুঠি অবিধবা>এয়ো শিখর>শিয়র।

আচ্ছা, তদ্ভব'র কথা বাদ দিয়ে তৎসম-তেই আলোচনা সীমিত করা যাক। কৃত্ থেকে হল তর্কু, কস্ থেকে হল সিকতা, পথিন্ থেকে পন্থ, পন্থা – বর্ণের জায়গা বদল, যাকে বলে বর্ণ

* 'যুবন্' প্রসঙ্গে ইংরেজি juvenile, rejuvenate প্রভৃতি শব্দ স্মরণীয়।



www.pathagar.com

বিপর্যয়, হল। বৃ থেকে বার – বেশ; কিন্তু অতঃপর তা-থেকে দ্বার – দ্ বর্ণটি মাথা চারা দিয়ে উঠল। হন্+অ = হংস – স্-এর আগম হল। হিন্স্ থেকে হল সিংহ, স এবং হ ডিগবাজি খেয়ে জায়গা বদল করল। গূঢ়+আত্মা = গূঢ়াত্মা না হয়ে গুঢ়োত্মা হয়ে বসল, পৃষদ্+উদর = পৃষদুদর না হয়ে হল পৃষোদর–কোনও নিয়মের বালাই নেই। কিন্তু তবু শুদ্ধ। *ভবেদ্ বর্ণাগমদ্ধংসঃ, সিংহো বর্ণবিপর্যয়াৎ। গূঢ়োত্মা বর্ণ বিকৃতের্বর্ণলোপাৎ পৃষোদরম্।* শুষ্ থেকে শুষ্ক হয়, ক-এর আগমন কোনও প্রতিষ্ঠিত নিয়মে নয়। পর+ঈয় = পরকীয়, রাজা+ঈয় = রাজকীয়, স্ব+ঈয় = স্বকীয় হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সুনীতিকুমার ক্ষিতিশচন্দ্র ললিতকুমার ইতিমধ্যে ইতিপূর্বে সমর্থন করলেন বলেই কি এ দুটি শব্দ সম্বন্ধে নিশ্বাসে প্রশ্বাসে অশু. অশু. জপ করা কর্তব্য? সমুদ্র'য় মুদ্রা নেই তবু সমুদ্র নাম। সংস্কৃতে ভ্রূকুটি শব্দের আরও সাতটি বিকল্প বানান শুদ্ধ। যেমন ভ্রূকুটি ভৃকটি শুদ্ধ। স্বপ্ ধাতু থেকে স্বপ্ন শব্দ এবং তৃষ্ ধাতু থেকে তৃষ্ণা শব্দ কিকরে হল? *অমরকোষ*-এ তো স্বপ্ন তৃষ্ণা নেই। তাতে তৃষ্ণা অর্থে তৃষ্ এবং তর্ষ আছে। তাতে হেষা'র বিকল্প হিশাবে হেষা আছে। দহ্+গ >'নগ' হয়, হন্+অচ্ >'ঘোর' হয়। অত্র শব্দে এতদ্ হয়েছে অ। কিম্ কীদৃশ-তে হয়েছে কী, কদা'য় হয়েছে ক, কুত্র'য় হয়েছে কু। কু হয়েছে কদন্ন শব্দে কৎ, কাপুরুষ-এ কা, এবং কবোষ্ণ'য় কব। অস্+অন্তি = 'অসন্তি' না হয়ে হল সন্তি। মিহ্ থেকে মেঘ, হন্ থেকে ঘন; হ্ যে ঘ হল তাতে দোষ নেই। কৃ+য > কৃত্য – হাওয়া থেকে ত্ আসাতে দোষ হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তো বাঙালি জাতির মহাসর্বনাশ করেছেন 'অশুদ্ধ' শব্দ সিঞ্চন চালু করে কিন্তু সংস্কৃতে সিচ্ থেকে সিঞ্চতি, মুচ্ থেকে মুঞ্চতি, অন্তর্বৎ+ঈ = অন্তর্বত্নী হওয়াতে কোনও দোষ নেই। 'ঋত' অর্থ সত্য, তার বিপরীত ন-ঋত = অনৃত। সু-ঋত-কে সুনৃত বানালে কি শুদ্ধ হবে? হওয়ার কথা নয়। কিন্তু সংস্কৃতে তা-ও হয়েছে – *অমরকোষ*-এ আছে : 'সুনৃতং সত্যপ্রিয়বাক্যম্'। প্রকৃষ্ট সংস্কৃত নিয়মে দুঃখ-স্থানে দুষ্খ হওয়ার কথা [দুঃ+খ =দুষ্খ]। সে হিশাবে দুঃখ সুষ্ঠু নয়। 'পৃথু'-পূর্বক 'অঞ্চ' অতঃপর ক্বিন-ক্রমে 'পৃথ্বক' [পৃথু+অক =পৃথ্বক; যেমন মনু+অন্তর =মন্বন্তর] হওয়ার কথা কিন্তু 'পৃথক' হয়েছে; 'পৃথক' সুষ্ঠু নয়। পশ্চাৎ পশ্চিম প্রভৃতি শব্দে অপর হয়ে যায় পশ্চ; সদা'য় সর্ব হয় স, বৃদ্ধ থেকে জ্যেষ্ঠ বর্ষীয়ান, যুব থেকে কনিষ্ঠ হয়। 'স্পৃশ্' থেকে 'স্পষ্টব্য' কিন্তু 'দৃশ্' থেকে 'দ্রষ্টব্য'! 'দর্ষ্টব্য' নয়! সংস্কৃতে যা-ই হোক তাই সই।

গুর+ফ = গুল্ফ দন্ত+বল = দন্তাবল বী+ব = বিশ্ব অর্নস্+ব = অর্নব। মার্ত+অণ্ড = মার্তাণ্ড হওয়ার কথা কিন্তু চলে মার্তণ্ড। শস্+প = শল্প– নিমিত্ত নেই তবু ষ।

ভাষাচার্য সুনীতিকুমার লিখেছেন "খালি সংস্কৃত আর প্রাকৃতের দিকে নজর রাখলে চলবে না – অন্-আর্য ভাষাগুলির দিকেও নজর রাখতে হবে।" বক্তব্যটা লক্ষণীয়। তবে আমার লক্ষ্য আপাতত 'খালি' শব্দটি। কী মনে হয়? অশুদ্ধ? অনেকে বলবেন – তা তো হবেই, কেবল-ই থেকে খালি যখন। কিন্তু সংস্কৃত ভূমা, ভূয়স্ প্রভৃতিতে 'বহু' যে 'ভূ' হয়ে বসে আছে তার কী হবে? গোদুহ্>গোধুক্, কাষ্ঠদহ্>কাষ্ঠধক্ অর্থবুধ্>অর্থভুৎ হয়েছে যে? তাহলে কেবল-ই থেকে খালি খুব হতে পারে, 'বখিল' থেকে ভক্কিলা ['খা খা খা ভক্কিলা-রে কাঁচা ধইরা খা' স্মরণীয়] হতে পারে এবং তা শুদ্ধ বলে গণ্য হতেই হবে – এটাই যুক্তিযুক্ত নয় কি? সংস্কৃত ব্যাকরণ বলে – "অগ্রহায়ণ্যা নক্ষত্রেণ যুক্তো মাসঃ আগ্রহায়ণঃ ..."। সে অনুযায়ী আমরা যাকে বলি অগ্রহায়ণ (মাস) তার শুদ্ধ রূপ হচ্ছে আগ্রহায়ণ। সংস্কৃতে মানুষ মনুষ্য নিপাতনে সিদ্ধ শব্দ। সৌর পান্থ স্বামী সাক্ষী প্রাচ্য স্বায়ম্ভুব রাজসূয় বনস্পতি বৃহস্পতি কিঙ্কিন্ধ প্রতীচ্য উদীচ্য কার্মুক ভবদীয় পশ্চাৎ পৌনঃপুনিক বার্দ্ধুষিক, অবদ্য পণ্য পুরন্দর বাগ্মী বাচাল আত্মম্ভরি জ্যোৎস্না



www.pathagar.com

তমিস্রা মলিন অর্ণব, তৃতীয়, 'চতুর্থ' অর্থে তুর্য ও তুরীয়, এবং অধুনা নূতন নূত্ন ক্রিয়া কৃত্যা শয্যা, সুহৃদ সমভূমি প্রদক্ষিণ সম্প্রতি বিষম সুষম প্রাহ দুঃষম নিঃষম অসম্প্রতি দুহৃদ প্রোঢ় প্রভৃতি শব্দও নিপাতনে সিদ্ধ। সংস্কৃতে 'সংস্কৃত' [= সম্+কৃত] শব্দটিও সহজ-সিদ্ধ নয় এবং 'পরিষ্কার' [= পরি+কার] শব্দটিও পরিষ্কার নয় বরং বিশেষভাবে সিদ্ধ। গোটা সংস্কৃত-ভাষাটাকেই মনে হয় একটি 'নিপাতনে সিদ্ধ ভাষা'।

২০০৪ সংবতে [খৃস্টীয় ১৯৪৬ সাল নাগাদ] প্রকাশিত *শব্দ-কথা প্রথম আশ্বাস*-এ প্রকৃষ্ট সংস্কৃতজ্ঞ ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন:

"ইতিপূর্বে, ইতিমধ্যে প্রভৃতি প্রামাদিক বটে, কিন্তু এস্থলে প্রমাদ গুরুতর নহে, আর পদগুলি ভাষায় বেশ চলিয়া গিয়াছে। এইগুলিকে বর্জন করিয়া পাণ্ডিত্যগন্ধী উৎকট ইতঃপূর্ব ও ততোঽধিক উৎকট ইতোমধ্যকে ভাষার রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। ইতি-শব্দ যখন নিপাত, আর মহর্ষি যাস্কই যখন বলিয়াছেন, "উচ্চাবচেস্বর্থেষু নিপতন্তীতি নিপাতাঃ", তখন উহা স্বচ্ছন্দে ইতঃ শব্দের অর্থ প্রকাশ করিতে পারে। দুরাগ্রহের ফল সাধারণত ভাল হয় না, এ স্থলেও ইতঃপূর্ব্বে ভূমিষ্ঠ – থুড়ি পত্রস্থ–হইবার অল্পদিন পরেই ইতোমধ্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ইতোপূর্ব্বে হইয়া গেল। এখন বল মা তারা দাঁড়াই কোথা?" *(শক, পৃ. ১১৮)*

ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কিন্তু প্রকৃত পণ্ডিত, বড় পণ্ডিত। রবীন্দ্রনাথও তাই।

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য লিখেছেন –

"আমরা অনেক সময় রক্ষণশীলতাবশতঃ ব্যাকরণকে যতটা আঁকড়ে থাকতে চাই ততটা উচিত কিনা ভাববার সময় এসেছে। ...। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে তথাকথিত অশুদ্ধ শব্দ দুটি ['ইতিমধ্যে' 'ইতিপূর্বে'] ভাষায় স্থান পেয়ে গেছে। ...। শতাব্দীর চতুর্থ দশকে আমরা শিক্ষকের আসনে বসে ছাত্রদের ...বলেছি, – 'ইতঃপূর্বে' 'ইতোমধ্যে' চলিত ভাষায় ব্যবহার করো না। সাধু ভাষাতেও নিতান্ত দরকার না হলে প্রয়োগ না করাই ভাল।" *(বভাস, পৃ. ১২৩-১২৪)*

আরেকজন প্রকৃত পণ্ডিত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন :

"কেহ কেহ 'ইতিমধ্যে' 'ইতিপূর্ব্বে' অশুদ্ধ বলেন, 'ইতোমধ্যে' 'ইতঃপূর্ব্বে' শুদ্ধ বলেন। কেন, তাঁহারাই জানেন।"[১৬]

অর্থাৎ তিনি এমনকি রবীন্দ্রনাথের এবং ক্ষিতিশচন্দ্রের সাথেও একমত নন; তিনি মনে করেন ইতিমধ্যে ইতিপূর্বে সর্বত্র সবসময়ে সর্বতোভাবে শুদ্ধ – একে প্রামাদিক বলারও অবকাশ নেই।

সংস্কৃতে অহন্+অহন্ = অহরহঃ। অহন্+নিশা = অহর্নিশ। ত্রি+অহন্+স্পর্শ = ত্র্যহস্পর্শ। এ এক ব্যতিক্রমি সন্ধি। বাংলায় আমরা অহন্ ভুলে লিখছি অহঃ+অহঃ = অহরহ(ঃ), অহঃ+রাত্র = অহোরাত্র। আলোচ্য পাঁচজন লেখক তো এতে আপত্তি করেননি। কী করণীয় এ ব্যাপারে? কেউ কি বলবেন অহঃ, অহঃ+অহঃ, ইত্যাদি ভুল?

এতকাল পরে ইতোমধ্যে ইতঃপূর্বে -কে শুদ্ধ বলে পাণ্ডিত্য-গর্বে উচাটন হওয়া ছেলেমানুষি নাকি সংস্কৃত পণ্ডিত সাজার অন্যায় অসৎ প্রচেষ্টা তা পাঠক বিচার করুন। বিচারের সুবিধার জন্য আরও তথ্য। মূলত মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্তৃক প্রণীত *সমগ্র ব্যাকরণ*



www.pathagar.com

*কৌমুদীর* সাম্প্রতিক সংস্করণে আছে–অন্যদাশা [অন্য+আশা] অন্যদাস্থা [অন্য+আস্থা]] অন্যদুৎসুক [অন্য+উৎসুক] অন্যদ্রাগ [অন্য+রাগ] অন্যদীয়। অর্থাৎ 'দ'-এর আগম।

তস্কর বনস্পতি বৃহস্পতি উপস্কার আশ্চর্য প্রায়শ্চিত্ত পরিষ্কার গোষ্পদ আস্পদ কিষ্কিন্ধা ইত্যাদিতে 'স' 'শ' এবং 'ষ' নিয়মবহির্ভূতভাবে এসেছে। সাধারণ নিয়মে দীর্ঘসত্র থেকে দৈর্ঘসত্র হওয়ার কথা কিন্তু হয়েছে 'দার্ঘসত্র'; দেবিকা থেকে দৈবিকা হওয়ার কথা কিন্তু দেবিকাকুল থেকে হয়েছে 'দাবিকাকুল'; শিংশপা থেকে শৈংশপ হওয়ার কথা কিন্তু শাংশপ হয়েছে; কেকয় থেকে কৈকয় হওয়ার কথা কিন্তু 'কৈকেয়' হয়েছে; প্রলয় থেকে প্রালয় হওয়ার কথা কিন্তু 'প্রালেয়' হয়েছে।

অপ্ অর্থ পানি, কিন্তু দ্বীপ-এ এবং সমীপ-এ তা ঈপ হল, এবং অনূপ-এ হল উপ।

সাধুরীতি কৃষ্ণচতুর্দশী কুমারশ্রমণা পঞ্চমকন্যা সুন্দরমহিলা সুন্দরবালিকা যুবজানি রূপবদ্ভার্যা এইসব শব্দে স্ত্রীলিঙ্গের বিশেষ্যের আগে পুংলিঙ্গের বিশেষণ বসেছে, সাধারণ নিয়মে তা হওয়ার কথা নয়, কিন্তু এটাই সিদ্ধ। কৃষ্ণাচতুর্দশী (সুষ্ঠু মনে হলেও) সংস্কৃতে সিদ্ধ নয়, তবু কেউ এতে ভুল ধরছে না। অল্পবিদ্যা'র কারণে এসব দোষ-ধরা বা-না-ধরা ঘটছে।

অষ্ট+দশ 'অষ্টদশ' না হয়ে অষ্টাদশ কেন হয়? দ্বাদশ-ই বা কেন ? বিশ্বামিত্র। মনে হতে পারে বিশ্ব+অমিত্র। আসোলে তা নয়। 'বিশ্ব+মিত্র'-ই, কিন্তু বিশ্বামিত্র হল। তেমনি বিশ্বাবসু বিশ্বানর অষ্টাবক্র অষ্টাকপাল অষ্টাগব। আরও আছে অমরাবতী পুষ্করাবতী ধূমাবতী অঞ্জনাগিরি কুক্কুটাগিরি। শ্বাদংষ্ট্রা শ্বাদন্ত শ্বাপদ। মিত্রাবরুনৌ ইন্দ্রাবৃহস্পতী অগ্নীসোমৌ, সূর্যাচন্দ্রমসৌ। আরও আছে দন্তাবল কৃষীবল প্রতীহার নীকাশ প্রাসাদ প্রাকার দধীচ প্রাবৃট উপানৎ।

'বিশ্বামিত্র' প্রভৃতির বেলায় যা হয়, 'কালিদাস' প্রভৃতির বেলায় তার উল্টাটা হয় : কালিদাস বৈদেহিবন্ধু রেবতিপুত্র গ্রামণিপুত্র চণ্ডিদাস [বিকল্পে চণ্ডীদাস সিদ্ধ]।

'ভ্রূকুটি'র পাঁচটা বিকল্প বানান [ভ্রকুটি, ভ্রুকুটি, ভ্রূকুটি, ভৃকটি, ভৃকুটি] *অমরকোষ*-এ আছে, সুতরাং সবগুলি 'শুদ্ধ'; এর বাইরে আরও তিনটি বানানকে-ও সংস্কৃতে শুদ্ধ ধরা হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়, ক্ষিতিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং আরও অনেক মনীষীর অনুমোদন সত্ত্বেও ইতিমধ্যে ইতিপূর্বে 'অশুদ্ধ' (সংক্ষেপে 'অশু.') থাকবে কারণ আমাদের আলোচ্য ব্যক্তিগণ অনবরত জপ করছেন ইতিমধ্যে ইতিপূর্বে 'অশুদ্ধ' (সংক্ষেপে 'অশু.')। এমনকি 'ইতোমধ্যে ইতঃপূর্বে' প্রসঙ্গ আসা মাত্র বলতে ছাড়েন না যে এরা "*'অশু.' ইতিমধ্যে ইতিপূর্বে'র শুদ্ধ রূপ*"। সংস্কৃত শব্দশাস্ত্রে 'আর্ষপ্রয়োগ' বলে একটা কথা আছে কিন্তু আলোচ্য ব্যক্তিগণের কাছে রবীন্দ্রনাথ এত ক্ষুদ্র যে আর্ষপ্রয়োগ-এর ধারণা মনে আসতেই চায় না। এমন অবস্থায় রবীন্দ্রনাথের তৈরি করা হাঁসজারু শব্দ নিশ্চুপ (নিশ্চল+চুপ), উন্মুখর (উন্মুখ+মুখর), চন্দ্রাবার (চন্দ্রাতপ+স্কন্ধাবার), শশঙ্কিত (শশ+শঙ্কিত) প্রভৃতি শব্দের কী হবে? এসব তো সংস্কৃত সাহিত্যে/অভিধানে নেই অতএব 'অশুদ্ধ' না হয়ে যায় না (!) যেখানে ইতিমধ্যে ইতিপূর্বে অশ্রুজল 'অশুদ্ধ' (সংক্ষেপে 'অশু.')!

রবীন্দ্রনাথ 'রক্তিম' লিখেছেন; সংস্কৃতে 'রক্তিমা' আছে, 'রক্তিম' নেই। 'রাত' অর্থে 'নিশি' [সং. নিশা] লিখেছেন; 'ধূম' অর্থে ধূম্র লিখেছেন। এ প্রসঙ্গে কী বলা হবে? রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'আবশ্যিক সাম্রাজ্যিক শাহরিক', সংস্কৃতে এসব নেই। তিনি ঘটী-কে ঘটি করেছেন, এখন ঘটি-ই চলে। তিনি 'নিচু, নিচে' সৃষ্টি করেছেন। মস্ত অপরাধ? কিন্তু black অর্থে সংস্কৃত তথা তৎসম 'কাল' ('কালঃ') -কে বাংলায় 'কালো' করেছে কে? রবীন্দ্রকাব্যে "কী স্নেহ কী মায়া গো" নেই কি? অথচ সংস্কৃতে 'মায়া' শব্দটি নিন্দাবাচক, 'স্নেহ' অর্থ 'তেল'! রবীন্দ্রকাব্যে আছে – "সুপ্তি-মৌন গ্রাম-প্রান্তে..."; সংস্কৃত'র হিশাবে 'মৌন'র এহেন ব্যবহার অসিদ্ধ। [বাংলায় সিদ্ধ]



www.pathagar.com

'দৃশ্' ধাতুর প্রথমা'র একবচনে পশ্যতি – কেন? দৃশ্ থেকে পশ্যতি হতে পারে? কিন্তু সংস্কৃতে এই-ই শুদ্ধ। আসোলে দর্শনার্থক স্পশ্ ধাতুর রূপ দৃশ্-এর রূপ হিশাবে দর্শন দিয়েছে। ওদিকে বৃধ্ থেকে ঋধ্ এবং এধ্ দুটি রূপ জন্ম নিয়েছে। বৃণোতি ও উর্ণোতি একই বৃ ধাতুর রূপ, এবং 'ঋষভ' 'বৃষভ'-এর রূপভেদমাত্র।

বৈদিক ভাষায় পুরশ্চন্দ্র সুশ্চন্দ্র বিশ্বশ্চন্দ্র... কিন্তু বৈয়াকরণ বলেন হরি ও চন্দ্র এই দু'এর মধ্যে শ্ আগম হয়েছে। 'আগম' 'আদেশ' ইত্যাদি যখন বলা হয় তখন বুঝতে হবে নিয়মের বাইরে কিছু হচ্ছে। সুতরাং 'হরিশ্চন্দ্র'র 'শ' মূলত 'হরি এবং চন্দ্র'র মধ্যে সমাসের নিয়মে আসেনি। আসোলে চন্দ্র প্রথমে 'শ্চন্দ্র' ছিল, পরে শুরু'র শ হারায়। তাছাড়া, চন্দ্র/শ্চন্দ্র শব্দের অর্থ প্রথমে ছিল উজ্জ্বল, 'মাস' মানে ছিল চাঁদ। অর্থাৎ চন্দ্রমাস অর্থ ছিল উজ্জ্বল চাঁদ। পরে চন্দ্র অর্থ চাঁদ আর 'মাস' অর্থ month দাঁড়ায়। উদককুম্ভ থেকে উদকুম্ভ হয়, উদক+ধি = উদধি হয়; অচ্ছোদ এবং ক্ষীরোদ, এতেও উদক হয়েছে উদ। পলল (=মাংস) পরে পল হয়, তার থেকে পলান্ন (=পোলাউ)। অন্য অর্থের পলল থেকে 'পলি' হয়েছে। এর সাথে তুলনীয় 'শশ-শঙ্কিত'-কে রবীন্দ্রনাথ করেন শশঙ্কিত, ইংরেজরা কৃষ্ণনগরকে Krisnagar করেছিল।

বৈদিক 'বম্রী' পরে সংস্কৃতে 'বল্মীক' হয়েছে। তেমনি আবেস্তা'র 'বফ্র' থেকে পার্সিতে বর্‌ফ্, তার থেকে বরফ। আরবি 'কুফ্‌ল্ থেকে আমাদের হয়েছে 'কুলুপ'। তুর্কি 'বুক্‌চ্' থেকে 'বোচ্‌কা এসেছে।

বৈদিক যুগেই বিকৃত থেকে বিকট হয়েছিল; বিকট কি অশুদ্ধ? আবার 'বিকট'-এ 'এল'যোগে হওয়ার কথা 'বিক্‌টেল' কিন্তু আমাদের তা না হয়ে হল 'বিট্‌কেল'। 'তিলক' থেকে 'টিকলি'। হ্রদ>'দহ্র' তার থেকে 'দহ', 'ডহর' [ময়মনসিংহে খাগ-ডহর, নারায়ণ-ডহর] স্থানের নাম। 'দীর্ঘ' থেকে দীরঘ, অতঃপর বাংলায় দীঘল/দিঘল। দিঘল না-হয় বাংলা; কিন্তু ধূম্র ও ধূমল দুই-ই সংস্কৃত শব্দ, একই অর্থে, এখানে কি র থেকে ল হয়ে যায়নি, অথবা ল থেকে র? এ-কথায় অনেকে আকাশ থেকে পড়তে পারেন কিন্তু ধূমল শব্দটি আকাশ থেকে পড়েনি।

আমরা বলি অশ্বের 'হ্রেষা'; সংস্কৃতে অশ্বের 'হ্রেষিত' হয়। অশ্বের হ্রেষা হলে সিংহের খেড়ন হাতি'র 'বৃংহণ' হওয়া সংগত। কিন্তু 'হ্রেষিত' হলে 'ক্ষেড়িত' 'বৃংহিত' সংগত, আর সংস্কৃতে হয়-ও তাই। ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হবে 'হসিত' শব্দটি বিবেচনা করলে; বাংলায় 'হসিত' বিশেষণ, যেমন 'পুষ্পের হসিত আনন' এমন কথা কবিতায় পাওয়া যাবে। কিন্তু সংস্কৃতে 'হসিত' মানে হাসি (loughter)। সংস্কৃতে দুষ্কৃতকারী'র যে অর্থ বাংলায় সে অর্থে দুষ্কৃতিকারী হতে হবে নইলে বাংলায়-ও 'হসিত' মানে 'হাসি' ধরতে হবে। বাংলায় যা সুখ, সংস্কৃতে তা সৌখ্য। মহাভারত-এর বঙ্গানুবাদেও সৌখ্য আছে সুখ অর্থে, 'তোমার সৌখ্য ও আরোগ্য হইতে পারে', আছে। বাংলায় মৌনতা চলবে সংস্কৃতের 'মৌন' অর্থে, নইলে বাংলায় 'সুখ' অর্থে 'সৌখ্য' চালাতে হবে।

বাংলায় পূর্ণচন্দ্র লিখতে কোনও দ্বিধা নেই কারও। পূর্ণচন্দ্র-কে অবিকৃত তৎসম শব্দ বলেই ধরা হয়। অর্ধচন্দ্র-ও তাই। কিন্তু সংস্কৃতে পূর্ণঃ+চন্দ্র = পূর্ণশ্চন্দ্র। সন্ধিতে দেব+ঋষি = দেবর্ষি হয়। কিন্তু এ-ও দেখা যাবে যে দেবঃ+ঋষি = দেবঋষি হয়। ব্রহ্ম+ঋষি = ব্রহ্মঋষি হয় [ব্রহ্মাঋষি নয়, ব্রহ্মর্ষি নয়]। অকুতোভয়, এই তৎসম শব্দটি বাংলায় চলে। সন্ধির নিয়মে অকুতঃ+ভয় = অকুতোভয়। তেমনি সদ্যোজাত হচ্ছে সদ্যঃ+জাত। এই যদি হয় তো সংস্কৃত'র বিচারে বামহস্ত চলতে পারে-না, বামঃ+হস্ত = বামোহস্ত হতে হয়; দৃঢ়বদ্ধ'র বদলে দৃঢ়োবদ্ধ [দৃঢ়ঃ+বদ্ধ] হতে হয়, নব+অঙ্কুর = নবাঙ্কুর সুষ্ঠু হয় না, নবঃ+অঙ্কুর = নবোঽঙ্কুর হতে হয়। বাংলায় নবদূর্বাদল চলে। সংস্কৃত'র শুদ্ধি-বিচারে



www.pathagar.com

নবঃ+দূর্বাদল = নবোদূর্বাদল শুদ্ধ হয়। বাংলায়-ও যদি ইতঃ+মধ্যে = ইতোমধ্যে ধরি তাহলে বামোহস্ত দৃঢ়োবদ্ধ পূর্ণশ্চন্দ্র অর্ধশ্চন্দ্র ধরতে হয়। আলোচ্য লেখকগণ তো পূর্ণচন্দ্র অর্ধচন্দ্র বামহস্ত নবাঙ্কুর ইত্যাদি অশুদ্ধ এমন কথা বলেননি। অর্থাৎ তাঁদের শুদ্ধ্যশুদ্ধি-নির্ধারণ প্রধানত অজ্ঞতার উপরে প্রতিষ্ঠিত। সংস্কৃতে বাচংযম শব্দ আছে; বাকসংযম শব্দটা সংস্কৃতে শুদ্ধ কি না অথবা কবে থেকে শুদ্ধ হয়েছে (হয়ে থাকলে) সে প্রশ্ন এসে যায়।

অশোকীয় শাহ্‌বাজগড়ি ও মানসেহরা লিপিতে অর্থায় হয়েছে অথ্রয়ে। তেমনি ধর্ম>ধ্রম, সর্ব>সব্র। তোপরা লিপিতে আছে 'দেবানং পিয়ো পিয়োদসি লাজা...'। গির্নার লিপিতে 'দেবানং র্পিঅস র্পিঅদসিনো রাঞো' [দেবপ্রিয়স্য প্রিয়দর্শিনঃ রাজ্ঞঃ]। এতাদৃশং মঙ্গালং হয়েছে এতারিসং মংগলং। আত্ম>'আত্প', যার থেকে অপ্ল হয়ে আমাদের 'আপনি' শব্দটি এসেছে।

সংস্কৃতে একপত্নী অর্থ যার একজন পতি এমন পত্নী, যেমন-বীরপত্নী অর্থ যার বীর পতি এমন পত্নী। এইভাবে পঞ্চপত্নী মানে যার পাঁচজন পতি এমন পত্নী (যেমন দ্রৌপদী)। বাংলায় অর্থ হত 'একজন পত্নী' 'পাঁচজন পত্নী'। সুদতী/চারুদতী/কুন্দদতী/শুভ্রদতী মহিলাকে বাংলা-ভাষী'র কাছে দন্তহীন মনে হবে। দন্ত'র ন-ই যে নেই; কিন্তু সংস্কৃতে তিনি উত্তম/চারু/কুন্দতুল্য /শাদা দাঁতের অধিকারিণী।

সংস্কৃতে অনেক শব্দই নিপাতনে সিদ্ধ, অর্থাৎ নিয়ম-বহির্ভূত, আবার অনেক শব্দ প্রয়োগ সিদ্ধ অর্থাৎ লোক-ব্যবহারের সুবাদে গৃহীত; সেগুলি 'লোকাৎ' বা 'লোক-ব্যবহারাৎ এব সিদ্ধ' বা 'লোকানাং ব্যবহারাদেব' প্রভৃতি বলে চিহ্নিত হয়।

পর্তুগিয ওগলি (=ভান্ডার) থেকে হুগলি হয়েছে, তেমনি আলি থেকে হালি (= দুই জোড়া), ক্রীড়া থেকে খেলা, জীর্ণ থেকে ঝুনা, চাপা থেকে ছাপা, তন্‌খা/তঙ্কা থেকে টাকা, তিপ থেকে টিপ, তগর থেকে টগর, পতঙ্গ থেকে ফড়িং। এর বিপরীতে দুধ থেকে দুদু, অবধি থেকে অব্দি হয়। মহার্ঘ>মাগ্‌গি হয়। এ ধরনের পরিবর্তনে কি অশুদ্ধি ঘটে? বান্দা, কিন্তু 'বান্দি' নয় বরং বাঁদি—এটা কি অচল? না। বরং 'বান্দি' অশিষ্ট এবং বাঁদা অচল।

ব্রজবুলিতে লাবণ্য ভাগ্য ধন্য হয়েছিল লাবনি ভাগ্নি ধনি ; স্নেহ লক্ষ্মী পদ্ম হয়েছিল সনেহ লখিমি পদুম; ধিক্কার বিচ্ছেদ ছিন্ন দুর্লভ হয়েছিল ধিকার বিছেদ ছিন দুলহ ; মেঘ লঘু প্রসাধন সখী হয়েছিল মেহ লহু পসাহন সহি ; সাগর নাগর হয়েছি সায়র নায়র ; চন্দ্র হয়েছিল চন্দ; কান্তি হয়েছিল কাঁতি ; যমুনা মথুরা গঙ্গা হয়েছিল যামুন মাথুর গাঙ্গা ; তাতে করে ব্রজবুলি কি অশুদ্ধ ভাষা ছিল? [বাংলায় লাবনি, (সহি >) সই, সায়র, (চন্দ >) চাঁদ আছে।]

জ্ঞাতিঘর>নাইঅর [জ বাদ পড়েছে ঘ বাদ পড়েছে, ঞ হয়েছে ন।] জ্ঞাতং থেকে জানিঅং [ঞ হয়েছে ন, ত বাদ পড়েছে] বিচরতি থেকে বিঅরই এবং রাধিকা থেকে রাহিআ হওয়া কি অশুদ্ধ? তাহলে বাংলা ভাষা আসত কোথেকে! 'অপর' থেকে 'আর' : ধ্বনি লোপ -এর নমুনা। আরও লক্ষ্য করুন অইরজুঅই (<অচিরযুবতি)। সংস্কৃত নগ্ন থেকে উলঙ্গ হয়েছে, তাতে ন হয়েছে ল, গ্ন-এর ব্যাঞ্জনদ্বয়ের মধ্যে স্থান বদল হয়েছে, শুরুতে একটা উ সম্পূর্ণ নতুন হয়েছে।

'চক্র' থেকে 'চরকা'। বারাণসী ইংরেজিতে বেনারস, সেখানকার শাড়ি বেনারসি; দেহলী থেকে ইংরেজি হয়েছে Delhi। কাওয়াল থেকে হয়েছে কালোয়াতি। আত্মা>'আত্পা'>'আপ্ত' হয়েছে। ভেকুট>ভেট্‌কি। প্যাগোডা সিংহলে ড্যাগোডা। যাঁরা 'ইতিমধ্যে ইতিপূর্বে' সম্পর্কে 'অশুদ্ধ' জপেন তাঁরা এত কিছু সম্পর্কে 'অশুদ্ধ' জপ করলে ঠায় মারা যেতেন।

অমরকোষ -এর বিভিন্ন অংশের সমাপ্তি এভাবে নির্দেশিত হয়েছে: 'ইতি গদসিংহ বিরচিতা নানার্থধ্বনি মঞ্জরী সমাপ্তা', 'ইতি সারস্বতাভিধানং সমাপ্তম্', 'ইতি নক্ষত্রকোষঃ সমাপ্তঃ', 'ইতি নবগ্রহকোষঃ সমাপ্তঃ', 'ইতি সংখ্যাকোষঃ সমাপ্তঃ', 'ইতি শ্রীপুরুষোত্তমদেববিরচিতো



www.pathagar.com

দ্বিরূপকোষঃ সমাপ্তঃ', 'ইতি শ্রীপুরুষোত্তমদেববিরচিত একাক্ষরকোষঃ সমাপ্তঃ', 'ইতি নানার্থবর্গঃ সমাপ্তঃ', 'ইতি অব্যয়বর্গঃ সমাপ্তঃ'। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

ইতিমধ্যে না চললে ইত্যাদি (ইতি+আদি) চলবে না, এবং ইত্যাদি'র ইতি'র স্থানে ইতঃ বসালে সন্ধির নিয়মে দাঁড়াবে ইতরাদি (ইতঃ+আদি= ইতরাদি)। তাই কি প্রয়োজন? ইত্যাদি'র জায়গায় ইতরাদি? নাকি ইতোহাদি (ততোঽধিক -এর মতো)? কোনটা আমরা নেব? ইতরাদি? ইতোহাদি? নাকি ইত্যাদিই থাকবে?

'ইত্যবসরে ও ইত্যবকাশে'র ক্ষেত্রেও একই রকম আলোচনা চলে। ইত্যবকাশে (ইত্যবসরে) হল ইতি+অবকাশে (ইতি+অবসরে)। ইতি+অবকাশে (ইতি+অবসরে) মানে এই সুযোগে বা এই ফাঁকে, তাহলে ইতি+মধ্যে মানে অবশ্যই হতে পারে এর মধ্যে, ইতি+পূর্বে মানে হতে পারে এর পূর্বে। তারপরে, ইতি দিয়ে আরও শব্দ আছে, যেমন : ইতিবাচক নেতিবাচক ইত্যুভয় ইত্যর্থ ইত্যনুসারে ইত্যধিক ইত্যাকার ইতিকর্তব্যতা; এর সবগুলিতে 'ইতি' আছে যার অর্থ ইতঃ-এর যে-অর্থ ঠিক তাই। বাংলায় ইতঃ নেই, ইতঃপূর্বে ইতোমধ্যে বাংলায় অশুদ্ধ। এত কিছুর পরে কোন বোধশক্তিসম্পন্ন মানুষ বলবে যে ইতিমধ্যে/ইতিপূর্বে চলবে না?*

## তাঁদের লেখায় শুদ্ধ্যশুদ্ধি

ঐ বইটির গোড়ায় ('প্রসঙ্গ-কথা'য়) বাংলা একাডেমীর তৎকালীন মহাপরিচালক লিখেছেন : "...নানা রকম অশুদ্ধির অনুপ্রবেশ ঘটছে নিয়মিত। এইসব ত্রুটি দূর করার জন্যই বাংলা একাডেমী এই ক্ষীণকায় অথচ অতি প্রয়োজনীয় বইটি প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেয়।" অথচ লেখকগণ তাঁদের ভূমিকাতে শুদ্ধ্যশুদ্ধি (=শুদ্ধি+অশুদ্ধি) শব্দটিকেই অশুদ্ধ করে লিখছেন শুদ্ধাশুদ্ধি *(পৃ. ১২)*! তাঁরা 'উত্তরসূরী' শুদ্ধ বলে দেখালেন *(পৃ. ৪১)*, কিন্তু শুদ্ধ হবে – উত্তরসূরি! তাঁরা 'চুষ্য' দেখিয়েছেন 'শুদ্ধ' কলামে *(পৃ. ৪৪)*, কিন্তু ওটা অশুদ্ধ, শুদ্ধ হবে – চূষ্য। অপরপক্ষে, আকুতি শুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা দেখিয়েছেন অশুদ্ধ বলে *(পৃ. ৪০)*।

লেখা হয়েছে 'ঈষ' অর্থ 'লাঙ্গালের ফলা', 'কস্যা' অর্থ 'আঁটা'! অথচ ঈষ অর্থ লাঙ্গালের দণ্ড (সাধারণত কাষ্ঠনির্মিত), আর কষা মানে হচ্ছে আঁটা *(পৃ. ৬৮)*।

বিসর্গের ব্যবহার শীর্ষক আলোচনায় তাঁরা লিখেছেন: "নিঃ+ঠুর = নিষ্ঠুর" ...কিন্তু ঠুর বলে কোনও শব্দ (বা ধাতু, বা প্রত্যয়) আছে কি? নেই। আসোলে নি-পূর্বক [নিঃ নয়] স্থা-ধাতুর সাথে উর-প্রত্যয় যোগে নিষ্ঠুর হয়ঃ নি-স্থা+উর = নিষ্ঠুর। ষত্ব-বিধানের বিশেষ সূত্র অনুযায়ী স্থা'র 'স্' ষ্ হয়েছে এবং থ হয়েছে ঠ।

তাঁরা লিখেছেন 'বাঁক' মানে 'বক্র' (পৃ. ৭২), এবং 'বৃত্ত' মানে 'গোল' *(পৃ. ৭৩)*! আসোলে 'বাঁক' মানে 'বক্রতা' বা নদীর বা রাস্তার মোড়; এবং 'বৃত্ত' মানে 'গোলাকার ক্ষেত্র'। 'রাঁধা' মানে নাকি 'রন্ধন' *(পৃ. ৭৪)*; মানেটা হচ্ছে 'রন্ধন করা', বা 'রন্ধিত'। 'ভাঁজ' মানে নাকি 'পাট, দুমড়ানো, মোড়া' *(! পৃ. ৭৪)*; ভাঁজ মানে দুমড়ানো বা মোড়া হতে পারে?! 'স্মর' মানে নাকি 'স্মরণ করা (কবিতায়)' *(পৃ. ৭৪)*; আসোলে 'স্মর' মানে 'স্মরণকারী'। তাঁরা আরও লিখেছেন 'হৃত' মানে নাকি 'আহৃত' *(পৃ. ৭৭)*। 'নিরাস' মানে নাকি 'প্রত্যাখ্যান' *(পৃ. ৭১)*। 'জ্বলা' মানে নাকি যন্ত্রণা! *(পৃ. ৬৯)*। তাঁরা ভুল লিখেছেন।

---

* ইতি অর্থ কী তার জন্য এই বই-এর অবতরণিকার শেষ অংশ দ্রষ্টব্য।


www.pathagar.com

তাঁরা লিখেছেন 'গোষ্ঠি' *(পৃ. ৩২)*। শুদ্ধ হচ্ছে 'গোষ্ঠী'; 'গোষ্ঠি' অচল। ৪৮-এর পৃষ্ঠায় দেখাচ্ছেন 'পংক্তি' বানান শুদ্ধ। শুদ্ধ হচ্ছে 'পঙ্‌ক্তি' (প্রতিষ্ঠিত নিয়ম অনুসারে তাই হওয়ার কথা)। পক্ষান্তরে তাঁরা 'বৈচিত্র'-কে অশুদ্ধ বলে দেখিয়েছেন (পৃ. ৫২), আসোলে তা 'বৈচিত্র্য'র শুদ্ধ বিকল্প বানান।

'চির' মানে তাঁরা দেখিয়েছেন 'বস্ত্রখণ্ড', কিন্তু মানেটা হবে 'ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড'; 'বাঁশ' মানে নাকি সুগন্ধ, সৌরভ! আসোলে 'বাস' মানে সুগন্ধ, সৌরভ।

অর্ঘ মানে দেখিয়েছেন মূল্য। সেটা ঠিকই আছে কিন্তু অর্ঘ মানে আরও আছে, তা হচ্ছে 'পূজা, পূজার বিধি'; সে-কারণেই অর্ঘ্য মানে (১) পূজার উপকরণ, (২) পূজ্য, উপাস্য।

শারদা মানে দুর্গা, সরস্বতী; শারদা'র বিকল্প বানান সারদা। অথচ তাঁরা লিখেছেন শারদা মানে দুর্গা, সারদা মানে সরস্বতী!

'অনুবাদিত' নাকি শুদ্ধ *(পৃ. ৪০)*। translated অর্থে সংস্কৃতে অনূদিত শুদ্ধ, অনুবাদিত অশুদ্ধ; শুধু অন্যকে দিয়ে অনুবাদ করানো হয়েছে এমন অর্থে অনুবাদিত শুদ্ধ ধরা যায়। অথচ তাঁরা 'উল্লেখিত'-কে 'প্রচলিত কিন্তু অশুদ্ধ' বলে দেখিয়েছেন। [কিন্তু যা উল্লেখ করা হয়েছে তা 'উল্লেখিত' হতে পারে, যা অন্যকে দিয়ে উল্লেখ করানো হয়েছে তা উল্লেখিত। একত্রিত নিঃশেষিত সম্বন্ধেও একই কথা। বিস্তৃত/বিস্তারিত, নির্দিষ্ট/নির্দেশিত ... তুলনীয়।]

সংস্কৃতে পরিবহন নেই। আছে পরিবহ। তাহলে তাঁরা কেন পরিবহন লিখলেন? [বাংলায় আমরা পরিবহনকে শুদ্ধই ধরব।]

তাঁরা লিখেছেন – "কর্তৃবাচ্যের কতিপয় ধাতুর এবং কর্মবাচ্যের সমস্ত ধাতুর পরে মান্ বা মাণ্ (শানচ) প্রত্যয় যুক্ত হয়ে বিভিন্ন শব্দ গঠিত হয়। যেমন – কর্তৃবাচ্যে বর্তমান, বর্ধমান, বিদ্যমান, ম্রিয়মাণ। কর্মবাচ্যে – দীপ্যমান, সৃজ্যমান, ভ্রাম্যমাণ।" কমপক্ষে তিনটি ভ্রান্তি এখানে। শানচ প্রত্যয় হসন্ত নয়, অ-কারান্ত [ন-কারান্ত নয়]। তাতে হস্ চিহ্ন দেওয়া অজ্ঞতার পরিচায়ক। এমনকি 'মান বা মাণ' বলাও ভুল। প্রত্যয়টির অন্ত্যব্যঞ্জন ন [ণ নয়], নত্ব-বিধানের কারণে তার ন উপযুক্ত ক্ষেত্রে ণ হয়।

এবং এমনকি মান বলাও ভুল কারণ প্রত্যয়টি মূলত 'আন', যার প্রয়োগে বিশেষ বিশেষ ধাতুর 'ম্' আগম হয় বলে 'আন' 'মান'-রূপে দেখা দেয়। শানচ-প্রত্যয়-যোগে শয়ান হয়। শী(→শে)+আন = শয়ান। এর থেকে পরিষ্কার হওয়া উচিত। আরও হয় – দ্বিষাণ গৃহ্যান মন্বান তন্বান অধীয়ান। শানচ-প্রত্যয়-যোগে সেবমান-ও হয়, কিন্তু তার মানে সেব+মান = সেবমান নয়, বরং সেবম্+আন = সেবমান। তেমনি সৃজ্যমান = সৃজ্যম্+আন। ম্রিয়মান = ম্রিয়ম্+আন। মন্বান কিন্তু মন্+বান নয়, মন্বান = মনু+আন। অনুরূপভাবে তনু+আন = তন্বান। আসীন-ও শানচ-প্রত্যয়-যোগে; আস্ ধাতুর ক্ষেত্রে শানচ-স্থানে ঈন হয়।

মণীন্দ্রকুমার ঘোষ স্বাক্ষ্য দিচ্ছেন পরস্মৈপদীর পরে 'শানচ' প্রত্যয় চলে না এবং 'ভ্রম' পরস্মৈপদী সুতরাং 'ভ্রাম্যমাণ' অশুদ্ধ। একই কারণে 'প্রবহমাণ' অশুদ্ধ। তাঁদের বই-এর ভূমিকায় প্রথম বাক্যেই আছে 'প্রবহমান', লিখেছেন দন্ত্য-ন দিয়ে, অথচ অন্যত্র (পৃ. ৫৪) লিখেছেন ভ্রাম্যমান বানান অশুদ্ধ, শুদ্ধ হবে নাকি ভ্রাম্যমাণ। আসোলে সংস্কৃতের হিশাবে দুটি-ই সমান অশুদ্ধ। ভ্রাম্যমাণ-এ দন্ত্য-ন না চললে প্রবহমান-এও দন্ত্য-ন চলবে না।

তাঁরা লিখেছেন সুস্বাস্থ্য অশুদ্ধ। এর থেকেই বোঝা যায় যে তাঁরা মনে করেন : স্বাস্থ্য শব্দটি এসেছে সুস্থ থেকে। তাঁরা লিখেছেনও – সুস্থ+য =স্বাস্থ্য, তাতে করে নিজেদের অজ্ঞতার অবিবেচনার ও দায়িত্বহীনতার সুস্পষ্ট প্রমাণ রেখেছেন। সুস্থ+য = সৌস্থ্য হতে পারত; স্বাস্থ্য হওয়ার কোনও উপায় নেই। স্বাস্থ্য হয় সুস্থ থেকে নয় বরং স্বস্থ থেকে।



www.pathagar.com

তাঁরা বলছেন, বিদেশিনী 'ইন্'-ভাগান্ত। এ বক্তব্য ঠিক নয়। দেশ থেকে দেশিন্ নয়, 'দেশ্য' 'দৈশিক' 'দেশীয়'; দেশী সংস্কৃতসম্মত শব্দ নয়, ওটা বাংলার অবদান।

তাঁরা 'কর্তাগণ' 'কর্মকর্তাগণ' অশুদ্ধ, 'কর্তৃগণ' শুদ্ধ – এমন ঘোষণা করলেন! এমন ঘোষণা বাংলা-ভাষাকেই অশুদ্ধ বলার শামিল; বাংলায় 'বিধাতাপুরুষ দাতাসংস্থা নেতাগণ' চলে। প্রাণীশূন্য অশ্বারোহীদ্বয় সাক্ষীস্বরূপ যুবাপুরুষ আত্মাপুরুষ মহাত্মাগণ সন্ন্যাসীদত্ত তপস্বীবেশে ধনীদরিদ্র শিখীপুচ্ছ পক্ষীশাবক হস্তীপৃষ্ঠে ইত্যাদিও বাংলায় চলে আসছে, চলবেও। সম্পদশালী সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে অশুদ্ধ, শুদ্ধ হবে 'সম্পচ্ছালী'। তাঁরা কিন্তু সম্পদশালী শুদ্ধ দেখালেন। তাঁরা এ-ও বললেন : "সম্পদশালী'র সঙ্গে '-ইনি' প্রত্যয়-যোগও (যেমন সম্পদশালিনী) ব্যাকরণসম্মত নয়।"

কিন্তু ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন :

> "শালা অর্থাৎ গৃহ আছে যাহার সে শালী, ... সুতরাং দেখা গেল শালী (শালিন্) শব্দের অর্থ গৃহবিশিষ্ট। অতএব ... "চন্দ্রমাশালিনী মধুযামিনী", "তটশালিনী যমুনা" প্রভৃতি সোনার পাথরবাটি জাতীয়।" *(শব্দ, পৃ. ৭২-৭৩)*

সুতরাং -শালিনী ব্যাকরণসম্মত। চন্দ্রমাশালিনী তটশালিনী শুদ্ধ। চন্দ্রমাশালিনী তটশালিনী যে কারণে সোনার পাথরবাটি, 'সম্পদশালী'ও সেই কারণে সোনার পাথরবাটি। অপর একটি সোনার-পাথরবাটি'র উদাহরণ দেওয়া যাক। যে 'স্পশ্'-ধাতু হতে 'স্পষ্ট' শব্দটি এসেছে তার অর্থ দর্শন – দেখা। একই ধাতু হতে ইংরেজির spectator, spectacles, spy ইত্যাদি শব্দ। 'স্পষ্ট' সম্পর্কিত 'দেখা'র সাথে, তাই 'স্পষ্ট শোনা' সোনার পাথরবাটি জাতীয়।

পৃ. ২৫-২৬-এ তাঁরা বহুবচনবাচক যা-কিছুর উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে 'আদি' নেই। নিকর-কে, রাজি-কে, আবলি-কে, মালা-কে অপ্রাণিবাচক শব্দে প্রযোজ্য বলে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু 'মেঘনাদবধ' কাব্যে রাক্ষসনিকর আছে, পশ্বাবলী (পশু+আবলী) শব্দ আছে, 'রাজাবলী' নামে বই আছে, রবীন্দ্রনাথের গানে 'কমলবনের মধুপরাজি' আছে, রাজমালা শব্দ অকল্পনীয় নয় ['রাজমালা' নামে বই আছে], অপরদিকে কাব্যে 'পুষ্পের সভা' অসম্ভব নয়। প্রসঙ্গত এ-ও বলি – গাছেরা পাতারা তারারা ইত্যাদিকে অপপ্রয়োগ বলার কারণ দেখি না। তাঁরা 'লোক'কে বহুবচনবাচক বলেছেন! হিন্দিতে ঘোড়ালোগ হচ্ছে ঘোড়া'র বহুবচন, বাংলায় ঘোড়া'র বহুবচনে ঘোড়ালোক বা ঘোড়ালোগ কি চলবে?

তাঁরা শুদ্ধ কলামে লিখেছেন 'চলচ্ছক্তি', সংস্কৃতের হিশাবে যার মানে দাঁড়ায় 'যে শক্তি চলে'; 'চলার শক্তি' অর্থে ওটা অশুদ্ধ, শুদ্ধ হবে 'চলনশক্তি'। শুদ্ধ 'চলন-শক্তি'-কে অনভিজ্ঞ/অজ্ঞ ব্যক্তিরা শুদ্ধ(!) করতে গিয়ে চলৎশক্তি/চলচ্ছক্তি বানিয়েছে।

তাঁরা 'উপরোক্ত' প্রসঙ্গে কিছু বলেননি কিন্তু অন্যত্র তাঁদের মধ্যে একজনের লেখায় 'উপরোক্ত' পাওয়া গেল। উপরি+উক্ত = 'উপরোক্ত'-নয়, বরং উপর্যুক্ত, বা উপরি-উক্ত/উপরিউক্ত।

রাণী [রানি] তৎসমই নয়। বন্ধু+অ = বান্ধব, তার থেকে বান্ধবী। শিক্ষক-এর স্ত্রীলিঙ্গে শিক্ষিকা। জনক-এর প্রতিশব্দ যেমন জনয়িতা, তেমনি শিক্ষক-এর প্রতিশব্দ শিক্ষয়িতা/শিক্ষয়িতৃ, তার থেকে স্ত্রীলিঙ্গে শিক্ষয়িত্রী হয়। তারা অহেতুক অর্থাৎ অজ্ঞতাবশত রাণী বান্ধবী ও শিক্ষয়িত্রী এই শব্দ তিনটিকে ব্যতিক্রমী বলে সাব্যস্ত করেছেন।



www.pathagar.com

## মুহ্যমান

তাঁরা 'মুহ্যমান'-কে অশুদ্ধ এবং 'মোহ্যমান'-কে শুদ্ধ বললেন।[১৭] 'মুহ্যমান'-এর তুলনায় 'মোহ্যমান' শুদ্ধ হল?

মুণ্ডকোপনিষদে ও ঋগ্‌বেদে 'মুহ্যমান' আছে। মণীন্দ্রকুমার ঘোষ লিখেছেন :

> "মুহ্যমান শব্দ ব্যাকরণদুষ্ট সন্দেহ নেই, কারণ মুহ্ ধাতু পরস্মৈপদী, সুতরাং শানচ্ প্রত্যয় চলে না। কিন্তু সাধু শব্দের সন্ধান করতে গেলে শতৃ প্রত্যয়-যোগে সিদ্ধ শব্দ হবে 'মুহ্যন', শানচ্ প্রত্যয়ের স্থানই নেই, অতএব 'মুহ্যমান' না 'মোহ্যমান' এ নিয়ে দুশ্চিন্তা না করাই ভাল। বাংলা ভাষায় শব্দটি যদি প্রয়োজন থাকে, আর্ষপ্রয়োগ 'মুহ্যমান'ই গ্রহণ করতে হবে।" *(বা ব, পৃ. ১৫৭)*

অর্থাৎ 'মুহ্যমান' ব্যাকরণদুষ্ট হলেও 'মোহ্যমান' আরও বেশি ব্যাকরণদুষ্ট। সুতরাং 'মুহ্যমান' গ্রহণযোগ্য, 'মোহ্যমান' বর্জনীয়। 'মোহ্যমান' যদি শুদ্ধও হত তবু প্রচলনের সুবাদে 'মুহ্যমান'ই গ্রহণযোগ্য থাকত। 'মোহ্যমান' শুদ্ধ হওয়ার কথাই ওঠে না।

## আভ্যন্তরীণ/অভ্যন্তরীণ, সার্বজনীন/সর্বজনীন

আলোচ্য বইটি দেখায় আভ্যন্তরীণ অশুদ্ধ, শুদ্ধ নাকি অভ্যন্তরীণ, আভ্যন্তর এবং আভ্যন্তরিক *(পৃ. ৬১)*। অথচ ঐ বই-এরই পৃ. ৩০-এ বলা হয়েছে : *(ক) ঈন্ [খ] যোগে হয় সর্বজনীন, বিশ্বজনীন, অভ্যন্তরীণ;* এবং *(খ) ঈন্ [খঞ] যোগে হয় সার্বজনীন, বৈশ্বজনীন, আভ্যন্তরীণ।* তাহলে আভ্যন্তরীণ ভুল হল কিকরে, যদি অভ্যন্তরীণ ঠিক হয়?

তবে কিনা সংস্কৃত অনুসারে আভ্যন্তরীণ বা অভ্যন্তরীণ বা আভ্যন্তরিক কোনও-টিই শুদ্ধ নয় (কেবল আভ্যন্তর শুদ্ধ)। অর্থাৎ অভ্যন্তর-এ ঈন্ খ বা খঞ কোনও-টিই যোগ হয় না, কোনও ইক-প্রত্যয়-ও নয়।* সুতরাং বাংলার বিচারে আভ্যন্তরীণ ও অভ্যন্তরীণ দুই'ই সমান শুদ্ধ বা সমান অশুদ্ধ। সুতরাং আভ্যন্তরীণ চললে ক্ষতি ছিল না, কিন্তু ভ্রান্ত আক্রমণের ফলে বর্তমানে এটা অনেকটা দূরে সরেছে, অভ্যন্তরীণ বেশি চলছে। তাতে ক্ষতি নেই, যাঁরা আভ্যন্তরীণ লিখেছেন তাঁদেরকে না-হক বোকা বানানো যদি ক্ষতি বলে না ধরি। যাঁরা বলেছেন 'অভ্যন্তরীণ' শুদ্ধ, তাঁরাই অশুদ্ধ। তবে যেহেতু 'অভ্যন্তরীণ'ও একই রকম শুদ্ধ বা অশুদ্ধ, এবং এটি লিখতে একটি চিহ্ন কম লাগে, সুতরাং 'আভ্যন্তরীণ' ফিরিয়ে আনার দরকার পড়ে না।

কিন্তু এই শেষের কথাটি সর্বজনীন ও সার্বজনীন সম্বন্ধে খাটবে না, কারণ সর্বজনীন এবং সার্বজনীন আলাদা শব্দ। আবার সার্বজনিক-ও সংস্কৃতে আছে। অবশ্য বিভিন্ন গ্রন্থে অর্থভেদের বিবৃতিতে ভিন্নতা দৃষ্ট হয়*, তবে মোটের উপর সার্বজনীন-এর অর্থ ব্যাপকতর, সার্বজনীন দিয়ে সর্বজনীন-এর কাজও অনেকটা চলে, সুতরাং সার্বজনীন বাতিল করা অনুচিত। একই কথা বিশ্বজনীন/বৈশ্বজনীন সম্বন্ধেও খাটে।

---

* ঈন্ [খ] যোগে আরও হয় সর্বাজ্ঞীন কুলীন প্রাচীন অর্বাচীন দ্ব্যহীন সর্বচর্মীণ সর্বান্নীন অদ্যশ্বীন দ্বিবর্ষীণ পঞ্চবর্ষীণ ষোড়শবর্ষীণ ইত্যাদি। এবং ঈন্ [খঞ] যোগে আরও হয় প্রাতিজনীন কৌপীন শালীন।

* কোনও এক ভাষ্য অনুযায়ী সর্বজনীন হচ্ছে সকলের পক্ষে হিতকর, বা সকলের জন্য কৃত অনুষ্ঠিত বা উদ্দিষ্ট; এবং সার্বজনীন হচ্ছে সকলের যোগ্য, সর্বজনের জন্য অনুষ্ঠিত বা সর্ববিদিত।



www.pathagar.com

## সুস্বাস্থ্য

সুস্বাস্থ্য নাকি অশুদ্ধ।[১৮] এর থেকেই বোঝা-ই যাচ্ছে যে তাঁদের ধারণা : স্বাস্থ্য শব্দটি এসেছে সুস্থ থেকে। তাঁরা লিখেছেনও– সুস্থ+য = স্বাস্থ্য *(পৃ. )*। তাঁরা ভুল শিখেছেন। পঞ্চম শ্রেণীর একজন ছাত্র-ও বুঝবে যে সুস্থ+য = সৌস্থ্য হতে পারে; স্বাস্থ্য হওয়ার কোনও উপায় নেই। স্বাস্থ্য হয় স্বস্থ থেকে, যাতে সু নেই, স্ব আছে। স্বস্থ+য = স্বাস্থ্য।

এ প্রসঙ্গে ইংরেজি healthy ও good health -এর সম্পর্ক স্মরণ করা যেতে পারে। good health কি অশুদ্ধ?

অথচ স্বচ্ছ-তে 'সু' আছে, তবু সাধারণভাবে ইংরেজি transparent-এর অর্থে আমরা স্বচ্ছ ব্যবহার করি। আবার transparent-কে এমনভাবেও ব্যবহার করা হয় যাতে করে transparency -এর কম/বেশি ইত্যাদি মাত্রা আছে বলে ধরা হয়। একই কারণে বাংলায় সুস্বচ্ছ, কম/বেশি স্বচ্ছ ইত্যাদি চলবে। priority মানে অগ্রাধিকার। তবু তার উর্ধ্ব-নিম্ন ইত্যাদি মাত্রা থাকতে পারে।

## কেবলমাত্র

তাঁরা 'কেবলমাত্র'-তে আপত্তি করেছেন। কারণ বলেছেন কেবল ও মাত্র দুইএরই এক অর্থ।[১৯]

তাদের আপত্তি মানলে প্রাচীন রাজা বা দার্শনিকের সময়কাল নিয়ে চিন্তাভাবনা করা যাবে কিকরে? ['সময়কাল'-এ তাঁরা আপত্তি করেছেন। কাল মানে period ধরলে সময়কাল মানে হয় time-period। time-period কি ভুল? পরে 'তৎকালীন সময়' -এর উপর আলোচনা লক্ষ্য করুন।] বইপুস্তক পড়াশুনা কি বাতিল? কাজ-কর্ম করা, কাজে-কর্মে ব্যস্ত হওয়া, চলবে না? আমরা হিশাব নিকাশ করতে পারব কি? বসবাস-এর পাট কি চুকিয়ে দিতে হবে? সোজাশাপটা বা খোলামেলা দাবিদাওয়া বা কথাবার্তা চলবে তো? জলপানি শব্দটির কী হবে? আশেপাশে লেখা কি ভুল? লোকজন মানুষজন রাজা-বাদশা রাজা-রাজড়া বলা-কওয়া ছলচাতুরি চিঠিপত্র কাগজপত্র পাখপাখালি গাছগাছালি ধার-দেনা দরদাম খানাখন্দ গা-গতর দাঁত-দন্ত মাথামুণ্ড জন্তু-জানোয়ার সাজ-সজ্জা বিয়া-শাদি লজ্জা-শরম লাজ-লজ্জা ব্যথা-শুলা ভুলভ্রান্তি বাছবিচার ঝগড়াবিবাদ ঠাট্টা-তামাশা ঠাট্টা-মশ্‌করা শলা-পরামর্শ কুল কিনারা ভ্রমপ্রমাদ প্রসারপ্রতিপত্তি আকার ইঙ্গিত সহায়-সম্বল ভয়ডর বিদেশবিভূই, সন্তানসন্ততি যানবাহন যুদ্ধবিগ্রহ মাঠময়দান পয়শাকড়ি ভুলচুক লুটতরাজ জমিজিরাত প্রভৃতি?

'খেলাপ' মানে যা, 'বরখেলাপ' মানেও তাই। 'পাউরুটি'র 'পাউ' অর্থ 'রুটি'-ই, 'জামবাটি'র 'জাম' অর্থ 'বাটি'-ই। কানাঘুষা শব্দটির 'কানা' এসেছে 'কান' থেকে এবং 'ঘুষা' এসেছে 'গোশ' থেকে যার-অর্থও কান [স্মরণযোগ্য, খরগোশ-এর গোশ অর্থ কান, 'খর' অর্থ গাধা–গাধার কানের মতো লম্বা কান, তাই নাম খরগোশ]। ধোয়া-পাখলা'র 'পাখলা' অংশটি এসেছে প্রক্ষালন থেকে। 'বাদবাকি' শব্দটিরও দুটি অংশের অর্থ একই। অতএব?

হিমশিম কি পরিত্যাজ্য? ব্যস্ত-সমস্ত-এর সমস্ত মানে কী? এমনও যুগ্মশব্দ আছে যার এক অংশ অর্থহীন। যেমন, বুদ্ধিশুদ্ধি-তে 'শুদ্ধি', 'শাদামাটা'র 'মাটা', 'কেনাকাটা'র এবং 'কাঁদাকাটা'র 'কাটা'। 'সোনাদানা'র 'দানা'। 'অলিগলি'র অলি অর্থ মৌমাছি তো নয়! তরতাজা তরিতরকারি রাজাগজা নড়াচড়া খরচপাতি লোহালক্কড় ভুলচুক গয়নাগাটি হাড়িকুড়ি কাণ্ডভাণ্ড বাঁকাচোরা হাড়গোড় পানিচুনি মোটাশোটা খাওয়া-দাওয়া অসুখবিসুখ জ্বরজারি প্রভৃতিও একই রকম।

আরও বিবেচনা করা যায় পোকজোক পোকামাকড় ঝগড়াঝাটি পানিকাজি জমিজিরাত/ জমিজাতি/জমিজমা বাড়াবাড়ি খোলাখুলি অসুখবিসুখ কানাকানি রাত-বিরেতে দিনেমানে মিলমিশ লকলকে চকচকে মিছামিছি ছলাকলা।



www.pathagar.com

চলাচল সংস্কৃত নিয়ম অনুসারে দাঁড়ায় চল+অচল। কিন্তু চলাচল বাংলায় সেভাবে ব্যবহার করা হয় না। যোগাযোগ ফলাফল মালামাল ও গালাগাল সম্বন্ধেও একই কথা।

এমন যুগ্মশব্দও আছে যার দুটি অংশ আলাদা করলে প্রতিটি অংশের কোনও মানেই থাকে না। যেমন—ছারখার (ছার+খার) লণ্ডভণ্ড (লণ্ড+ভণ্ড) এবং সরাসরি খুটিনাটি তেড়িবেড়ি ঝালাপালা কাড়িকাড়ি বাগবাগ (খুশিতে) কিলবিল খুনসুটি ছিপছিপে জারিজুরি লকলকে চকচকে পই-পই ছিমছাম ছিনিমিনি। ছারখার-এর ব্যুৎপত্তি সংস্কৃত ক্ষার থেকে, ছার (<ক্ষার) মানে দাঁড়ায় ছাই ['কোন ছার' কথাটিতেও ছার মানে ছাই], ছিমছাম-ও অনুরূপ ব্যুৎপত্তি-সম্পন্ন [ক্ষাম>ছাম]। কিন্তু ছারখার' (এবং 'কোন ছার') 'ছিমছাম' ইত্যাদি প্রয়োগের সময় ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ভাবা হয় না।

সুতরাং একই অর্থের দুটি শব্দের মিলনে গঠিত শব্দ নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। তাছাড়া, দুটি শব্দ, তা যত সমার্থকই হোক, তারা অভিন্ন হতে পারে না – এটা ভাষার একটা মৌলিক নিয়ম।

তাছাড়া, বিশেষণেরও বিশেষণ চলে। 'মাত্র' বিশেষণ, তার বিশেষণ 'কেবল' বা 'শুধু' – এমন হতে পারে।

সবশেষে বলব – কেবলমাত্র এবং শুধুমাত্র ব্যবহারসিদ্ধ, আমাদের ভাষার অংশ। এ চলবেই। ভুল ধরলে একেকটা গোটা ভাষার সমগ্র শব্দভাণ্ডারকেও ভুল বলা যায়।

## অশ্রুজল

ব্যাকরণগত দিক দিয়ে aborticide মানে দাঁড়ায় killing of an abortion, কিন্তু aborticide বলতে abortion, অর্থাৎ feticide, বোঝানো হয়। আর আমাদের আলোচিত লেখকগণ বললেন 'অশ্রুজল' লেখা ভুল কারণ 'অশ্রু' মানেই চোখের জল![২০] ব্যুৎপত্তির বিচারে reiterate মানে যে দাঁড়ায় re-repeat, sempiternal মানে দাঁড়ায় always eternal – (তার মানে) eternally eternal! তার কী হবে? আসোলে কিন্তু এটা ঠিক নয় যে অশ্রু মানে চোখের জল। কথাটা হচ্ছে : অশ্রু বলতে চোখের জল বোঝায়। বৃষ্টি বলতে মেঘের পানি বোঝায়, সেজন্য কি 'বৃষ্টির পানি' অশুদ্ধ হবে? এমন শব্দ আরও আছে, যেমন – স্বেদবারি। অশ্রুবারি আঁখি-বারি তো আছেই। কেউ শুধু 'অশ্রু' লিখতে চাইলে তাকে তো কেউ মানা করছে না।

তাছাড়া আছে বৃষ্টিপাত; বৃষ্টি-শব্দের সাথে বর্ষণ-এর ব্যাপার আছে সুতরাং তার সাথে পাত (<পতন) কেন – এ প্রশ্ন তো হতে পারে, যদি অশ্রুজল-এ আপত্তি তোলা হয়। 'অশ্রুজল' অশুদ্ধ হলে তো 'শিশির-সলিল'-ও অশুদ্ধ হওয়ার কথা। এভাবে দেখানো যাবে রবীন্দ্র-কাব্য গোটা-টা-ই অশুদ্ধ।

শোনা যায় 'অশ্রুজল' নাকি রবীন্দ্রনাথ চালু করেছেন। হতেই পারে, তিনি তো আরও অনেক কিছু চালু করেছেন যা আগে ছিল না। তা হলে রবীন্দ্রনাথ ভুল করেছেন এরূপ দেখানোর বাহাদুরির জন্য বলা হচ্ছে যে অশ্রুজল অশুদ্ধ! আসোলে 'অশ্রুজল' শুদ্ধ। এ সত্যটা আবিষ্কার করে বাংলা লেখায় তার প্রয়োগ দেখানোর কৃতিত্বটা রবীন্দ্রনাথের এবং/অথবা তাঁর আগে কেউ করে থাকলে তাঁর। অশ্রুরূপ জল হচ্ছে অশ্রুজল, কোন সমাস হল দেখে নিন ভাল ব্যাকরণ বই-এ।



www.pathagar.com

restive-এর প্রাথমিক অর্থ ছিল at rest, । বর্তমানে restless (প্রাথমিক অর্থের বিপরীত)।

egregious অর্থ প্রথমে ছিল distinguished, noble, eminent, outstanding, out of the ordinary; বর্তমানে flagrant: যেমন -- egregious blunder, an egregious liar।

philanderer মানে ব্যুৎপত্তির দিক থেকে হওয়ার কথা 'যে স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসে'। কিন্তু বর্তমানে এর সম্পূর্ণ অন্য রকম অর্থ। অর্থ হচ্ছে, যে স্বামী অবিশ্বস্ত, বা এমন পুরুষ যে স্রেফ স্থূল যৌন তাড়নায় মেয়েদের পিছনে ছোটে।

প্রতিশ্রুতি মানে অঙ্গীকার ('শ্রুতি' অংশটি লক্ষণীয়)।

শুশ্রুষা মানে সেবা, শুশ্রুষা'র ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কিন্তু 'শোনার ইচ্ছা'। এর মধ্যেও শ্রুতি আছে।

মুমূর্ষু মানে মূলত 'মরতে ইচ্ছুক', বাংলায় 'মৃতপ্রায়' অর্থে চলছে।

'ফলশ্রুতি'র 'ফলাফল' অর্থ অভিধানে না থাকলে সেটা অভিধানকার-দের ব্যর্থতা, তাঁদের অযোগ্যতার পরিচায়ক। 'ফলাফল' অর্থে 'ফলশ্রুতি'র প্রচলন দেখে বিজনবিহারী আশা করেছিলেন এ অর্থ আভিধানিক স্বীকৃতি পাবে। অর্থাৎ তিনি যতটা ভেবেছিলেন অভিধানকার-দের অযোগ্যতা তার চেয়েও বেশি।

সচরাচর অর্থ সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে দাঁড়ায় 'চরাচরের সহিত'। কিন্তু সচরাচর সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। ঐ অর্থে সচরাচর শব্দটির ব্যবহারকে অশুদ্ধ বলা যাবে? বাংলায় সচরাচর শব্দটি অতএব চরাচর-এর সাথে সম্পর্ক ছাড়া একটা স্বতন্ত্র শব্দ বলেই বিবেচনা করতে হবে। কিন্তু আমাদের আলোচ্য লেখকগণের বিবেচনা সম্পূর্ণ অন্য রকম বলেই মনে হয়। অপরূপ অর্থ ব্যাকরণানুসারে দাঁড়ায় কু-রূপ। কিন্তু বাংলায় তার ব্যবহার সম্পূর্ণ উল্টা অর্থে। লবণ মানে নুন। আর লাবণ্য মানে? সমান মানে কী আর সামান্য মানেই-বা কী? অতীতে 'সুতরাং' ও 'এবং' -এর মানে ছিল যথাক্রমে 'অত্যন্ত' ও 'এই ভাবে'। আর এখন? অব্যাহত মানে কী আর অব্যাহতি মানেই-বা কী? প্রশস্ত মানে কী আর প্রশস্তি মানেই-বা কী? 'সহজ' মানে দাঁড়ায় 'সহজাত'। কিন্তু আমরা সম্পূর্ণ অন্য অর্থে সহজ ব্যবহার করি।

হয়তো এসবের খবর পেলে অনেকে অশুদ্ধ না বলে ছাড়তেন না!

## উদ্বেলিত, মুখরিত

মুখরিত কি অশুদ্ধ? রবীন্দ্রনাথের কবিতায় গানে মুখরিত আছে। যেমন 'মুখরিত দশ দিশি ...'। দশ দিশি নিজে মুখর নয়, অন্য কিছু মুখর, তার ফলে দশ দিশি মুখরিত। মুখরিত শুদ্ধ, রবীন্দ্রনাথ অশুদ্ধ এমনটা দেখানোর দুরাগ্রহে 'অশুদ্ধ' বলা হয়। দুর্বোধ্য বাংলায় চালু আছে। যাঁরা বলেন উদ্বেলিত মুখরিত অশুদ্ধ, তাঁদের চিন্তার দৌড় অত্যন্ত সীমিত বলেই ও কথা বলেন। দুর্বোধ্য অর্থে সংস্কৃতে শুদ্ধ প্রয়োগ হচ্ছে দুর্বোধ। কিন্তু বাংলায় দুর্বোধ্য শুদ্ধ। নির্দল-স্থানে নির্দলীয় বাংলায় চলছে। যাঁরা 'অশুদ্ধ প্রচলিত' ফতোয়া দেন তাঁদেরকে নির্দলীয় ব্যবহার করতে দেখা যায়।

স্বতঃপ্রকাশিত। সংস্কৃতে কিন্তু একই অর্থে স্বতঃপ্রকাশ। দৃঢ়ভক্তিমান। দৃঢ়ভক্তিমান-এর অর্থ সংস্কৃতে স্রেফ 'দৃঢ়ভক্তি' দ্বারা প্রকাশিত হয়। 'এটা করা আমাদের সাধ্যের বাইরে, আমার সাধ্যে যতটা কুলায় ততটা করব।' অনেকে ভাবেন 'সাধ্য'-শব্দের প্রয়োগ বাংলায় 'অশুদ্ধ' হয়। তাঁদের যদি এই বোধ থাকত যে সাধ্য-শব্দের যেমন, আরও অনেক শব্দের তেমন-ই প্রয়োগ



www.pathagar.com

হয়, তাহলে ঐ একটা শব্দের কথা তুলতেন না। 'সহ্য করা', 'ধার্য করা', 'ত্যাজ্য করা', গ্রাহ্য করা', 'মান্য করা' ইত্যাদি তুলনীয়।

সুকেশিনী অনাধিনী অর্ধাঙ্গিনী 'অশুদ্ধ' বলে ধার্য করা হয়। সাবধানী নিয়েও কথা ওঠে। এ ধরনের শুদ্ধ্যশুদ্ধি-বিচারে বাংলা ভাষা বরবাদ হতে চলেছে। সংস্কৃত'র হিশাবে মহারথী অশুদ্ধ। সে অর্থে সংস্কৃতে শুদ্ধ হচ্ছে মহারথ কিন্তু মাইকেলেই আছে – "কহো মহারথী এ কি মহারথী-প্রথা?" সুশাসন বলতে বাংলায় বুঝি good governance কিন্তু সংস্কৃত সুশাসন অর্থ easily governable। বাংলায় সুগন্ধ মানে ভাল গন্ধ, তার থেকে বিশেষণ সুগন্ধী। সংস্কৃতে কিন্তু সুগন্ধ বিশেষণ, অর্থ যার ভাল গন্ধ আছে। বাংলায় অতিবুদ্ধিমান মহাভাগ্যবান সংস্কৃতে অতিবুদ্ধি, মহাভাগ্য। বহুরূপী বিধর্মী পশুধর্মী স্থূলচর্মী ইত্যাদির সংস্কৃতসম্মত রূপ বহুরূপ বিধর্ম পশুধর্ম স্থূলচর্ম ইত্যাদি। সুতরাং বাংলায় সংস্কৃত ব্যাকরণ চলে না। চলা উচিত নয়। সংস্কৃত ব্যাকরণের অনেক কিছু বাংলা-ব্যাকরণেও থাকবে, কিন্তু কতটা থাকবে তার সুবিবেচনা দরকার।

## বাহ্যিক

মানসিক কি বর্জনীয়? – যেহেতু মনঃ থেকে বিশেষণ শব্দ হচ্ছে মানস এবং সংস্কৃতে 'মানসিক' -এর স্থান নেই। একইভাবে উল্লেখ করা যায় শারীরিক পৈশাচিক, আন্তরিক পাশবিক যার সংস্কৃতসম্মত রূপ হচ্ছে শারীর পৈশাচ আন্তর পাশব। মানস থেকে মানসিক হতে পারল, চলতে পারল, বাহ্য থেকে বাহ্যিক হতে ও চলতে পারবে না?

মনু থেকে বিশেষণ মানব। তার থেকে মানবিক। সংস্কৃতে কি মানবিক আছে? অতএব মানবিক শব্দটি কি বর্জনীয়? মানসিক/শারীরিক ইত্যাদি শব্দ? যাঁরা এসব ব্যাপার সম্যকভাবে জানেন (শুধু বাহ্যিক শব্দটির খবর রাখেন এমন নন যাঁরা) তাঁরা কিন্তু তা বলেন না। সংস্কৃত-বহির্ভূত শব্দগুলিও বাংলায় বিশেষ কাজে আসে। ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন :

> "কখনও কখনও দেখা যায়, সংস্কৃত ও অসংস্কৃত দুইটি শব্দই বাংলায় ব্যবহৃত হইতেছে, তবে তাহাদের মধ্যে অর্থগত ভেদ রহিয়াছে। যেমন শারীর তত্ত্ব, কিন্তু শারীরিক ব্যাধি; মানস পুত্র, কিন্তু মানসিক কষ্ট; প্রাকৃত জন, কিন্তু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য।" *(শক, পৃ. ৫২)*

উদ্ধৃতিটিতে এও পাওয়া গেল যে 'প্রাকৃতিক' সংস্কৃত মতে অশুদ্ধ।

ইংরেজিতে জার্মান জার্মানিক, ইলেক্ট্রক ইলেক্ট্রকাল, এবং হিস্টরিক হিস্টরিকাল আছে। প্রসঙ্গত আরও বলি, লৈখিক সাহিত্যিক প্রাবন্ধিক দানবিক আসুরিক রাজসিক তামসিক কৌমার্য বার্ধক্য স্থাবির্য দাম্পত্য প্রভৃতি সংস্কৃতসম্মত নয় (শেষ চারটি শব্দের সংস্কৃতসম্মত রূপ হচ্ছে কৌমার বার্দ্ধক স্থাবির দাম্পত)। শারদীয় ও মৌলিক সম্বন্ধেও একই কথা (সংস্কৃতসম্মত রূপ হবে শারদ ও মৌল)। বিদ্যুৎ থেকে বৈদ্যুত। বাংলায় কিন্তু বৈদ্যুতিক চলছে।

## শ্রেষ্ঠতর, শ্রেষ্ঠতম

যাঁরা বলেন শ্রেষ্ঠতর শ্রেষ্ঠতম অশুদ্ধ তাঁরা নিশ্চয়ই বলতে চান 'শ্রেষ্ঠ'ই superlative, তার সাথে তম বা তর লাগানো চলে না। ব্যাপার এরকম ছিল হয়তো, কিন্তু এখন আর তেমন নেই।

তাছাড়া, *অমরকোষ*-এ আছে – ক্ষেপিষ্ট শব্দে অত্যন্ত ক্ষিপ্র, ক্ষোদিষ্ঠ শব্দে অত্যন্ত ক্ষুদ্র, প্রেষ্ঠ শব্দে অত্যন্ত অভীপ্সিত, বরিষ্ঠ শব্দে অত্যন্ত পৃথু, স্থবিষ্ঠ শব্দে অত্যন্ত পীবর এবং বংহিষ্ঠ শব্দে অত্যন্ত বহুল বোঝায়। সাধিষ্ঠ শব্দে অত্যন্ত বাঢ়, দ্রাঘিষ্ঠ শব্দে অত্যন্ত ব্যায়ত, স্ফেষ্ঠ



www.pathagar.com

শব্দে অত্যন্ত বহু, গরিষ্ঠ শব্দে অত্যন্ত গুরু, হ্রসিষ্ঠ শব্দে অত্যন্ত খর্ব এবং বৃন্দিষ্ঠ শব্দে বৃন্দারকসমূহ বোঝায়।

অতএব শ্রেষ্ঠ মানে অত্যন্ত শ্রেয়; শ্রেষ্ঠতম শ্রেষ্ঠতর সংগত।

অশোক মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'সংসদ ব্যাকরণ অভিধান' -এ বলা হয়েছে বলিষ্ঠ পাপিষ্ঠ ইত্যাদি বাংলায় সাধারণত নিছক তারতম্য বোঝাতে ব্যবহৃত হয় না; বলিষ্ঠ মানে বলশালী, পাপিষ্ঠ মানে পাপী।

জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ গরিষ্ঠ সম্বন্ধেও একই কথা। তা নইলে জ্যায়ান্ কনীয়ান্ ইত্যাদি শব্দ বাংলায় ব্যবহার করতে হবে। 'প্রিয়া' অর্থে 'প্রেয়সী' চলছে, চলবেও। মূলে কিন্তু 'প্রেয়সী' 'প্রিয়া'র comparative। প্রেষ্ঠা superlative। 'বলিষ্ঠ' বাহু বলতে কি 'সবচেয়ে বলশালী বাহু' বোঝায়? না, স্রেফ 'বলশালী বাহু' বোঝায়। তেমনি পাপিষ্ঠ বলতে স্রেফ পাপী বোঝায়।

## বাগেশ্বরী

সন্ধির নিয়মে যেখানে তৎকর পতদঞ্জলি বৃহৎপতি হওয়ার কথা সেখানে হয়েছে তস্কর পতঞ্জলি বৃহস্পতি। বনস্পতি পরস্পর আস্পদ পরিষ্কার গোষ্পদ আশ্চর্য হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতির স্ (স্ শ্ ষ্) নিয়ম-বহির্ভূতভাবে এসেছে। সন্ধির নিয়মে যেখানে কুলাটা সারাঙ্গা মার্তাণ্ড সংগত সেখানে কুলটা সারঙ্গা মার্তণ্ড, আবার যেখানে গবক্ষ সংগত সেখানে গবাক্ষ হয়েছে; যেখানে প্রোঢ় অক্ষৌহিনী সংগত সেখানে পৌঢ় অক্ষৌহিনী, কিন্তু যেখানে শুদ্ধৌধন প্রৈষণ বিম্বৌষ্ঠ সংগত সেখানে শুদ্ধোধন প্রেষণ বিম্বোষ্ঠ (বিকল্পে বিম্বৌষ্ঠ) হয়েছে। তেমনি গবিন্দ্র না হয়ে হয়েছে গবেন্দ্র (গো+ইন্দ্র)। গবীশ-এর বিকল্প গবেশ-ও আছে। এর থেকে পশু+ইতর =পশ্বেতর সম্ভব হয় যেখানে সন্ধির নিয়মে পশ্বিতর সংগত। লিহ্+ব+আ =জিহ্বা হয়। সীমন্+অন্ত =সীমন্ত, লাঙ্গাল+ঈষা =লাঙ্গালীষা, প্র+উহ =পৌহ, স্ব+ঈর =স্বৈর, স্ব+ঈরিণী =স্বৈরিণী হয়।* এ ধরনের ব্যতিক্রমী সন্ধির আওতায় সংস্কৃতেই বাগেশ্বরী সিদ্ধ।

## বিশেষণ→বিশেষ্য

যখন কাউকে বলতে শুনি করুণাময়ের কাছে প্রার্থনা চলবে না, করুণাময়-এর পরে একটি বিশেষ্য (খোদা/ঈশ্বর) লাগাতে হবে কারণ করুণাময় একটি বিশেষণ – তখন খুব আতঙ্কিত হই।

আশ্চর্যান্বিত হওয়ার বদলে মানুষ আশ্চর্য হতে লাগলে অনেকে আশ্বর্যান্বিত হলেন, আর তাই দেখে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্য হয়েছিলেন। – *(শত পৃ. ৯)* আমাদের আলোচ্য লেখকগণ রবীন্দ্রনাথের ভয়ানক বিপক্ষে। রবীন্দ্রনাথের প্রতিপক্ষ হতে মনস্থ করেছেন তাঁরা, তাতে দেশের ও ভাষার কপালে যা-ই ঘটুক *(পৃ. ৩৫)*।

ইংরেজিতে It is me বা It is her বলতে দেখে অনেকে আশ্চর্যান্বিত হতেন কিন্তু আজকাল খুব কম লোকই তাতে আশ্চর্য হন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন "... অজানারে জানাইলে" "অজানায় যেতে মন চায়" "অজানিতের পথে" এবং এমন আরও কত কিছু; এসব কি অশুদ্ধ? kill ও catch ক্রিয়াবাচক শব্দ, কিন্তু kill ও catch বিশেষ্য হিশাবেও (যথাক্রমে মেরে ফেলা শিকার ও

---

* অনেক ব্যাকরণ বই-এ মনঃ+ঈষা = মনীষা হয়েছে ধরা হয়, সন্ধির নিয়মে যা হওয়ার কথা নয়। তবে ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জানান √মন্+ঈষা = মনীষা; এতে সন্ধির কোনও সমস্যা নেই। মনঃ-শব্দ আর মন্ ধাতু এক নয়, এটা খেয়াল করা যেতে পারে।



www.pathagar.com

আটকানো শিকার অর্থে) ব্যবহৃত হয়। employ, punish, know বিশেষ্য হিশাবেও ব্যবহৃত হয় [যেমন, X was in Y's employ।... not in the know।] build সম্বন্ধেও তাই [slender build]। এখন quotation শব্দের বদলে quote লিখলেই হয়; a coating of paint নয়, এখন a coat of paint। rapid বিশেষ্য হিশাবে ব্যবহৃত হয়—নদী'র অত্যন্ত জোরালো পাহাড়ি স্রোতকে বলে rapid। 'murky shallows'; এখানে shallow বিশেষ্য হয়ে গেল। ministers' meet; meeting বলা দরকার হল না, meet বিশেষ্য হল। theoritical construct কথাটিতে construct বিশেষ্য। the mix [mixture অর্থে] চলে, picking-এর বদলে pick চলে। ইংরেজির বিপুল-সংখ্যক ক্রিয়াশব্দ এখন বিশেষ্য হিশাবে ব্যবহৃত হতে পারে, সেজন্য তার শেষে ing যোগ করতে হয় না ; কোন ক্রিয়াশব্দটি তা হতে পারে না সেটাই এখন প্রশ্ন। 'He is a genius' হয়, আবার 'His genius'ও হয়। ইংরেজিতে আরও পাওয়া যাবে – the wounded, the accused, the last-named, the faint-hearted, coloureds, knitteds, frustrateds, suicides, suspects, now is the time, the poor, the sublime, the ridiculous, the soviet young, egg white, the most corrupt of them all। আমাদের আশ্চর্য হওয়াতে এমন বেশি বাধা কিসের?

সমান একটি বিশেষণ-পদ। সামান্য শব্দটি সেই বিশেষণ-পদটি থেকে তৈরি বিশেষ্য-পদ হওয়ার কথা, কিন্তু সামান্য'র ভিন্নতরো অর্থ এবং তা একটি বিশেষণ-পদ।

আমার মনে হয় 'আগামীতে' চলবে, তেমনি 'পরবর্তীতে'ও। কিন্তু তাঁরা বলেছেন 'পরবর্তীতে' ভুল, হতে হবে 'পরবর্তীকালে'। 'পরবর্তীতে' বলতে সবসময় 'পরবর্তী কালে' নয়, পরবর্তী অন্য-কিছুও হতে পারে। 'পরবর্তীতে' লিখলে পরবর্তী কী সেটা অস্পষ্ট রাখা হয়, অনেক সময় তা সুবিধাজনক বা দরকারি হতে পারে। তাছাড়া, আমরা তো 'অতীতে' লিখি। লিখি 'ভবিষ্যতে'ও। অতীত কালে হবে, অতীতে চলবে না – একথা কি কেউ বলবেন?

'আগামী, পরবর্তী' বিশেষণ বলে তার সাথে বিশেষ্য লাগাতে হবে – এ 'যুক্তি' মানা যায় না। 'অভিযুক্ত' একটি বিশেষণবাচক শব্দ। তবু এটা বিশেষ্য হিশাবেও ব্যবহার করা হয় – তাতে করে ঠিক কাজটিই করা হয়, যেমন বলা হয় : অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া, ইত্যাদি। তেমনি করুণাময়ের কাছে প্রার্থনা করা হয়। 'নির্ভরতা' অর্থে 'নির্ভর' ব্যবহৃত হতে দেখেছি। তা ঠিকই হয়েছে, ভালই হয়েছে। 'আগামী, পরবর্তী' বিশেষ্য হিশাবেও ব্যবহার করা যাবে। তবে যেখানে 'পরে'-তে কাজ চলে সেখানে 'পরবর্তীতে' বা 'পরবর্তীকালে' কোনও-টি দরকারি নয়।

তাঁরা লিখেছেন *'ধূমপান নিষেধ'* অশুদ্ধ, শুদ্ধ নাকি *'ধূমপান করা নিষেধ'* বা *'ধূমপান নিষিদ্ধ'*। শেষের দুটি শুদ্ধ, বেশ, কিন্তু *'ধূমপান নিষেধ'*-ও অশুদ্ধ নয়। এখানে 'নিষেধ' মানে 'নিষিদ্ধ'।

আমরা প্রয়োজনীয় অর্থে অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজন লিখি। তাতে কোনও ভুল হয় না।

## জন্মবার্ষিকী : স্ত্রীলিঙ্গের ছদ্মবেশে সংস্কৃত নয়, বাংলা প্রত্যয়

আলোচ্য বইটিতে বলা হয়েছে জন্মবার্ষিকী ভুল, শুদ্ধ হবে নাকি জন্মবার্ষিক। কারণ বলা হয়েছে 'বার্ষিকী'র শেষের ঈ-কার নাকি স্ত্রীলিঙ্গবাচক এবং এই স্ত্রীলিঙ্গবাচক চিহ্নটি অনাবশ্যক।[২১] বুদ্ধিহরণ চক্রবর্তী নাকি একই মত দিয়েছিলেন, সেকথা লিখে আজও বই-এর পৃষ্ঠা ভরানো হয় যা কিনা অকারণ লেখক-গিরি এবং বিশাল অপচয়।



www.pathagar.com

আমার কথা হচ্ছে ঈ-কারটি মূলত স্ত্রীলিঙ্গাবাচক হয়ে থাকলেও তা আর স্ত্রীলিঙ্গাবাচক নেই। সুতরাং ওটা নিয়ে উদ্বেগ অর্থহীন। বাংলায় ওটা আসোলে বিশেষ্যবাচক একটি চিহ্ন। বার্ষিক হচ্ছে বিশেষণ, এর সাথে ঈ-কার যোগ করে বিশেষ্য পাওয়া গেল – এই হচ্ছে সরল কথা, এর মধ্যে কোনও প্যাঁচ নেই। একই কথা সাময়িকী সম্বন্ধে। 'বার্ষিক গতি'-তে 'বার্ষিক' বিশেষণ, কিন্তু প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে বার্ষিকী বিশেষণ নয়।

'আগমনী গান' না গেয়ে 'আগমন গান' গাইবে? জীবনী রচনা করবে না তো কি 'জীবন রচনা' করবে? 'বার্ষিক' পালন করবে?

'আগমনী গান'-এ আগমনী বিশেষণ হয়েছে ভাল কথা, তবে আগমনী বিশেষ্যও হতে পারবে। 'বার্ষিক পালন' চলে না। বার্ষিক থেকে বিশেষ্য হয় বার্ষিকী।

সংস্কৃতে অধিরোহণী অর্থ ladder (=মই)। একে পুং করে অধিরোহণ করলে অর্থটা ladder থাকবে না।

আমরা যখন বাংলায় নাটিকা মালিকা পুস্তিকা পত্রিকা চয়নিকা ... লিখি তখন আমরা স্ত্রীলিঙ্গা বুঝি না। সংস্কৃতের স্ত্রীলিঙ্গাবাচক 'ইকা' বাংলা এ সব শব্দে ক্ষুদ্রত্ব বোঝাতেই ব্যবহার করি, স্ত্রীলিঙ্গা বোঝাতে নয়। 'যবনিকা' অর্থ সংস্কৃতের নিয়মে 'মেয়ে-যবন' হওয়ার কথা। কিন্তু সেটার অর্থ এমনকি ছোট-যবনও নয়। অর্থটা মঞ্চের পর্দা বা এমন কিছু, তার থেকে যবনিকাপাত বলতে বৃহৎ অর্থে সমাপ্তিও বোঝায়।

ঘণ্টা - ঘণ্টি, কড়া - কড়ি, বড়া - বড়ি, মড়া - মড়ি, নোড়া - নুড়ি, বিড়া - বিড়ি, লতা - লতি, ঢাকনা-ঢাকনি, পোটলা - পুটলি, টুকরা - টুকরি, টোপা- টুপি, কোশা - কুশি, শিকল - শিকলি, ঘড়া - ঘটি, ধড়া - ধটী, জুতা - জুতি, ঘাড় - ঘেটি, জোট - জুটি–এই জোড়গুলির দ্বিতীয় শব্দ ক্ষুদ্রার্থক, [স্ত্রীলিঙ্গা নয়]।

সংস্কৃতে 'পশ্চিম'-এর স্ত্রীলিঙ্গো 'পশ্চিমা'। কিন্তু বাঙালি যখন বলে 'পশ্চিমা-রা', তখন পশ্চিমের লোকদের বোঝায়। তেমনি 'পশ্চিমা সংস্কৃতি' হচ্ছে 'পশ্চিমের সংস্কৃতি'। সংস্কৃতে 'মাগধ'-এর স্ত্রীলিঙ্গো 'মাগধী'। বাংলায় যখন 'মাগধী প্রাকৃত' ইত্যাদি লেখা হয় তখন স্ত্রীলিঙ্গোর লক্ষ্যে তা করা হয় না। 'ইংরেজি'র ই-কার-এর যে ভূমিকা 'মাগধী'র অন্ত্যস্বর-এর ভূমিকা তেমনই।

বাংলায় 'প্রভাতী' 'প্রভাত'-এর স্ত্রীলিঙ্গা নয় বরং 'প্রভাত'-এর বিশেষণ। 'প্রভাতী' নামের কবিতাটি এবং 'আমি প্রভাতী তারা পূর্বাচলে' এই গানের-কলি তাই দেখায়।

আমরা বলি অশ্বারোহী, *অমরকোষ*-এ আছে অশ্বচালকের নাম অশ্বারোহ। 'কুশল' অর্থে বাংলায় কুশলী ব্যবহৃত হয়। এখন 'অশ্বারোহী' 'কুশলী' স্ত্রীং কি না সে ভাবনা অবান্তর।

সংস্কৃতে চলে উপাসন, আরাধন। উপাসনা স্ত্রীলিঙ্গোর শব্দ (উপাসন ক্লীব) আরাধনা স্ত্রীলিঙ্গোর শব্দ (আরাধন ক্লীব)। কিন্তু বাংলায় উপাসনা আরাধনা চলছে (উপাসন আরাধন বাংলায় অনুপস্থিত) এবং এ শব্দদুটিকে স্ত্রীলিঙ্গোর বলে ধরা হয় না। এভাবেই চলতে থাকবে। গবেষণা'র বেলায়ও একই কথা খাটবে। আবার অন্বেষণ-এর বেলায় অন্বেষণ-ই থাকবে। [*অমরকোষ*-এ অন্বেষণা আছে] 'নিষ্ফলা (জমি)' 'নির্জলা (দুধ)' চলবে। প্রার্থনা স্থাপনা প্রস্তাবনা উপস্থাপনা প্রভৃতি সম্বন্ধে কী হবে, যদি বার্ষিকী সম্বন্ধে আপত্তি তোলা হয়? এর মানে ওরকম আপত্তি তোলা নির্বুদ্ধিতা। সংস্কৃতে চাতুরী মাধুরী মৈত্রী স্ত্রীং। চাতুর্য মাধুর্য মিত্রত্ব হয়তো পুং বা ক্লীবলিঙ্গা। তাহলে? 'চাতুরী মাধুরী'র বদলে 'চাতুর মাধুর' বলব?



www.pathagar.com

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক রচিত প্রবন্ধের একটি সংকলন, নাম 'সাংস্কৃতিকী'। আরও পরে পেয়েছি 'সাম্প্রতিকী' এবং 'কাল্পনিকী'। এসব শব্দে ক-এ ঈ-কার নিশ্চয়ই স্ত্রীং বোঝাতে লাগানো হয়নি, আবার 'সাংস্কৃতিক' বলতে যা বোঝায় 'সাংস্কৃতিকী' তার থেকে আলাদা। এরকম অন্য শব্দগুলি সম্বন্ধেও একই কথা। এর থেকে প্রমাণ হয় যে, 'দুঃসাহসিক অভিযান' অর্থে 'দুঃসাহসিকী' বেশ চলতে পারবে।*

বাংলায় স্ত্রীলিঙ্গাবাচক বিশেষণের গুরুত্ব/প্রয়োজন-ও আদৌ নেই, অন্তত সংস্কৃতের মতো নেই। পরিক্রমা, শতাব্দী একইরকম তথাকথিত 'অহেতুক' (!) 'স্ত্রীলিঙ্গাবাচক' (!) শব্দ, যা বাংলায় ব্যবহৃত হয়। বাংলায় এসব শব্দের লিঙ্গের কোনও গুরুত্ব নেই, এসব শব্দের ব্যবহারকে অশুদ্ধ বলা বাতুলতা। বাঙালিরা যখন বার্ষিকী সাময়িকী ... ব্যবহার করে তখন তারা এগুলিকে স্ত্রীলিঙ্গাবাচক শব্দ মনেই করে না। সুতরাং শব্দগুলির স্ত্রীলিঙ্গাবাচকতা নিয়ে দুশ্চিন্তা বাদ দিয়ে আসোলে কী অর্থ প্রকাশ করছে তাই দেখতে হবে। 'জীবনী' (= biography) শব্দটির শেষের ঈ-কারটি সংস্কৃত ব্যাকরণের দৃষ্টিতে স্ত্রীলিঙ্গাসূচক হলেও হতে পারে, সেটা কোনও ব্যাপার নয় কারণ বাংলায় এই স্ত্রীলিঙ্গাবাচকতা অর্থহীন। যে অর্থে শব্দটি ব্যবহার করা হয় শব্দটিকে সেই অর্থে গ্রহণ করতে হবে, যদিও সংস্কৃত ব্যাকরণের বিচারে সেই অর্থে ভুল বলে অনেকের কাছে মনে হতেও পারে এবং তাঁরা অযথা ফ্যাকড়া তুলতে পারেন। 'জীবন লেখা'র প্রশ্নই উঠতে পারে না। জীবন অর্থ life, জীবনী অর্থ biography (বা আরেকটু ব্যাপক অর্থ জীবন সম্পর্কিত)। এতে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না। বাংলায় 'শতাব্দ' অর্থ হবে স্রেফ 'এক-শ' বছর', শতাব্দী'র অর্থ হবে না। একই প্রত্যয়ের অর্থ বাংলায় সংস্কৃত থেকে আলাদা হয়ে দাঁড়ায়।

'অতলস্পর্শ' অর্থে বাংলায় অতলস্পর্শী, কিন্তু আলোচ্য লেখকগণ বলেন সেটা অশুদ্ধ কারণ শেষের ঈ-কারটি নাকি স্ত্রীলিঙ্গের চিহ্ন।[২২] 'অতলস্পর্শ'র শেষে একটা ঈ-কার লাগানো নিশ্চয়ই স্ত্রীলিঙ্গের লক্ষ্যে নয় সুতরাং উক্তরূপ অপবাদ অমূলক। আরও মারাত্মক ব্যাপার হচ্ছে : অতলস্পর্শ'র স্ত্রীলিঙ্গ অতলস্পর্শা! অর্থাৎ অজ্ঞতা! বাঙালি সংগতভাবেই মনে করে স্পর্শী মানে হচ্ছে স্পর্শকারী বা স্পর্শক, সেজন্য অতল-এর সাথে স্পর্শী। তার আরেকটি কারণ হতে পারে মর্মস্পর্শী – যাকে কেউ 'অশুদ্ধ' বলে না।

সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুযায়ী 'মণ্ডলী'র ঈ-কার স্ত্রীলিঙ্গাবাচক। অথচ তাঁরা লিখেছেন, 'মন্ত্রিমণ্ডলী', 'ভদ্রমণ্ডলী'।[২৩] তাঁরা 'মন্ত্রিমণ্ডল' 'ভদ্রমণ্ডল' কেন লিখলেন না? 'দ্রব্যসামগ্রী'-তে যে 'সামগ্রী' আছে সংস্কৃত ভাষায় তা হচ্ছে স্ত্রীলিঙ্গের। 'সামগ্র' হচ্ছে পুংলিঙ্গের। সামগ্রী'র বদলে সামগ্র লিখতে কেন তাঁরা বললেন না? দীপাবলী-তে যে 'আবলী' আছে তা, এবং 'শ্রেণী' 'পঙ্‌ক্তি' 'বীথি' 'রাজি' প্রভৃতি সবই স্ত্রীং। কিন্তু 'মণ্ডলী' 'সামগ্রী' 'আবলী' স্ত্রীলিঙ্গা শব্দ মনে না করে এগুলি ব্যবহার করা বাংলাতে শুদ্ধ হবে। সে ব্যাপারে দ্বিরুক্তি চলবে না।

রবীন্দ্রনাথের 'পুরাতন ভৃত্য'-কবিতার 'কেষ্টা' স্ত্রীলোক নয়; কেষ্টা শব্দটি 'কেষ্ট'র স্ত্রীলিঙ্গা নয়! সংস্কৃত 'কুশল' অর্থে বাংলায় কুশলী চলে [চলবেও]; তাকে কি কুশল'-এর স্ত্রীলিঙ্গা বলে নিন্দা করতে হবে? 'উদাসী শব্দটি 'উদাস'-এর স্ত্রীলিঙ্গা তো নয়! তেমনি 'অবিনাশী, অভিমুখী' তো 'অবিনাশ, অভিমুখ'-এর স্ত্রীং নয়! 'বিড়াল'-এর স্ত্রীলিঙ্গে 'বিড়ালী', কিন্তু কাঠবিড়ালী' শব্দে

---

* অবশ্য নতুনত্বের দোষটা নেহায়েত আহম্মকের কাছেও প্রকট ও ক্ষমার অযোগ্য বলে ধরা পড়ে থাকে। এমনকি "Scientists are as slothful as anyone else in tolerating exceptions to established law." (Symbols and History প্রবন্ধে George Boas)।



www.pathagar.com

স্ত্রীলিঙ্গাত্ব নেই। বানানটা 'কাঠবিড়ালি' হবে। শেষের ই-স্বর এজন্য যে কাঠবিড়ালি সত্যি বিড়াল নয়, যেমন সত্যি সত্যি 'বাঘ' নয় বলে 'বাঘডাশা'।

এক পুরুষ কিন্তু একা স্ত্রী, বহু পুরুষ কিন্তু বহ্বী* স্ত্রী, সর্ব পুরুষ কিন্তু সর্বা স্ত্রী, পরমৈক পুরুষ কিন্তু পরমৈকা স্ত্রী হওয়ার কথা লিঙ্গা মেনে চললে; বাংলায় তা মানা হয় না।

সংস্কৃতে 'পৃষ্ঠ' আছে, 'পৃষ্ঠা' নেই। বাংলায় নেওয়া হয়েছে 'পৃষ্ঠা', এতে করে কি 'পৃষ্ঠ'র স্ত্রীলিঙ্গা করা হল? অন্যদিকে সংস্কৃতের 'ইষ্টকা' কিন্তু বাংলায় হয়ে গেল 'ইষ্টক', তাতে কি স্ত্রীলিঙ্গা থেকে পুংলিঙ্গা করা হয়ে গেল? অন্তঃস্থ শব্দটি ছিল অন্তঃস্থা, তা বলে তা স্ত্রীলিঙ্গা ছিল না। পরে এক সময় সংস্কৃত বৈয়াকরণই একে স্ত্রীলিঙ্গা ভেবে অকারান্ত করে অন্তঃস্থ বানালেন। একইভাবে প্রাচীন সংস্কৃতেই স্নুষ স্নুষা হয়ে গিয়েছিল; এর সাথে সম্পর্কিত গ্রীক nuos, লাটিন nurus যাকে পরবর্তী লাটিনে আ-কারান্ত nora করা হয়, প্রাচীন স্লাভ'নিক ভাষায় এবং প্রাচীন হাই জার্মানে তা আ-কারান্ত snucha এবং snura-রূপে দেখা দেয়।

'বিবরণী ও সংশোধনী'-তেও শেষের প্রত্যয়টি বিশেষ্যপদ তৈরিতে সাহায্য করেছে। তবে মহতী সমাবেশ বলার কোনও মানে হয় না। মহতী শব্দটি বাংলায় ব্যবহারের কোনও যুক্তি দেখি না। কার্যকরী হিতকরী স্থানে কার্যকর হিতকর থাকা উচিত। (তবে কার্যকারী শব্দটি কার্যকর/কার্যকরী থেকে আলাদা। অনেকে 'কার্যকারী' অর্থে যে 'কার্যকর' লেখে, সেটা ভুল।) 'অর্থকরী ফসল' প্রয়োগসিদ্ধ – এটা থাকবে।

বাংলায় আমরা ব্যক্তি শব্দটি ব্যবহার করি প্রধানত পুরুষ মানুষ বোঝাতে। সংস্কৃতে ব্যক্তি স্ত্রীলিঙ্গা। প্রজা বলতে কি শুধু female subject বুঝি? না। কিন্তু সংস্কৃতে 'প্রজা' স্ত্রীলিঙ্গা।

সংস্কৃত 'দার' অর্থ পত্নী, কিন্তু শব্দটা পুংলিঙ্গা। পক্ষান্তরে 'দেবতা' শব্দটি (সংস্কৃতে) স্ত্রীলিঙ্গা। আবার 'বিশ' অর্থ man [পুং মানুষ] হলেও তা স্ত্রীলিঙ্গা।* স্ত্রী স্ত্রীলিঙ্গা হলেও স্ত্রীলোক স্ত্রীগণ পুংলিঙ্গা বলে ধার্য। প্রাচীন ইংরেজিতে woman পুংলিঙ্গা শব্দ ছিল। বাঙালি মেয়েদের নাম অত্রি অণিমা তনিমা নীলিমা সবিতা পূষা হয়ে থাকে কিন্তু সংস্কৃতে অণিমা তনিমা নীলিমা সবিতা পূষা, (এবং ত্বষ্টা অর্যমা রক্তিমা) প্রভৃতি শব্দ পুং। আমরা আশা করব এসব শব্দকে বাংলায় স্ত্রীলিঙ্গা বলে ধরা যাবে। প্রাকৃতে 'অণিমা নীলিমা'র মতো শব্দগুলি স্ত্রীলিঙ্গা। সবিতা অর্থ সূর্য; জার্মান ভাষায় সূর্য-অর্থে Sonne শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গা। প্রাচীন ইংরেজিতে sun স্ত্রীলিঙ্গা (এবং moon পুংলিঙ্গা) ছিল।

বাংলায় কায়া, সখা, সংস্কৃতে তা নেই, আছে কায়, সখ।

অতএব বাংলায় সংস্কৃতের লিঙ্গা প্রায়শ অর্থহীন।

সংস্কৃত 'মল' থেকে বাংলা ময়লা হয়েছে, তাতে নিশ্চয়ই স্ত্রীলিঙ্গা লক্ষিত ছিল না। মূল থেকে মুলা – স্ত্রীলিঙ্গা লক্ষ্য নয় নিশ্চয়ই। ষণ্ডা কি স্ত্রীলিঙ্গা? তলা (<তল) গলা (<গল) ছলা (<ছল) থালা (<স্থাল) কায়া (<কায়) ফেনা (<ফেন) কণ্ঠা (<কণ্ঠ) তূলা (<তূল) মলয়া (<মলয়) মহলা/মহল্লা (<মহল) খেয়া (<ক্ষেপ) খাজা (<খাদ্য) চিরতা(<চিরাতিতিক্ত) পায়রা (<পারাবত) করল্লা (<কারবেল্ল) খাবলা (<কবল) ইঁদারা (<ইন্দ্রাগার) আলনা (<আলম্বন) কেয়া (<কেতক) ছুতা (<সূত্র) শিঙাড়া (<শৃঙ্গাটক) টাকা (<টঙ্ক) চাকা (<চক্র) রিঠা (<অরিষ্ট) গোরা (<গৌর) লোহা (লোহ) তামা (<তাম্র) বয়ড়া (<বিভীতক) গোছা (<গুচ্ছ) কাঁটা (<কণ্টক) জাঁতা (<যন্ত্র) ভেড়া (<মেড্র) জোড়া (<যুগল) খুড়া (<ক্ষুদ্র) পারা (<পারদ) ভোমরা (<ভ্রমর) সরিষা (<সর্ষপ) বালা (<বলয়) ধলা (<ধবল) সাচা (<সত্য) আণ্ডা (<অণ্ড) গাধা (<গর্দভ) চৌঠা (<চতুর্থ) মিতা (<মিত্র) বুড়া (<বৃদ্ধ) উঁচা (<উচ্চ) গা (<গাত্র)

---

* তনু থেকে যেমন তন্বী, বহু থেকে তেমন স্ত্রীলিং-এ বহ্বী হয়।

* বাংলায় দারা পুত্র পরিবার পাওয়া যায় অর্থাৎ অ-কারান্ত পত্নীবাচক শব্দে সন্তুষ্ট না হয়ে তাকে আ-কারান্ত করা হয় (তবে অকৃতদার পরদার প্রভৃতি শব্দে অ-কার বজায় থাকে।)



www.pathagar.com

রোঁয়া (<রোম) মোয়া (<মোদক) মশা (<মশক) দিশা (<দিশ) ভালা (<তালক) খাপড়া (<কর্পর) খাড়া (<খড়্গ) পাবদা (<পাবদ) নিশ্চয়ই স্ত্রীলিং-প্রীতির কারণে হয়নি।

'চোরা' কি স্ত্রীজাতীয়-চোরকে বা চোরের পত্নীকে বলা হয়? 'জনাকয়েক'-এর 'জনা' কি 'জন'-এর স্ত্রীলিঙ্গ? বাংলায় 'আপনা-বিস্মৃত' চলে, "... খুঁজি আমি তারে আপনায়" এমন গানের কলি আছে। আস্তানা (<স্থান) তো স্থান-এর স্ত্রীলিঙ্গ নিশ্চয়ই নয়। দশাসই শব্দের মূলে কিন্তু দশা নয় বরং দশ [=ten]। আরবি জর্‌রহ্ থেকে ইংরেজি jar কিন্তু বাংলা জালা। রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছেন হাত থেকে হাতা ভাত থেকে ভাতা (খোরাকি) বাস থেকে বাসা ধোব থেকে ধোবা চাষ থেকে চাষা হয়েছে; তেমনি হয়েছে তক্তা বাঘা পাটা ল্যাজা চোঙা চাঁদা পাতা তলা ছাগলা বাদ্‌লা। বাংলার ধাঁচই এমন। আরও আছে কাঁচা পাকা বাঁকা তেড়া সোজা শিধা মোটা নুলা বোবা কালা ন্যাড়া কানা ভিতা মিঠা বোকা পিঠা কাঁটা চিড়া গোয়ালা কুলা। আরও আছে তেলা বেতালা বেসুরা নোনা আলা (<আলো) রোগা চালা (<চাল) -ঘর মাটিয়া বালিয়া আগাছা দাঁড়িয়া [শেষ তিনটি শব্দ থেকে মেটে বেলে দেঁড়ে]। এসব আ-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গাবাচক নয়। অ-কার স্থানে আ-কার বা ঈ-কার দেখলেই স্ত্রীলিঙ্গা হয়ে গেল এমন শোরগোল তোলা ছাড়তে হবে।

কেউ কেউ বাঙালিকে দোষ দিয়েছেন অকারণ স্ত্রীলিঙ্গারূপ ব্যবহারের। অথচ বাঙালিরাই ভাবী বধূ, পয়মন্ত বৌ, মহৎ প্রতিভা, সারবান্ রচনা, বলবান্ যুক্তি, অক্ষুণ্ন ক্ষমতা, অসাধু প্রবৃত্তি, অমূলক আশঙ্কা, প্রস্তরময় মূর্তি, সুখদায়ক কল্পনা, নিরর্থক ক্রিয়া, ভ্রমাত্মক ধারণা, সংস্কৃত ভাষা, প্রাকৃত ভাষা, সাধু ভাষা, বিশ্বদ্রাবী করুণা, অভ্রংলেহী চূড়া, ব্রহ্মপুত্র-নদীর বেগমান শাখা, মূর্তিমান দয়া, দীর্ঘকালব্যাপী চেষ্টা, উপযোগী প্রণালী, ইত্যাদি ব্যবহার করে যেখানে বিশেষ্যগুলি স্ত্রীং শব্দ হওয়া সত্ত্বেও তার বিশেষণগুলি পুং। 'মহিলাগণ বধূকুল নদীদ্বয় পত্নীস্বরূপ'-এর -গণ, -কুল, -দ্বয় এবং -স্বরূপ পুং; যখন বাংলায় লেখা হয় 'অমানুষী শক্তি' 'মানুষী প্রেম' 'সঞ্জীবনী মন্ত্র' 'রামায়ণী গল্প' 'পেষণী চক্র', তখন স্ত্রীলিঙ্গার লক্ষ্যে তা লেখা হয় না, বরং অমানুষ মানুষ সঞ্জীবন রামায়ণ পেষণ প্রভৃতিকে বিশেষ্য ধরে ঈ-কারগুলিকে বিশেষণবাচক বাংলা প্রত্যয় হিশাবে লাগানো হয়।

"আমায় এত রাইতে কেনে ডাক দিলি প্রাণ-কোকিলা রে?" গানের এই কথাটিতে কোকিলা বলা হচ্ছে কৃষ্ণকে; তাই নয় কি? গ্রাম্য ছড়া'য় 'গুণবতী ভাই' আছে। লক্ষ্মী ছেলে বহুলপ্রচলিত, 'ছেলেটা বড় চঞ্চলা' বেশ বলা হয়। ইত্যাদির জন্য বাঙালিকে গালমন্দ করা বাতুলতা। লক্ষ্মী ছেলেকে নারায়ণ ছেলে করার চেয়ে 'লক্‌খি' ছেলে করা অনেক ভাল হবে।

এর বিপরীতে লক্ষণীয় যে, অনেক স্থানে মূলের আ-কার বাংলায় লুপ্ত হয়েছে [তাতে কি স্ত্রীং থেকে পুং হয়ে গেল?] — যেমন : চাকা থেকে চাক, পোকা থেকে পোক হয়; বন্যা>বান লজ্জা>লাজ সন্ধ্যা>সাঁঝ ননদ<ননন্দা ভাজ <ভ্রাতৃজায়া নবুন<নবহরণী হলুদ<হরিদ্রা হয়। কিছু ক্ষেত্রে মূলের অ-কারান্ত উচ্চারণ লুপ্ত হয়েছে— কার্য>কাজ (রশ্মি>)রশি>রাশ হট্ট>হাট হয়।

মার্কিনি বলতে আমরা মার্কিন লোক বুঝি। অর্থাৎ মার্কিনি বললে লোক কথাটা লাগাতে হয় না। মার্কিন বিশেষণ, মার্কিনি বিশেষ্য। সুতরাং মার্কিনি অসিদ্ধ এ কথাটা অসিদ্ধ। তাঁদের মত অনুসারে যদি ধরি যে 'মার্কিনি' ভুল, তাহলে মানতেই হবে যে 'ইংরেজি' ভুল, তাহলে ভাষাটিকে ইংরেজি বলা যাবে না, বলতে হবে ইংরেজ!

এবার আরও একটি ব্যাপার। ধরুন একটি লোক সঞ্চয়ী। এখানে সঞ্চয়ী তৎসম, শেষের ঈ-প্রত্যয়টি যথাযথভাবে দীর্ঘ-ঈ। কিন্তু 'সঞ্চয়ী হিসাব'-এর সঞ্চয়ী'র অন্ত্য ঈ-কার বাংলা-প্রত্যয়।

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, বার্ষিকী ইত্যাদি শব্দের শেষের ঈ-কার স্ত্রীংবাচক বলে বিবেচ্য বা নিন্দনীয় নয়।



www.pathagar.com

## -ভাষা-ভাষী?

আলোচ্য বইটিতে পাওয়া যাবে – ভাষা ব্যবহারকারী অর্থে ভাষীই যথেষ্ট, ভাষাভাষী প্রয়োগ নাকি বাহুল্য।[২৪] আসোলে ভাষাভাষীর প্রথম ভাষা অংশটি আসে এভাবে : 'বাংলা-ভাষা-ভাষী', 'একই-ভাষা-ভাষী', 'বহু-ভাষা-ভাষী', 'ভিন্ন-ভাষা-ভাষী'। এতে বাহুল্য নেই। এ প্রসঙ্গে আরও আলোচনা পরে আছে।*

## সমসাময়িক, ...

'সমসাময়িক, প্রশাসনিক' অশুদ্ধ ধরে যদি 'সামসময়িক, প্রাশাসনিক' লিখতে হয় তাহলে তো 'বাস্তুতন্ত্রিক প্রাত্নতত্ত্বিক সাহায়ক সাংগ্রহক' ইত্যাদিও লিখতে হবে। অথচ যথার্থ পণ্ডিত ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন :

> আর সমসাময়িক প্রভৃতি যে বিশেষ দুষ্ট তাহা মনে হয় না, কেননা সংস্কৃততেও গুরুলাঘব, পিতৃপৈতামহ প্রভৃতি শব্দ সুপ্রচলিত।... গুরুলাঘব না বলিয়া গৌরুলঘব বলিলে উহা অত্যন্ত উদ্বেজক হয়।... ফলকথা দুই চারি জন লেখক সংস্কৃতজ্ঞের পরামর্শ অনুসারে দুই চারিবার সামসময়িক প্রাত্নতত্ত্বিক প্রভৃতি লিখিলেও এই প্রয়োগগুলি বাঙ্গালা ভাষায় প্রকৃতিবিরুদ্ধ, এইগুলির কখন বহুল প্রচার হইবে বলিয়া মনে হয় না। *(শক, পৃ. ৩২)*

তিনি আরও লিখেছিলেন :

> [বয়োঽধিকের ও ন্যূনাধিকের ভাব অর্থে] সংস্কৃত ব্যাকরণের মতে অবশ্য বায়োঽধিক্য ন্যোনাধিক্য হওয়া উচিত, কিন্তু ঐ শব্দগুলি সংস্কৃতেই উৎকট বোধ হয়, বাংলায় ত কথাই নাই। এই কারণে ঐগুলি অচল।... ফলে সংক্ষিপ্তসার (১। ৩৭), সুপদ্ম (৫। ৪। ৭) প্রভৃতি ব্যাকরণে সূত্র করা হইয়াছে – গুরুলঘ্বাদেরুত্তরপদস্য অর্থাৎ ণ্ ইৎ তদ্ধিত প্রত্যয় পরে থাকিলে গুরুলঘু প্রভৃতি শব্দের পূর্ব্ব পদের আদিস্বরের বৃদ্ধি না হইয়া উত্তর পদের আদিস্বরের বৃদ্ধি হইবে। *(শক, পৃ. ১১২)*

এই সূত্র অনুসারে গুরুলাঘব ন্যূনাধিক্য উত্তমনৈষ্কিক সমসাময়িক মনশ্চাঞ্চল্য প্রশাসনিক অর্থনৈতিক অধার্মিক* রাজনৈতিক পিতৃদৈবত পিতৃপৈতামহ অগ্নিদৈবত সুপাঞ্চাল শিবভাগবত দ্বি/ত্রি-বার্ষিক চতুর্বার্ষিক পঞ্চবার্ষিক পূর্ববার্ষিক অশৌচ অকৌশল অযাথাতথ্য ইহলৌকিক ঊর্ধ্বমৌহূর্তিক ইত্যাদি শুদ্ধ হয়।

এমন শব্দও বেশ আছে যাতে উভয় পদের আদিস্বরে বৃদ্ধি হয় যেমন – পারলৌকিক দৌহার্দ্য সৌহার্দ্য দৌর্ভাগ্য আধিভৌতিক বৈশাদৃশ্য সৌসাদৃশ্য সার্বভৌম পৌরনাগর আকৌশল আশৌচ আযাথাতথ্য

---

* মণীন্দ্রকুমার ঘোষ লিখেছেন "বিদেশী ভাষাভাষী..."। এতে দোষ নেই। বরং 'বিদেশি ভাষী' অচল। 'হিন্দি' বলতে ভাষাই বোঝায়। তবু বলি 'হিন্দি ভাষা'। তাহলে 'হিন্দি-ভাষাভাষী' বললে দোষের কী। এতে গাত্রদাহটা একটা অকারণ বাতিকের ফল। প্রাচ্যভাষী ঠিক আর প্রাচ্যভাষাভাষী-তে দোষ? প্রাচ্য বললেই তো ভাষা বোঝায় না সুতরাং 'প্রাচ্যভাষাভাষী'ই বলা উচিত। 'বহুভাষী' বলতে যে ব্যক্তি বহু প্যাচাল পাড়ে, 'যে বেশি কথা বলে অর্থাৎ বাচাল', তাকেও বোঝাতে পারে। 'মিষ্টভাষী' বলতে কী বোঝায়? 'মিষ্ট' নামে তো কোনও 'ভাষা' পৃথিবীতে নেই। 'মিষ্টভাষী' বলতে 'যে মিষ্টি কথা বলে' তাকে বোঝায়। সুতরাং 'বহুভাষী' বলে বাচাল বোঝানো যেতে পারে বৈকি। কেউ গোস্বা-ভরে বলতে পারেন যে : না, বহুভাষী বলতে বাচাল বোঝানো হয়নি, বহুভাষাভাষী-ই বোঝাতে চাওয়া হয়েছে। বেশ, তাহলে ঐ বহুভাষাভাষী-ই লেখা উচিত ছিল।

* 'আধর্মিক' শব্দও অন্য অর্থে সংস্কৃতে আছে।



www.pathagar.com

কৌরুপাঞ্চাল ঐহলৌকিক সার্বলৌকিক চাতুর্বৈদ্য সৌখশায়নিক সাংগ্রাহক পারস্ত্রৈণেয় আধিদৈবিক আগ্নিমারুত দৈবদারব পাঞ্চভৌতিক ইত্যাদি। বাংলায় অবশ্য সাংগ্রাহক নয়, সংগ্রাহক চলছে এবং চলবে; যেমন সাহায়ক না হয়ে সহায়ক এবং দৌর্ভাগ্য না হয়ে দুর্ভাগ্য হবে।

সমসাময়িক প্রশাসনিক নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। এগুলি না চললে তো 'গণতান্ত্রিক'-এর বদলে গাণতন্ত্রিক, 'দ্বিপাক্ষিক'-এর বদলে 'দ্বৈপক্ষিক', 'উন্নাসিক'-এর বদলে 'ঔন্নসিক', 'মনস্তাত্ত্বিক'-এর স্থানে মানস্তত্ত্বিক, দুর্ভাগ্য-স্থানে দৌর্ভগ্য চালাতে হয়! এবং সৌভাগ্য-স্থানে সৌভগ্য, অগ্নিমান্দ্য/ক্ষুধামান্দ্য-স্থানে আগ্নিমন্দ্য/ক্ষৌধামন্দ্য, উদারনৈতিক-স্থানে ঔদারণীতিক চালাতে হয়! 'প্রশাসনিক'ও 'সমসাময়িক অর্থনৈতিক'-এর মতোই, কেউ যদি এখন প্রশাসনিক-এর স্থানে প্রাশাসনিক লেখেন তাহলে তা অশুদ্ধ বলে কেটে দিতেই হবে। সমসাময়িক-এর স্থানে সামসময়িক লিখলে তাঁর জন্যও একই ব্যবস্থা প্রযোজ্য, তাতে মনোমালিন্য [নাকি 'মানোমলিন্য'!!] ঘটলে আমরা দুঃখিত।

কোনও পদেই আদিস্বরে বৃদ্ধি নেই এমন-ও বিশেষণ শব্দ হতে পারে। যেমন হতে পারে 'অর্থনীতিক' (আর্থনীতিক নয়) 'ব্যক্তিক' 'নির্বস্ত্রক' 'দ্বিপরমাণুক' 'ইন্দ্রজালিক' 'অধিবিদ্যক' 'বয়োধিক্য' 'প্রতিনিধিক' (প্রাতিনিধিক নয়), 'রাষ্ট্রপতিক' ('রাষ্ট্রপতিশাসিত'র বদলে, presidential অর্থে)। তমুদ্দুনিক হতে পারবে, এর জন্য তামুদ্দুনিক দরকার নেই। যশোঽধিক্য, স্রোতোঽধিক্য, তপোঽধিক্য, ব্যঙ্গ্য, অধরোষ্ঠ্য, ওষ্ঠ্য ইত্যাদি সংস্কৃতেই সিদ্ধ। সংস্কৃতে আহিতুণ্ডিক এবং অহিতুণ্ডিক দুইই সিদ্ধ, বণিজ্য এবং বাণিজ্য দুইই সিদ্ধ, প্রৌষ্ঠপদা'র বিকল্প প্রোষ্ঠপদা-ও সিদ্ধ, ওষ্ঠ্য, পৃষ্ঠ্য সিদ্ধ। 'আনুভূমিক'-এর চেয়ে 'অনুভূমিক'ই অভিধানগুলিতে বেশি পাওয়া যায়। *অমরকোষ*-এ আছে দূত্য (দৌত্য অর্থে)। তাহলে 'প্রতিনিধিক অর্থনীতিক' ইত্যাদিতে দুশ্চিন্তার কী আছে?

পদাতি থেকে পাদাতিক হওয়ার কথা কিন্তু আমরা ব্যবহার করি পদাতিক। যাঁরা 'প্রাশাসনিক সামসময়িক' চান তাঁরা 'পাদাতিক' চান না কেন? দশমিক-এর বদলে 'দাশমিক', সহায়ক সংগ্রাহক -এর বদলে 'সাহায়ক সাংগ্রহক' চান না কেন? তাঁরা নিজেদেরকে সংস্কৃতজ্ঞ বলে জাহির করতে চান কিন্তু আসোলে তারা তা নন, এমনকি 'বাংলা-জ্ঞ'-ও নন। 'ব্যবসায়িক' 'ব্যবহারিক' চলছে চলবে, কিন্তু তাঁদের তো চাওয়ার কথা 'ব্যাবসায়িক' 'ব্যাবহারিক'![*] অথচ তাঁরা নিজেরা 'ব্যবহারিক' লিখেছেন (তাঁদের 'ভূমিকা'র শেষ অনুচ্ছেদে)।

এ ধরনের শব্দগুলির গঠন সম্পর্কে আলোচ্য পাঁচ-লেখকের বইটিতে যা-সব লেখা হয়েছে তা সত্যি বিস্ময়কর; প্রথমটায় লেখা হয়েছে – "'ক' বা 'ইক' [সংস্কৃত ব্যাকরণে ঠক্ ও ঠঞ্] যোগে বিশেষণ পদ গঠিত হলে সাধারণত প্রথম স্বরের গুণ বা বৃদ্ধি ঘটে।" এবং একটু পরে লেখা হয়েছে "ইক্ প্রত্যয়ান্ত শব্দে দ্বিতীয় স্বরের বৃদ্ধি হয় না, আদি স্বরের বৃদ্ধি হয়।"

এবং একটু পরে আবার "'ইক' প্রত্যয়ান্ত শব্দে দুটি পদের মিলন হলে কোন কোন ক্ষেত্রে উভয় পদেই স্বরবৃদ্ধি ঘটে।" অল্প ব্যবধানে এই তিনটি বাক্য লেখা হয়েছে কিন্তু রকম দেখে মনে হবে একটি হয়তো বাল্যকালে, আরেকটি হয়তো পঞ্চাশোর্ধ বয়সে এবং আরও একটি হয়তো আশি-উর্ধ্ব বয়সে লেখা।

তাঁদের প্রথম বাক্যটিতে "'ক' বা 'ইক'" আছে, "সাধারণত" আছে, "প্রথম স্বরের" আছে, "গুণ বা বৃদ্ধি" আছে। এবং এই নিয়মটি অনুসারে অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সমসাময়িক প্রভৃতি শব্দ নাকি অসিদ্ধ, এই কথার পর তাঁরা তাঁদের দ্বিতীয় কিস্তি অবমুক্ত

---

[*] ব্যবসায়িক ব্যবহারিক যেমন চলছে তেমনই চলবে, একে 'ব্যাবসায়িক, ব্যববহারিক' বানানো স্বাগতযোগ্য নয়।



www.pathagar.com

করলেন যাতে "'ক' বা 'ইক'"-এর বদলে হল "ইক্" [হসন্ত-চিহ্নটাও লক্ষণীয়], ঠক্ ও ঠঞ্ বাদ গেল, "সাধারণত" বাদ গেল, 'গুণ' বাদ গেল, এবং পরিষ্কার বলা হল – "দ্বিতীয় স্বরের বৃদ্ধি হয় না, আদি স্বরের বৃদ্ধি হয়।" অতঃপর যেন কয়েক যুগ পরে তাঁরা লিখলেন "'ইক' প্রত্যয়" [এবারে ক'য় হসন্ত-চিহ্নটা রইল না] এবং 'উভয় পদেই স্বরবৃদ্ধি'র কথাটা।

*সংসদ বাঙ্গালা অভিধান* -এর পরিশিষ্টে agricultural-এর পারিভাষিক শব্দ হিশাবে দেওয়া হয়েছে 'কৃষিক' শব্দটি। কেউ কি তাতে আপত্তি করে বলবেন 'কৃষিক' বাতিল করে চালাতে হবে 'কার্ষিক'? না, ভুল করলাম। বাহ্যিক যখন চলার নয়(!) তখন হয়তো 'কার্ষিক'ও বাতিল করে ফরমাশ করা হবে 'কার্ষ'! – আর্ষ পার্থ মার্গ কার্ত স্মার্ত স্মার্য কার্ষ্ণ শার্ঙ্গ [ঋষি পৃথা মৃগ কৃত্তি স্মৃতি কৃষ্ণ শৃঙ্গ থেকে] ইত্যাদির মতো। আর্য গার্হস্থ আর্ত হার্য হার্দ কার্শ্য ধার্য কার্য দার্ঢ্য ধার্তরাষ্ট্র বার্য ধার্ষ্ট্য বার্হস্পত্য কার্পণ্য পার্থক্য ভার্যা বার্ষ্ণেয় মার্জার ভার্গব আর্তব আর্জব মার্দব বার্ষভ পার্থিব বার্ধক্য(া) বার্ধুষিক মার্কণ্ডেয় [<মৃকণ্ড] মার্দঙ্গিক সার্থ (সৃ+ণিচ্+থ) কার্তিক (কার্ত্তিক) বার্তিক (বার্ত্তিক) বার্তা (বার্ত্তা) ইত্যাদির মতো। আমরা কিন্তু কার্ষ বা কার্ষিক চাই না, 'কৃষিক'ই চাই।

বিজ্ঞ পাঠক নিশ্চয়ই এতক্ষণে ধরতে পেরেছেন যে, প্রশাসনিক সমসাময়িক ইত্যাদির বিরুদ্ধে আপত্তির কোনও ভিত্তি নেই। তবু কাউকে আপত্তি তুলতে দেখলে প্রশ্ন করতে পারেন তাঁকে : 'চাকচিক্য' কিভাবে হল? – 'চকচক' থেকে যে 'চাকচক্য' হওয়ার কথা! সাকুল্যে চলছে ও চলবে, যদিও সকল থেকে সাকল্য হওয়ার কথা ছিল। অনেকটা যেমন anticipate শব্দটি : antecipate হলে যথার্থ হত কিন্তু anticipate চলছে, চলবে। উল্টাটাও আছে – ই-কারের লোপও আছে। ইন্দ্রিয় থেকে ঐন্দ্রিয়িক হওয়ার কথা, কিন্তু সংস্কৃত ভাষাতেই ঐন্দ্রিয়ক। আরও আছে। একৈকশঃ থেকে হওয়ার কথা ঐকৈকশ্য, কিন্তু হয়েছে একৈকশ্য; ঐকৈকশ্য উৎকট যেহেতু। য-ফলা'র লোপ আছে : পুষ্য থেকে পৌষ হয় (পৌষ্য না-হয়ে), তিষ্য থেকে তৈষ হয় (তৈষ্য না-হয়ে)। আছে আ- >অ-কার : উপায় থেকে হয় ঔপয়িক (ঔপায়িক না-হয়ে)। এত কিছুর পরে প্রশাসনিক-এর বিরুদ্ধে গজগজ করাটা ছেলেমানুষি হবে না কি? এমন ছেলেমানুষি যাঁরা করেন তাঁদের সংগতিবোধ না থাকা স্বাভাবিক, তাঁদের মধ্যে একজন লিখেছেন "বহিরাঙ্গিক"! বহিরঙ্গ থেকে 'বহিরাঙ্গিক' কিকরে হল সে প্রশ্ন তাঁকেই করতে হয়। আরও বিচার করুন : 'প্রাশাসনিক' জরুরি(!) হলে গণতান্ত্রিক-এর স্থানে 'গাণতন্ত্রিক' হতে হয় কিন্তু তাঁরাই গণতান্ত্রিক শুদ্ধ বলে দেখিয়েছেন *(পৃ. ৩৩)*। এবং তাহলে জনগণতান্ত্রিক নাকি জনগাণতন্ত্রিক? নাকি একেবারে জানগণতন্ত্রিক? রীতিমতো খটকা সওয়াল।

অবশেষে উল্লেখ করা যায় – প্রশ্ন যেখানে 'প্রথম পদের আদি স্বর' এবং 'দ্বিতীয় পদের আদি স্বর' [-এর বৃদ্ধি] নিয়ে, সেখানে তারা লিখেছেন 'প্রথম' বা 'আদি স্বর' এবং 'দ্বিতীয় স্বর'। এও এক মস্ত ভুল। এমন ভুলের জন্য একজন পরীক্ষার্থীর একেবারে ফেল-মারা'র কথা।

## মৌনতা

বাংলায় যা সুখ, সংস্কৃতে তা সৌখ্য; অর্থাৎ সংস্কৃতে সুখ বিশেষ্য নয়, সৌখ্য বিশেষ্য; আমরা সুখ চাইব, না সৌখ্য চাইব?

তাঁদের মতে মৌনতা অশুদ্ধ বলে নাকি বর্জনীয় *(পৃ. ৩৫)*। তাহলে তো সুখ বাদ দিতে হয়; আরও বাদ দিতে হয় 'আতিশয্য' এবং 'পারিপাট্য' কারণ অতিশয় মানেই 'আতিশয্য', পরিপাটি মানেই 'পারিপাট্য'[২৬] (সংস্কৃত মূল অনুসারে, যেমন মৌন মানেই 'মৌনতা')। এবং 'পরিপাটি'



www.pathagar.com

'অতিশয়' বিশেষণ নয়, বরং বিশেষ্য; সংস্কৃত অনুসারে বলতে/লিখতে হত এমন : *'ঘরটির পরিপাটি দেখে মুগ্ধ হলাম', 'সকল বিষয়ে অতিশয় তোমার এক বদভ্যাসে পরিণত হয়েছে', 'ভবনটির সৌন্দর্যাতিশয় দেখে তিনি বাক-রুদ্ধ হলেন।* "শ্রীহরির নির্ব্বন্ধাতিশয় সন্দর্শন করিয়া..." ...মহাভারত *(পৃ. ৫০০)*। সংস্কৃত অনুসারে অতিশয় বিশেষ্য, বিশেষণ হচ্ছে 'সাতিশয়' [স+অতিশয়, মানে 'অতিশয়-এর সহিত'], এবং নিরতিশয় ; পরিপাটি বিশেষ্য, তার অর্থ পারিপাট্যবিশিষ্ট; কিন্তু বাংলায় সাতিশয়/নিরতিশয় অর্থে অতিশয় এবং পারিপাট্য-বিশিষ্ট অর্থে পারিপাট্য ব্যবহৃত হয়, যেমন মৌন অর্থে মৌনতা। কিন্তু সুখ আতিশয্য পারিপাট্য সম্বন্ধে তাঁরা মৌন রইলেন, 'মৌনতা'র বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেন। সবটা জানলে হয়তো এমনটা করতেন না, অবশ্য জোর দিয়ে বলা যায় না। বাংলায় সুখ আতিশয্য পারিপাট্য চলবে, মৌনতাও চলবে। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আছে – "সুপ্তিমৌন গ্রাম-প্রান্তে..."।

অনেকে বলছেন 'অনিশ্চয়তা' চলবে না, 'নিশ্চয়তা' চলবে কি না তা অবশ্য বলছেন না; তবে 'মহাভারত'-এর বঙ্গানুবাদে আছে – "নিশ্চয় নাই"। কিন্তু সে যা-ই হোক, নিশ্চয়তা ও অনিশ্চয়তা দুইই চলবে। সংস্কৃতভাষার শুদ্ধ্যশুদ্ধি বিচার বাংলাভাষার উপর বেশি চাপাতে যাবেন যাঁরা তাঁদের অজ্ঞতা প্রকাশ পেয়ে যাওয়ার খুব জোরালো সম্ভাবনা থাকবে বলে আশঙ্কা করি।

## চলমান

আলোচ্য লেখকগণ বললেন 'চলমান' অশুদ্ধ, লিখতে হবে 'চলন্ত' *(পৃ. ৬৪)*। সে অনুযায়ী 'চলমান ইতিহাস' হবে 'চলন্ত ইতিহাস', 'চলমান ঘটনাবলী' হবে 'চলন্ত ঘটনাবলী'!

প্রথমত, 'চলমান' সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে 'অশুদ্ধ' হলেই যে বাংলায় চলতে পারবে না এমন নয়। দ্বিতীয়ত, সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুযায়ীই যে চলমান অশুদ্ধ নয় তা সত্যিকারের সংস্কৃতজ্ঞ মণীন্দ্রকুমার ঘোষ দেখিয়েছেন। *(বানিঅ, পৃ. ৫৪)*

পক্ষান্তরে 'ভ্রাম্যমাণ' সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুযায়ী সত্যিই অশুদ্ধ, বিশেষত ভ্রমণশীল অর্থে, [যাকে ভ্রমণ করানো হচ্ছে, এই অর্থ দাঁড়ানোর কথা, যদি ভ্রাম্যমাণ-কে শুদ্ধ ধরা হয়] অথচ বাংলাতে প্রচলিত, এবং তার বদলে অনায়াসে 'ভ্রমণশীল' শব্দটি দিয়ে চালানো যায়। কিন্তু তাঁরা ভ্রাম্যমাণ শুদ্ধ বলে দেখিয়েছেন *(পৃ. ৩৩)*।

## তৎকালীন সময়

তাঁদের কথা হচ্ছে – 'তৎকালীন সময়' ভুল *(পৃ. ৩৬)*। বাজে কথা। বরং তাঁরা যে লিখেছেন *"তৎকালীন অর্থ সেই সময়"*, সেটাই একদম ভুল। তৎকালীন অর্থ সেই কালের। সময় মানে সময়। কালীন ও সময় সমার্থক হতে পারে? না।* সেই কালের বলতে সেই period-এর, এবং তৎকালীন সময়ে মানে সেই period-এর সময়ে। ইংরেজিতে period of time লেখা হয়;

* 'মরা' অর্থ কি 'মৃত্যুবরণ'? না। 'মরা' অর্থ 'মৃত্যুবরণ করা'। 'স্বীকার' মানে কি 'মেনে নেওয়া'? না। 'স্বীকার করা' মানে হতে পারে 'মেনে নেওয়া'। 'বলি' মানে কি 'পশু বলি'? না। 'বলি' তো মানুষেরও হতে পারে– 'নরবলি' হতে পারে। অন্য অনেক-কিছু'র বলি হতে পারে। 'শাণ' মানে কি তীক্ষ ? না। প্রথমত, শুধু 'শাণ' নয়, 'শান'-ও শুদ্ধ বানান। দ্বিতীয়ত, 'শানিত' হচ্ছে বিশেষণ, 'শানিত' মানে 'তীক্ষ ' হতে পারে [ 'শান' মানে 'তীক্ষ' কখনও নয়]।



www.pathagar.com

বোঝা-ই যায় শুধু time লেখা যথেষ্ট নয়, সময়ের স্রোতের একটি দীর্ঘায়িত অংশকে সময়ের period বলে চিহ্নিত করতে হয়। বাংলাতে সেরূপ চিহ্নিত করতে 'সময়কাল' কথাটা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। 'কাল' এক্ষেত্রে period নির্দেশ করে।

## ছত্রছায়া

নিয়ম আছে যে সমাসের প্রথম- ও পর-পদ দুটি আলাদাভাবে বাংলা শব্দ হিশাবে প্রচলিত থাকলে তাদের সমাসের ক্ষেত্রে সংস্কৃত সন্ধি-সমাসের নিয়ম পালন দরকারি নয়। এ নিয়মকে বর্ধিত করে মনযোগ যশলাভ মুখছবি সদ্যজাত চক্ষুরোগ ছত্রছায়া ছন্দবদ্ধ তরুছায়া মনমুগ্ধকর ... শুদ্ধ বলে মেনে নেওয়ার সময় এসে গিয়েছে। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি ইতিপূর্ব থেকেই প্রচলিত। ছত্রছায়া-ও প্রচলিত। তাঁরা 'ছত্রছায়া'-কে অশুদ্ধ বললেন, তাহলে প্রশ্ন : তাঁরা জানেন কি না সম্পদশালী ব্যাকরণ অনুসারে ভুল, শুদ্ধ হবে সম্পচ্ছালী; সুস্থ সুস্থির পরিস্থিতি প্রতিস্থাপন সুষ্ঠু নয়, সুষ্ঠু হত সুষ্ঠ সুষ্ঠির পরিষ্ঠিতি প্রতিষ্ঠাপন। কিন্তু কোনও সুস্থ সুস্থির লোক কি সুস্থ সুস্থির পরিস্থিতি প্রতিস্থাপন বাংলা থেকে বাদ দিতে চাইবেন? হয়তো তা-ও চাইবেন, পরিস্থিতি এমন-ই করুণ।

সংস্কৃত নিয়ম মান্য করতে হলে অবস্থা বেগতিক হতে পারে। যদি সদ্যজাত না চলে, সদ্যোজাত লিখতে হয়, তাহলে 'সদ্যআগত, সদ্যঃসমাগত, সদ্যস্তীর্ণ, সদ্যশ্ছিন্ন, সদ্যশ্চিত লিখতে হবে। এতগুলি রকমফের এক সদ্য নিয়ে। সংস্কৃত সন্ধির আরও নমুনা : শোভনঃ+গন্ধ = শোভনোগন্ধ, নূতনঃ+ঘটঃ = নূতনোঘটঃ, নবঃ+ডমরু = নবোডমরু, মধুরঃ+ঝংকারঃ = মধুরোঝংকারঃ, বামঃ+হস্তঃ = বামোহস্তঃ, বধূঃ+এষা = বধূরেষা, উন্নতঃ+তরুঃ = উন্নতস্তরুঃ, মহান্+লাভ = মহাঁল্লাভ, সৃজন্+ঈশ্বর = সৃজন্নীশ্বর, ধাবন্+অশ্ব = ধাবন্নশ্ব, স্মরন্+উবাচ = স্মরন্নুবাচ, মহান্+শব্দ = মহাঞ্জব্দ, মহান্+সাধু = মহান্ৎসাধু।

ছত্রছায়া না চললে দেবদাস নাম চলবে কেন, সংস্কৃতে দিবোদাস শুদ্ধ, দেবদাস নয়। অগ্রসর চলবে কেন, সংস্কৃতে অগ্রেসর শুদ্ধ, অগ্রসর নয়। সংস্কৃতে এমন আরও নমুনা – অন্তেবাসী পঙ্কেরুহ স্তম্বেরম কর্ণেজপ। পক্ষান্তরে সংস্কৃতে 'খেচর'-এর বিকল্পে 'খচর' সিদ্ধ।

আরও লক্ষ্য করুন : মনস্থির করা মনস্থ করা চলছে। আবার মনান্তর ঘটছে, মনমোহিনী ও মনচোর -এর উৎপাতও ঘটছে। মনপবনের নাও -এর মনগড়া কাহিনী রচিত হচ্ছে। অনেকে বিমনা বা অন্যমনা হচ্ছে।* কিকরে? তাছাড়া, সংস্কৃতে 'সরজ' আছে [আবার সরসিজ-ও আছে] 'সরোজ'-স্থানে; অথচ বাংলার বুড়ো-আংলা পণ্ডিতরা কিন্তু বলতে ছাড়বেন না যে সরজ অশুদ্ধ।

সুতরাং মনযোগ মনকষ্ট -তে আপত্তি বা মনকষ্ট থাকা উচিত নয়। 'ছত্রছায়া'য় তো নয়ই। সদ্য-জাত সদ্য-ছিন্ন শির'ধার্য যশ'লাভ ইত্যাদিও চলা উচিত।

## পদক্ষেপ নেওয়া

ব্যবস্থাগ্রহণ করা অর্থে 'পদক্ষেপ নেওয়া' 'অশুদ্ধ' – বলা হয়েছে *(পৃ. ৩৬)*। তাহলে প্রশ্ন আসবে 'সুবর্ণ সুযোগ' শুদ্ধ কি না। 'পদক্ষেপ নেওয়া' না চললে 'সুবর্ণ সুযোগ' এবং এ ধরনের আরও অনেক কথাই চলবে না। ইংরেজিতে taking step বলতে বোঝায় ব্যবস্থা গ্রহণ। এই ইংরেজি থেকে বাংলায় 'পদক্ষেপ নেওয়া'। তেমনি golden opportunity থেকে সুবর্ণ সুযোগ। আলোচ্য

* অবশ্য মনীষা শব্দটি মন্ ধাতু হতে নিষ্পন্ন; মনীষা = মনঃ+ঈষা নয় বরং মন্+ঈষা।


www.pathagar.com

লেখকগণ বলতে পারতেন "'সুবর্ণ' মানে সোনা, সুতরাং সুবর্ণ সুযোগ শুদ্ধ নয়"। কিন্তু সে সব অগ্রহণযোগ্য হত।

'মাথাপিছু'র ব্যবহার এবং রাজা/রানি অর্থে the Crown কি ভুল হবে, যেহেতু মাথা মানে মানুষ নয় এবং crown মানে মুকুট? in the light of। এর বাংলায় বলা হয় : 'এ বক্তব্যের আলোকে'। এই প্রয়োগ কি ভুল, যেহেতু বক্তব্য ঘর আলোকিত করে না? income মানে কি ভিতরে-আসা? output মানে কি বাইরে-রাখা? 'উদ্‌গ্রীব হওয়া' মানে কি শুধু 'গলা উচু করা'?

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 'অরণ্যে রোদন' লিখেছিলেন, যা ইংরেজি থেকে অনুবাদের ফল। 'পরীক্ষা প্রার্থনীয়' হয়েছে trial solicited থেকে। মনে হয় আমরা বরং earmarking-এর বাংলা 'কর্ণচিহ্নিতকরণ' হয়তো করতে পারি। সরাসরি অনুবাদের মাধ্যমে সমৃদ্ধি লাভ সব ভাষার ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে।

## সক্ষম, সলজ্জিত

"হ্যাঁরে নীলাম্বরে, তুইও সক্ষম লিখ্‌লি? তবে যা, বাংলা ভাষায় সক্ষম চলে গেল।" ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, পাঠদান-কক্ষে ছাত্রের উদ্দেশে

উপরের আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল যে আমাদের আলোচ্য পাঁচজন লেখক দায়িত্বজ্ঞানহীন হয়ে বিভিন্ন শব্দকে 'অশুদ্ধ' কলামে ফেলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছেন। যেমন, 'সক্ষম' শব্দটিকেও ফেলা হয়েছে অশুদ্ধ তালিকায় *(পৃ. ৬৫)*। সংস্কৃত অনুসারে 'সক্ষম' শব্দটি অশুদ্ধ ঠিকই কিন্তু বাংলায় এখন আর আমরা এটাকে অশুদ্ধ বলতে পারি না। অভিধানেও এটি শুদ্ধ বাংলা শব্দ হিশাবেই গৃহীত।

সিঞ্চন* সৃজন* সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে অশুদ্ধ। আলোচ্য লেখকগণ 'সক্ষম'কে অশুদ্ধ বলে ঘোষণা করলেন। তা হলে তাঁদের মতে সিঞ্চন সৃজন শুদ্ধ নাকি অশুদ্ধ?

'সলজ্জিত'-কে তাঁরা অশুদ্ধ বলেছেন। সঠিক সকাতরে সশঙ্কিত সলজ্জিত প্রভৃতিও সংস্কৃত-ব্যাকরণসম্মত নয়, কিন্তু এগুলি বাংলায় শুদ্ধ বলেই ধরতে হবে এবং আদ্য স-কারকে 'অতিশয়' অর্থে বিবেচনা করতে হবে। পিতৃ-মাতৃহীন শব্দটির নিছক সংস্কৃত-ব্যাকরণগত অর্থ দাঁড়ায় : যিনি একাধারে পিতা ও মাতা তিনি যার নেই, অথবা, পিতার মাতা অর্থাৎ পিতামহী যার নেই। কিন্তু বাংলায় এসব অর্থ নিয়ে আমরা মাথাব্যথা করব না, বাংলায় অর্থ ধরতে হবে : যার পিতা ও মাতা নেই।

সকাতর সকৃতজ্ঞ সক্ষম সঠিক ... অপেক্ষাকৃত নতুন এবং 'সাদৃশ্যমূলক'ভাবে সৃষ্ট হলেও এখন ভাষায় গৃহীত অর্থাৎ শুদ্ধ শব্দ। এবং এগুলি প্রসঙ্গে ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখছেন :

> "সঠিক প্রভৃতি শব্দগুলির ভাষায় প্রয়োগ থাকায় এই নূতন শব্দগুলির একটু অর্থগত পার্থক্যের প্রয়োজন অনুভূত হইল। ফলে স-শব্দটির অর্থ দাঁড়াইল অতিশয় (স = intensive); সঠিক = খুব ঠিক। সকৃতজ্ঞ = নিরতিশয় কৃতজ্ঞ। সভীত সশঙ্কিত সচকিত সলজ্জিত প্রভৃতি স্থলেও এইরূপ বুঝিতে হইবে।"

---

* 'সিঞ্চন'-এর প্রবর্তন হয় সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা।

* 'সৃজন'-এর প্রবর্তন হয় অক্ষয়কুমার দত্ত কর্তৃক।



www.pathagar.com

"সংস্কৃত সতত্ত্বশব্দে আমরা স-শব্দের এই জাতীয় প্রয়োগ দেখিতে পাই। মহাভাষ্যে আছে – কিং পুনরত্রার্থ সতত্ত্বম্? দেবা জ্ঞাতুমর্হন্তি।' (৮/৩/৭২)

"বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে স-শব্দের এই জাতীয় প্রয়োগ প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়। দিব্যাবধানে 'সাধিক', মহাভারতে 'সাখিল', পঞ্চতন্ত্রে 'সাবহিত' প্রভৃতি পাওয়া যায়।

"গ্রীক ভাষাতেও এই 'স'র অনুরূপ 'অ' সমাসের অর্থের অতিশয় প্রকাশ করে (strengthen the force of compounds – Liddell and Scott)। যেমন atenes শব্দের অর্থ বিশেষরূপে (অ=স) বিস্তারিত (তন)।" *(শক, পৃ. ৮-৯)*

ঠিকই বলেছেন তিনি। সেজন্যই আমরা 'বিশেষ' থেকে 'সবিশেষ' শব্দ বানাই। স-যুক্ত ঐ শব্দগুলি অশুদ্ধ হলে তো বলতে হত 'প্রয়োজনীয়' শব্দটি অশুদ্ধ। প্রয়োজন-এর সাথে ঈয় যোগ কাতর-এর আগে স যোগ করার মতোই অসংস্কৃত – সংস্কৃতে 'প্রয়োজনীয়' শব্দের স্থান নেই। কিন্তু 'প্রয়োজনীয়' বাংলায় শুদ্ধ এবং প্রয়োজনীয়।

'নিরাশা' শব্দটিকে তাঁরা অশুদ্ধ বলেছেন। বাংলা শব্দ হিশাবে 'নিরাশা' গ্রহণযোগ্য। *সংসদ বাংলা অভিধান* -এ সেভাবে গৃহীত হয়েছে।

## বাংলা কি অশুদ্ধ ভাষা?

অথচ সংস্কৃতে অশুদ্ধ এমন অনেক শব্দকে তাঁরা কিন্তু শুদ্ধ জ্ঞান করেছেন।

তাঁরা 'শুদ্ধ' কলামে 'পার্বত্য' লিখেছেন। শব্দটি সংস্কৃত মতে ব্যাকরণদুষ্ট; ব্যাকরণ-শুদ্ধ শব্দ হচ্ছে পার্বত ও পর্বতীয়। একইভাবে সংস্কৃতে দাম্পত্য (কলহ) ভুল, শুদ্ধ হবে দাম্পত; কৌমার্য বার্ধক্য/বার্দ্ধক্য ভুল, শুদ্ধ হবে কৌমার বার্দ্ধক (যদিও সৌকুমার্য সংস্কৃত-মতে শুদ্ধ)। পক্ষান্তরে সংস্কৃতে সার্থক্য বার্ধির্য স্থাবির শুদ্ধ হলেও বাংলায় তার ব্যবহার নেই। ক্ষিতিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর *'শব্দ-কথা'য় (পৃ. ২৭-২৮)* এ কথা লিখেছেন। তিনি আরও জানান – ব্যাকরণ-শুদ্ধ হচ্ছে সগোষ্ঠীক সকন্য বাল্যসখ প্রিয়সখ কৃষ্ণসখ কিন্তু বাংলায় সগোষ্ঠী সকন্যা বাল্যসখা প্রিয়সখা কৃষ্ণসখা চলে। অতএব?

সন্দেহ হয় তাঁরা ভুলে গিয়েছেন কি না বলতে যে 'লাল কালি' অশুদ্ধ, শুদ্ধ হবে 'লাল লালি', 'সরিষার তৈল' অশুদ্ধ, শুদ্ধ হবে 'সরিষার সারিষ্য', (যেহেতু কালি এসেছে কালো থেকে, তৈল/তেল এসেছে 'তিল' থেকে [*ইংরেজি oil-ও একই রকম, তার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ জলপাই-এর তেল।] তেলের সংস্কৃত প্রতিশব্দ 'স্নেহ'।*); হয়তো তাঁরা এও বলতে ভুলে গিয়েছেন যে 'রেলের পাটি' অসিদ্ধ (যেহেতু রেল বলতে পাটি বোঝায়), 'মানুষেরা', 'লোকেরা' ভুল যেহেতু 'মানুষরা', 'লোকরা' বললেই চলে(!), conspiracy অর্থে ষড়যন্ত্র 'ভুল' যেহেতু ষড়যন্ত্র মানে দাঁড়ায় 'ছয়জনের যন্ত্র'।

বাংলায় বিপদ ও আপদ শব্দদুটির অর্থ যখন প্রায় এক তখন বিপত্তি ও আপত্তি শব্দদুটির অর্থ এত ভিন্ন কেন? আমরা যে অর্থে 'আপত্তি' শব্দটি ব্যবহার করি সে অর্থে শুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ হচ্ছে 'বিপ্রতিপত্তি'। বিচিত্র এক ভুল ধারণার বশে সেই অর্থে আপত্তি শব্দটি চালু হয়েছিল। *(শ ক, পৃ. ১৯)*। এখন তাহলে কী করা? আমাদের আলোচ্য লেখকগণ কি এখন বলবেন আপত্তি শব্দটির অমন ব্যবহার অসিদ্ধ?

সংস্কৃতে আছে পর্যাটক। আমরা ব্যবহার করি পর্যটক। সংস্কৃত-মতে দুষ্পাচ্য অশুদ্ধ, শুদ্ধ হবে দুষ্পচ; জীবহত্যা ভ্রূণহত্যা শুদ্ধ, কিন্তু হত্যাকারী হত্যাকাণ্ড এবং আলাদা হত্যা শব্দ শুদ্ধ



www.pathagar.com

নয়; 'স্কুল বন্ধ হওয়া' ভুল, শুদ্ধ হবে 'স্কুল বন্ধ হওয়া'; 'বিদায় হওয়া' 'উন্মাদ হওয়া' অশুদ্ধ; সিঞ্চন, সিঞ্চিত, সৃজন অশুদ্ধ [শুদ্ধ হবে সেচন, সিক্ত (ণিজন্ত হলে সেচিত) সর্জন], আবার বিসর্জন শুদ্ধ হলেও বিসর্জিত অশুদ্ধ [শুদ্ধ হবে বিসৃষ্ট (ণিজন্ত হলে বিসর্জিত)]; পথশ্রম, পথরোধ পথপ্রদর্শক অশুদ্ধ, শুদ্ধ হবে পথিশ্রম পথিরোধ ইত্যাদি; উভচর অশুদ্ধ, শুদ্ধ হবে উভয়চর। চক্ষু 'মুদ্রিত' করার বদলে [বাংলায়] 'মুদিত' করা চলে, 'তীর্থ দর্শন করা'র বদলে 'তীর্থ করা' চলে। কিন্তু 'অশুদ্ধ'গুলি-ই বাংলায় চলবে, বাংলার পক্ষে শুদ্ধ হবে।

শব্দের ব্যুৎপত্তি অনুসন্ধান করার সংগত লক্ষ্য এই কথা বলা নয় যে শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বা বানান শুদ্ধ এবং বর্তমানে প্রচলিত অর্থ বা বানান অশুদ্ধ। শব্দের ইতিহাস অনুসন্ধানের সংগত লক্ষ্য এই কথা বলা নয় যে ইতিহাস অনুসারে শব্দের এই অর্থ এই বানান শুদ্ধ এবং বর্তমানে প্রচলিত অর্থ ও বানান অশুদ্ধ। কিন্তু বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে দেখা যায় কম বিদ্যার এবং তদপেক্ষা কম বুদ্ধির ব্যক্তিগণ অনুচিত কাজটি করেন বাহাদুরি ফলাতে, 'নতুন কিছু করো'র ঝোঁকে, 'অতুল কীর্তি' রাখার* জন্য, অতীতের মনীষীদের উপর টেক্কা মারার জন্য, সংস্কৃতের পণ্ডিত না হয়েও তাই সাজার জন্য।

বাংলায় তত্ত্ব শব্দের একটি মানে কুটুম-বাড়িতে পাঠানো মিষ্টান্ন হতে পারে। সন্দেশ-এর ব্যাপারও তেমন, তবে সন্দেশ এক বিশেষ প্রকারের মিষ্টান্নের নাম হয়ে পড়ে, তার মূল অর্থ একেবারেই চালু থাকে না। সমারোহ মানে বাংলায় যা, সংস্কৃতে তা নয়। বাংলায় মর্মর অর্থ মার্বেল পাথর, ব্যঙ্গ মানে ঠাট্টা, রাষ্ট্র মানে জানাজানি, সংবাদ হচ্ছে খবর, প্রজাপতি পতঙ্গ বিশেষ, আক্ষেপ মানে বিলাপ, প্রশস্ত মানে চওড়া; কিন্তু সংস্কৃতে এমন নয়। প্রশস্তি শব্দটি বিবেচনা করুন। সংস্কৃতে novel-এর প্রতিশব্দ কথা/আখ্যায়িকা হতে পারে, কিন্তু বাংলায় হয়েছে উপন্যাস; কথা মানে হয়েছে : শব্দ, talk ... এবং *অমরকোষ*-এ আছে – বাক্যের উপক্রমের নাম উপন্যাস। বাংলায় কল্য দ্বারা আগামী বা বিগত দিন বোঝানো হয় কিন্তু সংস্কৃতে তার মানে প্রত্যূষ; পরশ্ব (>পরশু) অর্থ সংস্কৃতে 'বিগত দিনের পূর্বদিন' নয় [শুধু 'আগামী দিনের পরের দিন'], বাংলায় 'গত পরশু' চলে। বাংলায় 'সেনানী' মানে 'সৈনিক' বা 'সৈন্য' কিন্তু সংস্কৃতে সেনানায়ক। বাংলায় সেনা মানেও সৈন্য/সৈনিক, সংস্কৃতে তা নয়। সংস্কৃতে বাধিত মানে obliged/indebted ... নয়, মন্বন্তর মানে দুর্ভিক্ষ নয়। স্বপ্ন বাংলায় dream অর্থে, একমাত্র dream অর্থে চলে। কিন্তু সংস্কৃত স্বপ্ন'র একমাত্র অর্থ sleep...। বাংলায় পতঙ্গ মানে পাখা-অ'লা পোকা, সংস্কৃতে পাখি। বাংলায় বিমান-এর একটি মানে দাঁড়িয়েছে 'আকাশ', 'বিষয়' শব্দ দ্বারা জমিদারি বোঝানো হয়েছে, কিন্তু সংস্কৃতে উক্ত শব্দের উক্তরূপ অর্থ নেই। সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে স্বতঃপ্রকাশ বলতে যা বোঝায় তা বোঝাতে আমরা বাংলায় লিখব স্বতঃপ্রকাশিত। বাংলায় অপ্রতুল বিশেষণ, তার থেকে বিশেষ্য অপ্রতুলতা। 'বাড়ি' এসেছে সংস্কৃত বাটী থেকে। বাংলায়ও বাড়ি অর্থে বাটী ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সংস্কৃতে বাটী অর্থ বাড়ি নয়, উদ্যান। সংস্কৃতে গহন অর্থ অরণ্য, বৃহদ্গহন = বৃহৎ অরণ্য; কিন্তু বাংলায় 'গহন অরণ্য' বলতে গভীর বা বৃহৎ অরণ্য বোঝায়। বাংলায় সাহসিক মানে সাহসমূলক, সংস্কৃতে সহসা(= হঠাৎ)-এর ভাব অর্থে সাহসিক। সংস্কৃতে 'হঠাৎ' অর্থ বাংলা যা, তার থেকে আলাদা।

---

* 'চণ্ডীদাসের খুড়ো' যেমন করেছিল; সুকুমার রায়-এর একটি কবিতার শেষ লাইন – "অতুল কীর্তি রাখল ভবে চণ্ডীদাসের খুড়ো।"



www.pathagar.com

সংস্কৃতে 'ঘুষ্'-ধাতু থেকে 'ঘুষিত' এবং 'ঘুষ্ট' হয়, সে অর্থে আমরা বাংলায় ব্যবহার করি 'ঘোষিত'; আমরা যাকে 'উচ্চারিত' বলি সংস্কৃতে তা 'উচ্চরিত'; 'ফল্' ধাতু থেকে 'প্রফুল্ত' হয়, তার স্থলে বাংলায় চলে প্রফুল্ল। ক'জন বিশ্বাস করবেন জানি না কিন্তু যতদূর দৃষ্ট হয় সংস্কৃতে লগ্ন (< লস্জ্+ত) অর্থ লজ্জিত ['লজ্জিত'-ও আছে; লজ্জা+ইত = লজ্জিত]। বাংলায় চর্ব্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয় কথাটা চালু আছে, কিন্তু সংস্কৃতে কি 'লেহ্য' আছে? হয়তো নেই, আছে লীঢ় (< লিহ্+ত)। 'পেয়' আছে কিনা তা-ও অনুসন্ধান-সাপেক্ষ। সংস্কৃতে 'সহ্য'-ও দুষ্প্রাপ্য, তৎস্থানে আছে 'সোঢ়' [< সহ্+ত]।

সংস্কৃতে পূর্ণঃ+চন্দ্র = পূর্ণশ্চন্দ্র [বাংলায় 'পূর্ণচন্দ্র'], নবঃ+ডমরু = নবোডমরু [বাংলায় নবডমরু], নবঃ+অঙ্কুর = নবোঽঙ্কুর [সে-অনুযায়ী নবোদূর্বাদল, কিন্তু বাংলায় নবদূর্বাদল কেউ অশুদ্ধ বলে না], বামঃ+হস্ত = বামোহস্ত [বাংলায় বামহস্ত দক্ষিণহস্ত চলে]। একইভাবে কৃতোলোভ দৃঢ়োবদ্ধ কৃতোযত্ন; বাংলায় কিন্তু দৃঢ়বদ্ধ কৃতঋণ চলতে দেখা যায়। কৃতকর্মা-ও।

বাংলায় রক্ষিতা অর্থ কী তা সবাই জানেন ধরে নিচ্ছি। সংস্কৃতে 'রক্ষিতা' মানে হচ্ছে রক্ষাকারী/রক্ষাকর্তা (পুং)। দীক্ষিতা দীপিতা এবং সেবিতা, এ-শব্দ-তিনটি-ও এমন – অর্থ দীক্ষাদানকারী দীপ্তকারী এবং সেবক যথাক্রমে। আমরা বলি 'রক্তরঞ্জিত'। কিন্তু সংস্কৃতে 'রক্ত' (< রঞ্জ+ত) অর্থ রঞ্জিত; সংস্কৃতে রঞ্জিত অর্থে 'রঞ্জিত' এবং রক্ত অর্থে 'রক্ত' আছে কি না তা অনুসন্ধেয়। রক্ত অর্থে সংস্কৃতে 'শোণিত' আছে, রুধির আছে... এটুকু নিশ্চিত। 'চ্যুত' শব্দের স্থানে সংস্কৃতে 'চ্যুতিত'। -চ্যুত [যেমন – কক্ষচ্যুত শ্রেণীচ্যুত] কোন হিশাবে লিখি ও বলি তা কেউ পারলে যেন আমাকে জানান। আমার আরও মনে হয় চূর্ণ অর্থে সংস্কৃতে 'চূর্ণ' হতে পারে না, 'চূর্ণিত' হতে পারে।

thief অর্থে বাংলায় চোর; সংস্কৃতে কিন্তু চৌর। আমরা যাকে বলি সুখ, সংস্কৃতে তা সৌখ্য। সৌভাগ্য, এবং – দুর্ভাগ্য; ভেবে দেখুন ব্যাপারটা। সংস্কৃতে দৌর্ভাগ্য-ই আছে।

সহায়ক। কিন্তু সহায় থেকে সংস্কৃতে সাহায়ক। দশমিক। সংস্কৃতে কি দাশমিক হওয়ার কথা নয়? ঔপন্যাসিক, কিন্তু উন্নাসিক, – খটকা ঠেকছে তো? উন্নস থেকে 'ঔন্নসিক'ই হওয়ার কথা। কিন্তু বাংলায় উন্নাসিক। আমরা যাকে মহাপ্রাজ্ঞ বলব, সংস্কৃতে তা মহাপ্রজ্ঞ। আমরা বলব চতুষ্পদ, সংস্কৃতে কিন্তু চতুষ্পাৎ। সংস্কৃতের 'একোন' আমাদের একুনে, তার সাকল্য আমাদের সাকুল্যে।

তাঁরা 'বাহ্যিক' এবং 'আহরিত'-কে অশুদ্ধ বলেছেন। কিন্তু 'দিবা নিশি ঈর্ষা সতীর্থ বিশ্বস্ত আশ্বস্ত মানসিক শারীরিক আন্তরিক পৈশাচিক গ্রন্থিত বরিত পাশবিক বিতরিত আহরিত নিমজ্জিত ব্যবসায়িক ব্যবহারিক' ইত্যাদি অনেক শব্দই তো সংস্কৃত মতে অশুদ্ধ; [উল্লিখিত শব্দগুলির শুদ্ধরূপ (সংস্কৃতে) হত–'দিবস নিশা ঈর্ষ্যা সতীর্থ্য বিশ্বসিত আশ্বসিত* মানস শারীর আন্তর পৈশাচ* গ্রথিত বৃত পাশব বিতীর্ণ আহৃত নিমগ্ন ব্যাবসায়িক ব্যাবহারিক'। *'দিবস' অর্থে 'দিবা' এবং 'রাত' অর্থে 'নিশি' ভুল সংস্কৃতের হিশাবে। সংস্কৃতে দিবা অর্থ দিবসে, নিশি অর্থ নিশাতে। ইরস্যা থেকে ঈর্ষ্যা – ইরস্যা'য় ], তাই ইর্ষ্যা'য় ]।*] বরং তাঁরা 'শুদ্ধ' কলামে

---

* মুষ্ ধাতু থেকে মুষিত হয়, তবে রুষ্ ধাতু থেকে রুষ্ট রুষিত দুই সিদ্ধ। তেমনি পুষ্ট পুষিত, ক্লিষ্ট ক্লিশিত, পূর্ণ পূরিত, ছন্ন ছাদিত, বিদ্ধ বেধিত, ভিন্ন ভেদিত সন্তপ্ত সন্তাপিত, ছিন্ন ছিত, অন্বিষ্ট অন্বেষিত, অবমত অবমানিত, গুপ্ত গোপিত, বুদ্ধ বুধিত, দান্ত দমিত, শান্ত শমিত প্রভৃতি জোড়-এর উভয় শব্দ সিদ্ধ।

* সংস্কৃতে অবশ্য নৈশ/নৈশিক প্রাদোষ/প্রাদোষিক শুদ্ধ।



www.pathagar.com

'শারীরিক' 'বিশ্বস্ত' 'আশ্বস্ত' লিখেছেন, তাঁদের 'ভূমিকা'র শেষ অনুচ্ছেদে 'ব্যবহারিক' ব্যবহার করেছেন; এধরনের অন্য শব্দগুলি সম্বন্ধেও কিছুই বলেননি তাঁরা।

আমরা মনে করি আশা করি এবং চাই বাহ্যিক আহরিত চলবে; তার পরে যে শব্দগুলি উল্লেখ করা হল সেসব চলবে, নিমজ্জিত [সংস্কৃত অনুসারে নিমগ্ন] শায়িত [শয়িত-স্থানে] আবরিত বিকীরিত হওয়া চলবে; মৌলিক লৈখিক সাহিত্যিক সাংবাদিক প্রাবন্ধিক আসুরিক দানবিক রাজসিক তামসিক সাম্রাজ্যিক আবশ্যিক প্রভৃতি যা বাংলায় তৈরি হয়েছে সে সব চলবে; কায়িক, যা পাণিনি'র মতে সিদ্ধ নয় অথবা কষ্টসিদ্ধ, সেটিও চলবে। দেখা যায় কেউ কেউ লিখছেন আর্থ [আর্থিক-স্থানে], আভ্যন্তর [অভ্যন্তরীণ-স্থানে] – অতিশুদ্ধতার বাতিক, যার দ্বারা বাহাদুর হওয়ার চেষ্টা। অথচ তাঁরাই দেখা যায় বাহ্যিক লিখে বুঝিয়ে দেন যে তাঁরা অজ্ঞ, যেমন একদিকে হীনমন্য [হীনম্মন্য-স্থানে] লিখে আবার অন্যদিকে চ্ছদ [ছদ-স্থানে] লিখে, একদিকে আত্মম্ভরী পূর্বসূরী [আত্মম্ভরি পূর্বসূরি -স্থানে] লিখে আবার অন্যদিকে গোষ্ঠি [গোষ্ঠী-স্থানে] লিখে অজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

আরও শত সহস্র শব্দ বাংলায় চালু আছে যা সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুযায়ী দোষযুক্ত। তা-সব বাদ দিতে হবে কি? বাংলাকে ওনারা দেউলিয়া করতে চান? সব ভাষাতে ব্যাকরণ ও ব্যুৎপত্তি সম্পর্কিত ভুল ধারণা থেকে বা ইচ্ছাকৃত লঙ্ঘন দ্বারা মানুষ নতুন শব্দ এবং শব্দের নতুন বানান ও অর্থ সৃষ্টি করে। খোদ সংস্কৃত-ও ব্যতিক্রম নয়। যেমন 'বিধবা'কে না-বোধক মনে করে তৈরি করা হয় 'সধবা'* এবং 'ধব' অর্থ স্বামী মনে করে 'মাধব'-এর 'মা' অর্থ 'লক্ষ্মী' এবং মহাদেব অর্থে 'উমাধব' বানানো হয়, 'অসুর'-কে না-বোধক মনে করে বানানো হয় 'সুর' (দেবতা অর্থে)। মানুষ অর্থে 'নৃ' শব্দ [গ্রীক-ভাষায় aner, আবেস্তায় 'নেরে'] থেকে ভ্রান্তির কারণে 'নর' শব্দটি আসে [আবেস্তা'য়-ও একইভাবে নর শব্দ সৃষ্ট], মহাদেবের 'ত্র্যম্বক' [= তিন অম্বা যাঁর] এবং 'ত্রিলোচন' নাম থেকে মানুষের ধারণা হয় 'অম্বক' মানে 'লোচন বা চক্ষু' (যা ভ্রান্তিমূলক)। *(শক)*। সেসব শব্দ বাদ দিতে হবে? সংস্কৃতে আছে 'নিন্দক' 'হিংসক' 'কর্ষক'। নিন্দুক হিংসুক কৃষক কি অশুদ্ধ বলে বর্জন করতে হবে? তাহলে অবশিষ্ট থাকবে কী? কী অর্থ দাঁড়াবে? অর্থ দাঁড়াবে যে বাংলাভাষাটাই অশুদ্ধ ভাষা! সংস্কৃত অর্থাৎ তৎসম শব্দের বিপরীতে সকল তদ্ভব শব্দই তো 'অশুদ্ধ'(!), অর্ধতৎসম শব্দ 'বিকৃত'!

সংস্কৃতে 'বিমর্ষ' অর্থ 'অসন্তোষ বা অসহিষ্ণুতা'। বাংলায় 'বিমর্ষ' অর্থ কি তাই? সংস্কৃতে 'সন্তর্পণ' অর্থ সম্যকরূপে তৃপ্তিদান। আর বাংলায়? আমরা সন্তর্পণে এগোই যাতে পা না হশ্‌কায়, যাতে শব্দ না হয়, ইত্যাদি। সংস্কৃতে 'রাগ' মানে কখনও ক্রোধ নয়, বাংলায় অর্থ প্রধানত 'ক্রোধ'। আমরা বলি 'স্তোক'-বাক্য। সংস্কৃতে 'স্তোক' অর্থ হচ্ছে 'অল্প'।[৪৫] 'প্রয়োজনীয়' শব্দটি সংস্কৃতে নেই!- *(শক, পৃ. ২৫)*। আগে উল্লিখিত কারণে দিবাকর সুষ্ঠু নয়।* অনেকে চোখ কপালে তুলবেন যদি বলা হয় দুঃখ শব্দটিই সুষ্ঠু নয়, নিয়ম অনুসারে দুঃ এবং খ মিলে দুষ্‌খ হওয়ার কথা ছিল।

---

* আসলে বিয়োগার্থক বিদ্ ধাতু থেকে বিধু (চাঁদ), বিধুর, বিধবা; ইংরেজি divide-এর মূল অংশ, লাটিন viduus এবং vidua এবং গ্রীক eithos/itheos (মূলত withewos) তৎসম্পর্কিত। দম্পতী শব্দটি দ্বিবচন, তার আসল অর্থ গৃহের দু'জন প্রভু; দম্ অর্থ গৃহ, লাটিন domus-এ এবং ইংরেজি domestic-এ পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু মানুষ দম্পতী'র দম্ অর্থ জায়া বানিয়ে ফেলল।

* নিশিকান্ত কিন্তু সুষ্ঠু; নিশা-তে যে/যিনি কান্ত, সে/তিনি নিশিকান্ত।



www.pathagar.com

তাহলে দেখা যাচ্ছে এসব শব্দ বাংলায় 'ভুল'(!) অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। সংস্কৃত'র সাথে তুলনায় তদ্ভব/অর্ধতৎসম শব্দ 'ভুল/বিকৃত'(!), আবার তৎসম শব্দ 'ভুল' অর্থে (!) বাংলায় ব্যবহৃত হয়, এমন যখন অবস্থা তখন করণীয় কী?

সেটি হচ্ছে : সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুযায়ী অশুদ্ধ হলেও বাংলায় শুদ্ধ বলে গ্রহণ করা যাবে। ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় *শব্দ-কথা প্রথম আশ্বাস* -এ লিখছেন :

"পুরাণাদি হইতে বাঙ্গালায় বেত্তা শব্দ চলিয়া গিয়াছে সুতরাং বাঙ্গালার পক্ষে উহাই শুদ্ধ। বাঙ্গালায় বেদিতা যেন কিম্ভুতকিমাকার শব্দ।" *(পৃ. ৪৫)*

কালিদাস কুমারসম্ভবে লিখেছিলেন, *"বেদ্যশ্চ বেদিতা চাসি"*। আমাদের আলোচ্য লেখকগণের বলার কথা ছিল বেদিতা শুদ্ধ, বেত্তা ভুল--অর্থাৎ শাস্ত্রবেত্তা বলা ভুল, এবং তার বিপরীতে বলা যেত যে বেত্তা বাংলাতে শুদ্ধ বলেই মানতে হবে। কিন্তু তাঁরা এ ব্যাপারে আলোকপাত বা ছায়াপাত কিছুই করেননি।

এতক্ষণের আলোচনায় এও নিশ্চয়ই বেরিয়ে আসে যে সংস্কৃত ভাষা দুধে ধোওয়া তুলসী পাতা নয়। সংস্কৃত অনেক শব্দই বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন অর্থ ধারণ করেছে, অর্থ এমনকি উল্টে গিয়েছে, ব্যুৎপত্তিগত অর্থকে চাপা দিয়ে বিচিত্র সব নতুন অর্থ দেখা দিয়েছে। তাছাড়া, সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মাবলীতে অসংগতি থেকেছে, নিয়মের ব্যতিক্রম গৃহীত হয়েছে, অসংস্কৃত শব্দ সংস্কৃতে গৃহীত হয়েছে, অসংস্কৃতভাষীরা সংস্কৃতকে প্রভাবিত করেছে।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী *শব্দ প্রসঙ্গ* প্রবন্ধে দেখিয়েছেন অসংখ্য সংস্কৃত শব্দ বেনামিতে চলে আসছে, যারা তাদের ধাতু, রূপ ও অর্থ পর্যন্ত বহুকাল আগেই হারিয়ে বসে আছে! পাণিনি-ও তাদের ছদ্মবেশ ধরতে না পেরে ব্যাকরণে গোঁজামিল দিয়ে গিয়েছেন।

## তাঁরা যা সংগতভাবে বলতে পারতেন

## নিরলস নিরুৎসুক ইত্যাদি

তাঁরা সংগতভাবে বলতে পারতেন যে 'নিরলস নিরুৎসুক নিরাসক্ত নিরবচ্ছিন্ন' না লিখে 'অনলস অনুৎসুক অনাসক্ত অনবচ্ছিন্ন' লেখা ভাল, কারণ 'নিরলস নিরুৎসুক নিরাসক্ত নিরবচ্ছিন্ন' সংস্কৃতমতে সত্যি-ই ত্রুটিপূর্ণ; অথচ এগুলি সম্বন্ধে তাঁরা কিছু বলেননি, হয়তো জানেন না বলে।

## সার্থ/সার্থক, নিরর্থক/অনর্থক

তাঁরা এটাও বলতে পারতেন সংগতভাবে যে 'নিরর্থক' না লিখে 'অনর্থক' (বা 'নিরর্থ') লেখা উচিত। ['অনর্থ' আলাদা একটি শব্দ, সেটা এখানে আলোচ্য নয়।] তবে তাঁরা সার্থক না লিখে সার্থ লিখতে বললে সেটা মানা যেত না। এমনটি নাকি আজকাল অনেকে বলতে শুরু করেছেন, যা কিনা অনর্থক 'পাণ্ডিত্য' ছাড়া আর বেশি কিছু নয়। 'সার্থ' মানে 'অর্থসহ', এবং 'সার্থক' মানে 'যার অর্থ আছে' অর্থাৎ যা/যে 'সার্থ'। সুতরাং 'সার্থক' বাদ দিয়ে 'সার্থ' লিখতে (এবং 'ইচ্ছুক' না লিখে 'ইচ্ছু' লিখতে) আমরা যেন ইচ্ছুক না হই।

## প্রবহমান

তাঁরা বাংলায় প্রচলিত অনেক শব্দকে ঢালাওভাবে অশুদ্ধ অভিহিত করে বাতিলযোগ্য বলে দেখালেন। অথচ তাঁরা নিজেরা 'প্রবহমান' শব্দটি ব্যবহার করলেন যা সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুযায়ী



www.pathagar.com

শুদ্ধ নয় [শুদ্ধ হচ্ছে 'বহমান' (এবং 'প্রবহৎ'), বাংলা 'বহতা']। কোন যুক্তিতে তাঁরা 'প্রবহমান' গ্রহণযোগ্য মনে করেছেন? 'প্রবহমান'/'পরিবহন'কে শুদ্ধ তৎসম শব্দ জ্ঞান করলে ন-টি মূর্ধন্য-ণ হওয়া উচিত হয় (প্রবহমাণ এবং পরিবহণ হয়, ণ-ত্ব-বিধান অনুসারে), কিন্তু তাঁরা মূর্ধন্য-ণ ব্যবহার করেননি। তাঁরা ডবল-ভুল করেছেন। অবশ্য 'পরি' অংশটি fairy অর্থে হলে দন্ত্য-ন চলবে। পক্ষান্তরে, রূপবান্ মানে 'যার রূপ আছে' কিন্তু রূপবাণ মানে 'যে রূপ তীর (arrow) -এর মতো', এমন হতে পারবে।

## নিঃসন্দেহে, নিঃসংকোচে

'নিঃসন্দেহ' মানে যার সন্দেহ নেই, কিন্তু ব্যবহার করা হয় 'যাতে সন্দেহ নেই' অর্থেও। যেমন বলা হয় – 'এটা নিঃসন্দেহে সত্য'।

ঈপ্সিত অর্থ হচ্ছে 'অসন্দেহে' (/সন্দেহাতীতভাবে/সন্দেহহীনভাবে), সুতরাং তাই ব্যবহার করা উচিত – বলা উচিত, "এটা অসন্দেহে (বা সন্দেহাতীতভাবে বা সন্দেহহীনভাবে) সত্য।"

আরেকটি সম্ভাবনা : 'নিসন্দেহে সত্য' লেখা। এখানে 'নি'র পরে বিসর্গ নেই। 'নি' এখানে বাংলা উপসর্গ। এখানে বাংলা 'নি'র ফল সংস্কৃত 'নিঃ'র যে ফল তার থেকে আলাদা বলে ধরা যাবে। 'নিসন্দেহে' অর্থ 'অসন্দেহে'।

একইভাবে অসংকোচে/নিসংকোচে।

## অসহায়

অপরদিকে 'আমি অসহায়' অর্থ দাঁড়ায় 'আমি সহায় নই', কিন্তু ব্যবহার করা হয় 'আমি সহায়হীন' অর্থে। 'আমি নিঃসহায়' লিখলে ঠিক অর্থ পাওয়া যাবে। তাই বলে আমি দাবি করি না যে সাধারণ মানুষ কথোপকথনে নিঃসহায়, সহায়হীন ইত্যাদি বলুক। বরং নিসহায় বলা হোক – নিঃ-এর বদলে 'নি'। নিসহায় কথোপকথনের জন্য বেশি উপযোগী হবে। আর লেখার জন্যও বিন্দুমাত্র অনুপযোগী হবে না।

## আপত্তিকর

আমরা বলি 'আপত্তিকর বক্তব্য'। এখানে আপত্তিকর-এর প্রয়োগ যথাযথ মনে হয় না। তাঁরা তো আপত্তিকর-এর প্রয়োগের ব্যাপারে কোনও আপত্তি তুললেন না! যথাযথ প্রয়োগ হতে পারে এমন : আপত্তিযোগ্য বক্তব্য।

## নির্দলীয়

নির্দলীয় না লিখে নির্দল লিখলে হয়। আসোলে তাঁদের হিশাব অনুযায়ী 'নির্দল শুদ্ধ, নির্দলীয় ভুল কিন্তু প্রচলিত' হওয়ার কথা। বইটিতে তা বলা তো হল-ই না, বরং তাঁরাই লিখেছেন 'নির্দলীয়' *(পৃ. ৮৩)*। কারণটা জিজ্ঞাস্য।

অবশ্য এসব আলোচনার মানে এই নয় যে আমি 'অসহায়' 'প্রবহমাণ' 'পরিবহণ' 'আপত্তিকর' 'নির্দলীয়' প্রভৃতি'র বাতিলের প্রস্তাব দিচ্ছি।



www.pathagar.com

## খাঁটি গরুর দুধ

আশ্চর্য, তাঁরা বলতে চান – *'খাঁটি গরুর দুধ'* অশুদ্ধ (কারণ এর নাকি কোনও মানে হয় না), হওয়া উচিত নাকি *'গরুর খাঁটি দুধ'*। *(পৃ. ৭৮) 'খাঁটি গরুর দুধ'* নিয়ে রসিকতা চালু ছিল, কিন্তু সিরিয়াস্‌লি এমন কথা কেউ বলতে পারে তা ভাবতে পারি না। গরুর দুধ কেমন?–খাঁটি, সুতরাং খাঁটি গরুর দুধ – এতে অসুবিধা কোথায়? 'খাঁটি গোদুগ্ধ' হতে পারলে এবং 'গোদুগ্ধ' মানে 'গরুর দুধ' হলে 'খাঁটি গরুর দুধ' হতে কোনও বাধা নেই। 'খাঁটি গরুর দুধ' স্বাভাবিক ও সংগত, কারণ 'দুধ'টা 'গরুর হওয়া চাই, অন্য কিছুর নয়। 'দুধ'টা খাঁটি হওয়ার চেয়ে আগে প্রয়োজন 'গরুর' হওয়া, ইঁদুরের হলে তো চলবে না, তাই 'গরুর' কথাটা 'দুধ'-এর অব্যবহিত আগে চাই। 'দুটি পাকা আম' যেমন ঠিক, 'খাঁটি গরুর দুধ'-ও তেমন ঠিক, তা না হলে গোটা বাংলাভাষাটা বাতিল হওয়ার জোগাড় হবে। ইংরেজি fresh cow's milk গঠনের দিক দিয়ে একই রকম।

একটি ইংরেজি ছড়া আছে : 'How is the milkmaid?' / He said with a bow./ 'It isn't made, sir / It comes from the cow'! (compiled by June Factor in *Unreal, Banana Peel*. 1989. Oxford University Press. P. 81)

কোনও মন্তব্যের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

নর্ম্যান লুইস লিখেছেন :

> "Life, as you no doubt realize, is complicated enough these days. Yet puristic textbooks and English teachers with puristic ideas are striving to make it still more complicated. Their contribution to the complexity of modern living is the repeated claim that many of the natural, carefree, and popular expressions that most of us use every day, are 'bad English', 'incorrect grammar', 'vulgar', or 'illiterate'. *(WP, পৃ. ১৪১)*

তিনি লিখেছেন তাঁর ভাষা ইংরেজি সম্বন্ধে। বাংলা সম্বন্ধেও একই বক্তব্য প্রযোজ্য হবে। এখানে কথিত purist-দের তুলনায় আমাদের আলোচ্য লেখকদের contribution আরও অনেক বেশি মারাত্মক।

তাঁরা বলেছেন *'একত্রে গমন করা'* ভুল, শুদ্ধ হবে *'একত্র গমন করা'*। একত্রে গমন না করা গেলে সপরিবারেও গমন করা যাবে না। বাংলা ভাষায় *'একত্রে গমন করা'* শুদ্ধ। তা না হলে প্রশ্ন : *'সজোরে আঘাত'* চলবে কি না। [*তাঁদের 'যুক্তি' অনুসারে দাঁড়ায় যে 'সপরিবার গমন', 'সজোর আঘাত' লিখতে হবে।*]

## এখানেই শেষ নয়

এ হচ্ছে ভূমিকা মাত্র। ক্রমে তাঁদের বইটির শুরু থকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে পর্যালোচনা করব। এবারের আলোচনায় বেরিয়ে আসবে যে *বাংলা শব্দ বর্ণ বানান* প্রথম সংস্করণে যা তুলে ধরা হয়েছিল তার থেকে অনেক অনেক বেশি ভুল ভ্রান্তি তাঁদের বইটিতে আছে। অথচ 'প্রসঙ্গ-কথা'য় (বইটির শুরুতে) বইটি সম্বন্ধে এও লেখা হয়েছিল, "আসলে এই অভিধানটি সর্বক্ষণ হাতের কাছে রাখার মতো একটি প্রকাশনা। বাংলা ভাষার যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করাই এর লক্ষ্য।" আর সেই বই-এ যদি অসংখ্য ভুল থাকে তাহলে প্রকাশনাটি



www.pathagar.com

সর্বক্ষণ হাতের কাছে রাখা কর্তব্য সেসব ভুল তুলে ধরার লক্ষ্যে, বাংলা-ভাষার স্বার্থেই। তবে তার সাথে সাথে বিভিন্ন প্রসঙ্গে আমার কাছে যা সংগত, যথাসম্ভব পরিপূর্ণ ও উপকারী বিশ্লেষণ, তাও তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি। বিশেষত তৎসম শব্দের ণত্ব বিধান ষত্ব বিধান ও সন্ধির নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ করেছি, পরিবর্ধিত, পরিমার্জিত ও বিকশিত আকারে পেশ করতে চেষ্টা করেছি।

ভাবতে খটকা লাগে যে আলোচ্য বইটির নাম *বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ*, কারণ বইটিতে (বাংলা) শব্দের [বাংলা-ভাষার নয়] অপপ্রয়োগের কথা আছে, শব্দের বানানের শুদ্ধি/অশুদ্ধির কথা আছে, এবং কিছু পরিমাণে ব্যাকরণ/বানানবিধি লিপিবদ্ধ হয়েছে। এর ভিতরে একটি অধ্যায়ের শিরোনাম 'শব্দের অপপ্রয়োগের কারণ', কিন্তু এতে কতগুলি শব্দ তুলে দেওয়া হয়েছে এবং প্রতিটি শব্দের সামনে উল্লেখ করতে চেষ্টা করা হয়েছে কোন অর্থে কেন শব্দটির প্রয়োগ ভুল। অপপ্রয়োগের কারণ সেখানে অনুপস্থিত। যা হোক, আলোচ্য বইটির আরও বিভিন্ন বিষয়/বক্তব্য নিয়ে পরে আরও আলোচনা থাকবে।

'গ্রামার' ও 'গ্রামারিয়ান' সম্বন্ধে ডব্লিউ নেলসন ফ্রান্সিস -এর বক্তব্য:

> "A curious paradox exists in regard to grammar. On the one hand it is felt to be the dullest and driest of academic subjects, fit only for those in whose veins the red blood of life has long since turned to ink. On the other, it is a subject upon which people who would scorn to be professional grammarians hold very dogmatic opinion, which they will defend with considerable emotion. Much of this prejudice stems from the usual sources of prejudice ignorance and confusion."[২৭]

নতুন গ্রামারকে কিরকম বেগ পেতে হবে তার সম্বন্ধে তিনি বলেন:

> "It will have to fight not only the apathy of the general public but the ignorance and inertia of those who count themselves competent in the field of grammar."[২৮]

## সমাসবদ্ধ করার ক্ষেত্রে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন

"ঋদ্ধস্য রাজ্ঞো মাতঙ্গাঃ ইতি বাক্যেন ঋদ্ধস্য রাজ-মাতঙ্গাঃ ইতি-সমাস প্রামাদিক এব।"

### অন্যায় সমাসবদ্ধতা : জটিল ও সূক্ষ্ম এক প্রাচীন রোগ

যেখানে সমাসবদ্ধ করা প্রয়োজন সেখানে সমাসবদ্ধ না-করা খারাপ। যেমন 'ধূমপান' ও 'মুক্ত' -কে সমাসবদ্ধ করে লেখা উচিত ধূমপানমুক্ত (অথবা, হাইফেন-যোগে, ধূমপান-মুক্ত)।

যেখানে সমাসবদ্ধ করলে চলে, না করলেও চলে, সেখানে সমাসবদ্ধ না করে চালানোই ভাল তবে সমাসবদ্ধ করলে ক্ষতি নেই। তবে আধুনিক ভাষা যত সরল হবে তত বোধ হয় ভাল। (সে জন্য এমনভাবেই লেখা ভাল যাতে সমাসবদ্ধ না করেই কাজ চলে)।

তবে অন্যায়ভাবে সমাসবদ্ধ করার ব্যাপারটা হচ্ছে সবচেয়ে খারাপ।

একটা দৈনিকে লেখা হয়েছিল *'ইসলামী শাসনতন্ত্রবিরোধীরা...'*; লেখক বোঝাতে চেয়েছিলেন যারা ইসলামি শাসনতন্ত্রের বিরোধী তাদের কথা। কিন্তু *'ইসলামী*



www.pathagar.com

*শাসনতন্ত্রবিরোধীরা'*, কথাটির যথাযথ অর্থ দাঁড়ায় *'এমন শাসনতন্ত্রবিরোধীরা যারা ইসলামি'* [*'শাসনতন্ত্রবিরোধীরা'*-এর বিশেষণ 'ইসলামী']। লেখক আসোলে যা বোঝাতে চেয়েছিলেন তার জন্য সমাসপ্রীতি ছেড়ে *'ইসলামি শাসনতন্ত্রের বিরোধীরা'* লেখা দরকার ছিল।

"প্রসিদ্ধ সুকুমারপুত্র সত্যজিৎ"। এখানে 'প্রসিদ্ধ' সুকুমার না সত্যজিৎ? এভাবে লিখলে সত্যজিৎকেই প্রসিদ্ধ বলা হয়। কারণ তিনি সুকুমারপুত্রও বটেন। সুকুমারকে 'প্রসিদ্ধ' বলা উদ্দেশ্য হলে লিখতে হবে 'প্রসিদ্ধ সুকুমারের পুত্র সত্যজিৎ'। অর্থাৎ লোভনীয় (!) সমাসবদ্ধতা বর্জন করতে হবে।

ধরুন কেউ 'সৃষ্টি হওয়া দরকার সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্য' বোঝাতে চেয়ে লিখলেন 'সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্যসৃষ্টি হওয়া দরকার', অথবা, "দরকার সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্যসৃষ্টির"। তিনি একই ভুল করলেন। "সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্য সৃষ্টি হওয়া দরকার" অথবা "দরকার সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্য সৃষ্টির" লেখা উচিত ছিল। নইলে অর্থ দাঁড়ায় 'সৌন্দর্য হওয়া দরকার ও বৈচিত্র্যসৃষ্টি হওয়া দরকার', অথচ তিনি সৌন্দর্য হওয়া দরকার বোঝাতে চাননি, বোঝাতে চেয়েছেন 'সৌন্দর্যসৃষ্টি হওয়া দরকার, সুতরাং সমাসবদ্ধতার মোহের অবসান দরকার (... বৈচিত্র্যসৃষ্টি ... না লিখে আলাদা করে বৈচিত্র্য সৃষ্টি ... লেখা দরকার)।

## 'কবিতা করে তুলেছিল', 'তিনি বহুসংখ্যক গুণী'

সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১* সংকলনটির তৃতীয় খণ্ডে 'উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য' প্রবন্ধের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে আছে : *"এ গদ্যবিপ্লব আধশতকের জন্য বাংলা সাহিত্যকে প্রায় কবিতা বা পদ্যহীন করে তুলেছিল।"*[২৯]

লক্ষ্য করবেন, বাক্যটির 'বা পদ্যহীন' অংশটি বাদ দেওয়া হলে দাঁড়ায় যে আলোচ্য গদ্যবিপ্লব বাংলা সাহিত্যকে প্রায় কবিতা করে তুলেছিল। অথচ লেখক বোঝাতে চেয়েছিলেন "কবিতাহীন করে তুলেছিল, বা পদ্যহীন করে তুলেছিল।" পদ্যহীন কথাটির 'পদ্য' ও 'হীন' এই দুটি অংশকে আলাদা করে লেখার সুবিধা নেই বলে 'কবিতা' কথাটির সাথেও 'হীন' লাগাতে হত। নয়তো লেখা যেত – "... কবিতা বা পদ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে তুলেছিল", অথবা, "... কবিতা- বা পদ্য-হীন করে তুলেছিল", যেখানে 'কবিতা'র পরে একটি খোলা হাইফেন কারও কাছে নতুন ও অদ্ভুত মনে হতে পারে, অথচ তার কোনও-টাই নয়।

এখানে এও বলা ভাল – 'উনিশ শতক' গ্রহণযোগ্য নয়, হওয়া চাই 'ঊনবিংশ শতক'।

উপরে উল্লিখিত বইটিতে 'বিশ শতকের বাংলা সাহিত্য'* প্রবন্ধের প্রথম বাক্যটি এমন – *"উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধকে বাঙালীর ইউরোপমুগ্ধতার কাল বলে নির্দেশ করা গেলে বিশ শতকের প্রথমার্ধকে বাঙালীর সেই মোহভঙ্গ ও আত্মানুসন্ধানের পর্যায়ক্রমিক ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সময় বলে চিহ্নিত করা যায়।"*[৩০]

এটা অনেকটা এমন বলা যে *"তিনি বহুসংখ্যক গুণী"*, যেখানে বলার কথা *"তিনি বহুসংখ্যক গুণের অধিকারী"*।

বাক্যটিতে *'সেই মোহভঙ্গ'* দিয়ে লেখক *'সেই মোহের ভঙ্গ'* বোঝাতে চেয়েছেন কিন্তু *'সেই মোহভঙ্গ'* লিখে সমস্যার সৃষ্টি করেছেন। *'মোহভঙ্গ'* লিখে যে সমাস-মোহ তিনি দেখিয়েছেন সেই মোহের অবসান হওয়া দরকার।

---

* 'বিংশ শতক' না লিখে 'বিশ শতক' লেখা/বলা এক অনাসৃষ্টি।



www.pathagar.com

একই রকম ব্যাপার এই বাক্যটিতে : "কিন্তু পীড়ন-শোষণ অসহ্য হওয়ায় যাদের দোহাই কেড়ে নির্যাতন চালানো হত, সেই দেব-দ্বিজ-বেদদ্রোহী হয়ে উঠে তারা।" (?!?) বাংলা ভাষার উপর এই নির্যাতন দেখে কিসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হওয়া প্রয়োজন? উদ্ধৃত বাক্যটির লেখক আরও লেখেন : "অবশেষে দেব-দ্বিজ ও বেদদ্রোহী গৌতম বুদ্ধ ও বর্ধমান মহাবীরের নেতৃত্বে পীড়নমুক্ত হল তারা।" – অর্থ দাঁড়ায় : গৌতম বুদ্ধ ও বর্ধমান মহাবীর হলেন দেব-দ্বিজ, এবং তাঁরা বেদদ্রোহী! তিনি আরও লিখেছেন – "সমান্যীকৃত (generalised) সিদ্ধান্ত-প্রবণতা কম হলেই ভাল হত।" বাংলা-ভাষার কপাল-গুণে এমন লেখা ছাপা হচ্ছে?

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশ করেছে *বাংলা সাহিত্যের নির্বাচিত রম্যরচনা ও গল্প* নামক বইটি। *'রম্য'* শব্দটিকে *'রচনা'*র সাথে সমাসবদ্ধ করাতে অর্থ দাঁড়ায় *'... নির্বাচিত রম্যরচনা ও নির্বাচিত গল্প'*, অথচ ঐ বই-এ রম্য গল্প সংকলিত হয়েছে, শুধু-গল্প নয়। ঘোর-তরো বিভ্রাট! *'... রম্য রচনা ও গল্প'* লিখলে, অর্থাৎ *'রম্য'* এবং *'রচনা'* ভেঙে লিখলে, কী ক্ষতি হত?

[রম্য *'রচনা'* বলতেই বা কী বোঝানো হল? গল্প ছাড়া সংকলনটিতে পদ্য আছে, সৈয়দ মুজতবা আলীর। *'রচনা'*র মধ্যে যদি পদ্য থাকতে পারে তো গল্পও থাকতে পারল না কেন? *'রম্যরচনা'* বলতেই রম্য গল্প কবিতা প্রবন্ধ ছড়া নাটক সব বোঝাতে পারত! আর এমন একটি সংকলনে নেওয়ার জন্য সুকুমার রায় -এর 'বাজে গল্প' ছাড়া তাঁর আর কিছু পাওয়া গেল না? এটা সুকুমার-কে ছোট করার চেষ্টা কি না এ প্রশ্ন অত্যন্ত সংগত হবে। রবীন্দ্রনাথের রম্য গল্প বা ছড়া এতে স্থান পেল না, যেখানে তাঁর *মুক্তির উপায়* ছোটগল্পটি সর্বাগ্রে স্থান পেতে পারত সংগতভাবে। নজরুলেরও এমন লেখা আছে যার এমন সংকলনে স্থান পাওয়ার কথা। পক্ষান্তরে আলোচ্য সংকলনে এমন লেখা নেওয়া হয়েছে যা বাদ যাওয়া উচিত ছিল।]

## 'international famous'

internationl fame, কিন্তু internationally famous। অহরহ লেখা হচ্ছে – 'আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ...'। কারও কোনও প্রশ্ন নেই। অথচ 'আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিকিৎসক' যৌক্তিকভাবে বিশ্লেষণ করলে মানে দাঁড়ায় 'আন্তর্জাতিক ও খ্যাতিসম্পন্ন চিকিৎসক।

যার আন্তর্জাতিক খ্যাতি আছে সে internationally famous অর্থাৎ 'আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতিসম্পন্ন' অথবা 'আন্তর্জাতিক খ্যাতিতে সম্পন্ন' অথবা 'আন্তর্জাতিক-খ্যাতিসম্পন্ন'। একটা হাইফেন (-) দিতেও কি জান বের হয়ে যাবে?

'সন্ত্রাস ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ চাই' মানে দাঁড়ায় 'সন্ত্রাস চাই ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ চাই।' সুতরাং 'সন্ত্রাসমুক্ত ও দুর্নীতিমুক্ত' বা 'সন্ত্রাস ও দুর্নীতি থেকে মুক্ত' বা 'সন্ত্রাস- ও দুর্নীতি-মুক্ত সমাজ চাই' হতে হবে।

*ধামরাইয়ে দুই ইউনিয়নবাসীর মধ্যে সংঘর্ষে বহু লোক আহত* – একটি দৈনিকের শিরোনাম। দুই জন ইউনিয়নবাসীর মধ্যে সংঘর্ষে বহু লোক আহত? *"ধামরাই-এর দুই ইউনিয়নের বাসিন্দাদের মধ্যে সংঘর্ষে ..."* ব্যাপারটা আসোলে এই। তো সেই ভাবেই লিখতে হত।

*দুর্নীতির অভিযোগমুক্ত* লেখা হয়, *দুর্নীতির অভিযোগ থেকে মুক্ত* লেখা প্রয়োজন।

*'ভাণ্ডারিয়া থানাধীন ভিটাবাড়িয়া'* নয়, *'ভাণ্ডারিয়া থানার অধীন ভিটাবাড়িয়া'*।

*'এটা করা হয়েছে তাঁর নির্দেশ ও ইচ্ছানুযায়ী'* লেখা হয়। *'... তাঁর নির্দেশ ও ইচ্ছা অনুযায়ী'* অথবা '... তাঁর নির্দেশে ও ইচ্ছানুযায়ী' হলে ঠিক হবে।

*'সাংবাদিকতার নীতিবিরোধী'* নয়, *'সাংবাদিকতা-নীতির বিরোধী'*।

'সমাজসেবা অধিদপ্তরের দেওয়া তথ্যমতে' নয়,... দেওয়া তথ্য মতে'

*'সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুযায়ী' নয়*, *'সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী'*।

*'অবিলম্বে এই ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা নেওয়া দরকার'* নয়, *'অবিলম্বে এই ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা নেওয়া দরকার'* । নইলে অর্থ দাঁড়াবে : যে-ক্ষতি পূরণ হয়ে গেছে তার কথা বলা হচ্ছে।

*'(শহরের) দক্ষিণ কিনারা-ছোঁয়া'* নয়, *'... দক্ষিণ-কিনারা-ছোঁয়া'* বা *'... দক্ষিণ কিনারা ছোঁয়া'*।



www.pathagar.com

## তাঁরা ছাগল (!), তিনি বানরজাতীয় (!)...

এত কিছু লেখার পরেও মতটা অনেকেরই মনঃপূত না-ও হতে পারে। কারণ আমি যাকে ভুল বলছি সেরকম আমাদের বর্তমানে শুধু নয়, অতীতেও অনেক স্বনামধন্য লেখক লিখে গিয়েছেন। সুতরাং অনেকে বলবেন আমি মিছামিছি মানী ব্যক্তিদের অপযশ করছি। তা হলে আর একটি উদাহরণ। যদি লেখা হয় *"তাঁরা ছিলেন ছাগল ও মেষপালক"*, তাহলে *'তাঁদের'* সম্মান রক্ষা হয় কি? – যেখানে তাঁদেরকে *'ছাগল'* বলা হল; কারণ কথাটির অর্থ দাঁড়ায় : "তাঁরা ছিলেন ছাগল ও তাঁরা ছিলেন মেষপালক"। অথচ এভাবে লেখা হয়। আমি বই-এ পড়েছি।

ধরুন 'ক' একজন প্রণিবিশেষজ্ঞ। এবং তাঁর সম্বন্ধে একজন লেখক লিখলেন, *"একজন বানরজাতীয় প্রাণীবিশেষজ্ঞ 'ক'"* [এ রকম লেখা আমি সত্যি দেখেছি]। *'ক'* একজন মানী লোক, কিন্তু *তাঁর* সম্মান কিভাবে রক্ষা হল যখন তাঁকে বলা হল *বানরজাতীয়? 'বানরজাতীয় প্রাণিবিশেষজ্ঞ'* বললে মানে দাঁড়ায় *প্রাণিবিশেষজ্ঞটি বানরজাতীয়*। এব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। অথচ আশ্চর্য, সাধারণ পাঠক, বাংলার 'পণ্ডিত', লেখক, কারও খটকা লাগছে না।

ধরুন একজন অপ্রয়োজনীয় ব্যয় হ্রাসের পক্ষে লিখতে গিয়ে লিখলেন *'অপ্রয়োজনীয় ব্যয়হ্রাস ...'* ইত্যাদি। মানে দাঁড়ায় *ব্যয়হ্রাসই অপ্রয়োজনীয়*, যা তাঁর ঈপ্সিত মানে'র বিপরীত। সুতরাং *ব্যয় ও হ্রাস* আলাদা করে লিখতে হবে, সমাসবদ্ধ করে নয়।

সংস্কৃত ভেঙে বাংলা করতে গিয়ে বাঙালি এক অংশ সমাসবিচ্ছিন্ন করেছে, আরেক অংশ সমাসবদ্ধ করে রেখেছে এবং তা করতে গিয়ে বিপত্তি ঘটিয়েছে। আমাদের বর্তমানের 'পণ্ডিত'কুলও ব্যাপারটা খেয়াল করে উঠতে পারেননি। কিন্তু এর সুযোগ নিয়ে যথেচ্ছাচার যেন না করি, যুক্তি ও সংগতি যেন অতি-মাত্রায় বিসর্জন না দিই।

ভিন্ন-ভাষার কোনও লোক যখন বাংলা ভাষা শিখতে থাকবে তখন তার কাছে ভাষাটা সহজ, সুন্দর এবং যুক্তি-ও সংগতি-পূর্ণ মনে হোক সেটা আমাদের চাওয়া উচিত।

# আরও শব্দ-বর্ণ-বানানের কথা

## দারিদ্র না দারিদ্র্য? দৈর্ঘ না দৈর্ঘ্য?

নিয়মের ঐক্যের নীতি অনুসারে নিয়মের সংখ্যা কম থাকা ও নিয়মের ব্যতিক্রম আরও কম থাকা শ্রেয়। এটা ঠিক যে দারিদ্র হার্দ সৌহার্দ বৈচিত্র গার্হস্থ চারিত্র বৈদগ্ধ বৈবর্ণ ভৈক্ষ সাপত্ন গান্ধর্ব সৌগন্ধ আনর্থ আনুপূর্ব সংস্কৃত মতেই সিদ্ধ। কিন্তু দৈর্ঘ্য তা নয়। তাছাড়া দৈন্য কাঠিন্য আধিক্য ঔচিত্য সাদৃশ্য ... থেকে তো য (য-ফলা) বাদ দেওয়া যাবে না। (পাঠক খেয়াল রাখবেন 'গাম্ভীর্য'তে য-ফলা নেই তবে 'য' কিন্তু আছে যা 'গম্ভীর'-এ ছিল না)। সুতরাং ব্যতিক্রম সৃষ্টি না করাই ঠিক হত। এ ধরনের অন্যান্য শব্দের ক্ষেত্রে যেমন শেষে য-ফলা দেওয়া হয়, তার সাথে ঐক্য বজায় রেখে 'দারিদ্র্য', সৌহার্দ্য, 'বৈচিত্র্য' লেখা হোক সেটাই কাম্য ছিল। কিন্তু অনেকে আজকাল লিখছেন 'বৈশিষ্ট' 'দৈর্ঘ' 'দারিদ্র'। তাতে নতুন নিময় দাঁড়ানো উচিত যে এ ধরনের শব্দের শেষে যুক্তবর্ণ থাকলে তারপরে য-ফলাটা দেওয়া


www.pathagar.com

হবে না। এই নতুন নিয়মের ঐক্য রক্ষার্থে দৌরাত্ম্য-কে দৌরাত্ম, স্বাচ্ছন্দ্য-কে স্বাচ্ছন্দ, সামর্থ্য-কে সামর্থ, বৈশিষ্ট্য-কে বৈশিষ্ট করতে হবে। একইভাবে চাতুর্বর্ণ যাথার্থ সৌক্ষ্ম আনন্ত বৈভিন্ন বৈচিত্ত হবে। 'স্বাস্থ্য'কে স্বাস্থ করতে হবে। 'পাশ্চাত্ত্য'-কে অনেকে লিখছেন 'পাশ্চাত্য', তা জেনে হোক বা না জেনে হোক। আলোচ্য নতুন নিয়ম অনুযায়ী পাশ্চাত্ত লিখলে সংগত হয়, আমার প্রস্তাবও তাই।

## আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব

*বাংলা কী লিখবেন কেন লিখবেন* -এর ২৫-এর পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে :

> "আকর্ষক। অর্থ : 'আকর্ষণকারী'। 'আকর্ষণীয়' শব্দের অর্থ কিন্তু 'আকর্ষণের যোগ্য'। কোনও দৃশ্য, কারও ব্যক্তিত্ব, কোনও রূপ বা অন্য-কিছু যদি আপনাকে আকর্ষণ করে, তবে তার বিশেষণ হিসাবে 'আকর্ষণীয়' না লিখে 'আকর্ষক' লেখাই তাই সঙ্গত।"

উপরের বক্তব্যটি মানলে তো "তিনি সকাল থেকে অভুক্ত আছেন", "আমি সে লক্ষ্যে বিশেষভাবে চেষ্টিত আছি" ইত্যাদি লেখা অসংগত হয়ে যায়। সাধারণত 'অভুক্ত' মানে 'যা খাওয়া হয়নি' এবং 'চেষ্টিত' মানে 'যা চেষ্টা করা হয়েছে'। কিন্তু উল্লিখিত দুটি বাক্যে শব্দদুটি দিয়ে যথাক্রমে বোঝানো হয়েছে *'যে/যিনি না খেয়ে আছে(ন)'* এবং *'যে/যিনি চেষ্টারত আছে(ন)'*। সাধারণত অস্বীকৃত শব্দটির অর্থ – যা অস্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু শুধু তাই নয়, *যে/যিনি অস্বীকার করেছে(ন) সে/তিনিও 'অস্বীকৃত'*। "তিনি টাকা দিতে অস্বীকৃত হয়েছেন।" এ রকম আরও আছে। যেমন, "আমি ও ব্যাপারে ভাবিত নই," "তারা চিরদিনের অভ্যস্ত পথে চলতে লাগল" (যেখানে 'অভ্যস্ত পথ' দিয়ে বোঝানো হচ্ছে 'যে পথে (তারা) অভ্যস্ত')। মহাভারত-এর কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্তৃক সম্পাদিত বঙ্গানুবাদে আছে উদ্যুক্ত, উদ্যোগগ্রহণকারী (= উদ্যোগী) অর্থে। 'এতদ্দৃষ্টে' 'অবস্থাদৃষ্টে' -এর ব্যবহারও একই রকম। জ্ঞাত মানে যা জানা হয়েছে। কিন্তু 'পত্রে সবিশেষ জ্ঞাত হইলাম' – এই বাক্যে জ্ঞাত হওয়া মানে জানা (to know)। এমন শব্দ অনেক আছে। কৃতকর্মা অধীতব্যাকরণ পক্বকেশ ধৃতায়ুধ ভগ্নরথ প্রভৃতিও এমন শব্দ। ইংরেজিতেও এর অনেক অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। ইংরেজিতে learned man, failed candidate, overworked, knowledgeable person, practised writer, confessed killer, departed soul/guest, short-lived, well-behaved, she is still undecided ইত্যাদিতে learned, failed, overworked, knowledgeable, practised ও confessed, short-lived, well-behaved, undecided -এর ব্যবহার এরকমই। আরও আছে peaceable pleasurable companionable seasonable ইত্যাদি। কেউ একজন লেক্চারার-এর কাজ পেলে বলা হয় তিনি lectureship পেলেন; lecturership-ও শুদ্ধ, তবে lectureship-ই বেশি চলে। ইংরেজি থেকে আরও সরাসরিভাবে তুলনীয় উদাহরণ হচ্ছে – the attractive power of a magnet।

*বাংলা কী লিখবেন কেন লিখবেন* -এর আপত্তি মানতে গেলে আমাদের এ ধরনের প্রয়োগ বিসর্জন দিতে হয়। তা কি দেওয়াই প্রয়োজন? আকর্ষণীয় যেভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে সেভাবেই চলতে থাকা উচিত। এতে আপত্তি করলে 'ভাবিত' 'চেষ্টিত' 'অভুক্ত' 'স্বীকৃত' ইত্যাদিতেও আপত্তির পথ খুলে দেওয়া হবে।

'ব্যক্তিত্ব' হচ্ছে ইংরেজি personality'র সমার্থক। বেশ। কিন্তু ইংরেজি personality ব্যক্তি অর্থেও ব্যবহৃত হয় যেমন: He is a pleasant personality। তিনি পাড়ার সকলের গর্ব হতে



www.pathagar.com

পারেন, আবার পাড়ার ত্রাস হতে পারেন। ইংরেজিতে এরকম আরও শব্দ হচ্ছে leadership, terror, humanity, বাংলায় নেতৃত্ব, ত্রাস, মানবতা। ইংরেজি থেকে এমন আরও উদাহরণ : laity, celebrity, nobility, gentry, aristocracy, posterity, principality, এমনকি authority, necessity (its a necessity) frailty (Frailty, thy name is woman)। lonely, lovely? এবং বিদ্যুৎ অর্থে electricity-ও কি অমন শব্দ নয়? dental cavity?

বাংলায় আছে 'আ-লেখা', 'লিখতে পারে না এমন' অর্থে। "তিনি এক বিশাল প্রতিভা" – আমরা বলি। 'ধনুঃকূজিত দ্বারা', 'অশ্বের হ্রেষিত', 'হস্তীর বৃংহিত' 'জীবিতাশা' বা 'জীবিত প্রত্যাশা' – ইত্যাদি প্রয়োগও লক্ষ্য করুন। সুতরাং 'তিনি এক আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব' বাক্যটিতে 'আকর্ষণীয়' এবং 'ব্যক্তিত্ব' দুই-ই শুদ্ধ। বিশেষত প্রচলনের কারণে শব্দদুটি সিদ্ধ, যেসব যুক্তি দেওয়া হল সেসব বাদ দিয়েও।

## ফলশ্রুতি প্রসঙ্গ আবার

'আবার' এ জন্য যে ফলশ্রুতি শিরোনামে বেশ কিছু কথা আগে লেখা হয়েছে, কী লেখা হয়েছে তা যথাস্থানে দ্রষ্টব্য। আরও কী বলার আছে তা দেখা যাক।

ফলশ্রুতি শব্দটির 'ফল বা ফলাফল অর্থে প্রয়োগ' কি অশুদ্ধ হতে হবে? তাহলে 'ফলাফল' অর্থ 'ফল' হয় কিকরে? আমরা দেখতে পারি 'যোগাযোগ' শব্দটির মূল অর্থ কী (বাংলায় প্রচলিত অর্থ কী তা তো সবাই জানে।) 'যোগাযোগ' শব্দটি প্রসঙ্গে মনীষী সৈয়দ মুজতবা আলী একদা বলেছিলেন,

> "... শব্দটা বাংলা ভাষায় বহুল প্রচলিত। এর আক্ষরিক অর্থ কিন্তু অন্যরকম। যোগাযোগের অর্থ হল যোগ+অযোগ = যোগাযোগ অর্থাৎ stars in your favour and stars not favourable এই দুইয়ের ফলে পাল্লা যে দিকে ভারী হয় তার প্রতিক্রিয়া। তুমি যদি বল তার সাথে আমার যোগাযোগ হল এটা ব্যাকরণগত দিক দিয়ে ভুল। তোমার বলা উচিত তার সাথে যোগযোগের ফলে আমার দেখা হল। [যোগাযোগের ফলে তার সাথে আমার দেখা হল]। তার অর্থ stars তোমার পক্ষে যাওয়াতে তার সাথে তোমার দেখা হল। কিন্তু অন্য অর্থে এই শব্দটি বাংলা ভাষায় জাঁকিয়ে বসেছে। একেই বলে ভাষার শক্তি, এটাই সজীবতার লক্ষণ।" (নিম্নরেখ আমার)

আর এই ভাষার শক্তি/সজীবতার বিরুদ্ধে লাগাটা ক্ষতিকর হয়ে থাকে।

অধর-এর মূল অর্থ নিম্নতর (lower)। কিন্তু আমরা অধর দ্বারা ঠোঁট বুঝি, এমনকি শুধু নিচের ঠোঁট নয়, উপরের ঠোঁটও বুঝি। 'বিম্ব' অর্থ সূর্যের বা চাঁদের মণ্ডল, কিন্তু প্রতিবিম্ব দ্বারা আমরা মানুষ পাখি গাছপালা সবকিছুরই reflection বুঝি। প্রাথমিকভাবে 'প্রত্যক্ষ' অর্থ 'চোখের সামনে'। কিন্তু আমরা প্রত্যক্ষভাবে শুনি, অনুভব করি, বিবিধ অভিজ্ঞতা লাভ করি যার মধ্যে দেখা ছাড়া আরও অনেক কিছু থাকতে পারে। ওষধি থেকে ঔষধ শব্দটি। ওষধি থেকে যা কিছু আসে তার সবই ঔষধ হওয়ার কথা, যেমন কদলী ঔষধ মানে হতে পারে কলা, কলাগাছ থেকে উৎপন্ন যেহেতু। এব্যাপারটা বাদ দিলেও ঔষধ বলতে শুধু গাছগাছড়া থেকে তৈরি medicine বোঝানোর কথা, কিন্তু আমরা যে-কোনও medicine-কে ঔষধ/অষুধ বলি। প্রকাণ্ড শব্দের মূল অর্থ যে-গাছের কাণ্ড খুব বড়, কিন্তু আমরা প্রকাণ্ড অট্টালিকা, প্রকাণ্ড মাঠ, প্রকাণ্ড সরোবর জলপ্রপাত ডেকচি ইত্যাদি কতকিছু বলি তার ইয়ত্তা নেই। আমরা মাসিক/ত্রৈমাসিক/বার্ষিক



www.pathagar.com

জার্নাল বলি যেখানে জার্নাল(journal)-এরই মৌলিক অর্থ হচ্ছে দৈনিক। adjourn-এর মূলগত অর্থ হচ্ছে দিন নির্দিষ্ট করা, কিন্তু adjourned sine die অর্থ অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবি হল। hammer-এর মূল অর্থ পাথর, এবং পাথরে তৈরি হাতুড়ি, কিন্তু আমরা wooden hammer, iron hammer ইত্যাদি কত কী বলি। লাটিন nutricia'র ফরাসি-রূপ nurice শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ। তার থেকে ইংরেজি nurse শব্দটি, কিন্তু আমরা male nurse -ও বলি। [nurse-এর বাংলা করি সেবিকা। male nurse-এর বাংলা কী হবে? 'সেবিক' হতে পারে।] আমরা red black-berry বলি, চীন-দেশীয় সিয়ামিয টুয়িন্‌স্ বলি। উচ্চ-স্বরে কথনের নাম ঘোষণা। কিন্তু কাগজে ছাপা হলেও ঘোষণা হয়ে থাকে, নিচু স্বরেও ঘোষণা হতে পারে।

barn-এর অর্থ অতীতে ছিল যবের গোলাঘর [পুরানো ইংরেজিতে bere-en=barley-place], এখন মানে সাধারণভাবে গোলাঘর। deer মানে ছিল জন্তু সাধারণভাবে, এখন বিশেষ এক রকম জন্তু [মৃগ সম্বন্ধেও একই কথা]।

sly মানে ছিল 'wise', crafty মানে ছিল 'skilful', আর knave মানে ছিল 'lad'।

বাংলায় অবদান চলে contribution অর্থে। মূলত শব্দটির সাথে 'দান'-এর কোনও সম্পর্ক নেই; অবদান-এর দান 'দান'-এর দা ধাতু থেকে নয় বরং দৈ ধাতু থেকে এসেছে যার অর্থ বিশোধন। অবদান-এর মৌলিক অর্থ হচ্ছে মহৎকর্ম, কীর্তি। তা সত্ত্বেও অবদান-এর contribution অর্থ চলবে।

'শ্লেষ' অর্থ সংস্কৃতে কখনও 'প্রচ্ছন্ন বিদ্রুপ' নয়। বাংলায় রূঢ় শব্দটির যে অর্থ, সংস্কৃতে তা কোনও-কালে ছিল না। সংস্কৃতে 'সমিতি' অর্থ 'যুদ্ধ', 'প্রগল্‌ভ' অর্থ 'প্রতিভাশালী'। সংস্কৃতে 'স্নায়ু' মানে nerve নয় বরং sinew, ligament!

ফলশ্রুতি প্রসঙ্গে এত কিছু লিখছি কারণ "অতীতে এই অর্থ ছিল সুতরাং বর্তমানে প্রচলিত অর্থ অশুদ্ধ" – এই যদি দস্তুর হয়ে যায় তাহলে গোটা বাংলা ভাষাই বরবাদ হতে পারে, 'বাংলা ভাষা অশুদ্ধ ভাষা' হয়ে যেতে পারে।

মূলত ঘাস মানে যে কোনও খাদ্য, পাষণ্ড অর্থ সম্প্রদায়, গ্রাম অর্থ 'সমূহ'।

'উদগ্র'র ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সবার আগে বা সবার উপরে। মূলে মণ্ডপ মানে 'যে মণ্ড পান করে'। অতিথির জন্য গৃহীত ঘর ছিল মণ্ডপ।

কৃপণ-এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কৃপালু, বর্তমানে অর্থ কঞ্জুস। মূলত 'সম্ভ্রান্ত' মানে 'বিচলিত' (সম্ভ্রম থেকে সম্ভ্রান্ত আসেনি), বাংলায় অর্থ 'অভিজাত'।

ইতর মানে ছিল অপর, এখন নীচ। বিরক্ত মানে ছিল নিরাসক্ত, এখন উত্ত্যক্ত। আগে নবীনদের অর্বাচীন বলা হত সসম্মানে; নাগর ছিল গ্রাম্যের বিপরীত, ভাল অর্থে। 'পিক' মানে আগে ছিল 'ভ্রমর' (কত আগে? বোধ করি অনেক আগে), পরে হয় 'কোকিল'। পতঙ্গ মানে ছিল পাখি, এখন ছয় পায়ের পোকা বিশেষত যাদের পাখা আছে।

পুরোহিত অর্থ ছিল সম্মুখে (পুরোভাগে) স্থাপিত, পুরস্কার অর্থ ছিল পুরোভাগের কর্ম, উপকার অর্থ ছিল উপলক্ষ কর্ম বা প্রধান কর্ম নয় যা, অনুগ্রহ অর্থ ছিল পিছন থেকে ধরা।

সংস্কৃতে প্রবন্ধ অর্থ উদ্দেশ্য বা পরিকল্পনা। এখন বাংলায় অর্থ রচনা (essay)। আগে নশ্ ধাতুর অর্থ ছিল অদর্শন, পরে হল বিনাশ। অর্থাৎ আগের অর্থে 'নষ্ট' মানে 'যা দেখা হয়নি'।

আগে 'সকাল-কে 'সন্ধ্যা' বলা যেত (সকালকে 'পূর্বসন্ধ্যা' সন্ধ্যাকে 'পশ্চিমসন্ধ্যা')। ধুরন্ধর শব্দটি আগে উচ্চ-প্রশংসাসূচক ছিল, এখন প্রধানত নিন্দাসূচক। মল বলতে আগে সাধারণত ধূলি বা অনুরূপ ময়লা বোঝাতো [অতৎসম 'ময়লা' শব্দটি সংস্কৃত মল থেকে;


www.pathagar.com

তৎসম মলিন অমল বিমল -এর মূলে এই শব্দটিই], এখন বিষ্ঠা অর্থেই মল শব্দটি বেশি ব্যবহৃত হয়।

অপরপক্ষে 'মুগ্ধ' ও 'অভিমানী' ছিল নিন্দাবাচক শব্দ (অভিমানী মানে ছিল অহংকারী)। এখন আর তেমন নয়। 'কুশীলব' মানে ছিল কুচরিত্র অথবা নটীর চাকর বা লম্পট ও উন্মাদ। বর্তমানে কুশীলব শিরোনামে নাটকের অভিনেতা/অভিনেত্রীদের নাম দেখানো হয়।

শোভা বলতে আজকাল সৌন্দর্য অর্থাৎ ভাল কিছু বোঝায়। আগে তেমন ছিল না, শোভা দিয়ে আগে ভালমন্দ সব রূপ/দৃশ্যই বোঝাতো। 'বেদনা' মানে হওয়ার কথা অনুভব, তা সুখের বা দুঃখের হোক। কিন্তু বাংলায় ব্যথা অর্থে চলছে।

এখন আমরা 'আজ্ঞাপালনকারী' দিয়ে যা বোঝাই তা বোঝাতে আগে লেখা হত 'আজ্ঞাকারী'! 'পদাতিক' অর্থে আগে 'পদাতি' লেখা হত। 'পরাজিত করা'-কে লেখা হত 'পরাজয় করা'। এখন আমরা যাকে সাধারণত 'লোমহর্ষক' বলি তাকে আগে সাধারণত 'লোমহর্ষণ' বলা হত ('লোমহর্ষণ ঘটনা')। 'আরাধনা করা'র বদলে 'আরাধন করা' বলা হত। (কারও) বাক্যে আস্থা করা বলা হত।

আমরা এখন 'ইহা বর্ণনা' করি, আগে 'বর্ণন করা' হত। 'ইহার বর্ণনা দেওয়া', 'ইহা বর্ণন করা' ইত্যাদিই সংগত, কিন্তু আমরা 'ইহা বর্ণনা' করতে পিছপা হই না। সংস্কৃত 'অদ্ভুত' মানে বিস্ময়কর, বাংলায় উদ্ভট বা সৃষ্টিছাড়া। বয়সোচিত একটি প্রচলিত শব্দ কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে অসিদ্ধ। বয়ঃ এবং উচিত সন্ধিবদ্ধ করলে ব্যাকরণ অনুসারে হয় বয়উচিত। কিন্তু ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মনে করেন, "এরূপ স্থলে মধ্য বিরাম অসহ্য বলিয়া বয়স শব্দটাকে অকারান্ত করিয়া বয়সোচিত করা খুব দোষের বলিয়া মনে হয় না।" তিনি লিখেছেন, "অকুতোভয় শব্দটি বড় সুন্দর। প্রাচীনকাল হইতে ব্যাকরণানুশাসনকে অগ্রাহ্য করিয়া ইহা অকুতোভয়ে চলিয়াছে।" অর্থাৎ সংস্কৃতমতে সুষ্ঠু-নয় একথা বলার সাথে সাথে এও বলছেন যে, শব্দটি চলছে, চলবে।

দিবাকর শব্দটি আসোলে অশুদ্ধ, কারণ 'দিবা' অর্থ 'দিবসে'। দিবাচর হলে শুদ্ধ হত; সম্ভবত আগে তাই-ই ছিল, পরে দিবাকর হয়ে যায়। কিন্তু স্বয়ং পাণিনি দিবাকর শব্দটিকে সমর্থন করার ব্যবস্থা করে গিয়েছেন।

'সততা' শব্দটি কেমন? সংস্কৃত মতে 'সৎ' থেকে 'সততা' হয় কী প্রকারে, যেখানে 'সৎ'-এ 'ৎ' কিন্তু 'সততা'র মধ্যে 'ত', অ-কারান্ত ত? তাই বলে 'সততা' আমরা বাদ দিতে চাইব না।

ব্যুৎপত্তিগতভাবে 'অবশ্য' অর্থ 'যা বশ্য নয়' এবং ওটি একটি বিশেষণ পদ। তার থেকে 'আবশ্যক' ব্যুৎপত্তিগতভাবে একটি abstract noun যার অর্থ অবশ্যম্ভাব বা necessity। কিন্তু ক্রমে সংস্কৃতেই 'আবশ্যক'-এর অর্থ দাঁড়িয়েছে অবশ্যম্ভাবী – অর্থাৎ বিশেষণে পরিণত হয়েছে। পরে 'আবশ্যক' বাংলায় বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হয়েছে ("ইহার আবশ্যক কী")। কিন্তু বর্তমানে আবার বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে ("ইহা আবশ্যক")। 'আবশ্যক'-এর শুদ্ধ অর্থ এক জায়গায় বসে থাকেনি। সংস্কৃতের হিশাবে 'বিধর্মী' অশুদ্ধ, শুদ্ধ হচ্ছে 'বিধর্মা'; 'বিশেষভাবে' ভুল, শুদ্ধ হচ্ছে 'বিশিষ্টভাবে'। 'সাধ্য' মানে হওয়ার কথা সাধনযোগ্য কিন্তু বাংলায় সামর্থ্য অর্থে চলছে।

তাহলে? 'অনুষ্ঠিতব্য' 'অধীতব্য' সংস্কৃতে ভুল, শুদ্ধ হবে 'অনুষ্ঠাতব্য' 'অধ্যেতব্য'। সংস্কৃত অনুসারে 'জাগ্রত' অশুদ্ধ, শুদ্ধ শব্দ হচ্ছে জাগ্রৎ। বাংলায় জাগ্রত। কিন্তু সংস্কৃতের জাগ্রৎ বাংলায় অশুদ্ধ। বাংলায় অনুষ্ঠাতব্য অধ্যেতব্য অশুদ্ধ।



www.pathagar.com

শুদ্ধাচার বিশেষণ, শিষ্টাচারসম্পন্ন-ও তেমনি বিশেষণ; 'তিনি শুদ্ধাচার' হতে পারেন এবং 'তিনি শিষ্টাচারসম্পন্ন' হতে পারেন। তেমনি বিশেষণ অতলস্পর্শ, বিশেষণ মর্মস্পর্শী। বাংলায় অতলস্পর্শী। আবার 'বায়ু সুখস্পর্শ' হয়। দুর্মতি বিশেষণ, দুর্মতিপরায়ণ-ও কিন্তু লেখা হত বিশেষণ হিশাবে।

এতকিছুর পর ফলশ্রুতি মানে ফলাফল হতে পারবেই না এমন কি কেউ বলতে পারে?

ফলশ্রুতি'র এই অর্থ অভিধানে না থাকলে সেটা অভিধানকার-এর ব্যর্থতা, তাঁর অযোগ্যতার পরিচায়ক। শেষটায় আবার স্মরণ করি – 'প্রতিশ্রুতি'-তেও 'শ্রুতি' আছে, এবং মূলগতভাবে 'শুশ্রূষা' মানে শোনার ইচ্ছা, অর্থাৎ প্রকারান্তরে এতেও শ্রুতি আছে। মুমূর্ষু অর্থ মূলত 'মরতে ইচ্ছুক', কিন্তু বাংলায় অর্থ 'মৃতপ্রায়'।

## -গুলো/-গুলি

তথাকথিত সাধুভাষার কথা হচ্ছে না, চলিতভাষায় গাছগুলো লিখব, না গাছগুলি? গাছগুলো হলে গাছ-দুটি অসংগত হবে, হতে হবে গাছ-দুটো, আবার গাছ-দুটো হলে গাছ-তিনটি/-চারটি নয়, হবে গাছ-তিনটে/-চারটে। অনেক ফ্যাসাদ। সাহিত্যে বক্তৃতায় বা দৈনন্দিন কথোপকথনে-ছাড়া -গুলো, দুটো, তিনটে/চারটে ব্যবহার করা ঠিক হবে কি না সেটাই চিন্তার ব্যাপার। এদেশের মানুষ সাধারণত '-গুলি' বলে, '-গুলো' নয়। প্রমিত শিষ্ট ও formal লেখাতেও '-গুলি' উৎকৃষ্ট ও উপযুক্ত। অতএব, গাছগুলি-ই সমর্থন করতে হবে, -গুলো লিখতেই হবে বলে দাবি করা ঠিক হবে না।

## দেয়া নেয়া, দেওয়া নেওয়া

অনেকে মনে করেন চলিত বাংলায় দেওয়া, নেওয়া লেখা চলবে না, তার জায়গায় লিখতে হবে দেয়া, নেয়া। এ ধারণাটা একটা কুসংস্কার।

নিয়মের ঐক্য চাইলে দেয়া-নেয়া-ই বাদ দেওয়া উচিত। 'হওয়া দেওয়া নেওয়া খাওয়া পাওয়া যাওয়া ...' থেকে শুধু 'দেওয়া এবং নেওয়া'র 'ও' বাদ দেওয়া কতটুকু সংগত? বাদ দিলে সবগুলির 'ও' বাদ দিতে হয়; তাই দিলে পাব 'হয়া খায়া পায়া যায়া ...', যা কিনা গ্রহণযোগ্য নয়।

তাছাড়া এদেশের মানুষ সাধারণত 'দেয়া নেয়া' বলে না, 'দেওয়া নেওয়া'-ই বলে; যেমন তারা 'বিকেল সন্ধে ওপর পেছন ভেতর' বলে না বরং বিকাল সন্ধ্যা উপর পিছন ভিতর বলে। 'চলিত ভাষা' মানুষের মুখের ভাষার কাছাকাছি করা গেলেই তো ভাল। 'দেওয়া নেওয়া' মানুষের মুখের ভাষার অনুরূপ, আবার শিষ্টও। অহেতুক মানুষের মুখের ভাষা থেকে সরে যাওয়ার ইচ্ছাটা অশুভ, নিন্দনীয়। সুতরাং প্রমিত বাংলা গদ্যে (হোক তা চলিত) দেয়া, নেয়া বাদ দেওয়া উচিত। দেওয়া নেওয়া বাদ দিতে হবে এই দাবি অশুভ, নিন্দনীয়।

## গিয়েছে/গেছে

এই বই-এ 'গেছে' লেখা এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে, যদিও 'গেছে' অনুমোদিত। 'দিয়েছে'র 'পেয়েছে'-র অনুরূপ বিকল্প নেই ['দেছে'/'দিছে' বা 'পেছে'/'পিছে'(!) অনুমোদিত নয়], তাই সেটা লেখার প্রশ্ন ওঠে না, এবং নিয়মের ঐক্য রক্ষার জন্য 'গেছে' না-লিখে 'গিয়েছে' লেখা



www.pathagar.com

হয়েছে। তবে 'গেছে' কখনও লেখা যাবে না এমন নয়। সংলাপ, বক্তৃতা, আনুষ্ঠানিকতাবর্জিত চিঠিপত্র, গল্প-উপন্যাস-কবিতা, ইত্যাদিতে 'গেছে' অবশ্যই লেখা যেতে পারে।

## করবার/করার

করবার/দেবার/আনবার এবং করার/দেওয়ার/আনার অভিন্নার্থক। কোনটা ব্যবহার করব আমরা? প্রথম কথা হচ্ছে, একই লেখায় দুই ধরনের মধ্যে মিশ্রণ ঘটাবো না। 'করার' লিখলে আনবার নয়, 'আনার' লিখব। বিকল্প বর্জন করতে চাইলে করবার/দেবার/আনবার বর্জন করা সমীচীন। করবার/দেবার/আনবার এসেছে করিবার/দিবার/আনিবার থেকে। আর করার/ দেওয়ার/আনার এসেছে সরাসরি করা/দেওয়া/আনা-তে র যোগ হওয়ায়। দ্বিতীয় ধরনটি সরল।

তাছাড়া করা/দেওয়া/আনা-তে য় লাগিয়ে করায়/দেওয়ায়/আনায় তৈরি করা হয়, কিন্তু প্রথমোক্ত ধরনের ক্ষেত্রে তা হয় না, অথচ করায়/দেওয়ায়/আনায় তো আর কোনও ক্ষেত্রে বাদ দেওয়া চলে না।

দ্বিতীয় ধরনের সাথে করানোর/দেওয়ানোর/আনানোর সংগতিপূর্ণ, করাবার/দেওয়াবার/আনাবার তা নয়, এবং লক্ষণীয় যে করানো/দেওয়ানো/আনানো-এর সাথে র লাগিয়ে করানোর/দেওয়ানোর/আনানোর হয় কিন্তু করাবার/দেওয়াবার/আনাবার সেভাবে আসে না, আসে সাধু করাইবার/দেওয়াইবার/আনাইবার থেকে; অথচ করানো/দেওয়ানো/আনানো তো কোনও ক্ষেত্রে বাদ দেওয়া চলে না।

সুতরাং করার/দেওয়ার/আনার – এই ধরনটি বেশি গ্রহণযোগ্য এবং একই লেখায় একদিকে 'করার' লিখে অন্যদিকে 'বুঝবার' এবং 'বোঝাবার' লেখা ঠিক হবে না, লিখতে হবে 'বোঝার' এবং বোঝানোর – এই হচ্ছে গ্রহণযোগ্য নীতি।

## করে না, করেনি

অনেকে লেখেন 'করেনা', অর্থাৎ 'করে' ও 'না' একত্র করে লেখেন। 'না' আলাদা শব্দ। সুতরাং আলাদা করে লেখা উচিত। সুতরাং 'করে না'।

অনেক সময় এর উল্টাটি ঘটতে দেখা যায় 'করেনি'র ক্ষেত্রে, অর্থাৎ অনেকে 'করে' ও 'নি' আলাদা করে লেখেন। তাঁরা মনে করে থাকবেন অথবা মনে করার ভান করেন যে 'নি' আলাদা শব্দ সুতরাং আলাদা লিখতে হবে। কিন্তু 'নি' আলাদা শব্দ নয়। 'সে কি খেয়েছে?' – এই প্রশ্নের উত্তর শুধু 'নি' দিয়ে দেওয়া যায় না। উত্তরে বলা হয় – 'না', নয়তো 'খায়নি'; অর্থাৎ 'খায়' বাদ দিয়ে শুধু 'নি' চলে না। সুতরাং 'করেনি'র 'নি' আলাদা করে লেখা যাবে না।

কিন্তু "মেলা ফ্যাচফ্যাচ করিস নি", 'যাস নি বাছা...' প্রভৃতিতে 'নি' অর্থ স্রেফ নিষেধজ্ঞাপক 'না', সুতরাং এমন ক্ষেত্রে 'নি' আলাদা চলবে।

## বুঝানো শুনানো,
## নাকি বোঝানো শোনানো?

আমরা বোঝা শোনা লিখি (বুঝা শুনা নয়), অর্থাৎ ও-কার ব্যবহার করি, উ-কার নয়। সেই সূত্র অনুসরণে আমরা বোঝানো, শোনানো লিখব। বুঝানো শুনানো লিখব না। কিন্তু উল্টানো


www.pathagar.com

লিখব; 'উল্টা'/'উলটা' থেকে তো 'উল্টানো'/'উলটানো'-ই হয়; 'ওলটানো' হওয়ার কোনও কারণ নেই।

## কোন, কোনো, কোনও

"কৌতূহলী পাঠকের জন্য একটা তথ্য জানাইয়া রাখি, বিদ্যাসাগর মহাশয় 'কখনও' এবং 'কোনও' শব্দে ও স্বতন্ত্র রাখিতেন।" —বিজনবিহারী ভট্টাচার্য

'কোনটি তোমার প্রয়োজন'? — এমন একটি প্রশ্নের উত্তরে আপনি যখন বলতে চান 'যে কোনো একটি' তখন আপনি অনেক সময় লেখেন 'যে কোন একটি'। অনেকে সুপারিশ করেন 'কোনও' লেখার। এ সুপারিশটির পিছনে যথেষ্ট ভাল যুক্তি আছে। প্রশ্নের 'কোন'-এর সাথে 'ও' যুক্ত হয়েই হয়েছে উত্তরের 'কোনও' (যাকে অনেকে 'কোন' লেখেন, আবার অনেকে 'কোনো' লেখেন)। 'ও' যখন যুক্ত হয়েছে তখন 'কোন' লেখার কোনও কারণ নেই, লেখা উচিত হয় 'কোনো', না হয় 'কোনও'।

আবার 'ও' যুক্ত হলে যেহেতু সব সময় আমরা ও-কার (ো) দিই না, বরং 'ও' লিখি (যেমন আবারও, আমারও, তোমাদেরও) সেহেতু নিয়মের ঐক্যের জন্য লেখা উচিত 'কোনও'। একইভাবে 'আরও', (আরো নয়); 'এখনও', (এখনো নয়); 'কারও', (কারো নয়)।

শব্দের শেষে 'ই' যোগ করার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। 'এমনি, তেমনি', এমন কয়েকটি ব্যতিক্রম গ্রহণযোগ্য। 'এমনি' 'তেমনি' সবসময় 'এমনই', 'তেমনই' নয়, অনেক সময় 'এমনে' 'তেমনে', মানে অনেকটা 'এমনভাবে তেমনভাবে'। তেমন ক্ষেত্রে 'এমনই' 'তেমনই' লেখা ভুল হবে। যেমন 'তা' (='তাহা) অর্থে 'তাই' ব্যবহার করা হয়ে থাকে, 'সুতরাং' অর্থেও 'তাই'-এর ব্যবহার আছে; এবং সেরকম ক্ষেত্রে 'তাই'-কে 'তা-ই' লেখা ভুল। যেমন 'সত্য' অর্থে 'সত্যি' চলে। এই 'সত্যি' কিন্তু 'সত্য-ই' নয়। আরও এক রকমের 'এমনি', বা 'এমনি এমনি', আছে যা 'এমনই' থেকে আলাদা, তাকেও 'এমনই' বা 'এমনই এমনই' লেখার সুযোগ নেই।

'কোনো' বা 'কোনও' না লিখে 'কোন' লিখলেও বুঝতে পারা যায় না তা নয়। অনেকে খুব জোর দিয়ে বলেন 'কোন' লিখলেও বুঝতে পারা যায়। তর্ক করতে চাই না। কিন্তু ও-স্বর-যুক্ত উচ্চারণে আলাদা শব্দ আলাদা অর্থ যখন উদ্দেশ্য তখন ও বা ও-কার যোগে কোনও বা কোনো গ্রহণ করাই সমীচীন। 'কোনও' গ্রহণ করলে আমরা কিছু হারাবো না।

একজন লেখকের একটি বই-এ দেখা গেল তিনি 'যত তত কত অত ছিল' -কে 'যতো ততো কতো অতো ছিলো', 'বড় ভাল' -কে 'বড়ো ভালো', 'কেন যেন' -কে 'কেনো যেনো' লিখেছেন, অধিকন্তু 'বৃহত্তর অধিকতর' -কে 'বৃহত্তরো অধিকতরো' লিখেছেন কিন্তু কোনও/কোনো স্থলে 'কোন' লিখেছেন!

চলন্তিকা অভিধানের ২য় সংস্করণ (১৯৩৮) থেকে শুরু করে কোনও সংস্করণে (১৯৬২ পর্যন্ত) 'কোনো' 'কখনো' গৃহীত হয়নি, 'কোনও' 'কখনও' গৃহীত হয়েছে। বিজনবিহারী ভট্টাচার্য কোনও কখনও এখনও তখনও সমর্থন করেন তার পক্ষে উত্তম যুক্তি দেখিয়ে। বিজনবিহারী ভট্টাচার্য বলেন দুধো তামাকো শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন পুঁথির লিপিকারের পক্ষে অসম্ভব হত না বটে কিন্তু এখন দুধও তামাকও হয়ে থাকে। *(বভাস, পৃ. )*

আনন্দবাজার পত্রিকা ব্যবহার বিধি *বাংলা লেখক ও সম্পাদকের অভিধান* -এ 'কোনো' সমর্থন করার জন্য কেমন বাজে যুক্তি দেওয়া হয়েছে সেটা লক্ষণীয়। সেখানে লেখা হয়েছে :



www.pathagar.com

"কয়েকটি ক্ষেত্রে ... 'বাংলা কী লিখবেন কেন লিখবেন' বইয়ে গৃহীত নীতির সঙ্গে এই অভিধানের নীতির পার্থক্য আছে। ... কোনো ও কোনও এর মধ্যে প্রথমটিকেই অধিকতর সংগত মনে করি। 'কোনোই' বলে বাংলায় একটি শব্দ আছে। সেটি লেখার পক্ষে 'কোনওই' সুন্দর নয়। তবু 'কোনও' বানানকে আমরা বিকল্প হিসাবে গ্রহণ করেছি।" *(লেসঅ, পৃ. ১৪)*

'কোনোই' আবার একটা শব্দ, আর তাই নিয়ে এত মাথাব্যথা![*] 'কোনওই' অসুন্দর দেখালে এ জিনিশ না লিখলেই হয়। 'কোনোই/কোনওই' এমন কী হিরা-মুক্তা যে এটা ছাড়া চলবে না? দ্বিতীয়ত, 'কোনওই' সুন্দর না হলেও লেখা যায়। তৃতীয়ত, 'কোনও-ই' লিখলে (ও এবং ই -এর মধ্যে হাইফেন দিয়ে লিখলে) অসুন্দর দেখানোর ব্যাপারটা আর একদম থাকে না।

এতকিছুর পরেও আরও কথা আছে : তাঁরা কোনও-কে রাখলেন 'বিকল্প' হিশাবে, এমন তো প্রস্তাব করতে পারতেন যে শুধু কোনোই'র ক্ষেত্রে কোনো সীমিত থাকবে আর সাধারণভাবে কোনও ব্যবহার্য হবে! তাঁদের যুক্তি অনুসারেই এটা সংগত হত! এতে কি প্রমাণিত হয় না যে যাঁদেরকে আমরা অনেকেই মহা-বিশেষজ্ঞ মনে করি তাঁদের অনেকেই যুক্তি অনুসরণ করতে ব্যর্থ হন?

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর উদাহরণও লক্ষ্য করুন : কোনো'র অনুসরণে কালও -কে 'কালো' লিখলে আর কালই-কে 'কালি' লিখলে কী দশা হয়? তেমন আরও উদাহরণ: খুবই-কে 'খুবি' লিখলে কেমন ব্যাপার হবে।

## মত, মতো; হয়ত / হয়তো

বিভিন্ন শব্দের শেষে 'তো' যোগ হয় বা 'তো' বসে। যেমন 'আমি তো', 'সে তো'। অতীতে তো'র স্থানে 'ত' হত। সে-অনুযায়ী হয়ত সংগত ছিল। এখন 'ত' হয় না। 'হয়'-এর সাথে 'তো' বসলে 'ও'-কারটা লোপ পাওয়ার জোরালো কোনও কারণ নেই। সুতরাং 'হয়তো' লেখা উচিত, 'হয়ত' নয়।

'তার মতটা ভাল' এবং 'তার মত(তো) সুন্দর' – এই দুই ক্ষেত্রে উচ্চারণের পার্থক্য বোঝাতে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে 'ও'-কার যোগ করে 'মতো' লেখাই ভাল, সুতরাং নিয়ম হিশাবে গ্রহণযোগ্য। 'মতো' লেখায় কোনও নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না (কোনও প্রতিষ্ঠিত নীতি থেকে সরে আসা হয় না), সুবিধাই হয়, এবং লোকশান যদি কিছু হয়ও তা অতি সামান্য।

তবে আগে ত ছিল। সেটা ফিরিয়ে আনা উচিত বলে এখন অনুভব করা যাচ্ছে। সুতরাং : আমি ত; হয়ত। 'তো'-কে 'ত' করে নিলে আর হয়তো নয়, হবে হয়ত।

## কর, করো, কোরো, করিও, করান, করানো, করালো, করাবো, করাতো

'তিনি করান' এবং 'এটা করান(নো) দরকার' – এই দুই জায়গায় করান/করানো আলাদাভাবে উচ্চারিত হয়। উচ্চারণের সাথে মিল রেখে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ও-কার যুক্ত করাই শ্রেয়, সুতরাং

---

[*] তবে বাস্তব অবস্থা আরও করুণ–'আরোই' নিয়েও খুব মাথাব্যথা অনেকের। আরোই শব্দটা কার আবিষ্কার জানতে ইচ্ছা হয়। যা হোক, আরও হলে তার থেকে আরও-ই হবে, (আরোই নয়)। তেমনি কারও এবং কারও-ই।



www.pathagar.com

নিয়ম হিশাবে গ্রহণযোগ্য। নিয়ম হিশাবে গ্রহণযোগ্য এজন্যও যে এটা করলে কোনও প্রতিষ্ঠিত নিয়ম থেকে সরে আসা হয় না। তাই, লেখা উচিত 'এটা করানো দরকার'। 'করালো' 'করাবো' এবং 'করাতো' হওয়া দরকার। কিন্তু 'করাচ্ছ' হলেই চলবে।

অনেকের মতে নিত্য বর্তমান ও অনুজ্ঞা উভয় ক্ষেত্রে শেষের 'র'-এ ও-কার যুক্ত হওয়া উচিত। কিন্তু নিত্য বর্তমান ও অনুজ্ঞার পার্থক্য বোঝার সুবিধার জন্য শুধু অনুজ্ঞার ক্ষেত্রে র-এ ও-কার যোগ করার নীতি গ্রহণীয়। অর্থাৎ নিত্য বর্তমানে – *'তুমি এটা কর'*, 'তুমি যা কর তা অন্যায়' 'তুমি যেভাবে চল সেটা অনুচিত' ইত্যাদি, এবং সাধারণ অনুজ্ঞায় – *'তুমি এটা করো'* 'এভাবে চলো'। ভবিষ্যতে পালনীয় অনুজ্ঞায় *'তুমি এটা কোরো'*। একইভাবে, *'তুমি কেন'* (নিত্য বর্তমান), *তুমি কেনো* (সাধারণ অনুজ্ঞা), *তুমি কিনো* (ভবিষ্যতে পালনীয় অনুজ্ঞা), ইত্যাদি। অনুজ্ঞায় ও-কার-এর বিশেষ বিধানের পরে নিত্য-বর্তমানেও ও-কার-এর ফরমাশ অযৌক্তিক। উপকারী তো নয়-ই। বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞায় 'ও' থাকছে (যথা : যাও, খাও)। এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে ভবিষ্যতে পালনীয় অনুজ্ঞায় 'যেও খেও' ইত্যাদি লিখতে হবে ('যেয়ো' 'খেয়ো' নয়)। কাউকে দিয়ে কিছু করানো'র অনুজ্ঞা বোঝাতে লিখতে হবে করিও (করিয়ো নয়)। একইভাবে 'দেখিও', 'শুনিও' ('দেখিয়ো' 'শুনিয়ো' নয়)।

তবে হ্যাঁ আরও ও-কার প্রয়োজন আছে। ক্রিয়াপদের শেষ অক্ষরের আগে আ বা আ-কার থাকলে শেষ অক্ষর ও-কারযুক্ত লেখা ভাল সুতরাং উচিত, যেমন – যাবো আছো দাঁড়াবো করালো দেখাতো।

'লাখো মানুষের ঢল', 'হাজারো সমস্যা' – এধরনের প্রয়োগে লাখো হাজারো লিখতেই হবে [লাখও হাজারও লেখার সুযোগ নেই]।

## -তর, -তরো

'অবস্থা কেমনতরো?' এই প্রশ্নের জবাবে হয়তো বলা হয় 'সেখানে গিয়ে দেখি অবস্থা গুরুতরো'। এই -তরো [<তরহ্ (ফার্সি)] কিন্তু comparative-এর '-তর' নয়, সুতরাং '-তরো' হওয়া সমর্থনযোগ্য, comparative-এর '-তর'র সাথে প্রভেদ নির্দেশ করার জন্য।

'জড়' (জড়পদার্থ), এবং 'জড়ো' (-করা যেমন: জিনিশগুলি একখানে জড়ো করো) – এ দুইএর পার্থক্য দেখাতে শেষটিতে ও-কার গ্রহণীয়।

এমন ও-কার-গ্রহণে ঝাঁকে ঝাঁকে পঙ্গপালের মতো ও-কার আসে না – এটা খেয়াল করার মতো।

## লক্ষ/লক্ষ্য করা, উদ্দেশে/উদ্দেশ্যে

লেখ এবং লেখ্য -এর মধ্যে যে তফাৎ, পাঠ এবং পাঠ্য -এর মধ্যে যে তফাৎ, উদ্দেশে এবং উদ্দেশ্যে -র মধ্যে সেই তফাৎ।

কিন্তু এতকাল উদ্দেশ-এর স্থানে যে উদ্দেশ্য লেখা হয়েছে তা ডাহা ভুল নয় কারণ উদ্দেশ করা হয় এমন কিছু যা উদ্দেশ করার মতো, বা উদ্দেশ্য। তবু যথাস্থানে উদ্দেশ, উদ্দেশ্য লেখা হানিকর না হয়ে উন্নতিসূচক হলে তাই করা উচিত।

'লক্ষ্য' মানে 'লক্ষণীয়', goal, target। কিন্তু 'লক্ষ্য করা'ও ডাঁহা ভুল নয় কারণ যা উদ্দেশ্য – উদ্দেশ করার মতো – তাকে যেমন উদ্দেশ্য করি, তেমনি যা লক্ষ্য – লক্ষণীয় – তাই লক্ষ্য করি।



www.pathagar.com

'লক্ষ করা' গ্রহণ করায় সমস্যা দেখা দিয়েছে। যেখানে 'লক্ষ্য' লিখতে হবে সেখানে 'লক্ষ' লেখার মতো ভুলের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। লক্ষ'র স্থানে 'লক্ষ্য' লেখা ডাহা ভুল না হলেও যেখানে লক্ষ্য লেখা অবশ্য প্রয়োজনীয় সেখানে লক্ষ লেখা গুরুতরো ভুল। 'সে মিনারটাকে লক্ষ্য করে এগিয়ে চলল' – এই বাক্যে 'লক্ষ্য করে' হতেই হবে, 'লক্ষ করে' লিখলে গুরুতরো ভুল হবে। এইসব কারণে 'লক্ষ করা' লেখার নিয়ম বর্জনীয় বলে স্থির করতে হবে। লাখ অর্থে ছাড়া আর সর্বত্র 'লক্ষ্য' চালাতে হবে। তবে 'লক্ষণীয়' চলবে।

## কি, কী

অনেকে মনে করতে পারেন সংস্কৃত কিম্ থেকে উদ্ভূত, অতএব 'কি' – কী অচল। তাঁরা এমনও হয়তো মনে করবেন যে কী চালু করেছেন রবীন্দ্রনাথ, এবং রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধাচরণ বেশ একটা বাহাদুরির ব্যাপার। যেমন অনেকে 'ইতিমধ্যে ইতিপূর্বে অশুদ্ধ' এই ধুয়া তুলে তাই করেছেন। কিন্তু সত্য হল সংস্কৃত 'কীদৃক্', 'কীদৃশ' প্রভৃতি শব্দও 'কিম' থেকে আসা *(বা ব, পৃ. ৯৪)*; এবং রবীন্দ্রনাথের বহু আগ থেকেই 'কি' ও 'কী' উভয়ই চলে এসেছে। তবে রবীন্দ্রনাথই কী এবং কি দুইটি আলাদা অর্থে ব্যবহারের বিধান দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে কিছু বলা যাবেই না এমন নয়, কিন্তু অন্য অনেক ক্ষেত্রের মতো এ ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ উত্তম কাজই করে গিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে পিছুটান ক্ষতিকর হবে। আমাদের বোঝা উচিত 'কি' হচ্ছে প্রশ্নসূচক অব্যয় এবং 'কী' হচ্ছে প্রশ্নসূচক সর্বনাম। এ ব্যাপারটা খেয়াল না করে আমরা যেন দাবি না-করি যে 'কী' চলবে না।

## কিভাবে, এমনকি, কি কি, একি

কি এবং কী -এর তফাৎ অনুযায়ী কীভাবে, এমনকী, কী কী হওয়ার কথা; অনেকের বদ্ধমূল ধারণা যে তা না হলেই নয়। কিন্তু কী এবং কি -এর পার্থক্য স্বীকার করেও কিভাবে, এমনকি, কিসে কি কি বৈকি মেনে নেওয়া যায়; নিয়ম হতে পারে : কী অন্য শব্দে যুক্ত হলে, বা তার দ্বিত্ব হলে ঈ-কারের বদলে ই-কার হবে। সে জন্য আমরা লিখব কিকরে, কিরকম।

কী-এর ঈ-কার সুস্পষ্ট প্রয়োজনেই গ্রহণ করেছি। তা ছাড়া শুধু 'কী' বলতে আমরা উচ্চারণে স্বর দীর্ঘ করি, অন্য শব্দে যুক্ত হলে বা তার দ্বিত্বের বেলায় তা করি না।

অনেক অতি-উৎসাহী এতে রাজি হতে চাইবেন না। তাদের দৃষ্টিতে 'কিরকম' 'এমনকি' লেখা ভয়ানক অন্যায়। যে রবীন্দ্রনাথ ব্যাখ্যাসহ 'কী' প্রচলিত করেছিলেন তিনি 'এমন-কি' 'আর-কি' 'কিসে' লিখে গিয়েছেন।

'তোমাকে'র কে ও 'তুমি কে?' -এর কে তো একই বানানের। তোমাকে'র 'কে' যেমন 'তোমা'র সাথে মিলিয়ে লেখা হয় তেমনি 'কি' যদি তুমি'র সাথে সবসময় মিলিয়ে লেখা যেত ['তুমিকি খাও?'] তাহলে 'কী' দরকার পড়ত না, 'তুমিকি খাও' থেকেই 'তুমি কী খাও?' বুঝতে পারতাম। কিন্তু 'কি'র ব্যাপারটা 'কে'-এর মতো সরল নয়। এজন্যই আমাদের 'কী'-এর দরকার পড়েছে।

## বইয়ের, না বইএর (বা বই-এর)?

'বই'এর সাথে 'এর' যোগ করলে 'বইয়ের' হয় কিকরে? হঠাৎ করে য়-টি কোত্থেকে? বাড়তি নিয়ম, ব্যতিক্রম, ইত্যাদি যত কম থাকে ততই ভাল। সুতরাং বইএর (বা বই-এর) লেখা



www.pathagar.com

উচিত। তেমনি দু-একটি (দুয়েকটি নয়), বউএর/বউ-এর, (বউয়ের নয়), ধামরাই-এর, (ধামরাইয়ের নয়)। এ সত্ত্বেও 'গায়ের' লেখা চলবে কারণ 'গা' থেকে অনায়াসে 'গায়' হতে পারে এবং তার থেকে 'গায়ের'। তেমনি 'মায়ের' 'পায়ের' 'কয়েকটি' চলতে পারে। তবে 'মা-এর' 'পা-এর' ইত্যাদি হলেই ভাল। যারা রংয়ের, স্যামসাংয়ের ইত্যাদি লিখবে তারা অতি বড় আহম্মক কারণ 'রংয়ের', 'স্যামসাংয়ের' ইত্যাদির উচ্চারণ দাঁড়াবে রংইএর (=রংইয়ের), স্যামসাংইএর (স্যামসাংইয়ের) ইত্যাদি। এমন দুর্বুদ্ধি মানুষের মাথায় আসে কিকরে বুঝি না। ['yes yet yell yen'-এর উচ্চারণ স্মরণ করুন।] রবীন্দ্রনাথ Europe-কে বাংলায় য়ুরোপ লিখেছেন যার উচ্চারণ ইউরোপ। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে ক্রিয়া-পদের বর্তমানে পালনীয় অনুজ্ঞায় ও [যেমন খাও], সুতরাং ভবিষ্যতে পালনীয় অনুজ্ঞাতেও সংগত হবে ও [যেমন: খেও, খেয়ো-নয়]। অতিমাত্রায় য়-প্রীতি বাঞ্ছনীয় নয়।

## হ্রস্ব-স্বরের প্রাধান্য অযৌক্তিক

বর্তমানে বানানে বিকল্প বর্জনের একটি বহুল-আলোচিত সূত্র অনুযায়ী দীর্ঘস্বরযুক্ত বানান বর্জন করে হ্রস্বস্বরযুক্ত বানান গ্রহণ করতে হবে : যেমন ঊষা বর্জন করে উষা গ্রহণ। কিন্তু হ্রস্বস্বরের অগ্রাধিকারের উপকারিতা কী? কোনও সুবিধা নেই।

সুতরাং শ্রেণি পদবি পঙ্ক্তি পল্লি সূচি বিপণি সরণি যুবতি বেণি রজনি তরি তরণি বেদি মহি ধরণি অবনি ধমনি উষা উর্ণা উর্ণনাভ লহরি বল্লরি মঞ্জরি পেশি কিংবদন্তি গাণ্ডিব গণ্ডি নালি স্বাতি অটবি অরণ্যানি বৈতরণি মারি শাল্মলি প্লিহা বল্লি সারণি অন্তরিক্ষ নাড়ি শ্রোণি পাটিগণিত কিংকিনি ব্রততি অম্বরিষ অম্বুবাচি মৌলি বাপি অঙ্গুরি অবন্তি কুহেলি কুম্ভিলক রজনি সুরভি গ্রহণি দেহলি পুত্তলি প্রণালি ভেরি মল্লি শেফালি করোটি ওষধি পরিক্ষিৎ স্বয়ম্ভু জম্বুক ভঙ্গি মসি কুন্তি মালতি বীথি বানান বর্জন করে আগের দীর্ঘ-ঈ-কারযুক্ত এবং দীর্ঘ-উ-কার যুক্ত বানান গ্রহণীয়। কাহিনি রানি বন্দি চলবে না। কাহিনী রানী বন্দী চলবে। পরী চলবে।

## নং, তাং! ডাঃ! এ, এস, এম, শফিউল্লাহ্

অসুস্বার (ং), বিসর্গ (ঃ) ও কমা (,) দিয়ে সংক্ষেপ বোঝানো বাংলায় চালু আছে। এ অবস্থার পরিবর্তন করা যায়। ডট (.), শুধুমাত্র ডট দিয়ে, চালানো যায়। ইংরেজিতে তাই চালানো হয়। ইংরেজি থেকে আমরা কমা (,), কোলন (:), সেমিকোলন (;), ড্যাশ (–), হাইফেন (-), এমনকি প্রশ্ন-চিহ্ন (?) ও আশ্চর্য-চিহ্ন (!) পেয়েছি এবং ব্যবহার করছি।* ডট(.)-ও ইংরেজি থেকে নিলে দোষ হবে না। সুতরাং : ন. ; তা. ডা. ; এ. এস. এম. শফিউল্লাহ্।

## অনুচিত শব্দসংক্ষেপ

অনেক সময় খবরের শিরোনাম দেখা যায় এরকম : "*... উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মন্ত্রী জনাব 'ক' -এর ভাষণের পূর্ণ বিবরণ*"। একটু চিন্তা করলে দেখা যাবে এর অর্থ দাঁড়ায় মন্ত্রী জনাব ক-এর ভাষণের পূর্ণ বিবরণ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে। অথচ ভাষণের পূর্ণ বিবরণ অনুষ্ঠানে নয় বরং কথাটা হচ্ছে অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণের পূর্ণ বিবরণ। অর্থাৎ একটি প্রয়োজনীয় শব্দ, '*প্রদত্ত*' (বা '*দেওয়া*') বাদ পড়েছে। শিরোনামটি এরকম হওয়া উচিত ছিল : "*... উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মন্ত্রী জনাব 'ক' -এর প্রদত্ত (বা, দেওয়া) ভাষণের পূর্ণ বিবরণ*"। সংক্ষেপ করার আগ্রহে প্রয়োজনীয়

* বাংলা গদ্য-সাহিত্যের জনক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই চিহ্নগুলি বাংলায় চালু করেছিলেন।



www.pathagar.com

শব্দ বাদ দেওয়া চলে না, যদি ভাষার প্রতি সুবিচার করতে হয়। দুঃখ এই, কোনও মহলেই ত্রুটিমুক্ত বাংলার ধারণা স্বচ্ছ ও সুষ্ঠু নয়।

একটি দৈনিক খবরের কাগজে লেখা দেখেছি, *"দুষ্কৃতিকারীরা তাহাকে গুলী ও কোপাইয়া হত্যা করে।" 'কোপাইয়া*-র সাথে যে *'আইয়া'* আছে সেটা *গুলি*'-র সাথে খাপ খাবে? গুলি'র পরে করিয়া লেখা প্রয়োজন ছিল।

অবাঙালিরা যখন প্রয়োজনে বাংলা শেখে তখন দেখা যায় বাঙালিদের তুলনায় তারা ভাল বাংলা শেখে। অন্তত চীনা রেডিওর বাংলা অনুষ্ঠানের সাথে আমাদের দেশের রেডিও-টেলিভিশনের বাংলা অনুষ্ঠান তুলনা করলে এ কথাই মনে হবে।

আমাদের টেলিভিশনে দেখানো ও শোনানো হয় – "... *আতশবাজি, পটকাবাজি ও রং ছিটিয়ে ...*" ইত্যাদি। *'আতশবাজি, পটকাবাজি*'-র বিপরীতে একটি ক্রিয়া দরকার, কারণ *'আতশবাজি, পটকাবাজি ছিটিয়ে ...'* হতে পারে না। সুতরাং হওয়া উচিত ছিল *"... আতশবাজি ও পটকাবাজি করে এবং রং ছিটিয়ে ..."*। টেলিভিশন প্রয়োজনীয় 'করে' ক্রিয়াটি বাদ দিয়ে সংক্ষেপণের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে।

২৮/১২/৯৭ তারিখের 'রোববার'-এ 'আন তব বীণা আন' শিরোনামের লেখায় আছে : "... ১৮ বছর ধরে বিচ্ছিন্ন কূটনৈতিক সম্পর্কের সম্ভবত অবসান হতে যাচ্ছে।" লেখক আসোলে বোঝাতে চেয়েছিলেন কূটনৈতিক সম্পর্কের ১৮ বছর ব্যাপী বিচ্ছিন্নতার সম্ভবত অবসান হতে যাচ্ছে–সম্পর্কের অবসান নয়, সম্পর্কের বিচ্ছিন্নতার অবসান। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। তো সেভাবেই লিখতে হত!

টেলিভিশনের খবরে বলা হয় : "ক্ষমতায় থাকাকলে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যুর জন্য তাঁকে দায়ি করা হয়।" কে ক্ষমতায় থাকাকালে? 'লক্ষ লক্ষ মানুষ' ক্ষমতায় থাকাকালে কি? আসোলে 'তিনি' (একটি দেশের একজন সাবেক রাষ্ট্রনায়ক) ক্ষমতায় থাকাকালে। তাছাড়া, দায়ি করা হয় কখন? ক্ষমতায় থাকাকালে নাকি এখন? সুতরাং বলা উচিত ছিল এমন : "তিনি ক্ষমতায় থাকাকালে লক্ষ লক্ষ মানুষের যে মৃত্যু, তার জন্য তাঁকে দায়ি করা হয়।"

এমন অনাসৃষ্টি টেলিভিশনে হর-হামেশা ঘটানো হচ্ছে। এর চেয়ে অনেক বিদঘুটে ব্যাপারও হচ্ছে। "'সাবিহা'সহ সকল হত্যা ও ধর্ষণকারীর অবিলম্বে ফাঁসি চাই" – একটি স্লোগান লেখা হয়েছিল একটি সুপরিচিত সংগঠনের ফেস্টুনে। একজন বাংলা জানা বিদেশী এটা দেখলে মনে করবে 'সাবিহা' একজন ধর্ষণকারী যার ফাঁশিই হওয়া উচিত। অথচ 'সাবিহা'-ই হচ্ছে ধর্ষণ' ও হত্যা'র শিকার। 'হত্যা ও ধর্ষণকারী'র মানেই-বা কী? হতে হবে 'হত্যাকারীর ও ধর্ষণ-কারীর'। 'সাবিহাসহ' হলেও চলে না। "সাবিহা'র ও তার মতো অন্যদের হত্যা- ও ধর্ষণ-কারী যারা তাদের সকলের অবিলম্বে ফাঁশি চাই" – কথাটা এই।

টেলিভিশন-এ এও বলা হয়, *"... লঞ্চে আরোহণ ও অবতরণ..."*। লঞ্চে আরোহণ ঠিক থাকলে লঞ্চ থেকে অবতরণ হতে হবে। বলা হয়, *"... ঘাটে ভেড়া ও ছাড়া ...."*। *'ঘাটে ভেড়া'* ঠিক আছে, কিন্তু *'ঘাটে ছাড়া'* ঠিক নেই, *'ঘাট থেকে ছাড়া'* ঠিক। সুতরাং বলতে হত : "... ঘাটে ভেড়া এবং ঘাট থেকে ছাড়া... ।"

টেলিভিশন-এ এমনও বলা হয়, *"জলোচ্ছ্বাসে লক্ষ লক্ষ মানুষ নিহত এবং কোটি কোটি টাকার সম্পদের হানি ঘটে"*। নিহত-শব্দটির জন্য যে একটি ক্রিয়া – 'হয়' – দরকার সেটা কোথায়? *'নিহত ঘটে'* তো হতে পারে না। এটাই বা কেমন বাক্য? – *"গেরিলারা এক আকস্মিক আক্রমণে ২১ জন সৈন্যকে নিহত এবং গোলার আঘাতে একটি নৌযান ধ্বংস হয়"*। *"... ২১ জন সৈন্যকে নিহত হয়"* কি সংগত হয়? অথচ টেলিভিশনে এমনও বলা হয়।



www.pathagar.com

*"তাঁকে ... সমাহিত"* – বলা হয় টেলিভিশনে, যেখানে বলতে হত *"তাঁকে ... সমাহিতকরণ"*। বলা হয় : *"... (জনাব 'ক') তার মৃত্যুতে গভীর শোক এবং তার রূহের মাগফেরাত কামনা করেন"*। "শোক" "কামনা করেন"? আমি টেলিভিশনের এ দুর্গতি দেখে গভীর শোক প্রকাশ করছি এবং তার দ্রুত উন্নতি কামনা করছি।

টেলিভিশনে এ ধরনের বিভ্রাট নিয়মে পরিণত। এ ব্যাপারে রীতিমতো গবেষণা হতে পারে। কে এসব গলদ দূর করতে দায়িত্ব নেবেন? চিন্তার কথা, কারণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের একজন ভূতপূর্ব অধ্যাপকই তাঁর একটি প্রকাশিত প্রবন্ধের প্রথম অনুচ্ছেদেই লিখেছেন : "প্রচারকরা এ শ্রেণীর জনগণের জ্ঞাতিদের প্রলুব্ধ ও আকৃষ্ট ও উৎসাহ দানের...।" নিম্নরেখ আমার। হতে হবে "... প্রলুব্ধ ও আকৃষ্ট করার ও উৎসাহ দানের..."। অধ্যাপক মহোদয়ের লেখায় প্রয়োজনীয় 'করার' শব্দটি অনুপস্থিত। দুর্ভাগ্য, এ ধরনের কাণ্ড অনভিপ্রেত কুপ্রভাব সৃষ্টি করছে।

## অপপ্রয়োগ : -জনিত, -সহ এবং অন্যান্য

বাংলা একাডেমী অপপ্রয়োগের উপর পুস্তক প্রকাশ করল কিন্তু তাতে অপকার ছাড়া উপকার হওয়ার মতো তেমন কিছু পাওয়া গেল না। আমাদের গণমাধ্যমে এমনটি লেখা/বলা হয় – *"তিনি নির্মমভাবে নিহত হন"*। *'তাঁকে নির্মমভাবে নিহত/হত্যা করা হয়'* বললে ঠিক হয়। আবার *'তিনি মর্মান্তিকভাবে নিহত'* হতে পারে।

ছাত্রদের সহায়তার জন্য যদি কোনও অনুষ্ঠান প্রচার করা হয় এবং তাকে যদি বলা হয় *'ছাত্রদের সহায়তাজনিত'* অনুষ্ঠান, তাহলে? *'পুলিশ সন্দেহজনকভাবে তাকে আটক করে'* – এ বাক্যটিতে *'সন্দেহজনকভাবে'* কথাটির প্রয়োগ সন্দেহজনক নয় কি? মানুষ চিকিৎসাজনিত কারণে ডাক্তারখানায় যায়, নাকি চিকিৎসার জন্য ডাক্তারখানায় যায়? জন্য এবং জনিত গুলিয়ে ফেলা হয়। এটা দুঃখজনক। বেশি দুঃখজনক এজন্য যে গুরুত্বপূর্ণ গণমাধ্যমেও এ অবস্থা হয়ে থাকে। টেলিভিশনে বলা হয় (খবরে) : *"আশঙ্কাজনিত ঘূর্ণিঝড়"*! উচ্চপদস্থ সরকারি আমলার স্বাক্ষরিত চিঠিতে লেখা থাকে : *"নিরাপত্তাজনিত কারণে ..."*, যেখানে বোঝাতে চাওয়া হয় *নিরাপত্তার প্রয়োজনে* বা *নিরাপত্তার জন্য* বা *নিরাপত্তার স্বার্থে*। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

গ্রাম্য অশিক্ষিত মানুষ গ্রাম্য/কথ্য বলে বটে কিন্তু শিক্ষিত মানুষ হরদম অশুদ্ধ লেখে/বলে, ভাষাকে দূষিত করে।

*"... বৃটিশ হাইকমিশনার সহ পাঁচজন পুলিশ আহত ..."* – এমন কথা শুনতে পাওয়া যায় টেলিভিশনে। কিন্তু বৃটিশ হাই কমিশনার পুলিশ নন, সুতরাং "... বৃটিশ হাই কমিশনার এবং পাঁচজন পুলিশ আহত..." হতে হবে।

গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পত্রেও এমন অপপ্রয়োগ দেখা যায় : *'নিম্নস্বাক্ষরকারী আদিষ্ট হইয়া'* দিয়ে শুরু করে বাক্য শেষ করা হয় *'অনুরোধ করা যাইতেছে'* দিয়ে। অথচ *'নিম্নস্বাক্ষরকারী আদিষ্ট হইয়া ... অনুরোধ করিতেছেন'* হতে হবে।

যাঁরা সরকারি চিঠিপত্রের সাথে পরিচিত তাঁরা জানেন সরকারি/আধা-সরকারি দপ্তরাদিতে চিঠি/স্মারক-এ লেখা হয় : *"... পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই আদেশ বলবৎ থাকিবে"* – ইত্যাদি। এতে সরকারি কাজ ভালই চলে কিন্তু ভাষার পক্ষে দুর্গতি ঘটে। যদি এমন লেখা হয় : *"এ ব্যাপারে ভিন্নরূপ (বা ভিন্নতরো) আদেশ না হওয়া পর্যন্ত এ আদেশ বলবৎ থাকবে"* তা হলে নিসন্দেহে অনেক ভাল হয়।



www.pathagar.com

## 'এর', 'কে' ইত্যাদি আলাদা লিখতে পারা

This is to certify that Md. Aminul Islam, son of Md. Nurul Islam of village Khajuria in Barisal district, is known to me. । ইংরেজিতে এমন একটি বাক্য নির্ঝঞ্ঝাট, এর গঠনে কোনও সমস্যা নেই। এমন বক্তব্য বাংলায় লিখতে গেলে দেখা দেয় সমস্যা, যার সমাধান না করে ভান করা হয় যেন কোনও সমস্যা নেই। উপরের ইংরেজি বাক্যটির বাংলা করা হয় সাধারণত এভাবে :

আমি প্রত্যায়ন করছি যে মো. আমিনুল ইসলাম, পিতা মো. নূরুল ইসলাম, গ্রাম খাজুরিয়া, জিলা বরিশাল আমার পরিচিত।

যা ইংরেজি বাক্যটির মতো গঠনের দিক দিয়ে নির্ঝঞ্ঝাট নয়। *"... আমার পরিচিত"*-এর স্থানে *"-কে আমি বহুদিন ধরে চিনি"* লিখতে গেলে বিভ্রাট আরও বেড়ে যাবে। সমস্যাটা বর্ণনা দিয়ে বোঝানোর চেয়ে বিকল্প গঠনে কথাগুলি লিখে বুঝতে সাহায্য করা সহজ হবে। সেটা এই :

আমি প্রত্যায়ন করছি যে বরিশাল জেলার খাজুরিয়া গ্রামের মো. নূরুল ইসলামের ছেলে মো. আমিনুল ইসলাম আমার পরিচিত।

লক্ষ্য করুন এই শেষের বাক্যটির গঠনে যে যৌক্তিক পরম্পরা বা যোগাযোগ আছে ইংরেজি বাক্যটিতে বস্তুত তার কোনও অভাব নেই। বাংলা কথাটা আরও এক বিন্যাসে লিখে প্রথম বাক্যটির সমস্যা বুঝতে সাহায্য করা যায়। তা এরকম :

আমি প্রত্যায়ন করছি যে মো. আমিনুল ইসলাম, যার পিতা মো. নূরুল ইসলাম, যার গ্রাম খাজুরিয়া ও জেলা বরিশাল – আমার পরিচিত।

এ বাক্যটি একটু জটিল মনে হলেও গঠনের দিক দিয়ে সংগত-ই।

*'সচিব, অর্থবিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অবগতির জন্য'*। সচিবের অবগতির জন্য, কিন্তু *'এর'* গিয়ে লাগল *'মন্ত্রণালয়'*-এর সাথে। ইংরেজিতে এ কথাগুলি লেখা হলে তেমন বিভ্রাট ঘটে না। যেমন : For information of the Secretary, Finance Division, Ministry of Finance। ত্রুটিহীন করে বাংলায় কথাগুলি লেখা যায় এভাবে : *'অর্থমন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের সচিবের অবগতির জন্য'*। এভাবে না লিখতে পারার কোনও কারণ নেই। কিন্তু এভাবে লেখা হয় না, কারণ ইংরেজির অযৌক্তিক অনুসরণ – ইংরেজির পরম্পরা রক্ষার চেষ্টা করা কিন্তু তাতে যে বিভ্রাট ঘটে সে দিকে চোখ বন্ধ করে থাকা।

সমস্যাটা স্বীকার করা দরকার এবং সমাধান নিশ্চয়ই বার করা যায়, যেমন উপরে দেখলাম। সমাধানের আরও একটি উপায় আছে; ধরুন যদি এরকম লেখা হয় : *"সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, -এর অবগতির জন্য"*, তাহলে দেখা যাচ্ছে *'অর্থ মন্ত্রণালয়'* থেকে *'এর'* আলাদা করা হয়েছে, তার পিছনে হাইফেনও লাগানো হয়েছে, তার আগে মন্ত্রণালয়ের পরে একটা কমা-ও দেওয়া হয়েছে এবং কমার পরে একটু স্পেস-ও ছাড়া হয়েছে। এটা নিয়ম হিশাবে গ্রহণ করা যায়।

*'-এর'* -কে আলাদা করে লেখার আরও কারণ আছে। এ লেখায় আমি বহু জায়গায় *'-এর'* আলাদা করে লিখেছি। '-এর' আলাদা লেখা যাবে এটা স্বীকার করে নেওয়া দরকার।

যেক্ষেত্রে *'সচিবের'*-এর স্থানে *'সচিবকে'* বলার দরকার পড়ে সেক্ষেত্রেও একই রকম সমস্যা, এবং উপরের আলোচনা থেকে এ সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত যে *'-কে'* আলাদা করে লিখতে পারলে সমস্যার একটা সমাধান হবে। উদাহরণ : *"সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, -কে সভায় উপস্থিত থাকার অনুরোধ করা হচ্ছে"*। তা না হলে লিখতে হবে



www.pathagar.com

*"সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সচিবকে সভায় উপস্থিত থাকার অনুরোধ করা হচ্ছে।"* তাতেও বাক্য সুষ্ঠু হবে এবং সরকারি চিঠিতে/স্মারকে এমনটা না লিখতে পারার কোনও সংগত কারণ থাকতে পারে না।

# ণত্ব ও ষত্ব বিধান, সন্ধি

## কার্তিক বার্তা ইত্যাদি

"যদি শব্দের ব্যুৎপত্তির জন্য আবশ্যক হয় তবেই রেফের পর দ্বিত্ব হইবে। যথা, 'কার্ত্তিক, বার্ত্তা, বার্ত্তিক'। অন্যত্র দ্বিত্ব হইবে না, 'অর্চনা, মূর্ছা, অর্জুন, কর্তা, কর্দম, অর্ধ, ঊর্ধ্ব, কর্ম, কার্য, সর্ব'।"

পাঁচজন বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রণীত *বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ* বইটিতে যত ভুল ও বিভ্রাট আছে তা সম্বন্ধে লিখে শেষ করা সহজ ব্যাপার নয়।

ঐ বই-এর ভূমিকার শেষ অংশে *(পৃ. ১২)* তাঁরা লিখেছেন : 'শুদ্ধাশুদ্ধি'। শুদ্ধ হবে : শুদ্ধ্যশুদ্ধি (শুদ্ধি+অশুদ্ধি)। এরপর 'রেফের পরে দ্বিত্ব বর্জন' প্রসঙ্গে তাঁরা উল্লেখ করেছেন "'অর্চনা' 'মুর্ছা', 'অর্জুন', 'কর্তা', 'কার্তিক', 'বার্তা', 'কর্দম'..." ইত্যাদি শব্দ *(পৃ. ১৪)*। কিন্তু এসবের মধ্যে 'কার্তিক' ও 'বার্তা – এই শব্দদুটির ক্ষেত্রে দ্বিত্ব বর্জন অন্যগুলির মতো একই নিয়মে সম্ভব নয় কারণ 'কার্তিক' [শুদ্ধ হবে 'কার্ত্তিক'] এবং 'বার্তা' [শুদ্ধ হবে 'বার্ত্তা'] এসেছে যথাক্রমে 'কৃত্তিকা' এবং 'বৃত্ত' থেকে, যাতে ত-এর দ্বিত্ব আছে স্বাভাবিক-ভাবে। 'কৃত্তিকা' এবং 'বৃত্ত' -এর ত-এর দ্বিত্ব বাদ দেওয়া যায় না তাই 'কার্ত্তিক' এবং 'বার্ত্তা' থেকে দ্বিত্ব অন্তত 'রেফের পরে দ্বিত্ব বর্জন'-এর নিয়মে বাদ দেওয়া চলে না।

সংস্কৃতে অর্চনা অর্জুন কর্তা কর্দম ইত্যাদি শব্দে রেফের নিচের এবং র-এ-যুক্ত ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব বিকল্পে সিদ্ধ করা হয়েছিল [প্রথমত দ্বিত্ব ছিল না] কিন্তু আমরা এমনই গাড়ল যে কঠিন বিকল্পটি গ্রহণ করেছিলাম, যা মাত্র অল্পকাল আগে বর্জন করতে শুরু করেছি। আর যখন শুরু করেছি তখন একটু আগ বেড়ে এমন শব্দ ধরেও টান দিয়েছি যেগুলিতে দ্বিত্ব বর্জন ব্যাপারটা সাধারণের মতো ন্যায়সংগত নয়। 'কার্তিক' এসেছে 'কৃত্তিকা' থেকে, 'বার্তা' 'বার্তিক' এসেছে 'বৃত্ত' 'বৃত্তি' থেকে। কৃত্তিকায় বৃত্তি-তে ও বৃত্ত'য় যে ত-এর দ্বিত্ব, তা কার্তিকে বার্তিকে ও বার্তায় বাদ দেওয়া অবশ্যই সহজ-সিদ্ধ নয়। 'ঈর্ষা' (ইরস্যা থেকে) এবং 'বার্ধক্য' (বৃদ্ধ থেকে) সম্বন্ধে একই কথা। কার্তিক বার্তা বার্তিক বার্ধক্য ইর্ষা ইত্যাদিতে যে দ্বিত্ব ছিল তা সমীকরণের নয়, মূল শব্দ থেকে আসা, যাতে দ্বিত্ব আছে একেবারে মৌলিকভাবে: কৃত্তিকা বৃত্ত বৃত্তি বৃদ্ধ ও ইরস্যা -এর একটি করে 'ত্', দ্ ও 'য্' শব্দের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এসব শব্দ কার্ত্তিক বার্ত্তা বার্ত্তিক বার্দ্ধক ঈর্ষ্যা হলেই ব্যাকরণসম্মত হয়। পত্র পুত্র অভ্র সম্বন্ধেও তাই, ব্যুৎপত্তির কারণে এগুলির ব্যাকরণসম্মত রূপ হওয়ার কথা পৎত্র পুৎত্র অব্ভ্র। রাজশেখর বসু লিখেছেন, "'পুত্র' প্রয়োগসিদ্ধ কিন্তু ব্যাকরণসম্মত নয়।" অভিধান খুলেই পাওয়া গেল পত্র= পত্+ত্র। অতএব পত্র নয় শব্দটি পৎত্র/পত্র হওয়ার কথা। আমার বিশ্বাস একই নিয়মে মিত্র অত্রি এবং ভ্রাতৃ হওয়ার কথা (মিত্র অত্রি ভ্রাতৃ স্থানে, কারণ এদের গঠন যথাক্রমে মিদ্+ত্র, অদ্+ত্রি এবং ভ্রাজ্+তৃ)। আরও একটি শব্দে ব্যাকরণ-সম্মত ব্যঞ্জন-দ্বিত্ব বর্জিত হয়ে আছে–বাগ্মী, যা বাগ্গ্মী [<বাক্+গ্মিন্] হওয়ার কথা।

কেউ কেউ বলেছেন পাণিনিও স্বয়ং নাকি কার্তিক বার্তিক বার্তা পত্র পুত্র অভ্র ইত্যাদি শব্দে ব্যঞ্জনের যে দ্বিত্ব হওয়ার কথা তার বর্জন বিকল্পে সিদ্ধ হবে বলে বিধান দিয়েছেন।



www.pathagar.com

হতে পারে, এটা নিশ্চিত যে এই শব্দগুলির ক্ষেত্রে দ্বিত্ব ছিল প্রাথমিকভাবে তো বটেই, আবশ্যিকভাবেও, তা সত্ত্বেও বিকল্পে দ্বিত্বর্জন সিদ্ধ করা হয়েছিল। সহজতার জন্য উক্ত শব্দগুলিতে বর্ণদ্বিত্বের বর্জন মানা যেতে পারে। বিশেষত পত্র পুত্র বার্ধক্য ঈর্ষা অভ্র মিত্র অত্রি ভ্রাতৃ অনেক আগেই গৃহীত হয়ে আছে। এবং আমার মতে ঊর্ধ্ব-স্থানে ঊর্ধ মেনে নেওয়া উচিত। 'ঊর্ধ্ব'য় রেফ-এর পরে ধ্ব, কিন্তু আগে ছিল 'দ্ধ্ব', তার থেকে দ বাদ যাওয়াতে রেফের পরে ব্যঞ্জন-ত্রিত্ব গেল, কিন্তু এখনও ব্যঞ্জন-দ্বিত্ব আছে। এখন ব বাদ দিলে আর দ্বিত্ব থাকে না। কৃত্তিকা থেকে কার্তিক মেনে নিতে পারলে ঊর্ধ্ব থেকে ঊর্ধ মেনে নিতে অসুবিধা কোথায়?

## উপসর্গ কয়টি ও কি কি

উপসর্গ ২০-টি – এমনটা বেশ চালু আছে। তাদের মধ্যে একটি হচ্ছে 'উৎ' – এমনও বেশ চালু। আসোলে উৎ নয়, উদ্ উপসর্গ। ণত্ব-ষত্ব-বিধানে ও সন্ধিতে উপসর্গের ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ। ধাতু প্রকৃতি প্রত্যয় প্রাতিপদিক বিভক্তি প্রভৃতিও গুরুত্বপূর্ণ। তা সত্ত্বেও আমরা ব্যাকরণে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংজ্ঞার উল্লেখ ও আলোচনা পরিহার করেই চলব। এখানে শুধু উপসর্গগুলি কি কি তা উল্লেখ করছি। সেগুলি হচ্ছে – প্র, পরা, অপ, সম্, অনু, অব, নিস্, নির, দুস্, দুর্, বি, আঙ্, নি, অধি, অপি, অতি, সু, উদ্, অভি, প্রতি, পরি, উপ – মোট ২২-টি। *(পাশশা, )*

'নিস্তার শব্দে উপসর্গ হচ্ছে 'নিস্'। আমার বিশ্বাস নিস্তরঙ্গ নিস্তেজ শব্দেও, এবং নিষ্কম্প শব্দেও, নিস্ উপসর্গ; এবং দুস্তর শব্দে দুস্ উপসর্গ।

## ণত্ব বিধান

সংস্কৃত শব্দে ণত্ব-বিধান প্রসঙ্গে ধারা-১-এ তাঁরা লিখেছেন – "'ট' বর্গীয় বর্ণের সাথে কেবল 'ণ' হয়।" অতঃপর " 'ত' বর্গীয় বর্ণের আগে কখনো 'ণ' যুক্ত হয় না, কেবল 'ন' হয়।"

কথাটা হল – ণ/ন-এর মধ্যে কেবল ণ ট-বর্গীয় এবং কেবল ন ত-বর্গীয় বর্ণে যুক্ত হতে পারে।

ধারা-২-এ লিখেছেন – "'ঋ' 'র' 'ষ' -এর পরে 'ণ' বসে। যেমন – ঋণ, তৃণ, ঘৃণ্য, বর্ণ, বিকীর্ণ, ভীষণ, বিষাণ, লক্ষণ ইত্যাদি।"

নিয়ম হচ্ছে : ঋ/র/ষ্-এর অব্যবহিত পরে একই পদের মধ্যে ণ/ন্-এর মধ্যে কেবল ণ বসতে পারে, ন কখনও নয়।

উদাহরণ হিশাবে তাঁদের দেওয়া প্রথম পাঁচটি শব্দ যথাযথ হলেও পরের তিনটি শব্দ বেঠিক, কারণ 'ভীষণ'-এ অ-কার-এর পরে [ষ্+অ =ষ], 'বিষাণ'-এ আ-কার-এর পরে [ষ্+আ=ষা] এবং 'লক্ষণ'-এ অ-কারের পরে [ক্ষ্+অ =ক্ষ=ক্ষ] 'ণ' বসেছে। আটটির মধ্যে তিনটি উদাহরণ ভুল–৩৮% প্রায়। [ভীষণ বিষাণ লক্ষণ শব্দ তিনটি এর পরের নিয়মটির আওতায় উল্লেখ্য।] অরুণ আহরণ ক্ষণ প্রাণ দূষণ ঘ্রাণ ত্রাণ প্রমাণ মিশ্রণ শ্রেণী রণ ভাষণ প্রভৃতিও এই নিয়মের আওতায় পড়ে না। এ ধরনের শব্দ প্রাণভরে উল্লেখ করা যাবে পরের নিয়মটির উদাহরণ হিশাবে।


www.pathagar.com

সঠিক উদাহরণ হিশাবে আরও উল্লেখ করা যায় (ঋ-এর পরে) মৃণাল মসৃণ তৃণ, (র্-এর পরেঃ) বিস্তীর্ণ জীর্ণ চূর্ণ তূর্ণ কীর্ণ শীর্ণ দীর্ণ পূর্ণ কর্ণ পর্ণ, (ষ্-এর পরেঃ) তীক্ষ্ণ তৃষ্ণা বিষ্ণু কৃষ্ণ সহিষ্ণু জিষ্ণু।

এর পরের ধারাটিতে লিখেছেন—"'ঋ' 'র' 'ষ' -এর পরে স্বরবর্ণ, ক-বর্গীয় বর্ণ, প-বর্গীয় বর্ণ, 'য', 'অন্তঃস্থ ব', 'হ' অথবা অনুস্বার থাকলে 'ণ' হয়। যেমন – চরণ, হরিণ, রেণু, সৃক্কণী, কৃপণ, অর্পণ, নির্বাণ, লক্ষ্মণ, প্রয়াণ, ম্রিয়মাণ, ব্রাহ্মণ, গ্রহণ, মৃণাল, ক্ষুণ্ণ, বৃংহণ ইত্যাদি।"

'নিয়ম'টা হচ্ছে এমন : ঋ/র্/ষ্ -এর পরে একই পদের মধ্যে যে কোনও স্বরবর্ণ, ক-বর্গীয় বর্ণ, প-বর্গীয় বর্ণ, আঙ্, য, অন্তঃস্থ ব, হ এবং ং যে কোনও সংখ্যায় থাকুক, তার ব্যবধানে ন ণ-এ পরিণত হবে।

উদাহরণ হিশাবে তাঁদের দেওয়া শব্দগুলির মধ্যে 'নির্বাণ' ও 'প্রয়াণ' এই নিয়মের আওতায় উল্লেখ্য নয়; যে নিয়মের আওতায় উল্লেখ্য তা পরে আসছে। এবং মৃণাল প্রথম নিয়মটির আওতায় উল্লেখ্য কারণ ঋ-কারের অব্যবহিত পরে ণ হয়েছে।

এর পরের ধারায় তারা লিখেছেন – "সমাসবদ্ধ শব্দে পূর্বপদে 'ঋ' 'র' 'ষ' থাকলে পরপদের 'ন' 'ণ'-এ রূপান্তরিত হয় না। যেমন –সর্বনাম, বরানুগমন, ত্রিনয়ন, দুর্নাম, দুর্নিবার, দুর্নীতি ইত্যাদি।"

এই নিয়ম অনুসারে 'বীরাঙ্গনা দুর্নম্য, হরিনাম, অহর্নিশ' শুদ্ধ। নিয়মটি হচ্ছে : এক পদে ঋ র্ ষ্ থাকলে [অথবা বলা যায় – ণত্বের নিমিত্ত থাকলে] পরের পদের ন সাধারণত ণ হয় না।* আরও উদাহরণ – বৃষযান হবিষ্পান অদ্রিনাথ গিরিনন্দিনী স্বর্ভানু রঘুনন্দন হরিনন্দী হরিনন্দন অগ্রনেতা দুরন্বয় দুর্নিমিত্ত দুর্নিরিক্ষ্য নিরন্ন নির্নিমেষ নিষ্পন্ন পরনিন্দা পরান্ন ময়ূরনৃত্য দীর্ঘনয়না ক্রমান্বয় চিত্রভানু চারুনেত্রা ভূঙ্গানাদ বারিনিধি।

ঠিক আছে। কিন্তু এরপর ব্রাকেটে লিখেছেন "সমাস সত্ত্বেও কতগুলি শব্দে 'ন'-এর স্থলে 'ণ' হয়" এবং উদাহরণ হিশাবে অন্যান্য শব্দের সাথে অগ্রহায়ণ, রামায়ণ, শূর্পণখা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তাঁরা বলেননি যে, এগুলি নামশব্দ/সংজ্ঞা (মাসের পুস্তকের ও ব্যক্তির নাম) বলে একপদ বলে বিবেচিত হওয়ায় এগুলিতে ণত্ব হবে। নিয়মটা হচ্ছে : ণত্বের নিমিত্ত আগের পদে থাকলেও পরের পদের ন ণ হবে যদি শব্দটি সংজ্ঞা বোঝায়। একই কারণে খরণস খুরণস অক্ষৌহিণী উত্তরায়ণ নারায়ণ দাক্ষায়ণী প্রভৃতিতে ণ।* এই নিয়ম অনুসারে সর্বণাম হওয়ারই কথা কিন্তু সর্বনাম হয়, যা নিপাতনে সিদ্ধ। সংজ্ঞা [রাবণ-এর বোন] না হলে শূর্পনখা/শূর্পনখী হবে। খরণস দৈত্যবিশেষের নাম। কিন্তু খরনসা নারী [ণত্ব নয়]। সর্বাঙ্গীণ-এ ণ, কারণ সর্বাঙ্গ'র সাথে ঈন যোগে সর্বাঙ্গীণ হয়েছে সুতরাং একক পদ বলে বিবেচিত হবে।

এইমাত্র আলোচিত নিয়ম অনুযায়ী শরবন ইক্ষুবন আম্রবন শুদ্ধ হওয়ার কথা তো! কিন্তু আসোলে শুদ্ধ হবে শরবণ ইক্ষুবণ আম্রবণ। ইক্ষুবাহন শরবাহন শুদ্ধ হওয়ার কথা, কিন্তু শুদ্ধ হবে ইক্ষুবাহণ শরবাহণ; তা বলে ইন্দ্রবাহণ শুদ্ধ হবে-না। শুদ্ধ হবে ইন্দ্রবাহন।

বিশেষ নিয়ম : প্র, পূর্ব, অপর + অহ্ন = প্রাহ্ণ, পূর্বাহ্ণ, অপরাহ্ণ। কিন্তু পরাহ্ন [ণত্ব নয়]।

বিশেষ নিয়ম : অগ্র, গ্রাম + নী = অগ্রণী, গ্রামণী

---

* তবে আরেকটি ব্যাপার : *ব্যাকরণ-কৌমুদী*তে বলা আছে 'পর, পার, উত্তর, চান্দ্র, রাম, নার বা নারা' শব্দের পরবর্তী 'অয়ন' শব্দের দন্ত্য-ন মূর্ধন্য-ণ হয়। তবে ণত্ব-বিধানে এমন কিছুই নেই যাতে রূপায়ন গৃহায়ন নগরায়ন ইত্যাদিতে ন-এর বদলে ণ হতে হবে, এবং প্রাঙ্গন না হয়ে প্রাঙ্গণ হবে এমন কোনও নিয়ম পাওয়া না। যাঁরা প্রাঙ্গণ ফরমাশ করেন তাঁরা অজ্ঞতাবশত তা করেন।



www.pathagar.com

প্র, পরা, পরি, নির প্রভৃতি উপসর্গের পরে কোন সব ক্ষেত্রে ণ হয় বা হয়-না তা পরিষ্কারভাবে তাঁদের বই-এ বলা হয়নি।

তাঁরা বলেছেন 'প্রনষ্ট'-তে ণত্ব হবে না, কিন্তু 'প্রণাশ'-এ যে ণত্ব হবে তা উল্লেখ করেননি এবং 'প্রনষ্ট'র ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমের সূত্রটিও উল্লেখ করেননি।

এবারে ণত্ব-বিধানের বাদবাকি নিয়মগুলি উল্লেখ করা যাক।

## ণত্ব-বিধান: পদের অন্তে স্থিত ন [ন্]

রূপবান্, শ্রীমান্ কখনও রূপবাণ্, শ্রীমাণ্ হয় না, অথচ বক্ষ্যমাণ প্রতীক্ষমাণ সঞ্চরমাণ প্রসরমাণ অঙ্কুরায়মাণ ইত্যাদিতে ণ লাগবেই।

পুত্রবান্ দৌহিত্রবান্ চরিত্রবান্ চক্রীবান্ কক্ষীবান্ বীর্যবান্ লক্ষ্মীবান্ ঐশ্বর্যবান্ ঔদার্যবান্ স্পৃহাবান্ দ্রব্যবান্ ক্ষমাবান্ দ্বারবান্ গরীয়ান্ ইরাবান্ সারবান্ চর্মবান্ শৃঙ্গাবান্ শ্রীমান্ ইত্যাদি শব্দে কখনও ণ হবে না।

যখন বলা হয় "হে মিষ্টভাষিন্, "হে পুষন্", "হে অর্যমন্," "হে ব্রহ্মন্!" "হে সুশর্মন্", "হে সর্বসাক্ষিন্," "হে বিশ্বসংহারিন্", "হে খড়্গাধারিন্" – তখন সাধারণত উল্লিখিত সূত্র অনুযায়ী ণ হওয়ার কথা থাকলেও তা কিন্তু হয়-না।

মৃন্ময় ইষন্মাত্র হরিন্মতি ক্ষুন্নিবৃত্তি শরন্নিশা বৃহন্নলা বৃহন্মনা মরুন্নিভ সুহৃন্মাত্র বৃহন্মন্ত্র ইত্যাদি শব্দে মূর্ধন্য-ণ হয় না।

কেন, তা আমাদের দেখা দরকার।

এসবের কারণ হল এই নিয়মটি: পদের অন্তে স্থিত ন কখনও ণ হবে না। উল্লিখিত উদাহরণগুলিতে পদের অন্তে ন, কারণ ন হস্‌যুক্ত (ন্)। হস্‌যুক্ত না হলে পদগুলি অকারান্ত হত অর্থাৎ অন্তে অ হত এবং ন না হয়ে তখন ণ হত। যেমন মৃন্ময়-এ ন, কারণ সন্ধির নিয়মে মৃদ্-এর দ্ ন্ হয়, ন্ স্বরান্ত নয়, সুতরাং ণত্ব চলবে না।

একটি বই-এ দেখা গেল শুধু 'মৃন্ময়'-এর জন্য একটি আলাদা 'সূত্র' খাড়া করা হয়েছে এরকম – "ময়ট্ (ময়)-এর আগে "ত্ স্থানে যে 'ন্' হয় তা মূর্ধন্য ণ হবে না। মৃন্ময় (মৃদ্+ময়)।" আরও লক্ষ্য করুন – "ত্ স্থানে", অথচ "মৃদ্+ময়" -এর মধ্যে ত্ নেই, আছে দ্।

দুর্ভাগ্য যে এই গুরুত্বপূর্ণ নিয়মটির উল্লেখ আজকালকার অনেক বই-এ দেখা যায় না। কারণ অজ্ঞতা অথবা মিথ্যাচার।

মৃন্ময় ঈষন্মাত্র সুহৃন্মাত্র – ময়ট্ ও মাত্রম্ যোগে।

উপসর্গে নিমিত্ত থাকলে এবং অতঃপর কৃৎ প্রত্যয়ের 'ন' ব্যঞ্জনবর্ণে যুক্ত হলে ণ হয় না, যেমন – প্রমগ্ন প্রভগ্ন পরিমগ্ন পরিভগ্ন নির্বিঘ্ন শত্রুঘ্ন বিত্রঘ্ন। কিন্তু নির্বিণ্ণ।

ন্-ভিন্ন ত-বর্গের বর্ণের সাথে যুক্ত ন্ ণ্ হয় না। যেমন – বৃন্দ রন্ধন কৃন্তক ক্রন্দন ক্ষান্ত [কিন্তু ক্ষুণ্ণ]।

## ণত্ব-বিধান: প্রাজ্ঞাণ, নাকি প্রাজ্ঞান?

পরিণয়, কিন্তু পরিনির্বাণ; নির্ণয়, কিন্তু নির্নিমেষ। ণত্ববিধান অনুসারে প্রাজ্ঞাণ, নাকি প্রাজ্ঞান? সবাই বলছেন অজ্ঞান-এ দন্ত্য-ন, বিকল্পে মূর্ধন্য-ণ, কিন্তু 'প্রাজ্ঞাণ' অবশ্যই মূর্ধন্য-ণ দিয়ে।



www.pathagar.com

অথচ ণত্ব-বিধানে এমন কিছু তাঁরা দেখাচ্ছেন না যাতে প্রাজ্ঞান না হয়ে প্রাজ্ঞাণ হতে হবে। প্র-এর পরে ঙ্গ-এর ব্যবধানে ণ হতেই হবে এমন তো নিয়ম নয়। তাই হলে পরিণির্বাণ নির্ণিমেষ হত, কিন্তু পরিনির্বান নির্নিমেষ শুদ্ধ।

প্র, পরা, পরি, নির্ – এই চারটি উপসর্গ সম্পর্কিত ণত্ব-বিধানের নিয়মটা হচ্ছেঃ

প্র, পরা, পরি, নির্ এই চারটি উপসর্গের এবং অন্তর্ শব্দের পরে [১] নদ্, নম্, নশ্ নহ্, নী, নু, নৃদ্, অন্ ও হন্ ধাতুর ন ণ হবে এবং [২] যে কোনও কৃৎ প্রত্যয়ের ন ণ হবে ক- ও প-বর্গীয় বর্ণ, য, অন্তঃস্থ ব, হ এবং ং -এর ব্যবধানেও, যদি কৃৎ-প্রত্যয়টির শুরুটা স্বরবর্ণ দিয়ে হয়। তবে এই নিয়মে প্রণাশ পরিণাশ হলেও প্রণষ্ট পরিণষ্ট না-হয়ে হবে প্রনষ্ট পরিনষ্ট (নশ্ ধাতুটির বিশেষাধিকার এই যে, তার শ্ যখন ষ্ হয় তখন ন ণ হওয়া থেকে রেহাই পায়)।

[১]-চিহ্নিত অংশের উদাহরণ :

প্রণাম পরিণাম পরিণতি প্রণতি পরিণত / প্রণাশ পরিণাশ অন্তর্ণাশ
পরিণদ্ধ পরিণাহ / প্রণয় প্রণীত পরিণীত পরিণয় নির্ণয় / প্রণব
প্রণোদ প্রণোদিত / প্রাণ / পরিহণন অন্তর্হণন

[২]-চিহ্নিত অংশের উদাহরণ :

প্রয়াণ নির্যাণ / প্রমাণ পরিমাণ / প্রবপণীয় প্রবপণ প্রবরণ প্রাপণীয় প্রাপণ প্রাপ্যমাণ প্রবহণ প্রপাণ পরিযাণ পর্যাণ নির্বাণ নির্মাণ নির্বপণ নির্বাপণ। এর ব্যতিক্রম : নির্বিন্ন প্রখ্যান।

উপরে উদাহরণসহ যে নিয়ম দেওয়া হল সে-অনুযায়ী প্রপাণ (প্র+√পা+অন) হওয়া উচিত, অভিধানে আছে *প্রপান* – কেন, তা বোঝা গেল না। প্রাপণ যদি হল তো প্রপাণ কেন নয়? অথচ প্র+অজ্ঞান = প্রাজ্ঞান হওয়ার কথা, প্রনালী হওয়ার কথা। কিন্তু প্রাজ্ঞাণ প্রণালী লেখা হয়, প্রাজ্ঞাণ প্রণালী শুদ্ধ জ্ঞান করা হয়। সংস্কৃত ব্যাকরণ বলে : প্রাজ্ঞাণ – পৃষোদরাদির দ্বারা সিদ্ধ। পৃষদ্+উদর = পৃষোদর হয় নিয়ম ভেঙে, নিয়মানুসারে পৃষদুদর হওয়ার কথা; তেমনি নিয়ম ভেঙে প্রাজ্ঞাণ-এর ণত্ব।* কিন্তু প্রণালী কিকরে?

আমরা জানি পরিনির্বান নির্নিমেষ শুদ্ধ; প্র, পরা, পরি, নির্ -এর পরে 'নি' কিংবা 'নির্' উপসর্গ থাকলেই তাতে ণত্ব হওয়ার (অর্থাৎ নি-এর ণি-এ পরিণত হওয়ার) কথা নেই। তবু প্রণিধান প্রণিপাত প্রণিহিত ইত্যাদি শুদ্ধ। নিয়মটি এই : উপসর্গে ণত্বের নিমিত্ত থাকলে অতঃপর নি [উপসর্গ]-পূর্বক গদ্/নদ্/পত্/পদ্/দা/ধা/মা/সো/হন্/যা/বা/দ্রা/স্না/বপ্/বহ্/শম্/চিহ্/দিহ্ ধাতুর ক্ষেত্রে তৎপূর্বের নি-এর ন ণ হবে।

সমাসবদ্ধ পূর্বের পদে ণত্বের নিমিত্ত আছে এমন শব্দ থাকলে তার পরে স্থিত আগমের/বিভক্তির ন্ বিকল্পে ণ্ হবে – বিষপায়িণী/বিষপায়িণী। কিন্তু এমন কিছু ক্ষেত্রে বিকল্পেও ণ হবে না – হরভামিনী হরকামিনী ঘোরযামিনী পিতৃভগিনী।

গিরিণদী/গিরিনদী স্বর্ণদী/স্বর্নদী* গিরিণিতম্ব/গিরিনিতম্ব গিরিণখ/গিরিনখ

---

* পৃষন্তি উদরে যস্য সঃ–পৃষোদরঃ বারীনাংবাহকঃ –বলাহকঃ শবানাং শয়নম্–শ্মশানম্ উর্ধ্বং খম্ অস্যউলুখলম্ এট্ দন্তাঃ অস্য–ষোড়ন্।

* স্বর্ণদী/স্বর্নদী = স্বঃ+নদী। স্বঃ অর্থ স্বর্গ। স্বর্গত শব্দে কিন্তু স্বর্গ নেই স্বঃ আছে [স্বর্গত = স্বঃ+গত]। স্বঃ+গত = স্বর্গত। স্বঃ অর্থ স্বর্গ।



www.pathagar.com

চক্রণদী/চক্রনদী চক্রণিতম্ব/চক্রনিতম্ব তূর্যমাণ/তূর্যমান

ইক্ষুবাহণ শরবাহণ, কিন্তু ইন্দ্রবাহন গর্গবাহন

ব্রীহিবণ/ব্রীহিবন*, কিন্তু বিকল্পহীন শরবণ ইক্ষুবণ আম্রবণ*; এবং বিকল্পহীন বোধিদ্রুমবন। নির্বণীকরণ হবে [নির্বণ-এ ণত্ব]; নিয়মটি মোটামুটি এই : প্র নির্ ও অন্তর্ -এর পরে বন শব্দে ণত্ব হয়।

ক্ষীরপাণ/ক্ষীরপান নীরপাণ/নীরপান বিষপাণ/বিষপান। [সংস্কৃত ণত্ব ষত্ব বিধান ও সন্ধি আলোচনায় ক্ষ-কে ক্+ষ বলে ধরতে হবে।]

স্বাভাবিক ণত্ব এইগুলিতে : কঙ্কণ মণি বেণি পাণি (=হাত) ফণী বাণী বীণা শোণিত পণ গুণ ঘুণ তূণ কণা ফণা স্থাণু লবণ [=নুন] বিপণি অণু বেণু গণ বাণ শণ শোণ কোণ কন্ব চিক্কণ নিক্বণ গৌণ গণ্য পণ্য পুণ্য নিপুণ বিপণি কফোণি বণিক কল্যাণ লাবণ্য বাণিজ্য; তবে শান-এ বিকল্পে ণত্ব।

ফাল্গুনে গগনে ফেনে ণত্বমিচ্ছন্তি বর্বরাঃ। তবে গগণ ফেণ বানানেরও কিছু প্রয়োগ মেলে।

## ষত্ববিধান

এরপরে পৃষ্ঠা ১৬-১৭ -তে তাদের দেওয়া 'সংস্কৃত শব্দে ষত্ব-বিধান' শিরোনামে ১ নম্বর ধারা হিশাবে তাঁরা লিখেছেন – "'ঋ'-কারের পর 'ষ' বসে।"

ঋ-কারের পর দুনিয়ার অনেক কিছু বসে বলে আমাদের বিশ্বাস তবে স সাধারণত বসে না* এবং শ খুব বসে বৈকি।

১ নম্বর ধারার "ব্যতিক্রম" বলে "কৃশ্ ধাতু থেকে জাত..." মোট পাঁচটি শব্দের উল্লেখ করেছেন কিন্তু দৃশ্ মৃশ্ স্পৃশ্ ধাতু থেকে -জাত শব্দাবলী এবং বৃশ্চিক নৃশংস প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ সম্ভব হয়ে ওঠেনি। '৪' '৫' এবং '৬' ধারায় ষত্ববিধানের বর্ণনা সঠিক হয়নি, এমনকি ষত্ববিধানের ব্যতিক্রম হিশাবে দন্তস্ফুট শব্দটিও অবান্তরভাবে উল্লেখ করেছেন, যেখানে 'দন্ত'র ত-এর অ-কারের পরে ষ হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

'৭' ধারায় তাঁরা 'ঘুষ' উল্লেখ করেছেন, যেখানে 'ঘুষ' আদৌ তৎসম (অর্থাৎ সংস্কৃত) শব্দ নয়; এবং কোষ শব্দটি উল্লেখ করেছেন কিন্তু কোষ-এর যে কোশ বানানও সিদ্ধ তা জানেন এমন কোনও লক্ষণ দেখা যায় না।

'বি'-উপসর্গ-যুক্ত শব্দ হিশাবে অন্যান্য'র সাথে তাঁরা 'বিষুব' উল্লেখ করেছেন, কিন্তু বিষুব সম্পূর্ণ একটি মৌলিক শব্দ, তাতে বি-উপসর্গ নেই।

তাদের মতে: তিতিক্ষা বুবুক্ষা মুমুক্ষা দিদৃক্ষা স্ত্রীং -এর শব্দ কিন্তু ভরসা লালসা,... জিগীষা জিজীবিষা বিবমিষা ইত্যাদি স্ত্রীং -এর শব্দ নয়, প্রথমগুলির ক্ষেত্রে যে প্রত্যয় যোগ হয়েছে তা দ্বিতীয়গুলিতে যুক্ত প্রত্যয় থেকে আলাদা, এবং প্রথমগুলির ক্ষেত্রে ষত্ববিধানের প্রশ্ন নেই (!?)। তাঁদের এই তিনটি ধারণাই ভুল এবং 'ভরসা' তৎসম-শব্দই নয়, হিন্দি থেকে আসা একটি শব্দ মাত্র; লালসা জিগীষা বিবমিষা ইত্যাদি শব্দের সাথে 'ভরসা' শব্দটির এমন উল্লেখ এক ভয়ানক ব্যাপার।

---

* একই রকম দূর্বাবণ(ন) হরিদ্রাবণ(ন), আর্দ্রকবণ(ন)... লোধ্রবণ(ন) দ্রাক্ষাবণ(ন) মন্দারবণ(ন) বদরীবণ(ন) শিরীষবণ(ন) জম্বীরবণ(ন)।

* একই রকম বিকল্পহীন খদিরবণ প্লক্ষবণ পীযুক্ষাবণ।

* কৃসর শব্দ সংস্কৃত। এতে ঋ-কারের পরে স।



www.pathagar.com

আসোলে উভয় শব্দগুচ্ছের (অবশ্যই 'ভরসা' বাদে) ক্ষেত্রে একই প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে, তাদের মধ্যে লিঙ্গাভেদ নেই, এবং দুই ক্ষেত্রেই ষত্ববিধানের প্রশ্ন রয়েছে এবং এই সবগুলি শব্দ একযোগে আলোচ্য, দুই ভাগে ভাগ করে নয়।

উভয় গুচ্ছ থেকে একটি করে শব্দ নেওয়া যাক :

[১] জিগীষা=জি+সন্+অ(ভা)+আ [২] মুচ্+সন্+অ(ভা)+আ = মুমুক্ষা

আরও নিশ্চিত হওয়ার জন্য আরও একজোড়া উদাহরণ :

[১] উপচিকীর্ষা= উপ-√কৃ+সন্+অ(ভা)+আ [২] দৃশ্+সন্+অ(ভা)+আ = দিদৃক্ষা

পাঠক বোধহয় এতক্ষণে আন্দাজ করতে পারছেন কাণ্ডটা: অভিন্ন প্রত্যয়; লিঙ্গা-প্রভেদের প্রশ্ন ওঠে না; এবং... হ্যাঁ, দুই ক্ষেত্রেই ষত্ববিধান প্রাসঙ্গিক।

ষত্ববিধান বলে – 'অ' 'আ' -ভিন্ন স্বর এবং 'ক্' 'র্' -এর পরে বিভক্তি-প্রত্যয়াদির 'স' থাকলে তা 'ষ'-তে রূপান্তরিত হয়।

সুতরাং ক্-এর পরে স ষ-তে রূপান্তরিত হবে।* আর তা হলেই ক্ষ হয়ে যাবে–ক্ষ=ক্ষ! এই সহজ ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে তাঁরা লিখেছেন – "...ক্ষা... প্রত্যয়", কিন্তু 'ক্ষা প্রত্যয়' বলে কিছু নেই। সন্+আ =সা হতে পারে, 'ক্ষা' হতে পারে না।

পৃ. ৩১ -এ তাঁরা বলছেন – 'ষ্ঠ' প্রত্যয়, আবার 'স্থ' ধাতুও বলছেন! পরের পৃষ্ঠায় তাঁরা দেখাচ্ছেন "গো+স্থ+উ = গোষ্ঠ, সু+স্থ+উ = সুষ্ঠু" যা কিনা তাঁহা ভুল [অথবা গুল]। ঠিক হচ্ছে : গো+√স্থা+অ = গোষ্ঠ, সু+√স্থা+উ = সুষ্ঠু; স্থ নয় স্থা, প্রত্যয় নয় ধাতু।

'স্থ' বলে কোনও ধাতু নেই। আসোলে 'স্থা' ধাতু! তবে গো শব্দের সাথে স্থানক শব্দ যোগে গোস্থানক হয় বটে।

"অন, আ, উ প্রভৃতি প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'ষ্ঠ' হয়" না। প্রত্যয়গুলি 'ষ্ঠ' হয় না। 'স্থা' ধাতুর 'স্' স্থানে ষ্ এবং থ্-স্থানে ঠ্ হওয়াতে 'ষ্ঠ্' হয়।

তাঁরা লিখছেন: "'ষ' বর্ণ অন্তে আছে এমন ধাতুর সঙ্গে '-থ' প্রত্যয় যুক্ত হলেও 'ষ্ঠ' হয়। যেমন – কুষ্+থ = কোষ্ঠ। অনুরূপ উদাহরণ – কোষ্ঠী, গোষ্ঠি, পৃষ্ঠ, পৃষ্ঠা, ষষ্ঠ, ষষ্ঠী ইত্যাদি।" 'কোষ্ঠী' সম্ভবত একটি সম্পূর্ণ মৌলিক শব্দ – ওতে থ প্রত্যয় নেই, কোনও প্রত্যয়ই নেই। 'গোষ্ঠি' বানান ঠিক নয়। শুদ্ধ বানান 'গোষ্ঠী'। তার বিকল্প নেই। গোষ্ঠীতে থ নয়, স্থা; প্রত্যয় নয় ধাতু! গো+√স্থা+অ (ধি) = গোষ্ঠী!

এরপরে তাঁরা লিখছেন: "সাধারণত 'শ' বা 'ষ' বর্ণ অন্তে আছে এমন ধাতুর সঙ্গে 'ত' বা 'ক্ত' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'ষ্ট' [ক্ত] বা 'ষ্টি' [ক্তি] প্রভৃতি হয়। যেমন – দৃষ্ট – দৃশ্+ত(ক্ত), কৃষ্টি – কৃষ্+তি(ক্তিন), উপবিষ্ট–উপ+বিশ্+ত(ক্ত) ইত্যাদি। এবং এও বললেন, "এ জাতীয় কিছু শব্দের উদাহরণ – অনিষ্ট, যথেষ্ট, কষ্টি, যষ্টি, সমষ্টি, ভ্রষ্ট, ইষ্ট ইত্যাদি।" এ উদাহরণ শব্দগুলির মধ্যে কিন্তু কষ্টি শব্দের প্রত্যয়ের চরিত্র উপরিউক্ত অন্য শব্দগুলির প্রত্যয়ের থেকে ভিন্ন রকমের। আর 'যষ্টি'তে কোনও প্রত্যয় নেই। ওটি একটি মৌলিক শব্দ।

নিস্পন্দ'র স ষ হবে না কারণ নি উপসর্গের পর যেসব ধাতুর ক্ষেত্রে স ষ হবে বলে বলা আছে (প্রাচীন সংস্কৃত ব্যাকরণ-শাস্ত্রগুলিতে) স্পন্দ্ তার অন্তর্গত নয়।

---

* মুমুক্ষা ও দিদৃক্ষা'র বেলায় √মুচ্-এর চ্ এবং √দৃশ্-এর শ্ ক্-এ পরিণত। 'বুবুক্ষা তিতিক্ষা'র বেলায়ও অনুরূপ।



www.pathagar.com

বিস্ফুরণ ও বিস্ফোরণ সম্বন্ধে *'স' কখনোও 'ষ' হয় না'* – এই বক্তব্য ভুল হবে। বিকল্প বিষ্ফুরণ ও বিষ্ফোরণ সিদ্ধ বটে। এই বিকল্পই আমাদের গ্রহণ করা উচিত কারণ তাহলে বানান উচ্চারণ-সম্মত হবে।*

পরি নি ও বি উপসর্গের পর যে সব ধাতুর 'স্' 'ষ্' হবে বলে পাণিনি বলেছেন তার মধ্যে স্ফুট্ ধাতু নেই, সুতরাং পরিস্ফুট, বিস্ফোটক হবে (পরিষ্ফুট/বিষ্ফোটক নয়)।

বিসূচিকা শুদ্ধ, এর 'স' মূর্ধন্য'য় পরিবর্তিত হবে না। বিসূচিকা হওয়ার কারণ বি-উপসর্গের পর যেসব ধাতুর ষত্ব হওয়া বিধেয় সূচ্ ধাতুটি তার অন্তর্গত নয়।

দস্তস্ফুট-তে ষ হওয়ার প্রশ্ন আসে না কারণ দন্ত অ-কারান্ত। সুতরাং ষত্ব-বিধানের আলোচনায় এর উল্লেখ এবং একে ব্যতিক্রম বলা হাস্যকর।

আরও উল্লেখ্য যে প্রচলিত শব্দ সুস্থির সুস্থ দুঃস্থ ও পরিস্থিতি ঠিক ব্যাকরণ-সম্মত নয়, নিয়মের ব্যতিক্রম হিশাবে গ্রাহ্য।

নিস্যন্দ ও নিষ্যন্দ দুইই সিদ্ধ; নি+স্নাত = নিস্নাত হবে যখন তার ঈপ্সিত অর্থ হবে যিনি স্নান করেছেন, এবং নিষ্ণাত হবে যখন ঈপ্সিত অর্থ হবে 'যিনি কুশলী'।

'কোষ'-এর কোশ বানানও সিদ্ধ। 'ঘুষ' শব্দটি সংস্কৃতই নয়! অথচ তাঁরা শব্দটাকে সংস্কৃত ষত্ব-বিধানের আলোচনায় এনেছেন।

'আবিষ্কার' ও 'গোষ্পদ' শব্দদুটির 'ষ' বিভক্তির বা প্রত্যয়ের নয়! তাঁরা কিন্তু যা নয় তা-ই বলেছেন। আবিষ্কার-এ সন্ধির নিয়মে বিসর্গ ষ-এ পরিণত (আবিঃ+কার = আবিষ্কার); গোষ্পদ-এ ব্যতিক্রমি সন্ধিতে ষ-এর আগমন (গো+পদ = গোষ্পদ)।

ট-বর্গীয় বর্ণের সাথে কেবল 'ষ' যুক্ত হয়ে থাকে। কথাটা নিতান্ত বেঠিক নয়। কিন্তু এটা আসোলে ষত্বের বিধান হতে পারে না, শুদ্ধ করে লেখার জন্য একটি সতর্কবাণী মাত্র হতে পারে। কারণ 'ট' বর্গীয় বর্ণের আগে যখন 'ষ' যুক্ত হয় তখন ট/ঠ/ণ-এর কারণেই 'ষ' হয় এমনটা না-ও হতে পারে। উল্টাটাও হতে পারে, অর্থাৎ ষ-এর কারণে ট/ঠ/ণ হতে পারে।

পরীক্ষা করা যাক। দুষ্ট= দুষ্+ত। কষ্ট= কষ্+ত। তার মানে 'ত' স্থানে ট হল, ষ্-এর কারণে, যেটা স্বাভাবিকভাবেই ছিল। অর্থাৎ শব্দদুটির স্বাভাবিক ষত্বের আওতায় পড়ার কথা। সৃজ্+তি= সৃষ্টি। এখানেও স্বাভাবিকভাবে ট নেই, জ্ হয়েছে ষ্, তাই ত হয়েছে ট। জ্ যে 'স্' না হয়ে 'ষ' হল তার কারণ আগের রি-কার, ট-এর কোনও প্রাথমিক ভূমিকা নেই। ট হচ্ছে ফল, কারণ নয়। কাষ্ঠ= কাশ্+থ, পৃষ্ঠ= পৃষ্+থ; ট/ঠ প্রাথমিকভাবে বা স্বাভাবিকভাবে নেই। 'কনিষ্ঠ' শব্দটিতে ইষ্ঠ প্রত্যয় আছে যাতে ষ্ঠ স্বাভাবিকভাবে আছে, তবু কিন্তু বলা যাবে না যে ঠ-এর কারণে ষ হয়েছে, 'ইষ্ঠ' কিভাবে হয়েছে সেটা দেখতে হবে; এখানেও উল্টাটা হতে পারে – ষ-এর কারণে ঠ হতে পারে, ষ-টাই স্বাভাবিক হতে পারে। 'ড' ও 'ঢ'-এর সাথে 'ষ' যুক্ত হয় এমন কোনও নজির নেই। কিন্তু 'ণ'-এর সাথে হয়। যেমন : উষ্ণ, তুষ্ণীম্ভাব, বিষ্ণু।

ষত্ব-বিধানকে যথাসম্ভব সুবিন্যস্ত আকারে পেশ করার চেষ্টা করা যাক। আমার বিবেচনায় তা নিম্নরূপভাবে করা যেতে পারে :

---

* কিন্তু যাঁরা 'ঘষা'কে 'ঘসা' লেখার ফরমাশ করেন তাঁদেরকে এটা কিভাবে বোঝানো যাবে?



www.pathagar.com

ষ-এর পরে কখনও ত-বর্গের বর্ণ যুক্ত হয় না, তার বদলে ট-বর্গের বর্ণ যুক্ত হয়।* ঋ/ঋ-কারের পরে কখনও 'স' হয় না* (কৃসর শব্দে ছাড়া)।

[ক] পরি নি এবং বি উপসর্গের পরে সেব্ এবং সহ্ ধাতুর স্ ষ্ হবে :

পরিষেবা নিষেবণ বিষেবণ [কিন্তু অনুসেবন] ■ পরিষহ নিষহ/দুর্বিষহ

কিন্তু সহ্ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন সোড় শব্দের বেলায় ষত্ব হবে না – বিসোঢ়, পরিসোঢ়

পাণিনীয় শব্দশাস্ত্র বলে – পরিনিবিভ্যঃ সেব্-সিত-সয়-সিব্-সহ্-সুট্-স্তু-স্বঞ্জাম্। অর্থাৎ পরি নি এবং বি উপসর্গের পরে যে সকল ধাতু/শব্দ/আগম-এর স্ ষ্ হবে তার মধ্যে 'সেব্' -এর উল্লেখ সর্বাগ্রে। এমনকি অট্*-এর ব্যবধানেও সেব্ ধাতুর স্ ষ্ হবে।

[খ] সু বি নির্ দুর্ উপসর্গের পরে সম্ ধাতুর এবং স্বপ্ ধাতুর স্থানে জাত সুপ্-এর স্ ষ্ হবে :

সুষম বিষম নিঃষম দুঃষম (কিন্তু মাতৃসম) ■ সুষুপ্ত বিষুপ্ত নিঃষুপ্ত দুঃষুপ্ত

[গ] উপসর্গের অ-আ এবং ঋ ভিন্ন স্বরের পর সিচ্, সিধ্, *সদ্, সন্জ্, স্থা, স্তুভ্, *স্তন্ভ্, প্রভৃতি ধাতুর 'স' 'ষ' হয় :

নিষেক অভিষেক অভিষেচন বিষণ্ন ■ বিষাদ নিষাদ নিষণ্ন অনুষদ পরিষদ ■ প্রতিষেধ নিষেধ ■ অনুষঙ্গ নিষঙ্গ ■ প্রতিষ্ঠান অধিষ্ঠান প্রতিষ্ঠাপন নিষ্ঠা ভূমিষ্ঠ নিষ্ঠুর গোষ্ঠ কুষ্ঠ সুষ্ঠু (থ ঠ-এ পরিণত।) অনুষ্টুপ্ ■ বিষ্টব্ধ বিষ্টম্ভ প্রতিষ্টম্ভ ■ [কিন্তু পিতৃসঙ্গ পিতৃসেবা]

*তবে প্রতি'র পরে সদ্ ধাতুর স্ ষ্ হয় না।*

*স্তন্ভ্ ধাতুর স্ ষ্ হয় কিন্তু এর ব্যতিক্রম আছে — নিস্তব্ধ প্রতিস্তব্ধ।

[এই নিয়ম অনুসারে 'সুস্থির সুস্থ দুঃস্থ ও পরিস্থিতি'র বদলে সুষ্ঠির সুষ্ঠ দুঃষ্ঠ ও পরিষ্ঠিতি হওয়ার কথা, কিন্তু হয়নি।]

ভীরু'র সাথে স্থান যোগে ভীরুষ্ঠান হবে।

[ঘ] ক্ ধাতুর অন্তে থাকলে সেই ক্-এর সংস্পর্শে, প্রত্যয়ের আদ্য স্ ষ্-এ পরিণত হওয়ায় ক্+ষ=ক্ষ হয় অথবা চ্/জ্/শ্/ষ্/হ্ ধাতু'র অন্তে থাকলে তার সাথে প্রত্যয় যোগে গঠিত শব্দে ধাতু'র সেই চ্/জ্/শ্/ষ্/হ্ উপযুক্ত ক্ষেত্রে ক্ হয়* এবং সেই ক্-এর সংস্পর্শে প্রত্যয়-এর আদ্য স্ ষ্-এ পরিণত হওয়ায় ক্+ষ = ক্ষ হয় :

পরি-ইক্+সন্+অ+আ = পরীক্ষা

চ্→ক্ বচ্+স্যমান = বক্ষ্যমাণ

সূচ্+স্ম [ক্+ষ=ক্ষ] =সূক্ষ্ম

মুচ্+সন্+অ(ভা)+আ =মুমুক্ষা

বৃক্ষ বক্ষ মোক্ষ

জ্→ক্ তিজ্+স্ম =তীক্ষ্ণ

---

* অতৎসম'র ক্ষেত্রে স্ট হতে পারবে

* অতৎসম শব্দে ঋ-কার ( ৃ ) ব্যবহার করলে তার পরে দন্ত্য-স (এবং দন্ত্য-ন) হতে বাধা থাকবে না।

* অট্ হচ্ছে স্বরবর্ণ, এবং হ, য, ব, র

* পাণিনীয় শব্দশাস্ত্রে আছে প্রতি-উপসর্গের পর সদ্-ধাতুর স্ ষ্ হবে না।



www.pathagar.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| শ্→ক্ | দৃশ্+সন্+অ(ভা)+আ =দিদৃক্ষা | | অশ্+স =অক্ষ, অশ্+সর=অক্ষর |
| | মশ্+সিক = মক্ষিক | | অশ্+সি =অক্ষি |
| ষ্→ক্ | ইষ্+সু = ইক্ষু | হ্→ক্ | বহ্+সন্+অ+আ =বিবক্ষা |
| | ঋষ্+স = ঋক্ষ | | আ-মিহ্+স =আমিক্ষা |
| | কুষ্+ক্সি = কুক্ষি | | বৃহ্+ত =বৃক্ষ |
| | কষ্+স = কক্ষ | | |
| | প্লুষ্+স = প্লুক্ষ | | |

* ধাতুর অন্তের ন্ ক্ হয় 'পক্ষ' শব্দে – পন্+স = পক্ষ

ষত্বের কোনও নিমিত্ত না থাকা সত্ত্বেও স ষ-এ পরিণত হয় শল্প এবং কল্মষ-এর বেলায় – শস্+প = শল্প, কর্ম+√সো+অ = কল্মষ (তদুপরি র্ হয়েছে ল্)। ষ-এর আগম হয় ভীষ্ম'র বেলায়–ভী+ম = ভীষ্ম। বাধ্ + প = বাল্প হয়।

[ঙ] প্রত্যয়যোগে গঠিত শব্দে অ-আ-ভিন্ন স্বর ও র -এর পরে প্রত্যয়ের আগের স্ ষ্ হবে :
ইরস্যা থেকে ঈর্ষ্যা (বাংলায় য-ফলা বাদ গিয়েছে), শিরস্ থেকে শীর্ষন্, হবিস্+য = হবিষ্য, বিদ্বস্ থেকে বৈদুষ্য, চক্ষুস্+অ = চাক্ষুষ, প্র+√বস্+ত = প্রোষিত (প্র+উষিত), পরি+বস্+ত = পর্যুষিত (পরি+উষিত), অধি+বস্+ত = অধ্যুষিত (অধি+উষিত)।

উপরের উদাহরণগুলিতে যে ষত্ব হয়েছে তা 'প্রত্যয়ের স'-এ হয়নি (প্রত্যয়ে স অনুপস্থিত)। বরং প্রত্যয়ের আগের স্ ষ -এ রূপান্তরিত হয়েছে। শেষ তিনটি উদাহরণের ক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য যে ব=উঅ, সে কারণেই 'উষিত'র উ; 'ষি'র ই-কারটা আগমের।

বলিষ্ঠ/শ্রেষ্ঠ/ভূয়িষ্ঠ ইত্যাদি 'ইষ্ঠ' যোগে গঠিত শব্দ।

কৃৎ-প্রত্যয় যোগের ফলে ধাতুর ঋ-কার যখন 'অর্' বা 'আর্' বা 'র্' -এ পরিণত হয় তখন র্ -এর পরে ধাতুর ঋ-কার-এর পরের স্বাভাবিক ষত্ব'র ষ (এবং স্বাভাবিক শত্ব'র শ) বজায় থাকে, কিন্তু শ্+ত =ষ্ট হয় :

র্-এর পরে ষ –

কৃষ্+ অ, অন = কর্ষ, কর্ষণ; ধৃষ্+ অ, অন = ধর্ষ, ধর্ষণ; মৃজ্ > মার্ষ্টি, মার্ষ্টব্য
মৃষ্+ অ, অন = মর্ষ, মর্ষণ; হৃষ্+অ = হর্ষ
আর্ষ, ঘর্ষণ, বর্ষ, হর্ষ, বার্ষ্কেয়, বিমর্ষ/পরামর্ষ (<√মৃষ্)
স্পৃশ্ > স্পর্ষ্টব্য; দৃশ্> দ্রষ্টব্য

[চ] অ-আ ভিন্ন স্বর, ক্ এবং র্ -এর পরবর্তী বিভক্তির বা প্রত্যয়ের স ষ হয় :

বিভক্তির স – শ্রীচরণেষু, প্রিয়তমেষু
প্রত্যয়ের স – বিবমিষা, জিগীষা, এষা; বিবক্ষা, বুবুক্ষা, জিষ্ণু = জি+স্নু; স্নু+স+আ = স্নুষা অনুচিকীর্ষা, মুমুর্ষা, জিহীর্ষা (হৃ+সন্+অ+আ); ভবিষ্যৎ (√ভূ+স্যৎ [<স্যতৃ]); বক্ষ্যমাণ (√বচ্+স্যমান); করিষ্যমাণ (কৃ+স্যমান)।

কিন্তু 'সাৎ' প্রত্যয়ের স ষ হয় না: *ধূলিসাৎ, ভূমিসাৎ*

[ছ] অ-আ-ভিন্ন-স্বর-পূর্বক বিসর্গের পরে ক/খ/প/ফ থাকলে সন্ধিতে বিসর্গের স্থানে ষ:

| | | | |
|---|---|---|---|
| নিঃ+কাম = নিষ্কাম | আবিঃ+কার = আবিষ্কার | বহিঃ+কার | = বহিষ্কার |
| দুঃ+কার্য = দুষ্কার্য | চতুঃ+কোণ = চতুষ্কোণ | চতুঃ+ক = চতুষ্ক | |



www.pathagar.com

নিঃ+পত্র = নিষ্পত্র  দুঃ+পাচ্য = দুষ্পাচ্য  ধনুঃ+পাণি = ধনুষ্পাণি
ভ্রাতুঃ+পুত্র = ভ্রাতুষ্পুত্র  নিঃ+ফল = নিষ্ফল

কিন্তু এ নিয়মের ব্যতিক্রম আছে। যেমন (ভ্রাতুষ্পুত্র হলেও) ভ্রাতুষ্কন্যা না হয়ে হবে ভ্রাতুঃকন্যা। তেমনি জ্যোতিঃপ্রভা।

বিসর্গের পরে ট, ঠ থাকলে সন্ধিতে বিসর্গের স্থানে ষ হয় : ধনুঃ+টংকার = ধনুষ্টংকার

নিয়মবহির্ভূত সন্ধিতে গো+পদ =গোষ্পদ হয় (নিয়ম অনুযায়ী গোপদ হওয়ার কথা)

[জ] চ্ছ/স্জ/জ্ প্রভৃতি ধাতু-তে ঋ/ঋ-কার/র-এর পরে থাকলে তার সাথে প্রত্যয় যোগে গঠিত শব্দে ধাতু'র সেই চ্ছ/স্জ্/জ্-স্থানে ষ্ হয়, ষ্-এর সংস্পর্শে প্রত্যয়-এর আদ্য ত্ ট্ হয় :

মৃজ+ত =মৃষ্ট  সৃজ্+ত =সৃষ্ট  পৃচ্ছ্+ত =পৃষ্ট  ভ্রস্জ্+ত =ভৃষ্ট  প্রচ্ছ্+তৃ =প্রষ্টা/প্রষ্টৃ
যজ্+তৃ =যষ্টা/যষ্টৃ

যজ্ প্রভৃতি ধাতু'র সাথে প্রত্যয় যোগের বেলায় য-স্থানে ই হলে জ্-স্থানে ষ্ হয়, ষ-এর সংস্পর্শে প্রত্যয়-এর ত্ ট্ হয় : যজ্+ত+আ = ইষ্টা, যজ্+তি = ইষ্টি

স্বরান্ত শ্ ধাতুর স্-এর আগে থাকলে তার সাথে প্রত্যয় যোগের বেলায় ধাতু'র সেই শ্ অ/আ-ভিন্ন স্বর গ্রহণ করলে তৎপরবর্তী স্ ষ্ হয় : শিষ্ট = শাস্+ত; শিষ্য = শাস্+য

[ঝ] শ্ ধাতু'র অন্তে থাকলে তার সাথে প্রত্যয় যোগে গঠিত শব্দে প্রায়ই ধাতু'র সেই শ-এর স্থানে ষ হয়, ষ্-এর সংস্পর্শে প্রত্যয়-এর ত/থ্ যথাক্রমে ট/ঠ্ হয়।

<u>উদাহরণ</u>

যে ক্ষেত্রে ধাতু-তে ঋ/ঋ-কার-এর পরে শ্ :

দৃষ্ট = দৃশ্+ত  মৃষ্ট = মৃশ্+ত  স্পৃষ্ট = স্পৃশ্+ত।

যে ক্ষেত্রে ধাতু-তে শ্ ঋ/ঋ-কার-এর পরে নয়:

কাষ্ঠ= কাশ্+থ সমষ্টি= সম্-অশ্+তি ব্যষ্টি= বি-অশ্+তি দষ্ট= দন্শ্+ত দংষ্ট্রা= দন্শ্+ত্র নষ্ট= নশ্+ত ক্লিষ্ট= ক্লিশ্+ত স্পষ্ট= স্পশ্+ত আবিষ্ট= আ-বিশ্+ত উপবিষ্ট= উপ-বিশ্+ত ভ্রষ্ট= ভ্রন্শ্+ত অষ্টন্←অষ্ট= অশ্+অ [ট আগম]।

[ঞ] অ/আ ভিন্ন স্বরের পরে স-এ এ-কার, তাই সুষেণ (সু+সেন), হরিষেণ (হরি+সেন), মধুষেণ (মধু+সেন), এবং রোহিণীষেণ (রোহিণী+সেন), ঋষিষেণ/ঋষ্টিষেণ (ঋষি/ঋষ্টি+সেন)। এ-কার না থাকলে ষত্ব নয় : হরিসিংহ।

সংজ্ঞা না বোঝালে ষত্ব নয় : কপিসেনা যদুসেনা কুরুসেনা সুসময় সুসংবাদ, [সুষময় সুষংবাদ নয়]; অগ্নিস্কুলিঙ্গ [অগ্নিষ্কুলিঙ্গ নয়]; অগ্নিসংস্কার/অগ্নিসৎকার/ অগ্নিসহ [অগ্নিষংস্কার/অগ্নিষৎকার/অগ্নিষহ নয়]।

'অঙ্গুলি'র পরে 'সঙ্গ' সমাসবদ্ধ হলে – অঙ্গুলিষঙ্গ

অগ্নিষ্টোম অগ্নিষ্টুৎ আয়ুষ্টোম জ্যোতিষ্টোম।

বৃক্ষ ও আসন অর্থে বিষ্টর [ষত্ব হল], অন্য অর্থে বিস্তর বিস্তার [ষত্ব হল না]। আবার ছন্দ ও নাম বোঝালেও ষত্ব হয় [বিষ্টার হয়]।



www.pathagar.com

'ভূমি'র পরে 'স্থ'-শব্দের স্ ষ্ হয়–ভূমিষ্ঠ। অগ্রগামী অর্থ হলে প্র+স্থ = প্রষ্ঠ।

সাধারণত অ/আ-ভিন্ন স্বর [যার মধ্যে ঋ আছে] এবং র্ ক্ প্রভৃতির পরে ষত্ব হতে দেখা যায়। কিন্তু অ-স্বরের পরে এবং ষত্বের নিমিত্তের পরে ত্-এর ব্যবধানে ষত্ব হয় এমন নমুনাও আছে, যেমন বি অথবা অব -এর পরে স্বন্ ধাতুর স্ ষ হয় : অবষ্বণতি
অবলম্বন ও সামীপ্য অর্থে 'অব্'-উপসর্গের পরে স্তন্ভ্ ধাতু'র ষত্ব হয়–অবষ্টভ্য, অবষ্টব্ধা।
ই-কারান্ত ও উ-কারান্ত উপসর্গের পরে অভ্যস্ত স্থা ও স্তন্ভ্ ধাতুর স্ ত-ব্যবধানেও ষ্ হয় :

অনুতষ্ঠৌ, অধিতষ্ঠৌ, অভিতষ্ঠৌ অনুতষ্টষ্ত, অধিতষ্টষ্ত, অভিতষ্টষ্ত।

নির নি এবং বি -উপসর্গের স্ফুর ধাতুর স বিকল্পে ষ হয় : বিস্ফুরণ/বিষ্ফুরণ।

নিসর্গ শব্দে নি উপসর্গ একটি ভিন্ন পদ। ষত্ব হল না।

স্যন্দ্ ধাতুর স বিকল্পে ষ হয়; স্না ধাতুর স বজায় থাকে, ষ-ও হয় : নিস্যন্দ/নিষ্যন্দ, অভিস্যন্দ/অভিষ্যন্দ, নিষ্ণাত [যেমন ব্যাকরণে নিষ্ণাত (=কুশল)], আতিথ্যনিষ্ণ, নদীষ্ণ (নদীস্নানে কুশল), কিন্তু কুশল-অর্থে না-হলে নিস্নাত নদীস্নাত।

পরি-পূর্বক সুট্ আগমনের স্ ষ্ হয় – পরিষ্কার।
বিশেষ নিয়ম: পিতৃ, মাতৃ +স্বসা = পিতৃষ্বসা, মাতৃষ্বসা (কিন্তু পিতৃসেবা, মাতৃসনদ পিতৃসঙ্গ, মাতৃসঙ্গ); কিন্তু মাতুষ্বসা/মাতুস্বসা, পিতুষ্বসা/পিতুস্বসা [বিকল্পে ষত্ব]।

স্বাভাবিক ষত্ব:

ষ্ ধাতুতে থাকলে তার সাথে প্রত্যয় যোগে গঠিত শব্দে সাধারণত ধাতুর সেই ষ্ বজায় থাকে, ষ্-এর সংস্পর্শে প্রত্যয়-এর আদ্য ত্/থ্ যথাক্রমে ট্/ঠ্ হয়।

উদাহরণ

যে ক্ষেত্রে ঋ/ঋ-কার-এর পরে ষ্ :

ঋষ্+অভ =ঋষভ ঋষ্+ই =ঋষি ঋষ্+য =ঋষ্য কৃষ্+ই =কৃষি কৃষ+অক =কৃষক কৃষ্+ন =কৃষ্ণ কৃষ্+তি =কৃষ্টি ঘৃষ্+ত =ঘৃষ্ট ধৃষ্+ত =ধৃষ্ট ধৃষ্+নু =ধৃষ্ণু পৃষ+অৎ =পৃষৎ বৃষ্+অভ =বৃষভ বৃষ্+নি =বৃষ্ণি পৃষ্+ত =পৃষ্ট পৃষ্+থ =পৃষ্ঠ বৃষ্+তি =বৃষ্টি মৃষ্+ত =মৃষ্ট হৃষ্+ত =হৃষ্ট; ঋষ্টি কৃষ্য তৃষ্ণা তৃষ্য দৃষ্ট পৃষ্ঠ

যে ক্ষেত্রে ষ্ ঋ/ঋ-কার-এর পরে নয় :

ইষ্+তক+আ =ইষ্টকা ইষ্+ত =ইষ্ট ঈষ্+অৎ =ঈষৎ উষ্+থ =ওষ্ঠ উষ্+ন =উষ্ণ কুষ্+থ =কোষ্ঠ উষ্+ত্র =উষ্ট্র উষ্+মন্ =উষ্মন্→উষ্মা কষ্+তি =কষ্টি চক্ষ্+উস্ =চক্ষুঃ লক্ষ্+ঈ =লক্ষ্মী জুষ্+ত =জুষ্ট তুষ্+আর =তুষার ত্বক্ষ্+তৃ =ত্বষ্টা তুষ্+ত =তুষ্ট দুষ্+ত =দুষ্ট দ্বিষ্+ত =দ্বিষ্ট পুষ্+অর =পুষ্কর পুষ্+অন =পূষন্→পূষা পিষ্+ত =পিষ্ট বিষ্+আন =বিষাণ বিষ্+তপ =বিষ্টপ বিষ্+নু =বিষ্ণু মুষ্+ইক =মূষিক মুষ্+ত =মুষিত যুষ্+ইৎ =যোষিৎ রিষ্+ত =রিষ্ট রুষ্+ত =রুষ্ট/রুষিত শষ্+কুল =শষ্কুল শুষ্→শুষ্ক ষষ্+থ =ষষ্ঠ।

ষ প্রত্যয়-এ থাকলে তার যোগে গঠিত শব্দে সাধারণত প্রত্যয়ের সেই ষ্ বজায় থাকে:

অম্বরীষ= অম্ব্+ঈষ করীষ= কৃ+ঈষ কলুষ= কল্+উষ কিল্বিষ= কিল+ইষ গড়্+উষ =গড়ূষ নহুষ= নহ্+উষ পরুষ= পৃ+উষ পুরুষ= পুর্+উষ পুরীষ= পৃ+ঈষ ভুজিষ্য= ভুজ্+ইষ্য মনীষা= মন্+ঈষা



www.pathagar.com

মহিষ= মহ্+ইষ রুচিষ্য= রুচ্+ইষ্য শিরীষ= শৃ+ঈষ বৃত্+ইষ্ণু =বর্তিষ্ণু বৃধ্+ইষ্ণু =বর্ধিষ্ণু পিয়্+উষ =পীযূষ; ক্ষয়িষ্ণু বলিষ্ঠ।

ধাতু-তে, এমনকি ঋ-এর পরে, ষ্ থাকা সত্ত্বেও নিষ্পণ্ন শব্দে ষ্ বজায় থাকে না 'পর্জন্য' শব্দের বেলায়–পৃষ্+অন্য = পর্জন্য।

আরও স্বাভাবিক ষত্ব:

পাষণ্ড পাষাণ বৃষ অকালকুষ্মাণ্ড মেষ ষণ্ড রোষ বাষ্প বিষ ওষ্ঠ শ্লেষ হর্ষ সর্ষপ বর্ষণ কষায় ঔষধ পৌষ গ্রীষ্ম আষাঢ় প্রদোষ উষা ঈষৎ কলুষ বিষ বিষয় ভূষা ঈষ ঈষিকা উষর নিকষ বিশেষণ ভাষা বিশেষ ষোড়শ বিষাণ পুষ্প শোষণ দোষ ইষ্ট তৃষা শেষ ভাষ্য পোষ্য এষ দ্বেষ উষ্মা উষ্ণ অভিলাষ ইষু ভীষণ তৃষার মাষা কষিত কাষায় বিষুব (শব্দটিকে বি-উপসর্গ-পূর্বক বলে ধার্য করা ভুল) মুষা মুষ্ক মুষল (মুশল-ও সিদ্ধ বানান) জ্যেষ্ঠ বৃষল পিষ্ট হৃষিকেশ

## শত্ব বিধান

পুম্+চাতক =পুংশ্চাতক পুম্+চকোর =পুংশ্চকোর ধাবন্+ছাগ =ধাবংশ্ছাগ মহান্+ছেদ =মহাংশ্ছেদ

ঋ/ঋ-কারের পরে 'শ্', স্বাভাবিক শত্ব-ও, হয়ে থাকে: কৃশ (√কৃশ্ থেকে), বিমৃশ্যকারী (√মৃশ্ থেকে), স্পৃশ্য (√স্পৃশ্ থেকে), দৃশ্য (√দৃশ্ থেকে), কৃশর, কৃশাণু, বৃশ্চিক, নৃশংস

র্-এর পরে শ–স্পৃশ্+অ = স্পর্শ, দৃশ্+ অন, অক = দর্শন, দর্শক, কার্শ্য বিমর্শ/পরামর্শ (<মৃশ্)। *র্-এর পরে স্বাভাবিক শত্ব –পার্শ্ব* (= পর্শু+অ)

## সন্ধি

এবার দেখা যাক সন্ধির ব্যাপারটা কিভাবে উপস্থাপন করলে ভাল হয়।

দুটি ধ্বনির মিলনে পরিবর্তিত ধ্বনির সৃষ্টির, বা দুটি অক্ষরের স্থানে একটি সন্ধ্যক্ষর হওয়ার, বা সন্ধ্যক্ষর বিশ্লিষ্ট হওয়ার নাম সন্ধি।

সন্ধির এই সংজ্ঞার প্রেক্ষিতে 'সন্ধ্যক্ষর' সম্বন্ধে ধারণা থাকা জরুরি। আদিতে সংস্কৃতে 'এ'-এর উচ্চারণ 'অয়্', 'ঐ'-এর উচ্চারণ আয়্, 'ও'-এর অব্ এবং 'ঔ'-এর 'আব্' ছিল, এবং এগুলি সন্ধ্যক্ষর ['অব্' এবং 'আব্'-এর ব অন্তঃস্থ]। সংস্কৃতে আ হচ্ছে দীর্ঘস্বর, তার হ্রস্ব হচ্ছে অ, অর্থাৎ অ-এর মূল উচ্চারণ হচ্ছে আমাদের বর্তমান আ-এর উচ্চারণের মতো। য বা য় -এর মূল উচ্চারণ ইঅ বা ঈঅ এবং অন্তঃস্থ ব-এর – উঅ বা ঊঅ, এবং এ দুটিও সন্ধ্যক্ষর। ক্ষ-ও সন্ধ্যক্ষর (ক্ষ = ক্ষ)। ঋ-এর মূল উচ্চারণ 'র্-র্-র্'-এর মতো। এসব জানলে সংস্কৃত সন্ধির নিয়মগুলি (দেবতা+ঋষভ =দেবতর্ষভ বে+অন =বয়ন গৈ+অক =গায়ক গো+আদি =গবাদি নৌ+ইক =নাবিক) আরও স্বাভাবিক বলে মনে হয়। মূলত অন্তঃস্থ ব -এর উচ্চারণ ছিল 'উঅ'/'ঊঅ', তার থেকে সহজে বোঝা যায় সন্ধিতে বধূ+আগমন = বধ্বাগমন, অনু+ইত = অন্বিত ইত্যাদি কেন নিতান্তই স্বাভাবিক এবং সরল।

এই 'অন্বিত' থেকে আরও দেখা যায় যে অ-তে ি (ই-কার) লাগলে ই হয়। ব্ = উঅ্, তার সাথে ই-কার যোগ করাতে হচ্ছে উই, তার মানে অি=ই হচ্ছে। আগে যে বলেছি অি=ই, ... অৈ=ঐ ইত্যাদি অবধারিত, তার একটা প্রমাণ এটা।

আরও লক্ষণীয় : অ-তে যখন ই-কার লাগাই [অি(= ই)] তখন অ-কে হস্যুক্ত কল্পনা করা হয়। এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। (অন্তঃস্থ)ব = উঅ যদি হয় তাহলে ব্ = উঅ্। আমরা যখন র্অ = র্ বলি তখন অ-কে হস্-যুক্তই ধরি। ব্+অ = ব, অর্থাৎ উঅ্+অ = ব, অ্+অ = অ।



www.pathagar.com

বপ্+ত = উপ্ত, স্বপ্+ত = সুপ্ত কিকরে হয়। দুটি ক্ষেত্রেই ব অন্তঃস্থ এবং ব্ = উঅ্ – এটা খেয়াল করলেই এই আপাত-রহস্যের কিনারা হয়। তাহলে পাঠক এও দেখতে পাচ্ছেন যে অ্ নতুন কিছু নয়। হস্-যুক্ত অ সবসময়ই আছে।

আরও জেনে রাখা ভাল যে যেখানে বিসর্গ আছে সেখানে তা হয় র্ না-হয় স্ -এর স্থলাভিষিক্ত – এইজন্য বিসর্গ কখনও র্জাত বিসর্গ, কখনও-বা স্-জাত বিসর্গ। স্-জাত বিসর্গ সংখ্যাধিক। শুধু পুনঃ প্রাতঃ অন্তঃ স্বঃ (= স্বর্গঃ) প্রভৃতি অব্যয়ের বিসর্গ এবং পিতঃ মাতঃ ভ্রাতঃ প্রভৃতি ঋ-কারান্ত শব্দের সম্বোধন পদের বিসর্গ র্-জাত।

এবারে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের অবতারণা। সন্ধি দুই রকম। বহিঃসন্ধি এবং অন্তঃসন্ধি। দুটি শব্দের মধ্যে সন্ধি হলে বহিঃসন্ধি। আর একটি শব্দের মধ্যে যদি সন্ধি হয় অর্থাৎ সন্ধি হওয়ার পর যদি একটি শব্দ দাঁড়ায়, তাহলে অন্তঃসন্ধি; যেমন : বে+অন = বয়ন, পো+অন = পবন, নে+অক = নায়ক।

কোনও কোনও ক্ষেত্রে এমন যদি হয় যে দু-এর একটি শব্দ, অন্যটি শব্দ নয় – সেক্ষেত্রে সন্ধি হল বহিঃসন্ধি ও অন্তঃসন্ধির মাঝামাঝি।

তাঁরা [পূর্বে উল্লিখিত পাঁচজন লেখক] লিখেছেন : *"মৃৎ+ময়=মৃন্ময়"*[৩২]

আর ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন :

"এইবারে ব্যাকরণের দিক্ দিয়া বিচার করা যাইতেছে। মৃদ্ শব্দের উত্তর ময় প্রত্যয় করিলে, বর্গের পঞ্চম বর্ণ ম পরে থাকায় দ্ স্থানে পঞ্চম বর্ণ ন হইল।... – পদের অন্তেস্থিত ন কখন মূর্ধণ্য হয় না। সেই জন্য এস্থলে ণত্ব হইবে না, ..." *(শক, পৃ. ১২২)*
(নিম্নরেখ আমার)

আলোচ্য লেখকগণ লিখেছেন : *"'উৎ' উপসর্গের পরে 'স্থা' ধাতু থাকলে..."*[৩৩] – ইত্যাদি।

আর মণীন্দ্রকুমার ঘোষ লিখেছেন :

"অধিকাংশ ব্যাকরণ-গ্রন্থে দেখতে পাই সংস্কৃতে কুড়িটি উপসর্গের একটি হচ্ছে 'উৎ'। কিন্তু পাণিনি-ব্যাকরণে 'উৎ' বলে কোন উপসর্গের উল্লেখ নেই, 'উদ' আছে। 'উদ' উপসর্গের সন্ধিগত আকৃতি স্থলবিশেষে হয় 'উৎ'।" *(বাবা, পৃ. ১৪৮)* (নিম্নরেখ আমার)

এই 'উদ্' উপসর্গকে 'উৎ' বানিয়ে তোলায় যে ঝামেলার সৃষ্টি, তা একেবারেই অবাঞ্ছিত। এটা করে লাভ হওয়ার কিচ্ছু নেই, মাঝখান থেকে সন্ধির নিয়মের ক্ষেত্রে এলোমেলো অবস্থা দেখা দেয়। অনেক ক্ষেত্রে [সন্ধিতে] উদ্-এর দ্ ত্(ৎ) হয়ে যায়, আবার অনেক ক্ষেত্রে দ্ বজায় থাকে। উদ্-কে উৎ বানিয়ে ফেললে সন্ধিতে দ্ এবং ত্(ৎ)-এর মধ্যে পরিবর্তনের ব্যাপারটা উল্টে যায়। উল্লিখিত = উৎ+লিখিত – এমন বিবৃতি ভুল। উদ্-কে উৎ করে উৎফুল্ল (উদ্+ফুল্ল) হওয়ার কোনও কারণ নেই, বরং তাতে করে উদ্ভ্রান্ত(উদ্+ভ্রান্ত)-ই হতে হবে আর উৎপাত ঘটানো হবে।

তাঁদের বই-এ 'ব্যঞ্জন-সন্ধি'র ১-নম্বর ধারায় – *উদ্ঘাটন = উৎ+ঘাটন, উদ্ভব = উৎ+ভব, উদ্যোগ = উৎ+যোগ;* ৪ নম্বর ধারায় *উজ্জ্বল = উৎ+জ্বল;* ৭ নম্বর ধারায় *উত্থান = উৎ+স্থান, উত্থাপন = উৎ+স্থাপন;* ৩ নম্বর ধারায় *উচ্ছেদ = উৎ+ছেদ,* এবং ৫ নম্বর ধারায় *উচ্ছৃঙ্খল = উৎ+শৃঙ্খল, উচ্ছ্বাস = উৎ+শ্বাস* উদাহরণ হিশাবে দেখানো হয়েছে। সব ভুল।

উৎ বলে কোনও উপসর্গ নেই, আছে উদ্। সুতরাং উদ্+ঘাটন = উদ্ঘাটন, উদ্+ভব = উদ্ভব, উদ্+যোগ = উদ্যোগ হবে, ফলে ঐ শব্দগুলি সাধারণ অর্থে সন্ধির আলোচনার



www.pathagar.com

আওতায়ই পড়বে না কারণ এক্ষেত্রে ধ্বনির পরিবর্তন হচ্ছে না, দ্ দ্-ই থেকে যাচ্ছে। উজ্জ্বল উত্থাপন উত্থান উচ্ছেদ উচ্ছৃঙ্খল উচ্ছ্বাস -এর বেলাতে সন্ধি হয়েছে কিন্তু তা উদ্-এর সাথে জ্বল, স্থাপন, স্থান, ছেদ, শৃঙ্খল ও শ্বাস -এর। অপরদিকে তাঁরা লিখেছেন কজ্জল = কদ্+জল। এখানে 'কৎ'-কে 'কদ্'! 'কু' স্থলে 'কৎ', [কদ্ নয়], সুতরাং কৎ+জল = কজ্জল [কদ্+জল নয়], কজ্জল-এর বিকল্প বানান কজ্জ্বল সিদ্ধ; সেক্ষেত্রে কৎ+জ্বল = কজ্জ্বল।

তদ্ সম্পর্কেও একই রকমের গুবলেট – তদ্-কে তৎ বলে চালানো। অনেক ক্ষেত্রে [সন্ধিতে] তদ্-এর দ্ ত্ (ৎ) হয়ে যায়, অনেক ক্ষেত্রে দ্ বজায় থাকে। এতদ্+দ্বারা = এতদ্দ্বারা [এতৎ+দ্বারা নয়]।

দ্ বা ৎ বা ক্ বজায় থাকে এমন আরও শব্দ হচ্ছে :

উদ্গ্রীব উদ্গত তদ্রূপ উদ্গীর্ণ উদ্বেল উদ্বেগ উদ্দীপনা এতদ্ধনু উদয় উদয়ন উদর উদার উদাসীন উদাহরণ উদ্ঘাটন উদ্দণ্ড উদ্দাম উদ্দেশ উদ্বন্ধন উদ্বুদ্ধ উদ্বাহ উদ্বোধন উদ্ভব উদ্যত উদ্ভাস উদ্যাপন (উদ্+√যম্+ত =) উদ্যত (উদ্+√যম্+অ =) উদ্যম উদ্যোগ (উদ্+√যা+অন =) উদ্যান তদনুসারে তদনুযায়ী তদধিক তদনুগ তদীয় তদর্থ তদনুবর্তী তদন্য তদবধি তদুপলক্ষে হৃদিন্দ্র পৃথক্ভূত প্রাক্কলন পৃথক্করণ ধিক্কার প্রাক্কথন দিক্চক্রবালরেখা বাক্চাতুর্য দিক্চিহ্নহীন পৃথকালয় বাক্শক্তিরহিত দিক্করী বাক্কলহ বাক্কাপট্য বাক্পারুষ্য প্রাক্তন (= প্রাক্+তন) দিক্প্রান্ত দিক্পাল বাক্পটু

তাঁদের বই-এ 'ব্যঞ্জন-সন্ধি'র ১-নম্বর ধারা এমন লিখিত হয়েছে –

"স্বরবর্ণ অথবা বর্গের তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণ (গ, ঘ, জ, ঝ, ড, ঢ, দ, ধ, ব, ভ) অথবা অন্তঃস্থ বর্ণ (য, র, ল, ব) পরে থাকলে পূর্ববর্তী 'ক', 'চ', 'ট', 'ত', 'প' যথাক্রমে 'গ', 'জ', 'ড', 'দ', ও 'ব' বর্ণে পরিণত হয়।" তাঁরা যে উদাহরণগুলি দিয়েছেন তার মধ্যে বাগীশ ও বাগীশ্বরী একই রকম; উদ্ঘাটন উদ্ভব উদ্যোগ ভুল উদাহরণ; পরে ঝ/ড/ঢ/ধ/র/ল/ব আছে এমন কোনও উদাহরণ দেননি। লক্ষ্য করুন – সৎ+লোক = সদ্লোক নয়, অ-জহৎ+লিঙ্গ = অজহদ্লিঙ্গ নয় (বরং অজহল্লিঙ্গ), বিদ্যুৎ+লতা = বিদ্যুদ্লতা নয় (বরং বিদ্যুল্লতা)। দেখা যাচ্ছে তাঁরা ভুল লিখেছেন। কিন্তু এখানে শেষ নয়।

চলৎ+চিত্র = চলদ্চিত্র নয় (বরং চলচ্চিত্র)। চলৎ+ছবি = চলদ্ছবি নয় (বরং চলচ্ছবি)। মহৎ+ডঙ্কা = মহদ্ডঙ্কা নয় (বরং মহড্ডঙ্কা)। মহৎ+ঢাল = মহদ্ঢাল নয় (বরং মহড্ঢাল)।

তাহলে তাঁদের দেওয়া ব্যঞ্জন সন্ধির ১-নম্বর ধারা কতটুকু কাজের? মোটেই নয়। এত ভুল থাকাতে এর নির্ভরযোগ্যতা শূন্য হয়ে যাচ্ছে।

এর পরে ২-নম্বর ধারায় তাঁরা লিখেছেন বর্গের প্রথম বা দ্বিতীয় বর্ণ (ক, খ, চ, ছ, ট, ঠ, ত, থ, প, ফ) কিংবা 'স' পরে থাকলে, বর্গের (বিশেষত ত-বর্গের) তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণের স্থলে প্রথম বর্ণ হয় (অর্থাৎ দ্, ধ্ স্থলে ত্)।" [নিম্নরেখ আমার]। কিন্তু তাঁরা এমন কোনও উদাহরণ দেননি যাতে পরে চ/ছ/ট/ঠ আছে। পরে খ/থ/ফ আছে এমন কোনও উদাহরণও দেননি। আরও লক্ষ্য করুন নিম্নরেখিত অংশটুকু। বর্গ হচ্ছে পাঁচটি, আর তাঁরা লিখলেন–'বর্গের (বিশেষত ত-বর্গের)। তাঁরা শুধু ত-বর্গ-সংশ্লিষ্ট উদাহরণই দিয়েছেন। অন্য চারটি বর্গের ব্যাপারটা কী? যেখানে শুধু ত-বর্গের হওয়ার কথা সেখানে 'বর্গের (বিশেষত ত-বর্গের)' লেখার মানে কী? আর দ্, ধ্ স্থলে ত্ হবে কি পরে চ/ছ/ট/ঠ থাকলেও? দেখা যাক।

উদ্+চারণ = উৎচারণ কি? না। বরং উচ্চারণ।

তদ্+চিত্র = তৎচিত্র কি? না। বরং তচ্চিত্র।

তেমনি তদ্+ছিদ্র = তচ্ছিদ্র, উদ্+ছেদ = উচ্ছেদ, তুদ্+ছ = তুচ্ছ (তৎছিদ্র উৎছেদ তুৎছ কোনও-ক্রমেই নয়)।



www.pathagar.com

পরে ট/ঠ থাকলে কী হয় তা-ও দেখা যাক।

তদ্+টীকা = তট্টীকা, এতদ্+টংকার = এতট্টংকার (তৎটীকা এতৎটংকার নয়); এতদ্+ঠক্কুর = এতট্ঠক্কুর (এতৎঠক্কুর নয়)। তাহলে? তাঁদের দেওয়া ২-নম্বর ধারাও ভয়ানকভাবে ভুলে-ভরা।

তাঁরা লিখেছেন 'সম্বন্ধ' 'সম্বল' 'সম্বোধন' এ জাতীয় শব্দের বানানে নাকি ম্ স্থানে ং অশুদ্ধ। ভুল কথা। লিখেছেন ম-এর পরে ক খ গ ঘ হলে সন্ধিতে ম্-স্থানে নাকি ঙ্ বা ং হয়; মিথ্যা কথা। সত্য হল : ম্-এর পরে যেকোনও বর্গীয় বর্ণ [ক থেকে ম পর্যন্ত যেকোনও বর্ণ] থাকলে ম্-স্থানে ঙ্ বা ং হয়।

তাঁরা স্বর-সন্ধি'র অধীনে ৬-নম্বর ধারায় উদাহরণ দেখাচ্ছেন বিদ্য+ঔষধ = দিব্যৌষধ। এটা ছাপার ভুল বলে ধরা যাবে। তাঁদের বই-এ আছে প্রজ্জ্বলিত (পৃ. ৩২), তেজক্রিয়তা (পৃ. ৪৬)। এও ধরা যায় ছাপার ভুল বলে?* স্মরণ করা যেতে পারে বাংলা একাডেমী'র তৎকালীন মহাপরিচালক 'প্রসঙ্গ-কথা'য় জানিয়েছেন বইটি "ক্ষীণকায় অথচ অতি প্রয়োজনীয়" যা কিনা "নানা রকম অশুদ্ধির" যে "অনুপ্রবেশ ঘটছে নিয়মিত" তা-সব দূর করে দেবে, এবং "বিভিন্ন পেশায় কর্মীরা তাঁদের নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজনে এ বই থেকে উপকৃত হবেন...।" মহাপরিচালক আরও লিখেছেন –

*" 'বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ' বইটির প্রাথমিক তথ্য ও উপাদান সংগ্রহ করেছেন সঙ্কলন উপবিভাগের জনাব [···] ও অন্যান্য কর্মী। দীর্ঘ সময় ধরে বহু অধিবেশনে মিলিত হয়ে বর্তমান বইয়ের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেছেন সম্পাদনা পরিষদের পাঁচজন সম্মানিত সদস্য। এই প্রয়োজনীয় ও জটিল কাজটি সম্পন্ন করার জন্য আমি তাঁদেরকে গভীর ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। এঁদের মধ্যে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান এই গ্রন্থ সম্পাদনার প্রত্যেকটি স্তরে যে পরিমাণ সময়, শ্রম ও মনোযোগ অর্পণ করেছেন তার জন্যে আমরা তাঁর কাছে ঋণী হয়ে রইলাম। গবেষণা, সঙ্কলন ও ফোকলোর বিভাগের পরিচালক জনাব [···] ও সঙ্কলন উপবিভাগের উপপরিচালক জনাব [···] যদিও বিভাগীয় দায়িত্ব হিসেবেই প্রয়োগ অভিধান প্রণয়নের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তথাপি অনস্বীকার্য–যে তাঁদের প্রযত্ন ও নিষ্ঠা বাংলা ভাষার প্রতি মমত্ব থেকেই উৎসারিত।"*

আরও লিখেছেন –

*"নির্ভুল প্রকাশনার স্বার্থেই সর্বজনাব [···] গ্রন্থটি মুদ্রণের নানা পর্যায়ে তাঁদের মূল্যবান মতামত দিয়ে এবং কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি সম্পাদকমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। বইটি শুদ্ধ বাংলা ভাষা ব্যবহারে উৎসাহী পাঠকের কাজে লাগলেই আমরা খুশী হব।"*

কিন্তু বইটি কল্পনাতীত রকম অজস্র ভুল নিয়ে বেরিয়েছে।

## স্বরসন্ধি

[ক] অ/আ+অ/আ = আ

অ+অ অদ্য+অবধি =অদ্যাবধি শশ+অঙ্ক =শশাঙ্ক ইষ্ট+অনিষ্ট =ইষ্টানিষ্ট
অব+অন্তর =অবান্তর অর্ধ+অশন =অর্ধাশন অর্ধ+অঙ্গ =অর্ধাঙ্গ
অপ+অঙ্গ =অপাঙ্গ সায়+অহ্ন =সায়াহ্ন দিব্য+অস্ত্র =দিব্যাস্ত্র
নীল+অম্বু =নীলাম্বু উত্তম+অঙ্গ =উত্তমাঙ্গ
অধম+অঙ্গ =অধমাঙ্গ অমিত্র+অক্ষর =অমিত্রাক্ষর ক্রব্য+অদ্ =ক্রব্যাদ্
আইন+অনুগ =আইনানুগ* চিত্র+অর্পিত =চিত্রার্পিত উদয়+অস্ত =উদয়াস্ত
হুত+অশন =হুতাশন সর্বস্ব+অন্ত =সর্বস্বান্ত স+অর্থ =সার্থ

---

* শুদ্ধ হল 'প্রজ্বলিত', 'তেজক্রিয়তা'

* আইন শব্দটি অবশ্য সংস্কৃত নয়।



www.pathagar.com

অ+আ উত্তম+আশা =উত্তমাশা অশ্ব+আরূঢ় =অশ্বারূঢ় রত্ন+ আকর =রত্নাকর
কুশ+আসন =কুশাসন অশ্ব+আরোহী =অশ্বারোহী স্বল্প+আয়ু =স্বল্পায়ু
হিম+আলয় =হিমালয় হত+আশ =হতাশ
ভট্ট+আচার্য =ভট্টাচার্য অমিত+আচার =অমিতাচার

আ+অ পরা+অস্ত =পরাস্ত নানা+অর্থ =নানার্থ মহা+অর্ঘ =মহার্ঘ
দয়া+অর্ণব =দয়ার্ণব যথা+অর্থ =যথার্থ অ+অয় =আয়

আ+আ মহা+আশয় =মহাশয় ব্যথা+আতুর =ব্যথাতুর
বিদ্যা+আলয় =বিদ্যালয় গদা+আঘাত =গদাঘাত

[খ] ই/ঈ+ই/ঈ =ঈ

ই+ই অতি+ইত =অতীত প্রতি+ইতি =প্রতীতি অভি+ইষ্ট =অভীষ্ট
মুনি+ইন্দ্র =মুনীন্দ্র মণি+ইন্দ্র =মণীন্দ্র অতি+ইন্দ্রিয় =অতীন্দ্রিয়
অতি+ইব =অতীব যতি+ইন্দ্র =যতীন্দ্র প্রীতি+ইন্দ্র = প্রীতীন্দ্র

ই+ঈ প্রতি+ঈক্ষা =প্রতীক্ষা অভি+ঈপ্সা =অভীপ্সা অধি+ঈশ্বর =অধীশ্বর
ক্ষিতি+ঈশ =ক্ষিতীশ পরি+ঈক্ষা =পরীক্ষা গিরি+ঈশ =গিরীশ

ঈ+ই সুধী+ইন্দ্র =সুধীন্দ্র শচী+ইন্দ্র =শচীন্দ্র মহতী+ইচ্ছা = মহতীচ্ছা

ঈ+ঈ সতী+ঈশ =সতীশ শ্রী+ঈশ =শ্রীশ পৃথিবী+ঈশ্বর =পৃথিবীশ্বর
অর্ধ- নারী+ঈশ্বর =অর্ধনারীশ্বর প্রীতি+ঈশ = প্রীতীশ পৃথ্বী+ঈশ্বর =পৃথ্বীশ্বর

[গ] উ/ঊ+উ/ঊ =ঊ

উ+উ চাটু+উক্তি =চাটূক্তি কটু+উক্তি =কটূক্তি সু+উক্ত =সূক্ত
তনু+উদ্ভব =তনূদ্ভব মরু+উদ্যান =মরূদ্যান বহু+উক্তি =বহূক্তি

উ+ঊ চারু+ঊরু =চারূরু তনু+ঊর্ধ্ব =তনূর্ধ্ব লঘু+ঊর্মি =লঘূর্মি

ঊ+উ বধূ+উৎসব =বধূৎসব স্বয়ম্ভু+উদয় = স্বয়ম্ভূদয়

ঊ+ঊ ভূ+ঊর্ধ্ব =ভূর্ধ্ব

[ঘ] ঋ/দীর্ঘ-ঋ+ঋ/দীর্ঘ-ঋ =দীর্ঘ-ঋ

বাংলা থেকে দীর্ঘ-ঋ বাদ পড়েছে। আগে ডবল-ঋ-কার-চিহ্ন দিয়ে দীর্ঘ-ঋ-কার বোঝানো হত। বর্তমানে পিতৃ+ঋণ =পিতৃঋণ, তাতে আসোলে কোনও সন্ধি হচ্ছে না।

[ক] অ/আ+ই/ঈ =এ এ-কারের পূর্ববর্ণে যোজনা

অ+ই অর্ধ+ইন্দু =অর্ধেন্দু মঙ্গল+ইচ্ছা =মঙ্গলেচ্ছা শারদ+ইন্দু =শারদেন্দু
পূর্ণ+ইন্দু =পূর্ণেন্দু অন্ত্য+ইষ্টি =অন্ত্যেষ্টি প্র+ইত =প্রেত স্ব+ইচ্ছা = স্বেচ্ছা
নর+ইন্দ্র =নরেন্দ্র হৃদয়+ইন্দ্র =হৃদয়েন্দ্র

অ+ঈ নর+ঈশ =নরেশ গণ+ঈশ =গণেশ পরম+ঈশ্বর =পরমেশ্বর
এক+ঈশ্বর =একেশ্বর অমর+ঈশ =অমরেশ ভব+ঈশ =ভবেশ
বিশ্ব+ঈশ্বর =বিশ্বেশ্বর

আ+ই রমা+ইন্দ্র =রমেন্দ্র যথা+ইষ্ট =যথেষ্ট মহা+ইন্দ্র =মহেন্দ্র

আ+ঈ মহা+ঈশ =মহেশ সিদ্ধা+ঈশ্বরী =সিদ্ধেশ্বরী রমা+ঈশ =রমেশ
উমা+ঈশ =উমেশ যথা+ঈপ্সিত =যথেপ্সিত

[খ] অ/আ+উ/ঊ =ও ও-কারের পূর্ববর্ণে যোজনা

অ+উ প্র+উল্লাস =প্রোল্লাস প্রলয়+উল্লাস =প্রলয়োল্লাস
মস্তক+উত্তোলন =মস্তকোত্তোলন ভার+উত্তোলন =ভারোত্তোলন
প্র+উজ্জ্বল =প্রোজ্জ্বল অর্ধ+উদিত =অর্ধোদিত অস্ত+উদয় =অস্তোদয়



www.pathagar.com

প্র+উঞ্ছন =প্রোঞ্ছন আদ্য+উপান্ত =আদ্যোপান্ত
মূল+উচ্ছেদ =মূলোচ্ছেদ অর্ধ+উচ্চারিত =অর্ধোচ্চারিত
স+উৎসাহ =সোৎসাহ অস্ত+উন্মুখ =অস্তোন্মুখ
দাম+উদর =দামোদর অপ+উহ =অপোহ নীল+উৎপল =নীলোৎপল
আত্ম+উৎসর্গ =আত্মোৎসর্গ আত্ম+উৎকর্ষ =আত্মোৎকর্ষ
অচ্ছ+উদ =অচ্ছোদ অস্ত্র+উপচার =অস্ত্রোপচার
বন্দ্য+উপাধ্যায় =বন্দ্যোপাধ্যায়
স্ব+উপার্জিত =স্বোপার্জিত স+উপান =সোপান
ষোড়শ+উপচার =ষোড়শোপচার কব+উষ্ণ =কবোষ্ণ
স+উপচার =সোপচার স+উৎপ্রাস =সোৎপ্রাস

অ+ঊ নব+ঊঢ়া =নবোঢ়া ত্রিশ+ঊর্ধ্ব =ত্রিশোর্ধ্ব
আ+ঊ বিদ্যা+উৎসাহী =বিদ্যোৎসাহী মহা+উদয় =মহোদয়
যথা+উচিত =যথোচিত কা+উষ্ণ =কোষ্ণ
আ+ঊ গঙ্গা+ঊর্মি =গঙ্গোর্মি মহা+ঊর্মি =মহোর্মি মহা+ঊর্ধ্ব =মহোর্ধ্ব

[গ] অ/আ+ঋ =অর্

অ+ঋ পুরুষ+ঋষভ =পুরুষর্ষভ হিম+ঋতু =হিমর্তু দেব+ঋষি =দেবর্ষি
রাজ+ঋষি =রাজর্ষি উত্তম+ঋণ =উত্তমর্ণ অধম+ঋণ =অধমর্ণ
পরম+ঋত =পরমর্ত অর্ধ+ঋচ =অর্ধর্চ অধিগত+ঋচ =অধিগতর্চ
আ+ঋ মহা+ঋষি =মহর্ষি দেবতা+ঋষভ =দেবতর্ষভ ব্রহ্মা+ঋষি =ব্রহ্মর্ষি

- সংস্কৃতে ব্যতিক্রমি সন্ধি হিশাবে *শীত, ক্ষুধা, পিপাসা +ঋত = শীতার্ত, ক্ষুধার্ত, পিপাসার্ত* দেখানো হয়।

[ঘ] অ/আ+এ/ঐ =ঐ

অ+এ সর্ব+এব =সর্বৈব হিত+এষী =হিতৈষী জন+এক =জনৈক
প্র+এষ =প্রৈষ প্র+এষ্য =প্রৈষ্য
আ+ঐ মত+ঐক্য =মতৈক্য
আ+এ তথা+এবচ =তথৈবচ মহা+একত্ব =মহৈকত্ব
আ+ঐ মহা+ঐক্য =মহৈক্য মহা+ঐশ্বর্য =মহৈশ্বর্য মহা+ঐরাবত = মহৈরাবত
উমা+ওষ্ঠ = উমৌষ্ঠ/উমোষ্ঠ তব+ওষ্ঠ = তবৌষ্ঠ মম+ওষ্ঠ = মমৌষ্ঠ

[ঙ] অ/আ+ও/ঔ =ঔ

অ+ও জল+ওকা =জলৌকা বন+ওষধি =বনৌষধি
বিম্ব+ওষ্ঠ =বিম্বৌষ্ঠ* অধর+ওষ্ঠ =অধরৌষ্ঠ*
আ+ও মহা+ওষধি =মহৌষধি
অ+ঔ গত+ঔৎসুক্য =গতৌৎসুক্য চিত্ত+ঔদাস্য =চিত্তৌদাস্য
পরম+ঔষধ =পরমৌষধ চিত্ত+ঔদার্য =চিত্তৌদার্য
আ+ঔ মহা+ঔদার্য =মহৌদার্য মহা+ঔৎসুক্য =মহৌৎসুক্য
সদা+ঔৎসুক্য =সদৌৎসুক্য মহা+ঔষধ =মহৌষধ

* বিকল্প স্বীকৃত বানান বিম্বোষ্ঠ
* বিকল্প স্বীকৃত বানান অধরোষ্ঠ

[ক] ই/ঈ+ অন্য স্বরবর্ণ → ই/ই স্থানে য, য-এর পূর্ববর্ণে যোজনা [স্মর্তব্য: য=ইঅ/ঈঅ]

ই+অ শুদ্ধি+অশুদ্ধি =শুদ্ধ্যশুদ্ধি অনুমতি+অনুসারে =অনুমত্যনুসারে
ভূমি+অধিকারী =ভূম্যধিকারী প্রতি+অভিবাদন =প্রত্যভিবাদন
অগ্নি+অস্ত্র =অগ্ন্যস্ত্র শক্তি+অস্ত্র = শক্ত্যস্ত্র ত্রি+অধিক =ত্র্যধিক ত্রি+অক্ষ =ত্র্যক্ষ



www.pathagar.com

হরি+অশ্ব =হর্যশ্ব হরি+অনুভব =হর্যনুভব হরি+অক্ষ =হর্যক্ষ দ্বি+অর্থ =দ্ব্যর্থ
দ্বি+অক্ষর =দ্ব্যক্ষর দ্বি+অর্ধ = দ্ব্যর্ধ শ্রুতি+অনুপ্রাস = শ্রুত্যনুপ্রাস
বুদ্ধি+অক্ত=বুদ্ধ্যক্ত বুদ্ধি+অল্পতা=বুদ্ধ্যল্পতা
অতি+অন্ত =অত্যন্ত বি+অতিরেক =ব্যতিরেক
আদি+অন্ত =আদ্যন্ত প্রতি+অর্থী =প্রত্যর্থী
ইতি+অবকাশে =ইত্যবকাশে ইতি+অবসরে =ইত্যবসরে
ইতি+অধিক =ইত্যধিক অতি+অধিক =অত্যধিক
অভি+অন্তর =অভ্যন্তর অতি+অদ্ভুত =অত্যদ্ভুত ত্রি+অক্ষর =ত্র্যক্ষর
যদি+অপি =যদ্যপি অস্তি+অর্থ =অস্ত্যর্থ অতি+অল্প =অত্যল্প
অধি+অক্ষ =অধ্যক্ষ পরি+অবেক্ষণ =পর্যবেক্ষণ
ইতি+অনুসারে =ইত্যনুসারে ইতি+অর্থ = ইত্যর্থ
ধ্বনি+অপচয় =ধ্বন্যপচয় বি+অতিষক্ত =ব্যতিষক্ত
বি+অলীক =ব্যলীক অভি+অক্ত =অভ্যক্ত বিভক্তি+অন্ত =বিভক্ত্যন্ত
অভি+অগ্র =অভ্যগ্র শ্রুতিস্মৃতি+অবিরোধী =শ্রুতিস্মৃত্যবিরোধী
ধ্বনি+অনুকার =ধ্বন্যনুকার সপ্তমি+অন্ত =সপ্তম্যন্ত ইত্যাদি+অপি = ইত্যাদ্যপি

ঈ+অ হস্তী+অশ্ব =হস্ত্যশ্ব স্ত্রী+অধিকার =স্ত্র্যধিকার নদী+অম্বু=নদ্যম্বু প্রাণী+অক্ত = প্রাণ্যক্ত

ই+আ অতি+আচার =অত্যাচার ইতি+আদি =ইত্যাদি ইতি+আকার =ইত্যাকার
পরি+আপ্ত =পর্যাপ্ত কপি+আদি =কপ্যাদি অতি+আদর =অত্যাদর বিভক্তি+আদি = বিভক্ত্যাদি
অস্থি+আদি=অস্থ্যাদি বি+আখ্যা =ব্যাখ্যা

ঈ+আ নদী+আকার =নদ্যাকার দেবী+আদেশ =দেব্যাদেশ

ই+উ উপরি+উপরি =উপর্যুপরি অতি+উচ্চ =অত্যুচ্চ ইতি+উভয় =ইত্যুভয়
অতি+উৎপাদন =অত্যুৎপাদন অতি+উক্তি =অত্যুক্তি অতি+উজ্জ্বল =অত্যুজ্জ্বল
অতি+উগ্র =অত্যুগ্র অতি+উৎকৃষ্ট =অত্যুৎকৃষ্ট অতি+উষ্ণ =অত্যুষ্ণ
প্রতি+উষ =প্রত্যুষ পরি+উদস্ত =পর্যুদস্ত বি+উৎপত্তি =ব্যুৎপত্তি অধি+অধি =অধ্যধি
দেবাদি+উদ্দেশে =দেবাদ্যুদ্দেশে নি+উজ্জ =ন্যুজ্জ

ঈ+উ নদী+উপকণ্ঠ =নদ্যুপকণ্ঠ সুধী+উপাস্য =সুধ্যুপাস্য

ই+ঊ বি+ঊহ =ব্যূহ দি+ঊত = দ্যূত

ঈ+উ সখী+উক্ত = সখ্যুক্ত শক্তি+উপাসক শক্ত্যুপাসক প্রতি+উদ্গমন = প্রত্যুদ্গমন
নদী+ঊর্মি =নদ্যূর্মি শশী+ঊর্ধ্ব =শশ্যূর্ধ্ব

ই+ঋ মুনি+ঋষভ =মুন্যৃষভ

ঈ+ঋ বলী+ঋষভ =বল্যৃষভ

ই+এ প্রতি+এক =প্রত্যেক পরি+এষণা =পর্যেষণা

ঈ+এ গোপী+এষা =গোপ্যেষা

ই+ঐ জাতি+ঐক্য =জাত্যৈক্য অতি+ঐশ্বর্য =অত্যৈশ্বর্য মুনি+ঐক্য = মুন্যৈক্য

ঈ+ঐ নদী+ঐক্য =নদ্যৈক্য বলী+ঐরাবত = বল্যৈরাবত

ই+ঔ অতি+ঔষধ =অত্যৌষধ অতি+ঔদার্য =অত্যৌদার্য অতি+ঔৎসুক্য =অত্যৌৎসুক্য

ঈ+ঔ বাণী+ঔচিত্য = বাণ্যৌচিত্য

[খ] উ/ঊ+ অন্য স্বরবর্ণ → উ/ঊ স্থানে ব্ (অন্তঃস্থ), ব-এর পূর্ববর্ণে যোজনা

উ+অ অনু+অর্থ =অন্বর্থ সু+অচ্ছ =স্বচ্ছ হিন্দু+অষ্টক =হিন্দ্বষ্টক মনু+অন্তর =মন্বন্তর
সু+অশ্+উর =শ্বশুর সু+অল্প =স্বল্প পশু+অধম =পশ্বধম ধাতু+অর্থ =ধাত্বর্থ
মহাবস্তু+অবদান =মহাবস্ত্ববদান সু+অনুষ্ঠিত =স্বনুষ্ঠিত সু+অসা =স্বসা (=বোন)
সু+অস্তি =স্বস্তি ধাতু+অবয়ব =ধাত্ববয়ব সরযূ+অম্বু =সরয্বম্বু ধাতু+অংশ =ধাত্বংশ
বহু+অক্ষর =বহ্বক্ষর মধু+অরি=মধ্বরি

উ+আ সু+আগত =স্বাগত পশু+আদি =পশ্বাদি পশু+আচার =পশ্বাচার



www.pathagar.com

বহু+আড়ম্বর=বহ্বাড়ম্বর বাহু+আস্ফোটন=বাহ্বাস্ফোটন বহু+আশী = বহ্বাশী
বহু+আরম্ভ =বহ্বারম্ভ হেতু+আভাস =হেত্বাভাস ধেনু+আদি =ধেন্বাদি

| | |
|---|---|
| উ+ই | অনু+ইত =অন্বিত পশু+ইষ্টি =পশ্বিষ্টি মধু+ইত্যাদি =মধ্বিত্যাদি তনু+ইন্দ্রিয় =তন্বিন্দ্রিয় |
| উ+ঈ | অনু+ঈক্ষা =অন্বীক্ষা গুরু+ঈ =গুর্বী তনু+ঈশ্বর =তন্বীশ্বর সাধু+ঈ =সাধ্বী |
| উ+ঋ | বহু+ঋচ =বহ্বৃচ বহু+ঋচরণ =বহ্বৃচরণ বহু+ঋদ্ধি =বহ্বৃদ্ধি |
| উ+এ | অনু+এষণ =অন্বেষণ |
| উ+ঐ | অনু+ঐক্ষিষ্ট =অন্বৈক্ষিষ্ট সাধু+ঐশ্বর্য =সাধ্বৈশ্বর্য |
| উ+ঔ | কটু+ঔষধ =কট্বৌষধ |
| ঊ+আ | বধূ+আগমন =বধ্বাগমন |
| ঊ+ই | বধূ+ইচ্ছা =বধ্বিচ্ছা |
| ঊ+ঋ | বধূ+ঋণ =বধ্বৃণ |
| ঊ+এ | বধূ+এষণা = বধ্বেষণা |
| ঊ+ঐ | বধূ+ঐশ্বর্য =বধ্বৈশ্বর্য |
| ঊ+ঔ | বধূ+ঔদার্য =বধ্বৌদার্য |

[স্মর্তব্য: (অন্তঃস্থ)ব =উঅ/ঊঅ]

[গ] ঋ+ অ, আ, ই ... =র, রা, রি... [ঋ-কার র (ৱ )-এ পরিণত]*

| | |
|---|---|
| ঋ+অ | পিতৃ+অনুমতি =পিত্রনুমতি পিতৃ+অরি =পিত্ররি কর্তৃ+অর্থ =কর্ত্রর্থ |
| | কর্তৃ+অভিপ্রায় =কর্ত্রভিপ্রায় ভ্রাতৃ+অর্থ =ভ্রাত্রর্থ জাগৃ+অৎ =জাগ্রৎ |
| | ক্ষুর+পৃ+অ =ক্ষুরপ্র কৃ+অতু =ক্রতু বৃ+অত =ব্রত ঋ+অত্নি =রত্নি |
| ঋ+আ | পিতৃ+আলয় =পিত্রালয় |
| ঋ+ই | পিতৃ+ইচ্ছা =পিত্রিচ্ছা |
| ঋ+ঈ | দাতৃ+ঈ =দাত্রী কর্তৃ+ঈ =কর্ত্রী মাতৃ+ঈশ্বর =মাত্রীশ্বর |
| ঋ+উ | ভ্রাতৃ+উপদেশ =ভ্রাত্রুপদেশ দুহিতৃ+উক্তি =দুহিত্রুক্তি |
| ঋ+এ | পিতৃ+এষণা =পিত্রেষণা সসৃ+এষণা =সস্রেষণা |
| ঋ+ঐ | পিতৃ+ঐশ্বর্য =পিত্রৈশ্বর্য |
| ঋ+ঔ | পিতৃ+ঔদার্য =পিত্রৌদার্য শ্রোতৃ+ঔৎসুক্য =শ্রোত্রৌৎসুক্য |

[স্মর্তব্য: ঋ-এর মূল উচ্চারণ র্-র্-র্]

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে উল্টাটা ঘটে – র-স্থানে ঋ ( ৃ ) হয় :

প্রথ্+ইব্+ঈ =পৃথিবী প্রথ্+উ =পৃথু গ্রহ্+অ =গৃহ গ্রহ্+ত =গৃহীত গ্রহ্+য =গৃহ্য ভ্রস্জ্+ত =ভৃষ্ট
প্রচ্ছ>পৃচ্ছা ক্রপ্>কৃপা ম্রদ্>মৃদু ব্রশ্চ্>বৃশ্চিক ভ্রস্জ্>ভৃগু; বৃক বৃক্ষ

ঋ='অর্'

ধাতুর ঋ-কারের পরে স্বরবর্ণ (ঋ ব্যতীত) থাকলে ঋ-কার স্থানে 'অর্' হয়। (ঋ+স্বরবর্ণ → ঋ- স্থানে 'অর্'। এক্ষেত্রে সন্ধি হচ্ছে অন্তঃসন্ধি।

| | | |
|---|---|---|
| ঋ+অনি =অরণি | ঋ+ই =অরি অলি | ঋ+অন্য =অরণ্য |
| তৃ+ই =তরি (=নৌকা) | ঋ+অবু =অরবু | পৃ+ই =পরি (উপসর্গ বিশেষ) |
| পরি-কৃ+অ =পরিকর | সৃ+ইৎ =সরিৎ | কৃ+অন =করণ |
| অথ+ঋ+অন্ = অথর্বন্ | শৃ+অর+ঈ = শর্বরী | |
| হৃ+ই =হরি | কৃ+অভ=করভ | হৃ+ইৎ =হরিৎ |
| কৃ+উন =করুণ | দৃ+উর =দর্দুর | গৃ+অল =গরল |
| হৃ+ইন =হরিণ | জৃ+অৎ =জরৎ | মৃ+ঈচি =মরীচি |
| তৃ+অঙ্গ =তরঙ্গ | শৃ+ঈর =শরীর | তৃ+অন =তরণ |
| গৃ+উৎ =গরুৎ | ধৃ+অনি =ধরণি (=পৃথিবী) | সৃ+অপ =সর্ষপ |
| তৃ+অনি =তরণি (=নৌকা) | তৃ+উ =তরু | পৃ+অ =পর (=অন্য) |
| কৃ+উনা =করুণা | তৃ+অল =তরল | মৃ+উ =মরু |



www.pathagar.com

| | | |
|---|---|---|
| ধৃ+ অন=ধরণ | পৃ+অন্ =পর্বন্→পর্ব | কৃ+স্যমান = করিষ্যমান |
| বৃ+অন =বরণ | পৃ+উষ =পরুষ | ক+বৃ+অ+ঈ =কবরী |
| মৃ+উৎ =মরুৎ | বৃ+উন =বরুণ | গৃ+উড় =গরুড় |
| বৃ+উথ =বরুথ | বৃ+এন্য =বরেণ্য | ভৃ+ অ, অন = ভর, ভরণ |
| জাগৃ+ঊক =জাগরূক | ভৃ+অত =ভরত | কৃ+এনু =করেণু |
| মৃ+অন =মরণ | হৃ+এনু =হরেণু | মৃ+অর =মর্মর (ম আগম) |
| অব+সৃ+অ =অবসর | বৃ+অত্র =বরত্র | পুরস্+সৃ+অ =পুরঃসর [স্=স] |
| শৃ+অদ্ =শরদ্ | পুর+দৃ+অ =পুরন্দর [ন আগম] | শৃ+অন =শরণ |
| সৃ+অল =সরল | সৃ+অল =সরল | অপ্-√সৃ+অস্ =অপ্সরস্-(→অপ্সরা) |
| অনু-সৃ+অন =অনুসরণ | আত্মন্-ভৃ+ই =আত্মম্ভরি | সৃ+অস্ =সরঃ (-সরস্) |
| স্বৃ+অ =স্বর | হৃ+ অ অন = হর, হরণ | সৃ+অনি =সরণি |
| স্মৃ+অ, অন = স্মর, স্মরণ | সৃ+অযু =সরযু | স্তৃ+অ =স্তর |
| ধৃ+আ =ধরা (=পৃথিবী) | উদ্+ঋ+অ =উদর | উদ্+তৃ+অ =উত্তর |
| কৃ+ঈর =করীর | মৃ+আল =মরাল | ঋ+ইত্র =অরিত্র |

পৃ+আ =পরা [আতিশয্য বৈপরীত্য ইত্যাদি সূচক উপসর্গ, পরাজয় শব্দটিতে যেমন]

বিপরীত প্রক্রিয়া– অর → ঋ : অর্জ্+উ =ঋজু

[আরও 'অর' সন্ধি আলোচিত হবে স্বর-ব্যঞ্জন সন্ধির আলোচনার মধ্যে]

(ঋ =) 'ইর্' : কৃ+অন =কিরণ গৃ+ই =গিরি কৃ+ই =কিরি (শূকর) কৃ+ঈট =কিরীট তৃ+থ = তীর্থ

ঋ > ঈর : গৃ+ত =গীর্ণ জৃ+ত =জীর্ণ তৃ+ত =তীর্ণ দৃ+ত =দীর্ণ কৃ+ত =কীর্ণ নীর্ণ স্তীর্ণ

(ঋ =) 'উর্' : পৃ+ঈষ =পুরীষ গৃ+উ =গুরু

(ঋ =) 'ঊর্' : ঋ+মি =ঊর্মি

[ক] এ+ অন্য স্বরবর্ণ → এ স্থানে 'অয়্' [স্মর্তব্য: মূলত এ =অয়]

নে+অন =নয়ন বে+অন =বয়ন শে+অন =শয়ন জে+অতি =জয়তি

শে+ইত =শয়িত ভে+ অ, আনক = ভয়, ভয়ানক

(নী+অন =নয়ন; নী 'গুণ হয়ে' নে হয় বলে ধরা হয়েছে। বয়ন শয়ন ইত্যাদি সম্বন্ধে একই ব্যাপার। প্রসঙ্গত লক্ষণীয় : প্র-√নী+অ =প্রণয়, বি-√নী+অ =বিনয় মী+ঊর =ময়ূর)

[খ] ঐ+ অন্য স্বরবর্ণ → ঐ-স্থানে 'আয়্' [স্মর্তব্য: মূলত ঐ =আয়]

গৈ+অক =গায়ক নৈ+অক =নায়ক

[গ] ও+ অন্য স্বরবর্ণ → ও স্থানে 'অব্' [স্মর্তব্য: মূলত ও=অব্ (অ+ব্ (অন্তঃস্থ)]

| | | | |
|---|---|---|---|
| ও+অ | ভো+অন =ভবন | শ্রো+অন =শ্রবণ | পো+অন =পবন |
| ও+আ | গো+আদি =গবাদি | | |
| ও+ই | পো+ইত্র =পবিত্র | | |
| ও+ঈ | গো+ঈ =গবী (=গাভী) | গো+ঈশ্বর =গবীশ্বর | |
| ও+এ | গো+এষণা =গবেষণা | | |

ভূ+অন =ভবন; ভূ 'গুণ হয়ে' ভো হয় বলে ধরা হয়েছে। পবন, পবিত্র, শ্রবণ সম্বন্ধে একই ব্যাপার। প্রসঙ্গত লক্ষণীয় :

দনু+অ =দানব মনু+অ =মানব জহ্নু+অ+ঈ =জাহ্নবী রু+ই =রবি কু+ই =কবি কু+অচ =কবচ আ+রু+অ =আরব দ্রু+য =দ্রব্য স্তু+অ =স্তব উদ্+সু+অ =উৎসব যু+আগূ =যবাগূ ধূ+ইত্র =ধবিত্র; রাঘব লাঘব দারব পাশব পাটব যাদব মাধব জান্তব শাঙ্কব বান্ধব আর্জব মার্দব ভার্গব শাত্রব আর্তব ফেরব ভৈরব বৈণব বৈভব সৈন্ধব বৈষ্ণব গৌরব কৌরব রৌরব



www.pathagar.com

গো-স্থানে 'গব'

গো+অশ্ব =গবাশ্ব গো+অগ্র =গবাগ্র গো+অজিন =গবাজিন
গো+অক্ষ =গবাক্ষ [ছোট জানালা অর্থে কিন্তু গরুর চোখ বোঝালে গো+অক্ষ =গহ্ক]
গো+ইন্দ্র =গবেন্দ্র

শো+উক =শূক

[ঘ] ঔ+ অন্য স্বরবর্ণ → ঔ স্থানে 'আব' [স্মর্তব্য : মূলত ঔ=আব্]

আব্ স্তৌ+অক =স্তাবক পৌ+অক =পাবক প্লৌ+অন =প্লাবন
নৌ+ইক =নাবিক ভৌ+উক =ভাবুক ভৌ+অ =ভাব

## স্বর-ব্যঞ্জন সন্ধি

এ/ঐ/ও/ঔ -স্থানে যথাক্রমে অয়/আয়/অব/আব্

এ→অয়্

শে+যা (=য্+আ) =শয্যা [য =য় = j]

ঐ→আয়্

গৈ+থক =গাথক গৈ+থা =গাথা*

ও→অব্

গো+য =গব্য [j =য] ভো+য =ভব্য প+হূ+অ =অপহ্নব পো+মান =পবমান
ভো+তব্য =ভবিতব্য
ভো+স্যৎ =ভবিষ্যৎ
} ভূ গুণ হয়ে ভো হয়েছে

শেষ দুটি উদাহরণে ই-কারের আগম দেখা যায়। শেষ উদাহরণটিতে ষত্ব বিধান অনুযায়ী স স্থানে ষ হয়েছে। শেষ-দুটির আগের উদাহরণটিতে অ-কার আগম [ব্+অ=ব]

ঔ→আব্

নৌ+য =নাব্য ভৌ+য =ভাব্য

[সম্ভাব্য =সম্-পূর্বক ভাব্য]

বিপরীত প্রক্রিয়া–আব্→ঔ : ধাব্+ত =ধৌত

ঋ→অর্

ঋ+থ =অর্থ ঋ+শ =অর্শ কৃ+তব্য =কর্তব্য ধৃ+তব্য =ধর্তব্য ধৃ+ম =ধর্ম নৃ+মন্ =নর্ম(ন্) বৃ+মন্ =বর্ম(ন্) মৃ+মন্ =মর্ম(ন্) শৃ+ব =শর্ব শৃ+বর+ঈ =শর্বরী শৃ+মন্ =শর্ম(ন্) স্মৃ+তব্য =স্মর্তব্য হৃ+য =হর্ম্য [ম আগম] কৃ+তৃ =কর্তৃ (কর্তা) ভৃ+তৃ =ভর্তৃ হৃ+তৃ =হর্তৃ ঘৃ+ম =ঘর্ম মৃ+ত =মর্ত গৃ+ত =গর্ত ঋ+ভ =অর্ভ কৃ+ন =কর্ণ গৃ+ভ =গর্ভ

স্বরবর্ণের পরে ছ থাকলে দুইএর মধ্যে 'চ্'-এর আগম :

এক+ছত্র =একচ্ছত্র ঘন+ছন্ন =ঘনচ্ছন্ন স+ছায় =সচ্ছায় প্রতি+ছায়া =প্রতিচ্ছায়া বি+ছেদ =বিচ্ছেদ প্র+ছদ =প্রচ্ছদ দস্ত+ছদ =দন্তচ্ছদ অ+ছ =অচ্ছ স্ব+ছন্দ =স্বচ্ছন্দ আ+ছন্ন =আচ্ছন্ন অব+ছেদ =অবচ্ছেদ অসি+ছিন্ন =অসিচ্ছিন্ন মতি+ছন্ন =মতিচ্ছন্ন গদ্য+ছন্দ =গদ্যচ্ছন্দ পদ্য+ছন্দ =পদ্যচ্ছন্দ সিত+ছত্রা =সিতচ্ছত্রা অতি+ছত্রা =অতিচ্ছত্রা কুড্য+ছায়া =কুড্যচ্ছায়া মধু+ছন্দা =মধুচ্ছন্দা। তবে আ-ব্যতীত অন্য দীর্ঘস্বরের ক্ষেত্রে চ আগম বিকল্পে : নদী+ছবি =নদীচ্ছবি/নদীছবি গায়ত্রী+ছন্দ =গায়ত্রীচ্ছন্দ/গায়ত্রীছন্দ লক্ষ্মী+ছায়া =লক্ষ্মীচ্ছায়া/লক্ষ্মীছায়া।

## ব্যঞ্জন-স্বর সন্ধি

ধাতুর ঋ-কারের পরে ব্যঞ্জনবর্ণ ও অতঃপর স্বরবর্ণ/স্বরধ্বনি থাকলে অনেক ক্ষেত্রে ঋ-স্থানে 'অর্' হয়।



www.pathagar.com

সু-ঋণ্+অ =স্বর্ণ [উ+অ =ব(অন্তঃস্থ)]; দৃপ্+অ =দর্প; দৃপ্+অন =দর্পণ; দৃশ্+অন অক =দর্শন দর্শক; স্পৃশ্+অ =স্পর্শ; কৃপ্+উর =কর্পূর; কৃষ্+ অ, অন = কর্ষ, কর্ষণ; ধৃষ্+ অ, অন = ধর্ষ, ধর্ষণ; মৃষ্+ অ, অন = মর্ষ, মর্ষণ; সৃপ্+অ =সর্প; হৃষ্+অ =হর্ষ; পৃষ্+অন্য =পর্জন্য; সৃজ্+অ =সর্গ (জ→গ); সৃজ্+ই =সর্জি; বৃত্+ইষ্ণু =বর্তিষ্ণু; আ+বৃৎ+অন =আবর্তন; বৃধ্+ইষ্ণু =বর্ধিষ্ণু; তৃক্+উ =তর্কু; বৃৎ+উল =বর্তুল; সৃপ্+ই =সর্পি; বৃজ্+অন =বর্জন; সৃজ্+ অ, অন =সর্জ, সর্জন (সৃজন-এর ব্যাকরণসম্মত রূপ); সু-ঋজ্+অ =স্বর্গ [জ→গ উ+অ =ব (অন্তঃস্থ)]; কৃৎ+অন =কর্তন; বৃধ্+অন =বর্ধন; নৃত্+ অন, অক = নর্তন, নর্তক; মৃদ+অন =মর্দন; বৃত্+মন =বর্ত্মন

শেষের উদাহরণটিতে ত্-এর পরে আরও একটি ব্যঞ্জনবর্ণ ম থাকলেও ত্ ও ম্ যুক্ত হওয়াতে নিয়মটি কার্যকর হল। তেমনি বৃধ্+র =বর্ধ্র

একই ধরনের কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই সন্ধি হয় না – কোনও সন্ধিই হয় না বা অন্য রকম ধ্বনি পরিবর্তন হয় যেমন:

ঋণ= ঋ+ন ঋত= ঋ+ত ঋতি= ঋ+তি ঋতু= ঋ+তু ঋষভ= ঋষ্+অভ ঋষি= ঋষ্+ই
[অর্ণ অর্ত অর্তি অর্তু অর্ষভ অর্ষি হয় না]
কৃপণ= কৃপ্+অন ঘৃণা= ঘৃণ্+আ তৃণ= তৃন্+অ
ঘৃত= ঘৃ+ত ধৃ+ত= ধৃত; একইভাবে কৃত হৃত মৃত বৃত বিস্মৃত পরিভৃত ...।
কৃত্য= কৃ+য; একইভাবে ভৃত্য [ত্ আগম]।

ঋ→'আর'
ধার= ধৃ+অ [= ধারণকারী প্রান্ত কিনারা]
ধৃ+ইন্ =ধারী (-রিন্) (ধারণকারী)
একইভাবে হার মার কারী হারী ...।
ধার্য =ধৃ+যঃ এরকম কার্য হার্য বার্য ...।
মৃজ্+আর =মার্জার বৃত্+আকু =বার্তাকু মৃজ্+অ =মার্গ

## ব্যঞ্জন-স্বর ব্যঞ্জন-ব্যঞ্জন সন্ধি

[ক] যেকোনও বর্গের প্রথম বর্ণের (ক্/চ্/ট্/ত্/প্ -এর) পরে

১. যেকোনও স্বরবর্ণ থাকলে

বর্গের প্রথম বর্ণের স্থানে তৃতীয় বর্ণ হয় –

অর্থাৎ ক্ > গ্
চ্ > জ্
ট্ > ড্ (=ড়্)
ত্ > দ্
প্ > ভ্
হয়।

২. নাকিক বর্ণ ন/ম থাকলে

বর্গের প্রথম বর্ণের স্থানে পঞ্চম বর্ণ

অথবা বিকল্পে তৃতীয় বর্ণ হয়। +মাত্র এবং +ময় -এর বেলায় বিকল্প প্রযোজ্য নয়।

অর্থাৎ ক্ > ঙ্/গ্
চ্ > ঞ্/জ্
ট্ > ণ্/ড্



www.pathagar.com

ত্ > ন্/দ্
প্ > ম্/ব্
হয়।

[ব্যঞ্জন-স্বর]

১.

+ অ দিক্+অন্ত =দিগন্ত বাক্+অর্থ =বাগর্থ পৃথক+অন্ন =পৃথগন্ন
ণিচ্+অন্ত =ণিজন্ত অচ্+অন্ত =অজন্ত ষট্+অঙ্গ =ষড়ঙ্গ [ড় =ড]
ঈষৎ+ম্ল =ঈষদ্ম জগৎ+অন্ত =জগদন্ত জমৎ+অগ্নি =জমদগ্নি জলৎ+অর্চি =জলদর্চি পশ্চাৎ+অপসরণ =পশ্চাদপসরণ কৃৎ+অন্ত =কৃদন্ত সুপ্+অন্ত =সুবন্ত
অনুরূপ : কদর্থ তড়িদগ্নি বিদ্যুদগ্নি কদ্ম ঈষদচ্ছ ঈষদধিক সদসৎ কিঞ্চিদধিক

+ আ ষট্+আনন =ষড়ানন [ড় =ড] কৎ+আচার =কদাচার সৎ+আলাপ =সদালাপ ঈষৎ+আঢ্য =ঈষদাঢ্য
জগৎ+আদি =জগদাদি ভরৎ+বাজ =ভরদ্বাজ সৎ+আশয় =সদাশয়; বিদ্যুদালোক তড়িদালোক

+ ই ত্বক্+ইন্দ্রিয় =ত্বগিন্দ্রিয় দিক্+ইন্দ্র =দিগিন্দ্র সৎ+ইচ্ছা =সদিচ্ছা শরৎ+ইন্দু =শরদিন্দু অপ্+ইন্ধন =অবিন্ধন

+ঈ বাক্+ঈশ =বাগীশ জগৎ+ঈশ =জগদীশ

+উ সম্যক্+উক্ত =সম্যগুক্ত সম্রাট্+উবাচ =সম্রাড়ুবাচ ঈষৎ+উষ্ণ =ঈষদুষ্ণ
ঈষৎ+উন্মুক্ত =ঈষদুন্মুক্ত; কদুষ্ট্র কদুষ্ণ সদুপদেশ

+ঋ বাক্+ঋদ্ধি =বাগৃদ্ধি

+ঐ মহৎ+ঐশ্বর্য =মহদৈশ্বর্য

+ঔ বাক্+ঔচিত্য =বাগৌচিত্য

[ব্যঞ্জন-ব্যঞ্জন]

২.

ক্>ঙ্/গ বাক্+ময় =বাঙ্ময়; পরাক্+মুখ = পরাঙ্মুখ পরাগ্মুখ; বাক্+নিষ্পত্তি = বাঙ্নিষ্পত্তি বাগ্নিষ্পত্তি; অবাক্+মুখ = অবাঙ্মুখ অবাগ্মুখ; দিক্+নির্ণয় = দিঙ্নির্ণয় দিগ্নির্ণয়; দিক্+মণ্ডল = দিঙ্মণ্ডল দিগ্মণ্ডল

চ্>ঞ্/জ্ অচ্+নাস্তি =অঞ্নাস্তি/অজ্নাস্তি; অচ্+মাত্র =অঞ্মাত্র

ট্>ণ্/ড্ ষট্+নবতি =ষণ্ণবতি/ষড়নবতি ষট্+মাস =ষণ্মাস/ষড়্মাস; (ড =ড়) ষট্+নগরী = ষন্নগরী

ত্>ন্/দ্ জগৎ+নাথ =জগন্নাথ/জগদ্নাথ ঈষৎ+মধুর =ঈষন্মধুর/ঈষদ্মধুর
হরিৎমণি =হরিন্মণি/হরিদ্মণি; যকৃৎ+মেদ =যকৃন্মেদ/যকৃদ্মেদ;
মরুৎ+নিভ =মরুন্নিভ/মরুদ্নিভ ঈষৎ+মাত্র =ঈষন্মাত্র
বৃহৎ+নলা =বৃহন্নলা চিৎ+ময় =চিন্ময়; সদসন্নির্বিশেষ/সদসদ্নির্বিশেষ

প>ম্/ব্ অপ্+ময় =অম্ময়

চ্+ন > চঞ }
জ্+ন > জ্ঞ }

| | |
|---|---|
| যাচ্+না = যাচ্ঞা | যজ্+ন = যজ্ঞ |
| রাজ+নী = রাজ্ঞী | = ? |

[খ] ক-/চ-/ট-/প- বর্গের প্রথম বর্ণের (ক্/চ্/ট্/প্ -এর) পরে

১. ক-/চ-/ট-/ত-/প- বর্গের তৃতীয়/চতুর্থ বর্ণ (গ/ঘ/জ/ঝ/ড/ঢ/দ/ধ/ব/ভ) থাকলে

২. যেকোনও অন্তঃস্থ বর্ণ (য/র/ল/ব/হ) থাকলে

বর্গের প্রথম বর্ণের স্থানে তৃতীয় বর্ণ হয়–

অর্থাৎ ক্ > গ্
চ্ > জ্


www.pathagar.com

ট্ > ড্ (=ড়)
প্ > ক্
হয়।

১.

ক্>গ্ দিক্+গজ =দিগ্‌গজ বাক্+গরিমা =বাগ্‌গরিমা প্রাক্+ঘনোদয় =প্রাগ্‌ঘনোদয়
বাক্+জাল =বাগ্‌জাল বাক্+ঝনৎকার =বাগ্‌ঝনৎকার

বাক্+দত্তা =বাগ্‌দত্তা দিক্+দর্শন =দিগ্‌দর্শন সম্যক্+দর্শন = সম্যগ্‌দর্শন
বাক্+ধর্ম =বাগ্‌ধর্ম বাক্+ধারা =বাগ্‌ধারা
বাক্+বন্ধন =বাগ্‌বন্ধন বাক্+বাহুল্য =বাগ্বাহুল্য বাক্+ব্যয়=বাগ্‌ব্যয়
ঋক্+বেদ =ঋগ্বেদ দিক্+বধূ =দিগ্বধূ; দিগ্বলয় দিগ্বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য
দিগ্বিজয় বাগ্বৈদগ্ধ্য সম্যগ্‌বর্তমান
বাক্+ভ্রষ্ট =বাগ্‌ভ্রষ্ট উদক্+ভূম =উদগ্‌ভূম; দিগ্‌ভ্রম

চ্>জ্ অচ্+গুণ =অজ্‌গুণ অচ্+বৎ =অজ্বৎ

ট্>ড্(=ড়) ষট্+গুণ =ষড়্‌গুণ ষট্+দর্শন =ষড়্‌দর্শন ষট্+বিধ =ষড়্‌বিধ সম্রাট+বন্ধু =সম্রাড্‌বন্ধু

প্>ব্ অপ্+জ =অব্জ [=শংখ] অপ্+ঘট =অব্‌ঘট অপ্+ধি =অব্ধি (=সমুদ্র)

২. বাক্+যন্ত্র=বাগ্‌যন্ত্র বাক্+যম =বাগ্‌যম ষট্+যন্ত্র=ষড়্‌যন্ত্র ষট্+রঙ্গ=ষড়্‌রঙ্গ
বাক্+রহিত =বাগ্রহিত বাক্+রোধ =বাগ্রোধ সম্যক্+রূপে =সম্যগ্‌রূপে
বাক্+লঘুত্ব =বাগ্‌লঘুত্ব বাক্+লঘিমা =বাগ্‌লঘিমা সম্যক্+লুণ্ঠিত =সম্যগ্‌লুণ্ঠিত
বাক্+লালিত্য =বাগ্‌লালিত্য সম্যক্+লুপ্ত =সম্যগ্‌লুপ্ত
দিক্+হস্তী =দিগ্‌হস্তী/দিঙ্‌হস্তী/দিগ্‌ঘস্তী
বাক্+হরি =বাগ্‌হরি/বাগ্‌ঘরি সম্যক্+হানি =সম্যগ্‌হানি/সম্যংহানি/সম্যগ্‌ঘানি
অপ্+হরণ =অব্‌হরণ/অব্‌ভরণ

[গ] ত্-এর পরে
১. ক-/ত-/প-বর্গের তৃতীয়/চতুর্থ বর্ণ (গ/ঘ/দ/ধ/ব/ভ) থাকলে
২. য/র/ব্ (অন্তঃস্থ) থাকলে
ত্ > দ্
হয়।

১.

ত্>দ্ সৎ+গতি =সদ্‌গতি অসৎ+গ্রাহী =অসদ্‌গ্রাহী ভগবৎ+গীতা =ভগবদ্‌গীতা
মরুৎ+গণ =মরুদ্‌গণ বৃহৎ+গহন =বৃহদ্গহন বৃহৎ+ঘট =বৃহদ্ঘট
বিদ্যুদ্‌ঘটিত তড়িদ্‌ঘটিত
মহৎ+দণ্ড =মহদ্দণ্ড জগৎ+দর্শন =জগদ্দর্শন কিয়ৎ+দিবস =কিয়দ্দিবস
মহৎ+ধনু =মহদ্ধনু মহৎ+ধ্বজা =মহদ্‌ধ্বজা শ্রৎ+ধা =শ্রদ্ধা
জগৎ+ধাত্রী =জগদ্ধাত্রী পশ্চাৎ+ধাবন =পশ্চাদ্ধাবন
ঈষৎ+বিকচ =ঈষদ্বিকচ অসৎ+বুদ্ধি =অসদ্‌বুদ্ধি
সৎ+ব্যবহার =সদ্ব্যবহার বিদ্যুৎ+বেগে =বিদ্যুদ্‌বেগে
ভগবৎ+ভাবনা =ভগবদ্ভাবনা সৎ+ভাব =সদ্ভাব জগৎ+ভার =জগদ্ভার
বিদ্যুৎ+রূপা =বিদ্যুদ্রূপা কৎ+রথ =কদ্রথ বৃহৎ+রথ =বৃহদ্রথ
বৃহৎ+ব=বৃহদ্বন অসৎ+রূপ=অসদ্রূপ
জগৎ+বন্ধু =জগদ্বন্ধু সৎ+বন্ধু =সদ্বন্ধু বৃহৎ+যান =বৃহদ্‌যান

[ঘ] দ্/ধ্ -এর পরে



www.pathagar.com

১. ক-/প-বর্গের প্রথম/দ্বিতীয় বর্ণ অথবা র অথবা স থাকলে
অর্থাৎ ক/খ/প/ফ অথবা র অথবা স থাকলে
দ্/ধ্ - স্থানে ত্ (ৎ) হয়।

২. নাকিক বর্ণ ন/ম থাকলে
দ্/ধ্ - স্থানে ন্ হয়।

১. হৃদ্+কমল =হৃৎকমল বিপদ্+সময় =বিপৎসময় তদ্+কাল =তৎকাল মদ্+স্য =মৎস্য
বিপদ্+কাল =বিপৎকাল অদ্+ত্রি =অৎত্রি (অত্রি)
শদ্+ত্রু =শত্রু তদ্+সম =তৎসম সুহৃদ্+সভা =সুহৃৎসভা
মৃদ্+পাত্র =মৃৎপাত্র উদ্+সর্গ =উৎসর্গ বিপদ্+পাত =বিপৎপাত
উদ্+সন্ন =উৎসন্ন হৃদ্+পদ্ম =হৃৎপদ্ম উদ্+সব =উৎসব
হৃদ্+পিণ্ড =হৃৎপিণ্ড বদ্+স =বৎস এতদ্+সত্ত্বে =এতৎসত্ত্বে
উদ্+ফুল্ল =উৎফুল্ল ক্ষুধ্+পিপাসা =ক্ষুৎপিপাসা বিপদ্+সাগর =বিপৎসাগর

অনুরূপ : উৎসব উৎপন্ন উৎসন্ন উৎকট উৎকীর্ণ উৎকর্ষ উৎকলন উৎপল উৎপ্রাস
কিন্তু ব্যতিক্রম : তদ্+কর =তস্কর

২. উদ্+নয়ন =উন্নয়ন তদ্+ময় =তন্ময় মৃদ্+ময় =মৃন্ময়
তদ্+মাত্র =তন্মাত্র উদ্+মন =উন্মন উদ্+মুখ =উন্মুখ
উদ্+মীলন =উন্মীলন উদ্+মূল =উন্মূল শরদ্+নিশা =শরন্নিশা
শরদ্+মুখ = শরন্মুখ
ক্ষুধ্+নিবৃত্তি =ক্ষুন্নিবৃত্তি পরিষদ্+মন্দির =পরিষন্মন্দির উন্মেষ

[ঙ] ত্/দ্ + চ/ছ্/জ্/ঝ্/ট/ঠ্/ড/ঢ/ত্/থ্/ল/শ্/হ্ =চ্চ চ্ছ জ্জ জ্ঝ ট্ট ট্ঠ ড্ড ড্ঢ ত্ত ত্থ ল্ল চ্ছ দ্ধ যথাক্রমে। উদ্ উপসর্গের পরে স্থা ধাতু থেকে জাত স্থান স্থাপন ইত্যাদি শব্দ থাকলে দ্ স্থানে থ্ এবং স্থা ধাতুর স্ লোপ।

কৎ+চর্ম =কচ্চর্ম শরৎ+চন্দ্র =শরচ্চন্দ্র সৎ+চিন্তা =সচ্চিন্তা
মহৎ+চক্র =মহচ্চক্র সৎ+চিন্ময় =সচ্চিন্ময় উদ্+চণ্ড =উচ্চণ্ড
উদ্+চকিত =উচ্চকিত তদ্+চিত্র =তচ্চিত্র উদ্+চারণ =উচ্চারণ
বিপদ্+চয় =বিপচ্চয় মহৎ+ছত্র=মহচ্ছত্র তদ্+চরণ = তচ্চরণ

চলৎ+ছবি =চলচ্ছবি উদ্+ছেদ =উচ্ছেদ তুদ্+ছ =তুচ্ছ এতদ্+ছায়া =এতচ্ছায়া
তদ্+ছিদ্র =তচ্ছিদ্র তদ্+ছবি = তচ্ছবি

সৎ+জন =সজ্জন উদ্+জাগর =উজ্জাগর সদসৎ+জ্ঞান =সদসজ্জ্ঞান
বিদ্বৎ+জন =বিদ্বজ্জন সরিৎ+জল =সরিজ্জল জগৎ+জন > জগজ্জনীন
উদ্+জ্বল =উজ্জ্বল বিপদ্+জনক =বিপজ্জনক তদ্+জ্ঞান =তজ্জ্ঞান
জগৎ+জ্যোতি =জগজ্জ্যোতি তদ্+জন্ম =তজ্জন্ম মিদ্+ত্র =মিত্র (মিৎত্র)
তদ্+জন্য =তজ্জন্য বিপদ্+জাল =বিপজ্জাল যাবৎ+জীবন =যাবজ্জীবন
তদ্+জাতীয় =তজ্জাতীয় শরদ্+জাত = শরজ্জাত

মহৎ+ঝঞ্ঝনা =মহজ্ঝঞ্ঝনা বিপদ্+ঝঞ্ঝা =বিপজ্ঝঞ্ঝা তদ্+ঝনৎকার = তজ্ঝনৎকার

মহৎ+টংকার =মহট্টংকার তদ্+টীকা =তট্টীকা উদ্+টলন =উট্টলন
এতদ্+টংকার =এতট্টংকার

বৃহৎ+ঠক্কুর =বৃহট্ঠক্কুর এতদ্+ঠক্কুর =এতট্ঠক্কুর

উদ্+ডীন =উড্ডীন মহৎ+ডঙ্কা =মহড্ডঙ্কা মহৎ+ঢাল =মহড্ঢাল
এতদ্+ঢক্কা =এতড্ঢক্কা তদ্+ঢুণ্ঢন = তড্ঢুণ্ঢন



www.pathagar.com

উদ্ভিদ্+তত্ত্ব =উদ্ভিৎতত্ত্ব  উদ্+তর =উত্তর  উদ্+তিষ্ঠ =উত্তিষ্ঠ
মদ্+ত =মত্ত  উদ্+ত্যক্ত =উত্যক্ত  তদ্+ত্ব =তত্ত্ব
মৃদ্+তিকা =মৃত্তিকা  উদ্+তল =উত্তল  উদ্+ক্রস্ত =উৎক্রস্ত
উদ্ভিদ্+তত্ত্ব = উদ্ভিত্তত্ত্ব
উদ্+তাল =উত্তাল  অদ্+ত্রি =অৎত্রি (অত্রি)  বিপদ্+তি =বিপত্তি

যদ্+থা =যথা  তদ্+থা =তথা

তদ্+হিত =তদ্ধিত  উদ্+হার =উদ্ধার  উদ্+হৃত =উদ্ধৃত
ঈষৎ+হাস্য =ঈষদ্ধাস্য  মহৎ+হিম =মহদ্ধিম  উদ্+হত =উদ্ধত
বিপদ্+হেতু =বিপদ্ধেতু
উদ্+স্থান =উত্থান/উৎথান  উদ্+স্তম্ভন =উত্তম্ভন/উৎতম্ভন  উদ্+স্থিত =উত্থিত/উৎথিত
উদ্+স্থাপন =উত্থাপন/উৎথাপন

উদ্+লেখ =উল্লেখ  উদ্+ল ঘন =উল্ল ঘন  জগৎ+লক্ষ্মী =জগল্লক্ষ্মী
তদ্+লীলা =তল্লীলা  তদ্+ললাট =তল্ললাট  তদ্+লয় =তল্লয়
অ-জহৎ+লিঙ্গা =অজহল্লিঙ্গা  বিদ্যুৎ+লতা =বিদ্যুল্লতা  সম্পদ্+লাভ =সম্পল্লাভ
সম্পদ্+লক্ষণ =সম্পল্লক্ষণ  তদ্+লিখিত =তল্লিখিত  বিপদ্+লাঘব =বিপল্লাঘব
হৃদ্+লেখ =হৃল্লেখ  ঈষৎ+লবণ =ঈষল্লবণ  কৎ+লবণ =কল্লবণ
হৃদ্+লাস =হৃল্লাস  এতদ্+লীলোদ্যান =এতল্লীলোদ্যান

ইষৎ+রক্ত =ঈষদ্রক্ত  হৃদ্+রোগ =হৃদ্রোগ

চলৎ+শক্তি =চলচ্ছক্তি  উদ্+শল =উচ্ছল  চিৎ+শক্তি =চিচ্ছক্তি
ঈষৎ+শব্দ =ঈষচ্ছব্দ  জগৎ+শরণ্য =জগচ্ছরণ্য  ভগবৎ+শক্তি =ভগবচ্ছক্তি
সৎ+শূদ্র =সচ্ছূদ্র  তদ্+শক্তি =তচ্ছক্তি  উদ্+শিষ্ট =উচ্ছিষ্ট
উদ্+শৃঙ্খল =উচ্ছৃঙ্খল  উদ্+শোষণ =উচ্ছোষণ  উদ্+শ্বাস =উচ্ছ্বাস
উদ্+শীর্ষক = উচ্ছীর্ষক
তদ্+শরীর =তচ্ছরীর  মৃদ্+শকটিকা =মৃচ্ছকটিকা  তদ্+শ্লোক =তচ্ছ্লোক
হৃদ্+শোক =হৃচ্ছোক  তদ্+শিব =তচ্ছিব  প্রচ্ছ+ন =প্রশ্ন [বিপরীত]
মহৎ+শকট =মহচ্ছকট/ মহচ্শকট এতদ্+শকাব্দীয় =এতচ্ছকাব্দীয় নবতড়িৎ+শ্যামল =নবতড়িচ্ছ্যামল
শরদ্+শশাঙ্ক = শরচ্ছশাঙ্ক

[চ] ২. শ্/ষ-এর পরে
ত/থ থাকলে
শ্ ষ্ -এর পরিণতি এবং ত>ট থ>ঠ হয়

পিষ্+ত =পিষ্ট  দৃশ্+তি =দৃষ্টি  ভ্রন্শ্+ত =ভ্রষ্ট
তুষ্+ত =তুষ্ট  স্পৃশ্+ত =স্পৃষ্ট  দন্শ্+ত =দষ্ট
দ্বিষ্+ত =দ্বিষ্ট  স্পশ্+ত =স্পষ্ট  নশ্+ত =নষ্ট
বৃষ্+তি =বৃষ্টি  কাশ্+থ =কাষ্ঠ  আ-বিশ্+ত =আবিষ্ট
পৃষ্+থ =পৃষ্ঠ  শাস্+ত =শিষ্ট  মৃশ্+ত =মৃষ্ট
রিষ্+ত =রিষ্ট  রুষ্+ত =রুষ্ট  ক্লিশ্+ত =ক্লিষ্ট
আকৃষ্+ত = আকৃষ্ট  উৎকৃষ্+ত = উৎকৃষ্ট  স্রষ্+তা = স্রষ্টা
ষষ্+থ = ষষ্ঠ

[চ] ২. ঋ/র্-পূর্বক জ্ -এর পরে
ত থাকলে
জ্-এর ষ্-এ পরিণতি এবং ত > ট হয়

সৃজ্+ত =সৃষ্ট পৃচ্ছ্+ত =পৃষ্ট ভ্রস্জ্+ত =ভৃষ্ট



www.pathagar.com

[ছ] ধ্-এর পরে

ত্ থাকলে

ধ্+ত =দ্ধ হয়

| | | |
|---|---|---|
| বন্ধ্+ত =বদ্ধ [ন্ লোপ] | সিধ্+ত =সিদ্ধ | বৃধ্+ত =বৃদ্ধ |
| বুধ্+ত =বুদ্ধ | ব্যধ্+ত =বিদ্ধ | রুধ্+ত =রুদ্ধ |
| ঋধ্+ত =ঋদ্ধ | ক্রুধ্+ত =ক্রুদ্ধ | শুধ্+ত =শুদ্ধ |

হ্+ত =দ্ধ : উদ্+নহ্+ত =উন্নদ্ধ

হ্+ত =গ্ধ :

| | |
|---|---|
| দহ্+ত =দগ্ধ | মুহ্+ত =মুগ্ধ |
| দুহ্+ত =দুগ্ধ | স্নিহ্+ত =স্নিগ্ধ |

ভ্+ত =ব্ধ :

আ+রভ্+ত =আরব্ধ  লভ্+ত =লব্ধ  ক্ষুভ্+ত =ক্ষুব্ধ

| | |
|---|---|
| নি+দহ্+অ =নিদাঘ | লভ্+সা =লিপ্সা |

[জ] ম্-এর পরে

১. যেকোনও বর্গের যেকোনও (ক থেকে ম পর্যন্ত যেকোনও) বর্ণ থাকলে

ম্-স্থানে ং অথবা পরে যে-বর্গের বর্ণ সেই বর্গের পঞ্চম (অর্থাৎ নাকিক) বর্ণ হয়

২. যেকোনও অন্তঃস্থ বর্ণ (য/র/ল/ব/হ) থাকলে

ম্-স্থানে ং হয়

৩. কৃ-ধাতু-নিষ্পন্ন

কার কৃতি করণ ইত্যাদি থাকলে

ম্-স্থানে ং ক-এর আগে স্-এর আগম হয়

১.

| | |
|---|---|
| শুভম্+কর = শুভংকর/শুভঙ্কর | শম্+কর = শংকর/শঙ্কর |
| কিম্+কর = কিংকর/কিঙ্কর | সম্+ঘ = সংঘ/স ঘ |
| সম্+খ্যা = সংখ্যা/সঙ্খ্যা | শম্+খ = শংখ/শঙ্খ |

ক - ঘ -এর ক্ষেত্রে বাংলায় প্রথম বিকল্পটি নেওয়া হয়েছে।

| | |
|---|---|
| সম্+চয় = সংচয়/সঞ্চয় | কিম্+চিৎ = কিংচিৎ/কিঞ্চিৎ |
| সম্+চল = সংচল/সঞ্চল | সম্+চিন্তন = সংচিন্তন/সঞ্চিন্তন |
| সম্+ছিন্ন = সংছিন্ন/সঞ্ছিন্ন | কথম+চিৎ = কথংচিৎ/কথঞ্চিৎ |
| সম্+জয় = সংজয়/সঞ্জয় | বরম্+চ = বরংচ/বরঞ্চ |
| মৃত্যম্+জয় = মৃত্যুঞ্জয়/মৃত্যুংজয় | গম্+ড = গংড/গণ্ড (অপোগণ্ড) |
| কিম্+তু = কিংতু/কিন্তু | রম্+ড = রণ্ড/রংড |
| সম্+ত্রস্ত = সংত্রস্ত/সন্ত্রস্ত | ধনম্+জয় = ধনংজয়/ধনঞ্জয় |
| সম+তাপ = সংতাপ/সন্তাপ | প্রিয়ম্+করণ = প্রিয়ংকরণ/প্রিয়ঙ্করণ |
| সন্+ধি = সংধি/সন্ধি | তম্+দ্রা = তংদ্রা/তন্দ্রা |
| সম্+ধান = সংধান/সন্ধান | দম্+ত = দংত/দন্ত |
| সম্+ন্যাস = সন্ন্যাস/সংন্যাস | অম্+ত্র = অংত্র/অন্ত্র |
| সম্+নিভ = সন্নিভ/সংনিভ | কিম্+পুরুষ = কিংপুরুষ/কিম্পুরুষ |
| সম্+নিবেশ = সংনিবেশ/সন্নিবেশ | স্বয়ম্+ভূ = সয়ংভূ/সয়ম্ভূ |
| কিম্+নর = কিংনর/কিন্নর | সম+ভার = সংভার/সম্ভার |



www.pathagar.com

সম্+বন্ধ = সংবন্ধ/সম্বন্ধ
সম্+বোধন = সংবোধন/সম্বোধন
চিরম্+তম = চিরংতন/চিরন্তর
কম্+ড = কাংড/কাণ্ড
শম্+ঢ = শংঢ/শণ্ঢ
কম্+স = কংস/কম্স
অম্+গ = অংগ/অঙ্গ
সম্+বল = সংবল/সম্বল
অধিকম্+তু = অধিকংতু/অধিকন্তু
আগম্+তুক = আগংতুক/আগন্তুক
অম্+ড = অংড/অণ্ড
গম্+ত্রী = গংত্রী/গন্ত্রী
সম্মান সম্পূর্ণ সম্ভূত
সম্ভব সম্ভ্রম সম্মত

চ - ম -এর ক্ষেত্রে বাংলায় দ্বিতীয় বিকল্পটি চলছে।

২. সম্+বাদ =সংবাদ [অনুরূপ: সংবেদ/সংবিৎ/সংবলিত স্বয়ংবর কিংবা প্রিয়ংবদা এবংবিধ কিংবদন্তি বশংবদ বারংবার সংবৎসর সংবরণ সংবর্ধনা]

সম্+যোগ =সংযোগ [অনুরূপ: সংযম]
কম্+য =কংয শম্+য =শংয
সম্+রক্ষণ =সংরক্ষণ [অনুরূপ: সংরোধ]
বশম্+বদ =বশংবদ
সম্+লগ্ন =সংলগ্ন [অনুরূপ: সংলাপ সংলিপ্ত]
সম্+হার =সংহার [অনুরূপ সংহিত সংহত]

কিন্তু সম্+রাজ রাজ্ঞী =সম্রাজ/সম্রাজ্ঞী [সংরাজ/সংরাজ্ঞী নয়]

ন্+ উষ্মবর্ণ → ন্ স্থানে ং

| | | | |
|---|---|---|---|
| হিন্+সা =হিংসা | দন্+শন =দংশন | বৃন্+হিত | =বৃংহিত |
| সিন্+হ =সিংহ | ভ্রন্+শ =ভ্রংশ | হন্+স =হংস | |
| মন্+স =মাংস | | | |

৩. সম্+কৃত =সংস্কৃত সম্+করণ =সংস্করণ

■ পুম্ শব্দের পরে
ক/খ থাকলে
পুম্-এর ম্ স্থানে ং হয়, ক/খ -এর আগে স্-এর আগম হয়।

পুম্+কোকিল =পুংস্কোকিল

■ পুম্ শব্দের পরে
চ/ছ থাকলে
পুম্-এর ম্ স্থানে ং হয়, চ/ছ -এর আগে শ্-এর আগম হয়।

| | |
|---|---|
| পুম্+চাতক =পুংশ্চাতক | ধাবন্+ছাগ =ধাবংশ্ছাগ |
| পুম্+চকোর =পুংশ্চ | মহান্+ছেদ =মহাংশ্ছেদ |

■ পুম্ শব্দের পরে
ট/ঠ থাকলে
পুম্-এর ম্ স্থানে ং হয়, ট্ / ঠ্ -এর আগে ষ্-এর আগম হয়।

পুম্+টিট্টিভ =পুংষ্টিট্টিভ

মহান্+তড়াগ =মহাংস্তড়াগ পতন্+তরু =পতংস্তরু

[ঝ] ১. চ-বর্গের যেকোনও বর্ণের পরে



www.pathagar.com

ন্ থাকলে

ন্>ঞ্

২. ন্-এর পরে

জ্/ঝ্/শ্ থাকলে

ন্>ঞ্

১. যাচ্+না =যাচ্ঞা যজ্+ন =যজ্ঞ রাজ্+নী =রাজ্ঞী

২. মহান্+জয় =মহাঞ্জয় মহান+ঝংকার =মহাঞ্ঝংকার
মহান্+শব্দ =মহাঞ্ছব্দ/মহাঞ্চ্ছব্দ/মহাঞ্শব্দ/মহাঞ্চশব্দ

[ঞ] ব (অন্তঃস্থ) স্থানে উ বা ঊ হয়।

বচ্+ত =উক্ত [চ্ ক্-এ পরিণত] অনু-বচ্+আন =অনূচান বচ্+ইত=উচিত
অনু-বদ্+ত=অনূদিত বপ+ত=উপ্ত বল্+ঊক=উলূক স্বপ্+ত =সুপ্ত সিব্+ত্র =সূত্র
সিব্+চ =সূচ অনু-সিব্+ত =অনুস্যূত প্র+বস্+ত =প্রোষিত [প্র+উ =প্রো ই-কার আগম]
ত্বর+ত =তূর্ণ অধি+বস্+ত =অধ্যূষিত [ধি+উ=ধ্যু ই-কার আগম] নব+তন =নূতন বহ্+ত =ঊঢ়
[-হ+ত =-ঢ়] দিব্+ত =দ্যূত বল্+অপ =উলপ বশ্+অনস্ =উশনস্

[ট] হ্+ত =ঢ়; ধাতুর -হ্ -এর সাথে ত প্রত্যয় যোগে ঢ় হয়।

| | | | |
|---|---|---|---|
| বহ্+ত =ঊঢ় | গুহ্+ত =গূঢ় | দৃহ্+ত =দৃঢ় | গাহ্+ত =গাঢ় |
| অব-লিহ্+ত =অবলীঢ় | রুহ্+ত =রূঢ় | তৃহ্+ত =তৃঢ় | সহ্+ত =সোঢ় |
| দ্রুহ্+ত =দ্রূঢ় | মিহ্+ত =মীঢ় | স্নিহ্+ত =স্নীঢ় | মুহ্+ত =মূঢ় |

[ঠ]

| র→ল : | ল→র : | স-এর লোপ : |
|---|---|---|
| গুর্+ফ =গুল্ফ | লিখ্+আ =রেখা | উদ্+স্থাপন = উত্থাপন |
| রুধ্+র =লোধ্র | | উদ্+স্থিত = উত্থিত |

| ল→অ =ড় : | ড়→ল : |
|---|---|
| ইল্+আ =ইড়া | হেড়্+আ =হেলা |
| জল্+অ =জড় | উদ্+লোড়্+অ =উল্লোল |
| বল্+আ =বড়বা | গুড়্+ম =গুল্ম |

[ড] ধাতুর [i] চ্-এর সাথে প্রত্যয় যোগ হলে চ্- ক্-এর পরিণত হয়;
[ii] জ্-এর সাথে ত যোগ হলে জ্ ক্-এ পরিণত হয় যদি জ্-এর আগে র্ বা ঋ-কার বা ঋ না থাকে : জ্+ত =ক্ত
[iii] জ্+ত =গ্ন ; জ্ > গ্ ত > ন
[iv] জ্+অ =গ

| | | |
|---|---|---|
| বাচ্+গ্নিন্ =বাগ্গিন্→বাগ্গ্মী | স্তুচ্+অ =স্তোক | সূচ্+ষ্ম =সূক্ষ্ম |
| বচ্+অস্ =বক্ষঃ | শুচ্+র =শুক্র | পঞ্চ্+তি =পঙ্‌ক্তি |
| তঞ্চ্+র =তক্র | মুচ্+ত =মুক্ত | বঞ্চ্+র =বক্র |
| বি-বিচ্+ত =বিবিক্ত | সিচ্+অ =সেক | রিচ্+ত =রিক্ত |
| ব্যতি+রিচ্+অ =ব্যতিরেক | শুচ্+তি =শুক্তি | বি-বিচ্+অ =বিবেক |
| বচ্+ত্র =বক্ত্র | পচ্+ত =পক্ত্ব | সিচ্+ত =সিক্ত |
| বচ্+ত =উক্ত | সম্+পৃচ্+ত =সম্পৃক্ত | শচ্+তু =শক্তু |



www.pathagar.com

বচ্+স্যমান =বক্ষ্যমাণ (ক্ষ=ক্‌ষ)

বুজ্+ত =বুগ্ন
নজ্+ত =নগ্ন
ভন্‌জ্+ত =ভগ্ন
মন্‌জ্+ত =মগ্ন
আ+সন্‌জ্+ত =আসক্ত
যজ্+অ =যাগ
সৃজ্+আল =শৃগাল
তুঞ্জ্+অ =তুঙ্গা
সৃজ+অ =সর্গ

তিজ্+ষ্ণ =তীক্ষ্ণ
ভজ্+ ত/অ =ভক্ত/ভাগ
ত্যজ্+ ত/অ =ত্যক্ত/ত্যাগ
যুজ্+ ত/অ =যুক্ত/যোগ
ভুজ্+ ত/অ =ভুক্ত/ভোগ
রঞ্জ্+ ত/অ =রক্ত/রাগ
বি+অঞ্জ্+তি =ব্যক্তি
উদ্+ বিজ্+ ত/অ =উদ্বিগ্ন/উদ্বেগ

কিন্তু সৃজ্+ত =সৃষ্ট
ভ্রসৃজ্+ত =ভ্রষ্ট
} পূর্বে ঋ/র থাকাতে

যজ্+তি =ইষ্টি
যজ্+তা=ইষ্টা
} পূর্বে ই হওয়ার

[ঢ] চ/জ্ > গ্ : উচ্+র =উগ্র যুজ্+ম =যুগ্ম স্রজ্+ধর =স্রগ্ধর

[ণ] ম্+ত =ন্ত পূর্বের স্বরে বৃদ্ধি

ক্রম্+ত =ক্রান্ত শম্+ত =শান্ত দম্+ত =দান্ত ভ্রম্+ত =ভ্রান্ত ক্ষম্+ত =ক্ষান্ত
ক্লম্+ত =ক্লান্ত কম্+ত =কান্ত শ্রম্+ত =শ্রান্ত বম্+ ত =বান্ত তম্+ত =তান্ত

[ত] দ্+ত =ন্ন

ক্লিদ্+ত =ক্লিন্ন খিদ্+ত =খিন্ন ছদ্+ত =ছন্ন ক্ষুদ্+ত =ক্ষুণ্ন অদ্+ত =অন্ন
বি-পদ্+ত =বিপন্ন আ-সদ্+ত =আসন্ন ছিদ্+ত =ছিন্ন বিদ্+ত =বিন্ন
নুদ্+ত =নুন্ন তুদ্+ত =তুন্ন স্যন্দ্+ত =স্যন্ন স্বিদ্+ত =স্বিন্ন ভিদ্+ত =ভিন্ন

[+ত-এর বদলে +অ হলে : ক্লিদ্+অ =ক্লেদ; অনুরূপভাবে খেদ ছেদ স্বেদ ভেদ]

[থ] ত > ন

ক্ষি+ত =ক্ষীণ প্যায়্+ত =পীন লী+ত =লীন ত্বর্+ত =তূর্ণ

## বিসর্গ সন্ধি

[ক] অ-ধ্বনির পরে র-জাত বিসর্গ এবং অতঃপর

১. যেকোনও বর্গে তৃতীয়/চতুর্থ/পঞ্চম বর্ণ অথবা য/র/ল/হ থাকলে
ঃ -স্থানে র্ হয়

২. যেকোনও স্বরবর্ণ থাকলে
ঃ -স্থানে র হয়।

১. অন্তঃ+গত =অন্তর্গত
অন্তঃ+ঘাত =অন্তর্ঘাত
অন্তঃ+নিহিত =অন্তর্নিহিত
প্রাতঃ+ভ্রমণ =প্রাতর্ভ্রমণ
পুনঃ+যাত্রা =পুনর্যাত্রা
পুনঃ+বিবেচনা =পুনর্বিবেচনা
অন্তঃ+লীন =অন্তর্লীন
অন্তঃ+হিত =অন্তর্হিত

২. প্রাতঃ+উত্থান =প্রাতরুত্থান
প্রাতঃ+উৎসারিত =প্রাতরুৎসারিত
অহঃ+রহ =অহরহ
পুনঃ+উৎসারিত =পুনরুৎসারিত
পুনঃ+অভিনয় =পুনরভিনয়
অন্তঃ+অজ্ঞা =অন্তরজ্ঞা
অন্তঃ+ইন্দ্রিয় =অন্তরিন্দ্রিয়



www.pathagar.com

*কিন্তু* *উরঃ+গম =উরজাম*

[খ] ই/উ/এ/ঐ/ও/ঔ -ধ্বনির পরে

র-/স- জাত বিসর্গ এবং অতঃপর

১. যেকোনও বর্গের তৃতীয়/চতুর্থ/পঞ্চম বর্ণ অথবা য/র/ল/হ থাকলে

ঃ -স্থানে র্ হয়।

২. যেকোনও স্বরবর্ণ থাকলে

ঃ -স্থানে র্ হয়।

১. নিঃ+গমন =নির্গমন
জ্যোতিঃ+ময় =জ্যোতির্ময়
আশীঃ+বাদ =আশীর্বাদ
নিঃ+জন =নির্জন
আবিঃ+ভাব =আবির্ভাব
ধনুঃ+ভঙ্গ =ধনুর্ভঙ্গ
প্রাদুঃ+ভাব =প্রাদুর্ভাব

অনুরূপ: দুর্নীতি মুহুর্মুহু

ধনুঃ+হস্ত =ধনুর্হস্ত

অনুরূপ:
নির্বোধ ধনুর্বাণ ধনুর্গুণ নির্মোহ চতুর্বেদ নির্বিকল্প
ধনুর্বিদ্যা জ্যোতির্বিজ্ঞান বহির্জগৎ আয়ুর্বৃদ্ধি আয়ুর্বেদ
জ্যোতির্বলয় জ্যোতির্মণ্ডল জ্যোতির্বিদ
নির্ধন নির্বন্ধ দুর্নীতি দুর্ভোগ বহির্যোগ

২. নিঃ+অন্ন =নিরন্ন
দুঃ+অন্ত =দুরন্ত
জ্যোতিঃ+ইঙ্গান =জ্যোতিরিঙ্গান
দ্বিঃ+উক্তি =দ্বিরুক্তি

অনুরূপ:
চতুরানন নিরঙ্কুশ নিরানন্দ
নিরাকার দুরদৃষ্ট দুরবস্থা বহিরঙ্গ চতুরঙ্গ বধূরেষা

দুরাত্মা নিরীক্ষা নিরাসক্তি
চক্ষুরুন্মীলন নিরৌৎসুক্য

[গ] যেকোনও স্বরধ্বনির পরে

র-/স- জাত বিসর্গ এবং অতঃপর

১. চ/ছ থাকলে ঃ - স্থানে শ্ হয়।
২. ট/ঠ থাকলে ঃ - স্থানে ষ্ হয়।
৩. ত/থ থাকলে ঃ - স্থানে স্ হয়।
৪. শ/ষ/স থাকলে

ঃ - স্থানে যথাক্রমে শ/ষ/স আগম হয় কিংবা ঃ (বিসর্গ) অপরিবর্তিত থাকে।

১. ছন্দঃ+চিন্তা =ছন্দশ্চিন্তা নভঃ+চর =নভশ্চর উরঃ+ছদ =উরশ্ছদ নিঃ+ছিদ্র =নিশ্ছিদ্র
পূর্ণঃ+চন্দ্র = পূর্ণশ্চন্দ্র নিঃ+চিত = নিশ্চিত ধাবিতঃ+ছাগ ধাবিতশ্ছাগ

অনুরূপ: সদাশ্চিত শিরশ্চুম্বন দুশ্চিন্তা নিশ্চেষ্ট দুশ্চরিত্র জ্যোতিশ্চক্র জ্যোতিশ্চন্দ্র মনশ্চক্ষু অন্তশ্চালন
শিরশ্চালন নিশ্চিত বহিশ্চ্যুতি বহিশ্চক্ষু সদ্যশ্ছিন্ন জ্যোতিশ্ছটা মস্তকশ্ছেদন

২. চতুঃ+টয় =চতুষ্টয় ধনুঃ+টংকার =ধনুষ্টংকার

ভগ্নঃ+ঠক্কুর = ভগ্নষ্ঠক্কুর স্থিরঃ+ঠক্কুর = স্থিরষ্ঠক্কুর

৩. নভঃ+তল =নভস্তল ইতঃ+তত =ইতস্তত উন্নতঃ+তবু = উন্নতস্তবু উন্নতঃ+শৈল = উন্নতশ্শৈল
সুপ্তঃ+শিশু সুপ্তশ্শিশু/সুপ্তঃশিশু

অনুরূপ: নিস্তেজ মনস্তাপ অধস্তন অস্তস্তল বয়স্তারতম্য মনস্তুষ্ঠা মনস্তুষ্টি দুস্তর দুস্ত্যাজ্য জ্যোতিস্তত্ত্ব

৪. নিঃ+ শব্দ = নিশ্শব্দ/নিঃশব্দ নিঃ+শেষ = নিশ্শেষ/নিঃশেষ



www.pathagar.com

ছন্দঃ+শিক্ষা = ছন্দশ্‌শিক্ষা/ছন্দঃশিক্ষা
তপঃ+সাধনা = তপস্‌সাধনা/তপঃসাধনা
দুঃ+সাধ্য = দুস্‌সাধ্য/দুঃসাধ্য

[ঘ] র-/স- জাত বিসর্গ -এর পরে
ক/খ/প/ফ থাকলে এবং
১. বিসর্গ'র আগে অ/আ - ধ্বনি থাকলে
ঃ -স্থানে স্ হয়।
২. বিসর্গ'র আগে ই/ঈ/এ/ঐ/ও/ঔ - ধ্বনি থাকলে
ঃ -স্থানে ষ্ হয়।

১. সদ্যঃ+কাল =সদ্যস্কাল তমঃ+কাণ্ড =তমস্কাণ্ড মনঃ+কাম =মনস্কাম যশঃ+কর =যশস্কর
অয়ঃ+কঠিন =অয়স্কঠিন পুরঃ+কার =পুরস্কার নমঃ+কার =নমস্কার ভাঃ+কর =ভাস্কর
তিরঃ+কার =তিরস্কার* অয়ঃ+কান্ত =অয়স্কান্ত শ্রেয়ঃ+কর =শ্রেয়স্কর
তেজঃ+কর =তেজস্কর *তিরঃ+কার =তিরঃকার-ও হয়।
অনুরূপ : পয়স্পাত্র অয়স্কুণ্ড অয়স্কর্ণী বাচস্পতি মেদস্পিণ্ড তমস্কাণ্ড

কিন্তু এ নিয়মের অনেক ব্যতিক্রম আছে: প্রাতঃকাল প্রাতঃকৃত্য মনঃকষ্ট মনঃক্ষুণ্ন মনঃপূত মনঃপীড়া যশঃপ্রার্থী অন্তঃকরণ স্বতঃস্ফূর্ত যশঃকীর্তন মনঃক্লেশ অধঃকৃত মনঃকোণ অধঃক্রম সদ্যঃক্রীত মনঃক্ষেত্র বয়ঃকনিষ্ঠ যশঃপ্রভা যশঃপাত্র অধঃপাত অন্তঃপাতী মনঃপক্ষী বক্ষঃপ্রদেশ স্রোতঃপথ মনঃপ্রাণ মনঃপূত সদ্যঃপ্রস্ফুটিত বয়ঃপ্রাপ্ত শিরঃসঞ্চালন স্রোতঃসলিল সদ্যঃসমাগত অন্তঃসলিলা যশঃসৌরভ মনঃসুখ বয়ঃশ্রেষ্ঠ মনঃশিক্ষা মনঃসাধ মনঃসাম্রাজ্য বক্ষঃসংলগ্ন

২. নিঃ+কাম =নিষ্কাম বহিঃ+কার =বহিষ্কার চতুঃ+কোণ =চতুষ্কোণ নিঃ+পত্র =নিষ্পত্র
ধনুঃ+পাণি =ধনুষ্পাণি নিঃ+ফল =নিষ্ফল আবিঃ+কার =আবিষ্কার দুঃ+কার্য =দুষ্কার্য
চতুঃ+ক =চতুষ্ক দুঃ+প্রাচ্য =দুষ্পাচ্য ভ্রাতুঃ+পুত্র =ভ্রাতুষ্পুত্র
গীঃ+পতি =গীষ্পতি/গীঃপতি/গীর্পতি

অনুরূপ:
দুষ্কর নিষ্করুণ নিঃষ্কম্প আয়ুষ্কাল আয়ুষ্কর নিষ্পেষণ জ্যোতিষ্পথ চতুষ্পদ
জ্যোতিষ্মান্ বপুষ্মান্ চক্ষুষ্মান্ নিষ্প্রভ হবিষ্পান আয়ুষ্কাম

কিন্তু এ নিয়মের ব্যতিক্রম আছে। যেমন (ভ্রাতুষ্পুত্র হলেও) ভ্রাতুষ্কন্যা না হয়ে হবে ভ্রাতুঃকন্যা। তেমনি জ্যোতিঃপ্রভা।
আরও আছে : উচ্চৈঃশ্রবা নিঃশঙ্ক দুঃসাধ্য দুঃসময়

[ঙ] অ-ধ্বনির পরে
র-/স-জাত বিসর্গ এবং অতঃপর
১. অ থাকলে পূর্বের অ-ধ্বনি ও বিসর্গ মিলে ও-কার পরের অ লোপ
২. অ ছাড়া অন্য যেকোনও স্বরবর্ণ থাকলে বিসর্গ লোপ আর কোনও পরিবর্তন নয়

| | |
|---|---|
| মনঃ+অভীষ্ট =মনোভীষ্ট | সঃ+অহম্ =সোহম্ |
| ততঃ+অধিক =ততোধিক | অন্যঃ+অন্য =অন্যোন্য |

[সংস্কৃতে লুপ্ত 'অ' স্থানে একটি বিশেষ চিহ্ন (হ-এর মতো দেখতে) দেওয়া হত বাংলায় তা বাদ দেওয়া হয়েছে।]


www.pathagar.com

[চ] অ-ধ্বনির পরে

স-জাত বিসর্গ এবং অতঃপর

১. যেকোনও বর্গের তৃতীয়/চতুর্থ/পঞ্চম বর্ণ অথবা য/র/ল/হ থাকলে পূর্বের অ-ধ্বনির সাথে বিসর্গ মিলে ও-কার

২. বান/বতী/বৎ থাকলে ঃ -স্থানে স্ হয়।

১. সদ্যঃ+জাত =সদ্যোজাত
শিরঃ+ধার্য =শিরোধার্য
সরঃ+বর =সরোবর
মনঃ+ভাব =মনোভাব
তেজঃ+রাশি =তেজোরাশি
যশঃ+লিপ্সা =যশোলিপ্সা
তপঃ+বন =তপোবন
নভোমণ্ডল
ছন্দঃ+বদ্ধ =ছন্দোবদ্ধ
অয়োমুখ অয়োময়

২. স্রোতঃ (স্রোতস্)+বান =স্রোতস্বান
তেজঃ (তেজস্)+বান =তেজস্বান
সরঃ (সরস্)+বতী =সরস্বতী
নভঃ+বৎ =নভস্বৎ =বিবস্বৎ
পয়ঃ+বতী =পয়স্বতী
যশঃ+বান =যশস্বান

অনুরূপ: মনোবাক্য যশোভাজন মনোভূমি মনোবন
যশোভাতি বয়োজ্যেষ্ঠ বয়োবৃদ্ধ মনোবিজ্ঞান
অহোরাত্র অধোগতি অধোদৃষ্টি
অধোদেশ অধোবাস অধোবদন
অয়োঘন মনোজ্ঞ মনোবিহঙ্গ
মনোনেত্র মনোবাসনা মনোবাঞ্ছা মনোব্যথা
যশোগান যশোগাথা বক্ষোলগ্ন মনোরূপ
যশোভাতি বক্ষোদেশ মনোহর

বয়ঃ+উচিত =বয়উচিত মনঃ+আশা =মনআশা সদ্যঃ+আগত =সদ্যআগত
স্বতঃ+উৎসারিত =স্বতউৎসারিত সদ্য+উত্তীর্ণ =সদ্যউত্তীর্ণ
অতঃ+এব =অতএব যশঃ+ইচ্ছা =যশইচ্ছা শিরঃ+উপরি =শিরউপরি

[বাংলায় শিরোপরি চলে, বয়সোচিত চলে যা সংস্কৃতে সিদ্ধ নয়।]

[ছ] অ-ধ্বনি ছাড়া অন্য যেকোনও স্বরধ্বনির পরে

র-/স- জাত বিসর্গ এবং অতঃপর র থাকলে

ঃ এর লোপ এবং পূর্বস্বর দীর্ঘ।

নিঃ+ রক্ত, রব, রস = নীরক্ত, নীরব, নীরস চক্ষুঃ+রোগ =চক্ষূরোগ
জ্যোতিঃ+রূপ =জ্যোতীরূপ স্বঃ+রাজ্য =স্বারাজ্য (=স্বর্গরাজ্য)

[জ] যেকোনও স্বরধ্বনির পরে

র-/স- জাত বিসর্গ এবং অতঃপর

স্ক/স্খ/স্ত/স্থ/স্প স্ফ থাকলে

কোনও পরিবর্তন নয় বিকল্পে ঃ লোপ।

রেতঃ, বহিঃ +স্খলন = রেতঃস্খলন/রেতস্খলন, বহিঃস্খলন/বহিস্খলন
নিঃ+স্তব্ধ = নিঃস্তব্ধ/নিস্তব্ধ বক্ষঃ+স্থল = বক্ষঃস্থল/বক্ষস্থল নিঃ+স্পৃহ = নিঃস্পৃহ/নিস্পৃহ
মনঃ+স্থ = মনঃস্থ/মনস্থ পয়ঃ+স্পর্শ = পয়ঃস্পর্শ/পয়স্পর্শ



www.pathagar.com

বাংলার তৎসম শব্দের ব্যাপারে এরূপ সংস্কারের আলোচনায় যাওয়ার আগে ইংরেজিতে বানান-সংস্কারের সম্ভাবনা নিয়ে কিছু আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক মনে হবে না আশা করি।

ইংরেজি ভাষা সম্বন্ধে ইংরেজি-ভাষীরাই কী বলেন তার নমুনা এই : নর্ম্যান লুইস -এর মতে,

> "Spelling of English words is archaic, it's confusing, it's needlessly complicated. In fact, any insulting epithet you might wish to label against our weird methods of putting letters together to form words would probably be justified." *(WP, পৃ. ৪৩৩)*

এবং একজন আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদ থর্স্টেইন ভেব্‌লেন বলেন —

> "English spelling satisfies all the requirements of the canons of reputability under the law of conspicuous waste. It is archaic, cumbrous, and ineffective." (*WP*-এ উদ্ধৃত, *পৃ. ৪৩৩*)

[এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের উক্তির জন্য *বাংলা ভাষাতত্ত্ব* বইটির বাংলা উচ্চারণ শীর্ষক প্রবন্ধের প্রথম দুটি পৃষ্ঠা দেখতে পারেন।]

ইংরেজিতেও অনেক বানান-সংস্কারের অবকাশ আছে। তা করা হলে ছাপার কালির ও কাগজের খরচের অনেক সাশ্রয় হত। এর গুরুত্ব জর্জ বার্নার্ড শ' অনুধাবন করেছিলেন সম্যকভাবে। তিনি বলেছিলেন ইংরেজির উৎকট বানান থেকে অনাবশ্যক বর্ণগুলি বাদ দিলে কাগজ ও কালির খরচ এতটাই কমে যাবে যে ইংল্যাণ্ডের মানুষের উপর খাজনার বোঝা অর্ধেকটা কমিয়ে দেওয়া চলবে। অতি সত্য কথা।

ইংরেজিকে অনেক বাঙালি খুব আপন মনে করেন। তেমন ভক্ত না-হয়েও বাংলাদেশের দ্বিতীয় ভাষা হিশাবে ইংরেজিকে নিজের মনে করতে আপত্তি নেই। আর নিজের যখন, তখন এর সংস্কার করতে আমাদের বাধা কোথায়? radar-এর যুগে laboratory কেন, lab হলেই চলতে পারে।

জর্জ বার্নার্ড শ' আরও বলেছিলেন — ইংরেজি [became] entangled in the absurd etymological bad spelling [of Doctor Johnson]। Vallins-এর ভাষায় "... the standardisation of spelling on an etymological basis in the eighteenth century was singularly unfortunate, and is the cause of many of our present discontents."। doubt-এর প্রমিত বানান হিশাবে doute বা dout প্রচলিত ছিল একেবারে ইউরোপীয় রেনেসাঁর সময় পর্যন্ত। অতঃপর তার মধ্যে লাটিন মূল dubitum-এর b ঢুকিয়ে দেওয়া হল। তেমনি debt ছিল dette বা det; তার মধ্যে লাটিন debitum-এর 'b' ঢুকল, ফলে debt হল। অনুরূপভাবে vittles aventure langage peynture bankrout egal perfet verdit যথাক্রমে victuals adventure language picture bankrupt equal perfect verdict হয়েছে। যা হোক, ইংরেজির etymological বানান প্রায় অক্ষুণ্ন রেখেও কিছু কিছু বানান সংস্কারের অবকাশ আছে। দেখা যাক সেটা কেমন।

Æneas, Cæsar লেখা হত আগে। এখন লেখা হয় Aeneas, Caesar; তেমনি aeon, aesthetic, mediaeval; কিন্তু বর্তমানে premeval (premaeval-এর বদলে), encyclopedia (-paedia'র বদলে) প্রতিষ্ঠিত। medieval, Eneas, Cesar, eon, esthetic, diarrhea anesthetic gynecology homeopathy leukemia pediatric esophagus ইত্যাদিও প্রতিষ্ঠিত



www.pathagar.com

হোক। আগে ইংরেজিতে governor, horror, stupor, terror ইত্যাদিকে লেখা হত governour, horrour, stupour, terrour ইত্যাদি। এগুলির u বাদ পড়ল কিন্তু behaviour, honour, humour, saviour, labour, valour ইত্যাদি থেকে u বাদ পড়ল না। মার্কিনিরা অবশ্য শেষেরগুলি থেকেও u বাদ দিয়েছে। সবারই তা দেওয়া উচিত।

বৃটিশ ইংরেজিতে honourable, honoured, কিন্তু honorary; humouring কিন্তু humorous, humorist; coloured কিন্তু discolorated। labour কিন্তু laborious, vapour কিন্তু evaporate, vaporise; vigour থেকে invigorate, vigorous। এর থেকে বোঝা যায় মার্কিনিদের বানান অনুসারে honor humor vigor color favor arbor ardor candor labor valor demeanor behavior ইত্যাদি হলে ভাল এবং সংগতিপূর্ণ হত।

Vallins লিখেছেন: "... I hinted at two possible and natural reforms – the standardisation of the -ise ending in verbs so that we no longer hesitate between -ise and -ize.,"। তবে আলোচ্য -ise -অন্ত শব্দগুলিকে বরং -ize -অন্ত শব্দে পরিণত করা উচিত, কারণ উচ্চারণটা -ize-এর মতোই।

মার্কিনিরা dialed fueled woolen wooly লেখে। এমনকি তারা travelled/traveller-কে traveled/traveler লেখে। অনুরূপভাবে আরও লেখে rivaled labeled modeled canvases focusing focused marvelous kidnaped jeweler-jewelry। মার্কিনিদের বানানটা সর্বত্র ইংরেজিতে আত্মস্থ করে নেওয়া ভাল হবে। Vallins কামনা করেন occurrence, traveller ইত্যাদির বানান হোক occurence, traveler ইত্যাদি, অর্থাৎ suffix-এর আগে ব্যঞ্জনবর্ণে দ্বিত্ব না হোক।

কখন কখন -er অথবা -or, কখন কখন -ent/-ence অথবা -ant/-ance হবে সে প্রশ্নেও সংস্কার চলে। Vallins বলেছেন এর প্রতিটি ক্ষেত্রে e, o এবং a -এর স্থানে একটি নতুন চিহ্ন, উল্টা -e ব্যবহার করা যেতে পারে। আমার মনে হয় নতুন চিহ্নের বদলে সকল ক্ষেত্রে e (-er, -ent, -ence) ব্যবহার করলেই চলতে পারে।

মার্কিনিদের বানান maneuver luster somber meter center, caliber, theater, fiber ইত্যাদি গ্রহণ করা যেতে পারে। বৃটিশ-ইংরেজিতেও কিন্তু cloistre নেই, cloister আছে; তার সাথে সংগতি রাখতে theater-ই উচিত ছিল।

heroes, potatoes কিন্তু folios, solos, manifestos। heroes, potatoes ইত্যাদি বানানও পরিবর্তিত হয়ে -es-এর বদলে শুধু -s দিয়ে হোক (heros, potatos হোক)। laid said paid কিন্তু stayed played ... ইত্যাদি। laid said paid ত্যাগ করে layed sayed payed গৃহীত হোক।

allied, happiness, beautiful, sixtieth, marriage, pitiable, drily ইত্যাদির অনুসরণে alli, happi, beauti, sixti, marri, piti ইত্যাদি বানান হোক; [অর্থাৎ মূল শব্দের y i-এ পরিবর্তিত হোক] তাহলে beauteous, plenteous, piteous ইত্যাদির বানান beautious, plentious, pitious হতে হবে। কিন্তু আই-অন্ত উচ্চারণের শব্দগুলির বেলায় try dry ইত্যাদি যেমন আছে তেমন থাকুক।

all, full, fill, still, till, well will, shall – এইসবে l-এর দ্বিত্বের অবসান করে al, ful, fil, stil, til, wel wil, shal লেখা হোক। তাহলে almost, alone, always, altogether, hopeful, fulfil, fulsome, distil, instil, until, welcome ইত্যাদির সাথে সামঞ্জস্য অর্জিত হবে।

impostor-এর বিকল্প বানান imposter সিদ্ধ। impostor পরিত্যক্ত হওয়া উচিত। coal conveyor, কিন্তু conveyer belt! conveyer রেখে conveyor বানান পরিত্যাগ করা যেতে পারে।



www.pathagar.com

tyre-এর মার্কিন বানান tire গৃহীত হোক। অনুরূপ dike। এবং through-এর thru বানান। gibe/jibe এবং sergeant/serjeant সিদ্ধ বানান; jibe এবং serjeant রেখে বাকি দুটি বাদ দেওয়া যেতে পারে। program (Br. programme) check (Br. cheque) checkered (Br. chequered) omelet (Br. omelette) mostache (Br. moustache) plow (Br. plough) analog (Br. analogue) catalog (Br. catalouge) apothegm (Br. apopthegm), sulfur, (Br. sulphur), pita (Br. pitta) bread, chili chilis (Br. chilli chillis)। এইসব বানান আমরা কেন নিতে পারলাম না লম্বা লম্বা কথা তো বলি। মার্কিনিদের বানানে আরও নিতে পারি defense offense pretense license cozy analyze paralyze likable sizable unshakable unmistakable learned burned loaned। মার্কিনিদের বানান elephant আগে elifaunt ছিল, elephant বানানো হয়েছে লাটিনাইয করে। একে elefant করা যায়।

আগেই বলেছি q ইংরেজি বর্ণমালা থেকে ছেঁটে ফেলা যায়, capital letters সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া যায়, বা lower case letter বড় করে upper case -এর কাজ চালানো যায় elektrisiti* [electricity], kwality [quality], kwik [quick] এইসব বানান গ্রহণ করা উচিত। উল্লেখ করা যেতে পারে, Celt-স্থানে Kelt বানান দেখেছি, এবং বৃটিশ sceptical-স্থানে মার্কিনিতে skeptical চলে। মার্কিনিরা ECG-কে EKG বলে [অর্থাৎ cardio- নয় kardio- ]।* x-বর্ণটি যুক্তব্যঞ্জন হওয়াতে সেটাও বাদ দেওয়া যায় না এমন নয় কিন্তু যুক্তব্যঞ্জন হওয়াতে সেটা বিশেষ উপকারীও বটে সুতরাং সেটা থাকুক।

ইংরেজি-ভাষীরাই ইংরেজি বর্ণ/বানান সম্পর্কে কী লেখেন আমরা দেখেছি। আমরা আরও দেখতে পারি Helene & Charlton Laird ইংরেজি বানানকে বারংবার illogical বলে অভিহিত করেছেন। তাঁরা আরও বলেছেন:

"Partly because we have adopted our spelling from various parts of England we spell the same sound–hurl, girl, pearl, and Maerle–different ways. [P. 65]

"... there was no very good reason for spelling wrestle and school as they did." [P.66]

Otto Jespersen -এর লেখায় পাচ্ছি – "... that pseudo-historical and anti-educational abomination, the English spelling." [P.231]

এখানে আমরা ক্লাইভ ব্লুক্হন থেকে একটু উদ্ধৃতি বিবেচনা করতে পারি। তা এ রকম :

"...we cling stubbornly to functionless capital letters. ... In hiccough, gh has a p sound. "Ghoughteighteau" could be read as potato ... we say "five houses" when "five house" would be simpler and convey the meaning equally well."[৩৪]

এবং ডব্লিউ. নেলসন ফ্রান্সিস *রিভৌলিউশন ইন গ্রামার* -এ লিখেছেন :

"... the traditional grammar of English is unsatisfactory. It falls down on the first two requirements, being unduly complex and glaringly inconsistent within ifself. ... the grammar "rules" of our present-day textbooks are largely an inheritance from the Latin-based grammar of the eighteenth century."[৩৫]

---

* মূল গ্রীক ছিল elektron (=amber)

* প্রাচীন ইংরেজির c-স্থানে k হয়েছে এভাবে : cytel→kettle; earc→ark; coc-cook; munuc→monk; cycene→kitchen.



www.pathagar.com

ফ্রান্সিস আরও লিখেছেন :

"The vested interest represented by thousands upon thousands of English and speech teachers who have learned the traditional grammar and taught it for many years is a conservative force comparable to those which keep us still using the chaotic system of English spelling. ..." *(LRS, পৃ.৩)*

Language, Rhetoric and Style বইএর সংকলকগণ ফ্রান্সিস সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছেন :

"Grammarians of Mr. Francis' persuation have usually preferred to admit that in some social context "he don't" works as well as or indeed better than "he doesn't, ..." *(LRS, পৃ. ৩)*

এসব চিন্তা-ভাবনার কথা আমাদের মাথায় থাকা ভাল এবং পাশাপাশি বাংলা-ভাষার সাথে সংস্কৃত ব্যাকরণের সম্পর্ক একটু যেন মিলিয়ে দেখতে পারি আমরা। সংস্কৃতের নিয়ম পালনের গরিমা যেন একটু বিসর্জন দিতে অভ্যস্ত হই।

ইংরেজির etymological বানানকে বিধ্বস্ত করতে রাজি না হলেও উপরে উপস্থাপিত বানান সংস্কার প্রস্তাব আগামীকাল থেকেই কার্যকর করা যায়, এবং ইংরেজি যখন আমাদেরও ভাষা তখন আমরাও সংস্কারটা শুরু করে দিতে পারে, তাতে কেউ আমাদের দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে না। তবে, ইংরেজির ক্ষেত্রে সম্ভব সংস্কারের কথা যে এতক্ষণ বলা হল তা অবশ্য প্রধানত বাংলা-ভাষার ক্ষেত্রে বানান সংস্কারের ব্যাপারে যেসব কথা বলা হবে তাকে সমর্থন করার লক্ষ্যেই।

## ণত্ব-বিধানের সংস্কার

আমরা দেখলাম যাঁরা এমনকি নিজেদের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বলে জাহির করেন তাঁরাও ণত্ব-বিধানটা ঠিকমতো বর্ণনা করতে ব্যর্থ হয়ে থাকেন। এ হেন অবস্থায় ণত্ব-বিধানের সংস্কার করা জরুরি বলেই মানা উচিত, যদি না ণ/ন -এর একটি একেবারে বাদ দেওয়া হয়। আমরা এখন ক্রমান্বয়ে দেখব ঐ বিধানের কোন কোন অংশ বা ধারা পরিবর্তন করা বা বাদ দেওয়া সংগত হবে।

আমরা দেখেছি আলোচ্য বিধানের সর্বপ্রধান অংশকে এভাবে লেখা যায়:

তৎসম শব্দে ঋ/র/ষ্ -এর পরে, এমনকি ঐ তিনের পরে স্বরবর্ণ, ক- ও প-বর্গীয় বর্ণ, য, অন্তঃস্থ ব, হ এবং ং -এর ব্যবধানেও, প্রত্যয়ের বা আগমের ন ণ হয়, তবে এক পদে ঋ/র/ষ্ থাকলে তার জন্য অপর পদের ন সাধারণত ণ হয় না এবং পদের অন্তে স্থিত ন (ন্) কখনও ণ হয় না।

এর নিম্নরেখিত অংশটুকু আমরা বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করতে পারি। তা গ্রহণ করলে এই হবে যে ঋ/র/ষ্ -এর পরে যেকোনও ব্যঞ্জনবর্ণের ব্যবধানে ন ণ-এ পরিবর্তিত হবে না অর্থাৎ কৃপন বক্ষ্যমান ব্রাহ্মন স্পৃহনীয় প্রভৃতি বানান চলবে। এর সাথে আমরা যোগ করতে চাই যে ক্ষ-কে আমরা ক্ষ বলে বিবেচনা করব-না, অর্থাৎ কোথাও ক্ষ-এর পরে ণ হবে না অর্থাৎ ক্ষন ক্ষুন্ন ক্ষীন বানান চলবে। ণত্ব-বিধানের পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে: প্র পরা পরি নির এই চারটি উপসর্গ ও অন্তর শব্দের পরে নদ্ নম্ নশ্ নহ্ নী নু নুদ অন্ ও হন্ ধাতুর ন এবং যে



www.pathagar.com

কোনও কৃৎ প্রত্যয়ের ন (ক- ও প-বর্গীয় বর্ণ, য, অন্তঃস্থ ব, হ এবং ং -এর ব্যবধানেও, যদি কৃৎ-প্রত্যয়টির শুরুটা স্বরবর্ণ দিয়ে হয়) ণ হবে।

তবে এই নিয়মের অনুসারে প্রণাশ ও পরিণাশ হলেও প্রণষ্ট ও পরিণষ্ট হবে-না, প্রনষ্ট ও পরিনষ্ট হবে। ধারাটিতে উল্লিখিত ধাতুগুলি থেকে নশ্ বাদ দিলে প্রনষ্ট/পরিনষ্ট'র মতো প্রনাশ/পরিনাশ হতে পারে। আমরা সেই প্রস্তাবই করতে চাই।

এবারের নিয়ম হচ্ছে (তৎসম শব্দে) ট-বর্গীয় বর্ণের আগে কেবল ণ যুক্ত হয়, ন কখনও নয়। আমাদের প্রস্তাব: অতৎসম শব্দের বেলায়ও একই নিয়ম হোক; এমনকি উপরের দুটি সংস্কার প্রস্তাব গ্রহণ না করা হলেও এটি গ্রহণ করা হোক, কারণ এতে তৎসম শব্দে 'ণ'-এ ট/ঠ/ড/ঢ এবং অতৎসম শব্দের জন্য 'ন'-এ ট/ঠ/ড/ঢ লেখার যে ঝামেলা, তা দূর হবে। ণ-এ ট(ণ্ট) এবং ন-এ ট (ন্ট) দেখতে একই রকম অথচ নিয়মরক্ষার জন্য ছাপার ক্ষেত্রে অনেক ঝামেলা সহ্য করে এই দুই -এর পার্থক্য রক্ষা করতে হবে। এ ঝামেলার অবসান দরকার। ট ঠ ড মূর্ধন্য বর্ণ অথচ তার আগে যুক্ত করতে হবে মূর্ধন্য-ণ-এর বদলে দন্ত্য-ন যেখানে উচ্চারণে কোনও পার্থক্য হয় না – এ বড় হাস্যকর।

পূর্বাহ্ণে অপরাহ্ণ এবং অগ্রণী/গ্রামণী সংক্রান্ত বিশেষ নিয়ম বাতিল হোক। বিশেষ নিয়ম মানেই তো সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম, তা বাতিল হলেই সাধারণত ভাল হয়ে থাকে। ভাল হয় 'হ্ন'-চিহ্নটা বাদ দিলে। হ-চিহ্নটিতে হ-এর নিচে যেটি যুক্ত থাকবে সেটি ণ/ন-এর মধ্যে কোনটি তা নিয়ে মাথা না ঘামালেই চলবে।

প্রাহ্ণাণ-এর ণত্ব সংস্কৃতেই নিয়ম-বহির্ভূত, সংস্কৃতে প্রাহ্ণানই শুদ্ধ। নগরায়ন গৃহায়ন রূপায়ন ইত্যাদিতে ণত্ব হওয়ার কোনও বিধান সংস্কৃত ব্যাকরণে নেই, অতএব কী করণীয় তা পাঠক ভেবে দেখতে পারেন।

এরপর আসে কোনও বর্ণের প্রভাব ছাড়াই যে সব শব্দে স্বাভাবিক ণত্ব হয় তার প্রসঙ্গ। সে ধরনের শব্দের তালিকা থেকে কিছু শব্দ আমরা বাদ দিতে পারি। এবং সেই বাদ দেওয়ার একটা নিয়ম হতে পারে এমন: দুই অক্ষর (syllable)-এর মৌলিক শব্দের দ্বিতীয় অক্ষর (syllable) -এর শেষে যদি ণ থাকে তাহলে ঐ ণ-কে ন করতে হবে [উদাহরণ: কল্যাণ, চিক্কণ, লবণ কল্যান, চিক্কন, লবন হবে]; ঐ ধরনের শব্দ যদি দুই অক্ষরের চেয়েও বড় হয় এবং ণ যদি দ্বিতীয় অক্ষরেরও পরে থাকে তাহলে ণ ন হবে [উদাহরণ: কফোণি কফোনি হবে]।

## ষত্ব-বিধানের সংস্কার

অনেকে ষ-এর ব্যাপারে খড়্গহস্ত, কিন্তু এখানে আমরা ষ-এর বিস্তারের পক্ষে এবং স-কে যথাসম্ভব ইংরেজি s-এর মতো উচ্চারণের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখার পক্ষে। [অন্যদিকে, ণত্ব-বিধানের লোপের (একমাত্র-ণ-এর) পক্ষে খুব কমই সমর্থন দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু আমরা তারই পক্ষে।]

সুতরাং নিয়ম এমন হওয়া উচিত যে আগমের ও প্রত্যয়ের স/ষ সর্বত্র ষ হবে। অর্থাৎ সংস্কার পুরস্কার নমস্কার আষ্পদ প্রিয়তমাষু পিপাষা জিজ্ঞাষা ইত্যাদি হোক (পুরস্কার নমস্কার আস্পদ প্রিয়তমাসু পিপাসা জিজ্ঞাসা ইত্যাদির বদলে)। বিস্ফুরণ বিস্ফোরণ স-এর বদলে ষ দিয়ে বিষ্ফুরণ, বিষ্ফোরণ লেখা হোক, যা এমনিতেই সিদ্ধ বিকল্প বানান।



www.pathagar.com

# পরিভাষা, বাংলায় নতুন শব্দ

"সুবিধা সরলতা শ্রুতিসুখতা প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, ব্যাকরণ বা ব্যুৎপত্তির খুটিনাটি ত্যাগ করিয়া, একটু সাহসের সহিত চলিতে হইবে, মূল কথাটা এই।" — রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

## নতুন শব্দ গ্রহণের প্রশ্নে নবাবি

পরিভাষা ও বাংলায় নতুন শব্দ প্রসঙ্গে যথেষ্ট বিস্তারিত বলতে গেলে বর্তমান লেখাটি দীর্ঘ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে প্রচুর গবেষণা ও চিন্তাভাবনার অবকাশ আছে। আপাতত শুধু এটুকু বলব যে আমাদের দেশে যেসব পরিভাষা কোষ এ পর্যন্ত বের হয়েছে তা কাজের হয়নি বরং বিভ্রান্তিকর হয়েছে, এবং আমাদের গোঁড়ামির কারণে বাংলা লেখ্য ভাষায় নতুন শব্দ গৃহীত হচ্ছে না। আমরা যেমন দরিদ্রতম জাতি হয়েও বাইসাইকেল চড়ি না তেমনি প্রধানত গ্রামীণ সমাজ হয়েও গ্রাম্য শব্দকে লেখ্য ভাষায় গ্রহণ করতে ঘৃণা করি। এই হচ্ছে আমাদের জাতির মাহাত্ম্য। আমরা ধনী হওয়ার আগে অপচয় করতে শিখি। এ কথা আমাদের জাতীয় জীবনের সকল দিকেই প্রযোজ্য। এজন্য আমাদের উন্নতি ঠেকে থাকে। আমরা বিশ্বমাপের বড় বাঙালি কবি-সাহিত্যিককেও ছোট করতে চাই সর্বশক্তিতে, প্রাণপণে। এতে করে আমরা নিজ ভাষার সাথে, নিজ জাতির সাথে শত্রুতাই করি।

যদিও পরিভাষা ও নতুন শব্দের ব্যাপারে বিস্তারিত কাজ ও আলোচনা দরকার তবু এখানে কিছু কথা বলার সুযোগ নিতে চাই।

একজন অনুবাদক বাংলা একাডেমীর জন্য জন স্টুয়ার্ট মিল -এর *রিপ্রেযেন্টেটিভ গভর্নমেন্ট* বইটির অনুবাদ করেছিলেন। বইটির নামের বাংলা করলে দাঁড়ায় *প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার*, কিন্তু বাংলা একাডেমীর সম্পাদকেরা বইটা ছাপিয়ে ফেললেন *গণতান্ত্রিক সরকার* নাম দিয়ে, যা ডাঁহা ভুল। বইটির দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় অনুবাদক এ কথা দুঃখ করে বলেছেন এবং আরও বলতে চেয়েছেন যে তিনি অনুবাদটির নাম দিতে চেয়েছিলেন *প্রতিনিধিক সরকার* কিন্তু 'প্রতিনিধিক' শব্দটি নতুন এবং সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুযায়ী বিধিসম্মত নয় বলে বাংলা একাডেমী তা গ্রহণ করতে পারেনি। কিন্তু শেষ কথাটি আর ঠিক করে বলা হল না কারণ বই যখন ছাপা হল তখন দেখা গেল যেখানে 'প্রতিনিধিক' শব্দটি বসত সেখানে বসেছে 'প্রতিনিধিত্ব'। অর্থাৎ দাঁড়ায় যে তিনি বলতে চাচ্ছেন তিনি *'প্রতিনিধিত্ব সরকার'* লিখতে চেয়েছিলেন, যা কিনা অর্থহীন।

এই যে 'প্রতিনিধিক'-এর জায়গায় *'প্রতিনিধিত্ব'* ছাপা হল এটা নিছক ছাপার ভুল হওয়ার কথা নয়। আসোলে বাংলা একাডেমীর বিজ্ঞ প্রুফ রীডার বা সম্পাদকরা *'প্রতিনিধিক'* শব্দটি কল্পনার অতীত মনে করেছেন, সেটা এড়িয়ে বরং অর্থহীন যুক্তিহীন একটা কথা ছেপে দিয়েছেন।

ব্যাপারটা অনেকটা এরকম : রবীন্দ্রনাথের 'আমার ছেলেবেলা'য় যেখানে *"চিরকালের জন্য আরাম হত ব্যামোটা"* হবে সেখানে *"চিরকালের জন্য আবার হত ব্যামোটা"* ছাপানো, যা দেখা গিয়েছে একটি স্কুলপাঠ্য টেক্স্ট-বই-এ। প্রুফ রীডার, সম্পাদক অথবা কম্পোযারের বিজ্ঞ সচেতন বিবেচনার ফল এটা, নিছক ছাপার ভুল নয়। তিনি বা তাঁরা বুঝে উঠতে পারেননি যে *'ব্যামোটা আরাম হতে পারে'*।



www.pathagar.com

রসায়নশাস্ত্রীয় বাংলা বই-এ দ্বিপরমাণুক বলে একটা শব্দ পাওয়া যায়। কোনও কোনও মৌলিক গ্যাসের অণু সাধারণত দুটি পরমাণু নিয়ে গঠিত, তাই ঐসব গ্যাসকে দ্বিপরমাণুক বলা হয়। ওযোন (ozone) হচ্ছে ত্রিপরমাণুক অক্সিজেন, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে যার স্তর মানুষের দৌরাত্ম্যে ধ্বংস পাচ্ছে, ফলে সমগ্র জীবজগৎ হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। দ্বিপরমাণুক গ্রহণযোগ্য হলে [গ্রহণযোগ্য বটে] প্রতিনিধিক-ও গ্রহণযোগ্য। তেমনি একটি শব্দ রাষ্ট্রপতিক, রাষ্ট্রপতিশাসিত (presidential) অর্থে। নির্বস্তুক-ও বিবেচনা করুন। *সংসদ বাংলা অভিধান*-এ পরিশিষ্ট-খ-এ agricultural -এর বাংলা হিশাবে 'কৃষিক' স্থানে পেয়েছে, তা-ও লক্ষণীয়।

অ্যাকাউন্ট্যান্ট-এর বাংলা করা হয় হিসাবরক্ষক। এটা 'হিশাবিক' হলে সহজ ও সুন্দর হত বলে একজন পরামর্শ দিয়েছেন [*আসোলে পূর্বোক্ত অনুবাদকেরই এ পরামর্শ*]। সেখান থেকে মহা-হিশাবিক (অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল অর্থে) পেতাম আমরা। হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা দরকার পড়ে না, হিশাব কর্মকর্তা হলেই যথেষ্ট হত।

নতুন শব্দ তৈরিতে ও গ্রহণে যেন পিছপা না হই এই মনে করে যে বিবেচ্য শব্দটি পশ্চিম-বঙ্গের বাংলায় নেই, অথবা বাংলাদেশের সর্বত্র কথিত হয় না।

## গ্রাম্য/কথ্য ও 'কাব্যিক' শব্দ

আমি গ্রামের বালককে বলতে শুনেছি – 'ভণ্ড কথা', যেখানে 'ভণ্ড' মানে অশ্লীল। আমাদের ভাষার কর্তারা এমন যে তাঁরা নিশ্চয়ই বলবেন 'অশ্লীল' অর্থে 'ভণ্ড' ব্যবহার ভুল।

ক্রেনের বাংলা 'ডঙ্গিল' হতে পারে না কেন, বন্দর নগরী চট্টগ্রামে তো ক্রেনকে ডঙ্গিল বলে। গ্রামাঞ্চলে এমন অনেক শব্দই মানুষের মুখে প্রচলিত যা লিখিত বাংলাভাষাকে সমৃদ্ধ করতে পারত। ইংরেজি ভাষা এভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে ও হচ্ছে। কিন্তু আমরা খুব বেশি সভ্য, অত্যন্ত নাগরিক, তাই গ্রাম্য শব্দ আমরা ছুঁই না।

যেমন আমরা খুব ধনী, তাই সাইকেলে চড়ি না, বাসেও না, কার-এ চড়ি। (অথচ জাপানের লোকেরা খুবই সাইকেলে চড়ে। পশ্চিম ইউরোপের অনেক দেশের লোকেরাই চড়ে। হল্যাণ্ডে ১ কোটি ৪০ লক্ষ বাইসাইকেল চলে। হল্যাণ্ডের লোকসংখ্যা ১ কোটি ৫০ লক্ষ।)

আরেকটা পরিষ্কারক উদাহরণ দিই। গাড়ির হর্ন -কে আমরা হর্ন লিখি/বলি, শিঙ্গা লিখতে/বলতে অসুবিধা ছিল? অথচ horn মানে তো শিং, শিঙ্গা। bugle তো একেবারে মহিষের নামে নাম। bugle horn থেকে শুধু bugle। ফরাসিতে bugle মানে ছিল মহিষ। cornet এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র; ফরাসিতে cornet-এর মূল অর্থ ছোট শিং।

ইংরেজিতে আধুনিক গাড়ির ক্ষেত্রে শিংএর ইংরেজি শব্দটি গৃহীত হতে পারল কিন্তু আমরা শিঙ্গা গ্রহণ করতে পারলাম না। কারণ আমরা বোধ হয় খুব বেশি সভ্য, আধুনিক যন্ত্রযুগের আসোল প্রতিনিধি (যেমন পাখির মধ্যে তেলাপোকা, চামচিকা)। অথচ অতীতে পানির 'ঘটি' থেকে 'ঘড়ি' শব্দটি আসতে পেরেছিল। চামচিকা শব্দটি মানুষের মুখের ভাষা থেকেই নেওয়া, নিশ্চয়ই ভদ্রলোক-পড়ুয়াদের সৃষ্ট নয় এটা। কারণ চামড়াকে 'চাম' বলা, এবং চামে ঢাকা চিকা দ্বারা উড়ুক্কু জন্তু বোঝানো ভদ্রলোক-পড়ুয়াদের কাজ নয়। বাতাসের মধ্যে বাস করেও আমরা যেমন সতত বাতাসের কদর করি না [*কদর করি তামাকের ধোঁয়ার*], তেমনি খেয়াল করি না যে সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা নিয়েই আমাদের ভাষার শরীর তৈরি হয়েছে।



www.pathagar.com

গ্রামের মানুষ প্রদীপকে 'লেম' বলে। lamp থেকে 'লেম'। এটা কি অশুদ্ধ? তা হলে 'টেবিল'ও অশুদ্ধ কারণ ইংরেজি table-এর উচ্চারণ তো টেইব্‌ল্ (টেইব্‌ল্)।

প্রমিত সংজ্ঞা হিশাবে 'কাশিপুরি সাক্ষী/সাক্ষ্য' কেন চলবে না? ইংরেজিতে কিন্তু sybarite চলে। যা কিনা প্রাচীন শহর Sybaris-এর নাম থেকে তৈরি। (এবং এমন আরও অনেক শব্দ ইংরেজিতে আছে)

taxi বা taxi cab এসেছে taximeter cabriolet -এর সংক্ষেপণের ফলে। ভাড়া নির্দেশক মিটার লাগানো, তাই taximeter, আর cabriolet-এর আসোল মানে হল লাফিয়ে ওঠা জন্তুর পা, যেমন ছাগলের পা। যান্ত্রিক গাড়ি, ট্যাক্সি-ব্যবস্থা ইত্যাদির উদ্ভব যদি আমাদের দেশে ঘটত তাহলে ট্যাক্সির নাম কি 'ছাগ-লম্ফ' বা 'লাফা' হতে পারত? কঠিন প্রশ্ন। এক ধরনের খরগোশকে গ্রামে 'লাফা' নামে অভিহিত করা হয়। এতেই হয়তো আমাদের বিজ্ঞরা বিদ্রুপের হাসি হাসবেন।

গ্রাম্যতার (!) কারণে বা কথ্য হওয়ার কারণে যেমন, তেমনি কাব্যিকতার কারণে বহু শব্দ লেখ্য গদ্য থেকে বাদ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। যেমন 'হতে' এবং 'সাথে'। বাংলাদেশে লেখ্য গদ্যে 'হতে' 'সাথে' ব্যবহার হয়ে থাকে। পশ্চিমবঙ্গে 'হতে', 'সাথে' একটু বেশি রকম কাব্যিক মনে হতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশে তেমন নয়। বাংলাদেশে আমরা গদ্যে 'হতে', 'সাথে' ব্যবহার করব।

'কেমনে' শব্দটি কাব্যিক বলে সবাই গদ্যে বর্জনীয় মনে করে থাকবেন। কিন্তু 'কেমনে' কথাটা লৌকিকও। সাধারণ মানুষ কথাবার্তায় 'কেমনে' শব্দটি ব্যবহার করে। তাহলে আমরা কোন 'দোষে' শব্দটি লেখ্য গদ্যে বর্জন করব? শব্দটি যেহেতু কাব্যিক ও লৌকিক, এই দুই প্রান্তেই উপস্থিত সেহেতু দুই-এর মাঝামাঝি চলিত গদ্যেও স্বচ্ছন্দে গ্রহণীয়।

এমন আরও শব্দ আছে যা একাধারে কাব্যিক ও কথ্য বা গ্রাম্য। বঙ্কিমের উপন্যাসে আছে, "ইহাতে আটক কি?" এভাবে 'আটক' শব্দটির ব্যবহার বর্তমানে আর নেই কথ্য বা গ্রাম্য হওয়ার দোষের (!) কারণে। [অথচ শব্দটা বঙ্কিমী -ও] 'আটক' শব্দটি এখনও এভাবে ব্যবহার করায় আটক কী? 'হাঁটা শুরু করল' অর্থে 'হাঁটা দিল', 'খাওয়া শুরু করলাম' অর্থে 'খাওয়া ধরলাম' কি লেখা যায় না? করতে হবে অর্থে 'করা লাগবে'?

এক রকমের কাগজকে আমাদের দেশের মানুষ বাঁশ-পাতা কাগজ বলে। কিন্তু কাগজে-কলমে ঐ কাগজকে বাঁশ-পাতা কাগজ বলা হয় না। কারণ কথাটাকে নিছক সাধারণ লোকের মুখের কথা হিশাবে অবজ্ঞা করা হয়। অথচ ঠিক একই ধরনের কথা হয়তো ইংরেজিতে ও অন্যান্য ভাষায় অনেক পাওয়া যাবে। উদাহরণ হিশাবে quarter horse বিবেচনা করতে পারি। quarter- অর্থাৎ পোয়া-মাইলের দৌড়ে ওস্তাদ বলে quarter horse নাম। ইংরেজিতে ও আন্তর্জাতিক পরিভাষায় এ ধরনের কথা প্রতিষ্ঠিত টার্ম হিশাবে ব্যবহারের উদাহরণ অজস্র।

অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত worser ছিল প্রমিত ইংরেজি, পরে সেটা কাব্যিক/সাহিত্যিক বলে বিবেচিত হত, এবং এখন একদম ভুল বলে বিবেচিত! (শুদ্ধ হচ্ছে worse)। মাত্র কিছুকাল আগ পর্যন্ত firstly ছিল অবাঞ্ছিত, এখন সাদরে গৃহীত।

এদিকে, পাণিনির মতে বিশ্রাম ছিল অশুদ্ধ, শুদ্ধ ছিল বিশ্রম। তাঁর এক হাজার বছর পরে বিশ্রাম হয়েছিল শুদ্ধ, বিশ্রম অশুদ্ধ!



www.pathagar.com

আমাদের গ্রামাঞ্চলে সাধারণ মানুষ গণনার জন্য 'কর' ব্যবহার করে। 'কর' হচ্ছে, হাতে প্রতিটি আঙ্গুলের তিনটি ভাঁজ এবং আঙ্গুলের ডগা ধরে যে চার পর্যন্ত গোনা যায় তার সাথে সম্পর্কিত। একটি আঙ্গুলে চারটি 'কর', পাঁচ আঙ্গুলে কুড়িটি। আমাদের পূর্বপুরুষেরা 'কুড়ি'র (২০-এর) হিশাবে অভ্যস্ত ছিলেন। অনেকে মনে করেন হাত-পায়ে কুড়িটি আঙ্গুল – তাই কুড়ি'র হিশাব। আমার মনে হয় এক হাতে কুড়িটি 'কর', তাই কুড়ির হিশাব। 'কর' এসেছে সংস্কৃত কর (=হাত) থেকে, কিন্তু অর্থ দাঁড়িয়েছে হাতের আঙ্গুলে যে চারের গণনা করা হয় তাই। এই অর্থ আমাদের মান্য লেখ্য বাংলায় গৃহীত হলে উপকার হত, কিন্তু গৃহীত হয়নি।

digit মানে আঙ্গুল। সেখান থেকেই ০ থেকে ৯ পর্যন্ত অঙ্কগুলিকেও বলা হয় digit। এখন লক্ষণীয় হচ্ছে : আমরা তুষ্টির সাথে, গর্বের সাথে বলি digital computer/clock/system ইত্যাদি, অথচ আমাদের দেশের 'কর'-এর হিশাব, গণনায় 'কর' বা 'আঙ্গুল' শব্দের ব্যবহার, অপাঙ্‌ক্তেয়। digital clock -কে 'করিক' ঘড়ি বলা বেশ চলতে পারত কিন্তু বাস্তবে তা কোনও দিন হয়ে উঠবে বলে আশা করা যায় না।

বড়শির মাথায় উল্টাদিকে মুখ করা যে কাঁটা আছে, যার কারণে মাছ আটকে যায়, তাকে বাংলায় কী বলে? এমন কোনও শব্দ নেই, লিখিত ভাষায়। আমাদের ভাষা বড়ই খান্দানি, আজেবাজে জিনিশের জন্য কোনও শব্দ এতে থাকতে নেই। অথচ গ্রামাঞ্চলে মানুষের মুখে ঐ জিনিশের জন্য শব্দ ঠিকই আছে – 'গালা' (বড়শি'র গালা, গালা-কাটা বড়শি)। কই, গালা শব্দটিকে তো অসুন্দর, অসংগত বা অশিষ্ট মনে হয় না। 'গালা'-যুক্ত লৌহ-শলাকায় তৈরি মাছ-ধরার হাতিয়ারের নাম অ্যাওড়া, ঝুপি (ঝুপি অবশ্য 'গালা'-ছাড়াও হতে পারে)। কুপিয়ে মাছ ধরার আরেক রকম হাতিয়ারের নাম কোচ, তার লম্বা লম্বা কাঠির মাথায় যুক্ত লোহায় তৈরি ধারালো অংশগুলি 'কতু' বলে অভিহিত হয়।

পাখির 'পর'। গাঁয়ের মানুষকে পাখির 'পালক' অর্থে পাখির 'পর' বলতে শোনা যায়। ফার্সি 'পর' মানে পাখা, যার থেকে 'পরী' শব্দটি আমাদের ভাষায় চলছে। বাংলাদেশের সর্বত্র সাধারণ মানুষ এমন সব শব্দ ব্যবহার করে যার উৎপত্তি আরবি, ফার্সি, সংস্কৃত, ইউরোপীয় ইত্যাদি থেকে। সে সব কথা লেখ্য বাংলায় গ্রহণের যোগ্য হবে না কেন?

(থালাবাটি) 'খলানো' – এই ক্রিয়াটি এসেছে সংস্কৃত 'ক্ষালন' থেকে। ভিন্ন অঞ্চলে একই অর্থে (থালাবাটি) 'ভাসানো' বলা হয় – খুবই সুন্দর, যথার্থ কথা এটা।

গ্রামাঞ্চলে মাটি বা ধান বহনের জন্য এক ধরনের বাঁশ/বেত-এর তৈরি পাত্র 'আগৈল' বলে অভিহিত। আগল থেকে আগৈল, সন্দেহ নেই শব্দটির সাথে 'আগলানো' ক্রিয়াটির সাথে সম্পর্কিত। বাংলাদেশের একটি থানা'র নাম আছে আগৈলঝাড়া। আজকাল নামটাকে 'ভদ্রস্থ' করতে বানানো হচ্ছে 'আগৈলঝরা'। এটা ঠিক কাজ নয়।

মানুষের চামড়ার বা মাংসের মধ্যে কখনও কখনও 'শাল' ঢোকে, যেমন তাল গাছের শক্ত আঁশ হাতের চামড়া/মাংসে ঢুকলে মানুষটি বলে যে হাতে 'শাল' ঢুকেছে। সং. শল্য>শাল। এ ব্যাপারে এর চেয়ে ভাল শব্দ আমাদের ভাণ্ডারে নেই। কিন্তু গ্রাম্য/কথ্য বলে আমরা এমন শব্দ লেখ্য ভাষায় নিই না! মৌমাছি 'আল দেয়'; 'হুল ফুটানো'র চেয়ে 'আল দেওয়া' কি খারাপ? বেশি কথা বলার নাম 'পেনা পাড়া'। এ কথাটির কাজ 'প্যাঁচাল পাড়া' দিয়ে হয় না, এর চেয়ে 'প্যাঁচাল পাড়া' সুন্দরও নয়। কিন্তু 'পেনা পাড়া' আমরা নিই না। গ্রাম্য যে!



www.pathagar.com

দুই দিকের উচু ভূমির মধ্য দিয়ে সংকীর্ণ জলাশয় যা দুই দিকের অপেক্ষাকৃত বড় জলাশয়কে যুক্ত করে তাকে কোনও কোনও গ্রামাঞ্চলে 'জান' বলে। এটি সংস্কৃত শব্দ, বা তার থেকে আসা। এ কথা মনে করার কারণ আমি একটি বাংলা ইতিহাস বই -এ জানিকা (নাকি যানিকা?) শব্দটি একই অর্থে ব্যবহৃত হতে দেখেছি, যদিও কোথায় দেখেছি তা এখন বের করতে পারিনি এবং হাতের কাছের বাংলা শব্দকোষে শব্দটি নেই।

দূর অতীতে কোনও এক গ্রাম্য মহিলা বড় গাঙে (নদীতে) মোটরলঞ্চ দেখে অবাক হয়ে বলেছিলেন *"উড়ের* [উটের] *লাহান কেরেংকল"*। এটা নিশ্চিত যে *'লাহান'* এসেছে *'লক্ষণ'* থেকে [লক্ষণ>লাখান>লাহান]। সুতরাং 'লাহান' একটি তদ্ভব শব্দ। *'কেরেংকল'* চমৎকার একটি ব্যঞ্জনাময় শব্দ যা আমাদের লিখিত ভাষায় দারুণ কাজে লাগতে পারে। *'উড়ের লাহান কেরেংকল'* যিনি বলেছিলেন তিনি সে অঞ্চলেরই লোক যে অঞ্চলের কবি জীবনানন্দ দাশ লিখেছিলেন, *"উটের গ্রীবার মতো কোনও এক নিঃস্তব্ধতা এসে"*। তিনি ছিলেন *'আল্যাহা* [আ-লেখা] *আসিরদ্দি'* – অর্থাৎ নিরক্ষর; নিরক্ষর অর্থে আমরা *'আ-লেখা'* ব্যবহার করতে পারি, তা করলে *'আলেখা'* যাঁরা তাঁরা ভাল বুঝতে পারবেন।

## কাজে লাগানোর মতো আরও গ্রাম্য/কথ্য শব্দ

শুকনা ডাল পাতা পোড়ানো চুলায় ভাত রান্না সম্পন্ন হলে ভাতের হাড়ির উপর দিকটায়ও কিছুটা কালি পড়ে; সেই হাড়ি নামানোর আগে যে ন্যাকড়াটা [তা পাটের ফেঁশোও হতে পারে] ভিজিয়ে কালিটা মোছা হয় তাকে বলে 'দশমাইল'। এমন একটা প্রয়োজনীয় জিনিশ কাজের কালে হাতের কাছে থাকা চাই, দশ মাইল দূরে থাকলে চলে না, হতে পারত এর থেকেই তার নাম 'দশমাইল', কিন্তু একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি বললেন ভিন্ন কথা, কথাটা হলঃ 'দস্ত' (=হাত) হয়েছে 'দশ', আর 'মাল', যা 'রুমাল' শব্দটিরও অংশ, হয়েছে 'মাইল'।

গ্রাম্য-কথ্য অনেক কথা আছে যার মূলে রয়েছে আরবি-ফার্সি-সংস্কৃত-ইউরোপীয় প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষার শব্দ। গ্রামাঞ্চলে এমন শব্দ বা কথা প্রচলিত আছে যার ভাব প্রকাশের ক্ষমতা অসাধারণ, একই রকমের ভাব প্রকাশের মতো কথা প্রমিত লেখ্য বাংলায় অনুপস্থিত। সুতরাং লেখ্য বাংলা ভাষায় গ্রাম্য-কথ্য শব্দ গ্রহণ করলে ভাষাটা সমৃদ্ধ হবে। কিন্তু বাংলা ভাষার 'দেশবরেণ্য' রক্ষাকর্তাদের নানারকম অযৌক্তিক শুচিবাই -এর কারণে ভাষাটার উন্নতি হতে পারছে না। ইংরেজি ভাষায় কিভাবে পরিবর্তন ও বিস্তৃতি ঘটে চলেছে, বৃটিশ ইংরেজি থেকে আমেরিকান ইংরেজি কিভাবে আলাদা বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে ও করছে – সে সংক্রান্ত বিবেচনা আমাদের ঐ রক্ষাকর্তাদের নেই।

প্রমিত বাংলা লেখ্য ভাষায় সহজেই স্থান পেতে পারে এমন শব্দের/কথার একটি তালিকা তুলে ধরছি যা আজকের লেখক ব্যবহার করে তাঁর নিজের লেখাকে ও বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ, মাধুর্যমণ্ডিত করতে পারেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সম্পাদিত, দুইখণ্ডে বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান ঘেঁটে তালিকাটি তৈরি করা।

তার শেষে দিচ্ছি আরেকটি তালিকা। মার্ক টোয়েন -এর 'দি অ্যাডভেঞ্চারস্ অব হাক্‌লবেরি ফিন' বইটির আমার করা অনুবাদে যেসব গ্রাম্য কথা এসেছে সেগুলিই আছে এ শেষোক্ত তালিকাটিতে। বিশ্বসাহিত্যের দু'চারটি সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাসের অন্যতম মার্ক টোয়েন -এর এই উপন্যাসটি মোটামুটি কথ্য ভাষাতে রচিত।



www.pathagar.com

অজয় লশ্‌কর =স্থূলাকৃতি, ভীষণাকৃতি, উজাগর<উজ্জাগর (সং) = রাত-জাগা
অজানিবে (আ-) = অজ্ঞাতে, অসাক্ষাতে
অনবোলা = যার ভাষা নেই (গরু), অনাটি<অনটন (সং)
অপুছিহ = যাকে কেউ জিজ্ঞাসা করে না, ঘৃণ্য
অবুনাদ = গরমিল (বনিবনা নাই এমন), অভিলংগ = দুঃখ, অনুতাপ, বেদনা
অসহল = অসহ্য, অসাগর = সাগরের ন্যায় *(বিলে অসাগর পানি)*
আলাইনা = বাসি, গন্ধযুক্ত [<আকুলিত (সং)]
আশ্‌পাতাল = হাসপাতাল। অর্থ করা যায় এভাবেঃ যেখানে 'আশা' আছে।
উকুনদি = যে ছাগলের এক বাচ্চা ; ওসুলন<উচ্ছলন = বৃদ্ধি, বাড় (রোগের)
করা = কাঁচা (তু. ফুলা) ; কলমের বাধ = সামান্য লেখাপড়া (*কলমের বাধও নাই*)
কাচি = কাস্তে; কিরিস < kerosene
ক্যাগাব্যাগা দিয়ে পড়া = দেউলিয়া হওয়া, (বা) হোত্যা দিয়ে পড়া
কেচি = কাঁচি; কোমড় = নদীতে... ডালপালা দিয়ে মাছ ধরার স্থান - করা
সেদিন নাইরে নাথু, খাবলা খাবলা পায়রার ছাতু [সহজ, ঝামেলাহীন]
গজালি কুত্তা = বড় পিঁপড়া জাতীয় প্রাণী*
গজিনা = লম্বা ডোবা ; গদমা = মোটা ; গন্‌না কাটা = জন্ম-ঠোঁট-কাটা
গরমাই < গরম (ফা.) = গর্ব ; ঘর-মাথে = ঘরপ্রতি ;
গারা মৈশের কাটা = নক্ষত্রপুঞ্জ, ছায়াপথ ; গুছি < গুচ্ছ
গুল-জাম = সন্দেশ ; গুল-দান = ফুলের টব (ফা.) ; পাছ বেল = বিকাল বেলা
গোলাপ = সখী ; গোলে অম্বল = বিশৃঙ্খল ; টাক দেওয়া = ফাঁকি দেওয়া
গোসর (গোসরের দড়ি মাঠে গরু চরানোর জন্য...) ; ঘড়িক = কিছুক্ষণ
ঘরজ = গৃহপালিত (গরু) ; ঘাই চেনা ; ঘুগরা চালান ; ছান < ছন্দ = রীতি, ঢং
চংড়ি = শামুকের মুখের শক্ত আবরণ (শামুকের মূল থেকে আলাদা)
চিল্‌কানো, চিলিক মারা (*ফোঁড়া চিল্‌কায়, চিলিক দেয়*); চুকরি < চুক্র
চ'কবা < চক্রবাক (চখা) [জলক স্মরণীয়]
চরক = প্রজাপতি [সম্ভবত চকরাবকরা রং-এর কারণে]
চড়াট = নৌকার মাথার পাটাতন [<চণ্ডীপাট]
চতুরা = বাহিরের ঘর, বৈঠকখানা [<ফা. চূতর]
চৎলা = প্রায় শুকনা, অগভীর [*গভীর চতলা পুরু ও পাতলা যায় না চিনা*]
আলালের ঘরের দুলাল; সমার্থক : চাঁদের কানাই
চান্দা = ঘরের বাইরের পার্শ্বভাগ ; চান্‌দশা = কুড়ে ঘরের ত্রিকোণাকার বেড়া
চান্দিনা = চন্দ্রাতপ, শামিয়ানা
চান্নিমা'র পর = চাঁদের কিরণ [<চন্দ্রিমার পঅর(<প্রসর)]
চাফি = গরম পাতিল চুলা থেকে নামানোর জন্য ন্যাকড়া [<শাফী (আ.)]
চিকনি = মুরগির বাচ্চা (<chicken) ; চিচিন্‌ডা = তরকারি বিশেষ [<চিচিণ্ড (সং)]

---

*পিঁপড়ার নাম কুত্তা, interesting। পিঁপড়ার নামে গজালি কুত্তা দেখে অনেকে হয়তো তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠবেন কিন্তু তারা তেলে-বেগুনে জ্বলতে পারলে পিঁপড়ার নামে কুত্তা হতে পারে বৈকি।



www.pathagar.com

চিতারা = চিত্র বা দাগ যুক্ত [<চিত্র] (*চিতারা জামা*) ;
চোরাবাত্তি = টর্চলাইট ; ছাদন = বমি [<ছর্দন (সং)]
ছিংগোন = শিকনি [<শিংঘান (সং.)] ; ছিন্নৈত, ছিন্ননাত = খতনা [<সুন্নত]
জগাই = বোকা ; জ্যাশোন = স্ত্রীর বড় বোন ; যুমকাঠিমারা = বিনষ্ট করা
জলুই = পেরেক ; জলখোপ = পানি ফেলার জন্য নৌকায় ছই কেটে তৈরি জানালা
জলটোশা = জলে-পচা বা পচাপচা অবস্থা
জলভরা = নৌকার তলার যে অংশে বেশি পানি জমে
জ্বলতি = জ্বালা-পোড়ার যন্ত্রণা ; জলভশকা = পানসে ; যাংগার = জং, মরিচা [যংগার ফা.]
জানের উপর গুজরান = পরিশ্রম দিয়ে জীবিকা অর্জন ; জানের জান = প্রাণাধিক
জান কাচাকাচা = অত্যধিক খারাপ অবস্থা (কাচা<কবচ)
জান কাবেজ = অত্যধিক যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা (কাবেয<কবচ)
জারণ = সালসা [শক্তিবর্ধক অষুধ (সংস্কৃত)] ; যার = শীত [<জাড্য, সং.]
(য) জালাউতান = ভিটাছাড়া (জ্বালাতন স্মরণীয়) ; ঝিনঝাটা দেওয়া = ধমক দেওয়া
ঝিনাই = ঝিনুক; ঝিলিলি = ছায়া ; ঝোনটি = সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী [<যৌবনবতী সং.]
টননি = অযাচিত সুপারিশ করে এমন, অনাহূত ব্যক্তি, অনধিকার চর্চা করা [<attorney ইং]
টাং = ট্রাঙ্ক (trunk); টাংগি = পাটখড়ি/পাঠকাঠি
টামিটুমি = গৃহস্থালির ছোটখাট দ্রব্যাদি [ডোনাডুনি]
টারগা = টাকরা (বর্ণ বিপর্যয়) ; টারহান = প্রতিমা [<ঠাকুরানী]
টিউকল = tubewell ; টিকশে = খুব কড়া (*টিকশে রোদ...*) [<তীক্ষ ]
টুটি = ছিন্নবস্ত্র ; টুমা = টুকরা [<স্তোম] ; টোপলা = পোটলা [বর্ণ বিপর্যয়]
ঠাউরালি = ঠাকুরের কাজ ; ঠিশারা = ঠাট্টা
ঠোঁটা = দুই খালের বা নদীর মিলন স্থলের বদ্বীপের অগ্রভাগ, ছোট্ট অন্তরীপ
ডর = বিল, নিচু জমি ; ডাকের কথা [<ডাক (কিংবদন্তির জ্ঞানী ব্যক্তি] তুলনীয় খনার বচন
ডোয়া = মেঝের সমান উঁচু ঘরের চারপাশ ; তফন = লুঙ্গি
তরকিব = বিন্যাস, প্রণালী [তরকীব আ.] ; তরতিব = নিয়ম [তরতীব আ.]
তহিত = খোঁজ খবর, যত্ন [তরকীত]
তশ = সমতা রক্ষার জন্য পাল্লার উপরে বা চৌকি ইত্যাদির পায়ার নিচে দেওয়া হয় এমন ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ড বা কাগজের চাপ।
তহিদ করা = পরীক্ষা করা ; তাও দেওয়া = গুটাইয়া রাখা (*বিছানা....*)
তাপতিশ = খোঁজ [তফ্তীশ আ.] ; *চোরটার ... কইরা দেও*
তামরি = তামাটে, তামার রং ; তিতকুনি = একটু একটু তিতা
তিরিক্কা = অল্প, ঘুষঘুষে, তিরিক্কা জ্বর [<ত্র্যাহিক]
তিরশা = পিপাসা [<তৃষা] ; তিশনা = পিপাসা (<তৃষ্ণা) ; তিশা = <তৃষ্ণা
তুযুবরা = প্রতাপ, রাগ [তজরব আ.]
তুরুনযা = বাতাবি লেবু [<তুরন্জ ফা.+আ. প্রত্যয়]
তুরপান = শেষ। *গরুতে ধান খেয়ে তুরপান করেছে* [<তূফান আ. = প্রলয়]
তেইল = বাঁশের উপরের খোশা; তোখম = তেজ ॥ *গরুটার তোখম আছে* [<তুখম]



www.pathagar.com

থকিত < স্থগিত ; থবদা = বোকা [<স্তব্ধ]
থালাত = চোরের আশ্রয়দাতা
দশমায়েল = পাত্র মোছার ন্যাকড়া বিশেষ [দস্তমাল ফা. তুলনীয় রুমাল]
দড়মা = বেতন [<দরমাহ্, ফা.] ; দবিয = টেকসই [<দবীয আ.]
দমনগদ = হাতে হাতে পরিশোধ্য [<দম ফা.+নকদ আ.]
দয়ালমাটি = আঠালো মাটি ; দরম = ড্রাম [<dram ইং]
দলক্ = বৃষ্টি, বর্ষা (<ঢল) [স্থানবিশেষে ডক-ও বলে]; ধলপত্তর = প্রভাত [< ধল (<ধবল সং.) + প্রাতর্ সং]
ধলপহর = পূর্বাকাশের আঁধার দূর হওয়ার সময়
দাউর = গাছের ডাল কাঠের টুকরা ইত্যাদি [<দারু]
দাদখানি = ধান / চাল বিশেষ [<দাউদ খান]
দাপ্পোঠ = পিছনের ছোট বারান্দা [<দার্বট সং.]
(দুধের) গাস = (দুধ রাখার) পাত্র [<glass ইং.]
দিন পাওয়া = মৃত্যুবরণ করা
দুকলা = দ্বিতীয় [একলা'র সাদৃশ্যে, যেমন 'বিধবা'র প্রভাবে সধবা]
দুমরা = জোয়ার ভাঁটার সমতার অবস্থা
দুল্লচ্চন = লক্ষীছাড়া [<দুর্লক্ষণ] ; দেঐ = বৃষ্টি [<দেয়া (<দেবতা)]
দেউল্লা = কুপি রাখার আধার, আলগুছি [<দেউরহা <দেউরাখা <দীপরক্ষ]
ড্যাগ = বিরাট হাঁড়ি [<দেগ ফা.]
দ্যাশের (দেশের) ভাই শুকুর মামুদ = মূল্যহীন ব্যক্তি; দোয়াল < দুআল ফা.
নক্তা = ঝামেলা [<নুক্তহ্ আ.] [নাকি লৌকিকতা?]
নাগরসিক = অসভ্য [>নাগর+রসিক]; হাঁসজারু শব্দ
ননাই = স্নেহ, আদর [< নেহ (< স্নেহ সং.)+আই]
নয়ালি = নতুন মাছ ; নয়াল = বাচ্চা মুরগি
নপ্তা = নাতি, দৌহিত্র [ নপ্তৃ/নপ্তা সং.]
নবেযাল্ = ক্লান্ত [লবেজান ফা. = ওষ্ঠাগত প্রাণ] বর্ণ বিপর্যয়
ননটন = লণ্ঠন < lantern ইং. ; নাঠা = মন্দ [< নষ্ট সং.]
নানাজ = আনারস [<ananas পো.] ; না-শুনছি কথা
নাল্ পশ্শু দিন = কোনও দিনই নয়, অসম্ভব [<না+আইল (আসিল)+পরশু দিন]; তুলনীয় রাঙা শুক্কুর বার
নাহুনিল্ (লোক) = বাধা দিলেও কাজ বন্ধ করে না এমন যে [<না+√শুন্ + ইল প্রত্যয়]
নিক্খয় = ধ্বংস, ক্ষয় [নিঃ+ক্ষয়]; নিক্চানো = দাঁত বের করে হাসা [<নিকুঞ্চন সং.]
নিগুম = গোপন, রহস্য [<নিগম (<নি+গম)]
নিজঞ্জাল = ঝামেলা নাই এমন ; নিজল = পরিষ্কার [<নির্জলা]
নিডর = নির্ভয় ; *নিদয়া* ; নিদিন = দুর্দিন
নিধুয়া = জনহীন [<নির্ধূম + আ] ; পাঁথার = প্রান্তর
নিনড় = ধ্রুব, সত্য, অপরিবর্তনীয়


www.pathagar.com

নিনিঝিনি = আবছা, অস্পষ্ট, একটু একটু
নিনৈক্‌খার চর = জনহীন প্রান্তর [< নির্ + লক্ষ্য +আর + চর]
নিন্ = কম, তুচ্ছ [<নিম্ন] ; নি-নাইয়া = যার নৌকা নাই
নিবাড়িয়া = গৃহহীন ; নিবুদ্‌ধি = বৃথা [<নির্+বুদ্ধি]
নিভাগ্‌গা = ভাগ্যহীন ; নিমা = কাপড়ের গেঞ্জি [নীম ফা.]
নিআশ = আশাহীন; অথৈ-বিশাল
নিরিথিরি = ঠিক ঠিক, সই সই ॥ *নিরিথিরি তিন সের চাল*
নির্মুলি = নির্মূলকারিণী, ধ্বংসকারিণী ; নিলক্‌খা = আকাশ (< নি+লক্ষ্য+আ.)
নিলক্‌খার চর = জনমানবশূন্য জায়গা
নিশুনি = নির্ভীক, শত্রুহীন [< নি+শনি (শত্রু)]
নিশেষ = শেষ [<নিঃশেষ] ; নিশক্তি
নিশটা = খারাপ, নীরস [<নিকৃষ্ট] ; নিশপতি = শ্যালক [<নিসবত আ.]
নিশতি = অলক্ষ্মী, বাধা [ <নীসত ফা.]
নিপুচি = জিজ্ঞাসার অযোগ্য [<নি+√পুছ+ই]
নিপুটি = খালি ॥ *নিপুটি ভাত খাব না* [<নিপট (নিবিড় সং.)]
নিমুরুদে = অক্ষম, মুরদ নেই যার ; নিমায়া = নিষ্ঠুর, নির্দয়
পতুত্যু বিয়ানে = অতি প্রত্যুষে ; পরানের রঘুনাথ = প্রিয়তম
পর দেওয়া = পাহারা দেওয়া ; পরখি = যন্ত্র বিশেষ [<পরখ (<পরীক্ষা)+ই]
পলাটি = ফন্দি, চালাকি [<policy ইং.] ; পসিনা = ঘাম
পসিমত করা = দ্বিধা করা, ইতস্তত করা [পুশ্‌ত হিম্মত ফা.]
পাউশ = গোবর সার [<পাঁউশ (<পাংশু সং.)]
পাঁক্‌রি = কচি ডাল ; পাঁড়াল = তসরুপকারী [পাঁড় (<পণ্ড সং.)+অল প্রত্যয়]
পাঁড়া = পুরুষ মহিষ ; পাঁড়ি = স্ত্রী মহিষ
পাঁশকুড় = গোবরের গাদা ; পানা = প্রস্থ ॥ *কাপড়ের পানা*
পানাই = হালচষা কালীন পায়ে দেওয়ার জন্য মহিষের চামড়ায় তৈরি জুতা [<উপানহ সং.]
পানিঠোশ = প্রসবকালে পানিপূর্ণ যে থলি বের হয়
পানিভাঙ্গা = পানিপূর্ণ পথে চলা ; পানতি = নাতির সন্তান [<পরনাতি [<প্রণপ্তৃক সং.]
পালডাংরি = পাল বাঁধা হয় এমন লগি
পাশচাতি = খড়ের ঘরের বেড়াকে বৃষ্টি থেকে রক্ষা করার জন্য বেড়া [পশ্চাৎ+ই]
পিড়ুল = একপ্রকার বন্য ফল
পিতুতিরায = বড় গাছ বিশেষ [<পৃথ্বীরাজ]
পুইযালি = ছোট উকুন [পুঁচকে + লিকি < লিক্ষা সং.]
পুযযা = নতুন কাপড়ের পাশের খোলা সুতা [<পুরযহ ফা.]
পুযরা পুযরা = ছিন্নভিন্ন, খণ্ড খণ্ড [<পুরযহ ফা. বর্ণ বিপর্যয়]
পোতা/পুতা = পৌত্র সং. ; পুতরা = ছেলের শালা বা মেয়ের দেওর/ভাশুর
ঝিয়ারি = ছেলের শালী বা মেয়ের ননদ/ননাশ
পুননিমাশি = পূর্ণিমা [<পূর্ণিমা+নিশি, বা পৌর্ণমাসী]



www.pathagar.com

পেড়ি = নরম কাদা ;
পোশাবার = বরযাত্রী
পৌষালি = বনভোজন ; পোক্‌রা/পোক্‌ড়া = যাতে পোকা ধরেছে
পোর্ট্‌ম্যান = বাক্‌শ [<portmanteau ইং]
পোড় = বাঁশের এক গিঁঠ থেকে আরেক গিঁঠ পর্যন্ত [<পাব (<পর্ব)+ড়]
পোশ্‌তা = পোস্তা [<পুখ্‌তহ্‌ ফা.]
ফটিক চাঁদ = ফুলবাবু ; ফরেদি = ফরিয়াদি [তুলনীয় বনেদি <বুনিয়াদি]
ফলকলি = ঘটা, জাঁক ; ফিংগ্যা = কঙ্কাল [<পিঞ্জ্যার <পিঞ্জরা <পঞ্জর]
ফিংশে করা = গ্রাহ্য না করা [<হিংসা করা]
ফিক = খুঁটি ; ফিনি = চিরুনি
ফিশুনে/পিশুনে = হিংসুটে [<পিশুন সং+ইয়া]
ফুটিক = একটু [< ফোটা+এক অথবা <ফুট (বুদবুদ) (<স্ফুট সং.)+ক]
ফুটিত্‌ = সূচনা [<ফুট (বুদবুদ) (<স্ফুট সং.) + ত]
ফুটিল্‌ = উষা ; ফুটি = শুটকি [< হুটই <শুট্‌কি]
ফুটখৈ = খৈ [ফুট (<স্ফুট্‌ সং.) + খৈ (<খদিকা সং.)]
ফোপ্‌রা = নারকেলের শাঁস এবং ঐরকম অন্যান্য ফলের শাঁস
বতি = পোক্ত ॥ *কলা বতি হয়েছে*
বয়যা/বয়জা = ডিম (বায়জো, বীজ -এর পারসিক রূপ)
বরক = কলার পাতা ; বাইকল = সাইকেল [bicycle ইং.]
বলন = শরিশা-তেঁতুল-এর এমন কাসুন্দির মতো জিনিশ যাতে
জলীয় অংশ প্রায় থাকেই না এবং যা সংরক্ষণ করা যায়।
বাওরাশ = গভীর কাদা ; বাঁশন = বাঁশের শুকনা পাতা
বিংলানি = চোখ গরম করে তাকানো
বিড়া = বৃত্তাকার আসন বিশেষ ॥ *বিড়ার উপর কলশটা রাখো* [<বীড়া <বীটিকা সং.]
বিমমা/বিমা = শাশুড়ি [< বিবি + মা]
বুকা = বাঁশ বেত ইত্যাদির অন্তস্থিত অংশ [<বুক + আ]
বুকি মারা = ঘোড়ায় চড়ে পা দিয়ে বুকে আঘাত করা
বুগলি = পান সুপারি রাখার ছোট কাপড়ের থলি [<বগ্‌লী ফা.]
বুখুলি = জামা [ঐ] ; বুচাহির = প্রকাণ্ড [ বুজাহিল < আবূ জহল]
বুড়ে যাওয়া = ডুবে যাওয়া ; বুনডি/বুনডু = বোন [বোন + টি/টু]
বেনা = মশাল ; বেবুচ = রুচিহীন ॥ *জ্বরে মুখ বেবুচ্‌ হয়ে গিয়েছে* (< বে+রুচি]
ব্যাকাচি = বাঁকা কাচি [< বাঁকা+কাচি] ; ব্যাগাবন = বোকা [vagabond ইং.]
ব্যাডন = খোল, আবরণ, বিশেষত বালিশের [< ব্যাটন < বেষ্টন সং.]
ব্যাঠাহর / বেঠাহর = দিশেহারা, জ্ঞানহারা ; ব্যাঢং = বেয়াদব, বেহায়া [< বে+ঢং]
ব্যাদান্‌তা = অরক্ষিত [< বেজাস্তা] ; ব্যাথ = কৃত্রিম বাছুর
ব্যাশাইত = কুলগ্ন [< বে+সা'আত আ.] ; কুশাইত = অলক্ষুনে [<কু+সা'আত আ.]
ভন্‌নাত = ফাঁকি ; ভাউর = তাঁবু ; ভাটিবেলা = বিকাল বেলা



www.pathagar.com

ভোশূন্য = ব্যর্থ, অসফল ; ভেড়কি = পুকুরের পানির নিচে নরম কাদার স্তর
মধুফল = পেঁপে ; মনফল = এক প্রকারের ফল (আমলকি অপেক্ষা সামান্য বড় আকারের)
মরমা = শশার মতো এক প্রকারের ফল
মলিদা = শরবত (চিনি, নারকেল পানি, নারকেল কোরা ও চালের গুড়া দিয়ে বানানো) [<মলীদহ্ ফা.] ; মলুখ = খই ভাজার পর অবশিষ্ট অর্ধ ফোটা ধান
মাইট = মাটির তৈরি বড় পাত্র (<মাটি)
মাথি = মাথা, আগা, অগ্রভাগ ; মাথা পাতলা = বোকা, আহম্মক
মাইদান = বিকাল [<মধ্যাহ্ন]; মাঠা = ঘোল
মাদানি = মুড়ি, জলখাবার (মূল অর্থ বৈকালিক খাবার) [<মধ্যাহ্ন +ই]
মানচুক = বাতিল [<মনসুখ আ.] ; মালা = মাটির পাত্র
মালামত = শায়েস্তা, সাজা [<মালামত আ.]
মালামত দেওয়া = নৌকার গায় আলকাতরা ইত্যাদি দেওয়া [<ঐ]
মাস-কাওরা = স্ত্রীলোকের মাসিক ঋতুস্রাব [<মাস + কাবার]
মিঠাই'র মা = যে শুধু মুখে মিঠা কথা কয় [< মিঠাই+র+মা]
মিরতুয = আনারস ; মিরদাঁড়া = মেরুদণ্ড ; মুখের ইষ্টি = মনগড়া আত্মীয়
মুখের ডোল ডাল = মুখের আকৃতি বা চেহারা
মুছুছালা = প্রস্রাব করার স্থান [<মুত (মুত্র)+শালা]
মুজানো = বন্ধ করা [<মুজা <মুদা <মুদ্রা সং+আনো প্রত্যয়]
মুদা = আনারস কাঁঠাল ইত্যাদির ভিতরের মধ্যদণ্ড [মজ্জা ; অথবা মধ্যদণ্ড থেকে মুদা— এভাবেও কল্পনা করা যায়] ; মুহান = মুখ, যেমন চুলার মুহান
মুয়ান = মোহনা ॥ *পুকুরের মুয়ান দিয়ে মাছ বের হয়ে গেল*
ম্যায্/ম্যাস = টেবিল [< মেয ফা.] ; মৈলহা = সুজি, চালের মোটা গুড়ি
মোচা = পুটুলি, কাগজের প্যাকেট ; মোতি = ন্যাপথালিন (naphthaline ইং)
মোমযামা = অয়েল ক্লথ [< মোম + জামহ্] রত্ = পা [< রথ]; রওয়া পড়া
রত্হাত = সামর্থ্য, শক্তি [<রথ + হাত] ; রনারনি = ফ্যাসাদ, রক্তারক্তি [ <রণ + আ, ই]
রন্ন = অরণ্য ; রাজকি = রাজত্ব ; রানি = একপ্রকার রঙিন মাছ
রামতাড়া = ভীষণ তাড়া; রাওয়া = মোরগ
রাফ = হালকা < rough ইং] ; রামদুর্বা = লম্বা দূর্বা
রেফা = গায়ে দেওয়ার চাদর [wrapper ইং]; রোনখিল = গাড়ির চাকা যা দিয়ে আটকানো থাকে
রোয়াকেনু = কনুই দিয়ে জোর আঘাত; লকট = জামরুল (<loquot, মূলত চৈনিক)
লংগড় = বাঘের ন্যায় এক প্রকার প্রাণী
লপিনি = কাকলাশ ; লপ্কি = লাফ
লাগর = নাগাল ; লাটকারাম = প্লাটফরম (platform ইং]
লালুকালু = তুচ্ছ লোক ; লালমোরগ = পুলিশ ; লিক = উকুনের ডিম [ < লিক্ষা সং.]
লিপ্শা [<লিপ্সা সং.] তৎসম ; লিলুয়া = ঝিরঝিরে হাওয়া
লেইযা = একপ্রকার ধূসর রঙের গেছো জন্তু [<লেজ+ইয়া, লম্বা ও মোটা লেজ আছে তাই]
লোলক = কানের অলঙ্কার বিশেষ [< লোলক সং.] তৎসম


www.pathagar.com

মৌ আলু = মিষ্টি আলু ; শমশানকুলি = একপ্রকার পাখি [<শ্মশান + কোকিল]
শরমিলতা = লজ্জাবতী লতা ; শাঁপি = কাস্তের বাঁট-এ সংযুক্ত লৌহবলয় [<সাম্বী<শম্ব সং.]
শাঁখনি সাপ (<শঙ্খিনী+) ; শানঠারাম = স্বাস্থ্যবান [<শান্তারাম (নাম বিশেষ)]
শাতকরা = এক প্রকার লেবু [cintara পো.]
শাহমাংদার = জোয়ান [<জনৈক প্রসিদ্ধ পিরের নাম] ; শালটিহট = সার্টিফিকেট (ইং.)
শিননি বাঁটা গিননি = যে স্ত্রীলোক একটু একটু করে খেতে দেয়
শিয়ন = সেলাই [< সীবন সং.] ; শিয়ালি = গাছি, যে খেজুর গাছ কেটে রস বের করে
শিরফিননি = পায়েস [শিননি + ফিরনি (ফিরনী ফা.)]
শিরি = পুরুষাণুক্রম, বংশ [< শ্রেণী সং.] ; শিল = নাপিত ; শুদ্ধমতি
সুরং-কানো = তীক্ষ  বা সূক্ষ্ম শ্রবণশক্তি যার [<সুরঙ্গ+কান+ও]
শুকমদনগুলা = ফল বিশেষ ; শোকশেল = আপদ
সুখচর = শৌখিন লোক ; শুমারণ = স্মরণ [< স্মরণ]
শুরিত = মুক্তি, ফুরসত, অবসর [সু+রিত (<ঋতু)]
শুললুপ = অল্পায়াস [< সুলভ] ; শুলান = যন্ত্রণা, বিষ
শুলি = জমিতে চাষের রেখা বা সারি ; শুলপি = ছোট কুলা [< শূর্প (= কুলা) সং.+লি]
শোখন = তখন [< সে+খন] তুলনীয় সেমনি (তেমনি)
সেপায়া/শেপায় = পিলসুজ [<সেহ্-ফা = তিন+পা+আ]
সেরে পোয়ায় = পূর্ণ মাত্রায়, কড়ায় গণ্ডায়
শেনা = সেয়ানা, বড়, বয়স্ক [< সেয়ানা (<সজ্ঞান সং.)]
শেনি = টিনের তৈরি পানি সেঁচার জিনিশ [<সেচনী]
শেলকা = সেকালের [< সে+কাল] ; শেশনত = শেষকাল [ < শেষ + অন্ত]
শেশানি = তলানি [< শেষ+আনি] ; শেল = বিক্রি [< sale ইং]
শ্যাঁরা = কচুর ফুল ; শ্যামটা = ঈষৎ ভিজা ॥ *কাপড়টা শ্যামটা*
শ্যামবু = তোষামোদ ; শ্যান = চটের পাপোশ ; শ্যাবত = তাবৎ
শোঁপ = ঘরের ভিত্তি [< সোপান] ; শোড়া = নালা, ড্রেন [<সুড়ঙ্গ]
ষোল কাহন বুদ্ধি = অনেক বুদ্ধি বা পূর্ণমাত্রায় বুদ্ধি
সংগ = পাথর ; সংগদিলা = যার পাথরের মতো মন [<সংগ ফা.]
সখতি = কঠোরতা [< সখ্ত ফা.] *'সখ্ত বেয়াদবি'*—সৈয়দ মুজতবা আলী
সন (< সাবান) = সাবান ; সলুহা = ব্লাউয [< শলূকা ফা.]
সাইনসরা = চামচিকা [< চামচড়া (<চর্মচটিকা)]
সাইয়াব্যামো = মৃগী রোগ ; সাকাল = আনারস
সিপাইপণ্ডিত = গণ্ডমূর্খ ; সুচড়া = পুংলিঙ্গ-এর অগ্রাচ্ছাদন
সোঁপ = কঞ্চিসহ বাঁশের মাথা ; সোপ দেওয়া = ছোঁ মারা [<ছুপ সং]
সোপ দেওয়া = ঘাস খাওয়ানোর জন্য গরু ছাগলাদি মাঠে লম্বা দড়ির সাহায্যে বাঁধা
সোললক = সাপের খোলস [< চোলক সং.]
হবিগত = পরনিন্দা [< হ (অতিরিক্ত)+গীবত আ. বর্ণ বিপর্যয়]
হরির নাম ছালাছালা = অকাতরে পাওয়া, প্রচুর ; হরুমিয়া = ভাইদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ



www.pathagar.com

হাইন = মুখ, দুই তক্তার মিলনস্থান [<সাইন <সন্ধি]
হাইম = দীর্ঘশ্বাস, হাই [<হাম্বী] ; হাংগা = জ্ঞান [<সংজ্ঞা]
হাংবাইন = সংক্রান্তি, মাসের শেষ দিন [<সংক্রান্তি সং.]
হাড়ুন = হাড়ের মজ্জা ; সাতে গোত্রে = কখনও
সাতকন্যা = আষাঢ় মাসের প্রথম সাতদিনের বৃষ্টি
হাতঠারি = হাতের সংকেত ; হাতরথ খেয়ে বসা = বলহীন অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া
হান চেরাগ = সন্ধ্যাবাতি [< সন্ধ্যা + চিরাগ] ; হাবলেষ করা = লোভ করা [<অভিলাষ করা]
হায়পেটা = হায় হায় করে বুক পেটা [< হায় + (বুক)+ পেটা] সংক্ষেপণ
হারদিশ = দিশাহারা, আত্মবিস্মৃত [< হারা + দিশা = দিশাহারা]
হাসারবুল-হাসা = সত্য সত্যই [< সাঁচা+রে+বলিয়া+সাঁচা]
হাসতাল = হাসপাতাল (Hospital ইং] ; হিংগাইল = কফ, সর্দি [<শি ঘান সং.]
হিনজালি = শীতল [< হিম + জল + ই]
হিনযিল = পেন্সিল। হিরগুলুল = অতিপক্ব [< ক্ষীরঃ + গোলা]
পিছাড়া = ঘরের পিছনের জায়গা [<পিছ = আড়া]
হুং = হুল, কাঁটা [<শূঙ্গ] ; আল = হুল [< শাল (<শল্য)]
হুনদুল = গোপনে গোপনে যে মন্দ কাজ করে ; হুম-গাট = Homeguard ; হুলাশ < উল্লাস
হেলনঠেলন = অবহেলা ; সোনাচোখ = যে চোখের তারা পিঙ্গল বর্ণ
হুনুরি = দক্ষ, পটু [<হুনর ফা.] ; হুনোর = ক্ষমতা, কৌশল!
হিনলে = দোলনা [ <হিন্‌লা < হিন্দোল]

সেয়া = তা, সেটা। লাহান (<লাখান <লক্ষণ) : মতো। তেমু : তবু। কুপে : পুঁতে।
লেছে = বিছিয়ে; আনাডা = নেতিবাচক; মুলাম = মোলায়েম।
মেলা = রওনা; বেয়ান = বিহান, সকাল; বশশি = বড়শি।
জেয়ারে = শেষে; শোদ গেছি = খতম হয়ে গেছি।
দোয়াল = বেল্ট; সেমনি = তেমনি; গাইলানো = গাল দেওয়া।
সইর করা = মেরামত করা, যুতসই করে দেওয়া; কেনু = কনুই।
আউয়ালেও = বেশ, অনেক; হাযের = (হায<সাঁজ) সন্ধ্যার।
কুড়ু = আদরের ডাক বিশেষ; কাঁকই = চিরুনি।
শিয়াচ্ছে = সেলাই করছে; পেনা = পটর পটর, প্যাঁচাল।
কিরপিন = কৃপণ; ঠাল = ডাল।
ফুলা = কাঁচা; বিছরানো = খোঁজা; অনেকফির = অনেকবার।
পর = পালক (ফার্সিতে 'পর' মানে পাখা)।
চওয়া জা'গা = ('চওয়া' এসেছে 'চষা' থেকে) পরিষ্কার, যেখানে গাছ-ঘর-জলাশয় বা তেমন কিছু নাই এমন জায়গা।
হিজারি = চামচ; বয়যা = ডিম।
খেদিয়ে বরে আসতে পারে না = খেদিয়ে কূল পায় না; লাড়ুই = লড়াই।
দাড়ি = থুতনি; ভূর = স্তূপ; বিয়ালে = বিকালে।


www.pathagar.com

খারা (<আখর) = আঁকা; বুরিয়ে = ডুবিয়ে।
খোলা = ছোট্ট আকারের ক্ষেত;
গাড়ু = মজার, দেখলেই আদর করতে ইচ্ছে করে এমন।
থোৎমা = চোয়াল; আদার = খাবার, *বিশেষত মানুষ যে খাবার পশু-পাখিকে খেতে দেয়।*
মেলা-মারা = ফিকে ফেলা; সেরম = শ্রম
আউয়ালেও = অনেকটাই; জালানো = জন্মানো, গজানো।

## কিছু পরিভাষা

প্রতিষ্ঠান কথাটা আমাকে বানাইতে হইল। ...ceremony
...অনুষ্ঠান এবং institution ...প্রতিষ্ঠান [হইতে] পারে। — রবীন্দ্রনাথ

ডেপুটি কমিশনার অব পুলিস -এর বাংলা উপ-পুলিশ কমিশনার বা উপপুলিশ কমিশনার হয়ে বসে আছে, তাতে কারও মাথাব্যথা নেই। হওয়া দরকার পুলিশ উপ-কমিশনার। কারণ উপ-পুলিশ উপপুলিশ বলে কোনও কথা হতে পারে না। আবার 'উপ' কথাটা আলাদা লেখার দরকারও পড়বে না। কারণ পুলিশ উপ-কমিশনার হলে কোনও সমস্যা থাকে না। তেমনি, উপ-বার্তা নিয়ন্ত্রক নয়, বার্তা উপ-নিয়ন্ত্রক। ইংরেজিতে ডেপুটি কমিশনার অব পুলিস -কে ডেপুটি পুলিশ কমিশনার লেখা যায় কারণ ডেপুটি আলাদা শব্দ। এজন্য Fresh cow's milk লেখা যায়, খাঁটি গরুর দুধ লেখা যায়।

আইজিপি'র বাংলা হিশাবে মহা-পুলিশ পরিদর্শক হয়ে যান স্রেফ পরিদর্শক, আর পুলিশ হয়ে যায় মহা-পুলিশ অর্থাৎ great police বা super-police! ভাষার প্রতি এমন সুবিচার(!)।

সহকারী আঞ্চলিক পরিচালক ও উপআঞ্চলিক পরিচালক নয়, আঞ্চলিক সহকারী পরিচালক ও আঞ্চলিক উপ-পরিচালক, যদি কর্মকর্তাদ্বয় যথাক্রমে সহকারী পরিচালক ও উপ-পরিচালক -এর সমমানের হন। নইলে অর্থ দাঁড়ায় যে তাঁরা দুজনই পরিচালকের সমমানের।

প্রশাসনিক ক্ষেত্রে চালু 'বিদ্যুতায়ন' শব্দটিকে অনায়াসে ও সংগতভাবে 'বৈদ্যুতায়ন' দ্বারা স্থানান্তরিত করা যায়। বৈদ্যুত থেকে বৈদ্যুতায়ন/বৈদ্যুতীকরণ ব্যাকরণ অনুযায়ী এবং অর্থের দিক দিয়েও সুসংগত, আকারেও বিদ্যুতায়ন/বৈদ্যুতিকীকরণ থেকে বড় নয়।

সরকারি কাগজপত্রে লেখা থাকে 'ঘটনাত্তোর'—post-facto -এর বাংলা হিশাবে। 'ঘটনা' ও 'উত্তর' সন্ধি করলে হয় 'ঘটনোত্তর', এটা ভাল শোনায় না বলে লেখা উচিত 'ঘটনা-উত্তর'। টেলিভিশনে বলতে শোনা যায় বন্যাত্তোর। এসব অনাসৃষ্টি।

কোনও কোনও পরিভাষা বইএ লেখা হয়েছে acknowledgement due মানে প্রাপ্তিস্বীকৃতব্য; মনে হয় হওয়া উচিত ছিল প্রাপ্তিস্বীকারসাপেক্ষ।

বরাদ্দকারী বরাদ্দক, এবং অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ অনুমোদন কর্তৃপক্ষ হলে সংক্ষেপ হয়। arbitrary মানে হতে পারে যাদৃচ্ছিক। arrival মানে সব সময় আগমন নয়, কোনও কোনও ক্ষেত্রে পঁহুছন। আবেদনপত্র না হয়ে আবেদনি বা স্রেফ আবেদন হতে পারে, ['পত্র' দরকার আছে কি?] 'বহিভুক্ত মূল্য' 'বহিক মূল্য', bottleneck = প্রতিবন্ধকতা না হয়ে 'আটক' হতে পারে।


www.pathagar.com

হিন্দিতে diabetes-এর প্রতিশব্দ মধুমেহ, অতএব বাংলায় তাই গ্রহণ করতে হবে? একটি প্রাণী diabetic হয় তার রক্তে শর্করা নির্দিষ্ট মাত্রার বেশি থাকলে, তাতে প্রস্রাবে শর্করা না-ও আসতে পারে। সুতরাং মধুমেহ অচল। তাছাড়া মধু মানে তো শর্করা বা চিনি নয়।

প্রত্যায়নপত্র প্রত্যায়নি বা প্রত্যায়ক বা স্রেফ প্রত্যায়ন হতে পারে, চরিত্রপত্র ও চরিত্রসনদ চলতে পারে, সনদপত্র এর স্থানে শুধু সনদ হলে মন্দ কী? ছাড়পত্র ছাড়ক ['পত্র' দরকার কী]*, দুষ্টচক্র দুশ্চক্র, সার্কেল চাকলা, হলে ভাল। অবমূল্যায়ন অবমূল্যন, শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা শৃঙ্খলাগত ব্যবস্থা, দালিলিক দলিলীয় [*এমনকি, 'দলিলি' হলেই যেখানে চলে সেখানে দালিলিক! কী সাংঘাতিক!*], নথি-চলাচল নথি-চলন, হতে পারে। উড্ডয়ন ক্লাব হতে পারে উড়ক ক্লাব, বা উড়ন ক্লাব। poisoning = বিষণ, গ্যারেজ = গাড়িঘর, information gap = তথ্য-শূন্যি, এবং পূর্ণতা অর্থে পূর্ণি হতে পারে। inland = স্থলাংশের। letter = অক্ষর নয়, বর্ণ/হরফ। নন-কমিশন = অ-কমিশন (কর্মকর্তা); তাতে ইংরেজি থেকে বাংলা হয়ে যায়। nuisance = আপদ। on the spot মানে তাৎক্ষণিক না হয়ে কখনও কখনও হতে পারে তৎস্থানিক। চাহিবামাত্র বিদঘুটে, হওয়া ভাল চাওয়া-মাত্র। অনিষ্পন্ন হতে পারে ঝুলন্ত, [আক্ষরিক অনুবাদ বলে নিন্দিত হতে পারে কিন্তু কাজ ভালই হবে।] physical progress মানে বস্তুক অগ্রগতি কারণ বাস্তব অগ্রগতি real progress -এর বাংলা, বাস্তবতা reality'র বাংলা। telephone সম্পর্কিত শব্দ হিশাবে দূরালাপ বিবেচ্য। দূরালাপনি'র তুলনায় দূরালাপ ছোট ও সহজ বলে চালু করার পক্ষে বেশি উপযোগী। টাইপিস্ট-এর বাংলা ইংরেজি বাংলা মিলিয়ে টাইপিক হতে পারে। সাঁটলিপিকার-এর সাঁট কথাটা উৎকট, অর্থের দিক দিয়ে অস্পষ্ট; তাই হ্রস্বলিপিক সংগত ও সুন্দর হত।

'তন্মধ্যে' ও 'এমতাবস্থায়' -এর স্থানে 'উহার মধ্যে' ও 'এহেন অবস্থায়' বা 'এরূপ অবস্থায়'। তেমনি 'তদনুযায়ী' নয়, 'সে-অনুযায়ী'। 'বিনা-ছুটিতে অনুপস্থিত' না লিখে 'ছুটি-বিনা অনুপস্থিত' লিখলে ভাল হয়। 'সংলাগ', 'জরুরিত্ব' চমৎকার দুটি শব্দ, কিন্তু আলোচ্য পরিভাষা বইএ এদের স্থান হয়নি! জরুরি বাংলা হলেও 'জরুরত' বাংলা হিশাবে গ্রহণযোগ্য নয়, এর জন্য বাংলা হচ্ছে জরুরিত্ব। যেমন, পটু বাংলা হলেও পাটব বাংলা নয়, পটুত্ব বাংলা। দুর্ঘটনাকে 'দুর্ঘট' বললে ছোট ও সুন্দর হয়।

'নিষ্পন্নাধীন পত্র' বাজে তর্জমা [*এবং ন্যায়সংগত নয়*], হওয়া উচিত ছিল 'নিষ্পত্তি-অধীন পত্র'। (তাঁর) 'জ্ঞাতার্থে'ও বাজে। ন্যায়সংগত হবে (তাঁর) জ্ঞানার্থে বা জ্ঞাত্যর্থে, অথবা (তাঁকে) জ্ঞাপনার্থে; তবে এ সবগুলির বদলে '(তাঁকে) জ্ঞাপনের জন্য' ব্যবহার করা-ই ভাল। 'অত্রসাথ' বা 'অত্র সাথে' লেখা হয়, 'এই চিঠির সাথে' বোঝাতে; এটা শুধু অত্যন্ত খারাপ-ই নয়, অশুদ্ধও। এমনকি 'অত্র স্থানে'-ও সংগত নয় কারণ 'অত্র' মানেই 'এই স্থানে'। 'পদায়ন'? 'পদস্থকরণ' একটু বড় হলেও সম্মানসূচক, শালীন ও ন্যায়সংগত। superannuation pension মানে বয়সজনিত পেনশন? খুবই খারাপ অনুবাদ বা প্রতিশব্দীকরণ প্রচেষ্টা। piece-work-এর বাংলা 'খুচরা কাজ' নয়, 'টুকরা কাজ'। 'ব্যক্তিমালিকানা' 'ব্যক্তিক মালিকানা', private sector 'ব্যক্তিক খাত', demonstration effect -এর বাংলা *'দেখন-প্রভাব'* হতে পারে। processing মানে প্রক্রিয়াগতকরণ হওয়া ভাল।

---

* প্রত্যয়ন এবং প্রত্যায়ন দুটি শব্দই শব্দকোষে আছে। শব্দদুটি আলাদা আলাদা অর্থে ব্যবহার্য। attest করা এবং certify করার যে তফাৎ, প্রত্যয়ন ও প্রত্যায়ন -এর মধ্যে সেই তফাৎ বজায় রাখা যায়।



www.pathagar.com

সাচিবিক সচিবীয় হওয়া ভাল। চাকুরীসংক্রান্ত নয়, চাকুরীয় (বিষয়াবলী) হলে ভাল হয়। amnetia = জড়বুদ্ধিত্ব হতে পারে। সাইকিয়াট্রিক হতে পারে মনোরোগীয়। 'দিগ্‌দর্শনযন্ত্র'-কে সংক্ষিপ্ত করে দিগ্‌যন্ত্র করা যায়। তেমনি 'জলীয় বাষ্প'-কে পানিবাষ্প। bromide সংক্ষেপে ব্রোম হতে পারে। suspended-এর জন্য 'প্রলম্বিত' যথাযথ নয়, 'ঝুলন্ত' থাকতে মানুষ প্রলম্বিত চালাতে চায় কোন আক্কেলে সেটা সংগত প্রশ্ন বটে। অঙ্গসংস্থানবিদ্যা বা অঙ্গসংস্থান বিজ্ঞান morphology শব্দের অর্থ বিন্দুমাত্র প্রকাশ করে না। রক্তের serum-এর অর্থে কিন্তু রক্তমস্তু অত্যন্ত উপযুক্ত। আবার available-এর বাংলা হিশাবে 'প্রাপ্য' একেবারেই উপযুক্ত নয়। nerve-এর বাংলা স্নায়ু চলছে চলবে, এতে বিন্দুমাত্র দুঃখ পাওয়ার সংগত কারণ নেই। armpit-এর যে বাংলা চালু, সেটা ...যাক সে কথা; আগে এক সময় ঐ অর্থে 'কাঁখতলি' ছিল; কাঁখ-এর ব্যুৎপত্তি কক্ষ থেকে, সেই কক্ষ থেকে কক্ষি হতে পারে armpit-এর বাংলা, তা হলে অস্বস্তিটা থাকে না।

'বাণিজ্য' শব্দটি 'বণিজ' থেকে, আশা করা যায় যে commercialization-এর প্রতিশব্দ বণিজায়ন হতে পারবে। কৎ+ঋণ = কতৃণ (= bad loan) সুতরাং bad loan -এর বাংলা কতৃণ হতে পারে। blackout-এর বাংলা নিষ্প্রদিপী হতে পারে, nurse-এর বাংলা সেবিকা। ইংরেজিতে হয়তো male nurse চলে কিন্তু বাংলায় পুরুষ-সেবিকা চলবে না। nurse-এর অর্থে বাংলায় সেবিক চলতে পারে। back formation বলে একটা কথা আছে; enthusiast থেকে ক্রিয়াপদ enthuse, laser থেকে ক্রিয়াপদ lase হয় back formation প্রক্রিয়ায়। পিতৃস্বসৃকা থেকে পিসি হয়, তার থেকে back formation -এ হয় পিসা। তেমনি মাতৃস্বসৃকা থেকে মাসি, অতঃপর মেসো। সেবিকা থেকে সেবিক হতে পারে সেই প্রক্রিয়ায়।

বাংলার সবকিছু নাকি সংস্কৃত-মতে শুদ্ধ হওয়া চাই। এ-ও বলা হয়–অমুক শব্দের বানান হিন্দীতে এমন, সুতরাং বাংলায় তাই হলে শুদ্ধ বলা যাবে। অর্থ দাঁড়ায় হিন্দী যখন বাংলার তুলনায় সংস্কৃতের বেশি কাছাকাছি তখন বাংলাকে যতদূর সম্ভব হিন্দী'র অনুসারী করতে চাওয়া। সে ব্যাপারে আলোচনা এখানে নয়।

অঙ্ক [maths.–clipping-এর নমুনা] -স্থানে অং, শৃঙ্গ স্থানে শৃং হতে পারে ক্লিপিং পদ্ধতিতে। rotor-এর বাংলা 'ঘুরক' বেশ হতে পারে। propeller-এর বাংলা 'প্রচালক' প্রস্তাবিত হয়েছে, এটা চলতে পারে।

অর্থ প্রকাশের জন্য পারিভাষিক-কে আকারে বড় ও উৎকট করে তোলার চেয়ে ছোট সুন্দর শব্দ গ্রহণ করা উচিত। tendon অর্থে কণ্ডরা womb অর্থে কুঞ্চি cartilage অর্থে কুর্চা প্রস্তাবিত হয়েছিল এবং আমার মনে হয় এসব গ্রহণ করা উচিত, যেমন kidney অর্থে বৃক্ক ছোট ও সুন্দর সুতরাং গ্রহণযোগ্য। সংস্কৃতে কোনটার কী অর্থ সে সন্ধানের কোনও দরকার নেই। map শব্দটি এসেছে যে লাটিন mappa শব্দ থেকে, তার অর্থ গামছা। সুতরাং কণ্ডরা কুঞ্চি কুর্চা বৃক্ক নির্ভয়ে চোখ বুজে গ্রহণ করা যেতে পারে। ডক্টর রঘুবীর benzene-penata-carboxylic acid -এর বাংলা পরিভাষা করেছিলেন 'ধূপেন্য-পঞ্চাঙ্গ-জারলিক অম্ল', chloro-methyl-ethyl-ether -এর 'নীর-প্রোদল-দক্ষুল-দক্ষু'। তিনি tarbium-কে 'ইদ্‌-ভৃশলা' এবং selenium-কে 'মেচাগ্নি' করতে চেয়েছিলেন। এ ধরনের 'পরিভাষা'র প্রয়োজন নেই। রাজশেখর বসু বলেন– "পটাশ পারম্যাঙ্গানেটকে 'পরিমঙ্গলীয় পত্রক' কেহই বলিবে না।"



www.pathagar.com

সাইকেল-কে দ্বিচক্রযান বলার চেষ্টা হয়েছে কিন্তু সুবিধা হয়নি। কারণ? সংস্কৃত-মতে শুদ্ধ করতে যাওয়া। এই-করে প্রতিশব্দ হয় না। দ্বিচক্রযান-স্থানে দ্বিচক্রা চলা উচিত। সার্কাস-এ এবং অন্যত্রও মজা করতে চালানো হয় এক-চাকা'র সাইকেল। এর জন্য একচক্রা নামটা চলন-সই। মহাভারতোক্ত একটি স্থান-নামের সাথে মিলে গেল তাতে কী?

automobile-এর বাংলা স্বতশ্চলশকট চলেনি, স্বতঃশকট বা স্বতশ্শকট হলে চলার সম্ভাবনা আছে। 'প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর' 'প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা' বলা হয়; প্রত্ন্য জাদুঘর প্রত্ন্য গবেষণা চলা উচিত। শব্দের বহর কমাতে বাঙালিদের এত কষ্ট কিসে তার উপর গবেষণা হতে পারে।

'কাল' থেকে 'কালিক' ও 'নাটক' থেকে 'নাটকীয়' হয়। আমার প্রস্তাব হচ্ছে 'নাক' থেকে নাকিক' ও 'নাকীয়' হতে পারবে। ব্যাকরণে 'নাসিক্য' শব্দটির ব্যবহার আছে [যেমন, নাসিক্য ব্যঞ্জন], তার বদলে নাকিক হবে – সোজা নাক থেকে।

পরিভাষা'র বই-পত্রে আরও অনেক কিছু পাই যা কষ্ট করে মনোযোগের সাথে বিবেচনা/যাচাই করা দরকার। লক্ষ্য : সহজতা, সরলতা, সৌন্দর্য, বৈচিত্র, যৌক্তিকতা। ক্লাইড ক্লুক্হন লিখেছেন, "... languages move from the complex to the simple"। আমাদের ভাষার ক্ষেত্রে বাস্তবে যেন এমনটাই হয়।

## আমাদের মন-সের-ছটাক-তোলা, আমাদের বর্ষপঞ্জি

বাংলাদেশে জিনিশপত্রের মাপের ক্ষেত্রে মন, সের, ছটাক, তোলা বাদ দিয়ে গ্রাম কিলোগ্রাম ইত্যাদি চালু করার পক্ষের যুক্তিগুলি সবার জানা। কিন্তু এগুলি চালু করার ফলে দেশের কী পরিমাণ আয়-উন্নতি হয়েছে, একজন গরিব তরকারি-বিক্রেতার এতে কী ফয়দা হয়েছে তা কেউ ভেবে দেখেছেন কি? স্মরণযোগ্য যে বিশ্বে অর্থনৈতিক উন্নয়নের শীর্ষে অবস্থিত অনেক দেশই এখনও সব ক্ষেত্রে দশমিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। সে সব দেশে মাইল, ইঞ্চি, ফারেনহাইট -এর মাপ এখনও সগৌরবে বজায় আছে। তাতে তাদের উন্নয়ন ঠেকে থাকেনি।

মন সের ছটাক রেখেও দশমিক ব্যবস্থা করা যেত; ১০০ তোলায় হতে পারত ১ সের, এবং ৫০ সেরে ১ মন, ৫ তোলায় ১ ছটাক, ২০ ছটাকে ১ সের ইত্যাদি। এখনও পুরানো নামগুলিকে ফিরিয়ে আনা যায় গ্রাম-কিলোগ্রামেরই মাপ ঠিক রেখে। যেমন ১০ গ্রাম সমান তোলা, কিলোগ্রাম সমান সের, ৫০ কিলোগ্রাম (=৫০ সের) সমান ১ মন ইত্যাদি করা যায়।

বৈদ্যুতিক শক্তির দশমিক মাপ 'জূল' হলেও বিজ্ঞানীরা এখনও 'ইলেক্ট্রন ভোল্ট' ব্যবহার করতে পছন্দ করেন, যা দশমিক মাপ নয়, কিন্তু বেশি বৈজ্ঞানিক। তাপের মাপ হিশাবে সেন্টিগ্রেড সর্বাধুনিক মাপ নয়। সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক মাপ হচ্ছে কেলভিন। যাতে সেন্টিগ্রেড কথাটা বাদ দিতে না হয় তাই কেলভিনের মাপকে এমনভাবে সংখ্যায়িত করা হয়েছে যেন সেন্টিগ্রেড ও কেলভিনের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে।

আর আমি মন সের তোলা পুরাপুরি গ্রাম-কিলোগ্রামের সাথে মিলিয়ে ফেলার পরামর্শ দিচ্ছি। এটুকুও করা যায় না? বাংলা'র জন্য? মাইলকে ১০০০ ভাগে ভাগ করে মাইলের হিশাবকেই দশমিক হিশাবে পরিণত করা যায়। উল্লেখ্য, মাইল শব্দটি এসেছে রোমান milia থেকে যার অর্থ thousands। রোমানদের মাইল এক হাজার এককেরই সমাহার ছিল।



www.pathagar.com

এবার আমাদের ব্যবহৃত সন (বর্ষ) সম্বন্ধে কয়েকটি কথা। খৃষ্টীয় সন ইংরেজি সন হল কিকরে? এবং আমাদের সনকে 'বাংলা' বলে চিহ্নিত করার কোনও দরকার পড়ে না। তাছাড়া আমাদের সনকেই আগে লেখা কর্তব্য। আমরা তো খৃষ্টীয় সনের নববর্ষের দিনে জাতীয় ছুটি পালন করি না, পয়লা বৈশাখে করি এবং আনন্দোৎসবের সাথেই করি। আমার প্রস্তাব সরকারী চিঠিপত্রে তারিখ এভাবে লেখা হোক : ১৬/০২/১৪০৪ (৩০-০৫-১৯৯৭ খৃ.), এবং জাতীয় জীবনের সব ক্ষেত্রে আমাদের সনকে প্রাধান্য দেওয়া হোক।



www.pathagar.com

# উপসংহার

বাংলা ভাষা পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ ভাষা। অনেক বাঙালি অত্যন্ত গর্বের সাথে বলে যে বাংলা ভাষাটি অতি জঘন্য। বাংলাকে আমি একটি শ্রেষ্ঠ ভাষা বলছি তার উত্তর দিতে নয়। নিতান্ত ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে যা সত্য আমি শুধু তাই বলছি। আমাদের নিজেদের ভাষা আমরা ভাল করে শিখি না। ভাল করে শেখানো হয় না। এর তুলনায় ইংরেজিটা শেখানোর ব্যবস্থা ও শেখার গরজ দুইই জোরালো।

সে যা-ই হোক বাংলাকে আরও সহজ করার অবকাশ আছে এবং সহজে তা করা গেলে করা উচিত। বাংলা-ভাষায় বিদ্যাচর্চা সহজতর করার জন্য বাংলায় ছাপার কাজটা সহজতর করা দরকার। সে জন্য বর্ণ/চিহ্ন কমানোর সহজ সূত্র গ্রহণ করাও উচিত। এ সব চিন্তা করে কতকগুলি প্রস্তাব এ লেখায় করা হয়েছে। আমি নিশ্চিত যে এ সব গ্রহণ করলে বাংলাভাষার উপকার ছাড়া কোনও ক্ষতি হবে না। আমার এমন আশা নেই এ লেখায় প্রস্তাবিত নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করার মতো প্রয়োজনীয় মতৈক্য অচিরে অর্জিত হবে। তবে ক্রমান্বয়ে কিছু কিছু গৃহীত হবে এ আশায় প্রস্তাবগুলি হাজির করা হল।

বাংলা বর্ণ, বানান ও শব্দ-প্রয়োগ বিষয়ে অনেকে লিখেছেন। তাঁদের অনেকের কাছে আমি ঋণী। তবে এ লেখায় বিশেষভাবে উল্লেখ ও আলোচনা করা হল এমন দু'একটি বই-এর কথা, যার ট্রীটমেন্ট অনেকাংশে ভ্রান্ত ও বিভ্রান্তিকর।

ন এবং ণ -এর উচ্চারণে ও চেহারায় তফাৎ অত্যন্ত কম। দুটির মধ্যে একটিকে বাদ দেওয়ার সুপারিশ করা হল এ বইটিতে। বাংলায় ষ-এর উচ্চারণ শ-এর মতো, *এবং অংশত স-এর মতোও*। তবু ষ একটি বিশিষ্ট চেহারা নিয়ে বিদ্যমান এবং লিখিত ভাষায় চেহারার একটা গুরুত্ব আছে। আমাদের বরং স-এর উচ্চারণ ইংরেজি s-এর মতো উচ্চারণের ক্ষেত্রে অধিক পরিমাণে সীমিত করাই ভাল। সেই ভাবনা থেকেই ষ এবং শ -এর ব্যবহার বাড়ানোর ও স-এর ব্যবহার কমানোর সুপারিশ।

এ লেখায় পষ্ট বলেছি যে বিদেশি শব্দের বাংলা লিপ্যন্তরে হ্রস্ব-দীর্ঘ-স্বরের তফাৎ বজায় রাখা দরকার আছে; এবং আমাদের য-কেই z -এর ধ্বনির জন্য নির্দিষ্ট করা উচিত। এও ঠিক যে ইংরেজি z -এর ধ্বনি ছাড়া অন্য সবক্ষেত্রে শুধু জ ব্যবহার উত্তম হত।

বাংলা-ভাষার বর্ণ/চিহ্ন কমাতে পারলে বাংলা শিখতে ও বাংলা লেখা ছাপাতে সহজ হবে, বাংলা-ভাষায় বিদ্যাচর্চা সহজতর হবে। যুক্তবর্ণের অস্বচ্ছ চিহ্নগুলির বদলে স্বচ্ছ চিহ্ন প্রতিষ্ঠিত করা, ন এবং ণ -এর একটি বাদ দেওয়া, অ-কে মৌলিক স্বরবর্ণ ধরে বাকি-গুলির প্রতীক অ-এর সাথে স্বরচিহ্ন প্রয়োগের মাধ্যমে পাওয়া, ব্যঞ্জনবর্ণগুলির মধ্যে অল্পপ্রাণ-বর্ণগুলির সাথে যে কোনও একটি চিহ্ন যোগ করে আনুষঙ্গিক মহাপ্রাণ-বর্ণগুলি পাওয়া বর্ণ/চিহ্ন কমানোর উপায়। বাংলা ছাপা থেকে সাধারণভাবে মাত্রা বাদ দিয়ে মাত্রা ছাড়া অল্পপ্রাণ বর্ণগুলিতে আলাদাভাবে মাত্রা প্রয়োগ করে আনুষঙ্গিক মহাপ্রাণ বর্ণের প্রতীক তৈরি করা যেতে পারে।

এ সব করলে বাংলার ধ্বনিসম্পদ ও প্রকাশ ক্ষমতা না হারিয়েই বাদ দেওয়া যাবে এতগুলি বর্ণ-প্রতীক। প্রস্তাব করা হয়েছে একটি ৱু-কার এবং একটি ৱূ-কার সৃষ্টির, যা করা হলে অন্য কয়েকটি চিহ্ন বাদ দেওয়া যায়। ৱু-কার ও ৱূ-কার -এর প্রস্তাবিত চিহ্ন প্রায় বিদ্যমান রি-কার ( ৃ )-এর মতো। অন্য কোনও নতুন চিহ্ন আমদানির প্রস্তাব করা হয়নি, বরং যে সব



www.pathagar.com

চিহ্ন আছে তা দিয়ে কিভাবে উত্তম উপকারী অভূতপূর্ব ফল পাওয়া যায় তাই দেখানো হয়েছে। যেমন যুক্তবর্ণ এড়াতে ং এবং ৎ -এর ব্যবহার বাড়ানো। স্বরচিহ্নের নীতিটি অনুসরণ করে যৌক্তিকভাবে পেয়ে যাই যে র এবং হ – এদুটি চিহ্নও বাদ দেওয়া সম্ভব। এসব প্রস্তাব এমনকি অংশত গ্রহণ করলেও বর্ণ/চিহ্ন যেমন কমবে, তেমনি লেখাকে উচ্চারণানুগ করার দিকেও হবে ভাল রকম অগ্র-পদক্ষেপ। বাংলা ভাষা এমনিতে বেশ খানিকটা উচ্চারণানুগ। এ লেখার প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করলে তা আরও উচ্চারণানুগ হবে। ফলে বাংলা শেখা সহজতর হবে। সাথে সাথে শিক্ষানীতি পরিবর্তন করে শৈশবের সাতটি বছর শুধু বাংলা-ভাষায় এবং বাংলা-ভাষার শিক্ষা চালু করতে হবে। (ইংরেজি শেখা শুরু হতে হবে সপ্তম-শ্রেণীর পরে)। বাংলা-ভাষার শব্দ-শিক্ষার বই প্রণয়ন করতে হবে। ইংরেজি 'ভোক্যাবুলারি'র বই থেকে বাঙালিরাও উপকৃত হচ্ছে অথচ বাংলার জন্য অনুরূপ বই নেই, কেউ উদ্যোগ নিচ্ছে না তা প্রণয়নের।

এ লেখায় সুস্পষ্ট করতে চেষ্টা করেছি যে বার্ষিকী সাময়িকী ইত্যাদি শব্দের শেষের ঈ-কার আপাতদৃষ্টিতে অনাবশ্যক স্ত্রীবাচক হলেও আসোলে তা বাংলায় বিশেষ্যবাচক প্রত্যয়। অনুচিত সমাসবদ্ধতার বিরুদ্ধে সতর্কতা উচ্চারণ করা হয়েছে। চলিত-ভাষা, যুক্তবর্ণ আর শব্দের প্রয়োগ সহ বিবিধ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে আরও অনেক কিছু। সেসবের পুনরাবৃত্তি এখানে করতে চাই না। পরিভাষা ও নতুন শব্দ পর্বে বলতে চেয়েছি আমাদের গ্রামীণ শব্দ ও তথাকথিত কাব্যিক শব্দ লেখ্য ভাষায় গ্রহণে এবং শব্দের সহজীকরণে উদার হওয়া উচিত, তবে ন্যাকামি'র এবং ভাঁড়ামি'র ভাষাকে সাধারণভাবে ব্যবহার্য ভাষার অংশ করে তোলার এবং চলিত ভাষার নামে বাংলাকে অপভাষা ও অকথ্য ভাষা করে তোলারও বিরোধিতা করেছি।

মানুষ তার্কিক জীব। যে কোনও জিনিশকে সু- বা কু-তর্কের দ্বারা সমর্থন বা অসমর্থন করার অপরিসীম ক্ষমতা ও প্রবণতা মানুষের। এছাড়া ডব্লিউ. নেলসন ফ্রান্সিস তাঁর পূর্বোক্ত রচনায় বলেছেন :

> When we remember the controversies attending on revolutionary changes in biology and astronomy, we relize what a tenacious hold the race can maintain on anything it has once learned, and the resistance it can offer to new ideas.[৩৬]

এবং জর্জ বোয়াস বলেছেন :

> One of the persistent traits of human beings, at least in the West, has been their desire to escape from time, change, and diversity.[৩৭]

অপেক্ষাকৃত উন্নত পাশ্চাত্ত সম্বন্ধেই এই কথা। সুতরাং আমি শঙ্কাগ্রস্ত। তবু কোনও কোনও সহৃদয় পাঠক মনোযোগ দিয়ে মতগুলি বিবেচনা করতেও পারেন সে ভরশায় এ লেখা। একটি জীবন্ত ভাষা বহতা নদী'র মতো। তা কিভাবে, সেটা যেন আমরা সম্যক বুঝি, ভাষার স্রোতে যেন অনর্থক বাগড়া না দিই। অনেকে শব্দকোষের কথা তোলেন। কিন্তু শব্দকোষের প্রধান ভূমিকা তো ভাষাকে বেঁধে দেওয়া নয়, বরং বহমান ভাষাস্রোতের একটি মুহূর্তকে তুলে ধরা। তা না হলে ইংরেজি ভাষার উচিত ছিল দুই-এক শতাব্দী আগের অবস্থায় বসে থাকা, এগিয়ে যাওয়া নয়। বাংলাভাষায় যাঁরা শব্দকোষ গ্রন্থিত করেন তাঁরা সে কাজের অযোগ্য; কিন্তু তাঁরা বেতন-ভাতা-পুষ্ট ক্ষমতাধর, সেটাই তাঁদের যোগ্যতা। নইলে আমাকে এত-কিছু লিখতে হত না এবং লিখতে না হলে খুশি হতাম কারণ আমার অন্য অনেক কিছু করণীয় আছে।



www.pathagar.com

আমরা কি এমন কিছু করতে পারি যাতে দেশের সামনে, পৃথিবীর মানুষের সামনে মস্তবড় এক স্বপ্ন/আশা উপস্থিত হয়? হয়তো পারি। তবে, পৃথিবীর মানুষের সামনে সুখস্বপ্ন বা দুঃস্বপ্ন যা-ই দেখাতে হোক, তাদের পড়তে লিখতে শেখা চাই, এবং প্রথমত সেটা নিজেদের ভাষায়। তারই সুবিধার জন্য ভাষার/লিখনের সহজীকরণ প্রয়োজন মনে করে আমার এসব প্রচেষ্টা। বাংলাভাষার গৌরব সকল বাঙালির গৌরব। বাংলা ভাষা যত সুন্দর, যত সমৃদ্ধ হবে তত সে গৌরব বৃদ্ধি পাবে। জানি না এ লেখা বাংলা ভাষা ও বাঙালির কোনও উপকার করতে পারবে কি না।



www.pathagar.com

# সূত্রনির্দেশ


১. পরশুরাম, "চিকিৎসা সঙ্কট", সংকলিত আবদুশ শাকুর কর্তৃক সম্পাদিত *বাংলাসাহিত্যের নির্বাচিত রম্যরচনা ও গল্প* -এর প্রথম খণ্ড। ১৯৯৫, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা। পৃ. ৭২

২. ঢাকাস্থ ফ্রাঙ্কলিন বুক প্রোগ্রামস্ -এর তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত ও সংকলিত *বাংলা বিশ্বকোষ*, ৪র্থ খণ্ড। ১৯৭৬, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা। পৃ. ১৮৩

৩. মণীন্দ্রকুমার ঘোষ, *বাংলা বানান*। [*বা বা*]। ১৪০০, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা। পৃ. ৫৩

৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *বাংলা শব্দতত্ত্ব*। [*শত*]। ১৩৯১, বিশ্বভারতী, কলিকাতা। পৃ. ৯০

৫. মণীন্দ্রকুমার ঘোষ, *বা বা*, পৃ. ৫১

৬. রমেশ ভট্টাচার্য, *বাংলা বানানের নিয়ম ও অনিয়ম*। [*বানিঅ*]। ১৯৯৩, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা। পৃ. ২৭

৭. *বানিঅ*, পৃ. ১৭

৮. *বানিঅ*, পৃ. ১৯

৯. নেপাল মজুমদার (সংকলিত ও সম্পাদিত) *বাংলা বানানবিধি*। [*বাবি*]। ১৯৯৭, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলিকাতা। পৃ. ২২০

১০. *বাবি*, পৃ. ২২৫

১১. *বাবি*, পৃ. ২৩০

১২. *LRS*-এ সংকলিত [ক্রমিক ২৭ দ্রষ্টব্য]

১৩. প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, "চলতি ভাষার বানান", *বাবি*, পৃ. ২৫১

১৪. *প্রবাব্যা*, পৃ. ৯

১৫. *প্রবাব্যা*, পৃ. ৩৭

১৬. *প্রবাব্যা*, পৃ. ১১৬

১৭. শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী, আহমদ শরীফ, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী ও আনিসুজ্জামান কর্তৃক সম্পাদিত *বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ*। [*বাভাপ্রঅ*]। ১৯৯৮, বাংলা একাডেমী, ঢাকা। পৃ. ৬৪

১৭. ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *শব্দ-কথা প্রথম আশ্বাস*। [*শক*]। ২০০৪ সংবৎ, সত্যপ্রসাদ ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত, কলিকাতা। পৃ. ১১৮

১৮. *বাভাপ্রঅ*, পৃ. ৬৬

১৯. *বাভাপ্রঅ*, পৃ. ৬২

২০. *বাভাপ্রঅ*, পৃ. ৬১

২১. *বাভাপ্রঅ*, পৃ. ৩৬

২২. *বাভাপ্রঅ*, পৃ. ৬১

২৩. *বাভাপ্রঅ*, পৃ. ২৬

২৪. *বাভাপ্রঅ*, পৃ. ৬৪

২৫. *বাভাপ্রঅ*, পৃ. ২৭

২৬. *শক*, পৃ. ২৮-২৯

২৭. W. NELSON FRANCIS, "Revolution in Grammar", *Language, Rhetoric and Style* [LRS] শীর্ষক P. Damon, J, Espey, F. Mulhauser কর্তৃক সম্পাদিত বই-এ সংকলিত। 1996, McGraw-Hill, Inc. পৃ. ১৮

২৮. *ঐ*। পৃ. ৩২

২৯. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭৪* ৩য় খণ্ড। ১৯৯৩, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা। পৃ. ৩৩৩

৩০. *ঐ*, পৃ. ৩৫২

৩১. নীরেন্দ্র চক্রবর্তী (সম্পা.), *বাংলা কী লিখবেন কেন লিখবেন*। ১৯৯২, আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা। পৃ. ১৩

৩২. *বাভাপ্রঅ*, পৃ. ২৩

৩৩. *বাভাপ্রঅ*, পৃ. ২৩

৩৪. CLYDE KLUCKHOHN, "The Gift of Tongues", *LRS* পৃ. ৬-৭

৩৫. W. NELSON FRANCIS, "Revolution in Grammar", *LRS* পৃ. ২০-২৯

৩৬. W. NELSON FRANCIS, "Revolution in Grammar", LRS পৃ. ৩২




www.pathagar.com

৩৭. GEORGE BOAS, "Symbols and History", *LRS* পৃ. ৩৪

NORMAN LEWIS, *Word Power Made Easy*। [*WP*]। 1994, Bloomsbury, London
করুণাসিন্ধু দাস, *সংস্কৃত ব্যাকরণ ও ভাষা প্রসঙ্গ*। [*সব্যাভাপ্র*]। ২০০৫, সদেশ, কলকাতা
বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, *বঙ্গভাষা ও বঙ্গসংস্কৃতি*। ১৯৭৫, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, "বাঙ্গালা ব্যাকরণ", *প্রবাব্যা*
সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী (সম্পা.), *পাণিনীয় শব্দশাস্ত্র*। [*পাশশা*]। ২০০৩, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা
অরুণ সেন, *বানানের অভিধান, বাংলা বানান ও বিকল্প বর্জন একটি প্রস্তাব*। ১৯৯৩, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড
সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, *সংস্কৃত ভাষাতত্ত্ব*। ১৯৯৮, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা
দীপঙ্কর ঘোষ কর্তৃক সংকলিত *প্রসঙ্গ : বাংলা ব্যাকরণ*। [*প্রবাব্যা*]। ২০০৫, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি
রত্না ঘোষ, *বাংলা পরিভাষার দু'শ বছর ১৭৮৪-১৯৮৪*। ১৯৮৮, সাহিত্য লোক। কলিকাতা
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, *ব্যাকরণ-কৌমুদী*। ২০০৫, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ*। ২০০৩, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা রূপা অ্যান্ড কোম্পানী, নতুন দিল্লী
মদগুরুনাথ বিদ্যানিধি-ভট্টাচার্য (সম্পা.), *অমরকোষ* বা *অমরার্থ চন্দ্রিকা*। ১৪০৮, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা
অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *সংস্কৃত-বাংলা অভিধান*। ১৪০৮, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কোলকাতা
দেবেন্দ্রকুমার বিদ্যারত্ন (সম্পা.), *পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী*। ২০০৩, সদেশ, কোলকাতা
সুভাষ ভট্টাচার্য, *বাংলা লেখক ও সম্পাদকের অভিধান*। [*লেসঅ*]। ১৯৯৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা
পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য, *শব্দের জগৎ*। [*শজ*]। জিজ্ঞাসা এজেন্সিস, কলিকাতা। পৃ. ৫৪
শেখ মিজান, *বাঙালির মন বাঙালির ভাষা*। [*বামআ*]। ১৯৯৭, সুচারু, ঢাকা। পৃ. ৪৪
ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, "ব্যাকরণ-বিভীষিকা", *প্রবাব্যা*



www.pathagar.com

## অন্যান্য সহায়ক গ্রন্থ

ANNA KRUGER et al (ed.), Illustrated FactoPedia। 1995, Dorling Kindersley, London।
MAGNUS MAGNUSSON (ed.), Book of Facts। 1986, Reader's Digest, Surry Hills (Australia)।
ISAAC ASIMOV (ed.), The Giant Book of Facts & Trivia। 1994, Magpie Books London।
G. H. Vallins, *Good English* এবং *Better English*. 1993, Rupa & Co, Delhi
Norman W. Schur, *A Dictionary of Challenging Words*. 1987, Penguin Books
পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য, *বাংলাভাষা* ১৯৯৮, জিজ্ঞাসা এসেন্সিজ লিমিটেড, কলিকাতা
সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.) *বাংলা বানানবিধি*। ১৯৯৭, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলিকাতা



www.pathagar.com

# সংযোজন

আমি দৈনিক পত্রিকায় এক ব্যক্তিকে এই মর্মে আশঙ্কা প্রকাশ করতে দেখেছি যে, বাংলা ভাষার উপর যে অত্যাচার হচ্ছে তাতে ভাষাটা ধ্বংস হয়ে যাবে কি না। আশঙ্কাটা আমারও, যদিও আমি জানি না সেই ব্যক্তি ঠিক কি কি কারণে উক্তরূপ আশঙ্কিত।

যা হোক, এখানে আশঙ্কার আরও কিছু কারণ উল্লেখ করা হল।

'পুনর্গঠন'কে পূর্ণগঠন লেখা হয়। তেমনি পুনর্গ্রহণ, পুনর্বহাল, পুনর্মিলনী' ইত্যাদিকে যথাক্রমে পূর্ণগ্রহণ, পূর্ণবহাল, পূর্ণমিলনী' ইত্যাদি।

অনেকে 'নিমিত্তে' স্থানে 'নিমিত্ত' লেখেন। 'নিমিত্তে'র স্থানে 'নিমিত্ত' লেখা সংস্কৃতের রীতি হয়ে থাকতে পারে, তাই হয়তো তারা 'নিমিত্ত' লেখেন (যেখানে এমনকি 'নিমিত্তে'-ও দরকার নয়, 'উদ্দেশ্যে' বা জন্য/জন্যে লেখা যায়)। বাংলা তাদের পছন্দ নয়। বাংলার রীতি বাদ দিয়ে সংস্কৃতের রীতি ধরার দুরাগ্রহ দেখান, অথচ হয়তো তাদের সংস্কৃতের জ্ঞান দূরের কথা বাংলার জ্ঞানও সামান্য। হয়তো এরাই 'পুনর্গঠন'কে 'পূর্ণগঠন' লিখছেন, বাক্য শুদ্ধ করে লিখতে পারছেন না, ইত্যাদি। 'নিমিত্ত'র মতো আরও আছে 'চিকিৎসার্থ' 'উচ্চশিক্ষার্থ, ইত্যাদি ('চিকিৎসার্থে, 'উচ্চশিক্ষার্থে' ইত্যাদির স্থানে)।

এ হচ্ছে মারাত্মক সব রোগ, বাংলা ভাষার জন্য যা ধ্বংসাত্মক।

যদি বলা হয় – লোকটি আমার অধীন কাজ/চাকুরি করে (অধীনে'র স্থানে অধীন!) তাহলে কেমন হবে? এমন রোগও আছে।

'উত্ত্যক্তের প্রতিবাদ...' মানে কী দাঁড়ায়? দাঁড়ায় – যে উত্ত্যক্ত হল তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ! আসোলে "উক্ত্যক্তকরণের প্রতিবাদ"। সমস্যাটা আরও পরিষ্কার করতে আরেকটি উদাহরণ – 'উত্ত্যক্তের হাত থেকে রেহাই পেতে...'। যে উত্ত্যক্ত হল সে-ই তো উত্ত্যক্ত, সেই উত্ত্যক্তের হাত থেকে রেহাই পেতে!

অনুরূপ হচ্ছে 'নিহতের কারণ'! শুদ্ধ হবে 'নিহত হওয়ার কারণ'। 'নিহতের তদন্ত' মানে হল, যে নিহত হল তার তদন্ত। যে নিহত হল সে তদন্ত করছে? 'নিহতের তদন্ত' অশুদ্ধ। শুদ্ধ হবে 'হত্যার তদন্ত'। 'তার ষাট বছর বয়স অতিক্রান্তের পর' ভুল। শুদ্ধ হবে – 'তার ষাট বছর বয়স অতিক্রমণের (বা অতিক্রান্তির) পর'। 'প্রস্তুতের জন্য' 'স্থগিতের জন্য' ইত্যাদিও একইভাবে অশুদ্ধ।

'বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মৃত্যু' নয়, 'বিদ্যুৎস্পর্শে মৃত্যু'। 'সম্পর্ক ছিন্নের হুমকি' নয়, 'সম্পর্ক ছেদের (অর্থাৎ সম্পর্ক ছিন্ন করার) হুমকি।' বিচার সম্পন্নের জন্য নয়, বিচার সম্পন্ন করার জন্য।

'নিরাপত্তা জোরদারসহ' নয়, 'নিরাপত্তা জোরদারকরণ সহ'।

'কার্যকরের দাবি' নয় 'কার্যকরকরণের (বা কার্যকর করার) দাবি'।

একটি বিজ্ঞাপনে দেখা যায় 'ডাক্তার...-এর চেম্বারে জরায়ু মুখে ক্যান্সার প্রতিরোধ টিকা দেওয়া হয়'। শুদ্ধ হবে, 'ডাক্তার...-এর চেম্বারে জরায়ু-মুখ ক্যান্সারের প্রতিরোধ টিকা দেওয়া হয়'।

'শখের বেড়ালমালিক'! বেড়াল শখের, নাকি বেড়ালের মালিক শখের? শৌখিন বেড়াল মালিক।

'মালয়েশিয়াগামী নৌকাডুবি' মানে হয় নৌকাডুবিটা মালয়েশিয়ার উদ্দেশে গমন করছে।

'শক্তি, গতি, সহ্যক্ষমতা ও অত্যাধুনিক অ্যাকশনধর্মী চরিত্র হবে তার' – এই 'বাক্যে' 'শক্তি গতি, সহ্যক্ষমতা' বাকি অংশের সাথে কিভাবে সম্পর্কিত হল? এই তথাকথিত 'বাক্য'টি অশুদ্ধ, বলা যায় বিকলাঙ্গ।



www.pathagar.com

'পল্টনের গ্র্যান্ড আজাদ হোটেলের ব্যবসায়ী সৈয়দ মাজহারুল হক ওরফে স্বপন হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদঘাটন ও খুনিদের পরিচয় জানতে পারেনি'! 'স্বপনের' হতে হবে। 'উদঘাটন'-এর পরে 'করতে' লাগবে।

'লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে'! লাঠিচার্জ ছোড়ে নাকি? অশুদ্ধ বাক্য লেখার মহোৎসব চলছে। নয় কি? এরা তাল ঠুকে নেচে নেচে অশুদ্ধ বাক্য ও শব্দ লিখছে।

'গোলা নিক্ষেপের ঘটনা বন্ধ এবং ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে"!... বন্ধ করার নয়? এই ধরনের বিকলাঙ্গ বাক্যকে আদর্শ বানিয়ে তোলার চেষ্টা চলছে। '৬টি সাঁজোয়াযান ও ৪৫ জন সেনা হত্যা করেছে' – এ ধরনের বাক্য লেখার বেজায় চল হয়েছে। সাঁজোয়াযান হত্যা করেছে! ভাষাকে কোথায় নামিয়ে নেওয়া হচ্ছে তা নিয়ে ভাবার মতোও কাউকে দেখা যায় না।

'৭১-এর ঘাতকদালালদের রক্ষার জন্য জনাব 'ক'-এর ষড়যন্ত্র রুখে দাড়াও' – এর মানে কী? মানে হচ্ছে 'জনাব 'ক'-এর ষড়যন্ত্র রুখে দাঁড়াতে বলা হচ্ছে ৭১-এর ঘাতকদালালদের রক্ষা করার উদ্দেশ্যে। এটা ঈপ্সিত অর্থ নয়, কিন্তু এমন 'বাক্য' লেখা হয়।

টেলিভিশনের খবরে থাকে, 'জনজীবন ও ক্ষয়ক্ষতি কমাতে ভূমিকম্পের পূর্বাভাস,... ইত্যাদি'। মন্তব্য প্রয়োজন কি? এমন আরেকটি উদাহরণ – 'বিদ্যুত সাশ্রয় ও লোডশেডিং কমাতে...'! শুদ্ধ বাক্য কিভাবে হয় তা যারা জানেন তাদের প্রতি আমার অনুরোধ তারা যেন এসব বাক্যের লিখিয়েদেরকে ঠিক পথে পরিচালিত করতে চেষ্টা করেন।

'নতুন পণ্য বাজারে আনার ঘোষণা দিয়েছে'। বাজারে এনেছে, নাকি বাজারে আনবে? যদি আনবে হয় তাহলে লিখতে/বলতে হবে... 'নতুন পণ্য বাজারে আনবে বলে ঘোষণা দিয়েছে'। নইলে 'বাক্য' অশুদ্ধ হবে।

'সাব্‌হা শহর নিয়ন্ত্রণে নেয়ার দাবি'! মানে কী দাঁড়ায়? দাঁড়ায় শহরটি নিয়ন্ত্রণে নেবে এই দাবি, নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার জন্য দাবি বা আবদার। ঈপ্সিত অর্থ অনুযায়ী লিখতে হবে 'সাব্‌হা শহর নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে বলে দাবি'। অত্যাধুনিক ক্যামেরা উদ্ভাবনের দাবি করেছে' লিখলে/বললে তার মানে দাঁড়ায় – দাবিটা উদ্ভাবনের জন্য। সঠিক অর্থের জন্য লিখতে হবে 'অত্যাধুনিক ক্যামেরা উদ্ভাবন করেছে বলে দাবি করেছে।'

'এভিএমএই নির্বাচনের ঘোষণা দিয়েছে' অর্থ কী দাঁড়ায়?

'আবারো জরুরি অবস্থার আশংকা করলেন বক্তারা'। 'আবারো' আশংকা (আশঙ্কা) করলেন, নাকি 'আবারো' (আবার) জরুরি অবস্থা? 'বাক্যে' বিভ্রান্তি, অর্থাৎ অশুদ্ধি। আসোলে আবার জরুরি অবস্থা জারি হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করলেন বক্তারা।

বাক্যের বাহার দেখুন – 'এদিকে গুলশান, বনানী ও উত্তরা এলাকায় লেক ভরাট করে অবৈধ দখলদারমুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছে কমিটি'! অর্থাৎ কিনা কমিটি লেক ভরাট করতে বলেছে, লেক ভরাট করে অবৈধ দখলদারমুক্ত করতে নির্দেশ দিয়েছে! (তদুপরি – 'অবৈধ দখলদারমুক্ত' ভুল, শুদ্ধ হবে 'অবৈধ দখলদার থেকে মুক্ত'। অবৈধ দখলদারমুক্ত মানে দাঁড়ায় – যা দখলদারমুক্ত তা অবৈধ।)

'আবার' স্থানে 'আবারো' আর ছাড়া স্থানে 'ছাড়াও' লেখার বাতিক তৈরি হয়েছে। অর্থাৎ 'আবার' এবং 'ছাড়া' বিলুপ্ত করার চেষ্টা। ফলে 'আবার' এবং 'আবারও'-এর পার্থক্য, এবং 'ছাড়া' এবং 'ছাড়াও'-এর পার্থক্যের সুবিধা নষ্ট হয়। again-এর বাংলা 'আবার'। yet again



www.pathagar.com

অর্থাৎ again-এর পরে আবার হলে সেক্ষেত্রে 'আবারও' হয়। এটাই আদর্শ নিয়ম। 'আরেকটি' এবং 'আরও একটি' তুলনীয়।
'আবার আসবে'-কে লেখা হয় 'আবারো ফিরে আসবে'। এখানে 'আবারো'র ও-কার এবং 'ফিরে' শব্দ বাহুল্য।

'স্মরণকালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা'! স্মরণকালের কিরকম নিরাপত্তা ব্যবস্থা সেটা বলতে কষ্ট হয়? 'তালেবান জঙ্গীদের গুলিতে এক সেনাসহ ২০ জঙ্গী নিহত'। জঙ্গীরাও জঙ্গীদেরই গুলিতে নিহত? (তাছাড়া খেয়াল করুন – হতে হবে – এক সেনা এবং ২০ জঙ্গী নিহত। এ ব্যাপারে পরে আরও আলোচনা হবে।)
'অর্থ আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে পরিষদ গঠনের অভিযোগ অস্বীকার করে ননী গোপাল দাস... বলেন'! অর্থ দাঁড়ায় পরিষদ গঠনের অভিযোগ অস্বীকার করা হল 'অর্থ আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে। 'বাক্যটি' শুদ্ধ করার জন্য লিখতে হবে – অর্থ আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে পরিষদ গঠন করা হয়েছে এই অভিযোগ অস্বীকার করে ননী গোপাল দাস... বলেন।
'দেদারসে বাজারজাত চলছে' অশুদ্ধ। শুদ্ধ হবে – 'দেদারসে বাজারজাতকরণ চলছে'। 'বাজারজাত'-এর উচ্চারণ হবে বাজারজাতো। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে আটক! আটকটা হয়েছে কি '৭১-এ, মুক্তিযুদ্ধের সময়ে?
শস্য ও মৎস্য ভাণ্ডারখ্যাত চলন বিল, দি কুইন বি' খ্যাত জার্মান অভিনেত্রী। 'খ্যাত' শব্দের এ ধরনের ব্যবহার ইতর পর্যায়ে পড়ে। 'ফ্যাশানখ্যাত...' -ও তাই।
এবং/আর/ও বাদ দেওয়ার দুরাগ্রহ দেখা যাচ্ছে। তার বদলে 'সহ' , (কমা) আর - (হাইফেন) দিয়ে চালাতে চেষ্টা করা হচ্ছে, কিন্তু তাতে বাক্য অশুদ্ধ ও বিভ্রান্তিকর হচ্ছে। 'একজন এসপিসহ পাঁচ পুলিশ' মানে মোট পাঁচ পুলিশ। তাহলে 'এক শিশুসহ চার পুলিশ' মানে কয়জন পুলিশ? পাঁচ পুলিশ? শিশুটিও পুলিশ? 'একটি শিশু এবং চার পুলিশ' হতে হবে। যেখানে এবং হওয়া সংগত সেখানে এবং দিতে হবে, সহ'র ব্যবহার যতদূর সম্ভব বাদ দিতে হবে। 'গোলরক্ষক জুমাসহ চারজন রয়েছেন'! মোট কয়জন? চারজন না পাঁচ জন? 'সহ'র অসহনীয় উল্টাপাল্টা ব্যবহারের কারণে বিভ্রান্তি। 'এবং' বাদ দিলে বাক্যের অবস্থা কী হয় তার আরেকটি নজির দেখা যাক। চাঁদাবাজি, হত্যাকাণ্ড, টেণ্ডারবাজি, ডাকাতি, চুরিসহ বিভিন্ন অপরাধ'। বাক্যটা নির্দেশ করে যে চাঁদাবাজি, হত্যাকাণ্ড, টেণ্ডারবাজি এবং ডাকাতিকে অপরাধ বলা হচ্ছে না, শুধু চুরি এবং অন্যান্যকে অপরাধ বলা হচ্ছে। অর্থাৎ বাক্যাংশটিকে আপাতদৃষ্টিতে বোধগম্য মনে হলেও আসোলে সেটা পঙ্গু, বিকলাঙ্গ। লিখতে হত – 'চাঁদাবাজি, হত্যাকাণ্ড, টেণ্ডারবাজি, ডাকাতি, চুরি এবং অন্যান্য অপরাধ', বা 'চাঁদাবাজি, হত্যাকাণ্ড, টেণ্ডারবাজি, ডাকাতি এবং চুরি সহ অন্যান্য অপরাধ' (দ্বিতীয়টিতে সহ আলাদা লিখতে হবে)। "৭টি টিভি, ৩টি ফ্রিজ, ৬টি ডিভিডি, ১টি জেনারেটর, তাদের মালিকানাধীন ভানী ঈষা মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি'র টাকা, গ্রাহকদের দলিল, কাগজপত্র, ব্যাংক চেক, আসবাবপত্রসহ সর্বস্ব"। অর্থ দাঁড়ায় আসবাবপত্র ছাড়া উল্লিখিত জিনিশগুলি সর্বস্বের মধ্যে পড়ে না। আরও মারাত্মক ব্যাপার এই – 'সর্বস্ব'র পরে লেখা হয়েছে 'ভাংচুর করে'। তার মানে টাকা, ব্যাংক চেক, দলিল, কাগজপত্র, ইত্যাদিও ভাংচুর করা হয়!


www.pathagar.com

'... দেশের ইলেকট্রনিকস, অটোমোবাইল, তৈরি পোশাক, সিমেন্ট, আসবাব, কৃষি প্রক্রিয়াজাত, অষুধসহ আরও অনেক পণ্যের চাহিদা রয়েছে...'! এতে 'কৃষি প্রক্রিয়াজাত' অশুদ্ধভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে, পরের কমা'র স্থানে 'এবং' হবে এবং অষুধ থেকে 'সহ' আলাদা করে লিখতে হবে।

আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যায় কিন্তু পৃষ্ঠাসংখ্যা কমের মধ্যে রাখার জন্য তাতে বিরত থাকা গেল। conjunction শব্দ এভাবে বিসর্জন দেওয়া ভাষার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

এরপর বিষয়ের বিষ সম্পর্কে (বিষয়ে!) কিছু কথা (বিষয়!)। একটি বাক্যে লেখা হয়েছে – স্ত্রীর মাস্টার্স পরীক্ষার বিষয়টি তার কাছে অতি গুরুত্বহীন, নগণ্য একটি বিষয়। অথচ লেখা যেত – 'স্ত্রীর মাস্টার্স পরীক্ষা তার কাছে অতি গুরুত্বহীন, নগণ্য।

'ষড়যন্ত্র চলছে কিনা বিষয়টি তদন্ত করা'! লেখা উচিত 'ষড়যন্ত্র চলছে কি না তদন্ত করা'।

'এ বিষয়টি সুরাহা হওয়া উচিত' নয়, 'এর সুরাহা হওয়া উচিত'।

'আপনার যে খুব-একটা ভাল হবে না সে বিষয়ে নিশ্চিত থাকুন'-এর বদলে লেখা যায় 'নিশ্চিত থাকুন আপনার খুব একটা ভাল হবে না'।

'খুবই কঠিন একটি বিষয়' 'খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়' ইত্যাকার বাক্য থেকে 'একটি বিষয়' অংশ বাদ দেওয়া কর্তব্য।

'সেটা কোন [কোনও] মুখ্য বিষয় নয়'-কে অনায়াসে লেখা যায় 'সেটা মুখ্য নয়'।

'এ মন্তব্য এ বিষয়টি স্পষ্ট করেছে যে তারা...' থেকে 'এ বিষয়টি' ছেঁটে দিয়ে লেখা যায় – 'এ মন্তব্য স্পষ্ট করেছে যে তারা...'।

'আকর্ষণীয় দ্রষ্টব্য ও শ্রুতিসুখকর বিষয় হয়ে ওঠে' বাক্য থেকে বিষয় শব্দটা উড়িয়ে দেওয়া যায়। এ হচ্ছে 'বিষয়' শব্দের স্রেফ বাহুল্য শুধু নয়, তার চেয়ে খারাপ।

অনেক সময় লেখার অর্থ 'বিষয়টির বিষয়টি'ও দাঁড়ায়। উদাহরণ – 'শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের বিষয়টি আরও ভালভাবে কিভাবে করা যায় সে বিষয়ে নজর দেওয়া...'। বিষয়টির বিষয়টি হলে 'বিষয়টির বিষয়টির বিষয়টির...বিষয়টি'ও হতে পারে বৈকি।

'সম্বন্ধে'র বদলে 'বিষয়ে' চালিয়ে 'সম্বন্ধে' শব্দ বাতিল করার চেষ্টা চলছে। 'ব্যাপার' শব্দটিও উৎখাত করে তার বদলে 'বিষয়' লেখা হচ্ছে। আরও একটি উত্তম শব্দকে বিলুপ্ত করার চেষ্টা। বাংলায় শব্দসংখ্যা কি খুব বেশি হয়ে গিয়েছে?

বিষয়ের বিষ ভাষার রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢোকানো হয়েছে। এমন কোনও কিছু নেই যার বদলে বিষয় লেখা হয় না। 'বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন' লেখার প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করা যায়, যেখানে 'বিষয়টি'র স্থানে 'তা' লিখলেই হয়ে যায়।

'বিষয়'-এর ব্যবহার দেখুন – "প্রতিবন্ধিতা বিষয়টি কোনো নতুন বিষয় নয় প্রতিবন্ধিতা বিষয়টিকে প্রধানত একটি মানবিক ও কল্যাণের বিষয় বলেই ধরা হত।" কী ভাব কী ভাষা! বিষয়'-এর কী ব্যবহার! আরও দেখুন – "সীমান্ত পারাপারের বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করলে নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে তুরস্কের এই বিষয়গুলোতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।"

বিষয়/বিষয়ে/বিষয়টি বিয়ার কনের সাজের মতো এবং বিয়া-বাড়ির আলোকসজ্জার মতো জ্ঞান করা হয়। চাল ডাল ইত্যাদিও বিষয়। এমন বলতে শুনেছি টেলিভিশনের টক-শো-এ। কাপ-পিরিচও বিষয়।



www.pathagar.com

আবার এককাপ পারফেক্ট চায়ের জন্য সবচেয়ে জরুরি যে ধৈর্য, তা-ও বিষয়। টেলিভিশনে শুনেছি – 'জামা বা অন্যান্য বিষয়গুলি উপহার দেওয়া'! জামা পাজামা প্যান্ট ইত্যাদিও বিষয়! 'নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করে!'...'বিষয়টি' নিশ্চিত করা হলে 'নিরাপত্তা' নিশ্চিত না-ও হতে পারে। 'পদক্ষেপ না নেয়ার বিষয়ে আশ্বাস' দিলে পদক্ষেপ না নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয় কি? 'অপরিহার্য একটি বিষয় হয়ে' দাঁড়ালে 'বিষয়'টি হয়ে দাঁড়ায় কিন্তু অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায় কি? 'সম্পৃক্ততার বিষয়ে উদ্বেগ' না লিখে 'সম্পৃক্ততায় উদ্বেগ' লেখা সংগত। উদ্বেগটা আসোলেই সম্পৃক্ততায়। বিষয়ে নয়। অনেকে একটি ব্যাপারকেও 'বিষয়গুলো' বলে বসেন। যেমন – "এই যে অহরহ গাড়ি চুরি হচ্ছে, এই বিষয়গুলো..."।

'টাটার স্থগিতাদেশ চেয়ে আবেদন খারিজ'! অর্থ দাঁড়ায় – খারিজ হওয়া আবেদনটি টাটার স্থগিতাদেশ চেয়ে। টাটাকে স্থগিত করার আদেশ! (এখানে বলে রাখি – স্থগিত'র উচ্চারণ স্থগিতো, নিশ্চিত'র উচ্চারণ নিশ্চিতো)। ঠিক অর্থ হবে যদি লেখা হয় – স্থগিতাদেশ চেয়ে টাটা যে আবেদন করেছে তা খারিজ।

'যৌতুক না পেয়ে স্ত্রীকে হত্যার অভিযোগ'। যেন যিনি যৌতুক পাননি তিনি স্ত্রী-হত্যার অভিযোগ করেছেন! স্বাচ্ছন্দ্যে ভ্রমণ করা, নাকি স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করা? 'স্বচ্ছন্দ' থেকেই তো স্বাচ্ছন্দ্য।

'স্বচ্ছন্দ'-তে অরুচি কেন? আরও একটি শব্দ বিলুপ্ত করার চেষ্টা? 'ফেনীর ডিসি...-কে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে অন্যত্র বদলির বিষয়টি ঝুলে রয়েছে'! এর অর্থ দাঁড়ায় যে, অন্যত্র বদলির বিষয়টি ফেনীর ডিসি অমুক-কে সরিয়েছে এবং অতঃপর ঝুলে আছে। 'বাজেট আলোচনার সময় মন্ত্রীদের অনুপস্থিতিতে ক্ষোভ' অর্থ কী? মন্ত্রীগণ যখন অনুপস্থিত তখন ক্ষোভ? বাজেট আলোচনার সময় ক্ষোভ? ঈপ্সিত অর্থের জন্য লিখতে হবে – 'বাজেট আলোচনার সময় মন্ত্রীগণ অনুপস্থিত থাকাতে ক্ষোভ।'

'উড়োজাহাজ ক্রয়ে দুর্নীতি মামলার রায় বুধবার' অশুদ্ধ। শুদ্ধ হবে – 'উড়োজাহাজ ক্রয় দুর্নীতি মামলার রায় বুধবার'।

'সিজারিয়ান সেকশন করে এই বাছুরের জন্ম হয়েছে', 'ফিরে এসে থাকছে', 'বাস খাদে পড়ে ৩ জন নিহত' ইত্যাদি অশুদ্ধ। শুদ্ধ হবে – 'সিজারিয়ান সেকশনে এই বাছুরের জন্ম হয়েছে', 'বিরতির পরে থাকছে', 'বাস খাদে পড়লে তিন জন নিহত', ইত্যাদি।

'সাবান দিয়ে পরিষ্কারের ফলে', 'কারখানা বন্ধসহ বিভিন্ন আন্দোলনের হুমকি' ইত্যাদি অশুদ্ধ। শুদ্ধ হবে – 'সাবান দিয়ে পরিষ্কার করার ফলে', 'কারখানা বন্ধ করা সহ বিভিন্ন আন্দোলনের হুমকি বা কারখানা বন্ধ করার ও বিভিন্ন আন্দোলনের হুমকি।'

'... দাবি জানিয়ে পালিত হচ্ছে' অশুদ্ধ। শুদ্ধ হচ্ছে – '... দাবি জানিয়ে পালন করছে (বা, পালন করা হচ্ছে)।

মূল বই-এ আমি দন্ত্যরোগের কথা বলেছি। রোগটা প্রকট হয়ে যেতে দেখা যায়। নিচে বানানের নমুনা লক্ষ্য করুন :

সিফটিং সি-সোর খোসামুদি কনসাজনেস ডিম পোজ ইলিউসন অ্যাডভাইজ ম্যাচ কম্যুনিকেশান হাসেমি শিস শসা স্যাল কলেজের ফাংসান ব্রান্স অফিস ফ্যাসান ক্লিন সেভ নেকলেশ বদমাস রিফ্রেসমেন্ট সো-কেস সোরগোল ফ্যাস ফ্যাস কণ্ঠ ফ্যাকাসে চৌকস বিয়ে-সাদী বদমাইস আস্কারা মুস্কিল ম্যাসেস ফোঁস করে ওঠে খরগোস সুরু সাগরেদ সহর খুসী সর্ত সোঁ করে আসা নক্সা সাঁ করে ওড়া লাস বসির সিকদার সিরাজ মসিউর ইস্তিয়াক রসিদ সামসুল।



www.pathagar.com

choice-কে চয়েজ আর voice-কে ভয়েজ লেখা শুরু করা হয়েছে। অথচ ইংরেজিভাষীরাই Brazil-কে ব্রাসিল Venezula-কে ভেনিসুয়েলা উচ্চারণ করে।

টেলিভিশনে খবরে আজকাল Mogadishu-কে Mogadisu উচ্চারণ করা হয়; তেমনি Shinawatra-কে Sinawatra উচ্চারণ করা হয়। এ শুধু পাঠকের মূর্খতার কারণে নয়, স্ক্রিপ্ট-রাইটার-এর আহম্মকি এবং/অথবা মূর্খতার জন্য। ভুল উচ্চারণটি 'মোগাদিশু'র স্থানে 'মোগাদিসু' এবং 'শিনাওয়াত্রা' স্থানে 'সিনাওয়াত্রা লেখার ফল। এরকম অনেক উদাহরণ নিশ্চয়ই আছে। একই বিভ্রান্তির কারণে উল্টা ফল ঘটে, যেমন সানিয়া (Sania) -কে শানিয়া (Shania) উচ্চারণ করতে শোনা যায়। তবে 'শাকিরা'কে শাকিরা'ই লিখতে দেখা যায়, 'শারাপোভা'কে শারাপোভা'-ই। তারা সুন্দরী যুবতী বলেই কি? অথচ ওস্তাদেরা যেন পণ করেছে মোগাদিসু সিনাওয়াত্রা ইত্যাদি লিখবেই। সাম্প্রতিক লিবীয় গৃহযুদ্ধে বিদ্রোহীদের মুখপাত্র Shammam (শাম্মাম) -এর নাম একটি বাংলা দৈনিকে 'সাম্মান' লেখা হল। এ কি তাকে সম্মান করার জন্য? এর ফলে টেলিভিশনের খবরে কী উচ্চারণ পাঠ করা হয়ে থাকতে পারে সেটা সহজেই অনুমান করা যায়।

এই দশা দেখে কী করা উচিত? উচিত হচ্ছে এই নিয়ম করা যে, তৎসম ও তদ্ভব শব্দ ছাড়া বাকি সব শব্দে sh ধ্বনির জন্য শ (কোনও কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে ষ) এবং s ধ্বনির জন্য স ব্যবহার করতে হবে। রিকশা বাকশো তফশিল শালিশ ইত্যাদি বানান হবে। সড়ক স্থানে শড়ক হবে, এই শব্দটি যে আরবি শব্দ থেকে এসেছে তাতেও sh ধ্বনি আছে। রিকশা শব্দ সম্পর্কেও একই কথা। তুলনীয় Sarkozy'র Sarkoji, Brazil-এর Brajil, Venezuela'র Venejuela উচ্চারণ। z -এর ধ্বনির জন্য য ব্যবহার করলে এ মূর্খতা প্রকাশ পেত না, শিক্ষা ঠিক হত।

'যুগপদ (যুগপৎ) বিস্ময় ও হতবাক হয়েছে' অশুদ্ধ, শুদ্ধ হবে 'যুগপৎ বিস্মিত ও হতবাক হয়েছে'। (আসোলে 'বিস্ময়ে হতবাক' হলেই তো চলে। সেটাই সংগত)

'এটা রেশমের মতো নরম ও কোনো গন্ধ নেই' নয়, 'এটা রেশমের মতো নরম ও এতে কোনো গন্ধ নেই'। 'বাসভবন থেকে উৎখাত প্রসঙ্গে তিনি বলেন' নয়, 'বাসভবন থেকে উৎখাত করা/হওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন'।

'দুই হাজার ৯২০' লেখা বোকামি; লিখতে হবে – ২ হাজার ৯ শত ২০, বা 'দুই হাজার নয়শত কুড়ি'।

'তিনদিকে লেক-বেষ্টিত মাঠ' মানে দাঁড়ায় 'লেক-বেষ্টিত মাঠ তিনদিকে'। ঈপ্সিত অর্থের জন্য লিখতে হবে – 'লেক দ্বারা তিনদিকে বেষ্টিত মাঠ'।

আজকাল দেখা যায় 'বাক্যে' কর্মের সাথে কর্তার সামঞ্জস্য থাকে না। 'বাক্যে' কর্ম কোনটা আর কর্তা কোনটা সেদিকে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

এবং একটা শব্দের অপপ্রয়োগ সম্বন্ধে কিছু কথা। শব্দটা 'নাব্য'। ইংরেজি navigable শব্দের অর্থ 'নাব্য'। সুতরাং 'নদীটি নাব্য' বলা যাবে, 'নাব্য নদী' বলা যাবে, কিন্তু 'নদীর নাব্য' বললে অশুদ্ধ হবে।

এবং বিবেচনা করা যাক ইংরেজি navigability শব্দের অর্থ কী হবে। 'নাব্য থেকে সহজেই 'নাব্যতা' হতে পারে এবং হবেও (যদিও কিছু কিছু অভিধানে 'নাব্যতা' নেই)। যে সব অভিধানে নাব্যতা নেই সেসবের মধ্যে 'নাব্য' শব্দের প্রয়োগের উদাহরণ হিশাবে 'নাব্য নদী' আছে, 'নদীর নাব্য' নেই। বাংলা ভাষায় অনেক শব্দই তো আছে যেগুলি মূল থেকে পরিবর্তিত



www.pathagar.com

হয়ে এসেছে (অন্য অনেক ভাষাতেও তাই)। সংস্কৃতে 'নাব্যতা' যদি না-ও থাকে, বাংলায় তা গ্রহণ করতে কোনও বাধা নেই। 'নাব্য' থেকে অনায়াসে সহজে 'নাব্যতা' হয়। যেমন জরুরি থেকে 'জরুরিত্ব' হতে পারে। এক লেখক 'মিথ্যা' থেকে 'মিথ্যাত্ব' করেছেন; প্রয়োজনে এমনটা করা সংগত।

অনেকে প্রয়োজনীয় রেফ ( র্ ) দেন না। এমনকি একটি কলেজের নাম নর্দান কলেজ। হেডকোয়ার্টার্স চার্টার্ড ইত্যাদি লেখা হয়। এসব দূর হওয়া জরুরি।

আজকাল 'সরয়ার' 'আনয়ার' ইত্যাদি দেখা যাচ্ছে। সরয়ার-এর উচ্চারণ সরওয়ার হওয়ার কথা নয় সরইয়ার হওয়ার কথা; 'সর' মানে মাথা, 'ইয়ার' মানে দোস্ত। অনুরূপভাবে 'আনয়ার'-এর উচ্চারণ দাঁড়ায় 'আন্‌ইয়ার', 'কোতয়ালি'র 'কোতইয়ালি'। 'সরওয়ার' বা 'সরোয়ার', 'আনওয়ার' বা আনোয়ার', 'কোতওয়ালি' বা 'কোতোয়ালি', ইত্যাদির ও/ও-কার বাদ দেওয়া গোঁফ কামিয়ে মড়ার ওজন কমানোর চেষ্টার মতো হাস্যকর।



www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com